তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৮ম ভাগ। ২য় সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৮০৭ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রাণীরাজ্যে পক্ষীদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ এবং প্রফুল্ল দেখিতে পাওয়া যায়। আর আর প্রাণীগণ যেমন রুগ্ন দুর্ব্বল ও বিকৃত অবস্থায় দিন কাটায়, পক্ষীগণের সে অবস্থা প্রায় কখনও ঘটে না। কোন বিশেষ দুর্ঘটনা না ঘটিলে পক্ষীদিগকে রুগ্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে কখনও দেখা যায় না। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, পক্ষীগণ আর আর প্রাণী হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে। অন্যান্য প্রাণীগণ যেরূপ অবস্থার দাস, পক্ষীগণ সেরূপ নয়। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনও কারণে পৃথিবীর বায়ু দূষিত হইল, পক্ষীগণ দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে গমন করিয়া, সেই দূষিত বায়ুর হাত এড়াইয়া চলিয়া গেল। পৃথিবীর স্থান বিশেষ অস্বাস্থ্যকর হইল, দেখিতে দেখিতে তাহারা সেস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পৃথিবীর দুর্ঘটনা তাহাদিগকে অধীন করিয়া রাখিতে সমর্থ নহে। এজন্যই তাহারা অধিক পরিমাণে সুস্থ এবং প্রফুল্ল। পক্ষীদিগকে যে কারণে সুখী এবং সুস্থ দেখা যায়, আধ্যাত্মিক-রাজ্যে যখন সাধকের প্রাণ সেই অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহাতে সুস্থতা এবং শান্তির সমাবেশ দেখা যায়। স্বাধীনতাই সুখ এবং সুস্থতার মূল কারণ। এই জন্য চিরদিন সাধকগণ সকল প্রকার বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। এদেশের সাধকগণের সাধনার একটী প্রধান উদ্দেশ্য দ্বন্দ্বাতীত হওয়া। অর্থাৎ সুখ, দুঃখের অতীত হওয়া। বাস্তবিক সংসারে তখনই জীবন সুখের এবং আরামের স্থান হয়, যখন কোন প্রকার অবস্থার দাসত্ব করিতে না হয়। আত্মা যদি পৃথিবীর অসম্ভাবী ঘটনা সকলের বশীভূত থাকিল, তবে আর তাহার সুখের স্থল কোথায়। পৃথিবীতে থাকিতে গেলে শোক, জরা প্রভৃতি ঘটিবেই, সম্পদ বিপদ পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইবেই। যিনি এ সকল অবস্থায় আপনাকে অটল ও অচল রাখিতে সমর্থ হন, যিনি এ সকল অবস্থায় আপনার গন্তব্য পথ হইতে—আপনার কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত না হন, তিনিই পৃথিবীতে সুখী এবং সুস্থ। ধর্ম্ম-সাধন মানবের এই অবস্থায় যাইবার পক্ষে প্রধান সহায়। কারণ ধর্ম্মই মানুষকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারে, সেই অবস্থায় উপস্থিত করিতে সমর্থ করে, যেখানে পৃথিবীর সুখ দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে না। ধর্ম্মে যাহার চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাহিরের কোলাহল, সম্পদ বিপদ তাহার কি করিবে। সাধক যিনি তিনি এই সংসারে আছেন, এই আবার দেখিতে দেখিতে এ সকল কোলাহল অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রাণেশ্বরে বুক্ষস্থিত হইয়া যান। ঈশ্বরের সহিত যতক্ষণ না সেই সম্বন্ধ উপস্থিত হয় ততক্ষণ প্রাণের শান্তি কোথায়? যিনি প্রাণেশ্বরকেই আপনার সুখ শান্তির স্থল করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই যাহার আশা ভরসা ন্যস্ত হইয়াছে, যিনিই যাহার বন্ধুস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহারই পক্ষে পৃথিবীর সকল কোলাহল এবং সম্পদ বিপদে স্থির ও সুস্থ চিত্তে অবস্থিতি সম্ভব। এই প্রকার অনধীনতা এবং অনুকূল অবস্থায় গমন করিতে পারিলেই সাধকের যত্ন ও পরিশ্রম সফল হয়। ধর্ম্মই সেইস্থানে লইয়া যাইতে সক্ষম। ধর্ম্মই সেই দীনবন্ধুর সহিত এরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক ঘটাইতে সমর্থ। এমন ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি বিমুখ হইয়া জীবনযাপন করিতে কেন লোকের প্রবৃত্তি হয়?

যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাদিগের কতকগুলি ইচ্ছাধীন, যেমন হস্ত পদ প্রভৃতি। শরীরী ইচ্ছা করিলেই ইহাদিগকে চালনা করিতে পারে। অপর কতকগুলি ইচ্ছাধীন নহে। যেমন পাকযন্ত্র প্রভৃতি। তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, তাহার কার্য্য অবিশ্রামে চলিতেছে। মঙ্গলময় ঈশ্বর এই দুই শ্রেণীর যন্ত্রের সাহায্যে জীব শরীর রক্ষা পাইবার উপায়-বিধান করিয়াছেন। হস্তপদাদি ইচ্ছাধীন হওয়ায় প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবার সুবিধা হইয়াছে, আর পাক-যন্ত্রাদি ইচ্ছাধীন না হওয়ায়, মানুষের অলসতা ও অকর্ম্মণ্যতা ঘুচিয়া শরীর পোষণ এবং রক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রয়োজনে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার বিধি বিহিত হইয়াছে। শরীর সম্বন্ধে যেমন দেখিতেছি, ইচ্ছাধীন এবং ইচ্ছার অনধীন দুই প্রকার যন্ত্র বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরকে রক্ষা করিতেছে, তেমনি অন্তর্জগতেও এই দুই ভাবের ক্রিয়া দেখিতে পাই। মানুষ

ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মবৃত্তি গুলির বিকাশ পাইবার সহায়তা করিতে পারে,কিন্তু সে যে আপনার সমুদায় সাধু-বৃত্তিগুলির কার্য্য বন্ধ করিয়া দিবে, তাহা পারে না। একজন নানা প্রকারে অত্যাচার অনাচারে আপনাকে যৎপরোনাস্তি কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে, সে যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সকল প্রকার সাধু কার্য্য,সাধু-চিন্তা হইতে দূরে থাকিবে এবং শরীর-মনের অধোগতির জন্ম যাহা করা আবশ্যক, সে সমস্তই করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই প্রকারে যথাবিধানে আপনাকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহারও ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইবে, এমন একটী বা দুইটী মহৎ ভাব বর্ত্তমান আছে, যাহা অনেক ধর্ম্ম সাধনপর সাধুরও নাই। সে স্বভাবাধীন হইয়া, স্বভাব-দত্ত সেই সুন্দর ভাবটীকে আর বিনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। যেন তাহার অজ্ঞাতসারে সেই মহৎ সাধুভাব তাহার অন্তরে রাজত্ব করিয়া মনুষ্যত্বের সৌন্দর্য্য এবং মহত্ব ঘোষণা করিতেছে। অনুসন্ধান করিলে আমরা এইরূপ বহুলোক দেখিব, মানুষ যাহার দূষিত আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিতেছে, অথচ তাহারই মধ্যে দুই একটী এমন মহৎ সাধুভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এক ব্যক্তি হয়ত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি দ্বারা একদিকে লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, আবার দেখ সেই হয়ত প্রতিবাসীর কাহারও পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র ছুটিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে যাইতেছে, যতক্ষণ তাহার প্রতিকার না হয়, ততক্ষণ তাহাকে আর অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে না। একজন হয়ত অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সেবা করিয়া আপনাকে লোক-চক্ষে হীন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু দেখিব তাহার অন্ত প্রকার দুই একটী এমন সদ্গুণ আছে যাহা দেখিলেই প্রাণ জুড়ায়। এইরূপে মানুষ যতদূর পাপের পথে যাউক্ না কেন; সে যে একবারে আপনার মনুষ্যত্ব এবং মহত্ব বিনাশ করিয়া, মনুষ্য নামের অযোগ্য হইবে, আপন সাধু-বৃত্তিগুলির কার্য্য রুদ্ধ করিয়া দিবে। একবারে চির বিনাশের পথে গমন করিবে, সে সম্ভাবনা নাই। সে আপনার সাধু-বৃত্তি-গুলির এমন ব্যবহার কখনই করিতে পারে না, যদ্দ্বারা তাহার কার্য্য আর হইতে পারিবে না। আশ্চর্য্য মঙ্গলময়ের বিধান তিনি কাহাকেও চিরবিনাশের পথে যাইতে দিতে পারেন না। সেই নানা প্রকারে দুর্গতি-গ্রস্ত ব্যক্তিকেই হয়ত দেখা যাইবে, যে দুই একটী সাধুভাব তাহার প্রাণের এক কোণে জাগিতেছিল,তাহারই প্রভাবে আবার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সম্পূর্ণরূপে সাধুতার পথে চলিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। এই জন্ত আমরা কাহারও একবারে বিনাশের কথা ভাবিতে পারি না।

যাহারা অনন্ত নরকে বিশ্বাস করেন তাহাদের সহিত এই জন্তই আমাদের সহানুভূতি নাই। তাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অনুভব করিতে না পারিয়াই এই ভয়ানক ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। মানবের সম্বন্ধে যদি এই বিধি প্রবল হইত, যে একবার পাপের সাগরে ডুবিলে আর তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে সেই শুভ-সংকল্প—মঙ্গলময়ের দয়া এবং মঙ্গল ইচ্ছার কোন অর্থই থাকিত না। এইজন্য কাহাকেও পাপের পথে চলিতে দেখিলে—পাপের সেবায় রত দেখিলে, আমরা দুঃখিত হইব, অনুযোগ করিব তাহাকে সুপথে আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিব এবং যাহাতে তাহার পাপে রত হইবার সুবিধা না থাকে, তজ্জন্য বিধিমতে উপায় গ্রহণ করিব। কিন্তু নিরাশ হইয়া বিনষ্ট হইবে, চিরদিন পাপের কঠোর যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইবে, কিম্বা তাহার আর উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই,ভাবিয়া তাহার কল্যাণ সাধনে ক্ষান্ত হইব এমন মতি যেন আমাদের না হয়। পাপে রত দেখিয়া তাহার জন্ত দুঃখ করিব এইজন্য যে, এমন সুন্দর ও মহৎ স্বভাব পাইয়া, তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া অতুল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইল। যে সময় সে বৃথা পাপের সেবায় কাটাইল, তাহার জন্ত ভয়ানক যন্ত্রণা পাইয়া তবে সংশুদ্ধ হইতে হইবে—ফিরিয়া সুপথে আসিতে তাহাকে কল্পনার অতীত কষ্ট পাইতে হইবে—বহু সংগ্রামের পর তবে আবার সুপথে চলিতে সমর্থ হইবে। যে কার্য্য সহজ ছিল তাহা সেই ব্যক্তির পক্ষে বিষম কঠিন হইয়া পড়িল। ঈশ্বর এই প্রকারে মানুষকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত না করিয়া একদিকে তাহার উন্নতি পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে বিনাশ হইতেও রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন। যে ইচ্ছা করিয়া আপনার সাধু বৃত্তিগুলিকে সুপথে চালিত করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সে সুখ শান্তিতে বর্দ্ধিত হইয়া কৃতার্থ হয়। অন্যের পক্ষে জীবন ধারণ কেবল যন্ত্রণার কারণ। অসার মাংসপিণ্ডের গুরুভার বহনই তাহার লাভ।

ত্রিতাপ।

অস্মদ্দেশীয় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ প্রভূত চিন্তার পর জগতের দুঃখরাশিকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অর্থাৎ দেহ ও আত্মাকে অবলম্বন করিয়া যে সকল দুঃখের উদয় হয়—দ্বিতীয়তঃ—দৈব দুর্বিপাক নিবন্ধন যে সকল দুঃখের উদয় হয়—তৃতীয়তঃ অপরাপর ভূতগণ হইতে যে সকল দুঃখের উদয় হয়। রোগ শোক জরা প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক বিকার সম্ভূত দুঃখ, বিদ্যুৎ বজ্র, উল্কা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবের প্রতিকূলতা সম্ভূত সমুদয় দুঃখ; বৃশ্চিক, সর্প, ক্ষিপ্ত কুক্কুর, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির দংশনাদি সকল প্রকার আকস্মিক দুঃখ, এই ত্রিবিধ শ্রেণীর অন্তর্ভূত। মানবকে এই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়—এই সুগভীর সমস্যার মীমাংসাতে রত হইয়া, প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিবিধ মুক্তিমার্গের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সচরাচর ত্রিতাপ বলিলে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীত্রয় বুঝাইয়া যায়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বোক্ত শব্দটী চিরপ্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি নাই। ইহা যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে পরিস্ফুট করা যাইতেছে।

জন সমাজের প্রতি সমষ্টিভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মানবজীবন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ক্ষেত্র।

ধরণীর সৃষ্টিকর্ত্তা ধরণীকে মানবের বাসের যোগ্য ও সুখ ভোগের সহায় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাতে উপভোগের সামগ্রী, ও সুখের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে আছে; মানবকেও তিনি আশ্চর্য্য মানসিক শক্তি দিয়া এই সমুদয়কে স্বকার্য্য সাধনে নিয়োগ করিতে সমর্থ করিয়াছেন, অথচ মানবসমাজে নিরন্তর জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম চলিতেছে। জীবনপথে মানব অবাধে বা সুখ সচ্ছন্দে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; চরণে কণ্টক বিঁধিতেছে; এবং এ পথে যে পথিক অগ্রসর হইতেছে তাহার রক্তাক্ত পদচিহ্ন পুরোবর্ত্তী বালুকার উপর পড়িয়া থাকিতেছে। নিতান্ত সুখী যে, চারিদিক অনুকূল যার, বাহুবলের দ্বারা সুরক্ষিত যে তাহারও এই দশা ঘটিতেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক লোককে নিরন্তর আত্ম-রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। সর্পমুখে পতিত ভেকের যে দশা জগতের বহুসংখ্যক লোকের সেই দশা; সেইরূপ আর্ত্তধ্বনি দিন রাত্রি উত্থিত হইতেছে। এখন প্রশ্ন এই জগৎবাসী কাহার গ্রাসে পতিত হইয়াছে? সে কালসর্প কে যে জগতের লোককে গ্রাস করিয়া মানবজীবনকে দারুণ সংগ্রামের ক্ষেত্র করিয়া তুলিতেছে? চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, যে ত্রিবিধ যন্ত্রনা জগৎবাসীকে সুস্থির থাকিতে দিতেছে না। (১ম) দারিদ্র্য—(২য়) ব্যাধি (৩য়) পাপ। এই ত্রিবিধ অগ্নির জ্বালা একত্র হইয়া প্রকাণ্ড দাবানলের ন্যায় মানব সমাজকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে।

প্রথম দারিদ্র্য। যে সকল অত্যাবশ্যক বস্তু লাভের উপর এ জগতে মানবের জীবন ধারণ নির্ভর করে, তাহাও যাহারা উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহারা এই দারিদ্র্য দুঃখগ্রস্থ। হায়! জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা কত অধিক!! এই বহুসংখ্যক দরিদ্রের কত কোটী কেবল এক ভারতবর্ষেই মিলে!!!—ইহাদের অনেকে দারিদ্র্যের চরম সীমাতে নিরন্তর বাস করিতেছে! একাহার ইহাদের দৈনিক ব্যাপার। পরিধেয়ের অভাবে কৌপীন মাত্র সার, রুগ্ন হইলে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়, অতি হীনাবস্থ তরুপত্রাবৃত ও এক খানি কুটীরে সপরিবারে বাস। ধন্য মানবের জীবন-তৃষ্ণা, ধন্য মোহ! ধন্য মৃত্যু ভয়! ধন্য আশার শক্তি! ইহারা কি সুখেই বাঁচিতে চায়, তাহা বুদ্ধির অগম্য। অথচ ইহারা যে কেবল বাঁচিতে চায় এমন নহে, সামান্য একখণ্ড কাষ্ঠের জন্য, বিবাদ করিয়া রক্তারক্তি করে। যেখানে দারিদ্র্য সেখানে অনাহার—যেখানে শারিরীক দুর্ব্বলতা, সেখানে অশিক্ষিতাবস্থা, সেইখানে নানা প্রকার ব্যাধি, নানা প্রকার অশান্তি, এইরূপে ঘোর দরিদ্রতা সহস্র সহস্র নরনারীর শোণিত শুষিয়া ফেলিতেছে।

যাহাদের গলদেশ দারিদ্র্যের লৌহময় হস্তদ্বারা পীড়িত নয়, যাহাদের খাইবার পরিবার আছে, তাঁহাদিগকেও ব্যাধির হস্ত হইতে জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করিতে হইতেছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে; মানব অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কত শত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, নিরন্তর কত গভীর চিন্তা পূর্ব্বক নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু সকলই বিফল। উপায় থাকিতে মানুষ পথ পাইতেছে না, আলোক থাকিতে অন্ধকারে ঘুরিতেছে, এবং দলে দলে অকালে বিলীন হইয়া যাইতেছে। অরণ্য মধ্যে মৃগ ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া যেমন ছটফট করিয়া মরে, সেইরূপ এক অদৃশ্য আঘাতে, অদৃশ্য বাণে বিদ্ধ হইয়া মানবকুল অসহ্য যাতনাভোগ করিতেছে, এবং কৃমিদলের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই সংগ্রাম নিরন্তর চলিতেছে।

যাহারা দারিদ্র্য ও শারীরিক ব্যাধি এই উভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত—তাহাদেরও অনেকে নিজ নিজ কাম ক্রোধাদির জ্বালায় শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। বিবিধ পাপাচরণে রত হইয়া মানসিক শান্তি ও পারিবারিক ও সামাজিক সুখ-সচ্ছন্দ একেবারে বিনষ্ট করিতেছে। অধিকাংশ স্থলেই একবিধ দুঃখ অপরবিধ দুঃখকে আনয়ন করিতেছে। দারিদ্র্য ব্যাধি ও পাপকে প্রসব করিতেছে এবং পাপ দারিদ্র্য ও ব্যাধিকে আনয়ন করিতেছে। এইরূপে এই ত্রিতাপে মানব-সমাজ দগ্ধ হইতেছে। সমাজের কল্যাণাকাঙ্খী ব্যক্তিমাত্রেরই মনে সহজে এই প্রশ্নের উদয় হয়, এই ত্রিবিধ সামাজিক তাপ নিবারণের উপায় কি? সামাজিক চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা যে এই ত্রিবিধ দুঃখের প্রকোপ খর্ব্ব করা যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। আপাততঃ সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়, যে স্বাস্থ্যের উন্নতির অনুকূল উপায় সকল অবলম্বন করিলে, অস্বাস্থ্যকর স্থান স্বাস্থ্যকর হয়, ব্যাধির আলয় স্বরূপ স্থান স্বাস্থ্য সুখের আলয় হয় ব্যাধির উৎপত্তি যাহাতে না হয় এরূপ উপায় যেমন অবলম্বিত হইতে পারে, সেইরূপ উৎপন্ন ব্যাধির উপসমেরও উপায় হইতে পারে। পাপ সম্বন্ধেও এইরূপ সুসময়ে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পাপের উৎপত্তি নিবারণ করা যাইতে পারে, এবং অনুশোচনাদি দ্বারা উৎপন্ন পাপেরও প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। কিন্তু সামাজিক দারিদ্র্য বিনাশের উপায় কি তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। যাহা হউক এই ত্রিতাপ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা সমাজতত্ত্ববিৎ চিন্তাশীল দেশ হৈতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বিশ্বাস পর্ব্বত।

কোন পর্ব্বতের উপর এক দরিদ্র ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র লইয়া এক খানি কুটীরে বাস করিত। এক দিবস কোন পণ্ডিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই পর্ব্বতবাসী ব্যক্তিদিগের নিকট তথায় রাত্রি অবস্থান করিবার প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাহারা তাঁহাকে তথায় থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। সে রজনীতে ভয়ানক ঝড় উত্থিত হইল। পর্ব্বতের উপর প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। ঝড়ের ভয়ানক শব্দে পণ্ডিতকে অত্যন্ত ভীত করিতে লাগিল; তিনি শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সেই কুটীর বাসীদিগের নিকট

উপস্থিত হইয়া বলিলেন "এ ভয়ানক ঝড়ে তোমরা ভীত হইতেছ না?—আমার ভয়েতে প্রাণ কাঁপিতেছে; তাহারা বলিল আমাদিগের ভয় কি?—আপনি কি দেখিতেছেন না যে আমাদিগের গৃহ—অটল পর্ব্বতের উপর স্থাপিত; সহস্র ঝড়েও আমাদিগের ভীত হইবার কারণ নাই।" পণ্ডিত তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া তখন বুঝিতে পারিলেন যে সত্যই তাহাদিগের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, যে গিরি শিখরে ইহাদের গৃহ স্থাপিত সে গৃহ নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে ভয়ানক ঝড়ের মধ্যেও অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে।

বিশ্বাস কি? 'পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা।' পরমেশ্বর জীবন্ত ও জলন্ত ভাবে এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তু পূর্ণ করিয়া বাস করিতেছেন। দ্রুতগামী জল স্রোত সাগরের ভীষণ তরঙ্গ, নিবিড় অরণ্য, হৃদয় তৃপ্তকারী কুসুম কানন, বৃক্ষলতাদি শূন্য উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি, সৌর জগতের অগণ্য তারকাবলী সকলেই নিরন্তর সেই পরম মনোহর পুরুষের জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে। এই রূপ প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে, এবং নরনারীর মুখের মধ্যে তাঁহার উজ্জল সত্বা দর্শন করাই বিশ্বাস। বিশ্বাস কেবল যে পরিদৃশ্যমান জগতের তাবৎ পদার্থের মধ্যে পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ক্ষান্ত থাকে, তাহা নয়, বিশ্বাস এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরলোকের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করিয়া থাকে। বিশ্বাস এই মোহময় সংসারে পাপের এবং মোহের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সেই প্রেম রবিকে মানবের চক্ষের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। বিশ্বাস সংসারের পথহারা পথিককে হস্ত ধরিয়া তাহাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করে। বিশ্বাস ঘোর অন্ধকার পূর্ণ রজনীতে সাগর বক্ষে ভাসমান ব্যক্তিকে আলোক স্তম্ভের ন্যায় পথপ্রদর্শন করিয়া থাকে. বিশ্বাস সংসার মরুর পরিশ্রান্ত ও উত্তপ্ত পথিকের শুষ্ক কণ্ঠে শীতল বারি ঢালিয়া দেয় ও পল্লব যুক্ত বৃক্ষের ন্যায় তাহার উত্তপ্ত মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করিয়া থাকে। বিশ্বাস বিপদের প্রবল ঝটিকা ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অটল পর্ব্বতের ন্যায় মানবের জীবন কুটীরকে মস্তকে বহন করিয়া থাকে। বিশ্বাস অপূর্ব্ব বস্তু; বিশ্বাস অটল পর্ব্বতের ন্যায়।

যে সকল ব্যক্তি হৃদয়ে বিশ্বাস ধারণ করিয়া এই প্রলোভন পূর্ণ সংসারের মধ্যে বিচরণ করেন, সংসারের প্রলোভন তাহাদিগের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। বিশ্বাসী অটল পর্ব্বতের উপর আপনার জীবনকে স্থাপন করিয়া থাকেন। সহস্র প্রলোভনের ঝটিকাতেও তাহা বিচলিত হয় না। বিশ্বাসী এই জন্য সকল অবস্থাতেই প্রফুল্ল, শান্ত ও ধীর। সংসারের কোন ঘটনাই তাহার প্রাণ বিচলিত করিতে পারে না। অবিশ্বাসীর হৃদয় সংসারের প্রতিপদেই থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। সে সামান্য বিপদের মধ্যে অন্ধকার দর্শন করিয়া থাকে। হায়! দুর্ভাগ্য অবিশ্বাসীর হৃদয়ের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিলেও প্রাণ কম্পিত হয়! এসংসারে তাহার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই। ভীষণ সাগর বক্ষে কর্ণধার বিহীন তরির গতি যেমন স্থির পথে থাকে না, অবিশ্বাসীর জীবন তরিও সেই রূপ এই প্রলোভন পূর্ণ সংসারের তরঙ্গাঘাতে নিয়ত অস্থির হইয়া পড়ে। তাহার নিকট সকলই মলিন ও যেন বিষাদের কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। নক্ষত্র শোভিত আকাশ মণ্ডল, বিকশিত-কুসুম, সরোবর বক্ষে প্রস্ফুটিত শতদল, বিহঙ্গমের কলকণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর সংগীত সকলই অর্থ শূন্য; সকলই কবিত্ব বিহীন। তাহার শুষ্ক কঠোর হৃদয় তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় বিষয় বাসনার মধ্যে শান্তি অন্বেষণ করিতে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। এ ভূমণ্ডলে তাহার সুখও নাই, শান্তিও নাই। বিশ্বাসী স্থির, আনন্দ ও গম্ভীর ভাবে অটল বিশ্বাস পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রেম রবি পরমেশ্বরের প্রেম জ্যোতিতে হৃদয় মন জ্যোতিষ্মান করিয়া থাকেন। মেঘরাশি যেমন গিরির নিম্ন দেশে অবস্থিতি করে, তাহার উচ্চ শিখরে কখন উঠিতে সমর্থ হয় না, তেমনি বিশ্বাসী যখন সেই বিশ্বাস গিরির উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান থাকেন তখন আর এই মোহ মায়ার মেঘ রাশি তাঁহার প্রফুল্ল বদনকে আবৃত করিতে পারে না। অবিশ্বাসীর পক্ষে যাহা করা অসাধ্য বোধ হয়, বিশ্বাসী তাহা অতি সহজে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অবিশ্বাসী বলে, সংসারের পাপ প্রলোভন সকল জয় করা মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য; বিশ্বাসী সংসারের পাপ প্রলোভন সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিশ্বাসের দুর্জ্জয় বল প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বিশ্বাসী এ সংসারে কি সুখী! তিনি সর্ব্বদাই সুখের রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। নিন্দা প্রশংসা, মান অপমান, সুখ দুঃখ সকলই তাঁহার নিকট সমান। কারণ সেই অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, জীবন্ত দেবতা তাহার আত্মার সকল ক্ষুধা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র শিশু যেমন তাহার জননীর অঞ্চল ধরিয়া গমন করে, বিশ্বাসী তেমনি নিজকে অসহায় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সেই জগজ্জননীর অঞ্চল ধরিয়া এ সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিশ্বাসীর হৃদয় এক দিকে শিশুর ন্যায় সরল, অন্য দিকেতে মনে কোমল ও সিংহের ন্যায় তেজস্বী। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস স্পষ্ট রূপে এই বিশ্বাসের দুর্জ্জয় বল এবং বিশ্বাসীর অসাধারণ তেজ ও বল বিক্রমের ভুরি ভুরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কি রূপে এই জীবন্ত বিশ্বাস হৃদয়মধ্যে লাভ করা যায়? পৃথিবীর সম্পত্তি, ধন জন, বিজ্ঞান অথবা দর্শন শাস্ত্র কি এই বস্তু প্রাণের মধ্যে প্রদান করিতে পারে? পৃথিবীর ভ্রান্ত মনুষ্য সকল সময়ে, কেহ বা জ্ঞানের বলে, কেহবা ধনের বলে, কেহবা লোক-বলে মনুষ্যের উপর আধিপত্য-বিস্তার করিতে গিয়াছেন—লোকবলে অথবা বাহুবলে তাহারা দুর্ব্বলের শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাণে আধিপত্য করিবার শক্তি তাহার নাই। দুর্দ্দান্ত সবল ব্যক্তি একজন দুর্ব্বল ব্যক্তিকে আপনার অধীনস্থ করিয়া রাখিতে পারে এবং ইচ্ছানুসারে তাহার শরীরের

ঘোরতর অত্যাচার করিতে পারে; কিন্তু সে অধীনতা কি অধীনতা? লোক অথবা বাহুবল দ্বারা লোকে মানুষের শরীরকেই অধীন করিতে পারে কিন্তু তাহার প্রাণকে কি অধীন করিতে পারে? বিশ্বাসী মানবের হৃদয় রাজ্যের উপর রাজত্ব বিস্তার করিয়া থাকে। মহাবীর নেপোলিয়ন বাহু বলের দ্বারা কত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু মৃত্যুর সময় সেই দরিদ্র সূত্রধর পুত্র মহাত্মা খ্রীষ্টের মহান রাজত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার নাম শীঘ্রই এই সংসার হইতে বিলুপ্ত হইবে কিন্তু সেই সূত্রধর পুত্র খ্রীষ্টের নাম কখন বিলুপ্ত হইবে না।" পৃথিবীর সম্রাটগণ যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা রাজ্য বশ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা কি মানবের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন? কেবল জীবন্ত বিশ্বাসই তাহা করিতে পারে। বিশ্বাসের বল অজেয় ও দুর্জ্জয়। যখন খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ হয়, তখন তাঁহারা অকুতোভয়ে ও সানন্দে সেই সকল ভয়ানক অত্যাচার সহ্য করিয়া ছিলেন। শত শত লোক হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত হুতাশন আলিঙ্গন করিয়াছেন। কত লোক ভয়ানক হিংস্র জন্তু মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কত লোকের অস্থি হইতে মাংস ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত রোমের সম্রাট নিরো প্রভৃতি নিষ্ঠুর ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—সে ভীষণ অত্যাচারের কথা মনে হইলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু কিসের বলে সেই সকল লোক শান্ত ও প্রফুল্ল মনে সেই সকল হৃদয় বিদারক অত্যাচার সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন?—বিশ্বাস বলে। ঘোরতর ও নির্য্যাতনের মধ্যে শান্তিদাতা পরমেশ্বর আপনার শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে সেই সকল অসহায় উৎপীড়িত সন্তানগণকে স্থান দিয়া তাহাদের প্রাণে শান্তি বিতরণ করিতেন। বাহিরের ভয়ানক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন তাঁহাদিগের হৃদয়ের সেই গভীর শান্তি ও আনন্দ স্পর্শ করিতে পারিত না। যখন এই ভীষণ অত্যাচারের দাবানল চারিদিকে প্রজ্বলিত হইতে ছিল, তখন এই বিশ্বাস বলে কত অল্প বয়স্ক বালক প্রফুল্ল চিত্তে সেই অত্যাচারের দাবানল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কত জননী, নিজ হৃদয়ের অমূল্য নিধি সম সন্তানদিগকে বক্ষে করিয়া এই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এ সকল ভয়ানক ঘটনা স্মরণ করিলে এই ভীষণ অত্যাচারের বিষয় পাঠ করিলে, কে বিশ্বাসের অসীম এবং অদ্ভুত ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? বিশ্বাস মানবকে এই জড় জগত হইতে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যায়। বিশ্বাসী এই জন্য বীরের ন্যায় এ সংসারে বিচরণ করেন এবং সিংহ নিনাদে অসত্য, অন্যায়, পাপ, ও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়া থাকেন। মহর্ষি যিশু বলিয়া গিয়াছেন, "যদি সর্ষপ কণার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তুমি পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও উহা তখনি স্থানান্তরিত হইবে।" এই জন্য বিশ্বাসীর নিকট সকলেই পরাভব স্বীকার করে। বিশ্বাসী এই দুর্জ্জয় বলে বলিয়ান হইয়া সকল শত্রুর দর্পোৎকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পদানত করিয়া থাকেন। শত শত রাজা ও শত শত সম্রাটের মুকুট বিশ্বাসীর নিকট অবনত হয়। ইহার কারণ এই, বিশ্বাসী সেই জীবন্ত পরমেশ্বরের বলে পূর্ণ হইয়া থাকেন; তিনি যে আশ্চর্য্য কার্য্য সকল এ সংসারে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, সে কেবল ঐশ্বরিক বলে।

যদি ব্রাহ্মসমাজকে জীবন্ত সমাজ করিতে চাও, এই বিশ্বাস বলে হৃদয় মনকে পূর্ণ কর। ব্রাহ্মসমাজ কেন এখনও পর্য্যন্ত ঘোরতররূপে অন্যায়, অত্যাচার, পৌত্তলিকতা ও দূষিত দেশাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইতেছে না, তাহার কারণ এই যে, এখনও পর্য্যন্ত অনেকের প্রাণে সে প্রকার জীবন্ত ও জ্বলন্ত বিশ্বাস জন্মে নাই; এখনও পর্য্যন্ত যে দুর্জ্জয় বল অনেকের প্রাণকে অধিকার করে নাই। দুর্ব্বলতা, ভীরুতা এখনও পর্য্যন্ত অনেকের প্রাণ অধিকার করিয়া আছে। এই বিশ্বাস তাহাদিগের প্রাণকে স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্ম যিনি, তিনি অগ্নির উপাসকের ন্যায় জীবন্তভাবে বীরের ন্যায় এ সংসারে বিচরণ করিবেন। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যাহার পশ্চাতে সে কি কখন কোন বিষয়ে ভীত হয়, না সংসারের কোন ঘটনার দাস হয়?—না—তাহা অসম্ভব। যদি সেই জীবন্ত জাগ্রত পরমেশ্বের উপাসক বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা থাকে, যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শুভ্র জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিবার বাসনা থাকে, যদি তোমার উপাস্য দেবতার নাম গৌরবান্বিত করিবার অভিলাষ থাকে, যদি নিজ জীবনকে পবিত্র,সরল ও পৃথিবীর সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার বাসনা থাকে, তবে সেই অটল বিশ্বাস পর্ব্বত শিখরে আপনার দুইখানি পদ প্রোথিত করিয়া দণ্ডায়মান হও।

বিশ্বাস পর্ব্বতোপরি কর বাসস্থান,
ঝটিকায় নাহি হবে তাহার পতন॥
শান্তির সমীর তথা বহি অনুক্ষণ।
শীতল করিবে তব দেহ মন প্রাণ॥

—

নবজীবন।

অনেক দিন বৃষ্টি না হইলে যখন মেদিনী উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং রাশি রাশি ধুলি প্রবল বায়ুবেগে উড়িয়া চারিদিক অন্ধকার করিতে থাকে। সেই ধুলার মধ্যে মানুষ সুপরিষ্কৃত বসন পরিয়া বাহির হইবামাত্র তাহার পরিষ্কার বসন মলিন হইয়া যায়। সুন্দর সুন্দর তরু লতাগুলি ধুলায় ধুসরিত হয়। মনোহারী সবুজ পত্র গুলি, লাল ও শাদা ফুলগুলি ধুলায় মলিন ভাব ধারণ করে। যখন এইরূপ মলিন দৃশ্যে স্বভাবের চারিদিকে পুরিয়া উঠে তখন কাহার প্রাণ সুস্থির থাকিতে পারে? এইরূপ শুকভাবে কিছুদিন চলিলে পর প্রকৃতির নিয়মে হঠাৎ একদিন মেঘ গর্জ্জন করিয়া মুসলধারে বারি বর্ষণ হইতে থাকে

পৃথিবীর মলিন মুখ আবার সুন্দর ও সুস্নিগ্ধ রূপ ধারণ করে। মৃত্তিকা হইতে এক প্রকার সুঘ্রাণ বাহির হইতে থাকে এবং সকলের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বৃক্ষের পত্রগুলি স্বর্গের বারিতে স্নান করিয়া নবরাগে প্রকৃতিকে সাজাইয়া দেয়। এই বারিবর্ষণ যদি রাত্রিকালে হয় তবে নর নারীর কত আনন্দ! এই দারুণ উত্তাপে ও ধূলায় সন্তপ্ত হইয়া নর নারী বিষণ্ণ মনে নিদ্রা যাইতেছিল, পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখে পৃথিবীর কান্তি ফিরিয়া গিয়াছে! তখন অত্যন্ত অলস ও সংসারাসক্ত জীবও বলে "আহা! কেমন স্নিগ্ধ! একটু বেড়াইয়া আসি।" এই বলিয়া নব বারি বর্ষণে সকলে আনন্দ উৎসব করে।

বহির্জ্জগতে গ্রীষ্মের প্রভাবে যেমন মেদিনী হইতে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয় এবং মানবের অন্তরে এক ঘন বিষাদের ছবি আনিয়া দেয়, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতের মধ্যেও দারুণ শুষ্কতা আসিয়া মানবকে গভীর নিরাশার সাগরে ভাসাইয়া দেয়। মনুষ্য যখন প্রাণ ভরিয়া পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করিতে পারেনা, যখন সে প্রেমময়ের প্রেমের প্রকাশ না দেখিয়া অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহার হৃদয়ের যে শুষ্ক ভাব হয়, তাহার তুলনায় জড়জগতের শত মার্ত্তণ্ডের কিরণও কিছুই নয় বলিয়া প্রতীতি হয়। সে সংসারে চলিতেছে, ফিরিতেছে সকলের সঙ্গে ব্যবহারও করিতেছে কিন্তু এ সকলেরই মধ্যে তাহার অন্তর কেমন এক ঘোর অশান্তি ও নৈরাশ্যের দোলায় দুলিতে থাকে। সংসার তাহাকে ভাল লাগে না—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজন পরিবার তাহার পক্ষে সকলই বাহিরের সামগ্রী হইয়া পড়ে। এ সমস্ত দুদিনের সম্বন্ধ বলিয়া মনে করে, অপত্য স্নেহ প্রভৃতি সমুদায় স্নেহবন্ধনই তাহার নিকট গভীর মর্ম্মে প্রতীয়মান না হইয়া ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতীতি হয়। এই মনোহর ভাবপূর্ণ জগৎ তাহার কিছুই ভাল লাগে না। সংসার তাহার পক্ষে কঠোর কারাগারের মত বোধ হয়। তাহার প্রাণের প্রাণ সতত তাহার প্রাণের মধ্যেই রহিয়াছে কিন্তু সেই হতভাগা জীব তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া আপনাকে বন্ধুহীন ও সহায় হীন মনে করিয়া অন্তরে২ ব্যথিত হইতে থাকে। হায়! তখন সে আত্ম-পরীক্ষায় রত হইয়া অন্তরের অন্তরতম স্থানে প্রবেশ করিয়া কি দেখিতে পায়? কিছুই না—সকলই ফাঁক—অন্তর খালি—হু হু করিতেছে—ধরিবার সামগ্রী নাই—নির্ভর করিবার কিছু নাই। তাহার উপর আরও ভয়ানক! পুরাতন কুসঙ্গী—হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিগুলি মাথা তুলিয়া তাহাকে দুর্গন্ধময় নরকের ছবি দেখাইতে থাকে। এইরূপ মর্ম্ম পীড়ার সময় সেই হতভাগা পাপী আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই "প্রেমময়" ঈশ্বরকে ডাকিয়া উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে থাকে। সে প্রার্থনা মুখে বাহির হইয়াও হয় না—তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়—কথা ফুটে না। তাহার হৃদয় যাহা অনুভব করে তাহার কথা তাহার লক্ষাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার ভাষা ভাল হয় না। কথার সংলগ্ন ভাব থাকেনা, সামঞ্জস্য থাকে না। ছেলে মানুষের মত কত কি বলে এবং কাঁদিয়া আকুল হয়। সে প্রার্থনার শ্রোত যাহার অন্তরকে স্পর্শ করে তাহাকে আর মানুষ থাকিতে হয় না। অন্ততঃ মুহূর্ত্ত কালের জন্যও সে সংসারের সমুদায় বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বর্গরাজ্যে বাস করে। সে হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উচ্ছাস দেখিয়া আপনা আপনি অবাক হইয়া যায়। সহস্র চেষ্টা করিলেও সেই পবিত্র ভাবের—সেই জ্বলন্ত অগ্নিবৎ তেজঃপূর্ণ ভাবের ভাষা খুঁজিয়া পায় না; সুতরাং তাহার সে ভাব পুস্তকে প্রকাশ হয় না। যখন কোনও সৌভাগ্যশালী নরনারীর এইরূপ ভাব হয় তখন স্বর্গ হইতে নীরবে পরমেশ্বরের করুণা বারি বর্ষণ হইতে থাকে। সেই করুণা বারিতে স্নান করিয়া তাহার অন্তর নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করে। আপনি আপনার হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে অবাক ও আনন্দে মগ্ন হয়। রাত্রিকালে বারিবর্ষণের ন্যায় এই করুণা বর্ষণ যে কখন হয় তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে যেমন জড় জগৎ উত্তপ্ত ও প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইলে পর তবে সুস্নিগ্ধ বারি ধারার সুখানুভব করে। সেইরূপ মানুষও অন্তরে দগ্ধ না হইলে সেই প্রেমময়ের সহবাস লাভের জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল ও চঞ্চল না হইলে, তাঁহার করুণার ফল উপভোগ করিতে পারে না।

যে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ এইরূপে সেই প্রেমময়ের প্রেমের আস্বাদন একবার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়া এই পৃথিবীকে মাতাইয়া দিয়াছেন। যে পরিবারে এই পুণ্যবান্ পুরুষ বাস করেন, সে পরিবারস্থ সকলে তাঁহার সহবাসে তাঁহার সুগন্ধে আমোদিত হয়। সকলে তাঁহাকে দেখিয়া একবাক্যে বলিতে থাকে "ইনি যথার্থই ঈশ্বরের প্রসাদ-লাভ করিয়াছেন।" তাহার স্বভাব তখন ধীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। চিত্তের বিক্ষিপ্তভাব চলিয়া যায়। মধুকর যেমন উড়িতে উড়িতে নানা পুষ্প ভ্রমণ করিয়া মধুপূর্ণ পুষ্প পাইলে তাহাতেই মজিয়া থাকে, সেইরূপ এই অনুরাগী ও প্রেমের অনুরাগে মত্ত হইয়া সংসার দুশ্চিন্তা ক্ষতিলাভ গণনা ভুলিয়া কি এক আমোদে মজিয়া যায়! তাহার গতি ফিরিয়া যায়, তাহার চাল বদলিয়া যায়। সে তখন পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখে, তাহাদের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। ফলতঃ তাহার চালের সঙ্গে সংসারের লোকের চাল মিলে না। সংসারের লোক যখন অনুকূল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া প্রবল বেগে চলিয়া যায়—তখন সেই সাধু—উজান স্রোতে বাহিতে থাকে। এইরূপ তাহার সকল ব্যাপারই অদ্ভুত হইয়া পড়ে। ইহার নামই নবজীবন।

এই নবজীবন প্রাপ্ত পুরুষ তখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পর সেবায় রত হয়। সে হয়ত বাহিরে আড়ম্বর করিয়া ... না ধরিয়া—স্বপাকে আহার করিয়া যোগীর ভান দেখায় না। সে সংসারের দশ জনের মধ্যেই বাস করে। সংসারের সকল সুখয়ালির মধ্যে থাকিয়া সমাজের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সংসার ও সুখের মধ্যে বাস করিলেও তাহার চিত্তে প্রবল বৈরাগ্যের ভাব

ধারণ করে। তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার উদ্দেশ্য একমাত্র পরমেশ্বর। সংসারের বহু সম্পদের মধ্যেও তিনি সেই পরমেশ্বরের সেবায় রত থাকেন এবং হঠাৎ ঘোর বিপৎপাতেও সেই প্রেমময়ের মুখ চাহিয়া অম্লান রহেন। অবিচলিত ও অসঙ্কুচিত ভাবে তিনি আপন কর্ত্তব্যের পথে চলিয়া যান। নিন্দুকের জিহ্বা তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। শত্রুর ভয় প্রদর্শন তাঁহার নিকট মনযোগ আকর্ষণের যোগ্য হয় না। তাঁহার মন, প্রাণ, চিন্তা সমস্তই সেই পরব্রহ্মের চিন্তায় ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে লাগিয়া থাকে—অন্য কিছু ভাবিবার বা দেখিবার সময় পায় না। স্বার্থপরতা যাহা মানবসমাজের পুরাতন শত্রু, তাহা এই বীরের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া যায়। তিনি স্বার্থপরতার শত যোজন উর্দ্ধে বাস করেন।

পরমেশ্বর কৃপা করুন আমরা যেন তাঁহার কৃপায় নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ—১৮৮৫।

(গত প্রকাশিতের পর)

দুর্ভিক্ষে সাহায্য—বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমান, বীরভূম, প্রভৃতি স্থানে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যার্থ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গত ১২ই ফাল্গুন রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে এজন্য বিশেষ উপাসনা ও উপদেশ হয়। তদনন্তর দান সংগ্রহ হইয়া নগদ, স্বাক্ষর, বস্ত্র, অলঙ্কার, চাউল প্রভৃতিতে প্রায় দুই শত টাকা সংগৃহ হয়। তৎপর মফঃস্বলের নানা স্থান এবং কলিকাতা হইতে দান সংগ্রহ হইয়া বর্ত্তমান সময়ে ২৫৩০৷৷০ নগদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে রামকুমার বাবু মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ এবং বহরমপুর হইতে ৯৪৬৲ সংগ্রহ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, বাবু শ্রীধর ঘোষ, বাবু কুঞ্জবিহারী সেন, বাবু যোগেন্দ্রনাথ খাস্তগির এবং বাবু গগনচন্দ্র হোমকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা নলহাটীতে অবস্থিতি করিয়া চাউল, বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করিতেছেন। তাঁহাদের পত্রে জানা যায়, ক্রমেই সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য অধিক লোক আসিতেছে। আমাদের বন্ধুগণ ১৪ই ফাল্গুন হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে সপ্তাহের ২ দিন বিশেষভাবে এবং নিতান্ত অক্ষম অভাবগ্রস্তদিগকে প্রতিদিন সাহায্য করিতেছিলেন। সপ্তাহের বিশেষ ২ দিনে যে সাহায্য করা হইত তাহার সংখ্যা ৬৬১ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া গত ১৯এ চৈত্র ২৭০০ শত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ বিতরণ করা অসম্ভব বোধে সপ্তাহের বিশেষ ২ দিনের দান বন্ধ করিতে হইয়াছে। প্রতিদিনই বিতরণ করা যাইতেছে। দৈনিক লোক সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এখন ৮০০ আট শতের উপর হইয়াছে। এই সকল লোকদিগের মধ্যে পূর্ণবয়স্কদিগকে আধ সের এবং বালকদিগকে ১ পোয়া করিয়া চাউল দেওয়া হয়। প্রথম২ পয়সা দেওয়া হইত, কিন্তু সেরূপ দেওয়ার সুবিধা না হওয়ায় এখন চাউল দেওয়া হয়। ভদ্রলোকের মধ্যে যাহারা প্রকাশ্যে লইতে ইচ্ছা করেন নাই, তাহাদের কাহারও২ বাড়ীতে যাইয়া দিতে হয়। এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। আর যাহারা চলৎশক্তি হীন তাহাদিগকে বাড়ী যাইয়া সাহায্য করিতে হয়। এই সকল কার্য্য করিবার জন্য নলহাটিতে একটী কমিটি করা হইয়াছে। স্থানীয় অনেকে আমাদের বন্ধুগণের কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সভ্য বাবু পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার এবং জগদ্বন্ধু মৈত্র বর্দ্ধমান অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িত—স্থানে সাহায্য করিতেছেন। পুণ্যদা বাবু নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দুর্ভিক্ষের সংবাদ লইতেছেন এবং প্রয়োজনানুসারে সাহায্য করিতেছেন। জগদ্বন্ধু বাবু বুদবুদ চাকতেতুল নামক স্থানে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার নিকটেও কিছু টাকা পাঠান হইয়াছে। এ স্থানে যে সমস্ত বস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি গবর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাঠান হইয়াছে। অপরগুলি নলহাটিতে পাঠান হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মফঃস্বল সমাজ সকলে পত্র লেখা হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই অনেকে সাহায্য করিতেছিলেন পত্র পাইবার পরও অনেক স্থান হইতে আমরা সাহায্য পাইতেছি। যে সকল ব্যক্তি এবং সমাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের হস্তে এজন্য অর্থ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিতরূপে আপনাদিগের বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছেন।

প্রচার, সমাজমন্দিরের প্রাপ্য আদায় ও ঋণশোধ, ব্রাহ্ম ছাত্রাবাস পরিদর্শন, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, তত্ত্বকৌমুদী, দাতব্য, সমাজের প্রাপ্য আদায়, পুস্তকালয়, পুস্তকপ্রচার ও মুদ্র ঋণ, ব্রহ্মমন্দির এবং স্থানীয় ব্রাহ্মগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও তত্ত্বাবধান।

পত্রিকা—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের বর্ত্তমানে যে গ্রাহক সংখ্যা আছে তদ্দ্বারা ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য গতবর্ষে প্রায় আটশত টাকা ঋণ হইয়াছে। এই ঋণ শোধের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। একদিন কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মগণকে লইয়া এসম্বন্ধে বিশেষ কথা হয়। তাহাতে স্থির হইয়াছে, এ পত্রিকাখানি রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার বর্ত্তমান ঋণ শোধের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট সাহায্য চাওয়া যাইবে। আর যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইতে পারেন, সকলকেই গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে হইবে। তত্ত্বকৌমুদীর অবস্থা পূর্ব্বানুরূপ সন্তোষজনক।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসে উপদেশ মালা, চিন্তা-

পত্তক, ব্রাহ্মপঞ্জিকা এই কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সংগীত ১ম ভাগ ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে।

দাতব্য—সিটিস্কুলের প্রদত্ত ছাত্র বেতন হইতে ১০টী ব্রাহ্ম বালককে স্কুলের বেতন প্রদান করা হইতেছে।

পুস্তকালয়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের কার্য্য অনেক দিন হইতে বন্ধ রহিয়াছে। এবৎসর তাহার কার্য্য পুনরারম্ভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়—জানুয়ারি মাসে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের দুইটী অধিবেশন হইয়া স্কুল কলেজ সকলের পরীক্ষা সময় উপস্থিত বলিয়া তাহার কার্য্য বন্ধ আছে। ঐ দুই অধিবেশনে বাবু সীতানাথ দত্ত কারণবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি—বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ বাবু বীরেশ্বর সেন মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন।

উপাসকমণ্ডলী—বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। উপাসকমণ্ডলী উপাসনালয়ের জন্য যে সকল আচার্য্যের নাম মনোনীত করিয়া পাঠান, তাহার সংখ্যা অতিরিক্ত বোধ হওয়ায় কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তৎসম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য উপাসকমণ্ডলীকে অনুরোধ করিয়াছেন। মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য অধিকাংশ সময় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় সম্পন্ন করিয়াছেন। রবিবার অপরাহ্নে ধর্ম্মালোচনা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর যে সঙ্কীর্ত্তন হইত, এ বৎসর কিছুদিন তাহা বন্ধ ছিল, পুনর্ব্বার আলোচনা হইতেছে। এবং উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ একত্রিত হইয়া বৃহস্পতিবার যে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, হিতসাধক মণ্ডলীর সহিত মঙ্গলবারে সেই সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

হিতসাধকমণ্ডলী—এই মণ্ডলী সংগঠিত হওয়া অবধি ৩০ জন সভ্য ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন যাঁহারা মণ্ডলীভুক্ত তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। আপাততঃ ৩টী বিভাগে ইহার কার্য্য চলিতেছে।

১ম। শ্রমজীবীদিগের জন্য প্রায় ২ মাস হইল একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রিপণ কলেজে উক্ত বিদ্যালয় চালাইতে অনুমতি দিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। প্রায় ৮০ জন বালক ও প্রৌঢ় উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। ৪ জন যুবক রীতিমত শিক্ষকের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। প্রতি রাত্রি (মঙ্গল ও রবিবার ব্যতিত) ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। ২য়। বালক বালিকাদিগের জন্য সিমলা ষ্ট্রীটে একটী রবিবাসরিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। তাহাতেও প্রায় ৪৫টী বালক পড়িতে আইসে। প্রতি রবিবার ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। ৩য়। দাতব্য বিভাগ। এই বিভাগের কার্য্যতত আশানুরূপ হয় নাই তথাপি একটী কাজ দ্বারা এই বিভাগের সভ্যেরা বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। একটী দরিদ্র বালককে একটী ছাত্র নিবাসে আহারাদির ও থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ভবানীপুর নিবাসী অনৈক বিপন্ন ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে কিছু অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের জন্য ও অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন প্রতি রবিবারে ১২টা হইতে ২টা ও প্রতি মঙ্গলবারে ৬৷৷০টা হইতে ৮৷৷০ পর্য্যন্ত উক্ত মণ্ডলীর সভ্যগণ একত্রিত হইয়া উপাসনা গৃহে সঙ্গীত, উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন পাঠ ও আলোচনাদি করিয়া থাকেন। ইহাতে অনেকে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন।

ছাত্র সমাজ—এ বৎসর মাঘোৎসবের পর ছাত্র সমাজের দুইটী অধিবেশন হইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য এবং বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'সামাজিক নীতি এবং সামাজিক শিক্ষা' এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গঠন করা হয়। সভার কার্য্য প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পূর্ব্বের visit এবং service committeeর স্থানে একটী কমিটী করা হইয়াছে। সম্প্রতি ছাত্র সমাজের কার্য্য বন্ধ আছে।

নীতি বিদ্যালয়—রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছে এখন প্রতি রবিবার ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হয়। সংগীত ও প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপর বালক বালিকাদিগের চরিত্র পুস্তকে শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ যে সকল মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহা দেখা হয় এবং আবশ্যকীয় উপদেশ দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের জন্য একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিবার উদ্যোগ হইয়াছে। এ জন্য ৫৮৷৷০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাবু উমাপদ রায় তাঁহার প্রণীত সাধুদৃষ্টান্ত নামক পুস্তকের ১০০০খণ্ড এই বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। মান্যবর রেভারেণ্ড ডল সাহেব বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ। গত ১১ই ফাল্গুন এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করা হইয়াছে। তাহাতে অনেকেই পুস্তক এবং নগদ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। দাতাদিগকে এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্ম-সমাজ।

আগামী ২০এ বৈশাখ শনিবার শ্যামবাজার ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৬৷৷০ ও সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় নন্দনবাগানস্থ ৺কালীবর মিত্র মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মোপাসনা হইবে।

দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে এ পর্য্যন্ত ৩০০০৸/১০ সঞ্চিত হইয়াছে! যে সকল সদাশয় ব্যক্তিগণ এই জন্য আমাদের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ নলহাটিতে আমাদের বন্ধুগণ বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত কার্য্য করিতেছেন। আমাদের বন্ধুগণের নিকট হইতে যে সকল সংবাদ পাইতেছি, তদ্দারা লোকের কষ্ট যে ক্রমেই বাড়িতেছে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ জলকষ্ট ক্রমেই বাড়িতেছে। শীঘ্র জল না হইলে চাউলাদি বিতরণ করিয়াও কিছু করা যাইতে পারিবে এমন বোধ হয় না। সম্প্রতি নলহাটিতে আজিমগঞ্জের ধনীগণ অনেক সাহায্য করিতেছেন, সুতরাং আর কোথাও আমরা কার্য্য-ক্ষেত্র খুলিতে পারি কিনা, তজ্জন্য চেষ্টা হইতেছে। এ সময় কার্য্যক্ষম লোকের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল স্থানে প্রথম হইতে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন, সুতরাং আবার নূতন লোকের প্রয়োজন। একমাত্র অর্থ দ্বারা নয় যিনি যে প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন, তাহাতেই লোকের সবিশেষ কল্যাণ হইবে। যাঁহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে যাইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আমাদের বন্ধুগণের নিকট হইতে গত ৩১এ চৈত্র পর্য্যন্ত ব্যয়াদির যে হিসাব পাইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল। গত ১৪ই ফাল্গুন হইতে কার্য্য আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে ৩১এ চৈত্র পর্য্যন্ত ৩১৫।/৮ কাচি (৮০ তোলায় সের) ওজনের চাউল বিতরিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ৫৮৯৲। নগদ পয়সা ৭৬।/৫ এবং অন্যান্য খরচ বাবদে মোট ৭১১৸/১৫ খরচ হইয়াছে। নূতন পুরাতন মোট ২২০ খানা কাপড় বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বুদবুদেও ৫০ খানার উপর কাপড় প্রেরিত হইয়াছিল। আমাদের বন্ধুগণের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার এক খানার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"চতুর্দ্দিক হইতে এখানে আমাদের ছাড়াও অনেকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন। আজিমগঞ্জের চারিজন ধনী (রায় ধনপতি সিংহ ১০০ শত, বাবু বুধসিংহ ও বিষণচাঁদ সিংহ ৩০০ শত ও বাবু কালুসিংহ ২০০ শত লোকের) প্রায় ৬০০ ছয় শত লোকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ সমস্তই রামকুমার বাবুর চেষ্টায় হইয়াছে। তিনি আজিমগঞ্জের ভাইয়াগণের মধ্যে যে সদিচ্ছার উদ্রেক করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই অল্পদিন মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক লোক প্রতিপালিত হইবে। আনন্দমোহন বাবুর মাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করার ফলও অনেকটা ফলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতেও অল্প অল্প সাহায্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সে সাহায্য অতি যৎসামান্য। তাহার উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চিন্ত হইলে এদেশের লোকের সর্ব্বনাশ হইবে। যদি গ্রামে গ্রামে লোকে গবর্ণমেণ্ট হইতে টাকা ধার, পাইয়া অন্ততঃ একটী দুইটী করিয়া পুকুর কাটিতে পারে, তবে কর্ম্মক্ষম লোকদিগের প্রাণ বাঁচিতে পারে। আমাদের আজিমগঞ্জের বণিক-সম্প্রদায় কি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কেবল নিতান্ত দুর্ব্বল, অন্ধ আতুর, বৃদ্ধ অনাথ অনাথা দিগেরই সাহায্য হইতেছে। কিন্তু কর্ম্মক্ষম গৃহস্থ লোকেরা কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইতেছে না। তাহারা দিন দিনই অখাদ্য ও অপুষ্টিকর যৎসামান্য আহার করিয়া দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। যদি দেশের কৃষকদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহারা খাইতে না পাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, যদি তাহাদের সন্তান-সন্ততি অকালে রুগ্ন ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়, তবে দেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত নিরাশ জনক ও ভয়ঙ্কর! এখনই প্রতি গ্রামের প্রায় অর্দ্ধাধিক লোকের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। যদি দীর্ঘকাল এই অবস্থা থাকে তবে এ প্রদেশের দৃশ্য কি ভয়ানক হইবে—লোকের অবস্থা কি শোচনীয় হইবে, কল্পনা করিতেও ক্লেশ হয়। তাহা হইলে বীরভূম প্রদেশ শ্মশানে পরিণত হবে। আমার অনেক সময় মনে হয়, অকর্ম্মণ্য কাজের বাহির, খঞ্জ আতুর নিষ্কর্ম্ম বৃদ্ধ লোকদিগের সাহায্য না করিয়া কৃষক বালকদিগের ভরণ পোষণের ভার ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করুন। তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ আশা পূর্ণ হইবে। যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা তাহারা যদি অকর্ম্মণ্য, রুগ্ন, জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, তবে নিষ্কর্ম্মা লোকদিগের বাঁচিয়া কি হইবে? তাহাদিগের আহারই বা কে যোগাইবে? এদেশীয় লোকেই এতকাল তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আর কয়দিন তাঁহাদের ভরণ পোষণ করিতে পারিব? তাই আমার মনে হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যেমন চেষ্টায় অনেক অনাথ অনাথা অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, ও পাইতেছে, তদ্রূপ দেশের আশা ভরসা স্থল নিঃস্ব কর্ম্মপ্রার্থী কৃষক সন্তানদিগকে সবল এবং সুস্থ রাখিবার জন্যও কিছু করুন। কৃষক সন্তানদিগকে সাহায্য করা আর তাহাদের পিতা ও অভিভাবকদিগকে সাহায্য করা একই কথা। অনাথ অনাথাদিগকে সাহায্যের জন্য কতকটা আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু কৃষকগণকে রক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করাও আবশ্যক।

আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোকদিগকে পুকুর কাটার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা ধার নিতে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। আপনারাও ব্রাহ্মসমাজ হইতে একটী পুকুর কাটার অর্থ দিন। যদি দুই হাজার টাকা হয়। তবে একটী পুকুর কাটান যাইতে পারে। একদিকে যেমন ইহাদ্বারা দুই হাজার লোকের এক মাসের অন্নের সংস্থান হইবে, অপর দিকে সাধারণ লোকের স্থায়ী উপকার হইবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়ও হইবে।"

সৈয়দপুর হইতে বাবু প্রাণচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন।

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস

মহাশয়দিগের আহ্বানে ৭ই বৈশাখ—১৯এ এপ্রেল রবিবার বেলা ২।০ ঘটিকার সময় অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ গৃহে, উত্তর বাঙ্গালার সমগ্র ব্রাহ্ম মণ্ডলীর একটী সভা হয়। নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।—

রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, ফুলবাড়ী সদ্যঃপুষ্করিণী, কাকিনীয়া, কুড়িগ্রাম, সৈয়দপুর, কলিকাতা।

দার্জ্জিলিং, খরসাং, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেহ আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা পত্র দ্বারা আপনাদের মতামত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সকলের সম্মতিতে রঙ্গপুরস্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়া উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীর সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল।

১ম—উত্তর বাঙ্গালার ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে?

(ক) দৈনিক উপাসনা, (খ) সঙ্গত সভা ও হিতসাধক মণ্ডলী গঠন। (গ) সকলে মিলিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ।

২য়—কি উপায় অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মদিগের পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম দৃঢ়-মূল ও তাঁহাদের পত্নীদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে পারে?

(ক) সমাজে স্ত্রীলোকদিগের নিয়মিতরূপে যাহাতে আসা হয় সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা। (খ) স্বামী স্ত্রীকে রীতিমত ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন ও প্রতিদিন অন্ততঃ দুইবার স্ত্রীর সহিত একত্রে উপাসনা করিবেন। (গ) মধ্যে মধ্যে শিক্ষিতা ব্রাহ্মিকাগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করতঃ তাঁহাদিগের ভগিনীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন।

৩য়—ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(ক) প্রতি সমাজে ব্রাহ্ম শিশুদিগের জন্য এক একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সংস্থাপন করা (ইহাতে ব্রাহ্মশিশু ছাড়া অন্যান্য শিশুদিগকেও লওয়া যাইতে পারিবে)

৪র্থ—উত্তর বাঙ্গালার শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে কি রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে?

(ক) সৎকার্য্য সূত্রে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত মিলিত হওয়া। (খ) এ প্রদেশে যে প্রচারক থাকিবেন তিনি স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বদা আলাপাদি করিবেন। (গ) স্থানীয় সভ্যেরা প্রতি সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে যাইয়া উপাসনা সংকীর্ত্তনাদি করিবেন। (ঘ) ছাত্রসমাজ সংস্থাপন।

৫ম—অশিক্ষিত সাধারণ লোকদিগের মধ্যে কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে?

(ক) দরিদ্র লোকদিগের উপকার সূত্রে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা, (খ) সভ্যগণ সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একদিন দেশীয় লোকদিগের মধ্যে যাইয়া প্রচার করিবেন। (গ) নৈশ বিদ্যালয় সংস্থাপন।

৬ষ্ঠ—এ প্রদেশে একজন স্থায়ী প্রচারক থাকিলে, কোথায় তাঁহার প্রধান বাসস্থান হওয়া উচিত?

(ক) উত্তর বাঙ্গালার একজন প্রচারক তাহা আবশ্যক।

(খ) সৈয়দপুর তাঁহার প্রধান বাসস্থান হইবে।

৭ম—এ প্রদেশের সমাজ সকলের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যোগ কিরূপে আরও ঘনিষ্ট হইতে পারে?

(ক) প্রত্যেক সমাজ কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আপনাদের এক একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন, এই প্রতিনিধির বাসস্থান কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী স্থানে হওয়া আবশ্যক। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(খ) প্রত্যেক সমাজে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক এক জন এজেন্ট থাকিবেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি বিক্রয়, চাঁদা আদায় ও উক্ত সমাজের অন্যান্য কার্য্য করিবেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবারে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে স্থির হইল। পরিশেষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদকুমার সিংহ মহাশয়ের পোষকতায় ও সকলের সম্মতিতে শ্রীযুক্ত রাইচরণ মুখোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদকরূপে মনোনীত হইলেন।

প্রেরিত।

মহাশয়!

অনেক সময়েই আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, আশানুরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে না, ব্রাহ্ম-সমাজের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে না, কিন্তু আমি দেখিতেছি, বাহিরের লোকের নিকট প্রচারের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়াছেন, কিসে তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রবর্দ্ধ হয়, কি উপায়ে তাঁহাদের সংসারাসক্তি দূর হয়, ইহাই এখন চিন্তা করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের জীবন যদি ধর্ম্মানুগত না হয়, পবিত্র না হয়, তবে অন্যের নিকট আমরা কোন্ লজ্জায় প্রচার করিতে যাই, অন্ধ হইয়া কোন্ লজ্জায় অন্যকে পথ দেখাইতে যাই, বুঝিতে পারি না। আমরা যে পরিমাণে ধর্ম্মলাভ করিব, প্রেম পবিত্রতাতে ভূষিত হইব, সেই পরিমাণে আমাদের স্বার্থপরতা বিনষ্ট হইবে, কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, আমাদের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মভাবের বড়ই অভাব। মুখে আমরা ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করিয়া খুব চীৎকার করিতে পারি, মৃদঙ্গ-করতালের মধুর-ধ্বনির সঙ্গে খুব মত্ত হইতে পারি, কথায় কথায় "ভ্রাতৃভাব" "প্রীতি" ইত্যাদি বড় বড় কথা বলিতে পারি, কিন্তু কাজে অতি অল্প করিতে পারি। যেখানে স্বার্থপরতা একটু খাট করিতে হয়, সাংসারাসক্তি একটু কমাইতে হয়, নিজের অহঙ্কার একটু কমাইয়া সকলের সহিত প্রীতিতে মিশিতে হয়, সেই খানেই আমাদের সকল সাধন ভজন বাহির হইয়া পড়ে। কি দুঃখের কথা, অনেকে বৎসরের সামান্য খাতাতেও নিয়মিত সময়ে কেন না

না। তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জার কাগজের দামও না কি অনেকে দিতে শৈথিল্য করেন। অনেকে বলেন, অধিকাংশ ব্রাহ্মের অবস্থা ভাল নহে, সেই জন্য ব্রাহ্ম-সমাজের অর্থ-কষ্ট। ব্রাহ্মদের অবস্থা ভাল নহে ইহা সত্য, কিন্তু সে জন্য যে ব্রাহ্ম-সমাজের অর্থাভাব, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। বিলাসিতা চরিতার্থের সময়, সংসারে "বাবুটী" হইয়া থাকিবার সময়, আমাদের অভাব দেখিতে পাই না। যত অভাব ব্রাহ্ম-সমাজে কিছু দিবার সময়! এই যে প্রচার-ফণ্ডের জন্য চীৎকার উঠিয়াছে, যদি ধর্ম্মভাব আমাদের থাকিত, ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে কি এই ফণ্ডে প্রভূত টাকা সংগৃহীত হইত না? আমরা যদি প্রত্যেকে এক মাসের আয় এজন্য দান করি, তবে কি আমাদের প্রচার-ফণ্ডের একটী স্থায়ী আয় হয় না? বাস্তবিক আমরা এখনও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইতে পারি নাই, তাই এই দুর্দ্দশা। আমরা ফাঁকি দিয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে চাই, কিন্তু ধর্ম্ম যে ফাকির জিনিষ নহে, তাহা আমাদের একবারও মনে হয় না। ব্রাহ্ম-সমাজের সকলেরই এই অবস্থা তাহা আমি বলি না। যথার্থ ঈশ্বর-পরায়ণ ত্যাগ-শীল মহাত্মা অবশ্যই আছেন। তাঁহরাই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাণ ও আশা। কিন্তু যাঁহারা রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, আত্মাভিমান ছাড়িতে পারেন নাই, স্বার্থপরতা কমাইতে পারেন নাই, তাঁহারাই আমার লক্ষ্য।

আমরা অন্যের নিকট প্রচার করিতে যাই, কিন্তু আমাদের নিকট কত প্রচারের প্রয়োজন, তাহা একবার বুঝা উচিত। শুষ্ক বক্তৃতায় কোন ধর্ম্ম প্রচার হয় নাই—হইবে না। আমরা যদি ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে না পারি, মুখে যাহা বলি, কার্য্যে যদি তাহা না করিতে পারি, তবে কেবল কুসংস্কার-বর্জ্জিত কতকগুলি মত কণ্ঠস্থ করিয়া কিছুই হইবে না, আমাদের দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম কলুষিত হইবে। তাই ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, এই সময় সকলে বদ্ধ পরিকর হউন, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণের সময় যেমন উৎসাহ সহকারে সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন একবার সেইরূপ যত্নে সকলে কার্য্য করুন, সকলেই এক মাসের আপন আয়ের টাকা প্রচার বিভাগে দান করিয়া একটী স্থায়ী আয়ের উপায় করুন। আমাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য—দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার জন্য যাহারা সমুদায় ছাড়িয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবার প্রতিপালনের ভার আমাদের উপর। আহার পরিচ্ছদ আমাদের যেমন প্রয়োজনীয়, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজকে যদি সেই ভাবে না দেখি, তবে আমরাই ব্রাহ্ম-সমাজের শত্রু। এবিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কয়েকটী কথা লিখিলাম, ভাবার কর্কশতা নিবন্ধন যদি কেহ বিরক্ত হন, আমি তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

নিবেদক
শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বোলপুর।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্ম্মাণার্থ ভিক্ষা প্রার্থনা।

ঈশ্বর কৃপায় এই সমাজটীর বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ইতি মধ্যে ইহার উপাসনা নির্ব্বাহার্থ ৪।৫ বার পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ হয়, কিন্তু ঝটিকাদি উৎপাতে কয়েক বারই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। এই কারণে কয়েক বৎসর হইতে একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা করা যাইতেছে। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই চেষ্টার প্রথম সহায় হইয়া শত মুদ্রা দান করেন। পরে অন্যান্য ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয়গণও আনুকূল্য দানে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করা যাইতেছে গত কার্ত্তিক মাসে গৃহ নির্ম্মাণের সূত্রপাত হইয়া মাঘ মাসের মধ্যে কাট থামাল পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। এক্ষণে অর্থাভাবে কার্য্য স্থগিত প্রায় রহিয়াছে। আর কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলেই আরব্ধ কার্য্য এক প্রকারে সমাধা করা যায়। অতএব কলিকাতা ও মফঃসল বাসী সহৃদয় ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মাগণের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা, তাঁহারা এই দরিদ্র সমাজের প্রতি সদয় হইয়া, ইহার গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে এক কালীন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগের আশা পূর্ণ করেন। তাহাদের সাহায্যে এই সমাজটী স্থায়ী হইতে পারিলে, এই স্থানটীর যে বহু কল্যাণের সম্ভাবনা তাহা বলা বাহুল্য।

যিনি যে সাহায্য দানের ইচ্ছা করেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সিটী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ } নিবেদক
শ্রীহারাণচন্দ্র মিত্র,
সম্পাদক।

১ম ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৮৮৫।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ—

আয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ		২৬১৷৹
বার্ষিক	২২৫৲	
মাসিক	৩৫৲	
এককালীন	১৷৹	
প্রচার হিসাবে		২৮৫৻৫
বার্ষিক	৩০৷৹	
মাসিক	২১৭৷৶৹	
এককালীন	৩৭৶৫	
পাথেয় হিসাবে		৩৫৸৶৹
শুভকর্ম্মের দান		১৪৲
ঋণ আদায়		৫৲
কর্ম্মচারীর বেতন হিসাবে তত্ত্ব কৌমুদী হইতে প্রাপ্ত		১৬
		৬১৭৷৶৫
গচ্ছিত জমা		৩৫৲
হাওলাৎ গ্রহণ		১০০৲
		৭৫২৷৶৫
গত বৎসরের স্থিত		১৮৷৶১৫
		৮৫১৶৹

ব্যয়	
প্রচারের ব্যয়	৪৬৭৶১৫
কর্ম্মচারীর বেতন	১৩৯৲
পাথেয় খরচ	২৫৸৵৫
মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়	৪১৲
ডাক মাশুল	৩৩৶১০
বিবিধ ব্যয়	৪২৴৫
	৭৩০৶১৫
গচ্ছিত শোধ	২৮৷৴০
হাওলাৎ শোধ	৫০৲
	৮০৮৸১৫
হস্তেস্থিত	৪২৸৵৫
	৮৫১৶০

পুস্তক হিসাব—

আয়।	
পুস্তকের বাকী মূল্য আদায়	১২০৴০
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন	১৪৷৶০
পুস্তকের ডাক মাশুল	৪৸৶০
নগদ বিক্রয় সমাজের পুস্তক	৩৫৯৷০
নগদ বিক্রয় অপরের	২১৯৸০
গচ্ছিত	১৷১০
	৭১৯৸৶১০
পূর্ব্বস্থিত	৪৭৫৷৴০
	১১৯৪৸৶১০

ব্যয়।	
বিবিধ ব্যয়	১২৴৫
মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	২৪৪৶০
ডাক মাশুল	৸০
পুস্তকের ডাক মাশুল	১৬৷১০
কমিসন হিসাবে	৩৸৶১৭৸
অপরের পুস্তক হিঃ	১৩৯৸৴০
পুস্তক বাঁধাই (দপ্তরি)	১০৲
	৪২৬৸১২৸
হস্তে স্থিত	৭৬৮৶১৭৸
	১১৯৪৸৶১০

তত্ত্ব-কৌমুদী—

আয়।	
মুল্যপ্রাপ্তি	২৭৫৴০
নগদ বিক্রয়	১৸০
ফেরত জমা পোষ্ট আপিস হইতে	৬৶৫
	২৮২৸৶৫
পূর্ব্বস্থিত	১৫৭৸৫
	৪৪০৶১০

ব্যয়।	
ডাক মাশুল	৫৭৸৶৫
ক্ষুদ্র ব্যয়	১৩৸০
মুদ্রাঙ্কণ	৮০৲
কর্ম্মচারীর বেতন	১৬৲
কাগজ	২৯৷১০
	১৯৬৸৶১৫
স্থিত	২৪৩৶১৫
	৪৪০৶১০

মেসেঞ্জার

আয়—	
মূল্য প্রাপ্তি জানুয়ারি	১৭৬৸৶০
ফেব্রুয়ারি	১৭৩৸৴০
মার্চ্চ	২৭৪৶০
পূর্ব্বস্থিত	১২৸৶৫
	৬৩৭৸৶৫

ব্যয়—	
জানুয়ারি	১৭১৸১০
ফেব্রুয়ারি	১৬৮৸১৬
মার্চ্চ	২০৮৸৶৫
	৫৪৯৸৫
হস্তে স্থিত	৮৮৶
	৬৩৭৸৶৫

বিলডিং ফণ্ড।

আয়	
চাঁদা আদায়	১৫৭৶০
ফার্ণিচারের হিসাবে জমা	২০৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৫৷৶৫
	১৮২৸৴৫
ঋণ জমা	
বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আঁশ	২০০০৲
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	১০০৲
হাওলাত জমা	৬৮
	২৩৫০৸৴৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৩২৫৷৴১৫
	২৬৭৫৸৶০

ব্যয়	
সুদ হিসাবে খরচ	৪৬৲
অতিরিক্ত গ্যাসের পাইপ ও ড্রম এবং মেরামত	১৮৲
বিবিধ ব্যয়	৩৷৶০
ক্ষুদ্র ব্যয়	৴০
ঋণশোধ	
বাবু উমাপদ রায়	২৩০০৲
ঋণদানে প্রচারক বাটীর জন্য	১০০৲
	২৬৬৭৸০
হস্তে স্থিত	২০৮৷৶০
	২৬৭৫৸৶০

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি

গত প্রকাশিতের পর।

বাবু শশীভূষণ সেন	কলিকাতা	১৲
„ শরৎচন্দ্র সোম	ঐ	১৸০
শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী	ভাগলপুর	৬৸০
বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু	রসাপাগলা	১৷০
„ উমেশচন্দ্র মিত্র	তুরকোলিয়া	৩৲
„ কালীশঙ্কর সুকুল	কলিকাতা	১৲
„ দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ কানাইলাল পাইন	ঐ	১৸০
„ নবীনচন্দ্র ঘোষ	চেতলা	৩
„ জানকীনাথ দত্ত	কুড়ীগ্রাম	৪৸০
„ অশ্বিনীকুমার গুহ	কলিকাতা	২৸০
„ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যাটরা	৫৲

ক্রমশঃ।

কলিকাতা ৪৫ নং বেনেটোলা লেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা ১৭ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৮ম ভাগ। ৩য় সংখ্যা।	১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৮০৭ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

গৃহের ছাদে এবং ভগ্ন প্রাচীরে সতেজ বটবৃক্ষ জন্মিতে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেহ তাহাদিগকে যত্ন করেনা, একটু জল সিঞ্চন করেনা, কিন্তু তাহারা কেমন রসাল ও প্রফুল্ল তাহাদের মনোহর দৃশ্য লোক-চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। আর ঐ ধনীর গৃহে ক্ষুদ্র টবস্থিত ফুলের গাছ গুলির প্রতি কত যত্ন। এক একটী পুষ্প লতিকাকে জীবিত রাখিবার জন্য কত পরিশ্রম করিতে হয়, তথাপি তাহাদের সেরূপ প্রফুল্লতা বা তেজ নাই। দুদিন তাহাতে জল দেওয়া বন্ধ কর, দেখিবে তাহারা শুষ্ক ও মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছে। এই দুইয়ে এত প্রভেদ কেন। বটবৃক্ষও ঐ উচ্চ ছাদের উপর রহিয়াছে সে কেন নিস্তেজ হয় না? তাহার প্রফুল্লতারই বা বিরাম নাই কেন? আর ঐ ফুল গাছ গুলিরই বা এই দশা কেন। দুই দিন তাহাতে জল দেওয়া বন্ধ করিলেই তাহার আর সে শোভা থাকে না কেন। এই প্রভেদের কারণ এই যে বট বৃক্ষের মূল এমন স্থানে পৌঁছিয়াছে, এমন স্থানে সে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে চির রসস্রোত প্রবাহিত। তাহার জীবন বাহিরের রসের অপেক্ষা করেনা, সে চিরপ্রবাহিত রস-স্রোতের সহিত সংযুক্ত—স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত, আপনিই আপনার জীবন ধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ। সুতরাং তাহাকে পর মুখাপেক্ষী হইয়া সময় যাপন করিতে হয় না। পুষ্পচারা গুলির সে শক্তি নাই কৃত্রিম উপায়ের উপর তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তাহার জীবন এরূপ নিরাপদ এবং প্রকৃতিস্থ নহে। বৃক্ষের সম্বন্ধে যেমন দেখা যায় তাহার মূল নিরন্তর প্রবাহিত রসের সহিত সংযুক্ত না হইলে—অক্ষয় রস খনিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, তাহার জীবন সুন্দর, সতেজ এবং সুস্থ হয় না, মানবাত্মার পক্ষেও সেইরূপ। তাহার ধর্ম্ম জীবনও যদি এই স্বাভাবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া, কৃত্রিম কল্পিত উপায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি ক্ষণস্থায়ী—যাহা এখন নিকটে আছে, কিছুক্ষণ পরে থাকিতেছেনা, এমন বাহ্যিক সাহায্যের উপর যাহার জীবন নির্ভর করে, তাহাকে সময়ে পুষ্ট এবং সময়ে শুষ্ক হইতেই হইবে। কৃত্রিম বা বাহ্যিক উপায়ে চির-স্থায়ী চির-নতুন নিরাপদ জীবন পাইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ লোক ভাল উপদেশ শুনিলে উৎসাহিত হয়, ভাল লোকের সহিত থাকিলে ভাল থাকে তদভাবে আবার নিস্তেজ ও নির্জীব অবস্থায় পড়ে। জীবনের সেই নিরাপদ ও আরামদায়ক অবস্থা পাইতে হইলে, চির জীবন-প্রদ শক্তিতে আপনাকে চালাইতে চেষ্টা করিতে হয়। যাহার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, যিনি রসস্বরূপ হইয়া নিয়ত সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান, তাহাতে আত্মার মূল প্রোথিত করিতে হয়। এবং সেই রসসাগর হইতেই আত্মার জীবন ধারণোপযোগী রস গ্রহণ করণে আপনাকে অভ্যস্ত করিতে হয়। তাহা হইলে আর সময়ে সরস সময়ে নীরস হইবার আশঙ্কা থাকে না।

অলস মানুষ অল্পায়াসে বাহ্যিক ও কৃত্রিম উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র উন্নত জীবন পাইবার চেষ্টায় নানা প্রকার কল্পিত উপায়ের সাহায্য গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়। হয়তঃ এমনও ঘটিতে পারে বাহিরের সহায়তায় অল্প সময়ে প্রাণে অনুকূল অবস্থা আসিতে পারে, সরস ভাবের সমাবেশ হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিরাপদ নহে। বাহ্যিক যাহা কৃত্রিম যাহা তাহা কখনই চির সঙ্গী হইতে পারেনা। সুতরাং তাহার বিচ্ছেদেই আবার আঁধার দেখিতে হয়। ফুলের গাছগুলি যেমন লোকের যত্নে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু কিছুকালের জন্য সেই সাহায্য বন্ধ হইলেই তাহার আর সে শ্রী থাকেনা। অতি সহজে নীরস ও নির্জীবপ্রায় হইয়া পড়ে। মানুষের সম্বন্ধেও সেই রূপ বাহ্যিক সাহায্যের উপর যাহার জীবন নির্ভর করে তাহার অভাবে অতি সহজেই তাহাকে মলিন এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। বট বৃক্ষের বর্দ্ধিত হইতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হইলেও তাহার অবস্থা নিরাপদ। সহসা বিনাশের সম্ভাবনা নাই। এজন্য আমরা সকল প্রকার কৃত্রিম ও বাহ্যিক উপায়ের উপর আস্থাবান নই। তাহা যতই কেন আশু ফলদায়ক হউক না, তাহা কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়। যে উপায় প্রাণের সহিত চিরসংযুক্ত থাকিবে, যাহা সুখে দুঃখে সজনে নির্জ্জনে রোগে শোকে সকল অবস্থায় প্রাণ পরিপোষণে সক্ষম হইবে, তাহাই প্রার্থনীয়। এক-মাত্র পরমেশ্বরই মানবাত্মার সেইরূপ সহায় হইতে

পারেন। কেন না একমাত্র তিনিই আমাদের চির সহচর। তাঁহার সন্ধান পাইলে, তাঁহাতে প্রাণের আশা ভরসা সংস্থাপিত করিতে পারিলেই আপনাকে নিরাপদ মনে করা উচিত। জীবনের প্রথম হইতেই সেই পথে সেই ভাবে আপনাকে চালনা করা আবশ্যক যে ভাবে এবং যে প্রণালীতে চলিলে সেই চিরসহায় পরমেশ্বরের সহিত প্রাণের যোগ হয় এবং তাঁহাতে নির্ভর ও আত্ম সমর্পণ করিতে মতি যায়। সাধনার প্রথম সোপানই যদি এরূপে গঠিত হয়,তাহা হইলেই সাধকের সেই চির নিরাপদও সরস অবস্থায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব।

পৃথিবীর বাজারে ব্যবসায়ীগণ লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য কত কৌশল প্রকাশ করিতেছে। দোকানের বস্তু সকল গুণাংশে নিকৃষ্ট হইয়াও যাহাতে লোক চক্ষু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়,তাহার জন্য নানা প্রকারে যত্ন করিতেছে। কিন্তু সকল দোকানেই যে প্রয়োজনানুরূপ বা অভাব পূরণক্ষম দ্রব্য আছে তাহা নয়? কিন্তু আশ্চর্য্য কোন দোকানেই যে লোক-সমাগমের অভাব আছে—লোকের গতি বিধি নাই এমন নয়। লোকের গতি বিধি কোথাও কম নহে। না হয় যাইয়া যাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, উত্তম বস্তু না পাইয়া ত্যক্ত হইয়া দোকানিকে নিন্দা করিতেছে, কিন্তু কোথাও লোক শূন্য নহে। দোকান সম্বন্ধে যেমন দেখা যায়, খুলিয়া দিলেই লোক-সমাগমের অভাব থাকে না, তেমনি পৃথিবীতে ধর্ম্ম সমাজ কত? বিখ্যাত ধর্ম্ম সমাজের সংখ্যা অধিক না হউক, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র—মণ্ডলীর পর মণ্ডলীতে কত সমাজ যে জন্মিয়াছে, তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। সে সকলগুলিই যে মানবাত্মার কল্যাণ সাধনে সমর্থ আত্মার অভাব পোষণক্ষম তাহা নহে। কিন্তু লোকের অভাবে যে কোনটী একেবারে শূন্য পড়িয়া থাকিবে তাহাও থাকিতেছে না। মানুষ নানা কারণে, সেই সেই ধর্ম্ম সমাজে যাইতেছে। কোথাও কোন বিশেষ লোক-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া কোথাও কোন চিরাগত প্রথার বশীভূত হইয়া সেই সকল সমাজের আশ্রয়ে মানুষ বাস করিতেছে। সুতরাং লোক সমাগমই ধর্ম্ম সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে। মানুষের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে প্রবৃত্তিও নানা প্রকার হইয়া থাকে। এই জন্যই দেখা যায় বাহ্যিক পদার্থ সমূহ ও যাহা একজনে অপ্রয়োজনীয় বা নিন্দনীয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে, অন্য ব্যক্তি তাহাই উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কোন বস্তুই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া রয় না। বাহ্য পদার্থেই যখন মানুষের এত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, অন্তর-রাজ্যে যে সে পার্থক্য আরও অধিক দৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই জন্য লোক-সমাগম বা লোকাধিক্য ধর্ম্ম সমাজের গৌরবের কারণ নয়। সেই ধর্ম্ম সমাজই গৌরবান্বিত যে সমাজ আত্মার কল্যাণের পথে যাইতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করে। সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ যে সমাজ মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সাধু বৃত্তির বিকাশের সহায়তা করিতে সমর্থ হয় এবং মানবাত্মার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার দুষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে সৎপথে চালাইতে সমর্থ হয়। দোকানের সম্বন্ধে যেমন তাহার বাহ্যিক রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া লোক আকৃষ্ট হইয়াও ফিরিয়া আসে এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট দোকানের অনুসন্ধান করে, ধর্ম্ম সমাজও যদি বাহ্যিক আবরণে ভূষিত হইয়া আত্মার ক্ষুধা দূর করিতে সমর্থ না হয়, লোকের মন তাহার প্রতি অধিকদিন অনুরাগী থাকিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সমাজ নিকটে পাইলেই তাহার আশ্রয় লওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এজন্য ধর্ম্ম সমাজের পরিচালক যাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা আবশ্যক,সমাজ যেন আত্মার অভাব মোচনাক্ষম হইয়া না পড়ে। যেন তাহাতে জীবন-তোষিণী শক্তির অভাব না হয়। সেটী করিতে হইলেই সমাজস্থ সকলকে সর্ব্বদা সাধনপরায়ণ হইতে হইবে। যেমন আকাশে বিদ্যুত আছে বলিলেই লোকের অন্ধকার যায় না, তাহাকে ধরিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে পারিলেই মানুষ তাহার বিমল জ্যোতি দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তেমনি শাস্ত্রগত বা চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম কথা ব্যাখ্যা করিলেই লোকের প্রাণ পরিতুষ্ট হয় না। তাহার সাধন করিয়া জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইতে হয়। এ সম্বন্ধে যাহারা অধিক মনোযোগী হইবেন। যাহারা সেই সত্যের খনি আবিষ্কার করিয়া লোকের সমক্ষে তাহার পরিচয় দিতে পারেন, পুণ্যের বিমল প্রভায় আপনারা আলোকিত হইয়া লোককে সেই দিকে আকৃষ্ট হইবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধর্ম্ম সমাজকে জীবন্ত এবং লোকহিতকর রূপে জগতের নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। আমাদের এজন্য সর্ব্বদা সাধন পরায়ণ হইতে হইবে। যেন ধর্ম্ম কেবল কথা এবং পুস্তক-বদ্ধ না হইয়া জীবনপ্রদ এবং প্রাণের আরামদায়ক হয়। তাহারই জন্য আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে যত্নশীল হইতে হইবে।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

২। মনুষ্যে।

ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে গিয়া আত্মা কাজে কাজেই মানুষে আত্ম-সমর্পণ করে। ঈশ্বর যদি কেবল অনন্ত জ্ঞান বা অনন্ত প্রেম হইতেন তাহা হইলে ইহা না হইতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বর যেমন অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত প্রেম, তেমনি তিনি অনন্ত পবিত্রতা; সুতরাং তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে গিয়া আত্ম-পুণ্যে অর্থাৎ মানুষের সেবায় আত্ম-সমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—ধর্ম্মের এই তিন বিভাগের মধ্যে মানুষের সেবা তৃতীয় অর্থাৎ কর্ম্মগত বিভাগ; সুতরাং ইহা ঈশ্বর সেবার অন্তর্নিবিষ্ট। ঈশ্বরের সম্বন্ধে খাঁটি হইতে গেলে মানুষের সম্বন্ধে খাঁটি না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের দিকে যত পদ অগ্রসর হওয়া যায় মানুষের দিকেও তত পদ অগ্রসর হওয়া হয়। যে ধ্যান-মগ্ন যোগী বা প্রমত্ত ভক্ত অপরদিকে মানুষকে ঘৃণা করেন তাহাকে এই কথার জীবন্ত প্রতিবাদ বলিয়া

বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই যোগী নামধেয় ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে ধ্যান করেন তিনি অজ্ঞেয় অথবা শুদ্ধ জ্ঞানময় এবং এই ভক্ত নামধেয় ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন তিনি শুদ্ধ প্রেমময়—উভয়েরই ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানময়, প্রেমময় এবং পবিত্র স্বরূপ প্রকৃত ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এমন একজন যোগী দেখাও দেখি, যিনি প্রকৃত ঈশ্বরের ধ্যান করেন এবং এমন একজন ভক্ত দেখাও দেখি, যিনি প্রকৃত ঈশ্বরকে প্রীতি করেন অথচ মানুষকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করেন তাহা হইলে স্বীকার করিব যে ঈশ্বর প্রীতি নীতি বিচ্যুত হইয়াও থাকিতে পারে।

যেমন ধর্ম্মের প্রথম কার্য্যই আত্মাকে অহং হইতে ঈশ্বরে লইয়া যাওয়া তেমনি ইহা আত্মাকে অহং হইতে মানবেও লইয়া যায়। "এই কর্ম্ম করিবে না" অথবা "এই কর্ম্ম করিবে" অধিকাংশ স্থলেই এই আদেশের অভিপ্রায় আত্মাকে মানুষের বিরুদ্ধে কোন সাময়িক অথবা অভ্যস্ত অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত করা অথবা মানুষের সেবার জন্য কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করা। সুতরাং এইরূপ আদেশ প্রতিপালন করিতে গিয়া আত্মা যে কেবল ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করে তাহা নহে, মনুষ্যের নিকটেও আত্ম সমর্পণ করে; এবং ধর্ম্মের উচ্চতম উদ্দেশ্য যাহা—অন্তশীল আত্মাকে অনন্ত আত্মাতে নিমজ্জিত করা। এই উদ্দেশ্যকে মানুষের দিক হইতে দেখিলে ইহার অর্থ মানুষের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ স্বার্থপরতার সম্পূর্ণ বিনাশ, এবং মানব সেবায় সম্পূর্ণরূপে প্রাণ মন নিয়োগ।

অহং হইতে আত্মার ঈশ্বরের দিকে গতি এবং অহং হইতে ইহার মানবের দিকে গতি উভয়ের প্রণালী একই প্রকার, কেন না উভয়েই অবিভাজ্য এবং অনেক পরিমাণে এক। এই উন্নতির সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্য অনেক স্থলেই অভাবাত্মক (Negative) ধর্ম্ম লাভ। বিশেষতঃ যে স্থলে অসৎ সহবাস, অসম্পূর্ণ শিক্ষা বা পিতা মাতার উদাসীনতা প্রযুক্ত বাল্যকাল এবং পূর্ব্ব যৌবন অসতর্কতার সহিত এবং চঞ্চল ভাবে কিম্বা অন্ততঃ ধর্ম্ম-শিক্ষা বিহীন হইয়া অতিবাহিত হয়—সে স্থলে এই কথা সম্পূর্ণ রূপে খাটে। অপবিত্র চিন্তা মনে স্থান না দেওয়া, ক্রোধোদ্দীপক ঘটনার মধ্যেও ক্রুদ্ধ না হওয়া, অসত্যবাদী না হওয়া, অন্যের প্রতি অন্যায় এবং অসাধু ব্যবহার না করা, মান্য ব্যক্তিদিগের প্রতি দুর্বিনীত এবং অশ্রদ্ধা সূচক ব্যবহার না করা এই সমুদায় এবং এতৎ সদৃশ অন্যান্য গুণ উপার্জ্জনে আত্মাকে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়, অবশেষে ক্রমে আত্মা উচ্চতর এবং মহত্তর ধর্ম্ম বুঝিতে এবং সাধন করিতে সমর্থ হয়। মন বাক্য এবং কার্য্যে অন্যের প্রতি ন্যায়বান হওয়া—এই পরিমাণ উন্নতি এই নিম্নতর অবস্থাতে উপার্জ্জিত হয়। হায়, এমন লোকের সংখ্যাও কত অল্প যাহারা নৈতিক জীবনের এই প্রথম অব[illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই অবস্থায় আত্মার মূল মন্ত্র—[illegible] তে আত্মা ক্রমে কার্য্য শীল হিতৈষণার অবস্থাতে উত্থিত হয়। এই অবস্থাতে আত্মার প্রবেশের প্রথম চিহ্ন চরিত্রের এমন এক প্রকার সৌন্দর্য্য এবং কোমলতা যাহা প্রবল রূপে মনের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এই গুণ মন্দতর ব্যক্তিদেরও থাকিতে পারে কিন্তু ইহা যে উচ্চতর প্রকৃতির নিত্য সঙ্গী ইহা নিঃসন্দেহ। যে ব্যক্তি বাক্যে অন্যের প্রতি সদয় হইতে পারেনা, সে যে কার্য্যে সদয় হইবে তাহার আশা অতি অল্প। যাহার মুখ নীরস কর্কশ, এবং ভ্রুকুটীযুক্ত তাহার হৃদয় যে কোমলতর এবং সুন্দরতর ইহা কদাচ ঘটে। যাহা হউক সুবিধা মত অন্যের উপকারে নিঃস্বার্থ কার্য্যে—ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল অভিলাষ ইহাই এই অবস্থাতে আত্মার উন্নতির নিদর্শন। শারীরিক সচ্ছন্দতা, স্বকীয় সুখ এবং স্বার্থ ক্রমে ক্রমে বিসর্জ্জিত হইতে থাকে, অবশেষে পূর্ব্বোক্ত—"সুবিধামত"—এই প্রতিরোধটী সম্পূর্ণ রূপে দূরীকৃত হইয়া যায়; তখন আত্মা সৎ কার্য্যের সুবিধার প্রতীক্ষা করে না; সুবিধা উদ্ভাবন করিয়া লয়। নিঃস্বার্থ কার্য্য, পরের সেবা, আর সেচ্ছাসাপেক্ষ থাকে না, বাধ্যতাতে পরিণত হয় এবং দৈনিক কার্য্য বিভাগে নিজের সম্বন্ধীয় কার্য্য যেমন, প্রয়োজনীয় বোধ হয় ইহা তেমনি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। ক্রমে যতই আত্মার মধ্যে এই আত্ম-বিসর্জ্জন, আত্ম সমর্পণ কার্য্য চলিতে থাকে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য, কার্য্য এবং সুখ অন্যের মঙ্গলের সহিত অধিকতররূপে একীভূত হইতে থাকে—ততই আত্মা জীবনের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য—ঈশ্বরাদিষ্ট একটী বিশেষ কার্য্য—মানবজাতির কল্যাণ সম্বন্ধীয় একটী বিশেষ লক্ষ্য যাহা ইহাকে সিদ্ধ করিতে হইবে, অথবা যাহার সিদ্ধি বিষয়ে ইহাকে সাহায্য করিতে হইবে—এইরূপ একটী লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে এবং অবগত হইতে সমর্থ হয়। এই জ্ঞান লাভে আত্মার দুইটী উপকার হয়,—প্রথমতঃ পূর্ব্বে ইহার কার্য্য অনেকাংশে লক্ষ্যহীন, বিশৃঙ্খল, এবং নিষ্কলঙ্ক ছিল, অতঃপর ইহা বিশেষ লক্ষ্যাধীন, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং নিয়মিত হয়। ইহার জীবনের উদ্দেশ্য যতই পরিষ্কার রূপে ইহার সমক্ষে প্রতিভাত হইতে থাকে, ততই ইহা অধিকতর শান্ত, সমাহিত এবং চিন্তাশীল হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ আত্মার এই বিশেষ লক্ষ্য যতই ইহার সময়, চিন্তা এবং বল অধিকার করিতে থাকে, ততই ইহার উৎসরূপী যে আত্ম-বিস্মৃতি এবং আত্ম-সমর্পণ কার্য্য ইহাকে আশ্চর্য্য রূপে অগ্রসর করিতে থাকে। আরাম এবং স্বার্থ সুখ পূর্ণ জীবন ক্রমেই ইহার নিকট অধিকতর ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠে এবং "কি খাইব কি পান করিব, কি পরিব" এই সকল চিন্তা ক্রমেই অধিকতর অনাবশ্যকীয় বোধ হইতে থাকে এবং অবশেষে এই চিন্তা কোন প্রকারে জীবনের উচ্চতর কার্য্যের প্রতিরোধক না হইয়া কেবল অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য (necessity) রূপে পরিণত হয়। এইরূপে আত্মা অন্যের সেবার পথে, ঈশ্বরেচ্ছানুরূপ কার্য্য এবং কষ্ট বহনের পথে, মানবের জন্য আত্মবিসর্জ্জনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে অহংভাব সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বাপিত হয়, এবং আত্মা অন্তরে, বাহিরে, ভাবে, চিন্তায়, কার্য্যে, নিজের জন্য

নহে অন্যের জন্য জীবন ধারণ করে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি এমন জীবন আমাদের কবে হইবে।

(ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার)

আর্য্য ধর্ম্ম।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কাল)

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ভগবান নারায়ণ ব্যাস রূপ ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে পুরাণ সকল প্রচার করিয়াছেন। এই কথায় বেদ ব্যাসই একরূপ পুরাণ রচয়িতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। পুরাণ সকল বিশেষ মনোনিবেশের সহিত পাঠ করিলে জানা যায় যে, উহা কখন ব্যক্তিবিশেষের প্রণীত নয়। পুরাণ পরম্পরা মধ্যে এতদূর মতের অসামঞ্জস্য ও বিরোধিতা বিদ্যমান আছে, যাহাতে উহা এক-ব্যক্তির রচনা বলিয়া কোনরূপেই প্রতীতি হয় না। পুরাণ সকল রামায়ণ, উপনিষৎ এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আধুনিকতর। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থেও পুরাণের নাম উল্লেখ আছে। ইহাতে রামায়ণাদি হইতে পুরাণকে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এক্ষণকার অষ্টাদশ পুরাণ প্রাচীন হওয়া দূরে থাক্ প্রত্যুত আধুনিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বায়ু পুরাণে উক্ত আছে।

প্রথমং সর্ব্ব শাস্ত্রানাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
অনন্তরঞ্চ বক্তেভ্যঃ বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতা॥

অর্থাৎ সর্ব্ব শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পুরাণ সমূহ ব্রহ্মা প্রথমে স্মরণ করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর তাঁহার মুখ হইতে বেদ চতুষ্টয় নিঃসৃত হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হইতেছে পুরাণ সকল বেদাপেক্ষাও প্রাচীনতর শাস্ত্র। যাহা হউক এরূপ অসম্ভব উক্তি পুরাণ কর্ত্তাদিগের নিজ শাস্ত্রের প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই রচিত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। বর্ত্তমান অষ্টাদশ পুরাণের পূর্ব্বেও পুরাণ নামে গ্রন্থ বিশেষ বিদ্যমান ছিল, সেই হেতু রামায়ণাদির ন্যায় প্রাচীনতর গ্রন্থ নিচয়ে পুরাণের উল্লেখ আছে। রামায়ণে রঘুকুল সারথী সুমন্ত্র পুরাণবিৎ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহা হউক প্রচলিত পুরাণ সকলের পূর্ব্বে পুরাণ নামক গ্রন্থ বিশেষ থাকা একান্ত সম্ভব, এবং হয়ত বেদব্যাস সেই পুরাণেরই রচয়িতা হইবেন। 'প্রচলিত পুরাণ সকল যে ব্যক্তি বিশেষের রচিত নয়—মত বৈসাদৃশ্যই তাহার প্রধান কারণ। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কোন পুরাণে শিব, কোন পুরাণে কৃষ্ণ, কোন পুরাণে বা ভগবতীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। পদ্মপুরাণ কর্ত্তার মতে পুরাণ সমুদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রতিপাদক পুরাণ গুলি সাত্ত্বিক, শিব প্রধান গুলি তামসিক। সাত্ত্বিক পুরাণগুলি কেবল তামসিক পুরাণের নিন্দা করিয়া নিরস্ত হয় নাই; তাহাদিগকে নিরয় সাধন বলিয়া কুরুচির পরিচয় দিতে কিছু-মাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। যাহা হউক যে সকল শাস্ত্র বিদ্বেষানলে সমাচ্ছন্ন অধিক কি বিদ্বেষ বৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই যে সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি তাহাদিগকে কি রূপে ধর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে? সাত্ত্বিক পুরাণ বলেন বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য; বিষ্ণু ভিন্ন যাহারা অন্য দেবতার উপাসক তাহারা চিরকাল নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত থাকিবে। এমন কি বিষ্ণুপাসক ভিন্ন অপর ব্যক্তির হস্তের অন্ন জল পুরীষবৎ ঘৃণিত। শিব ও শক্তি প্রধান পুরাণ গুলিও এইরূপে প্রতিহিংসার আবেগে পূর্ণ। সকল পুরাণের শেষেই সেই পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শেষে লিখিত আছে—"তৎ সর্ব্ব পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেবচ।" অর্থাৎ সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই শ্রেষ্ঠ। পুরাণ রচয়িতৃ ঋষিগণ নিজ নিজ আরাধ্য দেব দেবীর প্রাধান্য স্থাপন বা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনচ্ছলে কিম্বা প্রতি হিংসা প্রণোদিত হইয়াই এই সকল বিদ্বেষ বিমিশ্রিত বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন পুরাণের বহুতর স্থল অলীক আখ্যান এবং কল্পনা পূর্ণ রচনাবলীতে পরি-পূরিত। এইরূপ কল্পনা ও অলীকতাময় বিদ্বেষোদ্দীপিত গ্রন্থের মধ্য হইতে কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করা একরূপ দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং পুরাণোক্ত ধর্ম্ম যে কি তাহা নিঃসংশয়ে বলা অসম্ভব। সাত্ত্বিক পুরাণ সকল যদি পাঠ কর তবে বিষ্ণুপাসনাই ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইবে। যদি শক্তি প্রধান পুরাণ আলোচনা কর তবে ভগবতীর আরাধনাই সার ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অথচ সাত্ত্বিক পুরাণ ও পুরাণ এবং শক্তি প্রধান পুরাণ সমূহ ও পুরাণ, কেহ কাহাকে অশাস্ত্র বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। এখন পাঠক পৌরাণিক ধর্ম্ম বলিলে আপনি কি বুঝিবেন? বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রাধান্য বর্ণিত হইলেও তাহাদিগের মধ্যে এমন একটী ভাব নিহিত দৃষ্ট হইবে, যাহা অবলম্বন করিলে পুরাণ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম যে কি? তাহা স্থির হইতে পারে। সেটি কি? ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠতা। শিব কৃষ্ণাদির উপাসনা প্রচার যদিও পুরাণ সমূহের মূল উদ্দেশ্য তাহা হইলেও বিশ্বের আদি কারণ পরমাত্মার আরাধনাই যে শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তির অদ্বিতীয় হেতু ইহা পুরাণ কর্ত্তা ঋষিরা অসন্দিগ্ধচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। পুরাণে উক্ত আছে "একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ং" বিষ্ণু শব্দে বাসুদেব কৃষ্ণও নয়, রামচন্দ্রও নয়। বিষ্ণু পদ বিষ ধাতু উৎপন্ন। বিষ ধাতুর অর্থ ব্যাপন। তাহা হইলে বিশ্ব চরাচর ব্যাপী যে পরমাত্মা তাহাই বিষ্ণু শব্দের প্রতিপাদ্য। ইহাতে বোধ হইতেছে, যে বিশ্ব কারণ পরমেশ্বর যে অদ্বিতীয় এবং এক তাহাও পুরাণ রচয়িতা ঋষিগণ সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণে উক্ত আছে।

প্রতিমা স্বল্প বুদ্ধিনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতোহরিঃ।

স্বল্প বুদ্ধি ব্যক্তিরা প্রতিমাদিকে জানিয়া সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে প্রতীতি করেন [illegible] জীবন্ত প্রতিবাদ [illegible]-

পাসনা অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি (অর্থাৎ যাহারা অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে অসমর্থ) দিগের জন্য কল্পিত হইয়াছে। এখন বুঝা গেল চিন্ময় ব্রহ্মোপাসনাই যে সার-ধর্ম এবং তাহাই মুমুক্ষু মানবাত্মার পক্ষে একান্ত অনুষ্ঠেয় তাহা পুরাণ প্রণেতা ঋষিগণ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পুরাণ অপেক্ষা তন্ত্র আরও আধুনিক। এমন কি কোন কোন তন্ত্র নিতান্ত আধুনিক।

কোন কোন তন্ত্র মুসলমান রাজত্বকালে রচিত হইয়াছে। যথা—

পশ্চিমাম্নায় মন্ত্রাস্তু প্রোক্তাঃ পারস্য ভাষয়া।
অষ্টোত্তর শতাশীতি যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
পঞ্চখানাঃ সপ্তমীরা নবসাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম প্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ।

অর্থাৎ পশ্চিম বেদে একশত অষ্টাশীতি মন্ত্র পারস্য ভাষায় কথিত হইয়াছে। যাহার সাধন করিয়া কলিকালে খাঁ উপাধিধারী সাতজন এবং সাহ উপাধিধারী নয়জন মহাবল ও হিন্দুধর্ম সংহারক সম্রাট হইবে।

আবার কোন কোন তন্ত্র ইংরেজ রাজত্বকালেও রচিত হইয়াছে। যথা—

পূর্ব্বাম্নায়ে নব শতং ষড়শীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গি ভাষয়া মন্ত্রা স্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্ব পরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট পঞ্চ লণ্ড্রাজশ্চাপি ভাবিনঃ॥

পূর্ব্ব বেদে নয় শত ছিয়াশিটী মন্ত্র ফিরিঙ্গি ভাষায় (ইংরাজিতে) কথিত হইয়াছে, তাহা সাধন করিয়া কলিকালে নয়, ছয় ও পাঁচজন যুদ্ধে অপরাজিত লণ্ড দেশোৎপন্ন (লণ্ডন জাত) ইংরাজ মণ্ডলেশ্বর হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে তন্ত্র শাস্ত্র অপ্রাচীন। তন্ত্র যেমন আধুনিক সেইরূপ তন্ত্রোক্ত পূজানুষ্ঠান সকলও অল্প কালের। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলন করেন, এবং নবদ্বীপনিবাসী আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য শ্যামাপূজা প্রবর্ত্তিত করেন। তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণই প্রধান। তন্ত্র মধ্যে বিবিধ প্রকার সাকার মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হইয়াছে এবং জনসমাজের অনর্থকর নানারূপ জুগুপ্সিত অধম পূজা ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। তন্ত্রে গুরু পদবীর অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

গুরৌ মনুষ্য বুদ্ধিন্তু কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।

কুলার্ণব।

যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করেন তিনি নরকে গমন করেন।

দেবে রুষ্টে গুরু স্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

দেবতা রুষ্ট হইলে গুরু পরিত্রাণ করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ পরিত্রাতা নাই।

এইরূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অযথোচিত সম্মান এবং আর্য্য ধর্ম রাজ্যের অবনতির হেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদিও তন্ত্রে পৌত্তলিক পূজার বহুল আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তন্ত্রোক্ত ভূরি ভূরি বচন দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে, যদ্দ্বারা পৌত্তলিকতা যে অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় নিকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মোপাসনাই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহা বিষদরূপে প্রতিপন্ন হইবে। আমরা এস্থলে আর সেই সকল শাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিতে চাহি না। যাঁহারা ধর্ম জিজ্ঞাসু তাঁহারা তাহা আলোচনা করিয়াদেখিতে পারেন। এখন দেখা যাউক প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম—আর্য্য ধর্ম কি? ইন্দ্র বরুণাদি ভৌতিক দেবতার সরল কবিত্বময় স্তুতিপূর্ণ বৈদিক সংহিতার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা, উপনিষদে তাহার সমুজ্জ্বল বিকাশ এবং বিস্তৃতি এবং তন্ত্র পুরাণাদি সাকার দেব দেবীর আখ্যায়িকা পূর্ণ শাস্ত্রের মধ্যেও সেই অনন্ত ভূমা পরমেশ্বরের মহিমা প্রতিষ্ঠিত। তবে দেখুন হিন্দু ধর্ম্ম কি? উদারচেতা হিন্দু জাতি জড় পুত্তলিকার উপাসক ছিলেন না, শাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য। তাই বলি ব্রহ্মই আর্য্য শাস্ত্রের মূল, মূলের উপরে যেরূপ বৃক্ষ বিদ্যমান থাকে, আর্য্য শাস্ত্র রূপ বিশাল তরু সেই রূপ ব্রহ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিম্বা ব্রহ্মই আর্য্য শাস্ত্ররূপ বিশাল নভোমণ্ডলের সূর্য্য স্বরূপ। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যেমন গগন বিহারী গ্রহতারক পুঞ্জ নিয়ত কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছে, সেইরূপ বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র ব্রহ্ম সূর্য্যের চারিদিকে অহরহ পর্য্যটন করিতেছে। হিন্দু জাতির গৃহদেবতা ব্রহ্মই ঋষিদিগের প্রাণ। আমি কি আজ সেই ঋষিজাত হইয়া এই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য সনাতন ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া জড় পদার্থের পূজা করিব? ছি! ছি! যে জাতির শাস্ত্র নিরাকার ব্রহ্মের গুণানুকীর্ত্তনে পূর্ণ যে জাতির ঋষিরা ব্রহ্মগতপ্রাণ যে দেশের গৃহীরা পর্য্যন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, সেই জাতি কিনা আজ বলেন যে নিরাকারের আবার উপাসনা কি? অতীন্দ্রিয় যে পদার্থ তাহার উপাসনা ত ধূঁয়ার ন্যায়। একমাত্র সূর্য্যের অভাবে যেমন অবনী মণ্ডলের দুর্গতির অবধি থাকে না, বৃক্ষ লতা পরিবর্দ্ধিত হয় না, বায়ু বিশুদ্ধ থাকে না, জীবরাশি দিন দিন নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং অশেষ প্রকার অমঙ্গলের সঞ্চার হইতে থাকে। সেইরূপ একমাত্র সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাভাবে মানব সমাজের ও দুর্গতির ইয়ত্তা থাকে না। যে সমাজ বহু বৎসর হইতে অখিল বিধাতা পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিয়া দিয়াছে, সে জাতির আবার কল্যাণ কোথায়? উন্নতির আশা কোথায়? হিন্দু সমাজের বর্ত্তমানাবস্থা ঘোরান্ধকারাবৃত কাল রজনীর ন্যায়।

ক্রমশঃ—

মানবে দেবভাব।

ঈশ্বরকে আমরা মঙ্গল স্বরূপ পুরুষ বলিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহার সকল সত্তই মঙ্গল—সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থাতে মঙ্গলপ্রদ। তাঁহার সত্ত্বের মঙ্গলভাব কখনও কোন কারণে সংকুচিত

হয় না; তাহা আমাদের সাধুতা অসাধুতার উপর নির্ভর করে না। ঈশ্বরের সংকল্প ততক্ষণ সাধু যতক্ষণ আমরা সাধু; যখন আমরা অকৃতজ্ঞ ও তাহার বিরুদ্ধাচারী হইলাম, তখন তিনি কুপিত ও বিদ্বেষপরায়ণ হইলেন এরূপ নহে। এই যে আমি একটা তাহার জগতের ক্ষুদ্র প্রাণী, এই ক্ষুদ্র প্রাণীটার মঙ্গল ইচ্ছা চিরদিন তিনি সমানভাবে করিতেছেন। আমি যখন তাঁহাকে ভুলিয়া পাপ পথে বিচরণ করিয়াছি, তখনও সে ইচ্ছা আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, নরককুণ্ডের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া আমার উদ্ধার সাধনে রত হইয়াছে।

ঐশ্বরিক শুভ সঙ্কল্পের আর একটী ভাব আছে—তিনি উপযাচক। তাঁহার দয়া বিবিধ আকারে নিরন্তর সংসারে পাপীকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে নানারূপে তাহার নিকট উপস্থিত হইতেছে, নানা প্রকারে তাহাকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। তিনি সংসার মধ্যে তাহার সন্তানগণের ইহকাল পরকালের সদ্গতি সাধনের জন্য নানা প্রকার লীলা রচনা করিয়াছেন।—সৌভাগ্য ক্রমে যাহার চক্ষু ফুটিতেছে, সে তাঁহার কৃপার বিধি দেখিতে পাইতেছে, সেই উদ্ধার হইয়া যাইতেছে।

ঈশ্বরের এই দুইটী ভাব যখন মানবাত্মাতে প্রস্ফুটিত দেখা যায়; যখন দেখি কোন সাধুর হৃদয়ে শুভ সংকল্প জাগিতেছে; অপর জীবের প্রতি প্রীতি অগ্নিশিখার ন্যায় নিরন্তর হৃদয়ে জাগিতেছে এবং সেই জাগ্রত প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া জগতের পাপী তাপী, দীন দরিদ্রদিগের কল্যাণ সাধনের জন্য উপযাচক হইয়া, তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছেন, তখন আমরা সেই সাধু পুরুষের অন্তরে দেবভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। আবার যখন সহস্র প্রকার বাধা বিপত্তির মধ্যে কৃতঘ্নতা ও অত্যাচারের মধ্যেও এই প্রীতি ও কল্যাণ-কামনা অকুণ্ঠিত থাকে—তখন সেই দেবভাবকে আরও উজ্জ্বলরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। একজন অপর কোন ব্যক্তির শুভ কামনা করিতেছেন, কিন্তু যাহার শুভ কামনা করিতেছেন সে তাঁহাকে শত্রু বিবেচনা করিয়া নির্য্যাতন করিতেছে, অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, তাঁহার কার্য্যে বিধিমতে বাধা দিতেছে তথাপি এক দিনের জন্য সেই সাধু পুরুষ তাহার কল্যাণ কামনা হইতে বিরত হইতেছেন না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছবি আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

এই যে জীবের প্রতি শুভ সংকল্প তাহাকেই আত্মদর্শী সাধু মহাজনগণ "জীবে দয়া" বলিয়া বর্ণন করিতেন। এই দয়ারই বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা জগতের পাপী তাপী দীন দুঃখীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন; মুক্তির সুসমাচার লইয়া পাপীর নিকট উপস্থিত হইতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের এত ক্লেশ স্বীকার করিবার কারণ কি ছিল? মহাত্মা শাক্যসিংহ ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; বনবাসী হইয়া অতি কঠোর তপস্যাতে নিযুক্ত ছিলেন; জন সমাজের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না; তবে কেন তিনি যখন বুঝিলেন যে সত্যরত্ন উদ্ধার করিয়াছি, তখন আবার সেই জন সমাজের দিকে ছুটিলেন, কেন সংসারের পাপী তাপীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কে তাঁহার হৃদয়ের প্রেরক হইয়া তাঁহাকে লইয়া গেল? কে তাঁহার চরণদ্বয়কে আবার লোকালয়ের দিকে অগ্রসর করিল?—জীবে দয়া। এই জীবে দয়া তাহার অন্তরে এত প্রবল ছিল বলিয়াই তিনি, গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। মানবকুলের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ এত কাঁদিয়াছিল, যে রাজসিংহাসন, রাজপ্রাসাদ ভোগসামগ্রী তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন মানবকুলের যখন এত দুর্গতি, এ দুর্গতি নিবারণের যদি কোন উপায় করিতে না পারি তবে আমার এ জীবন বৃথা। এমন কে বলে? ইহারই গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, ইহারই জন্য তিনি অবতার নামে উক্ত হইয়াছেন। জগতের লোক চমকিত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে এ ব্যক্তি আমাদিগকে এত ভালবাসেন কেন? যতই মনে মনে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছে ততই মন তাহার চরণে নত হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে মানবে এই দেবভাব নানা আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমাদের প্রাণ আনন্দিত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের যে সকল প্রচারক সহস্র প্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া দেশ বিদেশে মুক্তির সমাচার লইয়া যাইতেছেন; দলে দলে নর রাক্ষসদিগের দ্বারা কবলিত বিদেশী রাজাদিগের বন্দীকৃত, বিরোধী লোকদিগের দ্বারা হত হইতেছেন, তথাপি পুনরায় অপর দল সেই স্থানে পদার্পণ করিতেছেন। আমরা কেবল মাত্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিতেছি না। যে সকল পুরুষ ও রমণী স্বদেশে ও বিদেশে দুঃখীর দুঃখ হরণের চেষ্টা করিতেছেন, সমাজের কুরীতি সকলের উন্মূলনের প্রয়াস পাইতেছেন, যাহারা চিন্তা করিতে পারে না তাহাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন, যাহারা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ তাহাদের রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছেন, যাহারা মুখ ফুটিয়া নিজ দুঃখ জানাইতে পারে না, তাহাদের দুঃখের কাহিনী রাজদ্বারে লইয়া যাইতেছেন। তাহারাও মানবে এই দেবভাবের পরিচয় দিতেছেন। ইহাঁরা যে সকল কাজ করিতেছেন তাহা দূর হইতে শ্রবণ করিলেও হৃদয় উন্নত হয়। ঈশ্বর করুন ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যেন এই দেব ভাব প্রস্ফুটিত হয়।

বড় কাজের সঙ্গে ছোট কাজের উল্লেখ করিতে নাই, নতুবা বলিতাম যে বীরভূমের দুর্ভিক্ষে আমাদের যে সকল প্রাণের প্রিয় ভাই অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন তাঁহাদেরও প্রাণে স্বয়ং ঈশ্বর এই দেবভাবের অগ্নির দুই একটী স্ফুলিঙ্গ আনিয়া দিয়াছেন। কে তাঁহাদিগকে সেখানে লইয়া গেল, তাঁহাদের কি আর কাজ ছিল না? আমরা সহরের জনতার মধ্যে, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সুখে কালযাপন করিতেছি, তাঁহাদের নিকট কি এসকল সুখ প্রিয় নয়? তবে কেন তাঁহারা এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে দরিদ্রদিগের প্রাণ রক্ষার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিয়া শরীরকে জীর্ণ করিতেছেন? কে

তাঁহাদের চালক—স্বয়ং দয়াময় প্রভু! আহা! এই দেবভাব ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আরও প্রবল হউক।

জীবন-তত্ত্ব।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ একবার মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাপি এই বিষয়ে আর কিছু লিখিবার ইচ্ছা থাকাতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

যে জীবনে পরমেশ্বরের ইচ্ছা অবাধে কার্য্য করিতে পায় তাহা ধর্ম্মজীবন।

সাধকের একই আকাঙ্ক্ষা, কিরূপে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইব। কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণের পূর্ব্বে মৃত্তিকা প্রস্তুত করে, অর্থাৎ যত পূর্ব্বক ইষ্টক প্রস্তর কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রতিবন্ধক দূর করে, যেন আকার দিবার সময় তাহার অঙ্গুলি বাধা প্রাপ্ত না হয়, সাধকের কেবল এই প্রার্থনা কিসে ঈশ্বরের অঙ্গুলি এ হৃদয়ে বাধা না পাইবে।

"তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হব" এই ইচ্ছা জলন্ত অগ্নির ন্যায় যাঁহার হৃদয়কে সর্ব্বদা উষ্ণ রাখে তিনিই ঈশ্বরে জীবিত।

এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষতি লাভ ও সুখ দুঃখময় জগতের উপর নয়। অগ্রে আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তৎপরে জগত থাকে থাক যায় যাক, প্রেমিক সাধু চিরদিন এই কথা বলিয়াছেন।

ধর্ম্ম জীবন কি আশ্চর্য্য কাণ্ড!!! ইহা জগতের নিকট ধূলির ন্যায়, কিন্তু এই মন্ত্রপূত ধূলি দ্বারাই পরমেশ্বর চিরকাল জগতের অস্থি মাংস চূর্ণ করিয়াছেন। তোমরা কাজ করিবার সময় অমুক রাজা, অমুক পণ্ডিত, অমুক মানী, এই দশজনকে ডাক, ঈশ্বর একজন সূত্রধরের পুত্র ও জন কত জেলের দ্বারা এরূপ মন্ত্রপূত ধূলি ছাড়িয়াছেন যে তোমরা দুই সহস্র বৎসরে তাহার ধাক্কা সামলাইতে পারিতেছ না।

ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর যে একবার চক্ষু রাখিয়াছে, সে জগতের সমষ্টিকৃত বিদ্যা বুদ্ধি ধন মানকে অকিঞ্চিৎকর ভাবে। সে কিরূপ জান? আমরা যেমন বালকদিগের খেলার ঘরের দুর্গ, প্রাচীর প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া থাকি।

তবে এ প্রকার লোককে ভীত করে কে? শুন ভাই, তোমাদের জগতের ধনী মানী লোক দেখিয়া ভীত নই; এই বড় ভয়, পাছে এই দুর্ব্বল ও অল্প বিশ্বাসী হৃদয়ের দৃষ্টি পিতার ইচ্ছা হইতে উঠিয়া আসে।—

রাবণের ন্যায় আমাদের মৃত্যুবান আমাদেরই নিকটে। যতক্ষণ পিতার ইচ্ছারই উপরে আছি, আমাকে মারে কে? রাক্ষসে গ্রাস করিলে তাহার উদরে গাছ হইয়া উঠিব, যখন তাঁহার ইচ্ছা হইতে বিচ্যুত হইব, তখন আমাকে রাখে কে? হাঁক ডাক করিব অথচ তিল তিল করিয়া মরিয়া যাইব।

ওরে নিকৃষ্ট মন, তুই বড় মূর্খ!! লোকের নিকট বাহাদুরীর জন্য ভাবিস্ কি? সে ত সামান্য কাণ্ড। তুই যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া ধন মান চাস্ ধন মান পাইবি। কিন্তু তাঁহাকে হারাইবি। অবোধ শিশুর ন্যায় মার অপেক্ষা খেলনার মূল্য অধিক করিস্ না। দেখিস্ যেন মূর্খ পেয়ে পিতা খেলনা হাতে দিয়া নিজে সরিয়া না পড়েন।

ধনে ভৃত্য দেয়, মানে ক্ষমতা দেয়, বিদ্যাতে সুযশ দেয় কিন্তু জীবনে লোকের প্রাণ কাড়িয়া দেয়। বল দেখি কি চাও?

এ কাদের ছেলে?—যে বাড়ীতে আসতেই স্ত্রীলোকেরা বলিতেছেন "আহা কাদের ছেলে!" বাড়ীর কর্ত্তা আদর করিয়া ডাকিয়া কাছে বসাইতেছেন, পাড়ার ছেলেরা চারিদিকে ঘিরিয়া "আমাদের বাড়ীতে এস, 'আমাদের বাড়ীতে এস" বলিয়া টানাটানি করিতেছে। দেখ দেখ! জগতের সাধুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! আমার আমার করিয়া সকলেই টানাটানি করিতেছি, পূর্ব্ব বলিতেছে "ও যীশু তুমি আমাদের" পশ্চিম বলিতেছে, "যীশু তুমি আমাদের" এ যীশু কাদের ছেলে? হে জগদীশ্বর এ ছেলে কার?

যে কমনীয়তা দেখিয়া সকলে কাড়াকাড়ি করিতেছি, তাহার নাম ধর্ম্ম-জীবন।

কেন বল দেখি, সাধুদের চরণে জগতের মস্তক নত হইয়াছে? যে সকল কথা তাঁহারা বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া? না, তাহা নহে। তাঁহারা যাহা বলেন নাই তাহা দেখিয়া। অর্থাৎ তাহাদের কথার পশ্চাতে যে গভীর বস্তু ছিল। এবং যাহা হইতে কথা ও কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বস্তুর নাম ধর্ম্ম জীবন।

তবে ধর্ম্ম জীবনের আর একটী লক্ষণ এই, সাধুদের কথা যে গভীর আধ্যাত্মিকতার আভাস দেয় তাহার নাম ধর্ম্ম জীবন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বার মহল বাড়ী কল্পনা কর। তাহার প্রতি মহলের দ্বারগুলি সম সূত্রপাতে অবস্থিত। বাহিরের দ্বার একটী পরদার দ্বারা আবৃত। হঠাৎ বায়ুবেগে পরদাখানি একটু সরিলে যেমন নিমেষ মধ্যে সুদূর অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, সেইরূপ সাধুদের বাক্যরূপ প্রাণের যবনিকা একটু উঠাতে যে সুদূর অন্তঃপুরের আভাস পাওয়া যায় তাহার নাম ধর্ম্ম-জীবন।

তোমার আমার মুখ হইতে বাক্য সকল খই হইয়া পড়ে এবং বাতাসে উড়িয়া যায়, সাধুদের মুখ হইতে মুড়কি হইয়া পড়ে এবং মনুষ্য যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া থাকে। যে বস্তুর গুণে খই মুড়কি হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম-জীবন।

যিনি ধার্ম্মিক তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপরে দণ্ডায়মান। কেবল তাহা নহে সেই ইচ্ছার উপরে তাহার আন্তরিক প্রীতি।

সেই প্রীতি যার আছে সেই মুক্ত। মুক্ত ধার্ম্মিক ও বদ্ধ ধার্ম্মিক দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক।

সন্তানে ও নিমন্ত্রিত লোকে প্রভেদ কি! নিমন্ত্রিত লোক পরের বাড়ীতে আসিয়া যেখানে দাঁড়ায় যেখানে বসে সর্ব্বত্রেই সংকোচ; এখানে বসাটা ভাল কি না এখানে দাঁড়াইলে কেহ কিছু বলিবে কি না, এই ভাবিতেই তার দিন যায়—কিন্তু বাড়ীর ছেলে যে সে কেমন স্বাধীন। যেখানে ইচ্ছা যাইতেছে, ইহাকে ডাকিতেছে, উহাকে আদেশ করিতেছে যেন সে বাড়ী তার।

ঈশ্বরের সন্তান হইবার ইচ্ছা কর, ধর্ম্ম রাজ্যের নিমন্ত্রিত লোক হইয়া থাকিলে সুখ পাইবে না।

হৃদয় মনের যে অবস্থা হইলে, ঈশ্বর দেখিয়া বলেন, ইহা আমার সন্তান বটে, সেই অবস্থার নাম ধর্ম্মজীবন।

সন্তানের প্রেম জলন্ত অগ্নির ন্যায়। ইহাতে নিকৃষ্ট বাসনা সকল দগ্ধ করিয়া ফেলে। ঈশ্বর করুন সেই প্রেম যেন প্রাপ্ত হই। (ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

এই জগতের বস্তু সকল কত ভিন্ন ভিন্ন এবং সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতেছে,—বিচিত্রতা জগতের সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। কিন্তু এই বিচিত্রতার মধ্যে—এই বিভিন্ন ভাবের মধ্যেই জগতে এমন একটী শক্তি দেখিতে পাই, যাহা সকলকে টানিয়া রাখিয়াছে। যাহা সকলকে এক করিয়া বাঁধিয়াছে—আকর্ষণ এই শক্তি। বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী যিনি তিনি এই যন্ত্র বাজাইতেছেন আর সকল পদার্থ এক তালে বাজিতেছে। জড় জগতের ন্যায় মনুষ্য জগতেও এইরূপ বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের গতি, রুচি, কার্য্য বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও সকল মনুষ্যের প্রাণ ও মনকে এক করিয়া বাঁধিতে পারে কে?—প্রেম। জড় জগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, আত্মা জগতেও সেইরূপ প্রেমাকর্ষণ।

পরিবারের মধ্যে দেখিতে পাই পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি এক একটী পরমাণু যেন এই প্রেমাকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া আছে। মনুষ্যে মনুষ্যে জাতিতে জাতিতে, প্রভেদ আছে এবং ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বিরোধ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যদি ইহার প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করি, তবে দেখিতে পাইব, প্রেমের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ, এই প্রেমের অভাবে জাতিতে জাতিতে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া থাকে—এই প্রেমের অভাবই সকল অনর্থের মূল। কিন্তু জড় জগতের ন্যায় মনুষ্য জগতেও যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা রহিয়াছে তখন এই বিচিত্রতার মধ্যেও আবার প্রাণের মিলন হইবে।

যাঁহারা জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিজ্ঞানালোকে দেখিতে পাইবেন, যে মনুষ্যের এই প্রেমযোগের ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে ক্ষুদ্র পরিবার স্বতন্ত্র ছিল; তাহারা আপনাদের স্বার্থকে অন্যের স্বার্থ বিনাশের জন্য মনে করিত, কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত অলক্ষিত ভাবে মনুষ্য সমাজে কার্য্য করিতেছে। তাই সমাজ এরূপ ভাবে গঠিত হইতেছে যে মনুষ্য জাতির স্বার্থ ক্রমে সাধারণ স্বার্থে পরিণত হইতেছে, যদি আলোচনা করি তবে দেখিতে পাইব, যে শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকারেই মনুষ্য কেবল মিলনের দিকেই যাইতেছে। এই মিলন ক্রমে মনুষ্যকে এক করিবে।

ঈশ্বরের সংকল্প সিদ্ধ হইবে, কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? ধর্ম্ম জগতে ইহা আশা করি না, যে সকলে এক আকার হইবে, কিন্তু যেরূপ নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্র বিভিন্ন আকারের হইলেও একতানে এক সুরে বাজে সেই রূপ বিভিন্ন প্রকৃতির হইলেও সকলে প্রেম যোগে এক হইয়া একতানে দয়াময়ের গুণ গান করিবে।

এই যে প্রেম ইহা জাতিগত যেরূপ ব্যক্তিগতও সেই রূপ। ইহার এক কণা মাত্র আমাদের হৃদয়ে আবির্ভাব হইলে, আমরা আর স্থির থাকিতে পারি না, আকৃষ্ট হইয়া জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করি। ঈশ্বরের প্রেম যাহাতে আছে তাহার প্রকৃতি এক স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত হয়। পর্ব্বত যে রূপ বাতাহত হইয়াও টলে না। তিনি সেই রূপ বিপদের পর বিপদ রাশিতে আক্রান্ত হইয়াও স্থির থাকেন। এক এক ব্যক্তি প্রেমিক হইয়া জগতের কত উপকার করে। অরণ্যের একটী বৃক্ষে অগ্নি লাগিলে যে রূপ অরণ্যের অনেক বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া ফেলে সেই রূপ একজনের প্রাণে প্রেমের আবির্ভাব হইলে সেই প্রেমাগ্নি সমাজকে দগ্ধ করে। আমরা ধর্ম্মাত্মা দিগের জীবনে প্রেমের ভাব জাজ্বল্য দেখিতে পাই, এই জন্যই জগতের পাপ বিরুদ্ধে তাঁহারা অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। অন্যের নিকট যাহা অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় তাঁহাদের দ্বারা তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। একি কখনও সম্ভব যে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পীড়ন করে সে বন্ধু হইয়া যাইবে?—সংসারের চক্ষে ইহা সম্ভব নয় বটে। কিন্তু যখন প্রেমের আবির্ভাব হয় তখন ইহা সম্ভব হইয়া যায়, তখন শত্রু মিত্র হইয়া যায়; ধনের অভাব মানবীয় ক্ষমতার অভাব প্রভৃতি সকল প্রকার অভাব প্রেম দ্বারা পূরণ হয়। যেমন বর্ষার জলপ্লাবনে উচ্চ নিম্ন সকল স্থান এক হইয়া যায়, সেই রূপ প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইলে সকল মানব মন এক হইয়া যায়। এই প্রেম যত অধিক সংখ্যক লোকের মনে আবির্ভূত হইবে ততই সমাজের উন্নতি হইবে। আমরা সমাজবদ্ধ হইয়া কেবল বিবাদ, বিসম্বাদ করি পরস্পরের দোষ এত অন্বেষণ করি যে তাহাতে কেবল আমরা পরস্পর হইতে দূরে থাকি এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের ত্রুটি দেখি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল, প্রেমের অভাব। প্রেম থাকিলে আমরা অন্যের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারি। তখন লোকের দোষ দেখিলে কেবল ক্রন্দন করি। যে রূপ ভাইয়ের কোন পীড়া দেখিলে আমরা ক্রন্দন করি এবং তাহা দূর করিবার চেষ্টা করি সেই রূপ কোন দুর্ব্বল ভাইয়ের কোন দোষ দেখিলে, কোন পাপ দেখিলে ক্রন্দন করিব এবং তাহা হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু ঘৃণার চক্ষে দেখিব না। প্রেম থাকিলে সকল উপদ্রব সকল

অত্যাচার সহ্য হয়। প্রেম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে যে এমন কিছু নাই যাহা প্রেমে সহ্য হয় না;—কেহ অগ্নি কুণ্ডে পড়িয়া "জয় জগদীশ" বলিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে বিদায় লইতেছেন, কেহ নানা প্রকার শারীরিক ক্লেশকে পুষ্পবৃষ্টি তুল্য জ্ঞান করিতেছেন। প্রেমের উপর বল কাহার আছে? প্রেমে জয়ী হইবে, প্রেম থাকিলে আর আমরা বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিব না। কিন্তু সকলেই তাঁহার চরণে আসিয়া মিলিব। এই প্রেমের অভাবেই আমাদের সমাজ এত দুর্দ্দশার স্থান বিশৃঙ্খলতার স্থান হইয়া যাইতেছে। বাহিরে যোগ থাকিলে কি হইবে? যদি অন্তরে যোগ না থাকে তবে তাঁহার নাম প্রচারিত না হইয়া অধর্ম্ম প্রচার হইবে। অতএব যে প্রেম জগৎকে এক করিবে সেই প্রেম শিক্ষাই আমাদের মূল মন্ত্র। আমরা যে এক আকার হইব তাহা সম্ভব নহে এবং শ্রেয়স্করীয়ও নহে। কিন্তু যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন প্রেমে আমাদিগকে এক করিয়া দিবে, এক সূত্রে গাঁথিবে, জগদীশ্বর করুন এই প্রেম যেন প্রত্যেকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। আমরা প্রেমের ভাবে পরস্পরকে দর্শন করিয়া, নিন্দা, গ্লানি, বিবাদ, বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল অন্যের সেবা যাহাতে করিতে পারি, জগদীশ্বর এরূপ ক্ষমতা আমাদিগকে দান করুন।

ব্রাহ্ম-সমাজ ॥

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ৭ম বার্ষিক সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইবে।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই মে বুধবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনালয়ে উৎসবের উদ্বোধন-সূচক উপাসনা ও বক্তৃতা।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৪ই মে বৃহস্পতিবার প্রাতে ৮টার সময় উপাসনা, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পাঠ ইত্যাদি—সন্ধ্যা ৭½ ঘটিকার সময় উপাসনা।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই মে শুক্রবার প্রাতে ৮টার সময় উপাসনা এবং অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যের মহত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

দুর্ভিক্ষ-ক্ষেত্রে আমাদের যে সকল বন্ধু কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ক্রমেই ভীষণ সংবাদ পাইতেছি। সাহায্য গ্রহণের জন্য ক্রমেই লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। এরূপ সাহায্য যে কতদিন করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। যদি সুবর্ষা হয়, তাহা হইলেও অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বে কৃষকের গৃহে কিছুই শস্য আসিবে না। বীরভূম অঞ্চলে আশু ধান্য প্রায় উৎপন্ন হয় না, সুতরাং আমন ধান্যের সময় পর্য্যন্ত সকলকে সাহায্য করিতে হইবে। তাহার উপর লোকে অনাহারে দুর্ভিক্ষের রোগে জর জর হইয়া দিন দিন যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে যে আশানুরূপ চাস আবাদ করিতে সমর্থ হইবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? এজন্য আমাদিগকে আরও বহুদিন সাহায্য করিতে হইবে। দিন দিন সাহায্য গ্রহণের জন্য যেরূপ লোক সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে আরও বিশেষ অর্থ সাহায্য পাওয়া আবশ্যক। আমরা নিম্নে আমাদের বন্ধুগণের পত্রের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, প্রতি সপ্তাহে কত টাকা আবশ্যক হইতেছে। সুতরাং আমরা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের নিকট আবার কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কিছুই সাহায্য করেন নাই, তাঁহারা এজন্য যথাসাধ্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিপন্নদিগকে দুঃখ, যন্ত্রণা এবং অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে যত্নপরায়ণ হউন। দেশের এমন দুঃসময়ে উদাসীন থাকা নিতান্তই অমানুষিক কার্য্য। আমাদের বন্ধুগণের পত্রের মর্ম্ম এইরূপ।

"বর্ত্তমান বর্ষের ১ম সপ্তাহে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ হইতে ৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত ১০৬৯ জনকে ৩৮৮৪॥০ চাউল ও ২য় সপ্তাহে ১৯০২ জনকে ৭৮॥৯৮ চাউল বিতরণ হইয়াছে। আমাদের বিতরণের দিন সোমবার ধার্য্য করা হইয়াছে। এখন সপ্তাহে কেবল একদিন সাধারণকে (অর্থাৎ যাহারা আমাদের রেজেষ্টারী-ভুক্ত) একবারে সাত দিনের চাউল দেওয়া হয়। ক্রমে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। গত কল্য (৩য় সপ্তাহে প্রায় ১০০ শত মণ চাউল বিতরণ হইয়াছে। এখানে চাউলের দর ক্রমে গরম হইতেছে। সেই জন্য কিছু চাউল খরিদ করিয়া রাখা আবশ্যক। অতএব শীঘ্র অন্ততঃ ৫০০ পাঁচ শত টাকা পাঠাইবেন।

"চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, অতএব মফস্বল পরিদর্শনশীল ২।৩ জন লোকের আবশ্যক, এই জন্য কার্য্য-কুশল ২।৩ জন লোক যাহাতে শীঘ্র এখানে পৌঁছিতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টিত হইবেন।"

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে কাকিনিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্য জন্য এককালীন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা কুমার বাহাদুরের এই দানের জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আমাদের ধন্যবাদ অপেক্ষা বহু দীন-দুঃখীর যে আশীর্ব্বাদ তিনি লাভ করিলেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ লাভ। আমরা আশা করি দেশীয় জমিদারগণ এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না। দেশের দুঃসময়ে যদি অর্থের সদ্ব্যবহার না হইল, তবে আর রাশীকৃত অর্থ সিন্দুক পুরিয়া রাখিয়া ফল কি? দেশের দুঃখী লোক যে আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত-শোষণ করিয়া তাহাদের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করে, এইরূপ দুঃসময়েই তাহার প্রতিদান সম্ভব। আশা করি এ সময়ে সকলেই আপন আপন অর্থরাশির সদ্ব্যবহার করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবেন।

দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হইতেও অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। গত ৩১এ চৈত্র বর্ষ শেষ দিনে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দুর্ভিক্ষের সাহায্য প্রার্থী হইয়া একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা নিম্নে তাহার কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত একত্রে কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহাদের এই শুভ ইচ্ছায় অতি আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম আদি ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে আট শতের উপর টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা নলহাটীতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ২০০ শত টাকা এবং অনেকগুলি বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

"অধিক দূরে নয়, তোমাদের দ্বারের নিকটে ক্ষুধিতেরা দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা দুই বেলা যে উচ্ছিষ্ট অন্ন কুক্কুর বিড়ালদের ফেলিয়া দিতেছ, তাহার প্রতি তাহারা কি কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে! তোমাদের নবকুমারের জন্মোপলক্ষে গৃহে কত আনন্দ পড়িয়াছে—আহারাভাবে তাহাদের কোলের ছেলেটির কাঁদিবার শক্তিও নাই—তোমাদের গৃহে বিবাহের বাঁশি বাজিতেছে, কেবল একমুষ্টি অন্নের অভাবে তাহাদের গৃহে বিবাহ-বন্ধন চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে—স্ত্রীর মুখে অন্ন দিয়া স্বামী তাহার শেষ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিতেছে না। তোমরা গৃহে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে কত কথা লইয়া আলাপ করিতেছ, কত হাস্য-পরিহাস করিতেছ, সংসারের কত শত কাজে মন দিতেছ—তাহাদের আর কোন কথা নাই, কোন ভাবনা নাই, কোন কাজ নাই—তাহাদের জীবনের সমস্ত চিন্তা, তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের দিন রাত্রির সমস্ত আশা কেবল একটী মুষ্টি অন্নের উপরে বদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের চক্ষে এক্ষণে সমস্ত জগতে একমুষ্টি অন্নের চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কিছুই নাই—একমুষ্টি অন্ন উপার্জ্জনের চেয়ে আর মহত্তর উদ্দেশ্য নাই—এমন কি, সমস্ত জগতে অন্নের অতীত আর কোন কিছুই নাই।"

"ক্ষুধা যে কি ভয়ানক বিপদ, তাহা আমরা অনেকে কল্পনা করিতে পারি না। অন্যান্য অনেক বিপদে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলে—কিন্তু ক্ষুধায় মনুষ্যত্ব দূর করিয়া দেয়। ক্ষুধার সময় মনুষ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আত্মরক্ষার জন্য যখন একমুষ্টি অন্নাভাবের সহিত মনুষ্যকে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন মনুষ্য একটী পিপীলিকার সমতুল্য। সে যুদ্ধেও যখন মনুষ্যের পরাজয় হয়—একমুষ্টি তণ্ডুলের অভাবেও যখন মনুষ্য-জীবনের শত সহস্র মহৎ আশা উদ্দেশ্য ধরাশায়ী হয়, তখন মনুষ্যজাতির দীনতা দেখিয়া হৃদয় হাহাকার করিতে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মুখ হইতে তাহার বহু কষ্টের গ্রাস কাড়িয়া লইতে সঙ্কুচিত হয় না—ক্ষুধার মানুষ অত্যন্ত হীন, ক্ষুধায় কোন মহত্ব নাই। এই ক্ষুধার হাত হইতে কাতরদিগকে পরিত্রাণ কর—এই ক্ষুধার মানুষদের—আপনার ভাইদের মরিতে দিও না—সে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।

তোমার যদি আপনার ভাই থাকে, তবে যাহার ভাই আজ অনাহারে মরিতেছে; তাহার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া চাও—তোমার যদি আপনার মা থাকে, তবে অন্নাভাবে মরণাপন্ন মায়ের মুখের দিকে হতাশ হইয়া যে তাকাইয়া আছে, তাহাকে কিছু সাহায্য কর—তোমার যদি নিজের সন্তান থাকে তবে কোলের উপর বসিয়া যাহার শিশু-সন্তান প্রতিমুহূর্ত্তে শীর্ণ হইয়া মরিতেছে, তোমার উদ্বৃত্ত অন্নের কিছু অংশ তাহাকে দাও। সত্যসত্যই তোমার কি কিছুই নাই? যে আজ কয় দিন ধরিয়া কেবল তেঁতুল বীজের শস্য সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছে, তাহার চেয়েও কি তুমি নিঃসম্বল? যে আজ তিন দিন ধরিয়া কেবল শুষ্ক ইক্ষুমূল জলে ভিজাইয়া অল্প অল্প চর্ব্বণ করিতেছে, তাহাকেও কি তুমি সাহায্য করিতে পার না? তুমি হয়ত মনে মনে বলিতেছ—"এত শত ধনী আছে তাহারাই যদি দুঃখিদের সাহায্য না করিল ত আমরা আর কি করিব!" এমন কথা বলিও না। যে নিষ্ঠুর, যে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিতেছে। যে পাষাণ কোন বেদনাই অনুভব করে না সে নিজের জড়ত্বসুখ লইয়া সচ্ছন্দে থাকুক, তাই বলিয়া তাহার দেখাদেখি আপনাকে পাষাণ করিও না! বিলাস-সুখ প্রতিদিবসের অন্নপানের ন্যায় যাহার অভ্যাস হইয়াছে যে নিজের সামান্য অনাবশ্যক সুখকে পরের অত্যাবশ্যক অভাবের চেয়ে গুরুতর জ্ঞান করে, সে দুঃখীর মুখের দিকে চায় নাই বলিয়া সকলেই যদি দুঃখীর প্রতি বিমুখ হয়, তবে ত মানবসমাজ রাক্ষসপুরী হইয়া উঠে। হৃদয়হীন বিলাসের ক্রোড়ে যে নিদ্রিত আছে, মহেশ্বরের বজ্রশব্দে যদি একদিন সে জাগিয়া উঠে তবেই তাহার চেতনা হইবে, নতুবা দুঃখী-অনাথের ক্রন্দন ধ্বনিতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না।"

মানিকদহ ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ফণ্ডের আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটী অতি সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। ব্রাহ্মগণ এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে যে অতি সহজেই অধিক পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু নিষ্ঠার সহিত নিয়ম পালন না করিলে বিশেষ ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন এই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। তত্ত্ব-কৌমুদী সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে গ্রাহকগণের অভিপ্রায় অবগত হইলে কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।

"১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং যাহাদের সমাজের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে প্রতিদিন দুই বেলা রন্ধনের পূর্ব্বে মুষ্টি পরিমাণ তণ্ডুল রাখিয়া দিবেন। মাসান্তে ঐ সংগৃহীত তণ্ডুল স্থানীয় সমাজের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন; তিনি উহা বিক্রয় করিয়া মূল্যের টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। এই

উপায়ে কলিকাতা এবং মফস্বল হইতে প্রচার ফণ্ডের সাহায্যার্থ অধিক পরিমাণ টাকা সহজে সংগ্রহ হইতে পারে। শ্রদ্ধার সহিত নিয়ম পালন না করাই এইরূপ প্রণালীর কার্য্যের একমাত্র প্রতিবন্ধক। আশা করা যায় যে ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের শ্রদ্ধা আছে যে এরূপ সহজ প্রণালী পালন করিতে কেহই অন্যথা করিবেন না। এই উপায়ে যে সহজে অধিক পরিমাণ সাহায্য লাভ করা যাইবে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এক কলিকাতাতেই বোধ হয় ন্যূন কল্পে ঐরূপ একশত ব্রাহ্ম গৃহস্থ আছেন। প্রতিদিনের সংগৃহীত তণ্ডুল দুই শত মুষ্টিতে প্রায় ।৫ পনর সের হইতে পারে। উহার মূল্য ১।০ পাচসিকে হইলেও মাসে প্রায় ৪০ চল্লিশ টাকা সংগৃহীত হয়।

এক কলিকাতাতে ৪০ চল্লিশ টাকা হইলে অন্যান্য সমস্ত স্থানে তাহার চতুর্গুণ ধরিলেও এই উপায়ে সাকুল্যে মাসিক প্রায় দুই শত টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। অথচ ইহা দ্বারা কাহারও কোনরূপ ক্লেশানুভব হইবে না। এই সমাজের অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণ এখন হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার সাহায্যার্থে এই উপায় অবলম্বন করিলেন।

২। সমাজের অন্তর্গত পুস্তক ও পত্রাদির উন্নতি করিয়া এক দিকে ধর্ম্ম প্রচার অপর দিকে আয় সংগ্রহ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত রূপে বলা যাইতে পারে, যে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাকে সাপ্তাহিক করিলে মফস্বল সমাজের বক্তৃতা, "সারমন" ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ সংগ্রহ মনোনীত করিয়া, উহাতে প্রকাশ করিলে ৩৲ তিন টাকার স্থলে উহার মূল্য ৫ পাঁচ টাকা অনায়াসে হইতে পারে এবং অন্যূন এক সহস্র খণ্ড পত্রিকা চলিতে পারে। কাগজের উন্নতি করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিলে গ্রাহকগণের সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক দিয়া কোন একজন উপযুক্ত লোকের উপর এই পত্রিকার ভার দেওয়া যাইতে পারে।

ভালরূপ লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২।৩ জন লোকের উপর ভার দিয়াও কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই উপায়ে একদিকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার অধিকতর রূপে হইতে পারে এবং বোধ হয় কাগজের দ্বারায় মাসিক অন্যূন ১০০ একশত টাকা আয় হইতে পারে।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণার্থ যেরূপ এককালীন টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল, প্রচার ফণ্ডের সাহায্যের জন্যও এইরূপ চেষ্টা একবার করা কর্ত্তব্য। মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজ হইতেও যথাসাধ্য সাহায্য করা যাইবে। নানা স্থান হইতে কতক টাকা সংগৃহীত হইলে পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সমাজকে জানাইবেন, তৎপরে যথা কর্ত্তব্য করা যাইবে।"

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

গত প্রকাশিতের শেষ।

বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার ঘোষ	কলিকাতা	১।০
শ্রীমতী কালীসুন্দরী দেবী	ধুবড়ী	৪।০
বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	রাণীগঞ্জ	৩৲
,, জগদ্বন্ধু লাহা	ঢাকা	৩৲
,, অযোধ্যানাথ চৌধুরী	ঢাকা	৩
,, রজনীকান্ত ঘোষ	ঢাকা	৩৲
,, শ্যামাপদ রায়	ঢাকা	৩৲
,, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী	ঢাকা	৮৲
,, হারাণচন্দ্র সরকার	ঢাকা	৫৲
,, বেনীমাধব মল্লিক	ঢাকা	৩৲
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস	ঢাকা	৩৲
,, হরকিশোর বিশ্বাস	ঢাকা	৩৲
,, অন্নদাচরণ খাস্তগির	কলিকাতা	১৲
,, রজনীকান্ত নেউগী	কলিকাতা	১৲
,, রাধাকান্ত আইচ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	নোয়াখালী	১।৶০
,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	৩৲
,, বিপিন বিহারী বসু	লক্ষ্ণৌ	৩৲
ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু	কলিকাতা	।০
বাবু বেনীমাধব রায়	বান্দা	১।০
,, হরিদাস মল্লিক	প্রতিহারপুর	১৲
,, অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	কাটামুণ্ড	৭৲
,, শ্রীনাথ গুহ	ফরিদপুর	৩
,, রেবতীকান্ত নাগ	ত্রিপুরা	৩
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	কলিকাতা	।০
,, গুরুচরণ মহালানবিশ	ঐ	২।০
,, জানকী বল্লভ সেন	মাহিগঞ্জ	৩৲
,, কালীপদ মুখোপাধ্যায়	পাক্কা আরাণী	৩
,, গোপালচন্দ্র মজুমদার	বোয়ালিয়া	১৷৷০
,, কেদারনাথ চৌধুরী	সিমলা হীল	৩৲
,, সীতানাথ দত্ত	কলিকাতা	২৲
শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস	বরিশাল	৫৲
বাবু ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, জহরিলাল পাইন	কলিকাতা	১৲
,, রাধারমণ সিংহ	কলিকাতা	২।০
,, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	পূর্ব্বনপাড়া	১৲
,, কেদারনাথ কুলভী	বাঁকুড়া	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	ঝিনিদহ	৮।৶০
,, ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডর	মেনুড়	১৲
বাবু পরেশনাথ সেন	কলিকাতা	।০
,, শম্ভুচন্দ্র নাগ	ঈশ্বরগঞ্জ	৩
,, জগচ্চন্দ্র দাস	নওগাঁ	৩
কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	জয়দেবপুর	৩৲

বাবু শ্যামাচরণ দত্ত	ইন্দোর	৩৲
„ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	কলিকাতা	৫৲
ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	গিরিধি	৩৲
বাবু গুরুদয়াল সিংহ	কুমিল্লা	৩৲
„ পবনচন্দ্র মল্লিক	বালিয়া	১৸৴০
„ দ্বারকানাথ রায়	পাটুয়াখালি	৩৲
ডাঃ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৷০
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাশিমবাজার	৩৲
বাবু রামগোপাল বিশ্বাস	মথুরা পাবনা	৩৲
রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর	দিনাজপুর	৩৲
বাবু বৈদ্যনাথ গিরি	বালেশ্বর	৩৲
„ রাজেন্দ্রনাথ বাগছি	হাওড়া	১৶০
„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২৷০
„ রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	সইদপুর	৩৲
„ খানসিংহ বয়েদ	জিয়াগঞ্জ	৩৲
„ জগদীশ্বর গুপ্ত	বাগেরহাট	৪৷০
„ উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	কলিকাতা	১৲
„ বিপিনবিহারী রায়	মাণিকদহ	৩৸০
„ রেবতীকান্ত সরকার	ঐ	৪৲
„ বিপিনকৃষ্ণ বসু	কলিকাতা	৬৲
„ বাদবলাল রায়	শিবগঞ্জ	৩৲
বাবু মুরলীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	আলিগড়	৩৲
বাবু রামলাল রায়	মেদিনীপুর	৩৷৴
বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী	কাঁথি	২৷০
„ কৃষ্ণদয়াল রায়	রংপুর	৩৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী রায়	সদাঃপুষ্করিণী	৩৲
বাবু রমানাথ বসু	মধুপুর	১৲
„ রূপচাঁদ মল্লিক	বাগআঁচড়া	৩৲
„ রাধাচরণ ঘোষ	জামুই	২৲
„ আনন্দচন্দ্র সেন	রংপুর	১৷০
„ মতিরাম মাইতি	কাঁথি	২৲
„ মহিমচন্দ্র দে	ঢাকা	২৲
„ বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী	বোয়ালিয়া	১৲
„ শরৎকুমার দাস	সিলেট	১৶০

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

নগেন্দ্র বাবুর তিন খানি পুস্তক।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা মূল্য ৷০ ইহাতে একদিকে নাস্তিকতা অন্যদিকে পৌত্তলিকতা খণ্ডিত হইয়াছে। 'সঞ্জীবনী' এই পুস্তক সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—"শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই যেন এই অমূল্য পুস্তক খানি পাঠ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত মূল্য ১ টাকা। ইহা প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছে। It is the best biography we have. Calcutta ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট" পাওয়া যায়।

বিবিধ সন্দর্ভ মূল্য ৷০ সংবাদপত্রে বিশেষ প্রশংসিত। ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীটে এস, কে, লাহিড়ীর দোকানে পাওয়া যায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচারকার্য্যের দাতব্য তত্ত্বকৌমুদী, মেসেঞ্জার এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে এই সময় আপন আপন দেয় প্রদান করিলে, বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও এজেণ্ট মহোদয়গণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন একান্ত প্রার্থনা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের নিকট লিখিত অনেক পত্র ফিরিয়া আসিতেছে, ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, তাঁহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা জানাইলে বাধিত হইব।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
১৯এ মার্চ্চ ১৮৮৫

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।

যন্ত্রস্থিত।

রাজা রামমোহন রায় কৃত ইংরাজি পুস্তক।

১ম খণ্ড	গ্রাহকদিগের জন্য	৩৲
„	অপর ক্রেতাগণের জন্য	৪৲
২য় খণ্ড	গ্রাহকদিগের জন্য	৫৲
„	অপর ক্রেতাদিগের জন্য	৬৲

৮৪ কাঁসারিপাড়া রোড
ভাবানীপুর কলিকাতা।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু
প্রকাশক।

তত্ত্বকৌমুদী বিশেষ সংখ্যা।

(পঞ্চ পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের বিবরণ)

মূল্য ।৶০ মাসুল ৴০।

কলিকাতা ৪৫ নং বেনেটোলা লেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা ১লা জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৮ম ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৮০৭ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

নবজীবনদাতা, তোমারই শক্তিতে মানবের নবজীবন লাভ হয়, তোমারই কৃপার আবির্ভাবে তাহার দিব্যজ্ঞান জন্মে। নিতান্ত অকপট চিত্তে তোমার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ না করিতে পারিলে তোমার প্রেমের অগ্নি মানব আত্মাতে লাগেনা; নবজীবনের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু হে দয়াময়, আত্ম-সমর্পণের ন্যায় মানবের পক্ষে কঠিন কার্য্য আর কি আছে? তোমার হস্তে আত্ম সমর্পন করার অর্থ সংসারাসক্তিকে একেবারে হৃদয় হইতে দূর করা ও পাপ প্রবৃত্তি সকলকে তোমার চরণে বলিদান দেওয়া। তোমার জন্য কিরূপ ব্যাকুলতা জন্মিলে তবে মানুষ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। আমাদের মলিন চিত্তে ততদূর ব্যাকুলতাই জন্মে না; যদি বা কোন দিন জন্মে স্থায়ী হয় না। দীনবন্ধু, তুমি কৃপা কর, সেই ব্যাকুলতার উদয় করিয়া দেও। তুমি তোমার শক্তির দ্বারা এই হৃদয় মনে কার্য্য কর।

যাহারা নিত্য সুরাপান করিয়া পান অভ্যাস করিয়াছে, কোন কারণে যদি তাহাদের এরূপ অবস্থা কোন দিন উপস্থিত হয় যে, সুরা যুটিয়া উঠিতেছে না, তখন তাহারা কি করে? তাহারা লডেনম কিম্বা সিদ্ধি প্রভৃতি অপর কোন মাদক দ্রব্য পান করিয়া সেই তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। ইহাতে কি প্রকাশ পায়? ইহাতে কি ইহাই বুঝিতে পারা যায় না যে, তাহারা সুরার প্রার্থী নহে; কিন্তু মত্ততারই প্রার্থী। সুরাপানে যে প্রকার মত্ততার উৎপত্তি হয়, যদি তদ্রূপ ও সেই পরিমাণে মত্ততা অন্য কোন পদার্থের দ্বারা জন্মে, তবে তাহারা সুরাকে চায় না। যদি আজ এমন কোন পানীয় দ্রব্য আবিষ্কৃত হয় যাহাতে ঠিক সেই প্রকার মত্ততা উপস্থিত করে, কিন্তু মূল্য অল্প হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সুরাপায়ী নিশ্চিত আর সুরার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইবে না। মত্ততা লইয়াই কথা, সেই মত্ততা যদি অল্প আয়াসে ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া গেল, তবে আর বহুব্যয়-সাধ্য সুরাকে কে চায়? ধর্ম্ম রাজ্যেও এক শ্রেণীর মাতাল মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা আনন্দের উপাসক, ঈশ্বরের উপাসক নহেন। তাঁহারা যে ঈশ্বরের নাম করিয়া থাকেন, তাহা ঈশ্বরের জন্য নহে; কিন্তু তাঁহার নামে যে কিঞ্চিৎ আনন্দ হয় সেই টুকুর লোভে। ঈশ্বর ভজনা করিয়া যেরূপ আনন্দ, যেরূপ উচ্ছ্বাস ও যেরূপ মত্ততা টুকু লাভ করা যায়, যদি এমন কোন সহজ প্রক্রিয়া থাকে, যদ্দ্বারা কৃষ্ণ কিম্বা গোপী ভজনা করিয়াও সেই আনন্দ ও সেই মত্ততা টুকু লাভ করিতে পারা যায়, তবে তাঁহারা ঈশ্বর ভজনা ও গোপী ভজনার মধ্যে প্রভেদ দেখেন না! আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়াই কথা, সেই টুকু যদি কোন বিশেষ প্রক্রিয়াতে শীঘ্র লাভ করা যায়, তাহা হইলে বহুকাল সাধ্য আরাধনা প্রার্থনাদিতে প্রয়োজন কি? তাহারা আনন্দের উপাসক, ঈশ্বরের উপাসক নহেন।

হয়ত বলিবে আনন্দ ছাড়িয়া আনন্দদাতা ঈশ্বরকে কি ধারণ করিতে পার? ভক্ত তাঁহার সহবাসে আছে, অথচ সুখী নয়, এরূপ কি সম্ভব? তদুত্তরে বলি, ভাল মানিয়াই লইলাম যে, আনন্দ ছাড়িয়া আনন্দস্বরূপের সহবাস নাই; কিন্তু তোমাকে আমাকে কি দেখিতে হইবে? তোমাকে আমাকে দেখিতে হইবে যে, আমরা কি আনন্দ টুকুর জন্যই তাঁহার খাতির করিতেছি কিম্বা আনন্দ নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই পরম ধন মনে করিতেছি? সংসারের মধ্যে কখন কখন এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগকে দেখিলে আপাততঃ নিতান্ত স্ত্রৈণ বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী যখন তাহাদের নিকটে থাকে, তখন তাহাদিগকে গৃহের বাহিরে লইয়া যাওয়াই দুষ্কর। তাহারা পত্নীর নিতান্ত বশতাপন্ন, স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটীও কাজ করিতে সাহসী হয় না, তাঁহারই ভয়ে বাড়ীর বাহিরে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। ইহা দেখিয়া একজন উপহাস ও বিদ্রূপ করিলেন; অপর ব্যক্তি বলিলেন, উপহাস করিও না, দম্পতীর মধ্যে এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে, তাহা

ভালই। সমাজের পাপ রাশির মধ্যে এরূপ অতিরিক্ত অনুরাগ দেখিলেও চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যখন সেই পত্নী কোন কারণ বশতঃ কিছু দিন দূরে গিয়া থাকিলেন, তখন দেখিলাম সেই হতভাগ্য পুরুষ বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপে লিপ্ত হইল। ইহা যে দিন দেখিলাম, সে দিন কি বলিলাম? বলিলাম, ঐ কাপুরুষ পবিত্র দাম্পত্য প্রেম নিবন্ধন বশতাপন্ন ছিল না কিন্তু ছিল অতি নিকৃষ্ট, অপবিত্র, আনন্দের জন্য। সে ইন্দ্রিয় সুখের দাস, প্রেমের দাস নহে; সে ইন্দ্রিয় সুখই চায়, পত্নীকে চায় না। সেইরূপ ব্রাহ্ম, সাবধান, তুমি যেন সেই কাপুরুষের ন্যায় পবিত্রস্বরূপকে উপলক্ষ্য করিয়া আনন্দকে লক্ষ্য করিও না। তাঁহার সহবাসে আনন্দ আছে জানি, কিন্তু তোমার দৃষ্টি যেন তাঁহারই উপরে স্থির থাকে।

শিশুটী শয়ন করিয়া আপনার মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদগুলি নাড়িতেছে ও অট্টহাস্য করিতেছে। সেই তার ঈশ্বরদত্ত ব্যায়াম; তদ্দ্বারাই তাহার অঙ্গপুষ্টি হইবে। তুমি তাহার হস্তপদগুলি, তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া নিবারণ কর, দেখিবে যে সে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই কাঁদিয়া উঠিল? সে কেন কাঁদিল? তুমিত তাহাকে প্রহার কর নাই? তুমিত তাহাকে যাতনা দেও নাই! তবে কেন সে কাঁদিল? ইহার কারণ এই, হস্তপদ সঞ্চালনদ্বারা তাহার এক প্রকার সুখানুভব হইতেছিল, সেইটুকু অনুভব করিতে তাহার ইচ্ছা হঠাৎ ব্যাঘাত দাওয়াতে তাহার ক্লেশ হইল। যাঁহার তামাকু বা নস্য গ্রহণ করা অভ্যাস আছে, তিনি যদি অপরকে তামাকু সেবন করিতে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার কি এক আশ্চর্য্য স্বাভাবিক লালসা উপস্থিত হয়, তিনি সে জন্য নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তির নিকটেও উপযাচক হইতে লজ্জিত হন না। এ লালসা কোথা হইতে আসে? তামাকু সেবন কিম্বা নস্য গ্রহণ করিলে যে, এক প্রকার দৈহিক কৃত্রিম সুখ হয়, যে কিঞ্চিৎ সাময়িক মত্ততা জন্মে, সেই সুখটুকু এত ভাল লাগে যে, অপরকে তদ্রূপ কার্য্য করিতে দেখিলেই সেই সুখ ও মত্ততাটুকু স্মরণ হয় এবং মন তাহার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে। মানুষ যে পরিমাণে এই লালসা চরিতার্থ করে সেই পরিমাণে সুখেচ্ছা প্রবল হয় ও আত্মার সেই ইচ্ছা রোধ করিবার শক্তি হ্রাস হয়; আত্মার বল কমিয়া যায়, অবশেষে সে ব্যক্তি একেবারে অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে। আত্মার পৌরুষের হানি হইয়া মানুষ কেমন অপদার্থ হইয়া যাইতে পারে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা সুরাপায়ীর জীবনে দর্শন করিয়া থাকি। সে হতভাগ্য ব্যক্তির সহজ অবস্থাতে নিজ পাপের প্রতি উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা কর, সুরাবিষে তাহার শরীর কিরূপ জর্জ্জরিত হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দেও, তাহার স্ত্রীপুত্রের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়া রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া দেও, তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক কিরূপ দুরবস্থা করিতেছে তাহা বর্ণন কর, সমাজ মধ্যে সে কিরূপ লোকের ঘৃণিত হইতেছে তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেও, সে হয় ত বুঝিতে পারিল; অনুতাপের অশ্রু তাহার মুখে বহিতে লাগিল; তোমার নিকট অতি গম্ভীরভাবে শপথ করিল যে আর সে বিষ পান করিবে না। কিন্তু হায়, দুই দিন পরে আবার একদিন সেই বিষপাত্র যখন তাহার সম্মুখে আসিল, তখন আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না! তখন আর স্ত্রীপুত্রের দুর্দ্দশার কথা মনে রহিল না! সামাজিক অখ্যাতিরও ভয় থাকিল না; সেই পাপের গর্ত্তে আবার পতিত হইল। ইহার কারণ কি? হায় হায়! তাহার আত্মার পৌরুষ একেবারে লোপ হইয়াছে। তাহার আত্মার তেজ এত অল্প যে, সুখাসক্তিকে আর বাধা দিতে পারে না। ঐ উন্মাদক গ্লাস দেখিলেই তাহার মত্ততার সুখটী স্মরণ হয় এবং এরূপ লালসা জন্মে যে, সে আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্ম তুমি, পৌরুষ বিহীন হইয়া সুখের দাস হইও না।

যোগশাস্ত্রে আনন্দকেও যোগের একটা বিঘ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? যোগের নানা প্রকার বিঘ্ন আছে। প্রথম যখন মানব চঞ্চল চিত্তকে সংযত করিয়া একাগ্র করিবার প্রয়াস পাইতে থাকে, তখন সেই প্রয়াস-জনিত মস্তিষ্কের এক প্রকার উষ্ণতা নিবন্ধন নানা প্রকার ভাবোদয় হইতে থাকে। মানুষ চক্ষু মুদিয়া থাকে, তথাপি নানা প্রকার দৃশ্য দেখিতে থাকে। কিম্ভূত কিমাকার ছবি সকল চক্ষের নিকট আসিতে থাকে। একবার বোধ হইল, নিজের শরীরটা ফুলিয়া আকাশ ব্যাপিয়া গেল; একবার বোধ হইল শরীরটা পূর্ব্ববৎই রহিল, কিন্তু মস্তকটী দুই যোজন ঘুরিয়া ফেলিল! আবার বোধ হইল নানা জন্তু বিশৃঙ্খল ভাবে একত্র জড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে যে জনরব আছে যে, মনুষ্য শবসাধন করিতে গেলে ইষ্টদেবতা প্রথমে সিংহ ব্যাঘ্র হইয়া তাহার নিকট আসেন, দেখেন সে ব্যক্তি ভয় পায় কি না। তাহাতে যদি সে ভয় না পায়, তাহা হইলে অবশেষে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে ধরা দিয়া থাকেন। সে জনশ্রুতির অর্থ এই,—বাস্তবিক যোগের প্রথম উপক্রমেই চিত্তের সংযমন-প্রয়াস-জনিত এই সকল ভাব উদয় হইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে ভীত না হইয়া অথবা নিরাশ না হইয়া যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা সহকারে অপেক্ষা করে, এ অবস্থাকে সে অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও সে নির্ভয় হইল না। মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ যেমন বিবিধ ছবি দেখা যায়, সেইরূপ ইহার পর এক প্রকার শারীরিক আনন্দ আছে। তাহাও মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিবন্ধন হইয়া থাকে। মন স্থির করিবার প্রয়াস পাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, কখন কখন এক অপূর্ব্ব মত্ততার উৎপত্তি হয়। মন যেন ভাবে ঢল ঢল করিতে থাকে, দেহ মধ্যে যেন তাড়িত-প্রবাহ বহিতে থাকে, শরীর ঘন ঘন কণ্টকিত হইতে থাকে; এতই উচ্ছ্বাস হয় যে, ইচ্ছা করে দৌড়িয়া যাইয়া নিকটে যাহাকে পাই গাঢ় আলিঙ্গন করি; যদি কোন উচ্চ স্থানে

সে সময়ে থাকা যায়, ইচ্ছা করে সেই উচ্চ স্থান হইতে লম্ফ দিয়া পড়ি। অনেক ব্রাহ্ম উপাসনা করিতে বসিয়া সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা হয়ত অনুভব করিয়া থাকিবেন। ইহাকে যোগিগণ যোগের একটী বিঘ্নের মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। ইহাকে শারীরিক অবস্থা বলিবার কারণ এই যে, যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মন যে হীনাবস্থায় ছিল তাহাতেই রহিয়াছে, এই আনন্দের জন্য যে কোন বিশেষ লাভ হইয়াছে, তাহা নহে,—মন সেই নীরস, স্বার্থপর, উদাসই রহিয়াছে। ধৈর্য্য সহকারে এই শারীরিক আনন্দের অবস্থাকেও উত্তীর্ণ হইতে হয়, এই ভাবের রাজ্য হইতে বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। বিশ্বাসের স্ফূর্ত্তি যতই হইতে থাকে সেই সত্য বস্তু যতই বিমল তত্ত্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে ততই চিত্ত প্রশান্ত ও পবিত্র হইয়া নূতন এক আনন্দের জগতে প্রবেশ করে। ইহাকে সাধকগণ ব্রহ্মানন্দ, ভূমানন্দ, সান্দ্রানন্দ প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। এই আনন্দ সান্দ্র, অর্থাৎ অতিশয় ঘন ও গাঢ়। ইহার গভীরতা ও অন্তর্মুখীন ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার। অতএব আধ্যাত্মিক যোগের আনন্দকেও বাছিয়া লইতে হইবে যে, তাহা কি শারীরিক আনন্দ অথবা প্রকৃত আধ্যাত্মিক আনন্দ।

—•—

আর্য্যধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

অবতারতত্ত্ব।

চিৎস্বরূপ পরমাত্মা কোন অলৌকিক কার্য্য সাধনোদ্দেশে মরণ-ধর্ম্মশীল দেহী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এ কথা হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অবতারোপাসনা আর্য্যধর্ম্মের একটি অঙ্গ স্বরূপ। সত্য সত্যই কি সেই অজ অমর পুরুষ মানব বা অপর কোন জান্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতরণ করিয়া থাকেন? এবং শাস্ত্রকারেরাই বা তাহা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমাদের বিশ্বাস, সেই অতীন্দ্রিয় মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিশ্বাসও তাহাই। তবে যে, শাস্ত্রে তাহা স্বীকার করিয়াছে, তাহার অন্য অর্থ আছে; আমরা তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথম অবতার মৎস্য—এই মৎস্যাবতার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত। এ স্থলে একটি কথা আমাদের অগ্রে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে একটি দেবতা হিন্দু সমাজে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্মানিত হইয়াছে। সে দেবতার প্রকৃত আদিম সংজ্ঞা কি, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। বেদ সংহিতাদিতে যাহা পুরুষ বা প্রজাপতি নামে কথিত হইয়াছে, মনুসংহিতার সময়ে তাহা ব্রহ্মা এবং পুরাণাদির সময়ে বিষ্ণু সংজ্ঞায় প্রখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। বেদোক্ত প্রজাপতির যে যে গুণ ও শক্তি বর্ণিত হইয়াছে, মনুসংহিতাদির সমকালীন শাস্ত্রে সে সকল ব্রহ্মাতে এবং পৌরাণিক সময়ে বিষ্ণুতে আরোপিত হইয়াছে: সুতরাং প্রজাপতি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এ তিন একই দেবতা। তবে কেন যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা তাৎকালিক হিন্দুরাই বুঝিতেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে মৎস্য ব্রহ্মার অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ভাগবতাদি প্রাচীনতর গ্রন্থে মৎস্য বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উক্ত আছে। ভাগবতের ৮ম স্কন্ধে লিখিত আছে,—মৎস্যরূপী ভগবান্ মহারাজ সত্যব্রত সমীপে উপনীত হন এবং প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে তিনি ভগবানের আজ্ঞানুসারে মুনিগণ সঙ্গে ওষধি ও বীজাদি লইয়া একখানি সুবৃহৎ বহিত্রোপরি আরোহণ করেন। প্রলয় কাল অতীত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত প্রলয়-পয়োধি হইতে সমুত্থিত হইয়া হয়-গ্রীবানামা অসুরকে বিনাশ পূর্ব্বক সমগ্র বেদের উদ্ধার সাধন করেন। মৎস্য পুরাণের মতেও মৎস্য বিষ্ণুর অবতার। দ্বিতীয় কূর্ম্মাবতার—শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, প্রজাপতি কূর্ম্ম রূপ ধারণ করেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সময়ে কূর্ম্ম বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবাসুরে সমবেত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, তাহাতে মন্দর পর্ব্বত মন্থন-দণ্ড ও বাসুকি রজ্জু স্বরূপ হয় এবং বিষ্ণু কূর্ম্ম রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠোপরি সেই দুর্ব্বহ মন্দর পর্ব্বত ধারণ করেন।

তৃতীয় অবতার বরাহ। তৈত্তিরীয় সংহিতার মতে বরাহ প্রজাপতির এবং রামায়ণের মতে বরাহ ব্রহ্মার অবতার বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী পৌরাণিক গ্রন্থে বরাহ বিষ্ণ্বতার বলিয়া বিবৃত। বরাহাবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রের দুই মত আছে; এক মতে বলে রসাতল-নিমগ্না বসুন্ধরার উদ্ধার সাধনের জন্য বিষ্ণু বরাহ রূপ পরিগ্রহ করেন, অপর মতে দুরন্ত দানব দলনের জন্য বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করেন। চতুর্থ অবতার বামন—ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চমানুবাকের পঞ্চম সূক্তস্থ ১৭ ঋকে লিখিত আছে,—

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধানি দধে পদং।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥

বিষ্ণু এই জগতে তিন পদ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, সমুদয় জগৎ তাঁহার ধূলিযুক্ত পদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত আছে। পৌরাণিকেরা বোধহয় এই আখ্যায়িকাই অবলম্বন করিয়া বলির যজ্ঞে বিষ্ণুর তিন পদের কল্পনা করিয়াছেন। সূর্য্য যেমন উদয়াকাশে, মধ্যাকাশে এবং অস্তাচলে পদক্ষেপ করেন, সেই রূপ ঋগ্বেদোক্ত বিষ্ণুরও তিন লোকে পদার্পণের কথা বিবৃত রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয় বেদোক্ত বিষ্ণু আদিত্য বিশেষ। পঞ্চম অবতার নৃসিংহ—এই অবতারে একটি প্রবল-পরাক্রান্ত দৈত্য বধের উল্লেখ আছে। এই যে পাঁচটি অবতারের বিষয় উল্লেখ করা গেল, বাস্তবিক যে পরমেশ্বর এই সকল রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কখন সম্ভব ও যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে হিন্দু শাস্ত্রকার-

দিগের প্রকৃত ভাবাচ্ছাদন করিয়া রূপকের ছটা ছড়াইয়া লিখিবার ক্ষমতা বিলক্ষণ ছিল। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই পঞ্চ অবতার হইতে সৃষ্টির ক্রম সুন্দর রূপে উপলব্ধি হয়।

প্রথম মৎস্য—মৎস্য একটি জলচর জন্তু, তাহা সকলেই জানেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে বিশ্বচরাচর গভীর জলরাশিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, এ কথা প্রায় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। সুতরাং সেই জলীয় জগতে মৎস্য ভিন্ন অপর কোন প্রাণীর বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়; সুতরাং সেই সময়ে বিশ্ব-বিধাতা মৎস্যের সৃজন করিলেন। দ্বিতীয় কূর্ম্ম,—ক্রমে জল রাশি শুষ্ক হইয়া ভূমণ্ডল জল ও স্থলে পরিণত হইল। তখন উভচর প্রাণীর আবশ্যক। কূর্ম্ম একটি উভচর প্রাণী, এই হেতু তখন কচ্ছপের সৃষ্টি। তৃতীয় বরাহ—এই অবতারে দৈত্যদলন দ্বারা বসুন্ধরার উদ্ধারের কথা আছে। জল রাশি হইতে ধরণী উদ্ধৃত হইলে তাহা উর্ব্বর হইয়া উঠিল এবং তন্নিবন্ধন পৃথিবী পৃষ্ঠ নানাজাতীয় তৃণ তরুলতা পুঞ্জে পরিবৃত হইয়া অরণ্যময় হইয়া উঠিল। তখন পরমেশ্বর সেই সকলের উচ্ছেদের জন্য এক তীব্রদন্ত বলিষ্ঠ জন্তুর (বরাহ)* সৃষ্টি করিলেন। আর্য্যেরা তখন জঙ্গলক্ষেত্র ও বন্ধুর ভূমি প্রভৃতিকে দৈত্য নামে অভিহিত করিতেন*। চতুর্থ বামন—এইরূপে সলিলরাশি ক্রমে ক্রমে পরিশুষ্ক হইলে এবং ভূপৃষ্ঠস্থ জঙ্গলসমূহ ছেদিত ও ভেদিত হইয়া মানব নিবাসের যোগ্য হইয়া উঠিলে, বিধাতা তখন সকল ভুবন-প্রকাশক দিবাকরকে গগনপটে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই জন্য আকাশের অপর একটী নাম বিষ্ণুপদ। পঞ্চম নৃসিংহ—অর্দ্ধ পশু ও অর্দ্ধ মনুষ্যাকার জীবের সৃষ্টি। তৎপরে ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তান মানবের আগমন। এ স্থলে ডারুইনিজম্-এর সহিতও সামঞ্জস্য হইতেছে! যাহা হউক এই পঞ্চ অবতার সৃষ্টি-নিকেতনের পাঁচটি ক্রম বই আর কিছুই নয়। এ সকল ভিন্ন যাহারা অবতার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদেরও অন্যবিধ কারণ আছে। কেহ বা অদ্ভুত পরাক্রম, কেহবা হৃদয়জাত শক্তিবিশেষের অমানুষিক বিকাশবশতঃ,কেহ হয় ত অলৌকিক প্রতিভাবলে নরলোকে পূজিত ও সম্মানিত হইয়া, তাহাদিগের দ্বারাই ঈশ্বরের অবতার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছে! জামদগ্নের প্রচণ্ড বিক্রমে ভারতে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল, বসুন্ধরা কম্পিতা হইয়াছিল; সত্যসন্ধ দাশরথির অলৌকিক পিতৃভক্তি, প্রজারঞ্জনানুরাগ এবং সত্যনিষ্ঠায় হিন্দু-সমাজ চমকিত হইয়াছিল; মহাত্মা বুদ্ধের অত্যুন্নত আধ্যাত্মিক পরাক্রমে জ্ঞান রাজ্য বিলোড়িত হইয়াছিল, জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং ভারতক্ষেত্রে এক নবযুগের সঞ্চার হইয়াছিল; সুতরাং অক্লেশেই ইঁহারা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের নিকট ঐশী শক্তিশালী পুরুষ বোধে পূজ্য হইয়া ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বা অংশাবতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

* ভারতকাহিনী ২২ পৃষ্ঠায় "প্রাচীন আর্য্যজাতি বিষয়ক" প্রস্তাব দেখ।

কিন্তু বাসুদেব কোন্ প্রভাবে ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকের নিকট সম্মানিত হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক কৃষ্ণ-চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। তবে কৃষ্ণের ঈশ্বরাবতারত্ব লইয়া বর্ত্তমান সময়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্য পাঠকদিগের সংশয়-চ্ছেদোদ্দেশে দুইটী অতি পরিষ্কার অখণ্ডনীয় প্রমাণ বিবৃত করিব, যাহাতে কৃষ্ণ যে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বা অংশাবতার নহেন, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদক ভাগবতে উক্ত আছে—

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগ্‌যতঃ।
ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥

কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতিপরব্যাপক যে পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। এবম্প্রকার কৃষ্ণকে নারদ গিয়া দেখিলেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৫৩ অধ্যায়ে উক্ত আছে—

সধ্যানপথমাবিশ্য সর্ব্বজ্ঞানানি মাধবঃ।
অবলোক্য ততঃ পশ্চাৎ দধ্যৌ ব্রহ্ম সনাতনং।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান পথে আবিষ্ট হইয়া সমস্ত জ্ঞান আলোচনা করিয়া তৎপশ্চাৎ সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি সর্ব্বোপরি সর্ব্বাধীশ্বর, যাঁহার ইঙ্গিত-কটাক্ষে শত শত ব্রহ্মাণ্ড প্রলীন হইয়া যায়, যিনি সুর নর মুনিগণের আরাধ্য, ; তিনি আবার ধ্যান করেন কাহার? যিনি ঈশ্বর তাঁর আবার ঈশ্বর কে?—তাঁর আবার পূজার পাত্র কে? ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার নয়। এই ত গেল শাস্ত্রের কথা, এখন যুক্তি-পথ অবলম্বন করিলে এ আপত্তি আরও বিশেষ ভাবে খণ্ডন করা যাইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে তাহার আবশ্যক নাই, প্রস্তাবান্তরে তাহা আলোচনা করা যাইবে। চিন্ময় অতীন্দ্রিয় পরমাত্মা যে জন্ম মরণ রহিত,তিনি যে কোন কালেই রূপ পরিগ্রহ করেন না, তাহাও হিন্দু-শাস্ত্রেরই অভিপ্রায়। যথা—উপনিষদে উক্ত আছে,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।
নায়ং কুতশ্চিন নবভূব কশ্চিৎ॥

অর্থাৎ পরমাত্মা জন্মেন না, মরেন না, এই সকল বস্তুর মধ্যে তিনি কোন বস্তুই নহেন, এবং তিনি কোন বস্তুও হয়েন না।

ক্রমশঃ

দুই বন্ধুতে সঙ্গত।

প্রথম। আচ্ছা বলদেখি ব্রাহ্মসমাজ জগতে কি নূতন জিনিস দিতে আসিয়াছেন এবং দিতেছেন?

দ্বিতীয়। কেন, ব্রাহ্মসমাজ ত নূতন কথা অনেক শিখাইতেছেন? (১ম), এদেশের লোকের চির দিনের

সংস্কার নিরাকার ঈশ্বরকে উপাসনা করা যায়না ; ব্রাহ্মসমাজ সেই নিরাকার ঈশ্বরের পূজা শিখাইতেছেন, ইহা কি নূতন নয়? (২য়) এদেশের চিরদিনের বিশ্বাস যে, ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে গেলেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজ বলিতেছেন না সংসারে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহা কি নূতন নয়? (৩) এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বর ও মানবে সাক্ষাৎ যোগ, মধ্যবর্ত্তী নাই, (৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদায় ব্যাপার অধ্যাত্মিক, ইহার উপাস্য আত্মা, উপাসক আত্মা, উপাসনার উপকরণ সামগ্রী অধ্যাত্মিক, ইহার স্বর্গ আধ্যাত্মিক, নরক অধ্যাত্মিক ; ইহার সমুদায় ব্যাপারই আধ্যাত্মিক। পঞ্চমতঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের স্বভাব স্বাধীনতা, ইহা কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র বা গুরুর আদেশে বদ্ধ নয় ; জগৎ ইহার শাস্ত্র, ঈশ্বর ইহার গুরু, বিবেক ইহার ঈশ্বরের বাণী। ইহা হিন্দুর বেদে বা খ্রীষ্টানের বাইবেলে বদ্ধ নয় ; কিন্তু ইহার প্রকৃতি স্বাধীন। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর এক নূতন লক্ষণ উদারতা। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহার নিকট আদরণীয়। সকল দেশের সাধুই ইহার ভক্তির পাত্র। এই সকল নূতন লক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্মে বিদ্যমান, সুতরাং ইহা অনেক নূতন কথা শুনাইতেছে।

প্রথম। আমার কিন্তু সকল লক্ষণের মধ্যে একটী লক্ষণকে বিশেষ বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়। সেটী কি?

প্রথম। সেটী মানবের বিবেকের মহত্ত্ব স্থাপন। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবের বিবেককে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। পিতা মাতার আদেশ, গুরুর অনুজ্ঞা, শাস্ত্রের উপদেশ সকলের উপরে বিবেকের বাণী মান্য। বিবেকের অনুগত যদি হয়, বিবেক যদি বাধা না দেয়, তাহা হইলে পিতামাতার আদেশ অথবা গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ আদৃত হইতে পারে, ধর্ম্মবুদ্ধি যদি তদ্বিরুদ্ধে সায় দেয়, তাহা হইলে বিবেকের উপদেশই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বনীয়। এই মহাসত্য ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিতেছেন। এইভাব ব্রাহ্মদিগের জীবনেও দেখা যাইতেছে; কত ব্রাহ্ম বিবেকের আদেশেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেছেন, কত ব্রাহ্ম উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। এ সকল কার্য্যে কি তাঁহাদের পিতামাতাকে গুরুতর ক্লেশ দিতে হয় নাই? চির প্রচলিত শাস্ত্র ও লোকাচারের বিরুদ্ধে কি দণ্ডায়মান হইতে হয় নাই? তবে ব্রাহ্মেরা কাহার বলে ও কোন্ যুক্তিতে এরূপ কার্য্য করিতেছেন? তাঁহারা কেবল এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়াছেন যে, বিবেক ঈশ্বরের বাণী, ইহাকে অগ্রাহ্য করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। এইটী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ।

দ্বিতীয়। ইহা সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহৎ লক্ষ্য ধরিতে না পারিয়া এরূপ সকল মত অবলম্বন করিতেছেন, যাহাতে বিবেককে হীন করে।

প্রথম। ঐ রোগেইত এই দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মানব বিবেকের মহত্ত্ব বিস্মৃত হওয়াতেই এদেশের ধর্ম্ম সম্প্রদায়দিগের এত দুর্গতি হইয়াছে ; ধর্ম্ম কেবল ভাবুকতাতে পরিণত হইয়াছে ; চরিত্র ও নীতির সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সমাজ সংস্কারের কথা দূরে থাকুক, অতি জঘন্য লোকাচারও নিন্দনীয় বলিয়া লোকের মনে লাগে না। সুতরাং নীতির হীনতা ও ধর্ম্মভাবের প্রবলতা উভয় একত্রে বাস করিতেছে। ব্রাহ্মেরাও যদি তাঁহাদের বিবেকের মহত্ত্বজ্ঞানকে হীন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমাজের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

উপরে যে কথোপকথন দেওয়া হইল, তদ্দ্বারা একটী সত্য প্রধান রূপে প্রকাশিত হইতেছে। যে পরিমাণে মানব স্বীয় বিবেকের আদেশের অনুকরণ করে, সেই পরিমাণে সে মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয়। যদি লোকভয়ে, বা গুরুজনের অনুরোধে বা শাস্ত্র বা গুরুর উপদেশে মানব স্বীয় বিবেককে অপমান করে, নিজের ধর্ম্ম-বুদ্ধির বিরুদ্ধ কথাও গ্রহণ করে, তাহা হইলে মানুষের মহত্ত্ব থাকে না। সে মানব বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় এবং ত্বরায় তাহার ধর্ম্মজীবন বিনষ্ট হইয়া যায় ; পাপের সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি ম্লান হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে তাহারা জীবনকে নানাপ্রকার পাপে গ্রাস করিয়া ফেলে।

আমাদের দেশে ধর্ম্মভাবের যে অপ্রতুল আছে, তাহা নহে ; কিন্তু ধর্ম্মভাব দ্বারা জনসমাজকে বিশেষ উন্নত করিতে পারে নাই। ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নীতির হীনতা এক সঙ্গে বাস করিতেছে। লোকে ধর্ম্মের সাধন সকল অবলম্বন করিতেছে, অথচ চরিত্র হীন রহিয়াছে। এই বিরোধ ঘুচাইবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ যে কোন দিন বিশেষভাবে সমাজ সংস্কারের বিষয়ে কোন উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে, অথচ সকল প্রকার সামাজিক কুরীতি উন্মূলনের চেষ্টা স্বতঃই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যাহা কিছু বিবেক বিরুদ্ধ, যে কিছু আচরণের সহিত অধর্ম্মের যোগ, যাহার সহিত অন্যায়ের সম্বন্ধ,—সে সমুদায় পরিহার্য্য ; বিবেকের আদর যেমন বাড়িয়াছে তেমনি এই ভাবও লোকের মনে প্রবল হইয়াছে, চরিত্র ও জীবনের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে ; সুতরাং সমাজ সংস্কার আপনাআপনি আসিয়াছে।

যোগ, ধ্যান, ভাব, ভক্তি, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ধর্ম্মভাবের যতপ্রকার বিকাশ হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে যাহা কিছু সার বস্তু আছে, তাহা ব্রাহ্মগণ গ্রহণ করিবেন ও তাহার সমাদর করিবেন ; কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ লক্ষণ যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন।

আধ্যাত্মিক শক্তি।

জনসমাজে মানব সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব লাভ করিবার জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক। এতদ্দ্বারা সংসারে কত কার্য্য হয়, তাহা মানব প্রতিনিয়ত দেখিতেছে ; সুতরাং অপরের মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে লোকের সহজেই ইচ্ছা হয়। কিন্তু কিরূপে সেই শক্তি উপার্জ্জিত হয়, তাহা বুঝিতে না পারিয়া

স্থূলদর্শী লোকে ধনবল, বাহুবল প্রভৃতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল ভাবিয়া বসে! কোন ব্যক্তিকে অনেকে ভয় করে অথবা অনেকে স্বার্থ সাধনের অভিলাষে তাঁহাকে আশ্রয় করে; সে ধনের সাহায্যে অপরকে বশীভূত রাখিয়া সংসারে অনেক কার্য্য সাধন করে—ইহা দেখিয়া স্থূলদর্শী লোক সকল ধনকেই প্রধান বল বলিয়া স্থির করে এবং প্রাণপণে ধন উপার্জ্জন করিয়া সমাজে বড় হইবার চেষ্টা করে। কেহ কেহ বা বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, ভয় দ্বারা অপরকে বশীভূত রাখিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবার প্রয়াস পায়। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যে বলে পৃথিবী চিরদিন পরাজিত হইয়াছে, যে শক্তির দ্বারা লোক-স্থিতি রক্ষিত হইতেছে, সেই বলের বিষয় চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা আধ্যাত্মিক বল। প্রভূত পরাক্রমশালী রাজগণ ও সেনাপতিগণ যাহা করিতে পারেন নাই, এক এক জন সাধু মহাজন অবহেলে তাহা করিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা "ইহা কর" বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, আর অমনি দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া অসংখ্য নরনারী অবিচারিত চিত্তে তাহাই করিতেছে! লোকের মনের উপর এত প্রভুত্ব কিরূপে হয় ইহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, দৃষ্ট হইবে যে, এই বলের মূল আত্মার নিগূঢ়তম স্থানে।

বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক যোগ ও আত্ম-সংযম,—এই ত্রিবিধ কারণ হইতে যে আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক বলের উৎপত্তি হয়, তাহার গতি অতি বিচিত্র। জগতের কোন শক্তিই তাহার সমীপে তিষ্ঠিতে পারে না। যে ব্যক্তি জনসমাজের চঞ্চলতা ও অবিশ্বাসের মধ্যে বিশ্বাসের ভূমিকে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের স্বরূপের মধ্যে ধর্ম্মের ভিত্তি দেখিয়া প্রাণপণে ধর্ম্মের পথকে আশ্রয় করিতে পারিয়াছে, সে মানবের হৃদয় মনকে পরাজয় করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি নিত্য গভীর আধ্যাত্মিক যোগদ্বারা সেই পবিত্র স্বরূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সরল প্রার্থনা যাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, তিনি নিত্য নিত্য সাক্ষাৎভাবে পুণ্যময় পরমেশ্বরের পবিত্র চরণে বসিয়া পুণ্যের তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেইরূপ যে ব্যক্তি আপনাকে জয় করিয়াছেন, যিনি নিজ রিপুকুলের দাস না হইয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি এমন আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন যে, সেই শক্তির নিকট মানবের হৃদয় মন স্বতঃই পরাজিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ যদি জগতে জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, যদি পাপ ও কুসংস্কারের দুর্গ সমূলে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, যদি পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য বিস্তার করিতে বাস্তবিক ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার যাহাতে হয়, ব্রাহ্মদিগকে সেই বিষয়েই মনোযোগী হইতে হইবে। বিশ্বাস ও প্রার্থনা তাঁহাদের সকল শক্তির মূল উৎস স্বরূপ হইবে।

আধ্যাত্মিক যোগের উচ্চ অবস্থাতে যে শক্তির জন্ম হয়, সেই শক্তি যখন তাঁহাদের পথ প্রদর্শক হইবে, সেই শক্তি যখন তাঁহাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের ইচ্ছার পথে লইয়া যাইবে, তখনই তাঁহারা ধর্ম্ম-জগতে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা উপাসনাক্ষেত্রে নব সত্য আবিষ্কার করিব, উপাসনাক্ষেত্রে নব বল লাভ করিব। উপাসনাই আমাদের বল, শক্তি, বুদ্ধি ও তেজ হইবে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেক ব্রাহ্ম অদ্যাপি এই মহাসত্য সম্পূর্ণ রূপে প্রতীতি করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা উপাসনাকে এখনও প্রাণপণে অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বরের সত্য রাজ্য বিস্তার করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু যদ্দ্বারা তাঁহারা নিজে জীবন পাইবেন ও অপরকে নবজীবন দিতে পারিবেন, সেই জীবন্ত উপাসনাকে এখনও জীবনে জাগাইতে পারেন নাই। এখনও উপাসনা তাঁহাদের জীবনে দৈনিক পানাহারে পরিণত হয় নাই! শরীর রক্ষার জন্য প্রত্যহ পান আহারের প্রয়োজন; আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষণ, পোষণ এবং বর্দ্ধনের জন্য আরাধনা প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণা ততোধিক প্রয়োজনীয়। নতুবা ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না, আধ্যাত্মিক শক্তি জন্মে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে ১লা জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ধর্ম্ম সাধনের মূল তত্ত্ব এই ঋষি বাক্যে নিহিত রহিয়াছে। প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে কিরূপ হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না; তৎপরে কোন্ অবস্থাতে কিরূপে পরমাত্মা আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন তাহা বলা হইয়াছে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক লোক, খুব বিদ্বান্, জ্ঞানী,—অনেক বিজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন তথাপি তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন না, ঈশ্বরের বিষয় জানেন না; এই ঋষি বাক্যে ইহার পরিষ্কার উত্তর রহিয়াছে। যে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া গিয়াছে সে কি কখন কর্ণের দ্বারা দেখিতে পায়?—যার শ্রবণ যন্ত্র বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সে কি কখন চক্ষের দ্বারা শুনিতে পায়? যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য, সেই বিশেষ কার্য্যই কেবল তাহার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। যদি বুদ্ধিমান হইলেই ভগবানকে পাওয়া যাইত, যদি মেধা থাকিলেই ভগবানকে পাওয়া যাইত, অথবা যদি কেবল উত্তম উপদেশ বক্তৃতা শুনিলেই হইত, তবে এতদিন কোন্ কালে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিতাম।

ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, বল দেখি এ জীবনে কত উপদেশ, স্বর্গ রাজ্যের কত কথা শুনিয়াছ? কত ভাল কথা মুখ হইতে উচ্চারিত হইল শ্রবণ বিবরে গেল; ঐ পর্য্যন্ত, —আর নয়। বায়ুতে উৎপন্ন হলো বায়ুতে মিশিয়া গেল। মানুষ তোমার কি এমন স্পর্দ্ধা আছে যে, তুমি তোমার ঐ ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে সেই পরম পদার্থকে আয়ত্ত করিবে? সামান্য একটী তৃণ-কণাকে তুমি কি আয়ত্ত করিতে পার? যদি তা পার, তবে হে মানুষ, বুদ্ধিমান বলে তার্কিক বলে তোমার গর্ব্ব থাকে থাকুক।—অনেক ভাল কথা দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। এই ভারতবর্ষে ষড়দর্শন পরাস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিল না—তাঁহাকে শেষ করিতে পারিল না। এ যদি হয় তবে কেমন করে তাঁকে জানতে পারা যায়? "যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে।" এই কথাটী আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা করা উচিত। আমরা উপাসনা মন্দিরে উপনীত হইয়াছি, তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য—আজ কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহা বিশেষ ভাবে দেখা উচিত। আমর উৎসব মন্দিরের দ্বারে উপনীত—এ দ্বার ইষ্টক নির্ম্মিত নহে—বাহিরের কোন দ্বার নহে—হৃদয়ের অভ্যন্তরে অতীন্দ্রিয় এক গূঢ় পদার্থ এই মন্দির। ইহার একটী মাত্র দ্বার আছে;—সে প্রার্থনার দ্বার। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, এই দ্বার ভিন্ন আর উপায় নাই। তৃণের ন্যায় যে দীন হইতে পারিবে, সেই এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে—মস্তক উন্নত করিয়া যাইলেই ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। এই উৎসব মন্দিরের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "অহঙ্কারীর প্রবেশ নিষেধ," মস্তক অবনত কর—বিনয়ী হও, তবে প্রবেশ করিতে পারিবে—নহিলে হে অবিশ্বাসী মানব, ফিরিয়া যাও এ মন্দিরে অহঙ্কারীর প্রবেশাধিকার নাই।—প্রার্থনা কিরূপে করিতে হয়—প্রার্থনা কি? প্রার্থনা প্রাণের গভীর পিপাসা—জল সম্বন্ধে তৃষ্ণার্ত্তের যে ভাব, অন্ন সম্বন্ধে ক্ষুধার্ত্তের যে ভাব, আত্মা সম্বন্ধে প্রার্থনার সেই ভাব।

উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, বলিয়া প্রাণের আবেগে অভাব জানানই প্রার্থনা। শুধু কেবল সুললিত ভাষায় প্রার্থনা করিলেই তাহা স্বর্গের সিংহাসনে পৌঁছিবে না, বায়ুতে মিলাইয়া যাইবে। প্রার্থনা কথা নহে,—প্রাণের অবস্থা জ্ঞাপন,—ভব বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য, প্রেম লাভ করিবার জন্য, ভগবানকে পাইবার জন্য যে প্রাণের গভীর পিপাসা, তাহাই প্রার্থনা। এ পিপাসা যাঁর আছে তিনি ধন্য। আর যাঁর নাই, তাঁর উৎসব মিথ্যা, উপাসনা বৃথা। জীবনের অনেক পরীক্ষায় আরেকটী বিষয় জানা গিয়াছে যে, যে প্রার্থনা সুললিত শব্দে সুন্দর ভাষায় লোককে শুনান যায়, তাহা হৃদয়ের গভীর প্রার্থনা নহে;—ভাষার সাধ্য কি তাহাকে প্রকাশ করে—প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে উত্থিত হয়, প্রাণের ভিতরে থাকিয়াই পরমেশ্বর তাহা শুনেন; প্রাণে যখন ভাব গাঢ় হয়, মুখ তখন বোবা হইয়া যায়, কথা বাহির হয় না, এ বড় সত্য কথা। এ জীবনে কত উৎসবে যোগ দিলাম—ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, একবার গণনা করুন তাহাতে কি কোন উপকার পাই নাই?—যদি পাই নাই বলি, তবে তাহা মিথ্যা কথা;—যতটুকু প্রাণের অনুরাগের সহিত উৎসব ক্ষেত্রে তাঁহাকে ডাকিয়াছি সেই পরিমাণে উপকার পাইয়াছি; কিন্তু উৎসবে যোগ দিয়াও কি উচিত মত ফল পাইয়াছি?—তাহা নহে। কেহ পাঁচ বৎসর কেহ দশ বৎসর কেহ বিশ বৎসর ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিয়াছেন, প্রত্যেকের বিবেচনা করা উচিত কিরূপ উপকার পাইলেন, —সেই পরিমাণে দিন দিন জীবন পথে অগ্রসর হইতেছেন কিনা। আপন জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত নতুবা উৎসবে কোন ফল হইবে না—রোগ অগ্রে নির্ণয় করা চাই। অনুসন্ধানের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা উচিত রোগটা কি? তৎপরে ঔষধ পাইয়া চির আরোগী হইব। আমি যে রোগে রুগ্ন, তুমি হয়ত ভাই, সেই রোগে রুগ্ন নও—কিন্তু রোগ নির্ণয় অগ্রে চাই। তারপর যাহা আমাকে সৎপথে যাইতে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে বাধা দিতেছে, সেই শত্রুকে নিপাত করিবার অস্ত্র পরমেশ্বরের হাত থেকে পাওয়া চাই। আজ উৎসব করিলাম, উপাসনা করিলাম, আনন্দ সম্ভোগ করিলাম—কিন্তু যাহার যে রোগ তাহা নিরাকরণ না করিলে আবার সংসারে গিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিব, সেই সেই হইয়া দাঁড়াইব। রোগ নিরাকরণ করিতে না পারিলে কিছুতেই জীবনে স্থায়ী উন্নতি সংসাধন হয় না—ক্ষণকালের জন্য মনে হয় সব রোগ গেল—কিন্তু ভ্রান্ত মানুষ দেখে নিরাশ হয়ে যায় যে, যেই উৎসব গেল আবার স্বর্গ হতে মাটিতে ধূলোয় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। স্থায়ী উন্নতি যাহাতে হয় সেই জন্য একান্ত মনে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া চেষ্টা করুন। পরমেশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। যেমন ভাবে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করা উচিত ছিল, গত জীবনে তাহা করি নাই—আগামীতে যেন তাহা করিতে সক্ষম হই। কেবল তিন দিন উৎসব করিলে চলিবে না, যাহাতে দৈনিক ব্রহ্মোৎসব হয় তাহা করিতে হইবে। উৎসব কেবল আমোদ নয়। উৎসব যাহাতে আমাদের অনন্ত পথে যাইবার সাহায্য করে, তজ্জন্য একান্তচিত্তে প্রার্থনা করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

একবার একজন রাজার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া সমর ঘোষণা করে। তাহাদের রাজা অতি সদাশয় ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন; তিনি সর্ব্বদাই প্রজাকুলের কল্যাণ কামনা করিতেন, ও নিয়ত তাহাদের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন; কিন্তু প্রজাগণ বিলাসপরায়ণ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়াছিল; উহারা সকলে চক্রান্ত করিয়া স্থির করিল যে, আমাদের রাজা থাকিবে না, আমরাই রাজ্য রক্ষা করিব। দেশের বহু সংখ্যক প্রজা যখন এই

রূপে বিরোধী হইল, তখন রাজা দেখিলেন যে বিদ্রোহী প্রজাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বিফল। ইহা জানিয়া তিনি তাঁহার রাণী ও একমাত্র পুত্রকে লইয়া এক গোপনীয় স্থানে আশ্রয় লইলেন। যে অতি অল্প সংখ্যক প্রজা তখনও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল, তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তোমরা নিরাশ হইও না, এই যে সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমাদের দুর্গতি দূর হইবে; তোমরা বিশ্বাস ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অপেক্ষা কর। এই বলিয়া তিনি এক কৃষকের হস্তে সেই রাজপুত্রের ভার অর্পণ করিয়া নিজে লুক্কায়িত থাকিলেন। সেই রাজতনয় কৃষকগৃহে কৃষকদিগের মধ্যে পালিত হইতে লাগিলেন। সেই সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তানের এমনি গুণ যে শৈশবকাল হইতে দলে দলে লোক সেই সন্তানের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা সকলে আশা করিতে লাগিল যে, ইঁহার দ্বারা দেশের উদ্ধার সাধন হইবে।

ক্রমে এইজনরব দেশ মধ্যে ব্যাপ্ত হইল যে, রাজপুত্র নাকি কোথায় লুক্কায়িত আছেন এবং সেখানে নাকি দলে দলে লোক তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছে। এই সংবাদ প্রচার হওয়াতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। লোকে যখন জানিতে পারিল যে, রাজপুত্র কৃষকদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছেন, তখন সকলে তাঁহার বিনাশের জন্য দলবদ্ধ হইল,—নানা দিক হইতে নানা দল তাঁহার বিনাশের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু দেশের উদ্ধারের জন্য বিধাতা যাহার জন্ম দিয়াছেন, তাহাকে বিনাশ করা সহজ নয়। সেই বালক সকল শত্রুর আক্রমণের মধ্যে অক্ষত থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

আজ বিশ্বাস চক্ষে দর্শন কর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও যেন এই প্রকার অবস্থা। ঈশ্বর এই শিশুকে অতি অনুপযুক্ত লোকের হস্তে দিয়াছেন। ধনে মানে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য লোক বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের হস্তে ঈশ্বর এশিশুর ভার দেন নাই, কিন্তু সরল বিশ্বাসী কতকগুলি দরিদ্র প্রজার হস্তে ইহার রক্ষার ভার দিয়াছেন; দিয়া বলিয়াছেন, তোমরা সাবধানে ইহাকে রক্ষা কর, এই বালক তোমাদের দেশ উদ্ধার করিবে, এই বালক আবার ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন করিবে। কিন্তু এই সুলক্ষণাক্রান্ত বালক শৈশব অতিক্রম না করিতে করিতে দেশে জনরব উঠিয়াছে যে, যে সকল কুসংস্কারকে হনন করিবে সে জন্মিয়াছে ও বাড়িতেছে। এই শিশুর বিক্রম দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়াছে। সিংহের শিশু যেমন মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়াই করিবরকে আক্রমণ করিতে চায়, সেইরূপ এই বালকের অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। এ যেন ব্রহ্মাণ্ড গিলিতে চায়, যেন চন্দ্র সূর্য্য লইয়া খেলিতে চায়, যেন সৃষ্টিকাণ্ড ভাঙ্গিয়া গড়িতে চায়। এই শিশুর আহ্বান শুনিয়া সৈন্যদল প্রস্তুত হইতেছে, তাহারা প্রাণের ভয় করে না; স্বার্থের প্রতি তাকায় না, লোক ভয় করে না। এখন বিপক্ষদল বুঝিতে পারিয়াছে, এই শিশু বাঁচিলে পাপ কুসংস্কারের দুর্গ থাকিবে না। ইহার হস্তেই সকলের নিধন, ইহা বুঝিতে পারাতে দলে দলে লোক ইহার বিনাশ সাধন করিবার জন্য সসজ্জ হইয়াছে। এক দিকে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ তুরী ভেরী বাজাইয়া সমর ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, অপর দিকে খ্রীষ্টীয় দল ইহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী জানিয়া আক্রমণ করিতেছেন! অন্য দিকে মৃত মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজ ইহার পথ রোধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, ওদিকে নব অভ্যুদিত থিওস্‌ফিষ্ট দল ইহার বিনাশ কামনা করিতেছেন। এই সমর তরঙ্গের মধ্যে একা শিশু অট্টহাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। ইহার প্রাণ বিনষ্ট করে কাহার সাধ্য?

যদি স্বয়ং বিশ্বপতি ইহার রক্ষক না হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে ইহা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইত। তিনিই ইহার রক্ষক। কি করিয়া যে ইহার রক্ষা হইতেছে, তাহা আমরাই জানিনা। এ পৃথিবীতে লোকে যাহাকে বল বলে, তাহার কোন বলই নাই। আমরা কোন্ দিকে চলিতেছি, কি কাজ করিতেছি, তাহা নিজেরাই বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ আমাদের ন্যায় অনুপযুক্ত দুর্ব্বল লোকের দ্বারা এবং আমাদের অসম্পূর্ণ ত্রুটী-পরিপূর্ণ কার্য্য সকলের দ্বারা তাঁহারই ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে। তিনিই আমাদিগকে চালাইতেছেন। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশ্বাসচক্ষে বিধাতার এই লীলা দর্শন করিতেছেন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের পরিত্রাণ এতদ্দ্বারা সাধিত হইতেছে, যাঁহারা তাহা দেখিতে না পাইতেছেন তাঁহারা এখনও অন্ধপ্রায় রহিয়াছেন। পরমেশ্বর আমাদের বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দিন যে, আমরা এই শিশু সমাজের মধ্যে তাঁহারই কৃপা দেখিয়া ইহার পরিচর্য্যাতে ভাল করিয়া নিযুক্ত হইতে পারি।

নামাপরাধ ও নাম সাধন।

অকারণে ভগবানের নাম লইবে না ইহা ভক্তিশাস্ত্রের একটী গূঢ়তত্ত্ব। মহাজনেরা বলিয়াছেন আধ্যাত্মিক রাজ্যে—ধর্ম্মজীবনে যত প্রকার পাপানুষ্ঠান হইতে পারে, তন্মধ্যে নামাপরাধ সর্ব্ব প্রধান। ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত একটীবার দয়াময়ের "পতিতপাবন" নাম স্মরণ করিলে প্রাণের আজীবনের পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়, কিন্তু অকারণে, ভক্তি শ্রদ্ধা হীন হৃদয়ে ভগবানের নাম লইয়া যে অপরাধ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সহজসাধ্য নহে। ইহার প্রমাণের জন্য কি আমাদিগকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে? না, আমাদের প্রত্যেকের জীবনই ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ স্থল। পরমেশ্বরের যে নাম গ্রহণ করিয়া কত অসংখ্য পাপী অসুরপ্রায় দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাই পরিত্রাণ পাইয়া গেল, আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে, প্রতি দিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই নাম গ্রহণ ও কীর্ত্তন করিতেছি, অথচ আমাদের জীবনে প্রায় কোন পরিবর্ত্তনই ঘটিতেছে না! ইহার কি কোন নিগূঢ় কারণ নাই? এত দিন পরে কি ব্রাহ্মগণ বলিবেন যে ঈশ্বরের নামে কিছু হয়না?

তাঁহার নাম স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন করিয়া জীবনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না—তাঁহার নামে মহাপাপী তরে না? কেন, এই ব্রাহ্মসমাজেই কি কত জগাই মাধাইর নবজীবন লাভ হয় নাই? যদি ইহা অস্বীকার করি, তবে সত্যের অপলাপ হইবে; তোমার আমার কিছু হইতেছে না বলিয়া ভগবানের দয়াল নামের পতিতপাবনী শক্তি অস্বীকার করিব কিরূপে?

তবে ইহার কারণ কি? আমরা পথে ঘাটে, হাটে, মাঠে, যেখানে সেখানে সময়ে অসময়ে প্রতি নিয়ত সংগীত সংকীর্ত্তনে, কথা বার্ত্তায় ভগবানের নাম করিয়া থাকি, অথচ আমাদের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে না! ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গেলে একমাত্র ইহাই দেখিতে পাই যে, আমরা ঈশ্বরের নাম গ্রহণ বা গান করিয়া থাকি বটে, কিন্তু যেরূপ নিষ্ঠা ও ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত ব্যাকুলপ্রাণে পবিত্রমনে আগ্রহান্বিত হৃদয়ে করা উচিত, তাহা করি না। আমরা গান গাই গান গাওয়ার জন্য,—পরিত্রাণ প্রাপ্তি বা প্রাণের শান্তির জন্য নহে; তাঁহার নাম গ্রহণ করি অভ্যাস বশতঃ বা নিয়ম পালন জন্য—প্রাণের পবিত্রতা বা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য নহে। গান গাওয়ার নিমিত্ত গান গাহিতে যাইয়া জীবনে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ভাববিহীন হৃদয়ে ব্রহ্মনাম করিতে যাইয়া এরূপ অবস্থা জীবনে অনুভব করিয়াছি যে,—যে সকল গানে এক সময় হৃদয়-তন্ত্রী নাড়িয়া দিত, পরমেশ্বরের যে নাম লইতে লইতে হৃদয়ের কলুষিত ভাব সমুদায় কোথায় পলায়ন করিত, এখন আর সেই সকল গানে হৃদয়তন্ত্রী নাড়িয়া দেয় না, প্রাণে কোনপরিবর্ত্তন ঘটায় না, পরব্রহ্মের সেই প্রাণস্পর্শী নামে হৃদয়ের উপর যেন কোন কাজ করে না। অল্লাধিক পরিমাণে আমরা সকলেই জীবনে ইহা অনুভব করিতে না পারি, এরূপ নহে; অথচ আমাদের এখনও চৈতন্য জন্মিতেছে না! আমরা সকলেই বলিতেছি, জীবন যেন দিন দিন কেমন কঠোর হইয়া যাইতেছে, জীবনের উন্নতির স্রোতঃ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, অথচ কেহই ইহার কারণ নির্ণয়ে সচেষ্ট নহি—রোগের লক্ষণ নির্দ্দেশিত হইলেও ঔষধ ভক্ষণে প্রস্তুত নহি! আমাদের আধ্যাত্মিক রোগের বিকার-দশা উপস্থিত, অথচ আমরা নিশ্চেষ্ট! অনেকে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দিগবিদিক্ শূন্য হইয়া সদসৎ বিচার না করিয়া মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ক্ষণিক আনন্দ ও ভাবুকতার প্রলোভনে প্রধাবিত হইতেছেন! ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় অবস্থা, অকল্যাণের বিষয় আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মসমাজের সাধন ভজনের চর্চ্চা না করিয়া প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন!

যদি ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজকে এই দুর্গতির হস্ত হইতে, কুসংস্কারের করালকবল হইতে রক্ষা করিতে চান, তবে তাঁহাদের প্রত্যেকের উচিত যে, প্রাণপণে ব্রাহ্মসমাজের সাধন ভজনের চর্চ্চা করেন; নতুবা শুষ্ক জীবন লইয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করাই বল আর তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই বল, কিছুই হইবে না। এই সাধনের প্রধান সাধন "নাম সাধন"। অকারণে—ভক্তি শ্রদ্ধা হীন মনে কখনই তাঁহার নাম স্মরণ, মনন, চিন্তন বা কীর্ত্তন করিবে না। প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে দীনাত্মা হইয়া নিয়মিতরূপে ভগবানের যে নামটী তোমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়তম, শান্তিপ্রদ ও প্রাণারাম, নির্জ্জনে পবিত্র মনে তাহা জপ করিবে। মহর্ষি পাতঞ্জল বলিয়াছেন, "চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ"। নাম সাধন চিত্তবৃত্তি নিরোধের একটী প্রধানতম উপায়। প্রথম প্রথম হয়ত তোমার মন বসিবে না, এদিক সেদিক ছুটিয়া যাইবে; কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইও না। শিশু যখন প্রথম দাঁড়াইতে শিখে, হাঁটিতে চায়—তখন সে কতবার পড়িয়া যায়, আছাড় খায়; তা বলিয়া কি আর সে দাঁড়ায় না, হাঁটিতে চেষ্টা করে না? প্রথম যখন তুমি বর্ণমালা শিখিয়াছিলে, তখন কি তুমি সহজেই তা অভ্যাস করিতে পারিয়াছিলে? তবে আর আধ্যাত্মিক রাজ্যের কাঠিন্য দেখিয়া ভীত হও কেন, নিরাশ হৃদয়ে রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দেও কেন? মন ছুটিয়া পালায়, আবার ধরিয়া আনিয়া ধনুকের ছিলায় গুণ দাও। এক দিন যায় দুদিন যায়, একমাস যায় দুমাস যায়, এক বছর যায় দু বছর যায়; নিরাশ হইও না, অধ্যাবসায়ে বিরত থাকিও না; এমন দিন আসিবে যখন চিন্ময়পুরুষ তোমার হৃদিকোষে দেখা দিবেন। "নাম সাধন" ধ্যান রাজ্যে প্রবেশের পথ স্বরূপ, ব্রহ্ম দর্শনের প্রথম সোপান; ধ্যান যোগেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ধ্যানের ভিতর দিয়াই সাধকের ব্রহ্ম দর্শন ঘটে। সাধুরা বলিয়াছেন, নামে আর নামীতে কোন প্রভেদ নাই। যখন তোমার নাম সাধন হইবে, তখন আর তোমাকে ব্রহ্মসত্বা উপলব্ধির জন্য আয়াস করিতে হইবে না; অন্তরে বাহিরে, মুদিত বা নিমিলিত নয়নে সেই ব্রহ্ম সত্বা দেখিতে পাইবে। আমি বসিয়া আছি সেই ব্রহ্মসত্বা সাগরে, চলিয়া যাইতেছি সেই সত্বাসাগরের ভিতর দিয়া, নিদ্রা যাইতেছি সেই অসীম অনন্ত সত্বার মধ্যে, জাগিয়া উঠিয়া দেখিতেছি ডুবিয়া আছি সেই অপরিসীম সত্বাতে—যদি আমার জীবনে এঅবস্থা ঘটে, তবে আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের কি না লাভ হইল, আমার আর কিসের ভয় রহিল? পাপরিপুর ভয় নাই, মৃত্যুযন্ত্রণার ভয় নাই। রোগ যন্ত্রণায় আমি ভীত নহি, মৃত্যু আমাকে আমার প্রাণসখা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। ইহাই সাধনের চরম অবস্থা। এই অবস্থা লাভের জন্যই আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাধন ভজন, স্ত্রী পুত্র পরিবার, বিষয় বিভব। ঈশ্বর করুন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই সাধন প্রণালী অবলম্বিত হউক, এই অবস্থা আসুক।

—

ব্রাহ্ম সমাজ।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা।

যতই দিন যাইতেছে, দুর্ভিক্ষের অবস্থা ততই ভীষণতর হইতেছে; ক্রমেই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। লোক সংখ্যার তুলনায় আমাদের শক্তি সামর্থ্য এবং ভিক্ষার আয় যৎসামান্য। জন সাধারণের অনুগ্রহ এবং সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা ভিন্ন আমাদের আর কিছুই সম্বল নাই। আমরা যখন প্রথম এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের অর্থ-বল বা লোক-বল, কিছুই ছিলনা; ক্রমে ক্রমে ভগবান্ আমাদিগকে লোক-বল এবং অর্থ-বল উভয়ই প্রদান করিতেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রাম কুমার বিদ্যারত্ন প্রমুখ ৭ জন বন্ধু দুর্ভিক্ষ স্থানে সম্প্রতি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকে খাটিয়া খাটিয়া ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা স্কুল কালেজের শিক্ষক কিম্বা ছাত্র, এই গ্রীষ্মের বন্ধ ফুরাইলেই তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, তখন আর ৪।৫ জন নূতন কার্য্যকারকের প্রয়োজন। আমরা আশা করি, সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বর ইতিমধ্যে নূতন লোক জুটাইয়া দিবেন, ব্রাহ্মদিগের প্রাণ ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন জন্য তিনি জাগাইয়া তুলিবেন। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এবার ধন্য, তোমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্যই যেন তিনি তোমাদের সম্মুখে এই বিস্তৃত কার্য্য-ক্ষেত্র খুলিয়াছেন, তোমরা তাঁহার আহ্বান অবহেলা করিও না, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সকলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভাই বোনদের সেবা করিয়া ধন্য হও।

বিদ্যারত্ন মহাশয় দুর্ভিক্ষের ভীষণদৃশ্য বর্ণন করিয়া আমাদিগকে যে চিঠী লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করা যায় না। তিনি সাঁইথিয়ার ৫।৬ ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী গনোটিয়া, নবগ্রাম, সেওগ্রাম প্রভৃতি পল্লীর যে চিত্র চিঠীতে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই হৃদয়-বিদারক। বর্ত্তমান মাস হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের অর্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে রামনগরে একটী সাহায্য-ক্ষেত্র খোলা হইয়াছে। নীলরতন সরকার বি, এ ও বাবু শ্রীধর ঘোষমহাশয়ের উপর তথাকার কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে।

নলহাটীতে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম সপ্তাহে ন্যূনাধিক ২৩০০ ও দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৫০০ লোকে চাউল পাইয়াছে। এখন হইতে সপ্তাহে প্রায় ১২৫/০ মণ চাউল ব্যয়িত হইতেছে। কিন্তু লোক সংখ্যার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। নলহাটীতে বন্ধুদের হাতে যে অর্থ আছে, এই হিসাবে চলিলে, তাহাতে কোন রূপে জ্যৈষ্ঠমাস চলিতে পারে। আমাদের হাতে যে অর্থ মজুত আছে, তদ্দ্বারা এতগুলি লোককে আগামী শস্যের মরশুম অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সাহায্য করা অসম্ভব। লোক সংখ্যা আর বৃদ্ধি না পাইলে, তদ্দ্বারা জোর দুই মাস কাল চলিলেও চলিতে পারে। যদি এবৎসর সুবর্ষা হয়, প্রজাদের চাষের সুবিধা ঘটে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মে, তবেত অগ্রহায়ণ মাসে ইহাদের অবস্থা ফিরিলেও ফিরিতে পারে; নতুবা ইহাদের যে কি গতি হইবে ধারণা করা যায় না—কল্পনা করিতেও প্রাণ সিহরিয়া উঠে। মানুষ কার্য্য করিবে, ফল ভগবানের হাতে; আমাদের যে কার্য্য করিবার জন্য তিনি ডাকিয়াছেন, আমরা বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই যথেষ্ট। তাই বলি, আমাদের যাঁর যা কিছু আছে, এক্ষণে তিনি তাহা প্রদান করুন। যাঁহার অর্থ আছে, তিনি অর্থ দিন; যাঁহার সময় আছে, তিনি সময় দিন; যাঁহার খাটিবার বল আছে, তিনি খাটিতে অগ্রসর হউন।

এই অন্ন কষ্টের উপর আবার দারুণ জল কষ্ট। দুদিন বরং লোক অনাহারেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু পিপাসা পাইলে লোক জলাভাবেত ২ ঘণ্টাও বাঁচিতে পারে না। ওপ্রদেশে স্রোতঃ প্রবাহিনী নদী বা জল পূর্ণ বিলাদি কিছুই নাই; যে সকল প্রাচীন পুকুর আছে, বর্ষার জলে তাহাতে যে জল জন্মে লোকে বৎসর ভরিয়া তাহাই পান করে। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় সমুদায় পুকুর এবার শুকাইয়া গিয়াছে; দূরবর্ত্তী গ্রামে কি মাঠে যে ২।১টা গভীর জলাশয় ছিল, লোকে এতদিন তাহারই জল পান করিয়া আসিতেছিল। এখন তাহাও ফুরাইয়া আসিয়াছে। অপরিষ্কৃত ও কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া, ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য খাইয়া লোকের ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নলহাটী থানার এলেকাধীন চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সকলে ওলাউঠার খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাদের চিকিৎসার জন্য "হোমিওপ্যাথি কলেরাবক্স" লইয়া আমাদের ২।১টী কার্য্যকারক বন্ধু তথায় আছেন। বহরমপুর ওয়ার্ডের ম্যানেজার মহাশয়ের উদ্যোগে বাবু দক্ষিণারঞ্জন দত্ত নামক জনৈক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক আমাদের বন্ধুদের এক যোগে রোগীদিগের চিকিৎসা করিতেছেন।

এখন মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে, এই সময় ক্ষেত্রে চাস আরম্ভ করা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকদিগের হালের গোরু, বীজের ধান, কিছুই নাই; যার ঘরে যা কিছু ছিল, সমস্ত বিকাইয়া খাইয়াছে। তাহাদের অনেকেরই এরূপ অবস্থা নয় যে, তাহারা স্ব-চেষ্টায় ইহার কিছু করিতে পারে। মহাজনগণ আর তাহাদিগকে একটা কড়িও ধার দেয় না, দিতে সাহস পায় না। তাহারা আমাদের বন্ধুদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এরূপ শক্তি সামর্থ্য বা সুবিধা নাই যে, তাঁহারা তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন। এবিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বীরভূমের কালেক্টরের নিকট এক চিঠী লিখা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, যোড়াহাট

হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বাবু প্রসন্নকুমার বসু মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মারফতে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ ১৫০৮/১০ আনা আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আশা করি দেশবাসী সকলেই এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে বিমুখ হইবেন না।

হিতসাধক মণ্ডলী।

বিগত ২৫এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় সিটী-কালেজ গৃহে হিতসাধক মণ্ডলী সভার সভ্যগণ শ্রমজীবী দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগের নিকট যন্ত্রযোগে বায়ুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদি করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ফলমূলাদি দ্বারা জলযোগ করাইয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় ৮০।৯০ জন শ্রমজীবি উপস্থিত ছিল। যন্ত্রযোগে বায়ুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও অলৌকিক কার্য্য, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ ও বাগবাজারস্থ ঐকতানবাদক সম্প্রদায়ের বাদ্যাদি দেখিয়া শুনিয়া তাহারা বেশ্ প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিল। হিতসাধক মণ্ডলী সময় সময় শ্রমজীবিদিগকে আহ্বান করিয়া এরূপ বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদাদি দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে ও উন্নত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বাগবাজার কনসার্ট পার্টি ও আমাদের বন্ধু বাবু কেদারনাথ মিত্র মহাশয় দিগকে সেদিনের কার্য্যে সাহায্য জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ!

হিতসাধক মণ্ডলী সভার জনৈক উৎসাহী যুবক সভ্য বাবু চন্দ্রকিশোর পত্রনবিশ এই গ্রীষ্মের বন্ধোপলক্ষে বাড়ী যাইয়া হঠাৎ ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই হিতসাধক মণ্ডলী তাঁহাদের একজন উৎসাহী সভ্য হারাইলেন। এই অল্প কালের মধ্যে তিনি তাঁহার অমায়িক ও সোৎসাহ ব্যবহারে সকলের এতদূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মণ্ডলীর সভ্যগণ বহুদিন তাঁহার অভাব অনুভব করিবেন। মণ্ডলীর সভ্যগণ ও তাঁহার অপরাপর পরিচিত বন্ধুগণ মিলিয়া তাঁহাদের বন্ধুর পরলোকগত আত্মার শান্তি ও সদ্গতির জন্য ৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার বিশেষ উপাসনা করিয়াছেন। মণ্ডলীর সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

সাধারণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৭ম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার রাত্রিতে বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা ও উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। উৎসবের দিন প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও রাত্রিতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশের সারমর্ম্মও স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। সেদিন অপরাহ্নে বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত এবং শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যাদি করিয়াছিলেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহত্ব" বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। গ্রীষ্মের বন্ধোপলক্ষে অনেক সভ্য সহরে না থাকাতে উৎসবে অধিক লোকের সমাগম হয় নাই। ১১ই মাঘের উৎসব যেমন ব্রাহ্ম সাধারণের প্রাণের প্রিয়তম জিনিস, ভারতের পক্ষে একটী বিশেষ দিন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবও অন্ততঃ এই সমাজের সভ্য এবং সহানুভূতিকারীদিগের নিকট তদ্রূপ হওয়া উচিত। যদি তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূলে ঈশ্বরের বিশেষ বিধান দেখিতে না পান, তবে তাঁহাদের দ্বারা সমাজের কোন কাজ সম্পন্ন হইবে না। তাই বলি, আমরা সকলে নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার নাম ও কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এই ক্ষুদ্র শিশু সমাজের সেবায় জীবন মন অর্পণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই।

আমাদের অন্যতম প্রচারক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া কলিকাতা আসিয়া ১৩ই বৈশাখ বুধবার পরলোক গমন করিয়াছেন, এই শোক সংবাদ দিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তজ্জন্য আমরা ক্রটী স্বীকার করিতেছি। অগ্নিহোত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রণালীতে তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর আত্মার শান্তির জন্য লাহোরে ২১এ বৈশাখ রবিবার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। বাবু নবীনচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সংগীত, উদ্বোধন ও উপাসনান্তে অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহার স্ত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করেন। তৎপর আচার্য্য উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন, আচার্য্যের পর অগ্নিহোত্রী মহাশয় স্বয়ং তাঁহার পুত্রগণ এবং পরলোকগতার পরিচিত বন্ধুগণ প্রার্থনা করেন। তার পর সংগীত ও স্বস্তি বাচনান্তে শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হয়। তৎপরবর্ত্তী বুধবার তত্রত্য সমাজগৃহে তাঁহার আত্মা এবং শোকসন্তপ্ত আত্মীয়দিগের শান্তির জন্য প্রার্থনাদি হইয়াছিল।

বিগত ২৭এ বৈশাখ শনিবার বরাহ নগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে ১৮৭২ সনের ৩ আইন মতে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র সিন্দুরিয়াপটীর মল্লিক পরিবারের বিপত্নীক বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক, পাত্রীর নাম শ্রীমতী কুঞ্জকামিনী। পাত্রের বয়স ৪৪ এবং পাত্রার বয়স ২৪ বৎসর, তাঁহাদের উভয়ই পাল বংশসম্ভূত।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, একটী স্থায়ী প্রচার ফণ্ড স্থাপনের জন্য জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাদের হস্তে ৫০০৲ শত টাকার কোম্পানির কাগজ অর্পণ করিয়াছেন। আমরা অনেক দিন অবধি এরূপ একটী স্থায়ী ফণ্ডের অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছি, সমাজের এরূপ অসচ্ছল অবস্থা, বর্ত্তমান প্রচারকদিগের নিয়মিত ব্যয়ই উপযুক্তরূপে কুলাইতেছে না। অথচ আমাদের প্রচারক

সংখ্যা কার্য্যের তুলনায় অতি অল্প। যে কয়জন জীবন মন এ কার্য্যে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সংসারের ভার সম্পূর্ণরূপে সমাজ গ্রহণ করিতে পারিলে, তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে কত কাজ না করিতে পারেন! কিন্তু আমাদের সেই ভাবনা বা সেই ধারণা নাই। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এক আচার্য্যের জন্য উপাসক মণ্ডলী অকাতরে কত অর্থই না ব্যয় করিয়া থাকেন! আর আমাদের এই ৪।৫ জন প্রচারকের অন্ন বস্ত্রই জুটিয়া উঠিতেছে না। আমরা আমোদ প্রমোদ করিয়া বিলাসিতার জন্য কত অর্থ অপব্যয় করিতেছি, অথচ যাঁহারা রাত দিন খাটিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবারের দিকে না তাকাইয়া আমাদের জন্য শরীরের রক্ত জল করিতেছেন, তাঁহাদের পরিবার পরিজনের সুখ সচ্ছন্দে জীবন যাত্রাই নির্ব্বাহিত হইতেছে না! ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ এবং লজ্জার কথা আর কি আছে? আমরা আশা করি, আমাদের বন্ধু যে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ তাহার অনুসরণ করিতে উদাসীন হইবেন না।

বাবু রাধারমণ সিংহের মনিরামপুরস্থ বাসাবাটীতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার তাঁহার প্রথম পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। শিশুটীর নাম সত্যশরণ রাখা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক গুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি সমাজে ৬৲ ছয় টাকা দান করিয়াছেন।

বাবু অভয়া দাস বসু মহাশয় তাঁহার পুত্রের সংকটাপন্ন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ জন্য ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরীর (৩য় সন্তান) ১ম পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম নলিনীকান্ত রাখা হইয়াছে।

এই বন্ধোপলক্ষে বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সকলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও কীর্ত্তনাদি করিয়া ফিরিতেছেন। কয়েক দিন হইল তিনি এবং আর কয়েকটী বন্ধু দল বাঁধিয়া ছোট জাগুলিয়া ও নিবাধই গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সংকীর্ত্তন ও উপাসনাদি হইয়াছিল। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি হরিনাভি ও হালিসহর ঘুরিয়া সম্প্রতি মজিলপুর গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় খুলনা ও বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঁশবাড়ীয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সেখানে গিয়াছেন, আগামী শনি ও রবিবারে তথায় উৎসব হইবে।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় পত্নীবিয়োগ শোকের মধ্যেও অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের "ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যানের" তাঁহার হিন্দী অনুবাদের ২য় খণ্ড অল্প দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজ	পাবনা	
বাবু বনমালী চট্টোপাধ্যায়	মান্দড়া	৲
" বীরেশ্বর সেন	কলিকাতা	১৲
" গোবিন্দচন্দ্র বসু	ঐ	৸৶০
" দীননাথ গাঙ্গুলী	পুনঃ	৩৵০
" দুর্গাকুমার বসু	শ্রীহট্ট	৩৲
" তুকড়ী ঘোষ	কলিকাতা	২॥০
" দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	ভবানীপুর	২॥০
" কালীচরণ সেন	জগন্নাথপুর	৩৲
" দলু সিংহ	ঢাকা	৸০
শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী	ঢাকা	২।০
বাবু জয়রাম ঘোষ চৌধুরী	জগদানন্দপুর	৩৲
" দ্বারকানাথ রায়	সক্কর	৩৵০
" হরিচরণ সেন	নওগাঁ	৩৲
শ্রীমতী মুক্তকেশী ঘোষ	বইরামপুর	২৲
বাবু দীননাথ গুপ্ত	হাজারীবাগ	৩৲
" দুর্গামোহন দাস	কলিকাতা	২॥০
" সত্যরঞ্জন দাস	ইংলণ্ড	৪৵০
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাস	কুমিল্লা	৩৲
" অবলাসুন্দরী দাস মান্দ্রাজ		৩৲
" অন্নদা সুন্দরী দাস	গাড়পাড়া	৩৲
" অন্নদাময়ী	স্বর্ণগ্রাম	৩৲
বাবু মোহিনীমোহন মুখো	মিরট	১৲
" গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার	কুমারখালী	২।৶০
" প্রিয়লাল রায় চৌধুরী	খালিয়া	১৲
" হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	কলিকাতা	৫৲
" বেণীমাধব রায়	ঐ	।৶০
" আনন্দমোহন বসু	ঐ	২॥০
" রজনীকান্ত নেউগী	ঐ	১॥০
" পরেশনাথ সেন	ঐ	॥০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	কাকিনিয়া	৩৲
বাবু ললিতমোহন দাস	কলিকাতা	॥০
" বেণী মাধব মিত্র	বরিশাল	৩৲
" অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	বোলপুর	২।০
" উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	কলিকাতা	॥০
" রাধাগোবিন্দ সাহা	কলিকাতা	২॥০
" তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী	মাণিকগঞ্জ	৬॥৶০
" মহেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা	১৲
" বিনোদবিহারী মজুমদার	ঐ	১
" যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়	নবাবগঞ্জ	৩৲
" রাধারমণ সিংহ	কলিকাতা	৩৲
" হরকুমার রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২৲
ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়	ঢাকা	৯৲
" চৈতনাচরণ দাস	সিলেট	৬৲
" কালীকুমার ঘোষ	কলিকাতা	১॥০
সম্পাদক, পঞ্চসার জ্ঞানদায়িনী সভার পুস্তকালয়	পঞ্চসার	১৲
বাবু রাজকুমার দত্ত	ঢাকা	১৲
" গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
" ভগবতীচরণ দাস	ভবানীপুর	২।০
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর	১০৲

কলিকাতা ৪৫-নং বেনেটোলা লেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৮ম ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১ লা আষাঢ় রবিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩৲
প্রতি সংখ্যা ৶০

পতিত পাবন, যতই দিন যাইতেছে, ততই এই মহা-সত্যটী বুঝিতে পারিতেছি যে, ধর্ম্ম জগতে তোমার শক্তির দ্বারা যে কার্য্য কর তাহাই স্থায়ী হয়, তাহাই সুফল প্রসব করে, তাহাতেই আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ, আমরা অবিশ্বাসীর ন্যায় অনেক সময় তোমাকে দূরে রাখিয়া নিজ বুদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতির জোরেই কাজ করিবার চেষ্টা করি, তাই দেখিতে পাই, সে কাজ সুচারু-রূপে হয় না—এবং তাহা করিতে গিয়া প্রাণ শুকাইয়া যায়। আবার দেখি, যখন তুমি চালাও; উৎসাহ দাতা, উপদেষ্টা ও গুরু হইয়া আজ্ঞা কর, তখন কি এক আশ্চর্য্য নূতন প্রণালীতে কাজ হয়। যাহার দ্বারা যে কাজ হইবে স্বপনেও ভাবি নাই, তাহার দ্বারা সেই কাজ হইতে থাকে, ; যে যেখানে বসিলে ভাল হয়, সে সেখানে বসিয়া যায়;—পরস্পরের সহিত বিবাদ থাকে না। তোমার প্রিয় কার্য্য জলস্রোতের ন্যায় নির্ব্বিরোধে চলে। তাই বলি পুণ্যময়, আমাদের চালক হও। তোমার শক্তির দ্বারা প্রাণকে অধিকার কর, আমাদের উদ্ধার ও তোমার সেবা এক সঙ্গে হউক।

তারা দলের ন্যায় উপদেষ্টা কে? ঐ যে গগনের এক পার্শ্বে একটী তারা জ্বলিতেছে, উহার ঐ সুস্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে যতই ডুবিতেছি, ততই যেন এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। ক্রমে চঞ্চল জগৎ অতিক্রম করিলাম, জগতের কোলাহল ভুলিলাম, ঘটনা জাল অসার বলিয়া তাহার পরপারে গেলাম, পদার্থ-রাজির অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলাম। তারা-কুসুম মনকে হরণ করিয়া পবিত্র-স্বরূপের প্রকাশ মধ্যে নিক্ষেপ করিল। সেই আনন্দ-পুরে প্রবেশ করিয়া শরীর সিহরিয়া উঠিল, প্রাণের মধ্যে নির্জ্জনতা প্রবেশ করিল, কর্ণ অকথিত বাণী শ্রবণ করিতে লাগিল, "সত্যং" এই মহাশব্দে অন্তরীক্ষ যেন পূর্ণ হইয়া গেল। পাঠক কি এমন ভাব কখনও অনুভব করিয়াছেন?

নির্ভর কি সামান্য ব্যাপার? সহজ বিশ্বাসে কি মানব নির্ভর করিতে পারে? বাহিরের সমুদায় ঘটনা প্রতিকূল, কেহ যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া সমুদায় শুভ-উদ্দেশ্য সফল হইবার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে। অন্তরে ঘোর সংশয় ও কুতর্কে প্রাণ কাটিয়া ফেলিতেছে। সে যন্ত্রণা সহ্য হয় না। যে সত্য প্রাণের অবলম্বন ছিল, গোপনে সম্ভোগের বস্তু ছিল, সেই সত্যের উপর সন্দেহের ছায়া পড়িতেছে; সুতরাং প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইতেছে। এমন সময়ে প্রকৃত বিশ্বাসী কেবল একমাত্র নির্ভরকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকেন। তিনি ঘোরান্ধকার মধ্যে পতিত হইয়াও জানেন যে, তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা নিকটে। ঈশ্বরকে একবার ভাল করিয়া সত্য বলিয়া ধরিতে না পারিলে, ঐ নির্ভরের ভাবের উদয় হয় না।

লোকে যখন পুষ্করিণী বা কূপ খনন করে, তখন দেখা যায় যে, খনন করিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আর কাটিতে পারা যায় না,—একটী বিশেষ স্থানে কোপ দিবা মাত্র জলের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে। সেই পরিষ্কার ও শীতল জল সেবন করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। ধ্যানেরও প্রকৃতি এইরূপ। ঈশ্বর চিন্তনে রত হইয়া ক্রমাগত গভীর হইতে গভীরতর স্থানে অবতরণ করিতে করিতে অবশেষে এরূপ এক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, যেখানে ব্রহ্মসত্তা অতি পরিস্ফুটরূপে অনুভূত হইতে থাকে। এক অপূর্ব্ব আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে; মন প্রাণ তাহাতে প্লাবিত হইয়া যায়। এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের আনন্দের এক কণাও যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি বহুদিনে তাহা ভুলিতে পারেন না। তাহা বহুদিনের মত প্রাণকে অমৃতরসে সিক্ত করিয়া রাখে। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" এই ধর্ম্মের অতি স্বল্প-মাত্রও লাভ করিলে মহা ভয় নিবারণ করে।

এক শ্রেণীতে দুই জন বালক পাঠ করিত। অঙ্কশাস্ত্র তাহাদের উভয়ের পক্ষেই অতি কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত। তন্মধ্যে একজন অলস ও অপর জন পরিশ্রমী। অলস ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের উপরেই নির্ভর করিত, বুঝিতে একটু বিলম্ব হইলেই শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইত, এবং শিক্ষক যে অঙ্কটী যেরূপে কষিতে বলিতেন, সে প্রণালীর যুক্তি না বুঝিয়া কলের মত সেইরূপেই কষিত। কিন্তু পরিশ্রমী বালক সর্ব্বদা মনে মনে ভাবিত, এই শাস্ত্রের নিয়ম সকল আমাদের বুঝিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে; কেন আমি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব না?—এই বলিয়া সে প্রাণপণে বুঝিবার চেষ্টা করিত। তাহাতে তাহার অনেক সময় যাইত, সন্দেহের সহিত অনেক সংগ্রাম হইত, অনেকবার তাহাকে ভ্রমে পড়িয়া আবার ভ্রম সংশোধন করিতে হইত। বুঝিবার জন্য যেটুকু সাহায্যের প্রয়োজন সেই টুকু মাত্র সাহায্য সে শিক্ষকের নিকট লইত। এইরূপে দুই বালকে পাঠ সমাধা করিল, চরমে এই দাঁড়াইল যে প্রথম বালকটী অঙ্কশাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য বিষয়ে চিরদিনের মত অজ্ঞ থাকিয়া গেল; দ্বিতীয়টীর সে বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ধর্ম্মরাজ্যেও দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়—এক শ্রেণী অলস, আর এক শ্রেণী পরিশ্রমী। সাধন রাজ্যের অলস লোকেরা এক জন মহাপুরুষ, গুরু বা পথপ্রদর্শক পাইলে যেন বাঁচে। অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্ণয় করা, সন্দেহের সহিত সংগ্রাম করা, বহুকষ্টে একটী আলোকের রশ্মি দেখিতে পাওয়া, সাধন পথের এই সকল ক্লেশ তাহাদের সহ্য হয় না। তাহারা গুরুর পদপংক্তির অনুসরণ করিয়া সহজে ধর্ম্মরত্ন লাভ করিবার আশা করে; কিন্তু তাহাদের সে আশাপূর্ণ হয় না। তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইয়া আধ্যাত্মিক জড়তা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাধন পথের পরিশ্রমী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সকল প্রকার সংশয় অন্ধকারের মধ্যে সত্য নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টাতে তাঁহাদের আত্মার বল বৃদ্ধি হয়, সত্যের প্রতি অনুরাগ দৃঢ় হয়, উপার্জ্জিত সত্য প্রাণে প্রোথিত হইয়া যায়; তাঁহারা ধর্ম্মজগতে স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি প্রাপ্ত হন।

মোহ-আবরণ।

(প্রথম প্রস্তাব)

বিশ্বাস করি ঈশ্বর নিকটে আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না, অনুভব করিতে পারি না, ইহার কারণ কি? কারণ চক্ষুর সম্মুখস্থিত ঘন মোহ-আবরণ। মোহ দুই প্রকার, (১) জ্ঞানের মোহ—অজ্ঞানতা, (২) প্রীতির মোহ—সংসারাসক্তি। যিনি এই উভয় প্রকার মোহ-আবরণ চক্ষুর সম্মুখ হইতে উন্মোচন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই এই বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; কিন্তু কেবল সিদ্ধ ব্যক্তির নহে, সাধকেরও সাধনার লক্ষ্য ও উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার অধিকার আছে; পথিক পথের বিষয় সম্পূর্ণ রূপে না জানিলেও কিছু জানে, তাই কিছু বলিতেছি।

অজ্ঞানতার গাঢ় আবরণ আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরকে পাইতে হইলে এই আবরণ উন্মোচন করা আবশ্যক। এই কথাটীই বা কত অল্প সময় প্রাণের সহিত বলিতে পারি! দুই একটী জ্ঞান-স্ফুলিঙ্গ যখন পাই, তখনই কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারি, চারিদিকে কি গাঢ় অন্ধকার রহিয়াছে; যাহার ভাগ্যে এই দুই একটী স্ফুলিঙ্গও ঘটে নাই, সে বুঝিতেই পারে না যে, সে অন্ধকারে পড়িয়া আছে, অথবা অন্ধকারের কথা হইলে মনে করে, এমন কোন অন্ধকারের কথা হইতেছে যাহা থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত লইলেই বুঝা যাইবে আমরা কত অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর আমাদের পরম্পরাগত অমার্জ্জিত বিশ্বাস সে অন্ধকার ভেদ করিতে কত দূর অক্ষম। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, নিকটেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক্। বল দেখি পাঠক, এই যে তোমার সম্মুখে নানা বস্তু দেখিতেছ, এই যে নানা শব্দ শুনিতেছ, এই সকল তোমাকে কে দেখাইতেছে, কে শুনাইতেছে? অজ্ঞানতা বলে—"চক্ষু আছে, তাই দেখিতেছি; কর্ণ আছে, শুনিতেছি; দেখাইবে আবার কে, শুনাইবে আবার কে?" জ্ঞান বলে—"ঈশ্বর দেখাইতেছেন, ঈশ্বর শুনাইতেছেন; সৃষ্টি কার্য্যের জন্য যে জ্ঞানময় শক্তির প্রয়োজন, এই জ্ঞান কার্য্যের জন্য তাঁহারই হস্তের প্রয়োজন; এই নিয়ত প্রবহমান জ্ঞানস্রোত তাঁহারই প্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে।" জ্ঞানের এই বাক্য যখন বুঝি, তখন অজ্ঞানতার গাঢ় আবরণ দূর হইয়া যায়, তখন আর ঈশ্বরকে অন্বেষণ করি না, তখন দেখি তিনি চক্ষুর চক্ষু, তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, তিনি নাসিকার আঘ্রাণশক্তি, তিনি রসনার আস্বাদন, তিনি ত্বকের ত্বক, তিনি জ্ঞানের জ্ঞান, তিনি মনের মন, তিনি প্রাণের প্রাণ; তখন প্রত্যেক দৃষ্ট বস্তুতে তাঁহাকে দেখি, প্রত্যেক শব্দে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনি, প্রত্যেক স্পর্শে তাঁহার স্পর্শানুভব করি; তখন দেখি তিনি আমার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, তখন দায়ূদের সংযোগে বলি "তুমি আমাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে ঘেরিয়া রাখিয়াছ, আর আমার উপরে হস্ত স্থাপন করিয়াছ, তোমা হইতে কোথায় পলায়ন করিব?"

আবার বলি, পাঠক, এই যে সম্মুখে জগৎ বর্ত্তমান, এই জগৎ কি স্বাধীন, আশ্রয়-নিরপেক্ষ ভাবে বর্ত্তমান আছে? অজ্ঞানতা বলে, "তা বই কি? ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে আবার বাসুকির মতন ইহাকে ধরিয়া থাকিতে হইবে কেন? দেখ্‌ছি তো জগৎ আপনা আপনিই আছে, আবার পরমাত্মার আশ্রয়ের প্রয়োজন কি?" যত দিন "জড়ের" অর্থ না বুঝা যায়, "আশ্রয়ের" অর্থ না বুঝা যায়, তত দিন এরূপই বোধ হইবে; যিনি নিজেকে বিশ্বাসী

মনে করেন, তাঁহারও গূঢ়ভাবে এরূপই বোধ হইবে। কিন্তু এস্থলে দিব্য জ্ঞান কি বলেন? জ্ঞান বলেন—"জড় আত্মার আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, "আত্মার অনাশ্রিত জড়" ইহার কোন অর্থই নাই; এই বিশাল বিশ্ব পরমাত্মার অনন্ত ক্রোড়ে, অনন্ত বক্ষের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, সমুদায়ই তাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহার আশ্রয়স্থিত; একটী পরমাণুও তাঁহার আশ্রয় বহির্ভূত হইয়া থাকিতে পারে না; এই বিশাল বিশ্ব তাঁহার মন্দির, ইহা অপেক্ষা সত্যতর মত—"তিনি এই বিশালবিশ্ব মন্দির।" আবার মোহাবরণ উন্মোচিত হইল, আবার তিনি প্রকাশিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! সম্মুখস্থিত এই সকল বস্তু, এই কলম, এই কাগজ, এই টেবিল, এই সকল পুস্তক, এই শরীর, এই আসন, এই গৃহ, এই জগৎ, সমুদায়ের তিনি জীবন্ত চিরবর্ত্তমান আধার! সমুদায় তিনি ধারণ করিয়া আছেন! তবে তো অদ্বৈতবাদ দোষে দূষিত না হইয়াও বলিতে পারি—জগৎকে দেখা আর তাঁহাকে দেখা একই কথা। যখন জগৎকে দেখি তখন তাঁহাকেই দেখি, যখন সামান্য জড় বস্তু দেখি তখন তাঁহাকেই দেখি, যখন জগতে বিচরণ করি তখন তাঁহাতেই বিচরণ করি, কেননা তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছু নাই, সমুদায়ই তাঁহাতে, তিনি সমুদায়েতে।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥" (গীতা, ৬।৩০)

"যে সর্ব্বত্র আমাকে এবং আমাতে সমুদায় দেখিতে পায়, আমি তার অদৃশ্য হই না এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না।"

এই যে জ্ঞানের সমক্ষে তাঁহার জীবন্ত প্রকাশ, এই প্রকাশের গূঢ় অভিপ্রায় আবার যখন আলোচনা করা যায়, তখন বিশ্বাস প্রেমে ডুবিয়া যায়, জ্ঞানের উজ্জ্বলতা ভক্তির স্নিগ্ধতায় পরিণত হয়। তিনি কি ভাবে প্রকাশিত? শুষ্কভাবে, নির্দ্দয় ভাবে? ঠিক তার বিপরীত। তিনি প্রেমে বিগলিত হইয়া, আপাদ মস্তক স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া প্রকাশিত। তিনি স্নেহের সহিত কলম হাতে দিয়া সম্মুখে কাগজ রাখিয়া লেখাইতেছেন, তাই লিখিতেছি; তিনি হৃদয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জ্ঞান প্রকাশিত করিতেছেন, তাই জ্ঞানের কথা বলিতেছি। তিনি স্নেহের সহিত জগতের ছবি চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন, তাই দেখি, তিনি জল ঢালিয়া স্নান করান, তিনি হাতে করিয়া খাদ্য সামগ্রী সম্মুখে আনেন মুখে তুলিয়া দেন, পরিপাক করেন; তিনি নিজ হস্তে বাতাস করেন, ঘুম পাড়ান, জাগ্রত করেন। তিনি শিখান, তিনি বুঝান, তিনি উপাসনা করান, তিনি উন্নত করেন। এই যে বলিলাম, তিনি ঝুঁকিয়া আছেন, তিনি ঘেরিয়া আছেন; এ কেবল ঝুঁকিয়া থাকা নয়, কেবল ঘেরিয়া থাকা নয়, প্রেমের সহিত ঝুঁকিয়া থাকা, স্নেহের সহিত ঘেরিয়া থাকা। এই যে জগতের ভিতর দিয়া তাঁর উজ্জ্বল প্রকাশ, এ শুষ্ক প্রকাশ নয়, এ গভীর প্রেমের প্রকাশ। এই রূপে যখন তাঁহার প্রেমের প্রকাশ অনুভব করি, তখন আর কেবল জ্ঞানী থাকি না, গভীর প্রেমে ডুবিয়া যাই।

এই সকল কথা যত দিন স্পষ্টরূপে না বুঝা যায়, যত দিন এই সকল কেবল অন্ধ বিশ্বাসের আকারে থাকে, অথবা কেবল কবিত্ব বলিয়া বোধ হয়; যত দিন জড়বাদ প্রকাশ্যে না হউক, প্রচ্ছন্নভাবে বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া থাকে, ততদিন ঈশ্বরের এই উজ্জ্বল প্রকাশ গাঢ় মোহ আবরণে আচ্ছন্ন থাকে। ঐকান্তিক সাধন দ্বারা এই মোহাবরণ হইতে মুক্ত না হইলে, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার আশা নাই।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একটী কথা কথঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। একটী যোগের পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কাররূপে সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে; এই পথ অতি স্বাভাবিক, ইহাতে কৃচ্ছ্র সাধন নাই, কোন শারীরিক প্রক্রিয়া নাই, ব্যক্তি বিশেষের যোগ-প্রভাবের উপর নির্ভর করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইহার সাধন কেবল সহজ স্বাভাবিক জ্ঞান লাভ, ঐকান্তিক চিন্তা, স্থির গম্ভীর ধ্যান। এই পথটী এত সরল, ইহাতে কৃতকার্য্যতা এত নিশ্চিত বলিয়া বোধ হয়, নিয়ত বিচরণীয় জড় জগতের সহিত ইহা এত সংশ্লিষ্ট যে ইহাকে ছাড়িয়া, ইহাতে যথেষ্টরূপে অগ্রসর না হইয়া, অন্যপথ অবলম্বন করা নিতান্তই অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। যখন ইহাতে সিদ্ধ হইব, যখন অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিব, যখন বাহিরের দৃশ্যমান বস্তু সমূহ আপনা হইতে তাঁহাকে দেখাইবে, যখন আত্ম-জ্ঞান আত্মানুভূতি তাঁহার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হইবে, তখন যদি প্রয়োজন হয়, অন্য যোগ-পথ অবলম্বন করিব।

মহান্ সূর্য্য।

সূর্য্য জড় জগতের বড় প্রিয় পদার্থ। যেখানে মনুষ্যের গতি অসম্ভব, সূর্য্যকিরণ সেখানে অপ্রতিহত-গতিতে জ্যোতিঃ ও আলোক প্রদান করে। পূতিগন্ধময় নরককুণ্ডেও সূর্য্য আপন কিরণ বিতরণ করিতেছে, আবার সুগন্ধি শোভাময় পুষ্পোদ্যানেও তাহার কিরণজাল ছড়াইয়া রহিয়াছে। রাজার প্রাসাদে তাহার যেমন প্রভাব, দরিদ্রের পর্ণকুটীরেও তাহার তেমনি প্রভাব। উচ্চ গগনে বাস করিয়া সূর্য্য সমভাবে সর্ব্বত্র আপন তাপময় কিরণরাশি ঢালিয়া মনুষ্য, জীব, জন্তু, তরু, লতা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেরই প্রাণ রক্ষা করিতেছে। সূর্য্য জড় জগতের প্রাণ, তাহার অভাবে গাছ জন্মে না, জীবগণের প্রাণ প্রফুল্ল হয় না। দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপে মনুষ্যের প্রাণ যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, তখন সময়ে সময়ে আমরা সূর্য্যের উপর বড়ই রাগ করি বটে; কিন্তু সূর্য্যের অভাবে আমাদের বহুল ক্ষতি। জড় জগতে যেমন সূর্য্য,—অন্তর্জগতে সেইরূপ পরমেশ্বর। কি পাপী কি পুণ্যাত্মা সাধু, কি ধনী কি দরিদ্র, কি পুরুষ কি রমণী, কি ভারতবর্ষে কি অপর দেশে, সর্ব্বত্র সকল জীবের অন্তরে সেই পূর্ণ প্রেমময়ের উজ্জ্বল সত্ত্বা বিরাজিত রহিয়াছে। দুর্গন্ধময় মলিন অন্ধকার

পূর্ণ স্থানের উপর সূর্য্য রশ্মি অবাধে সমস্ত দিবা রাজত্ব করিয়া গেল, কিন্তু তথাপি তাহার উজ্জ্বলতার লাঘব হইল না, বরং তাহার কিরণ স্পর্শে সেই অন্ধকারময় স্থানের দূষিত বায়ু সংশোধিত হইয়া অনেক প্রকার অনিষ্ট নিবারিত হইল। সূর্য্যরশ্মি পাবক, তাহার সংস্পর্শে মন্দ ভাল হইয়া যায়; কিন্তু মন্দের তেজ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

পরমেশ্বর পবিত্র স্বরূপ। আমরা নিতান্ত পাপে মলিন, আমাদের অন্তরের প্রবৃত্তি সকল প্রায়ই মলিন—এই মলিনতা অপহরণ করিবার জন্য প্রেম-রবির প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই প্রেম-রবিকে যত্ন করিয়া ডাকিয়া আনিতে হয়? না। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিক্ নবরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব হাসিতে হাসিতে দিক্ হইতে দিগন্তে সহস্র কিরণজাল ছড়াইয়া জগতের হিত সাধনে প্রবৃত্ত। দিনের পর দিন যাইতেছে, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে, এই নিয়মের পরিবর্ত্তন নাই। সূর্য্যদেব ক্লান্তি বোধ করেন না। মানুষ যেখানেই থাকুক, যে অবস্থাতেই থাকুক, সেই প্রেম-রবির হাত এড়াইতে পারে না। তাহার অন্তরে সেই প্রেমময় অকৃত্রিম ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া সততই বিরাজ করিতেছেন। তাহার হৃদয়ের পাপ প্রবৃত্তি গুলিকে তাঁহার পাবকশক্তি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া, অস্বাস্থ্যকর ভাব দূর করিয়া, আত্মার সুস্থতা সম্পাদন করিয়া নিরন্তর জীবের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

কিন্তু এই পৃথিবীতে আমরা এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, তাহারা সূর্য্যরশ্মিকে আপন আগারে প্রবেশাধিকার প্রদান করিতে বড়ই নারাজ। তাহারা এরূপভাবে আপনাদের গৃহগুলি নির্ম্মাণ করে যে, তাহার মধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু সূর্য্য যেমন হিতকারী, এমন আর কে? চতুর গৃহস্থ তাহার গৃহের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আপন আবাস বদ্ধ করিয়াছে, ক্ষুদ্র গবাক্ষগুলি পর্য্যন্ত বদ্ধ; কিন্তু তথাপি সূর্য্য কিরণ বাহিরে থাকিয়া সেই নির্ব্বোধ অকৃতজ্ঞ মানবের গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যস্ত! গৃহস্থ গৃহের দ্বার মুক্ত করিল, অমনি রবির কিরণ তাহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে অল্পে অল্পে তাহার গৃহের মধ্যে আপনার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া সূর্য্য যেরূপ মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া মানবের অন্তরাত্মার গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন। মানুষ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছে "আমি ধর্ম্ম পথে চলিব না।" পরমেশ্বর তাহার প্রতিজ্ঞা কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রাহ্য না করিয়া তাহার কল্যাণ সাধনে রত রহিয়াছেন। মানুষ যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছে "আমি তাঁহাকে মানি না।" পরমেশ্বর তাহার অন্তরে থাকিয়া প্রেমভরে বলিতেছেন "তুমি মান আর না মান, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" মানুষ চক্ষু বন্ধ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া "তোমাকে দেখিব না, তোমাকে শুনিব না" বলিয়া পাপের হ্রদে ডুবিতেছে, কিন্তু তথাপি পরমেশ্বর তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। কি আশ্চর্য্য, আমি বলি "প্রভু আমি তোমাকে চাই না—তোমা বিনা আমার ক্লেশ হইবে না", তথাপি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন না। এমন কোন্ কালে কে দেখিয়াছ? আমি স্বার্থপর জীব, আমি নিজ সুখে মত্ত, আমাকে সেই সুখের ভিতর দিয়াই তিনি স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দিতেছেন, এ কি বিচিত্র কথা? আমি অনেকগুলি পুত্র কন্যা লাভ করিলাম, আমি ভাবিলাম আমার কত সুখ। কিন্তু তিনি সেই সুখের মধ্য দিয়া আমাকে স্বার্থত্যাগ করিতে কি আশ্চর্য্য ভাবে শিক্ষা দিতেছেন। আমি প্রতিবেশীর অসুখে এক ঘণ্টা রাত্রিজাগরণ করিতে পারি না, আর আমার শিশুর পীড়ার সময় আমি রাত্রি জাগরণ করিতেছি, এ মহৎ শিক্ষার কারণ কি আশ্চর্য্য! এইরূপে সুখের মধ্য দিয়া আমি যাহা ভাল বাসি, যাহা লইয়া আমি তাঁহাকে ভুলে থাকি—তাহার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে স্বার্থ ভুলাইয়া ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে তাঁহার ইচ্ছামত দেবত্বের পদে আমাকে নিরন্তর লইয়া যাইতেছেন! কে চতুর? আমি না তিনি? আমি চতুর হইয়া বোকা; আর তিনি সৎ হইয়া চতুর-চূড়ামণি! আর সাধু, তুমি ভাব তুমিই সুখী? তুমি ত সাধু তুমি ত তাঁর প্রিয় সন্তান। আমি পাপী হইয়াও যে তাঁহার নির্দ্দেশে ফিরিতেছি, বোকার মত তাঁহার তালিতেই নাচিতেছি—না বুঝিয়া ঘুরিতেছি, ফিরিতেছি ইহাতেই আমার সুখ!

কিন্তু হায়! আর কত কাল তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহাকে না দেখিয়া এরূপ করিব বুঝিতে পারিতেছি না। যাহারা সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত, যাহারা সূর্য্যের উপাসক, তাহারা সূর্য্যকে না দেখিয়া, তাহাকে প্রদক্ষিণ না করিয়া জল গ্রহণ করে না। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কখনও ঘটে যে, নিবিড় অন্ধকারময় ঘন মেঘে গগনতল ছাইয়া ফেলে এবং সূর্য্যকে কয়েক দিনের জন্য প্রকাশ হইতে দেয় না, তাহা হইলে সূর্য্যোপাসকগণ মহা প্রমাদ গণিয়া কত কিছু করিতে থাকে। তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে। সূর্য্য পুনঃ প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রকাশ কামনায় কত আরাধনা করে। অনেক ক্লেশের পর যখন আবার তাহারা সূর্য্যের দর্শন পায়, তখন তাহাদের কত আনন্দ! কৃতজ্ঞ পূর্ণ হৃদয়ে তাহারা আপনার দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে। তখন তাহাদের মহা উৎসব উপস্থিত হয়।

কিন্তু আমরা কি করিব? আমাদের রবি অতি মহান্। এ রবির উদয়াস্ত নাই—এ রবিকে বাহিরের মেঘ বা কুজ্ঝটিকায় ঢাকে না। কিন্তু মোহ আসিয়া ইঁহার প্রকাশ ঢাকিয়া ফেলে। এই মোহ আমাদের পরম শত্রু। যাঁহারা সংসারে বাস করেন, তাঁহারা এই মোহে পড়িয়া তাঁহাকে হারাইয়া অনেক সময় ক্লেশ পান। কিন্তু আমরা যদি তাঁহার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হই, আমরা যদি তাঁহার অদর্শনে প্রমাদ গনি, তাহা হইলে তিনি বহুক্ষণ আমাদিগকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন না। জড় জগতের সূর্য্য জড়, সুতরাং তাহার উপাসক

কে শত আরাধনা করিয়াও আনিতে পারে না। উপাসকের ব্যাকুলতা সূর্য্যের আবরণ সরাইতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রেম রবি সেরূপ নহেন। ইনি চেতনের চেতন—মানবের প্রাণ চঞ্চল হইয়া তাঁহার উদ্দেশে যখন ব্যাকুল হয়, তখন তিনি ততোধিক ব্যাকুল হইয়া তৃষিত আত্মাকে দর্শন দিয়া সুখী ও তৃপ্ত করেনে। প্রেমময় করুন, আমরা যেন তাঁহার দর্শন লালসায় ব্যাকুল চিত্ত হইতে পারি এবং বিষয়াসক্তির মোহ আবরণ আসিয়া যেন আমাদের অন্তশ্চক্ষুর দৃষ্টিরোধ না করে।

প্রতিবাসিকে প্রীতি কর।

ভালবাসা কি অমূল্য পদার্থ! ইহাতে বনের পশু পক্ষী অবধি স্বর্গ মর্ত্ত্যের অধিপতি পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই মানুষের বশ হইয়া থাকে। ইহার এমন গুণ যে সকলেরই মন হরণ করে। শিশু কি জানে! কি বুঝিতে পারে! অথচ তাহাকে তুমি ভাল বাসিয়া কোলে কর, সে তোমারই ক্রোড়ে আসিবে। যেখানে ভালবাসা পায়, সেখানে যদি অপর কোন সময়ে ক্লেশও পায় তথাপি সেই খানে যাইতে ইচ্ছুক হইবে। কিন্তু যেখানে ভালবাসা নাই যদি মৌখিক যত্ন অনেক থাকে, সে দিকে শিশু একবার ফিরিয়াও তাকাইবে না। এই কারণে জননীর নিকট এত প্রহার সহ্য করিয়াও শিশু সে মাতাকে ছাড়িতে পারে না। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি নিকৃষ্ট পশুদিগের প্রতি যদি তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে, এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার! উক্ত পশুগুলি একটা ঘরের বিংশতি জনের মধ্যে তোমারই নিকট অধিক আসিবে। তাহারা যেন একবার আসিয়াই বুঝিতে পারে, কে ভাল বাসে আর কে না বাসে।

প্রেম বড় বশীকরণের মন্ত্র। ইহাতে মানুষ অনেক অপরাধ মার্জ্জনা করে, অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করে, অনেক ক্ষতি স্বীকার করে। এক ব্যক্তি অতি দুশ্চরিত্র লোক, নানা অপরাধে অপরাধী, দেশ শুদ্ধ লোক তাহাকে ঘৃণা করে, তাহাকে বর্জ্জন করে, কিন্তু একজন তাহাকে তাড়াইতে পারিতেছে না, কারণ সে তাহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করে।

প্রীতি এমন পদার্থ যে সহস্র প্রকার প্রভেদ থাকিলেও ইহার গুণে আমরা সে প্রভেদ ভুলিয়া যাই। অপর কোন ব্যক্তিতে যে সকল বিষয় বিদ্যমান দেখিলে আর মিশিতে পারি না কিম্বা আত্মীয়তা রাখি না, যিনি আমাকে প্রীতি করেন, তাঁহাতে সে সকল বিষয় দেখিয়া ও মনে লাগে না। সে সকল সত্ত্বেও তাঁহাকে ভাল বাসি।

আমাদের যে সকল বন্ধু বীরভূমে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাকুলের রক্ষার্থ প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাঁদের মুখে শুনিলাম যে তাহাঁরা যখন গ্রামে গ্রামে গিয়া বলিলেন,—"দেখ তোমরা যে অন্নাভাবে ক্লেশ পাইতেছ এজন্য কলিকাতাতে ব্রাহ্মেরা একদিন সকলে দলবদ্ধ হইয়া তোমাদের কষ্ট নিবারণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেখানে অনেকে তোমাদের জন্য চাউল ও কাপড় দিয়াছেন। এই সেই কাপড়—এই লও, পরিয়া লজ্জা নিবারণ কর। তোমাদের দুঃখে তাঁহারা এত দুঃখিত হইয়াছেন যে একজন স্ত্রীলোক আপনার হাতের সোণার বালা খুলিয়া তোমাদের জন্য দিয়াছেন।" শুনিলাম, এই কথা বলিবামাত্র অনেকের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। অনেকে বলিতে লাগিল, "হা ভগবান, এই গরিবদের জন্য ভাবে এমন লোক কি জগতে আছে?" এই বিবরণ হইতে আমরা কি উপদেশ পাইতেছি? সেই দুঃখিদের চক্ষে জল পড়িল কেন? কি ভাবিয়া তাহাদের হৃদয় উথলিয়া উঠিল? সেই জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র ও একমুষ্টি তণ্ডুলের ভিতর এমন কি আছে, যাহাতে মানবের এত আনন্দ হয় যে, সেই আনন্দে চক্ষে জলধারা পড়ে? একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র ও এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য সে চক্ষের জল পড়ে নাই। কিন্তু আর এক চিন্তা হৃদয়ে উদয় হইয়া তাহাদের অশ্রুপাত হইয়াছে। তাহারা আমাদের বন্ধুদিগকে দেখিয়া ভাবিল, ইহাঁরা আমাদের দুঃখে দুঃখী না হইলে এত ক্লেশ করিয়া এতদূর আসিবেন কেন? আমাদের ক্লেশে প্রাণে ক্লেশ না হইলে সেই দূর-দেশে ভদ্রলোকেরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য মিলিত হইবেন কেন? সাধ্বী নারী আপনার হাতের বালা খুলিবেন কেন? এই সকল চিন্তা করিয়া কৃতজ্ঞতা-ভরে তাহাদের হৃদয় উচ্ছলিত হইল।

যাহাঁরা দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে খাটিতেছেন, তাঁহাদের সকলের মুখেই শুনা গেল যে, সে দেশের গরিব লোকেরা তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহাঁদের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাঁদের একটু ইঙ্গিত মাত্র দলে দলে লোক ছুটিয়া আসে। এমন কি তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া মনে করে। অথচ ঐ সকল দরিদ্র ব্যক্তি শুনিয়াছে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের লোক; তাঁহারা জাতি বিচার করেন না; তাঁহারা পৌত্তলিকতার বিরোধী। ইহা শুনিয়াও তাহাদের ভক্তি বা ভালবাসার কিঞ্চিন্মাত্রও শিথিলতা হয় নাই। কে তাহাদিগকে এই সকল গুরুতর প্রভেদ ভুলাইয়া দিতেছে? প্রেম—প্রেম—প্রেম! আর দ্বিতীয় উত্তর নাই, আর দ্বিতীয় মন্ত্র নাই। আমাদের বন্ধুগণ তাহাদিগকে প্রীতি করেন এবং তাহারাও তাঁহাদিগকে ভালবাসে। যদি তাহাদের প্রতি প্রেম না থাকিবে, তবে এই সকল ধর্ম্মানুরাগী যুবক এই দুরন্ত গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে দগ্ধপ্রায় হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইবেন কেন? দেখ সামান্য প্রীতির কি সুফল! জগদীশ্বর এতদ্দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। আমরা ঐ দরিদ্রদিগের জন্য কি বা করিয়াছি? যে প্রদেশে অসংখ্য লোক অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে সে প্রদেশে আমরা দুই সহস্র ব্যক্তির কি তিন সহস্র ব্যক্তির অন্ন কষ্ট নিবারণের জন্য যথা কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেছি, তাহাদের আরও কত কষ্ট রহিয়াছে তাহা নিবারণের কোন উপায়ও করিতে পারিতেছি না। তাহাদের দুঃখে যেরূপ দুঃখী হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাও কি আমরা হইতে পারিতেছি? কই তাহা ত

নহে। তবে কেন দরিদ্র ব্যক্তিগণ আমাদিগকে পরমাত্মীয় ভাবিয়া এত সদ্ভাব প্রকাশ করিতেছে? এতদ্বারা জগদীশ্বর কি আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন না যে, মানুষকে যে অকপট ভাবে প্রীতি করিতে পারে, সে তিল প্রমাণ প্রেমের জন্য তাল প্রমাণ সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা পায়? এই উপদেশ ঈশ্বর আমাদিগকে দিতেছেন।

আমরা আজি কালি ব্রাহ্মদিগের মুখে এই এক অভিযোগ সর্ব্বদা শুনিতে পাই—যে চারিদিকের লোক আমাদিগকে ভাল-বাসে না, প্রতিবাসিগণ আমাদিগকে ঘৃণা করে। বলি ব্রাহ্ম, তুমি কি তোমার প্রতিবাসিদিগকে অকপটে ভালবাস? তুমি কি বলিতে পার যে তুমি তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখ না? তুমি কি যথার্থ তাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হও? যদি এসব করিয়াও দেখিতে পাইতে যে, তাহারা তোমাকে ঘৃণা করিতেছে, তাহা হইলে এতদিন তোমার অভিযোগ করা শোভা পাইত; কিন্তু তোমার এ অভিযোগ শোভা পায় না, কারণ তুমি অদ্যাপি প্রতিবাসিকে প্রীতি করিতে শিখ নাই।

আমরা মুক্তকণ্ঠে সকলকে জানাইতেছি যে, এ জীবনে এমন কখনও দেখি নাই যে, কোন ব্যক্তিকে অকপট ভাবে প্রীতি করিয়া তাহার সুফল ফলিল না। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে চাও, তবে অগ্রে প্রতিবাসিকে প্রীতি কর। অগ্রে তাহাদের প্রাণ কাড়িয়া লও, পরে সেই প্রাণ ভাল করিয়া দেও। যে ব্যক্তির অন্তরে প্রেম নাই, যে নিজের ধর্ম্মের অহঙ্কারে নিজে স্ফীত হইয়া থাকে এবং চতুর্দ্দিকের লোককে কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া ঘৃণা করে, তাহাদের কোন দুঃখ নিবারণের জন্য একটী অঙ্গুলিও একদিন তোলে না, এক কড়ার সাহায্যও করে না সে কি কেবল হাঁড়িচাচা পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে!!! জগতের কোন সাধু মহাত্মার জীবনে এরূপ দেখিবে না, যে মানবের প্রতি তাঁহার প্রেম ছিল না অথচ তিনি ধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার মূলে প্রবেশ করিলেই প্রেমকে লক্ষ্য করিতে পারিবে।

জগতে একশ্রেণীর ধার্ম্মিক আছেন তাহাঁদের মানব-প্রীতির দিক্ অবিকশিত। তাহাঁরা ঈশ্বরকে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত; ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ, ঈশ্বর-চিন্তা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতিতে বেশ মনো-যোগী। মানবের প্রতি যদি বড় অধিক কৃপা হইল তবে তাহা-দিগকে ঈশ্বরজ্ঞান দিবার জন্য একটু চেষ্টা করিলেন, তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ে চতুর্দ্দিকের পুঞ্জীকৃত জনরাশির সুখ দুঃখের সহিত তাহাঁদের সংস্রব নাই। তাহারা সহস্র কষ্ট পাইলেও তাহাঁদের প্রাণে ক্লেশ হয় না। সে সকল বিষয়ে তাহাঁরা উদাসীন। এরূপ মানব-প্রীতি-বিহীন লোকেরা কখনই ধর্ম্ম প্রচারে কৃত-কার্য্য হয় না। মানবের চিত্তকে যদি প্রেমের দ্বারা আকর্ষণ না করিতে পারিলে, তবে কথা শুনাইবে কাহাকে! অতএব ব্রাহ্ম প্রতিবাসিকে প্রীতি কর! চিন্তাশক্তিহীনা বালিকার ন্যায় কেবল আদর খুঁজিও না, মানুষের মত অপরকে প্রীতি করিতে ও স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক।

মহাত্মা, থিওডোর পার্কার।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পার্কার পোলাণ্ড-দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। উক্তদেশের প্রতি ইউরোপের সমবেত রাজন্যবর্গ যে দারুণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, উক্ত বক্তৃতাটি তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পার্কারের দ্বিতীয় প্রকাশ্য বক্তৃতা হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি মার্কিন মহর্ষি ইমার্সনের সহবাস লাভ করেন। পার্কার তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে ইমার্সনের প্রশংসা করিয়া তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইমার্সন বলেন যে তাঁহার স্ত্রীর জীবনে "বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।" এই দুইটি বক্তৃতার পরেই তিনি বোষ্টন নগরে ধর্ম্ম বিষয়ে পাঁচটি বক্তৃতা করেন; উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছিল।*

তৎপরে বোষ্টন নগরে ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আরও ছয়টি প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন। ক্রমে তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতার উপকারিতা বিশেষ রূপ বুঝিতে পারিয়া সুবিস্তৃতরূপে চারি-দিকে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ১৮৪৮ সাল হইতে দেশের প্রত্যেক অংশে সত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন কি দাস-ব্যবসায়ীদিগের নিবাস ভূমি যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশে গিয়া বজ্র-ধ্বনিতে উক্ত ঘৃণিত ও নৃশংস ব্যবসায়ের দোষোদ্ঘোষণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। সংবাদ পত্র সকলে বক্তৃতার সারাংশ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল।

জাহাজে বা রেলের গাড়ীতে প্রচারার্থ ভ্রমণ করিবার সময় তিনি কথোপকথন দ্বারা অন্যান্য আরোহীদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতেন, ও তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

জন সাধারণের মধ্যে পার্কারের মত ও ভাব প্রচারিত হইতে দেখিয়া পাদ্রিগণ যার পর নাই ভয় পাইতে লাগিলেন; "পার্কারের বক্তৃতা শুনিতে যাইও না, তাহার মুখের পানে তাকাইও না, বলিয়া লোকদিগকে সাবধান করিতে লাগিলেন। কতকগুলি লোক তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। মাতালেরা তাঁহার নামে গান বাঁধিয়া গাইতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পাদ্রিদিগের উপদেশে লোকের মনে পার্কারের প্রতি বিষম কুসংস্কার উৎপন্ন হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে সয়তানের প্রতিনিধি স্বরূপ মনে করিতে লাগিল। কিন্তু পার্কারের বক্তৃতা শুনিতে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইতে লাগিল। যাঁহারা বিদ্বেষ বুদ্ধি লইয়া আসিতেন, এমন অনেকে শ্রদ্ধাবান হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহার বক্তৃতার সময় তিনি এমনি স্বর্গীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেন যে, বিরোধীদিগের মুখ দেখিয়া সুস্পষ্ট বুঝা যাইত যে, তথা হইতে বিদ্বেষ মেঘ বিদূরিত হইয়া

* A disoourse on matte rs pestaining to religion.

[..]া ও ভক্তির আলোক সঞ্চারিত হইতেছে। তাঁহার বক্তৃতা [..]বণের পর তাঁহাদের ভাব পরিবর্ত্তনের কথা, অনেকে পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইতেন।

পার্কার রবিবারে তাঁহার উপাসনালয়ে উপাসনা ও বক্তৃতা করিতেন, এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনে দেশের নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রকার ভ্রমণ জন্য তাঁহার জ্ঞান-চর্চ্চার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। তিনি তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"রেল গাড়ীর গতি আমার চিন্তা স্রোতের প্রতিকূল হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়া আমি অনুভব করিতাম। আমি গাড়ীতে বসিয়া অনেক প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পরিতাম। প্রচারার্থ ভ্রমণের সময় আমি কতকগুলি পুস্তক আমার সঙ্গে গ্রহণ করিতাম; সুতরাং সর্ব্বদাই আমার সৎসংসর্গ লাভ হইত। গাড়ীতে বসিয়া সমস্ত দিন অধ্যয়ন ও লেখায় কাটিয়া যাইত। কিন্তু অন্য লোককে আমি এরূপ পরিশ্রম করিতে পরামর্শ দিই না; অতি অল্প লোকেরই এত দূর পরিশ্রম সহ্য হয়।"

রবিবারে উপাসনালয়ের কার্য্য করিয়া সোমবারে রেলের গাড়ী প্রভৃতি আরোহণে প্রচারে বহির্গত হইতেন। অনেক সময়েই আহার যুটিত না। তাঁহার একখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একবার সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে দুইদিন মাত্র পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছিলেন। অধিকাংশ সময়ই রেলের গাড়ীর বেঞ্চ শয্যা হইত।

একদিবস শীতকালের শেষ রাত্রি চারিটার সময় পার্কার বোষ্টন হইতে যাত্রা করিয়া রেল গাড়ীতে গিয়া সাড়ে ছয়টার সময় একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ পথ এক প্রকার সামান্য গাড়ীতে গিয়া বক্তৃতা করিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রায় দুই ঘন্টাকাল বক্তৃতা করিলেন। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, অথচ বক্তৃতার পূর্ব্বে বা পরে কিছুই খাইতে পাইলেন না। বক্তৃতার পর আবার সাড়ে তিন ক্রোশ পথ আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় গাড়ী পাইলেন ও সামান্য কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাত্রা করিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় একটি সরাইয়ে পৌঁছিলেন; কিন্তু কিছুই খাইতে পাইলেন না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিদ্রা গিয়া প্রত্যুষে পাঁচটার সময় উঠিলেন। কিঞ্চিৎ আহারের পর বেলা অষ্টম ঘটিকা পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিলেন। তৎপরে রেল গাড়ীতে যাত্রা করিয়া রাত্রি নয়টার সময় নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া দুই শত সাতাশি মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থানের একটি সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন। অতি কদর্য্য খাদ্য সামগ্রী পাইয়া তাহাই কোন প্রকারে গলাধঃকরণ পূর্ব্বক নিদ্রা গেলেন। আবার সাড়ে চারিটার সময় উঠিয়া পাঁচটার সময় কিছু আহার করিলেন, সাড়ে পাঁচটার সময় রেলের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন; সমস্ত দিন গিয়া রাত্রে মেলোন নগরে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় বক্তৃতা করিলেন। তৎপরদিন তথায় থাকিয়া পোটস্‌ড্যাম্ নগরে আসিলেন। পোটসড্যাম্ হইতে নয়টার সময় যাত্রা করিয়া, রেল গাড়ীতে সাড়ে দশঘন্টায় তিরনব্বই মাইল ভ্রমণ করিয়া অন্য নগরে পৌঁছিলেন। তথায় বক্তৃতা করিয়া আর একটি নগরে গমন করিলেন। তথা হইতে রেল যোগে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে তিনি সোমবারে বাহির হইয়া অনাহারে ও অনিদ্রা সহ্য করিয়া সমস্ত সপ্তাহ দেশের দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলে ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক অমূল্য সত্য সকল প্রচার করিয়া শনিবারে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন এবং রবিবার প্রাতে তাঁহার উপাসনালয়ে সহস্র সহস্র নরনারীর সম্মুখে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগকে সত্যের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন।

সদালাপ।

একদিন একা বসিয়া আছি একটী যুবক আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমাদের আলাপ এই ভাবে হইল;—এই যে ধর্ম্ম সমাজে যুবকগণ প্রবেশ করিতেছেন তাঁহারা আশানুরূপ উন্নতি করেন নাই কেন? প্রথমে যে উৎসাহ সরলতা ও সদিচ্ছা লইয়া ধর্ম্ম সমাজে প্রবেশ করিলেন কিছু দিন পরে তাহার বিকৃত ভাব দেখা যায় কেন? ক্রমে অনেককে ধর্ম্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় কেন? আমরা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম ইহার অনেক গুলি কারণ আছে। দেখা যায় যুবকগণ প্রথমে যে উৎসাহ লইয়া আসেন তাহাতে তখন কোন বাধা পান না, কোন রূপ পরীক্ষায় পড়িতে হয় না। প্রাণের ভাব লইয়া উৎসাহে মাতিয়া ধর্ম্ম-বন্ধুদের সহিত খাটিতে আসেন; তন্মধ্যে যাঁহারা পরম প্রভুর প্রিয় কার্য্য করিতেছি জানিয়া সরল ভাবে কাজ করিয়া যান তাঁহারা ক্রমে দশজনের চক্ষে পতিত হন। দশজন তাঁহাদের সৎসাহস ও সদ্গুণ দেখিয়া অনেক প্রশংসা করিতে থাকেন। আমাদের যুবকগণ প্রশংসার হাত যদি এড়াইতে পারেন বাঁচিয়া গেলেন, নতুবা সেই প্রশংসাতে তাঁহাদের হৃদয়কে নিম্ন-গামী করিতে থাকে, তাঁহারা ক্রমে সমাজের মধ্যে একজন মান্যগণ্য লোক হইয়াছেন মনে করিয়া ভ্রম ভাবে পূর্ণ হইয়া পড়েন। আমরা এত কাজ করিতেছি এই মনে হইবামাত্র অহংকার আসিয়া একেবারে তাঁহাদিগকে অধোগামী করে। আরো দেখা যায় যে কেহ কেহ নিতান্ত স্বাধীন ভাবে পূর্ণ হইয়া আপনার মতকেই বেশি শ্রদ্ধা করিতে থাকেন, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া যায়, ক্রমে অধোগতি হয়। এইরূপ অবস্থাতে কোন প্রলোভন সম্মুখে আসিলে তাহাকে আর জয় করিতে পারে না; একেবারে পদস্খলন হয়; মনে মনে লজ্জা ও ভয় হয়; উৎসাহ ক্রমে কমিয়া যায়; দেখিতে দেখিতে তিনি আর ধর্ম্ম-সমাজের সহিত যোগ রাখিতে পারেন না। একটী জীবনকে উন্নতিপথে লইয়া যাইতে হইলে যে, দীনতা, সরলতা, বিশ্বাস, সাধুভক্তি, সৎসাহস সৎপুস্তক পাঠাভ্যাসও ঈশ্বর উপাসনাতে প্রগাঢ় নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক; তাহাও অনেকের থাকে না। ইহার দুএকটী মাত্র লইয়া অনেকে ধর্ম্ম

সমাজে প্রবেশ করেন, অন্য গুলির অভাব বোধ করিতে পারেন না। কাজেই ক্রমে শুকাইয়া গিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন। কখন কখন এরূপ ও দেখা যায় যুবকগণ কতকগুলি সদ্গুণ লইয়া আসিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের নেতা তাঁহারা ঐ সকল যুবককে ক্রমে উন্নতি পথের দিকে যাইবার জন্য বিশিষ্ট উপায় বলিয়া দিবেন, তাঁহাদিগের দোষ ও দুর্ব্বলতার দিকে যাহাতে তাঁহাদের চক্ষু পতিত হয় তাহার চেষ্টা করিবেন কিন্তু তাঁহাদের নিজের অনেক দোষ ও দুর্বলতা সকলের চক্ষে পড়িয়া যাইতেছে এবং সেই সকল দোষ সংশোধনের ভাবও লক্ষিত হইতেছে না; কাজেই তাঁহাদের উপর অনেকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে এবং নিজে নিজে উঠিয়া যাইব মনে করিয়া অবশেষে অনেকে বিপথে গমন করিতেছেন। কতকগুলি লোক দেখা যায় পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া, আপনার প্রাণের ভাবুকতাতে মাতিয়া, আপনাকে একজন সাধু ভক্ত জ্ঞান করিতে করিতে অহংকারে পতিত হইতেছেন, এই সকল বিপদ বিঘ্ন কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ যুবক যদি দুএকজন থাকেন তাঁহারাও এত আপনার লইয়া ব্যস্ত যে, অন্যের মঙ্গলের দিকে তাকাইতে পারেন না এবং ধর্ম্মের যে একটী সরল পথ পরস্পরের ভাব বিনিময় তাহা না হইয়া কেমন এক রকম হইয়া পড়িতেছেন। কাজেই একের প্রভাব অন্যের উপর পড়িতেছে, পরস্পরের আকর্ষণ বাড়িতেছে না বরং সেই জন্য একত্র এক হৃদয়ে [illegible] করিতে পারিতেছেন না, ধর্ম্ম সমাজে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ জানিয়া তাঁহারই কায করিতেছি তাঁহারই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইতেছি ইহা বিশ্বাস করিয়া প্রাণের সাধুতাকে সজীব রাখিয়া, সরল প্রাণে জীবন্ত উৎসাহের সহিত দীনাত্মা হইয়া কজন চলিতে পারিতেছেন? বাহিরের বস্তুতে ও সমাজে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; বাহিরের আড়ম্বরও চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে না, যশ মানের ইচ্ছাও বহুদিন সাধুভাব সকলকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না; কাজেই ক্রমে আমাদের দুর্দ্দশা হয়। যিনি সেই পরম দেবতাকে সার করিয়া তাঁরই প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রাণ মন ঢালিয়া দিতে পারিতেছেন তিনিই ধন্য। প্রাণে সেই স্বর্গীয় ভাব আসিলে মানুষ আর পরস্পরকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। যত প্রাণে প্রাণে মিল হইবে তত সমাজে জমাট হইবে এবং তত লোকে পরস্পরকে ভাল বাসিয়া সুখী হইতে থাকিবে। তখন আর কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারিবেন না; তখন আর কেহ কাহাকে প্রাণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিবে না; দয়াময় কবে এই ভাবে তাঁহার ধর্ম্ম সমাজ গঠন করিবেন! কবে তিনি নিজে সকলকে এক প্রেমে বাঁধিবেন, তাহা হইলেই দেখিব স্বর্গ-রাজ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে।

চিন্তাবিন্দু।

——(:—:)——

১। অর্থশালী ধনবান ব্যক্তির পক্ষে লক্ষটাকার লোভ আর দরিদ্র ব্যক্তির একটী মাত্র পয়সার লোভ উভয়ই লোভ, উভয়ই ন্যায় ও ধর্ম্মের তুলাতে অতীব ঘৃণনীয়। কেননা যে অসাধু প্রবৃত্তি হইতে এই সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয় তাহা উভয়েরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে; তবে অবস্থার তারতম্য মাত্র। দরিদ্রতার নিষ্ঠুর কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া যে লোভাসক্ত হয় বরং সেই হতভাগ্য ব্যক্তি ক্ষমার্হ। কিন্তু নানাবিধ সুখ সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াও যিনি অন্যায় অর্থ পিপাসা দূর করিতে পারেন নাই; তিনিই যথার্থ নিন্দার পাত্র। দেখিতে পাই, যাঁহারা ধর্ম্মকথা বলেন, ধর্ম্মের আন্দোলনে মত্ত হয়েন এবং অন্যকে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাঁহাদের সামান্য একটি স্বার্থপরতা, মিথ্যাকথা বিনয়বিহীনতা সাধারণ মনুষ্যের রাশি রাশি পাপাচরণ অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর। যে ব্যক্তি হৃদয়ে ধর্ম্মের পবিত্র আলোক লাভ করে নাই, ধর্ম্মের বিমল সুখ অনুভব করিতে শিক্ষা করে নাই; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন হইয়া জীবন কলঙ্কিত করা তাহার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যাঁহারা ন্যায় ও ধর্ম্মের আস্বাদন পাইয়াও প্রলোভনে পতিত হয়েন তাঁহারা কেবল যে আপনার অনিষ্ট করেন তাহা নহে, তাঁহাদের এই কু-দৃষ্টান্তে সাধারণ মনুষ্য ধর্ম্মনিয়ম ও ন্যায় সত্যে অবিশ্বাসী হয় এবং ধার্ম্মিক নামধারী ব্যক্তি মাত্রকেই ভণ্ড মনে করিয়া জগতে আরও পাপ-স্রোত বৃদ্ধি করিতে থাকে! হে ধর্ম্মোপদেষ্টা, এই পাপ প্রলোভনময় সংসারে তোমার কত সাবধানে বিচরণ করা উচিত। একবার চিন্তাকর, তোমার মুখের সামান্য একটী কথাতে ধর্ম্মজগতের কত উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর।

২। এই প্রকারে দেখি, যাঁহারা সমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত অথচ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহারা যে কেবল নিজের অনিষ্ট করেন তাহা নহে, শিক্ষার অবমাননা করিয়া জগতে শিক্ষা নামের গৌরব নাশ করেন। এই প্রকার অপদার্থ ব্যক্তিই বাস্তবিক মূর্খ; এইরূপ কলুষিত চরিত্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রবান অথচ অশিক্ষিত একজন জগতের উপকার করিতে সমর্থ। হে যুবক, অগ্রে চরিত্র গঠন করিয়া শিক্ষা নামের সার্থকতা লাভ কর, তার পর জগতের উপকার করিতে যাইও।

৩। আমরা ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান্ বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইবার জন্য যতদূর চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকি, প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হইবার জন্য যদি তাহার শতাংশের একাংশও করিতাম তবে জীবন পবিত্র হইত, সংসারের শোক দুঃখ অনেক কমিয়া যাইত।

৪। সত্য ও ধর্ম্ম লইয়া যাঁহারা নানাবিধ মতভেদ উপস্থিত করেন, তাঁহারা আজও সত্য পান নাই। যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহাতে বিশ্বাস ও মতের বিভিন্নতা নাই। অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের শৈত্য ও চক্ষুর দর্শনশক্তিতে সকল মনুষ্যই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে, এবিষয়ে কাহাকেও বিভিন্নমতাবলম্বী দেখা যায় না, কেননা উহা বাস্তবিক সত্য। ইন্দ্রিয় সংযম, সত্যানুরাগ, ন্যায়-নিষ্ঠা, ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বর-প্রেম, বিনয়, ভক্তি, জীবনের

পবিত্রতা ইত্যাদি ধর্ম্ম জগতের অকাট্য সত্য, ধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিভূমি। এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই সমুদায় ধর্ম্মের অট্টালিকা দণ্ডায়মান। জগতের সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ও ধর্ম্মার্থী এই সাধারণ সত্যে একমতাবলম্বী। ধর্ম্মমত লইয়া যিনি যতই তর্ক করুন, এই গুলিকে সকলেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। যাঁহারা বাস্তবিক ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক মত-বিভিন্নতা পরিত্যাগ করিয়া, অনিশ্চিত বিষয়ের বিতণ্ডাতে সময় ক্ষেপ না করিয়া সর্ব্ববাদী সম্মত ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব আলোচনাতে রত থাকেন, প্রকৃত সত্য পথ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন।

৫। পরিষ্কার একখানি বস্ত্রকে লাল নীল সবুজ ইত্যাদি যে কোন বর্ণের চশমা চক্ষে দিয়া দর্শন কর, চশমার বর্ণের মত দেখিতে পাইবে। পৃথিবীর যে কোন বস্তু এইরূপে নানাবর্ণের চশমাদ্বারা দেখিলে নানা বর্ণেরই দেখিবে। সেইরূপ সত্য ও প্রেম পবিত্রতাতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ধর্ম্মকে হৃদয়ের ভূষণ করিয়া যাহা কিছু দেখিবে, ঈশ্বরের অশেষ করুণার পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইবে। চারি দিকে ন্যায়, সত্য, ধর্ম্মনিয়মকেও জয়যুক্ত দেখিয়া মোহিত হইবে, তোমার চক্ষু সকলকে প্রেমের চক্ষে দেখিবে, তোমার কর্ণ কেবল প্রেমের কথাই শুনিবে, তোমার মুখ কেবল সেই অনন্ত দেবের মহিমার কথাই বলিবে।

৬। শত্রু কে? যাহারা আমাদের প্রকৃত অভাব দেখাইয়া দেয় না, আমাদের দোষ আমাদের ত্রুটী আমাদের অজ্ঞানতা যাহারা না দেখাইয়া খোষামোদ সহকারে ভালবাসা দেখায়, তাহারাই বাস্তবিক আমাদের শত্রু। অন্যায় অসত্য অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে যাঁহারা সত্য ও পবিত্রতা লাভ করিতে সহায়তা করেন, তাঁহারই প্রকৃত মিত্র।

৭। মিত্র কে? যাঁহারা আমাদের জীবনের কলঙ্ক রাশি ধৌত করেন, আমাদের অন্যায় ত্রুটী তীব্রভাবে আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়া যাঁহারা পবিত্র জীবন লাভ করিতে সহায়তা করেন, এরূপ লোক শত্রুভাবে আক্রমণ করিলেও তাঁহারাই যথার্থ বন্ধুর কাজ করিয়া থাকেন।

নাম ও ধ্যান।

নাম সাধনের আবশ্যকতা প্রমাণ করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে, "নাম-সাধন ধ্যানরাজ্যে প্রবেশের পথ স্বরূপ, ব্রহ্মদর্শনের প্রথম সোপান"। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, অকারণে শ্রদ্ধা ভক্তি হীন মনে কখনই ব্রহ্ম নাম গ্রহণ করিতে নাই। এখন কথা এই, যাহার অবস্থা এত দূর শোচনীয় যে, কিছুতেই তাহার মন স্থির হয়না, উপাসনা, নাম জপ বা ধ্যান ধারণাতে তাহার মন বসেনা, সে কি করিবে? তাহারও এরোগের এক মাত্র ঔষধ ব্রহ্ম-নাম। এক দিকে যেমন ভক্তি ভাব হীন হৃদয়ে নাম গ্রহণ করিলে বহু অনিষ্ট হয়, হৃদয় শুকাইয়া যায়, অপর দিকে তেমনি ব্যাকুলতার সহিত আশান্বিত অন্তরে নাম লইতে লইতে সকল নীরসতা অন্তর্হিত হয়, অতৃপ্ত হৃদয় তৃপ্তি লাভ করে, অশান্ত মন প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। কিন্তু এই সমুদায়ের মূলে তাঁহার নামের পরিত্রাণপ্রদ শক্তিতে গভীর বিশ্বাস থাকা চাই। যদি অন্তরের নিভৃতকক্ষের কোথাও একটু সন্দেহের দাগ থাকে, তবে তুমি হাজার চেষ্টা কর, দিবা রাত্রি নামই জপ আর ধ্যান ধারণা, উপাসনা প্রার্থনাই কর, তোমার কিছুতেই কিছু হইবে না। তুমি হয়ত কীর্ত্তনে মাতিতে পার, ভাবের উচ্ছ্বাসে মূর্চ্ছা যাইতে পার, কিন্তু চেতনা লাভ করিয়া দেখিবে, তোমার নাচা গাওয়া, হাসা কান্না, মূর্চ্ছা যাওয়া প্রভৃতি সকলই ব্যর্থ; এসকলে তোমার জীবনে কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করে নাই, তুমি আগেও যা ছিলে এখনও তাই আছ। ইহা প্রত্যেকের জীবনের পরীক্ষিত সত্য, অস্বীকার করিবার যো নাই। নামে আস্থা ও তাহার পরিত্রাণপ্রদ শক্তিতে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস—এই নাম সাধনের নিগূঢ় তত্ত্ব। নামের এমনি শক্তি যে, এই নামে অবিশ্বাসীর প্রাণেও বিশ্বাস আনয়ন করে, অভক্তের প্রাণেও ভক্তির সঞ্চার করে।

এই নাম সাধন করিতে করিতে—তোমার প্রাণের প্রিয়তম ও শান্তিপ্রদ নাম জপিতে জপিতে যখন অশান্ত ও উদ্বেলিত হৃদয় প্রশান্তভাব ধারণ করিবে, তখন তুমি উপাসনা করিতে বসিয়া দেখিবে, পূর্ব্বের ন্যায় আর তোমার মন চৌদিকে ছুটা ছুটি করে না, উপাসনা আর আগেকার মত নীরস ও শুষ্ক বোধ হয় না, ধ্যান করিতে যাইয়া আর অন্তস্তল শূন্য ও খালি খালি মনে হয় না। কিন্তু আমাদের হৃদয় মন এমনই বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের সংসারাসক্তি ও পাপ-প্রবৃত্তি এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে নাম জপ করিতে বসিয়াও কত সময় দেখিয়াছি, অজ্ঞাতসারে মন কোথায় যাইয়া পড়িয়াছে, নাম জপ ছাড়িয়া সংসারের কত ছাই মাটি ভাবিতেছে। অনেক সময় এরূপও হইয়া থাকে যে, মুখে নাম লইতেছি; কিন্তু হৃদয় বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত! এ ব্যাধির হাত এড়াইতে বহুল আয়াস ও বহু সময়ের প্রয়োজন। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আশান্বিত হৃদয়ে ভগবানের দয়ার ভিকারী হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার দয়া, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ না হইলে শুধু তোমার আমার চেষ্টা যত্নে কিছু হইবে না। সর্ব্বোপরি তাঁহার দয়া, তৎপরে তোমার আমার যত্ন চেষ্টা ও সাধন ভজন। মন ছুটিয়া পলায়, বিষয়ান্তরে দৌড়ে, তাঁহার দয়াল নামে নির্ভর করিয়া আবার টানিয়া আনিয়া বসাও, একান্ত মনে ব্যাকুল প্রাণে নাম লইতে থাক। একদিন দুদিন বা এক বচর দুবচরে না হয়, নিরাশ হইওনা; আশ্বাসিত হৃদয়ে পড়িয়া থাক, এক দিন না এক দিন তাঁহার দয়া হইবেই হইবে। আমার ভাগ্যে ইহলোকে না হয় পরলোকে হইবে, তা বলিয়া কি তাঁহার নামের মুক্তিপ্রদ শক্তিতে অবিশ্বাসী হইব? আমার মত পাপীর এমন কি সৌভাগ্য যে, আমি যখনই তাঁহাকে চাহিব, তখনই তাঁহার দেখা পাইব?

কিন্তু যে বাস্তবিক তাঁহাকে চায়, সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে

পাইয়া

পায়। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। তাঁহার পতিত পাবন নামের গুণে এমন অবস্থা জীবনে আসে, যখন চতুর্দ্দিক্ তাঁহার মধুময় সত্তাতে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়। ইহা কল্পনার কথা নহে, সাধুভক্ত দিগের জীবনের পরীক্ষিত বাণী।

যতই তুমি সাধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই তোমার এই নাম জপ বাড়িতে থাকিবে। প্রথম প্রথম হয়ত তুমি দিবসে ২। ১ ঘণ্টা এই রূপ সাধন অবলম্বন করিয়াছ; কিন্তু যাই এই নাম সাধনের মধুর আস্বাদন জীবনে একটু অনুভব করিয়াছ, আর তুমি ২। ১ ঘণ্টাতে তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছ না। তখন হয়ত তুমি পথে চলিয়া যাইতেছ, বসিয়া আছ, বিষয়কর্ম্ম করিতেছ, আর অন্তরে তাঁহার নাম উত্থিত হইতেছে। তোমার এক চক্ষু রহিয়াছে পথের দিকে, বিষয় কর্ম্মে, অপর চক্ষু চাহিয়া আছে তাঁহার পানে। একদিকে যেমন নাম জপ বাড়িতে থাকে, অপর দিকে আবার ইহাও ঠিক যে, সাধন পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই নামের জপ সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিবে। কারণ একবার নাম লইয়া তোমার প্রাণে যে উচ্ছ্বাস উঠিবে, তাহার আবেগে তোমার হয়ত সমস্ত দিন কাটিয়া যাইবে। এই অবস্থা যখন তোমার জীবনে আসিবে, তখন আর মন-স্থিরের জন্য তোমার উদ্বোধন, সংগীত বা অপরা সাধন প্রাণায়মাদি শারীরিক যোগের আবশ্যক হইবে না। একনামের জোরেই তুমি এই সকল অশ্রেষ্ঠ সাধন অতিক্রম করিয়া উঠিবে। তখন তোমার অন্তর্যোগে ব্রহ্মযোগ হইবে, ধ্যানের সোপান আরম্ভ হইবে। তখনই দেখিতে পাইবে, তুমি আর তিনি; তাঁহাতে তুমি, তোমাতে তিনি; দুইএ মিলিয়া এক, একেতে দুই। "এই তুমি আছ, আর এই আমি আছি" ইহাতে ধ্যানের আরম্ভ—"এই আমাতে তিনি, আর তাঁহাতে আমি" ——প্রতিনিয়ত এই উপলব্ধিতে ধ্যানের পূর্ণতা।

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে দুর্ভিক্ষের কথা লিখিতে লিখিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি [illegible]কগণও হয়ত উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভিক্ষগ্রস্ত [illegible] অবস্থা দিন দিনই এত শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, এখন আর অন্য কিছুই লিখিতে প্রবৃত্তি হয় না—অন্য বিষয় ভাবিতে মন অবসর পায় না। আমাদের শক্তি অল্প, আর যৎসামান্য, একমাত্র ভিক্ষা সম্বল। ভগবান আমাদের মস্তকের উপর দুর্ভিক্ষের যে গুরুভার চাপাইয়াছেন, জানি আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; তথাপি তাঁহারই দয়ায় এতকাল ব্রাহ্মসমাজ তিন সহস্রাধিক লোকের অন্নবস্ত্র যোগাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আমাদের হাতে সম্প্রতি যে অর্থ আছে, তদ্দ্বারা এই আষাঢ় মাস এই তিন সহস্র লোকের জীবন বাঁচিতে পারে। আর দ...

তৎপর ইহাদের যে কি গতি হইবে, আমরা কোথা হইতে যে ইহাদিগের অন্নবস্ত্র যোগাইব, তাহা ভাবিয়া অস্থির; একমাত্র মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপা আর জনসাধারণের দয়ার উপর নির্ভর। মফঃস্বল বাসী ও স্থানীয় ব্রাহ্মসাধারণের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, এসময় তাঁহারা নিজ কোষ হইতে বা ভিক্ষাদি দ্বারা যেরূপেই হউক এই মহৎকার্য্যের সহায়তা করিয়া মহেশ্বরের মহান্ নাম মহীয়ান করিতে অগ্রসর হউন।

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কেহ কেহ দুএক খানা জমিতে ধান বুনিয়াছিল; কিন্তু জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে তাহা পুড়িয়া গিয়াছে। বিগত সপ্তাহে হইতে আবার মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু লোকের এমন অবস্থা নহে যে, এখন জমিতে ধান বপন করিতে পারে। তাহাদের না আছে গোরু, না আছে বীজ ধান। গবর্ণমেণ্ট আজকাল পুকুর কাটার জন্য অল্প সুদে ধার দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু চাষের জন্য প্রজাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে আজও প্রস্তুত নহেন। যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে এজন্য সাহায্য করা না হয়, তবে আর ইহাদের গত্যন্তর নাই। যদি এবৎসরেও রাঢ়প্রদেশে শস্য না জন্মে, তবে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমান বিভাগ উৎসন্ন যাইবে। তবে কাহারও সাধ্য নাই এই প্রদেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করে? তাই বলি, এখন হইতেই গবর্ণমেণ্ট যাহাতে প্রজাদিগের চাষের সাহায্য করেন, সকলের তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বিগত বুধবার বর্দ্ধমান বিভাগের নবাগত কমিসনার মেঃ লাউইস দুর্ভিক্ষের অবস্থা পরিদর্শনার্থ রামপুর হাট ও নলহাটী প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় দুর্ভিক্ষস্থান ছাড়িয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। কমিসনার সাহেবকে দুর্ভিক্ষের যথাযথ বিবরণ অবগত করাইতে তিনিও দুইদিনের জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্রই আবার দুর্ভিক্ষস্থানে গমন করিবেন, কিন্তু এই গ্রীষ্মের বন্ধোপলক্ষে যাঁহারা তথায় কার্য্যের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা বন্ধ শেষ হইয়া আসাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন আর ৪।৫ জন সহকারী কার্য্যকারকের নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থাভাব এবং লোকাভাব, উভয়ই উপস্থিত। কয়েকজন সদুৎসাহী ও কর্ম্মক্ষম লোক যুটিলে, বিদ্যারত্ন মহাশয় বিহার অঞ্চলে ভিক্ষার্থ বাহির হইতে পারেন। আমরা আশা করি, ব্রাহ্মগণ এ সময় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন না।

আমরা গত বারে লিখিয়াছিলাম যে, রামনগরে আদি ব্রাহ্মসমাজের অর্থে যে সাহায্য-ক্ষেত্র খোলা হইয়াছে, তাহার কার্য্য ভার বাবু নীলরতন সরকার ও বাবু শ্রীধর ঘোষের উপর অর্পিত হইয়াছে। সেই ভার এখন তৎস্থানবাসী বাবু মহাভারত দত্ত বি, এ, মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমরা তাঁহার এই অযাচিত সাহায্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আদিব্রাহ্মসমাজের অর্থে তথায় প্রায় পাঁচ শত লোকে সাহায্য পাইতেছে। নব

সাধারণ।

বিগত ৫ই এবং ৬ ই জুন সুরাট প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ৫ই তারিখে মেঃজি, কে, এপটি বি, এ, এল, সি, ই "ব্রহ্ম বিচার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ৬ ই তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য রাও সাহেব এইচ, এইচ, ধ্রব বিএ, এল, এল, বি, উপাসনা করেন ও উপদেশাদি দেন।

১৬ হইতে ২১ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বাগের হাট ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রচারক বাবু শশীভূষণ বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বরিশালের বাবু কালীমোহন দাস ও স্থানীয় মুনসেফ বাবু জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত উপাসনা, বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বাগের হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে খুলনা হইয়া আসিয়াছিলেন। তথায় কোন ব্রাহ্ম সমাজ নাই; কিন্তু তাঁহার উপস্থিতিতে স্থানীয় লোকেরা একদিন বিশেষ উপাসনার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উপাসনার পর তিনি "ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

বিগত ১৬ ই হইতে ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামের যুবকদল তাঁহাদের গ্রামস্থ ব্রাহ্মসমাজের ৭ ম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহাতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী যুবকগণও যোগ দিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তত্তৎগ্রামে হিন্দুসমাজে একটু আন্দোলন উঠিয়াছে, ঈশ্বর যুবক ভ্রাতাদিগের প্রাণে বল ও বিশ্বাস প্রদান করুন।

বিগত ৩০ এ ও ৩১ এ মে বাঁশবাড়ীয়া ব্রাহ্ম সমাজের নবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে কতিপয় বন্ধু কলিকাতা হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু শম্ভুচন্দ্র গড়গড়ি মন্দির প্রতিষ্ঠা [illegible] সম্পন্ন করেন। উৎসবের উপাসনা প্রাতঃকালে মন্দিরে [illegible] কালে বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে পরিচালি[illegible]। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু নগেন্দ্র নাথ [illegible] উভয়েই উৎসব উপাসনাদি করিয়াছিলেন।

কলিকাতা [illegible] কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু দলবদ্ধ হইয়া প্রচারার্থ কালনা [illegible] করিয়াছিলেন। রামপুর হাটের সুগায়ক বাবু [illegible] বন্দোপাধ্যায় জন্মভূমি নবদ্বীপ হইতে আসিয়া তাঁহা[illegible] যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা ৩। ৪ দিন তথায় ঘাটে [illegible] নাম গাহিয়া গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা ফিরিয়া আ[illegible]।

[illegible] নববিধানী বন্ধুদিগের কাগজ "নিউলাইট" পাঠে [illegible] হওয়া গেল যে, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় [illegible] ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন বন্ধুর সমভিব্যাহারে এই উপলক্ষে বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন।

গতকল্য ৩২ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার বাবু ত্রৈলোক্য নাথ দেবের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম সরোজ কুমার রাখা হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের ইহুদীগণ একেশ্বরবাদী ভয়সি সাহেবের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার নূতন ধর্ম্মমন্দির ক্রয়ের সাহায্যার্থ ৪৯০ পৌণ্ডেরও অধিক মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

হিতসাধক মণ্ডলী ও ছাত্রসমাজ।

এই গ্রীষ্মের বন্ধোপলক্ষে "হিতসাধক মণ্ডলী" ও "ছাত্র সমাজের" কার্য্য বন্ধ ছিল; বন্ধ শেষ প্রায়। সভ্যগণ এই দীর্ঘকাল মফস্বল পরিভ্রমণ ও বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহ উদ্যমের সহিত কার্য্য করিবেন, এই আমাদের আশা। "হিতসাধক মণ্ডলী" ও "ছাত্র সমাজ" ভবিষ্য বংশের, দেশের যুবক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মজীবন দান ও নীতির উন্নতি বিধান, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর, যাহাতে তাঁহারা এই সকল গুরুদায়িত্বের উপযোগী হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করা বিধেয়। "হিতসাধক মণ্ডলীর" কার্য্য এবার আরম্ভ হইয়াছে, এসম্বন্ধে এখনও কোন মতামত প্রকাশের সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু "ছাত্র সমাজ" বিগত কয়েক বৎসর যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আশানুরূপ তত সন্তোষজনক নহে। তাঁহারা বৎসরের প্রথম ভাগে যেরূপ কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন, বৎসরান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, কোন কোনটার বা একেবারে কিছুই করা হয় নাই। এবার যাহাতে তাঁহারা কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা প্রথমাবধিই সচেষ্ট ও মনোযোগী হউন, এই আমাদের অনুরোধ। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে উৎসাহ ও বল বিধান করুন।

প্রেরিত পত্র।

মহাশয়,

বিগত ১৯ এ বৈশাখ শুক্রবার আমার সৈয়দপুরস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ কার্য্য সমাধা হইয়াছে, পুত্রের নাম কিরণ চন্দ্র রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। আমার বন্ধুর ব্রাহ্ম মতে এই প্রথম অনুষ্ঠান; তাঁহাকে নিমিত্ত এই পুরাতন সমাজ হইতে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যদ্যপি সে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া

সেই দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা বল প্রার্থনা করেন তাহা হইলে সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। ইহা স্থির নিশ্চয়।

সোদপুর, শ্রীবঙ্কবিহারি ঘোষ।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়

নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী তত্ত্বকৌমুদীর একপার্শ্বে স্থান দিলে বাধিত হইব।

দুই বৎসর অতীত হইল, তত্ত্বকৌমুদীতে "হিন্দু বিধবা" নামে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রস্তাবে দুঃখিনী বিধবাদিগের জন্য একটী "আশ্রয়-বাটিকার" প্রস্তাব করা হয়। তাহার পরও ঐ সমন্ধে কিছু কিছু আন্দোলন চলিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত বিষয়ে আর কিছুই শুনা যাইতেছে না। এখন পুনর্ব্বার হিন্দু বিধবা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের শুভফল ভবিষ্যত দৃষ্টিতে বেশ দেখা যাইতেছে। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত রূপ একটী আশ্রয় বাটিকার প্রস্তাব করিলে কার্য্যে পরিণত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। কেবল বিবাহই যে হিন্দু বিধবার প্রার্থনীয়, তাহা আমরা স্বীকার করি না। সভ্য দেশে কত রমণী চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া কত মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন। আর আমাদের দেশের বিধবাগণ যাঁহাদের অন্ততঃ একবার বিবাহ হইয়াও ছিল, তাঁহারা অবিবাহিত থাকিয়া সৎকার্য্যে জীবন যাপন করিতে পারিবেন না ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে যাঁহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অবশ্যই বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল মাত্র বিবাহই নারী জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যে সকল বিধবা রমণী পুনর্ব্বার বিবাহিতা না হইয়াও জীবনের মহদুদ্দেশ্য পালনে যত্নবতী আমি তাঁহাদিগকে পরম পূজ্যা জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি। আর যাঁহারা পুনঃপরিণীতা হইয়াও বিবাহের উচ্চ সম্বন্ধের সদ্ব্যবহার করিতে অভিলাষিণী তাঁহাদিগকেও আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ রূপে মানসিক সদ্বৃত্তি নিচয়ের বিকাশের প্রতি নির্ভর করে। আবার এই বিকাশের মূল সৎশিক্ষার উপর সংস্থিত।

এই সকল কারণে বিধবাদিগের জন্য একটা আশ্রয় বাটিকার বিশেষ প্রয়োজন। যে সকল বিধবা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়াভিলাষিণী হইয়া আগমন করিবেন তাঁহাদিগকে এই বাটীতে স্থান দেওয়া যাইবে। এবং এখানে তাঁহাদিগের শিক্ষার বিশেষ বিধান করিতে হইবে। যাহাতে ইহাঁরা ধর্ম্মে ও নীতিতে উন্নত হইতে পারেন, তজ্জন্য ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা এবং স্বাধীন ভাবে স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থা হইতে পারেন, তজ্জন্য কোন বিশেষ উপজীবিকা শিক্ষা এবং এই সঙ্গে সাধারণ ভাবে লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই ব্যাপারটী যে সম্পূর্ণ অর্থ ও মনুষ্য সাপেক্ষ তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়, এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া আমরা যদি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই তবে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, মনুষ্য ও অর্থের অভাব কখনই আমাদিগের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না।

শ্রীঃ—

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু	রংপুর	৩৲
,, ,, বেণীমাধব রায়	বান্দা	২৷৹
,, ,, রাজচন্দ্র চৌধুরী	শিলং	৬৲
,, ,, দ্বারকানাথ মল্লিক	কলিকাতা	২৷৹
,, ,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, ,, রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়	বহরমপুর	৩৲
,, ,, গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী	কলিকাতা	২৷৹
,, ,, দ্বারকানাথ সেন	ধুবড়ী	২৲
,, ,, বিপিন বিহারী সেহানবিশ	কুড়িগ্রাম	৫৲
,, ,, হরিনাথ সিংহ,	কুড়িগ্রাম	১৷৵৹
,, ,, হরনাথ দাস	কুড়িগ্রাম	৩৷৹
,, ,, ভুবনমোহন সেন	ফরিদপুর	৬৲
,, ,, অন্নদাচরণ কাস্তগির	কলিকাতা	৷৹
,, ,, সম্পাদক মানিক দহ ব্রাহ্ম সমাজ		২৷৹
,, ,, যশোদালাল সাহা	সিরাজগঞ্জ	৩৲
,, ,, রাধাগোবিন্দ প্রামাণিক	রাণাঘাট	১৸৹
,, ,, নন্দলাল মিত্র	কলিকাতা	১৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, ,, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২৷৹৹
,, ,, কেনারাম বসু	পিরোজপুর	৫৵৹
,, ,, রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	২৵৹
,, ,, বসন্তকুমার তরফদার	আত্রাই	৩৲
,, ,, মদনমোহন গুপ্ত	খানসামা	১৹
,, ,, পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত	পুর্ণিয়া	৬৲
,, ,, ভবানীকিশোর মজুমদার	সিলেট	৩৷৵৹
,, ,, মধুসূদন রাও	কটক	৮৷৵৹

ক্রমশঃ

কলিকাতা ২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট বিজ্ঞান যন্ত্রে শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা ১ লা আষাঢ় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

৮ম ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	১৬ই আষাঢ় সোমবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে দয়াময় ঈশ্বর! তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের সুখের জন্য এই সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিয়াছ। আমরা তোমাকে ভাল বাসি আর নাই বাসি তুমি ত আমাদিগকে ভাল বাসিতে ক্ষান্ত হও না। তোমার কি বিচিত্র ভাব। তুমি পাপী মানবের ও সুখের জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ। তুমি স্বয়ং সর্বত্যাগী হইয়া কিসে আমরা সুখে থাকিব এই জন্য নিরন্তর ব্যস্ত আছ। কিন্তু দেব! আমরা কি করিয়া থাকি। আমরা যে তোমার সেবক বলিয়া পরিচয় দিই, অথচ তোমার জন্য ত স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা করিলাম না। তুমি স্বয়ং ত আমাদের অর্থের ভিখারী নও। তোমার প্রদত্ত অর্থ ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা তোমার সন্তানের সেবা করিলেই তোমার সেবা করা হয়। কিন্তু আমরা ত তাহা করিতে পারি না। পরমেশ্বর স্বার্থ যে আমা-দিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হে দয়াময়! তুমি দয়া করিয়া আমাদের এই স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দাও। তোমার নামের জয় হইবে।

গত সংখ্যক "আলোচনা নামক" পত্রিকাতে ব্রাহ্মসাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য যে প্রচারকালে তাঁহারা সারধর্ম্মের গরীয়সীত্বের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, ধর্ম্মের খোসা অপেক্ষা তাহার শাঁসের প্রতি লোকের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা লোককে বুঝাইয়া দেন যে সহস্র ক্রিয়া কলাপ অপেক্ষা, ধর্ম্ম বিষয়ে সহস্র তর্ক অপেক্ষা, ধর্ম্ম বিষয়ে সহস্র প্রকার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন অপেক্ষা, সহস্র ধর্ম্মামোদ অপেক্ষা বিষয় কর্ম্মের সময় ঈশ্বরকে একবার প্রীতিপূর্ব্বক স্মরণ, রিপুদমন জন্য একবার সকল বলের সহিত আন্তরিক চেষ্টা ও একটীমাত্র পরোপকার জনক কার্য্য সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।"

ধর্ম্মের সারভাগ বিস্মৃত হওয়াতেই আমাদের মধ্যে এত সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার উৎপত্তি হয়। ইহা অতি লজ্জার কথা যে ধর্ম্মজগতে চিরদিন ধর্ম্মের অসারভাগ লইয়া ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছে। যে সকল বিষয় ব্যক্তিগত বিবেকের উপর রাখা কর্ত্তব্য, যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রুচির দ্বারা নিয়মিত হওয়া উচিত, লোকে তাহাকেও কঠোর শাসনের দ্বারা শাসিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। মানুষকে একটু স্বাধীনতা দিতে চায় নাই। আমরা দশজনে যাহা ভালবাসি ওব্যক্তি তাহা ভালবাসিবে না কেন, এই বলিয়া ঘোর উৎপীড়ন করিয়াছে। এইরূপে মালা, তিলক, বিশেষ বিশেষ বেশ ভূষা লইয়া ঘোর কলহ বিবাদ হইয়াছে। ধর্ম্মের সারভাগ যে ঈশ্বর-প্রীতি তাহার প্রতি লোকে দৃষ্টিপাত করে নাই। অতিশয় প্রেমিক নিষ্ঠাবান, সত্যপরায়ণ, ও সাধু-চরিত্র ব্যক্তিদিগকে বদমায়েসের ন্যায় সাজা দিয়াছে। এমন কি বাস্তবিক দেখিতে গেলে যে সকল বিষয়ের সত্য নির্ণয়ের ভার বিজ্ঞানের উপর দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই; এমন সকল বিষয়কেও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিবেচনা করিয়া দারুণ বিরোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই জগতের কিরূপ অবস্থা ছিল? ইহা কি তরল উষ্ণ বাষ্প হইতে দুইলক্ষ বৎসরে উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা একদিনে হঠাৎ ধন ধান্য পূর্ণ জগত ঈশ্বরেচ্ছা হইতে প্রসূত হইয়াছে? জগতের আদিম অধিবাসী কি একজন পুরুষ ও একজন নারী ছিলেন, অথবা বানরজাতীয় কোন জীবের পরিণাম মানুষ। এই সকল প্রশ্ন ধর্ম্মের চিন্তার বহির্ভূত, জগৎ দুইলক্ষ বৎসরে বিবর্দ্ধিত হউক বা দুই দিনে সৃষ্ট হউক তাহার সহিত মানবের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার কোনও সংস্রব নাই। অথচ এই সকল প্রশ্ন লইয়া জগতে কত কাটাকাটি মারামারি হইয়াছে ও হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার মধ্যে উদারতার শিক্ষা দিবেন, মানববিবেকের মহত্ত্ব ঘোষণা করিবেন, এবং ধর্ম্মের অসারভাগকে অসার জানিয়া সারভাগেরই আদর বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু আমাদের হৃদয়েও অনেক সময়ে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত করিতেছে। যখন আমাদের চিত্ত উত্তেজিত হইবে তখন যেন আমরা ব্রাহ্মসমাজের এই মহৎলক্ষ্য স্মরণ করিতে পারি।

ইংরাজীতে একটী সুন্দর প্রবাদ বাক্য আছে। তাহার মর্ম্ম এই ;—"একসময় একটীমাত্র বিষয় অন্বেষণ কর এবং সেটীকে সুচারু-রূপে সম্পন্ন কর"। এই উপদেশটী বিস্মৃত হওয়াতে অনেক লোকের বিশেষ ক্ষতি হয়। তাঁহাদের সহৃদয়তা আছে, প্রাণে সদ্ভাব আছে, ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু এই বিজ্ঞতাটুকু নাই। এজন্য তাঁহারা চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন ; সময় ও শক্তি ব্যয় হয় অথচ তাঁহাদের দ্বারা কোন একটী কাজ সুসম্পন্ন হয় না। এই সকল লোক একটী কাজ অন্বেষণ করিয়া সেটীকে সুসম্পন্ন না করিতে করিতে আর একটী ভাল কাজের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহারা প্রথম কাজটী পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়টীর দিকে ধাবিত হন। আবার সেটীকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটীর দিকে আকৃষ্ট হন এইরূপে অনেক কাজে হাত দেওয়া হয় কোনটীই সুচারু- রূপে সম্পন্ন হয় না। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। আমাদের সমক্ষে কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তীর্ণ ও এই সকল কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা আমরা এত অনুভব করিতেছি যে, একটীতে হাত দিতে গেলে দশটীর কথা স্মরণ হয়, দশটীকে সমান প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় ; সুতরাং একটীতে হাত দিয়া সুসম্পন্ন না করিতে করিতে আর একটীতে হাত দিতে হয়। কিন্তু এজন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইতেছে। আমাদের সময় যাইতেছে, অর্থব্যয় হইতেছে, শ্রম হইতেছে অথচ কাজ গুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না।

যদি কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহার পক্ষে নিয়ম এই ;—লক্ষ্যটী সর্ব্বদা স্থির রাখ ; বার বার তাহার পর্য্যালোচনা কর ; অধ্যবসায় সহকারে সেই লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা কর ; এক জনে দশ কাজে হাত না দিয়া, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির রুচিও প্রবৃত্তি অনুসারে দশজনে কাজ গুলি ভাগ করিয়া লও, এই নিয়মগুলি স্মরণ রাখিয়া কাজ করিলে অনেক কার্য্য সকল হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের হস্তে যে গুরুতর কাজগুলি পড়িয়াছে, আমাদিগকে পরিষ্কার রূপে তাহা বুঝিতে হইবে। তৎপরে বার বার ঐ সকল কার্য্যের আলোচনা করিতে হইবে, লক্ষ্যগুলি কত দূর সিদ্ধ হইতেছে, তাহা সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; যখন আমাদের যত্ন শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে দৃঢ় করিয়া লইতে হইবে ; নূতন নূতন উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে ; ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রুচি ও শক্তি অনুসারে কার্য্যগুলি ভাগ করিয়া লইতে হইবে, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত একটু একটু করিয়া সংসাধন করিতে হইবে।তাহা হইলে ক্রমে সুফল দর্শিবে,

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই গুরুতর প্রশ্নের বিচার এখন পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? তাহার কিঞ্চিৎ বিচার করা যাউক। আমাদিগকে পাঁচশ্রেণীর লোকের জন্য বিশেষ ভাবিতে হইতেছে। (১ম) ব্রাহ্মদিগের পত্নীগণ, প্রেমের অনুরোধে আত্মীয় স্বজনদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া এবং ব্রাহ্মপতিদিগের অনুসারী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাঁদের শিক্ষার জন্য কি করিয়াছি বা করিতেছি, (২) ব্রাহ্ম বালিকাগণ—ব্রাহ্মদিগের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল বালিকা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে, আমরা তাহাদের শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য কি করিতেছি? আমরা বাল্যবিবাহের প্রবল শত্রু। সুতরাং এই সকল বালিকা অধিক বয়স পর্য্যন্ত আমাদের ঘরে থাকিবে। ইহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ দায়ী, আমরা সে দায়িত্বের অনুরূপ কার্য্য কি করিতেছি! (৩য়) ব্রাহ্ম পরিবারস্থ শিশুগণ,—সর্ব্ব দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল স্বীয় স্বীয় সমাজস্থ শিশুদিগকে সুসময়ে শিক্ষিত করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের কি শিশুদিগের প্রতি দায়িত্ব ভার নাই। শিশুদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা না হওয়াতে অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ মলিন করিতেছে। আমরা কি কেবল উদাসীন হইয়া দেখিব? না উদ্যোগী হইয়া কোন উপায় অবলম্বন করিব? (৪র্থ) ব্রাহ্মসমাজের আশ্রিত বিধবাগণ ;—দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি বিধবা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় লইয়াছেন ও লইতেছেন। ইহাঁরা যদি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়া কোন শিক্ষা না পান, যদি ইহাঁদের ধর্ম্মোন্নতির কোন উপায় না করা হয়, তবে আমরা আশ্রয় দিয়া কি করিলাম? ইহার অপেক্ষা ইহাঁদিগকে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতে সাহায্য না করাই ভাল। আমরা কি তাঁহাদিগকে বলিব তোমরা অলস হইয়া বসিয়া কবে,"বিবাহ হইবে," "কবে বিবাহ হইবে" এই কথা জপ কর। না, আমরা বলিব বিবাহ নারীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়—তোমরা যাহাতে ঈশ্বরের জগতে স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া সৎকার্য্যে ও পরোপকারে জীবন দিতে পার সে জন্য প্রস্তুত হও। কোনটী ধর্ম্মসমাজের উপযুক্ত কথা? অতএব এই বিধবাদিগের সম্বন্ধেও আমাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে। (৫ম) অল্প বয়স্ক ব্রাহ্মযুবকগণ। ইহাঁদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ইহাঁদিগকে রীতিমত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াও আমাদের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। এগুলি ভিতরের কাজ। এই সকল কাজ যাঁহারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা বাহিরের কাজে কৃতকার্য্য

হইবেন তাহা কে বলিল ? এই লক্ষ্যগুলি আমাদিগকে নিরন্তর সম্মুখে রাখিতে হইবে ও সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ধর্ম্মসাধন।

সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন চক্ষে দর্শন করিলে কখন মানবের ক্ষুধা শান্তি হয় না। শরীর রক্ষা করিবার জন্য অন্ন আহার করিতে হয়। ভুক্ত অন্ন যখন জীর্ণ হইয়া রক্ত মাংসের সহিত অভিন্ন ভাবে মিশিয়া যায়, তখনই আহারের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয়। অন্ন আহার শরীর পুষ্টির নিদান। কোন ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর অথচ প্রস্তুত অন্ন আহার করিতেছে না, এরূপ লোক সংসারে দেখা যায় না। ক্ষুধায় যাহার অন্তর জ্বলিতেছে সে আহার করিবেই, আহার অন্বেষণে সে ব্যস্ত হইবেই—জগতের এই সাধারণ নিয়ম।

জড় জগতে যেমন শরীর রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন ধর্ম্ম জগতেও সেইরূপ আত্মার পুষ্টির জন্য ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন। আহার হইতে বিরত থাকিলে অনশনে মানুষের শরীর ধ্বংস হয়, ধর্ম্মাচরণের অভাবেও আত্মার ভয়ানক অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। অনশনের প্রায়শ্চিত্ত শরীরপাত, অধার্ম্মিকের প্রায়শ্চিত্ত আত্মগ্লানি ও হৃদয়-বিদারক অনুতাপ। শরীর ও আত্মা এতদুভয়েরই পুষ্টি সাধন প্রকৃতির কঠোর নিয়মানুমোদিত; সুতরাং এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে তাহার দণ্ড গুরুতর। যাঁহারা মনে করেন শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা করা যত আবশ্যক আত্মার কল্যাণ কামনা করা তত আবশ্যক নহে, তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের সমুদয় দিক্ ভাল করিয়া বুঝেন নাই। যদি কোনও কারণে মানব স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখেন, তবে পদে পদে তাঁহাকে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু আত্মার রোগের নিকট সে রোগের প্রকোপ অতি সামান্য। ইহা সকলেই জানেন যে, শরীর ও মনের পরস্পর অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। একটা অসুস্থ হইলে অপরটী অসুস্থ হইবেই হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে একটু বিরোধ আছে। মন অসুস্থ হইলে শরীর মহা সুস্থ থাকিলেও মানুষ স্বাস্থ্যের সমুদায় সুখে বঞ্চিত হয়। যাহার চিত্ত প্রফুল্ল নহে, সুস্থ শরীর বা সংসারের অপর কিছুই তাহাকে সুখী করিতে পারে না। পক্ষান্তরে মন যদি প্রফুল্ল হয়, আত্মা যদি ধর্ম্ম ভাবে পূর্ণ থাকে এবং ঈশ্বরের অনুগত হয়, তবে শরীর বহুলরোগে আক্রান্ত হইলেও মানুষ বীরের ন্যায় জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ধর্ম্ম বিহীন সুস্থ ও সবলকায় নর নারী যাহা অসাধ্য বলিয়া মনে করে, কর্ত্তব্য পরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি চিররুগ্ন হইলেও অবলীলাক্রমে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মানবের মনে বিস্ময় আনয়ন করেন। মহাত্মা ঈশা ও শাক্যসিংহ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহাঁরা বহুদিন কোন প্রকার আহার না করিয়া মহা উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা যোগী শাক্যসিংহ ক্রমাগত কয়েক বৎসর অতি সামান্য আহারে যাপন করিয়া ঘোরতর পরমাত্মা চিন্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ—আমরা সামান্য জীব, আমরা মনে করি যে এই জড় জগতই সার, আধ্যাত্মিক জগতে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সংঘটিত হইতে পারে, আমরা তাহা অনেক সময় কল্পনা করিতেও সক্ষম হই না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে আত্মার কল্যাণ সাধন, তাহার পুষ্টিসাধন যত প্রয়োজন শরীরের জন্য ব্যস্ত হওয়া তত প্রয়োজন নহে। শরীর পোষণে উদাসীনতা অনিষ্টকর হইলেও আত্মার পুষ্টিসাধন অথবা তাহার কল্যাণ কামনায় উদাসীন হইলে মানুষ মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। যাঁহার আত্মা যে পরিমাণে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে তিনি সেই পরিমাণে মনুষ্য নামের উপযুক্ত।

কিন্তু আমরা কি প্রকারে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারিব। কোনও একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া থাকিলেই কি আমাদের সকল কর্ত্তব্য ফুরাইল ? কতকগুলি মত মানিলেই কি আমাদের ধর্ম্মাচরণ করা হইল ? না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন চক্ষে দর্শন করিলেই আহার করার ফল হয় না। কতকগুলি মত বিশ্বাস করিয়া কোনও একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেই আমাদের ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে এবং আত্মার কল্যাণ সাধন সম্বন্ধে সকল কর্ত্তব্য করা হইল না। যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব তাহা জীবনে প্রতিপালন করিব, মত জীবনের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে মিশিয়া আত্মার রক্তমাংসরূপে পরিণত হইবে, তবে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইবে। আমার ধর্ম্মমত আমাকে বলিতেছে এবং আমিও অপরকে শিক্ষা দিতেছি "যখন তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর স্বার্থ একসময়ে উপস্থিত হইবে, তোমার স্বার্থভুলিয়া গিয়া তখন তোমার প্রতিবেশীর স্বার্থসিদ্ধি করিবে।" কিন্তু আমরা কি করি ? বলিতে ক্লেশ হয়—প্রাণ ফাটিয়া যায়, আমরা অন্ধের মত নিজের প্রতি নানা কর্ত্তব্যের যুক্তি দেখাইয়া, বন্ধুর স্বার্থের দিকে কিঞ্চিৎ মাত্রও দৃষ্টি না করিয়া আপনার স্বার্থ পূর্ণ পরিমাণে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হই। আমরা প্রতিদিন এমন কি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মধ্যে এই স্বার্থের বিবাদ দেখিতে পাইতেছি। ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান স্বার্থত্যাগ। যিনি স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন নাই, যাঁহার এই শিক্ষার দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, তিনি আজীবন উদার ধর্ম্মমত বিশ্বাস করুন, আহার বিহীন শরীরের ন্যায় তাঁহার আত্মা দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইবেই যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জড়জগতে যদি কিছু সুখ থাকে তবে সে কেবল আপনাকে ভুলিয়া। আপনাকে যিনি ভুলিতে শিখেন নাই তিনি এখনও ধর্ম্মজীবনের কথা শিখেন নাই। স্বার্থনাশ ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। আমি প্রতিদিন উপাসনা করিতেছি, সুন্দর ও সুললিত ভাষায় প্রার্থনার মধ্য দিয়া সপ্তম স্বর্গের কথা বলিতেছি, ধর্ম্ম কথা বলিয়া বেড়াইতেছি অথচ প্রতিবেশী দরিদ্র বন্ধুর অভাব মোচন করিতেছি না, ইহা পূর্ণ কপটতা। আমার মাসে সহস্র মুদ্রা আয় অথচ দুর্ভিক্ষে একপয়সা দান করি না অথচ আমি পরমেশ্বরের সেবক, ইহা মিথ্যা কথা। আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিব, চিরকাল যাহাতে আমার ক্লেশ

না হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া চলিব, বন্ধুর অভাব মোচন করিব না, ইহার নাম ধর্ম্মসাধন নহে। এই প্রকার আচরণের অন্য যে কোনও নাম দাও কিন্তু পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য একথা বলিও না। যে কর্ত্তব্য আপনার ও আপনাকে লইয়া সদা ব্যস্ত তাহাকে কর্ত্তব্য বলা যায় কি না জানি না। ইহাই যদি কর্ত্তব্য হইল তবে স্বার্থ-পরতা কাহাকে বলিব?

ধর্ম্মজীবনের মূলে যেরূপ স্বার্থনাশ,ধর্ম্মজীবনের শেষেও সেই রূপ প্রেম। আবার এই দুইটী এমনি পরস্পর জড়িত যে একটীর অভাবে আর একটী থাকিতে পারে না। আমি একজনকে ভাল বাসি অথচ তাঁহার জন্য আমি একটু স্বার্থত্যাগ করিতে পারি না, একটু সুখের মাত্রা কমাইতে পারি না, ইহা কখনই সম্ভব নহে। আমি আমার প্রতিবেশীর দুঃখে দুঃখিত নহি তাঁহার অভাব মোচনের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিতেও তাঁহার জন্য একটী কপর্দ্দক ব্যয় করিতে পারি না, অথচ পরমেশ্বরের নামে আমার অশ্রুপাত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত ধর্ম্মসমাজে দেখা গেলেও সে অশ্রুপাতের, সে ভাবাবেশের, সে সাধনার, কোন ও মূল্য নাই।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন ধর্ম্ম-সাধন করিতে হইলে বৈরাগ্যের প্রয়োজন। স্বার্থনাশই বৈরাগ্য। প্রীতিই শ্রেষ্ঠ সাধন। উপাসনার মধ্য দিয়া আমরা যখন যে আলোক পাইব সেই অনুসারে আমরা কার্য্য করিব। দরিদ্রকে দেখিয়া প্রাণে ক্লেশ হইল, তাহার অভাব মোচন করিবার অভিলাষ হইল, ক্ষমতাও আছে। কিন্তু পাছে অদ্য কিম্বা পাঁচ বৎসর পরে আমার একটুকুও সাংসারিক সুখের মাত্রা কমিয়া যায়, এই ভাবনায় দশটী মুদ্রা ব্যয় করিতে পারিলাম না—এ অতি ভয়ানক কথা। এরূপ আচরণ করিলে শীঘ্রই আমরা ঘোর অন্ধকারে পতিত হইব। ঈশ্বরের আলোক দেখিয়া যিনি যত তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া চলিবেন তাঁহার তত কল্যাণ হইবে। পরমেশ্বর কৃপা করুন আমারা যেন তাঁহার আলোকের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে সক্ষম হই। আমরা উপাসনার মধ্য দিয়া যখন যে ভাব প্রাণে অনুভব করিব, আমরা তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে সেই ভাব যেন কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি। আমরা যেন সর্ব্বদা বৈরাগ্যের অসি হস্তে করিয়া সংসারের পথে ভ্রমণ করি। যখন স্বার্থ আসিয়া আমা-দিগকে ঘেরিবে, তখন যেন আমরা এই বৈরাগ্যের অসি দ্বারা তাহা কর্ত্তন করিতে পারি। স্বার্থনাশ করিতে শিক্ষা না করিলে আমরা ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিব না, ইহা নিশ্চিত জানিয়া যেন আমরা সর্ব্বদা সজাগ থাকি।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

পাঠক বর্গ অবগত আছেন যে, পার্কারের জ্ঞানার্জ্জন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবলা ছিল। তিনি তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডারের উন্নতি জন্য সর্ব্বদাই যত্নশীল থাকিতেন, প্রচার কার্য্যে যারপর নাই ব্যস্ততাসত্ত্বেও, তিনি কখন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থপাঠে উদাসীন থাকিতেন না।

একজন প্রসিদ্ধ নামা ঐতিহাসিক পণ্ডিত * পার্কারের সত্য প্রচার ও জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন, আমার স্মরণ হইতেছে যে, যে পীড়াতে তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছিল, যে দিন সেই পীড়ার সঞ্চার হয়, সেই দিন রেল গাড়ীতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জর্ম্মান, গ্রীক, ও লাটিন ভাষায় লিখিত পুস্তকনিচয়ে পরিপূর্ণ একটি কার্পেট ব্যাগ তাঁহার সঙ্গে ছিল। পুস্তক গুলি এমনি কঠিন যে, সে গুলির প্রতি কেবল তাকাইতেও কষ্ট বোধ হয়। সোমবার প্রাতঃকালে তাঁহার ব্যাগ পুস্তক পূর্ণ করিয়া রেল গাড়ীতে সমস্ত দিন পড়িতে পড়িতে সন্ধ্যার পর বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করি-তেন। আবার মঙ্গলবার প্রাতঃকালে গাড়ীতে উঠিয়া সমস্তদিন পড়িতে পড়িতে সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতেন। এইরূপে সমস্ত সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া শুক্রবার বাটী ফিরিয়া আসিতেন। যে পুস্তক গুলি সঙ্গে লইতেন, এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সে গুলির পাঠ সাঙ্গ হইয়া যাইত; প্রত্যেক পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। শনিবার প্রাতে তৎপর দিনের সমাজের জন্য উপদেশ লিখিতেন অপরাহ্নে আপনার উপাসক মণ্ডলীর অন্তর্গত পীড়িত ও শোকার্ত্ত দিগকে দেখিয়া বেড়াইতেন। রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনালয়ে উপাসনা ও বক্তৃতা করিতেন, অপরাহ্নে ওয়াটার টাউন নামকস্থলে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং সন্ধ্যার পর আপনার গৃহে সমাগত বন্ধুবর্গের সহিত সদালাপ করিতেন। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশ সকলে দাস ব্যবসায় যার পরনাই প্রবল ছিল; পার্কার উক্ত ব্যবসায়কে অশেষ অনিষ্টকর মহাপাতক বলিয়া মনে করি-তেন। প্রাণগত যত্নে উহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। যাহাতে দেশের লোক দাস ব্যবসায়ের অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তজ্জন্য নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াই-তেন। তিনি একবার মনে করিলেন যে দাস ব্যবসায়ের প্রধান দুর্গ স্বরূপ দেশের দক্ষিণাংশে গিয়া বক্তৃতা করি-বেন; তাঁহার বন্ধুগণ অনেকেই তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিতেন যে, উহাতে তাঁহার অপমানিত, প্রহারিত, এমন কি মৃত্যু মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত আছে। তিনি কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ডিলেওয়ার নামক স্থানে বক্তৃতা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিলেন, নির্দ্দিষ্ট দিনে বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সভা-গৃহ ঘোরতর বিরোধী লোক দিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। সকলে তাঁহাকে বিদ্রুপ অপমান, এমন কি বক্তৃতার সময় তাঁহার মস্তকে আলকাতরা মিশ্রিত পালক রাশি ঢালিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু বীর হৃদয় পার্কার কিছুতেই হটিবার লোক ছিলেন না; তিনি

* James Freeman Clartes

নির্ভীক চিত্তে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, রোডদ্বীপ ও ডিলেওয়ার এই দুইটী স্থানের তুলনা আরম্ভ করিলেন। দেখাইলেন যে রোডদ্বীপ হইতে ডিলেওয়ার সভ্যতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রোতৃবর্গ আপনাদের নিবাস স্থানের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পার্কার তখন সুবিধা পাইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে ডিলেওয়ার অপেক্ষা রোডদ্বীপে শ্রমজাত দ্রব্য সকলের অধিকতর উন্নতি হইয়াছে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে রোডদ্বীপের শ্রমজীবীরা স্বাধীন, ডিলেওয়ারের শ্রমজীবীরা দাস। স্বাধীন মনুষ্যের স্বেচ্ছা-প্রসূত কার্য্য যত উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, দাসত্ব নিগড়-বদ্ধ দুর্ভাগা ব্যক্তিগণের অনিচ্ছা-প্রসূত কার্য্য কখনই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, এই সত্যটী তিনি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে এমনি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা বক্তাকে তিরস্কার এবং অপমানিত করা দূরে থাকুক, তাঁহার জন্য সভাস্থলে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের প্রস্তাব হইয়া উহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল। সাহস, ধীরতা সুবিবেচনা ও বক্তৃতার বলে পার্কার শত শত বিরোধী ব্যক্তিকে মিত্ররূপে পরিণত করিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হইল। ইহাতে পার্কার জীবন চরিত, ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সাধারণের শিক্ষোপযোগী সকল বিষয়েই বক্তৃতা করিতেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী সম্বন্ধে একটী অতি চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছিলেন; উহা তাঁহার পুস্তকাবলীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষ ধর্ম্মপথে থাকিয়া নির্দ্দোষ পরিশ্রম দ্বারা যে কত দূর মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে পারে পার্কার তাহা সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল প্রকাশ্য বক্তৃতাস্থলে তিনি কেবল নিজের কথাই বলিতেন এমন নহে সমাজের ভদ্র মণ্ডলীর মধ্যে যাহার যাহা বলিবার থাকিত তাঁহাকে তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলিবার স্বাধীনতা প্রদত্ত হইত।

সংযম।

হিন্দুদিগের সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্মের পূর্ব্বেই সংযমনের ব্যবস্থা দেখা যায়। পূজা, পার্ব্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রত্যেক ধর্ম্ম ক্রিয়া ও গার্হস্থ্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই এই সংযমন। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটা অর্থশূন্য ভাব-বিহীন বাহ্যাড়ম্বরের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মজীবনে ইহার অতীব গূঢ় তাৎপর্য্য ও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ধর্ম্মজীবনে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলেই এই সংযমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়,—আত্ম-সংযম ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই হইতে পারে না। প্রাচীন প্রথা ভাবিয়া, কুসংস্কার বলিয়া, তুমি উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পার বটে; কিন্তু ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে তোমাকে এই আত্ম-সংযমের ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে। হিন্দুরা এই সংযমের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে না পারিয়া অধুনা তাহা কেবল মাত্র উপবাসে পরিণত করিয়াছেন; কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ অতি মহদুদ্দেশ্যে ও ধর্ম্মভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সংযম উপবাস-দ্বারা শারীরিক নিগ্রহ নহে,—আত্ম সংযম, আন্তরিক নিগ্রহ, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিচয়ের দমন। সংযতেন্দ্রিয় না হইলে তোমার উদ্বেলিত প্রবৃত্তি নিচয়, অসংযত মনোবৃত্তি সমূহ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হৃদয় মন কিছুতেই বসিবে না। মনের একাগ্রতা না জন্মিলে, তোমার কোন সাধন ভজন, ধ্যান ধারণা বা উপাসনা, প্রার্থনা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হইবে না। তজ্জন্যই সাধকশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মনিরত আর্য্য মহর্ষিগণ সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গার্হস্থ্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে এই সংযমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠান, আহার বিহার পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ভাবে সম্পাদিত হইত—জীবন ধর্ম্মময় ছিল; তাই তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপে ধর্ম্মভাব অনুস্যূত রহিয়াছে।

কিন্তু আমাদের ভাব দেখিলে মনে হয়, ধর্ম্মসাধন অতি সহজ ব্যাপার বলিয়া যেন আমরা মনে করি। ইহাতে যেন কোন আয়াস নাই, কোন স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন নাই, রিপু দমন বা অভ্যাস পরিবর্জ্জনের প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্ম-তালিকায় নাম লেখাইলে, দু একটা অনুষ্ঠান করিলে, সপ্তাহান্তে সামাজিক উপাসনায় উপস্থিত হইলে কি ত্রি-সন্ধ্যা উপাসনা করিলেই যেন ধর্ম্ম কর্ম্মের এক শেষ হইল, মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল। কিন্তু জীবনে প্রকৃত ধর্ম্ম ভাব অর্জ্জন করা, মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ-সাধ্য বা অনায়াস-লভ্য নহে। যাঁহারা এজগতে খাঁটি ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন, নিজে মুক্ত হইয়া অপরের মুক্তির পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে কঠোর আত্ম-সংযম, অসাধারণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অতুলনীয় স্বার্থ ত্যাগের ভিতর দিয়া সেই ধর্ম্মজীবন উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবির, পল, লুথার ইহাদের প্রত্যেকের জীবন স্বার্থ ত্যাগ, আত্ম-সংযম প্রভৃতির দৃষ্টান্তস্থল। কথিত আছে, মহম্মদ একদিন মসজিদে "নোমাজ" পড়িতে গিয়াছেন, তাঁহার পায় এক যোড়া নূতন ও চকচকে জুতা ছিল। জুতা যোড়া ছাড়িয়া তিনি সকলের সঙ্গে একত্রে মাদুরের উপর নোমাজ পড়িতেছেন, কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই নোমাজে বসিতেছেনা, বারবার সেই জুতার কথাই মনে পড়িতেছে,—পাছে তাহা কেহ চুরি করে। মনের এই শোচনীয় অবস্থা অনুভব করিয়া তিনি নোমাজ স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া সেই জুতা যোড়া উপস্থিত এক জনকে দান করিয়া, পরে নিরুদ্বেগ চিত্তে নোমাজ পড়িতে বসিলেন। আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত এরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, প্রতিদিন উপাসনা কালে মনে কত বিষয়ের ভাবনা চিন্তা উঠিতেছে, পড়িতেছে কত সামান্য বিষয়ে প্রাণের আসক্তি প্রকাশ পাইতেছে: অথচ আমরা এই সকল অসাড় ভাবনা চিন্তা, কল্পনা জল্পনার হাত এড়াইতে বিশেষ কোন উপায়ই অবলম্বন করিতেছিনা। পক্ষান্তরে বরং ইহাই দেখা যায় যে, অন্ততঃ যখন আমরা প্রকাশ্য

উপাসনাস্থানাদিতে যাই, তখন বেশ ভূষার সাজ সজ্জা এবং সাংসারিক আসক্তি ও অনুরাগ প্রকাশের যত গুলি উপকরণ আমাদের থাকে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে কখন ক্রুটী করি না। আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিরোধী নই,বরং পক্ষপাতী; কিন্তু জাক জমকের ঘোর বিরোধী। আমরা জানি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে মন প্রফুল্ল থাকে, মন প্রফুল্ল থাকিলে উপাসনার অনুকূলতা জন্মে; কিন্তু ইহা তদপেক্ষাও সত্য যে, বেশ ভূষাতে অথবা যে ব্যক্তির বা বিষয়েতে প্রাণের আসক্তি থাকে, তাহা লইয়া উপাসনা হয় না, মনের একাগ্রতা জন্মেনা। মন একেবারে সর্ব্ব বিষয়ের অতীত না হইলে, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত না হইলে প্রকৃত উপাসনা হয় না। তাই সাধকেরা বলিয়াছেন, আসক্তির বিষয় হইতে দূরে থাক, আত্ম-সংযম অভ্যাস কর, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে শিখ।

আত্ম-সংযম ধর্ম্ম জীবনের প্রথম বর্ণমালা। তুমি লোভী, কোন ভাল জিনিষ দেখিলেই, কোন প্রিয়দর্শন পদার্থ নয়নগোচর হইলেই তোমার তাহাতে আসক্তি জন্মে, তাহা লাভ করিবার জন্য তোমার লোভ হয়। এখানেই তোমার পতন ও মরণ। তুমি যদি এ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে না পার, তবে তোমার মুক্তির পথ এখানেই রুদ্ধ। তুমি শত সহস্র চেষ্টা কর, যত দিন না তুমি ইহার হাত ছাড়াইতে পার, তত দিন আর তোমার কিছুতেই কিছু হইবে না। আমরা সাধন-পথের এত দূরে পড়িয়া আছি যে, তাহা বলিবার নয়। আমাদিগকে ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইবে, বিধিপূর্ব্বক নিয়মিতরূপে লোভ প্রবৃত্তি সংযত করিতে হইবে। যে কোন পদার্থে লোভ জন্মিবে, তাহা নিজে ব্যবহার না করিয়া অপরকে বিলাইয়া দিতে হইবে। বিলাইয়া দেওয়ার অবস্থা আমার না হয়, অন্ততঃ আমি নিজে তাহা ব্যবহার করিব না,—পরিবারস্থ অন্য কাহাকেও কিংবা কোন প্রিয় বন্ধুকে তাহা দিয়া ফেলিব। যে কোন পদার্থে আমার প্রাণের আসক্তি জন্মে, তাহা আমি ব্যবহার করিব না, আমি তাহার নিকটেও আসিব না,—আমার নিতান্ত যাহা না হইলেই নয়, যাহাতে আমার প্রাণের গাঢ় আসক্তি না জন্মে, আমি তাহা লইয়াই থাকিব। তাহা বলিয়া যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে গেলেই ফকির সাজিতে হইবে, আমরা এরূপ কথা বলিতেছি না। রাজভোগে থাকিয়াও যদি তোমার তাহাতে প্রাণের আসক্তি না জন্মে, মনে বিলাসিতার ভাব না আসে, তবে তুমি রাজ-প্রাসাদে থাকিয়াও ফকিরের ফকির-পরম ফকির; আর আমি যদি কোপীন-পরিধারী, বৃক্ষতলবাসী, কমণ্ডলুধারী, হবিষ্যান্নভোজী একাহারীও হই, আর আমার তাহাতেই আসক্তি থাকে, তবে আমি ফকির-বেশধারী হইয়াও ঘোরতর সংসারী।

যে সকল বিষয়কে আমরা অতি ক্ষুদ্র ও উপেক্ষার বিষয় বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, জীবনের উপর তাহারা এরূপ আধিপত্য করিয়া থাকে যে,তজ্জন্য আমাদের সমুদায় চেষ্টা যত্ন ও ভজন সাধন ব্যর্থ হইয়া যায়। আমরা কেহ ক্রোধী, কেহ লোভী, কেহ মোহাসক্ত, কেহ অহঙ্কারী,—এইরূপে নানা জনের নানা স্থানে রোগ লাগিয়াছে; কাহারও বা শত দিকে শত আসক্তির বাঁধন পড়িয়াছে। আমাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে, মুক্তির পথ পাইতে হইলে, এই আসক্তির বন্ধন কাটিয়া উঠিতে হইবে। এই আসক্তির বন্ধন কাটিতে হইলে আমাদিগকে প্রাণপণে আত্ম-সংযম, স্বার্থত্যাগ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে রত হইতে হইবে। যাঁহার জীবনে সংযম অভ্যস্ত না হয়, আজীবন ধর্ম্মসমাজে পড়িয়া থাকিলেও তাঁহার জীবনে সার ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হইবে না। তিনি একজন মিষ্টভাষী, বাহ্য-বিনয়ী, উৎসাহী ও কর্ম্মশীল লোক হইতে পারেন; অথচ প্রকৃত ধর্ম্ম তাঁহা হইতে অনেক দূরে থাকিতে পারে। ধর্ম্মের পরীক্ষা নিজ জীবনে, আপনার নিকটে, আসন্ন সময়ে;—বাহিরে বা অপরের নিকটে নহে। বাহিরে আমি এক জন ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারি, তাহাতে আমার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই; কিন্তু আমি ও আমাকে জানি। আমার জীবনের কোন্ স্থানে কালিমা রহিয়াছে, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে,—অপরের থাকিতে পারে; তাই বলি আর কেন, সময় থাকিতে সাধনে ভজনে, আত্মসংযমে মনোযোগী হই। কত বন্ধুবান্ধব আমাদিগকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কোন্ দিন আমাদিগকেও এই সকল অসার আসক্তির পদার্থ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সময় থাকিতে আপনার কাজ সারিয়া লই, মুক্তির পথ চিনিয়া লই। ঈশ্বর আমাদিগকে সুমতি দিন, আমাদের শুভইচ্ছার সহায় হউন।

মোহ-আবরণ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

কেবল নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইলেই মোহ-আবরণ দূর হয় না, অজ্ঞানতা মোহ আবরণের প্রথম স্তর; দ্বিতীয় স্তর সংসারাসক্তি। যত দিন অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকি, তত দিন যেমন বুঝিতে পারি না যে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন রহিয়াছি, তেমনি যতক্ষণ হৃদয়ে সংসারাসক্তি প্রবল থাকে ততক্ষণ বুঝিতে পারি না আমরা কতদূর সংসারাসক্ত। দুই একটী জ্ঞান স্ফুলিঙ্গ না পাইলে যেমন চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকার অনুভূত হয় না, তেমনি হৃদয়ে এক আধ কণা স্বর্গীয় প্রেম না পাইলে বুঝা যায় না হৃদয় কত গভীর রূপে সংসারে মগ্ন রহিয়াছে। সেই দুই একটী প্রেম কণিকা যখন পাওয়া যায়, তখন হৃদয়ের গাঢ় সংসারাসক্তি ভাবিয়া অস্থির হইতে হয়।

অন্য বিষয়ে মন অভিনিবিষ্ট থাকিলে সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তির অস্তিত্বও অনুভূত হয় না, কাণের কাছে উচ্চ শব্দ হইলেও শুনা যায় না, বারম্বার জিজ্ঞাসিত এবং কৃত প্রশ্নেরও মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। দুঃখ বা চিন্তামগ্ন ব্যক্তি কোন উপবন বা চিত্রশালিকা দেখিতে গেলে তাহার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যও দেখিতে পায় না। এই সমুদায় দৃষ্টান্ত দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে

বুঝিতে পারা যায় সংসারাসক্তি কিরূপে ঈশ্বরকে ঢাকিয়া রাখে। জ্ঞান ত উজ্জ্বলভাবে তাঁহাকে প্রকাশিত করে, জ্ঞান ত বলে জগৎকে দেখা আর তাঁহাকে দেখাতে এক নিমেষেরও অন্তর নাই, আত্মাদর্শন আর ঈশ্বর-দর্শন এক মুহূর্ত্তেরই ব্যাপার,—অথচ চক্ষুর অন্ধকার ঘুচে না কেন? ব্রহ্মদর্শনের উজ্জ্বলতা, আনন্দ, পবিত্রতা কোথায়? জ্ঞান ত বলে জীবন তাঁহার প্রেমলীলার ক্ষেত্র, আত্মা তাঁহার আদরের পুতুল, কিন্তু এই প্রেম-লীলা, প্রেমাদর অনুভব করিতে পারি না কেন? ইহার উত্তর —আমরা সংসারাসক্তি বশতঃ তাঁহাকে জানিয়াও জানি না, দেখিয়াও দেখি না। দুষ্ক্রিয়াসক্ত অবাধ্য সন্তান কি জানে না যে তাহার মা আছেন, আর মা তাহাকে কত ভাল বাসেন। জানে, কিন্তু পাপাসক্তি বশতঃ তাহা ভাবিতে ইচ্ছা করে না, ভাবিতে ভাল লাগে না। যদি কখনও ভাবিয়া দেখে হয়তঃ ক্ষণকালের জন্য অস্থির হয়, কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিতেই পারে না, অনুভব করিতেই পারে না; সুতরাং মায়ের প্রেমতত্ত্ব সে জানিয়াও তদ্বিষয়ে অজ্ঞান। ঈশ্বর আর সংসারাসক্ত মানবাত্মার মধ্যে ঠিক এই সম্বন্ধ।

অর্থ, যশ, ভোগ এই সমুদায় ত প্রবলরূপেই হৃদয়কে আকর্ষণ করে, বিশেষরূপেই আত্মার অন্তর্দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কিন্তু ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, সংসারের ক্ষুদ্রতর, অতি সামান্য সামান্য বস্তুকে ও আমরা ঈশ্বরাপেক্ষা অনেক ভাল বাসি। বল দেখি, পাঠক, উপাসনার সময় মন চঞ্চল হয় কেন? ঈশ্বর চিন্তা ছাড়িয়া মন অন্য বিষয়ের চিন্তায় ধাবিত হয় কেন? ইহার কারণ কি এই নয় যে আমরা ঈশ্বরাপেক্ষা সে সমুদায় বস্তুকে অধিক ভালবাসি? উপাসনায় অল্পক্ষণ বসিয়াই উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় কেন? ইহার কারণ কি এই নহে যে ঈশ্বর-সহবাস অপেক্ষা সংসারের সহবাস আমাদের অধিক ভাল লাগে? উপাসনায় অল্পমাত্র সরসভাব পাইয়াই তৃপ্ত হই কেন? গভীর ভাবে ব্রহ্মধ্যানে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইতে কেন প্রয়াস পাই না? ইহার কারণ কি এই নহে যে হৃদয় ঈশ্বরাপেক্ষা সংসারে অধিক সুখ পায়, সুতরাং ব্রহ্মানন্দ লাভের বিশেষ প্রয়াসী নয়। ঈশ্বরের পবিত্রনাম জপ করিয়া হৃদয়কে শান্ত পবিত্র রাখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু দেখি সংসারের অসার চিন্তাই মনে অধিক আসে। ইহার কারণ এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলি লইয়া থাকিতেই মন অধিক ভাল বাসে। খুব সাধন-পরায়ণ হইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু দেখি সাংসারিক ব্যস্ততা, সাংসারিক ঝঞ্ঝাট আর শেষহয় না। এই ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টিকর্ত্তা যে অনেকটা আমিই, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। সাধনের সময় আধ ঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টা করিলে, এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা করিলে দেখি সংসারের কোন ক্ষতিই হয় না, অথচ তাহাতে সাধনে দ্বিগুণ অগ্রসর হই, কিন্তু এই সময়-বৃদ্ধি করিবার প্রকৃত ইচ্ছা টুকু আমার নাই; কারণ—সংসারাসক্তি।

এই সাংসারাসক্তিই তবে আমাদের সম্মুখ হইতে ঈশ্বরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; এই আবরণ দূর হইলেই তাঁহাকে দেখি। জ্ঞান মোহাবরণের গাঢ়তা দূর করিয়া দেয়, ঈশ্বরকে নিকটবর্ত্তী করে। ব্রহ্মজ্যোতির কথঞ্চিৎ আভাস আত্মার সমক্ষে প্রকাশিত করে। বৈরাগ্য এই অবশিষ্ট আবরণ ছিন্ন করিয়া সমুদায় অন্ধকার, সমুদয় দূরত্ব বিনাশ করে। জ্ঞান সম্মুখস্থিত অনন্ত ব্রহ্মাকাশ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু যত দিন পক্ষদ্বয় সংসারবন্ধনে বাঁধা থাকে তত দিন এই মুক্তাকাশে উড়া অসম্ভব। জ্ঞান ঈশ্বর-বাণীরূপ বংশীধ্বনী ক্ষণে ক্ষণে কাণে প্রবেশ করায়, সংসারাসক্তি দূর হইলেই এই ভগ্ন রব তানলয় যুক্ত বিশুদ্ধ সঙ্গীতরূপে পরিণত হয়। তিনি ত কাছেই আছেন। সংসারকে অসার জানিয়া, আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলেই তাঁহাকে পাই। এই আসক্তি, এই ব্যাকুলতা কিরূপে লাভ করি? অটল ঐকান্তিক সাধন, কাতর প্রার্থনা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

চরিত রহস্য।

(মণিকা।)

মণিকার জনকজননী বড় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। ঈশ্বরের হাত ছাড়িয়া তাঁহারা কখনও সংসারের পথে একাকী বিচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। বিবেককে পরিষ্কার রাখিয়া, প্রার্থনাকে সহচরী করিয়া তাঁহারা জীবনের প্রতিদিন অতিবাহিত করিতেন। কালক্রমে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের গৃহে মণিকার জন্ম হইল। মণিকা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অবশেষে উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইল। তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন। ধার্ম্মিক পরিবারের শিক্ষয়িত্রীও বুদ্ধিমতী ও ধার্ম্মিকা ছিলেন। শিক্ষয়িত্রী একদিকে যেমন আপনার দৃষ্টান্ত উপদেশ দ্বারা মণিকার প্রাণে নানা প্রকারের ধর্ম্মভাব ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনি সময়োচিত সৎপরামর্শ দিয়া তাহাকে আত্মসংযম শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এইরূপে সংশিক্ষা লাভ করিয়া মণিকা যৌবনের প্রারম্ভেই আদর্শ রমণী হইয়া দাঁড়াইলেন। একদিকে ঈশ্বরের জ্বলন্ত বিশ্বাস, অপর দিকে আপনার প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, একদিকে সৎকার্য্যের জন্য প্রাণপণে যত্ন, আরেক দিকে আত্মোৎসর্গের জন্য, আপনার সুখ বিসর্জ্জনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ। একদিকে সৎগ্রন্থপাঠে, সাধুলোকের সহিত সদালাপে [illegible] ব্যগ্রতা, অন্যদিকে আত্মচিন্তার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাঢ় মনোনিবেশ। মণিকা এই সকল সদ্‌গুণে এই সকল উপায়ে সকলেরই আদরের ধন হইয়া উঠিলেন।

যথাসময়ে পেট্রিশস্ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত পদস্থব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। কোপনস্বভাব পেট্রিশস্ মণিকার ঈশ্বরকে মানিতেন না। চরিত্রও তাঁহার বড় কলুষিত ছিল। এইরূপ স্বামী পাইয়াও মণিকা একদিনের তরে ক্ষুণ্ণ হইলেন না। প্রত্যুত সমস্ত হৃদয়ের সহিত স্বামীকে ধর্ম্মপথে আনিবার

জন্য মনস্থ করিলেন। সহিষ্ণুতার সহিত তিনি স্বামীর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন, এবং ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অপর দিকে মণিকার পবিত্র, সাধু জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্তে, এবং প্রেমময় অনুগত ব্যবহারে পেট্রিশসের পাপজীবন লজ্জিত হইল, মণিকা স্বামীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। স্বামীকে সৎপথে আনিবার জন্য মণিকার আগ্রহ ঐকান্তিক ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কখনও তাঁহাকে স্বামীর সহিত তর্ক, বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে শুনে নাই। স্বামীকে সৎপথে আনিবার জন্য তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই সুফল প্রদান করিয়া থাকে। স্বামীকে যখন তিনি কোন অসৎ কার্য্য করিতে দেখিতেন, অথবা ক্রোধে অন্ধ হইতে দেখিতেন, তখন তাঁহার সহিত তিনি কোন কথা কহিতেন না। কিন্তু ঝটিকার সময় অতিবাহিত হইয়া তাঁহার স্বামী আবার যখন শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেন, তখন সুমিষ্ট ভাষায় আস্তে আস্তে মণিকা আপনার অমৃত ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। অল্প কথায় স্বামীর চক্ষের সমক্ষে সেই বিষয়ের অপর দিক দেখাইয়া দিতেন এবং সাধু ব্যবহারের, উপকারিতা বুঝাইয়া দিতেন। স্বামী যখন তাঁহার উপর বিরক্ত হইতেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত মুখে মুখে উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া আপনার কার্য্য সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইতেন না। সুতরাং বর্দ্ধিত ক্রোধ স্বামীর নিকট তাঁহাকে লাঞ্ছনাও পাইতে হইত না। অপর দিকে স্বামীর রাগ পড়িলে, ভাল অবস্থায় তাঁহার নিকট ভালকথা বলিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে মণিকা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন।

প্রতিবেশীগণ মণিকার সৌভাগ্যে চমৎকৃত হইয়া গেল। পাড়ার কতরমণী স্বামীর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া মণিকাকে আপনাদের শরীরের প্রহারের চিহ্ন দেখাইত এবং কত দুঃখ করিত। মণিকা সর্ব্বদাই তাহাদের সান্ত্বনার জন্য একই কথা বলিতেন। "তোমাদের স্বামীরা যে তোমাদের উপর বিরক্ত, তাহার জন্য তাহারা দোষী নহে কিন্তু দোষ তোমাদের। তোমরা জিহ্বা সংযত করিতে পারিলে কখনও তোমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না।" অনেক প্রতিবেশী তাঁহার এই পরামর্শ মতে চলিয়া দুর্দ্দান্ত উগ্রপ্রকৃতির স্বামীকেও বশীভূত করিয়া ফেলিল। পেট্রিশসও স্ত্রীর উজ্জ্বল পবিত্র দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই পেট্রিশস মণিকার ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে লাগিলেন, পরম ধার্ম্মিক ভক্ত হইয়া পড়িলেন। মণিকা অবিশ্বাস ও মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া স্বামীকে স্বর্গের আলোকে, জীবনের পথে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

সতী সাধ্বী মণিকা পতির উদ্ধার সাধন করিলেন বটে। কিন্তু তাঁহার জীবনের কার্য্য এই খানেই শেষ হইল না। কালক্রমে দুইটী পুত্র সন্তানকে পিতৃহীন করিয়া পেট্রিশন ইহ লোক ত্যাগ করিলেন। মণিকার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাই পেট্রিশসের বড় ইচ্ছা ছিল, যে তাঁহার পুত্র বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া একজন মহা পণ্ডিত হন। পুত্রকে ধর্ম্মভীরু করা, ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করা মণিকার প্রথম চেষ্টা হইলেও পুত্র মহা পণ্ডিত হইবার জন্য চেষ্টা করে এ বিষয়ে তাঁহার অমত ছিল না। সুতরাং জনক জননীর অভিপ্রায়ানুসারে তিনি তৎকালিক বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান ক্ষেত্র কার্থেজে গমন করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় অবস্থান কালে অষ্টিন ভ্রমে পতিত হইলেন। মণিকার ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলেন। মণিকার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অষ্টিনের মৃত্যু হইলেও মণিকার তত যন্ত্রণা হইত না। মণিকা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দিনের পর দিন পুত্রের আধ্যাত্মিক আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে তাঁহার পুত্র মহাপণ্ডিত হইলেন, তাঁহার যশঃগৌরবে পৃথিবী ছাইয়া গেল। মণিকার মনে তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দের উদ্রেক হইল না। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে জীবন সে জীবন যশোমণ্ডিত হইল তাহাতে কি?—মাতা পুত্রের উদ্ধারের জন্য দিনের পর দিন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ২৯ বৎসর বয়সে কার্থেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অষ্টিন রোমনগরের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। গরিব মণিকার পুত্র ধনশালী হইতে চলিলেন—তাহাতে ও মণিকার মনে আনন্দ নাই। ঈশ্বর হীন জীবন আঁধার ময়, সুতরাং পুত্রের সাংসারিক উন্নতিতে ধর্ম্মশীলা মণিকার মনে কিছুমাত্র প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল না।

জননী অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রকে ফিরাইতে পারিলেন না। জননীকে কাঁদাইয়া অষ্টিন রোমনগরে গমন করিলেন। মণিকা ইহাতে নিরাশ হইলেন না, ভাবিলেন ঈশ্বরের রাজ্য ছাড়িয়া পুত্র কোথায় যাইবে। আবার ঈশ্বরের দরবারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহার প্রার্থনাপূর্ণ হইল। অষ্টিন রোমে যাইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন। একজন সাধুব্যক্তির চেষ্টায় তাঁহার জীবন রক্ষা হইল—সেই ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে তাঁহার চক্ষু খুলিল—তিনি আপনার ভ্রম দেখিতে পাইলেন। অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের প্রসারিত ক্রোড়ে মস্তক লুকাইলেন। মাতার আশা পূর্ণ হইল। অশ্রু জল বিলোড়িত হইল, মাতা পুত্রে পুনর্মিলন হইল। সাংসারিক উন্নতিতে, জগদ্ব্যাপী যশে, যে মাতার অধর প্রান্তে হাসির সঞ্চার করিতে পারে নাই, আজ ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন হইল দেখিয়া সে মাতার হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল।

এমন মাতা, এমন পত্নী এসংসারে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

নিত্য-উপাসনা ব্রত।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

বড় বড় সহরে এরূপ নিয়ম আছে যে, সকল বাড়ীর ময়লা যাইবার জন্য মাটির নিচ দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নল পোঁতা থাকে। তাহার ভিতর দিয়া সকল ময়লা বাহির হইয়া যায়। মাটির নীচে গভীরকবে খুড়ে এই সকল নল বসান হয়; এবং তাহার উপরে খুব ভাল করিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয়। কিন্তু এখন অনেক পণ্ডিত বলেন যে ময়লা নির্গমনের পথ মাটির উপরে হওয়া উচিত;—তাঁহারা বলেন সূর্য্যকিরণের ন্যায় দুর্গন্ধ নিবারক আর কিছুই নাই—এজন্য নর্দ্দামাগুলিকে ঢাকা না দিয়া, সূর্য্যকিরণ লাগিতে পারে এমন করিয়া খুলিয়া রাখা উচিত। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে যতই জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে ততই সূর্য্যের নানা প্রকার গুণ প্রকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশস্থ পুরাতন বাড়ী গুলি দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা যেন যত্নপূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ এবং বাতাসকে বন্ধ করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেন! কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই যে, লোকে বাড়ী করিবার সময় যেদিক দিয়া সূর্য্য কিরণ এবং বাতাস আসিতে পারে সেই দিক অতি যত্নে খোলা রাখিতে চায়। আহা! গৃহে রৌদ্র এবং বাতাস যদি আসিতে না পারে তবে সে গৃহের কি দুর্দ্দশা! যদি দেখিতে পাই, এক জন লোক যে দিক দিয়া রৌদ্র ও বাতাস আসিতে পারে সেই দিক যত্নপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া রাখে, এবং যে দিক দিয়া দুর্গন্ধ আসে, যে দিকে ময়লা ফেলিবার স্থান সেই দিক খোলা রাখে, তবে তাহাকে কি বলিব? তাহার ন্যায় নির্ব্বোধ কয়জন আছে? ঠিক সেইরূপ অনেক মানুষ আছে, যাহারা, যে সকল দিক দিয়া ধর্ম্মের বাতাস আসিবে, প্রেমসূর্য্যের কিরণ আসিয়া হৃদয়ের অন্ধকার ও দুর্গন্ধ নাশ করিবে, সেই সকল দিক বন্ধ করিয়া রাখে, আর যে সকল দিক দিয়া অধর্ম্ম দুর্নীতি স্বার্থপরতার বাতাস আসিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিবে, সেই সকল দিক খোলা রাখিয়া দেয়।—হায় হায় কি নির্ব্বোধ তাহারা—অল্পে অল্পে হৃদয় চিরব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে তাহা দেখিতেছে না, কি আশ্চর্য্য! অনেকে বলিয়া থাকেন উপাসনার জন্য কোন বিশেষ সময় রাখা অথবা কোন নিয়ম করিয়া রাখার আবশ্যকতা নাই। সময়ে সময়ে যখন সুবিধা বোধ হইল, তাঁহার উপাসনা করিলেই হইল। লোকে যখন এই সকল কথা লইয়া তর্ক করেন তখন তাঁহাদিগকে দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বলি ভাই রে যতগুলি দরজা দিয়া প্রেম-রবির কিরণ এসে তোমার আত্মাকে আলোকিত করিবে সে সবগুলিকে খুলে রাখ না কেন? প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস ও নবোদিত সূর্য্যের কিরণ আসিয়া তোমার আত্মার সকল ব্যাধি দূর করিবে। কেন তুমি সেই জানালা খুলিয়া রাখ না? যদিও অনেক দিন প্রভাতের সূর্য্য মেঘে ঢাকিয়া থাকে, যদিও সময়ে সময়ে প্রাতঃকালে সুশীতল বাতাস বহে না, গুমট করিয়া থাকে; তাই বলিয়া কি ভাই! তুমি অন্ধের মত তোমার জানালা দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবে? যে দিক দিয়া হৃদয়ে আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, সর্ব্বদা সেই সকল জানালা দরজা যত্নপূর্ব্বক খুলিয়া রাখিবে। নহিলে, সংসারের দূষিত বায়ু হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অস্বাস্থ্যকর হইবে। অথচ প্রেমময়ের মুখের জ্যোতি প্রবেশ করিয়া হৃদয় আলোকিত করিতে পারিবে না; ধর্ম্মের সুশীতল শান্তি হিল্লোল আসিয়া হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিবে না। অনেক দিন এমন হইয়াছে উপাসনায় কোন ফল হইল না, নিয়মিতরূপে সমাজে আসিলাম, উপাসনায় যোগ দিলাম, রবিবারের পর রবিবার চলিয়া গেল, তথাপি মন ভাল হইল না, তাই বলে কি ভাই সমাজে আসা বন্ধ করিব, উপাসনা ত্যাগ করিব, প্রার্থনায় কোন ফল হয় না বলিব? দশ দিন গুমট করেছিল বলে তুমি কি একবারে জানালা বন্ধ করিয়া রাখিবে? তুমি কি জান কখন সুশীতল বাতাস আসিয়া তোমার প্রাণকে শীতল করিবে? হঠাৎ যখন বাতাস বহিবে তখন তুমি কি করিবে? জানালা বন্ধ থাকিলে সে বাতাস তুমি উপভোগ করিতে পারিবে না। এমন কি কখন হয় নাই, যে নিরাশ অন্তরে শুষ্ক প্রাণটি লইয়া উপাসনায় যোগ দিলে, হয়ত তোমার ভালই লাগিতে ছিল না। কিন্তু কোথা হইতে যে স্নিগ্ধ বাতাস আসিল, প্রেমের হিল্লোলে প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল; প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সুন্দর আত্মাটি লইয়া ফিরিলে। যদি ভাই দ্বার বন্ধ রাখিতে তবে ত আর এ আনন্দ সম্ভোগ তোমার ভাগ্যে ঘটিত না। সেই যে ভাই এক দিন নিজ পাপ স্মরণ করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইলে, স্বার্থপরতার কথা মনে করিয়া লজ্জিত হইলে প্রাণের দূষিত ভাব দূর করিবলে যদি দরজা বন্ধ থাকিত। সুবাতাসের প্রভাবে, তাহা ত হইত না। তাই বলি হে ভাই! সকল দ্বার সর্ব্বদাই খুলিয়া রাখিবে। তোমার হৃদয় দ্বার যদি ক্ষুদ্রও হয় তথাপি তাহা খুলিয়া রাখিবে, যত দ্বার দিয়া সাধুভাব আসিতে পারে তার কোন পথ তুমি বন্ধ করিও না। কখন বাতাস আসবে, বলে আসবে না; কোন পথ দিয়া আসিবে তা তুমি জান না; কি ছাই উপাসনা এ কথা বলিয়া কুতর্ক তুলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিও না, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিবে না—ধর্ম্মের জন্য আর কাঁদিবে না ধর্ম্ম-তৃষ্ণা চলিয়া যাইবে।

দুদিন উপাসনা ভাল লাগিল না, বলিয়া যদি বাদ দাও, তবে যে দিন প্রেমের বন্যা আসিবে সে দিন তুমি শান্তি বারি পাইবে না। অতএব প্রতিদিন উপাসনা করিবে। উপাসনা প্রথম প্রথম ভাল লাগিবে না। কিন্তু জানিও যে এ প্রেমের ব্যাপার। যত উপাসনা করিবে দিন দিন ততই ভাল লাগিবে। অতএব আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করিতে ইচ্ছুক যাঁহারা তাঁহাদের এই ব্রত গ্রহণ করা উচিত, যে ভাল লাগুক আর না লাগুক প্রতিদিন নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতে হইবেই হইবে। আমাদের ভিতর এই উপাসনার অভাব বশতঃই এত দুর্দ্দশা। ৫০ বৎসরের অধিক হইল ব্রাহ্মসমাজ

জন্মেছে, এখন পর্য্যন্ত ইহা এদেশকে জয় করিতে পারিল না—ইহার কারণ আমাদের এই উপাসনার অভাব। এই গত সাত বৎসরে এই সহরে ব্রাহ্মদের প্রায় তিন লক্ষ টাকার বাড়ী হইয়াছে,—কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি কত অল্প হইয়াছে—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক কত অল্প প্রচার হইয়াছে!—ইহা কি আমাদের আধ্যাত্মিক হীনতার পরিচয় দেয় না। এ আধ্যাত্মিক হীনতা ঘুচিবে কিসে?—সাধনা চাই—নিত্য উপাসনা চাই। উপাসনা না করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ধার্ম্মিক হইব; কালে ভদ্রে বেড়াইতে বেড়াইতে পথে ঘাটে একটা প্রজাপতি দেখিলাম, কি একটা ফুল দেখিলাম—ভগবানের কথা মনে পড়িল, আর অমনি আধ্যাত্মিক জগতে গিয়া পড়িলাম—এরূপ হইলে চলিবে না। ব্রত গ্রহণ করা চাই নহিলে জীবন গঠন হয় না। জগদীশ্বর করুন যেন আমরা নিত্য উপাসনা করিতে সমর্থ হই। যেন, যে দিক দিয়া প্রেমের আলোক, ধর্ম্মের বাতাস আসিবে সে সকল দিক খোলা রাখি।

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় পুনরায় দুর্ভিক্ষ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ স্থানে কার্য্য করার লোক পাওয়া না যাওয়াতে তথায় কার্য্যের বড় অসুবিধা হইতেছে। আমরা বারবার অনুরোধ করিয়াও কলিকাতা কি মফঃস্বল হইতে লোক পাইতেছিনা, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মদের খাটিবার শুভ মুহূর্ত্ত আর কি হইতে পারে? আমরা আশা করি, ঈশ্বর আমাদের প্রাণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতা ভগিনীদের জন্য তাহাদের জীবন রক্ষার প্রতি উৎসাহ ও সদিচ্ছার সঞ্চার করিবেন।

একেত লোকাভাব, তাহাতে আবার অর্থাভাব। এতদিন যে তিন সহস্রাধিক লোককে ব্রাহ্মসমাজ আহার দিয়া বাঁচাইয়া আসিতেছিলেন, আর বুঝি বা তাহাদিগকে বাঁচাইতে না পারেন। তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইলে আর ৩।৪ মাস তাহাদিগের অন্নবস্ত্র যোগাইতে হইবে, কিন্তু আমাদের হাতে যাহা কিছু ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আষাঢ় মাস কাল সেই অর্থদ্বারা কোনরূপে চলিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের হাতে তাহাদের ভার ন্যস্ত করার আশাও ফুরাইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদিন যাহারা সাহায্য পাইয়া আসিতেছিল, তাঁহারা তাহাদের সংখ্যাই নাকি অল্পে অল্পে কমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয়, তবেত আরও ভয়ের কথা। সে যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজ যাহাদের জীবন রক্ষার ভার লইয়াছিলেন, এতকাল পর্য্যন্ত তাহাদের অন্ন বস্ত্র যোগাইয়া এখন যদি চলিয়া আসেন, তবে তাঁহাদের এতদিনের চেষ্টা ও অর্থব্যয় সমস্তই ব্যর্থ হইবে। সেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহায় লোকদিগকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া আসার কথা কল্পনা করিতেও প্রাণে অসহ্য যাতনার উদয় হয়, হৃদয় মন ছটফট করে। তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া আসা আর তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া বধ করা যেন একই কথা মনে হয়। এখনও যদি স্থানীয় ও মফঃস্বল বাসী ব্রাহ্মগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, শরীর মন দিয়া অর্থ সংগ্রহ ও অর্থদানে অগ্রসর না হন, তবে বুঝিব ব্রাহ্মদের প্রাণ নিতান্তই পাষাণে গঠিত,—তাঁহাদের জনহিতৈষণা কেবলই মুখের কথা।

বিদ্যারত্ন মহাশয় নলহাটী হইতে শীঘ্রই পূর্ণিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ভিক্ষার্থে বাহির হইবেন, আশা করি ঈশ্বর তাঁহার চেষ্টা সফল করিবেন। আমাদের প্রত্যেকে যদি তাঁহার মত অন্ততঃ আমাদের অবসর কাল টুকু দুর্ভিক্ষের জন্য ভাবি এবং কার্য্য করি, তবে কত কাজ না করিতে পারি? কিন্তু আমাদের সে মতি গতি যে নাই, ঈশ্বর আমাদের এই জড় ও অসাড় প্রাণে সজীবতা ও কার্য্যক্ষমতা প্রদান করুন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ২১ জুন রবিবার সুবিখ্যাত "সখা" সম্পাদক বাবু প্রমদাচরণ সেন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সবিশেষ বিবরণ পরবারে প্রকাশিত হইবে।

হাজারি বাগ জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব সিরিস্তাদার মিঃ বঙ্গরঙ্গ বিহারী যিনি কয়েক মাস হইল বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন—তাঁহার জন্মভূমির চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে অতি উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

৩২ এ জ্যৈষ্ঠ এবং ১ লা আষাঢ় শিবপুর প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সমাজটী তত্রত্য ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের কয়েকটী ছাত্রের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকাংশের স্থানান্তর গমনে সভ্যসংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে মধ্যে সমাজটীর অবস্থা একটুকু খারাপ হইয়াছিল। পুনরায় কতিপয় ছাত্র যোগ দেওয়াতে তাহার অবস্থা ভাল হইতেছে। প্রথম দিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বিতীয় দিন বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বিগত ২ রা আষাঢ় সোমবার বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী শ্রীমতী বিধুমুখীর সহিত ময়মন সিংহের অন্যতম ভূম্যধিকারী মসূয়া নিবাসী পরলোকগত বাবু হরিকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র বাবু উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এর ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২২ বৎসর ও পাত্রীর বয়স ২০ বৎসর এই বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে।

১৬ ই আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে বাবু পূর্ণানন্দ রায়, বাবু গোপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বাবু নকুড়চন্দ্র ঘোষ ও বাবু আশুতোষ দত্তনামক চারিজন যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শেষোক্ত দুইজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র তাঁহাদের একজনের অভিভাবক সানন্দচিত্তে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম দীক্ষাতে সম্মতি দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদের প্রাণে বল দিন।

বিগত ১ লা আষাঢ় রবিবার ভিনজপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রথমা কন্যার জাত কর্ম্ম উপলক্ষে উপাসনা হয়। সৈদপুর হইতে বাবু বঙ্কুবিহারী বসু। বাবু রামচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুগণ তথায় গমন করিয়াছিলেন। বাবু বঙ্কুবিহারী বসু মহাশয় উপাসনার কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রচারব্রতে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় সন্তোষজনক রূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রেরিত।

১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে "শ্রী" স্বাক্ষরকারী কোন মহাত্মা হিন্দু বিধবাগণের দুঃখে আন্তরিক ক্লিষ্ট হইয়া দুঃখিনী বিধবাগণের জন্য আপনার আশ্রয় বাটিকার প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুবিধবা বিবাহের পোষণকারী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, যেরূপ সময় পড়িয়াছে, এবং যেরূপ বিধবাবিবাহের আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে ঐরূপ আশ্রয়ের (widow's home) নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এরূপ আশা নাই। ব্রাহ্মসমাজের উপর এই শুভ কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। আজকাল ব্রাহ্মসমাজ যেমন কার্য্য কারিতার দিকে (practical work) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে আশা হয় যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এইম হৎকার্য্য সংসাধিত হইলে ব্রাহ্মসমাজের মহান্ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। বিধবাগণের জন্য এইরূপ একটী আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, একটী মহৎ সামাজিক অভাব পূর্ণ হইবে, কতশত বিধবা ব্রাহ্মসমাজের দিকে আশার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ ব্রাহ্মগণের যেরূপ আর্থিক অবস্থা, তাহাতে তাঁহারা বিধবাগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়াও তাহাদিগের দুঃখ মোচনার্থে কিছুই করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু এইরূপ একটী আশ্রম হইলে সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইবে। অনেকের ইচ্ছা বিধবাগণকে সাহায্য করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘটনা চক্রে পতিত হইয়া অনেকে নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা আমাদিগের নিজের জীবনেই দেখিতেছি যে কত বিধবা আমাদিগের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ একটী আশ্রম হইলে ব্রাহ্মসমাজ কতশত বিধবার আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন। এই আশ্রমটি কিরূপ হওয়া উচিত পূর্ব্বোক্ত লেখক তাহা বিশদ রূপে লিখিয়া বিশেষ চিন্তা শীলতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং আশা করি যদি কোন ঈশ্বর প্রেমিক মহানুভব ব্যক্তি বিধবাগণের দুঃখে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া এই মহদ নুষ্ঠানের ভার লইতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে অর্থ কিম্বা অন্য অন্য কারণে এ কার্য্য কখন অপূর্ণ থাকিবে না; সকল সাধু কার্য্যের ন্যায় ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে আমার স্থির বিশ্বাস যে ইহাতে অত্যন্ত শুভ ফল ফলিবে। এসম্বন্ধে আপনার এবং ব্রাহ্ম সাধারণের মত জানিতে উৎসুক রহিলাম। বিনয়াবনত

সম্পাদক বরাহ নগর ব্রাহ্মসমাজ। শ্রীগোপালচন্দ্র দে

প্রাপ্তি স্বীকার।

১৮৮৩ সালের জানুয়ারি হইতে ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের নিকট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহ প্রস্তুতের জন্য সাহায্য পাওয়া গিয়াছে কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নে তাঁহাদের দান প্রাপ্তি স্বীকার করা গেল।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের জের		৩০০৪৭।৪ পাই
বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১০
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ	২
,, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ	৪
বাবু কালীশঙ্কর শুকুল	ঐ	৯
,, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	বালিগঞ্জ	২
,, রজনীকান্ত নিউগি	কলিকাতা	৩
,, ত্রৈলোক্যনাথ দেব	ঐ	৩
,, উমাচরণ দাস	ভবানীপুর	২০
,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস	কালীঘাট	৫
,, যোগেন্দ্রনাথ দে	বড়বাজার	২
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	তালতলা	১।০
,, পার্ব্বতিচরণ গুপ্ত	পূর্ণিয়া	৫০
,, জগচ্চন্দ্র দাস	আসাম	১০০
,, হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়	কলিকাতা	২
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	ঐ	৩
,, নলিনীকান্ত বায়	ঐ	১
,, রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায়	(নড়াইল) জাং সাং বর্দ্ধমান,	৫০
,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	মুন্সেফ্	৫
,, রাধাচরণ রায়	মুন্সেফ্	৫
শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্ত	কলিকাতা	১৫০
বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	তেজপুর	৮
,, কালীমোহন ঘোষ ও পরিবার	দেরাদুন	২৫০
,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার	নওগা আসাম	১০
,, গুরুপ্রসাদ সেন	বাকীপুর	১৫
,, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়	ঢাকা	৪৭৫
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২
,, দুকড়ি ঘোষ	ঐ	২০
,, শরচ্চন্দ্র রায়	ময়মন সিংহ	৫
,, রজনীনাথ রায়	কলিকাতা	৪২৫
হাওড়ার একটী বাবু মাং হরনাথ বসু		১
সদ্য পুষ্করিণীর বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত		৯
বাবু বামনদাস সিংহ	চাকদহ	১
,, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ	ঐ	১
,, পূর্ণচন্দ্র হালদার	ঐ	১
,, হাজারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১
,, সুরেন্দ্র নাথ সিংহ	ঐ	১
,, আনন্দগোপাল ভুঁই	ঐ	২

,, ঈশ্বরচন্দ্র বসু	বোম্বে	৫০৲
,, উমেশচন্দ্র ঘোষ মাং প্রমদা বাবু		৪॥০
,, অযোধ্যানাথ ভক্ত	ঢাকা	৫৲
,, ক্ষেত্রমোহন শীল	ঐ	৫৲
,, প্রতাপচন্দ্র দাসের পরিবার	ঐ	২০৲
,, বৈকুণ্ঠনাথ রায়	ঐ	৪৲
,, হরিনাথ দাস স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে		২৲
,, নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার		১০০৲
,, কোচবিহারের একটী বন্ধু		১৲
,, মথুরানাথ নন্দী	কলিকাতা	৫৲
,, কেদারনাথ কুলভি	বাঁকুরা	১৲
,, নবকুমার গুহ	ফরিদপুর	১৲
,, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দে	ঐ	৫৲
একটী বাবু মাং বাবু চারণচন্দ্র ভৌমিক		৫৲
বাবু হেমেন্দ্রনাথ বসু		১৲
,, মহারাজা কোঁচবিহার		৪০০৲
বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	মুক্তাগাছা	২০৲
একটী বন্ধু মাং নবদ্বীপচন্দ্র দাস		২৲
বাবু প্রিয়নাথ মিত্র	শ্যামবাজার	১০০৲
,, যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	মুক্তাগাছা	১৫৲
শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু মাং ফনিন্দ্র বাবু		৭৲
বাবু চন্দ্রনাথ মল্লিক বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থান হইতে আদায় করেন		২৫৲
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু টেলিগ্রাম আফিস প্রভৃতি হইতে আদায় করেন		২০৲
,, কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রভৃতি আদায় করেন		১৪৲
ডাক্তার ভোলানাথ বসুর পরিবার		১০৲
ভবানীপুরের একটী বন্ধু, মাং শিবনাথ শাস্ত্রী		২০৲
বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ	মঙ্গলগঞ্জ	১০০৲
শ্রীমতী শ্যামামোহিনী গুপ্তা মাং কৃষ্ণকুমার মিত্র		২৲
		১৩৭৫৲

মোট ৩২১২ ৬৪ পাই

ক্রমশঃ

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীযুক্ত বাবু রসিক লাল দাস	ধার	৩৲
,, ,, যোগেশ চন্দ্র রায়	কটক	১।০
,, ,, কালী পদ চট্টোপাধ্যায়	শ্যামপুর	৩।৵
,, ,, উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ	কলিকাতা	।০
,, ,, শশী ভূষণ বসু	কলিকাতা	১৲
,, ,, রজনীকান্ত বসু	দিনাজপুর	১৸৵০
,, ,, পূর্ণ চন্দ্র গুপ্ত	দিনাজপুর	১৸৵০
শ্রীযুত বাবু প্রতাপ চন্দ্র দাস নবিশ	দিনাজপুর	১৸৵০
,, ,, অম্বিকা চরণ সরকার	বর্দ্ধমান	৩৲
,, ,, নবীন চন্দ্র রায়	লাহোর	৬৲
,, ,, গুরুপ্রসাদ ভৌমিক	ভাতুম	৪॥০
,, ,, শ্রীশ চন্দ্র দে	ভবানীপুর	২৴০
,, ,, কৈলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রাঁচি	৩৲
,, ,, শিবচন্দ্র দাস	ভবানীপুর	২॥০
,, ,, ভবানী নাথ বাগচী	চুয়াডাঙ্গা	১৲
,, ,, শ্রীনাথ গুহ	পাটুয়াখালি	৩
,, ,, অভয় চরণ দাস	মন্নুমুথ	৩৲
,, ,, ঈশ্বর চন্দ্র শীল	ঢাকা	২।০
,, ,, ভগবতী চরণ মল্লিক	কোচবিহার	৪০
,, ,, মহিম চন্দ্র দে	ঢাকা	১।০
,, ,, শ্রীমতী বাজ বালা রায়	হরিনাভি	৩
,, ,, বাবু রসময় সুর	সিরাজগঞ্জ	২৵০
,, ,, রাম কুমার দত্ত	সিলেট	৬
,, ,, হর সুন্দর মজুমদার	শিলিগুড়ী	১৸৵০
,, ,, বিষ্ণু চরণ দাস	শিলিগুড়ী	৩
,, ,, কেদার নাথ রায়	কলিকাতা	২৲
,, ,, বাবু যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীউল্লা	৩
,, ,, কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী	কাকিনিয়া	৩৲
,, ,, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র সরকার	জলপাইগুড়ী	২॥৵০
,, ,, রাজ কুমার ঘোষ	সারা	৩
,, ,, সম্পাদক রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ		৩
,, ,, সম্পাদক ব্রাহ্ম সমাজ	কোচবিহার	৩
,, ,, শ্রীমতী চন্দ্রলিতা সরকার	বরিশাল	১॥৵০
,, ,, বাবু জয় নারায়ণ সরকার	চাতরা	৩।৵০
,, ,, নন্দ কিশোর চৌধুরী	সিলেট	২৲

ক্রমশঃ

কলিকাতা ২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট বিজ্ঞান যন্ত্রে, শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা ১৬ই আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

৮ম ভাগ। ৭ম সংখ্যা।	১লা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে দীনদয়াল পরমেশ্বর! তোমার মত চির সুহৃদ আমাদের আর কে আছে? অথচ তোমার সহিতই আমাদের অনাত্মীয়তা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। তোমার মত চিরসহচর আমাদের আর কেহ নাই, অথচ তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা দূরে মনে করিতেছি। হে প্রভো! আমরা আর কতকাল তোমার নিকট হইতে দূরে থাকিব, আর কত কাল তোমার সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ভুলিয়া সংসারে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও দুর্গতিগ্রস্ত হইব। এখন প্রভো অতি সামান্য ভয়েই যে প্রাণ আতঙ্কে সড়সড় হয় সামান্য প্রলোভনের নিকটে ও যে, আমরা একবারে পরাস্ত হই, এমন অভয়দাতা তুমি নিকটে থাকিতে আমরা আর কত কাল এরূপ ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইব। দীনবন্ধু! আর আমাদিগকে তোমা হইতে এরূপ বিচ্ছিন্ন থাকিতে দিও না। তোমাকে পাইয়া, তোমার আত্ম-সমর্পণ করিয়া যাহাতে সকল অবস্থায় আমরা সুস্থির এবং আশ্বস্ত হইতে পারি, আমাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া যাও।

মহাত্মা নানক একটি সংগীতে বলিয়াছেন:—"হে পরমেশ্বর তুমি আমার ঢাল, তরবার, তুমি আমার বল, তুমি আমার বুদ্ধি, তুমি আমার ধন, তুমি আমার পরিবার"। এ কত বড় প্রেমের কথা! বাস্তবিক প্রেমিক সাধু ঈশ্বরকে বল বুদ্ধি, আশা ভরসা, ধন, জন, পরিবার বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান লোক যদি বুদ্ধি হারা হয়, পৃথিবীর ধনী ও বিষয়ী লোক যদি ধন হারা হয়, তবে যেমন আর তাহার উঠিবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না, সে সংসারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঈশ্বর প্রেমিক সাধু যদি কোন কারণে প্রেমময়কে হারাইয়া ফেলেন, যদি প্রাণ প্রেমবিহীন ও শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার আর বল বুদ্ধি কিছুই থাকে না, তাহার উঠিবার শক্তি পর্য্যন্তও থাকে না। কার্য্যে উৎসাহ থাকে না; আহার বিহারে সুখ থাকে না; বন্ধু বান্ধবের গোষ্ঠীতে আরাম থাকে না; আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ভালবাসাতেও প্রাণ কে তৃপ্ত করিতে পারে না। একজনকে হারাইয়া আমার যদি এমন দশা হইল যে আমার সকল সুখের উপায় বিদ্যমান থাকিতেও আমি সুখী হইতে পারিলাম না, তখন কি ইহাই প্রকাশ পাইতেছে না, যে সেই জনই আমার পরম ধন। প্রেমিকগণ এই কারণেই ঈশ্বরকে পরম ধন বলিয়াছেন। প্রেম হারাইলে যখন দেখিব যে আত্মা বল বীর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি, উৎসাহ ও আনন্দ বিহীন হইয়া পড়িল, তখন জানিব, যে প্রকৃত প্রেমের ভাব কিছু কিছু হৃদয়ে আসিতেছে। আর যখন দেখিব যে প্রেমের অভাবে চিত্তের খেদ নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মা শোচনীয় দশাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

মানুষ তিন প্রকারে প্রার্থনা করিতে পারে। অভ্যাসের প্রার্থনা, ভাবের প্রার্থনা, ও বিশ্বাসের প্রার্থনা। মানুষ অভ্যাস বশতঃ একপ্রকার প্রার্থনা করে। বারম্বার উচ্চারণ করিয়া কতকগুলি শব্দ মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, বারবার প্রার্থনা করিয়া করিয়া কতকগুলি ভাব মনের পক্ষে অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তৎপরে যখনই সে ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে বসে তখনই সেই ভাবগুলি সহজে হৃদয়ে উদিত হয় এবং সেই শব্দগুলি জলস্রোতের ন্যায় মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু সে সকল ভাব ও ভাষা হৃদয়কে স্পর্শ করে না। মুখ যেরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেছে, যে উচ্চ উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতেছে, হৃদয় তাহার কত নিম্নে যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ হয় না। মুখ বলিতেছে তোমার জন্য যেন আমি প্রাণ মন ধন সর্ব্বস্ব দিতে পারি, মনে সেরূপের ভাব ত্রিসীমার মধ্যে আসিতেছে না। মন যে বাস্তবিক ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে তাহা একবারও ভাবে নাই। অথচ অভ্যাসবশতঃ অতি উচ্চ উচ্চ শব্দ ব্যবহার হইতেছে। এই অভ্যাসের প্রার্থনাতে মানব-হৃদয়কে উন্নত করিতে পারে না। ইহার পর

ভাবের প্রার্থনা। কোন কোন প্রকৃতিতে ভাবের ভাগ অত্যন্ত অধিক। অতি সহজে তাহাদের ভাবের উচ্ছ্বাস হয়; কোন কল্পিত অবস্থাতে মনকে উপস্থিত করিবামাত্র তাহাদের ভাবের উদ্রেক হয়, তখন দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহাদের সেই ভাব গভীর স্থান হইতে উৎপন্ন, যেন তাহার মূলে সারবান বস্তু আছে। কিন্তু তাহা নহে। সেই সকল ভাব-প্রবণ প্রকৃতিতে ভাব অতি তরল সামগ্রী; তাহার গাঢ়তা বা গভীরতা কিছুমাত্র নাই। তাহা জলস্রোতের উচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রাতে উঠিল, বৈকালে আর নাই। এক দণ্ডে ভাবরাশি প্রবল হইল আর এক দণ্ডে হৃদয় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই সকল ভাব-প্রবণ লোক যে প্রার্থনা করেন সে প্রার্থনাতে ভাবের প্রবলতা দেখিয়া তাহাকে সার বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। তদ্দ্বারা চরিত্রে কোন স্থায়ী ফল উৎপন্ন হইতেছে কি না দেখিতে হইবে। বাস্তবিক সংসারাসক্তিকে খর্ব্ব করিতেছে কি না? পাপের প্রতি ঘৃণাকে বাড়াইতেছে কি না? পুণ্যের ক্ষুধাকে প্রবল করিতেছে কি না? প্রেমের পিপাসা প্রবল হইতেছে কি না? বিচ্ছেদের ক্লেশ বাড়িতেছে কি না? এই সকল প্রশ্নের দ্বারা সে প্রার্থনাকে বিচার করিতে হইবে। যদি প্রার্থনায় এ সকল সুফল দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবিতে হইবে যে সে প্রার্থনা ভাবের জোয়ারের জল মাত্র, হুহু করিয়া আসিয়াছিল, আবার হুহু করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর বিশ্বাসের প্রার্থনা। এই প্রার্থনার প্রত্যেক ভাব ও প্রত্যেক শব্দ সত্যভাবে পূর্ণ। ঈশ্বর সত্য এবং ধর্ম্মজীবনদাতা এই প্রগাঢ় বিশ্বাস হইতে এই প্রার্থনা উৎপন্ন হয়। হৃদয়ের প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত এই প্রার্থনাকৃত হয়, এবং ইহা শাণিত তরবারের ন্যায় পাপীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ প্রার্থনা হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া থাকে। জীবনকে পরিবর্ত্তিত করে; প্রবৃত্তি সকলকে পুণ্যময় জীবন প্রদান করে। আমরা যে প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, যে আমাদের প্রার্থনা হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিতেছে কি না।

যদি দশজন লোক একটি স্থান ঘিরিয়া একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া, তাহার দ্বারে বসিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে পথিককে ডাকিয়া বলে যে ভিতরে অপূর্ব্ব দ্রষ্টব্য পদার্থ সকল আছে, তাহা হইলে কৌতূহল পরবশ হইয়া অনেক লোক তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু প্রবিষ্ট হইয়া যদি দেখিতে পায় যে কোথায়ও কোন আয়োজন নাই, দেখিবার বা শুনিবার বিশেষ কিছু নাই, যাহারা ডাকিয়াছে তাহাদেরও কোন বিষয়ে মনোযোগ নাই, লোকগুলি প্রবেশ করিয়া নিরাশমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা হইলে যে একবার প্রবেশ করে সে আর কখনও আসে না এবং তাহাদের কার্য্যের প্রতি লোকের অনুরাগ ও বিশ্বাস থাকে না। কিন্তু লোকে প্রবেশ করিয়া যদি এমন কিছু দেখিতে পায়, যাহাতে মন হরণ করে, যদি দেখে যে যে আসিতেছে সেই বসিয়া যাইতেছে, আশ্চর্য্য বস্তু সকল দেখিয়া অবাক হইতেছে, তবে সেইদিকে লোকের আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি হয়। ইহা সংসারে আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই। ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধেও এই কথা মনে রাখিতে হইবে। লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ঢাকঢোল বাজাইলেই যে প্রচার হইবে তাহা নহে। লোক প্রবেশ করিয়া যদি দেখিতে পায় যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া নরনারী ধর্ম্মসাধনে তৎপর রহিয়াছে, এবং সকলে সেই পরমপুরুষের পূজা করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছে, তাহা হইলে যে আসিবে তাহারই প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে, এবং আমাদের প্রচারের চেষ্টার প্রচুর ফল ফলিবে। আর যদি লোকে দেখে আমাদেরই নিষ্ঠা নাই; বিশ্বাস উজ্জ্বল নহে; সাধনে রতি নাই; অনুরাগ ও প্রীতি প্রগাঢ় নহে; তাহা হইলে সহস্র চেষ্টা দ্বারা লোকদিগকে আকৃষ্ট করিলেও সে চেষ্টা সফল হইবে না।

তেজের স্বভাব কঠিন পদার্থকে কোমল করা—ঘন সন্নিবিষ্ট পরমাণু সকলকে শিথিল করা এবং তরল পদার্থকে বাষ্পাকারে পরিণত করা। তেজের এই ধর্ম্ম আছে বলিয়াই অত্যন্ত কঠিন লৌহও উত্তাপ সহযোগে কোমল হইয়া যায়। অতিশয় ঘন স্বর্ণও জলবৎ তরল হইয়া যায়—এবং জলীয় পদার্থ সকল বাষ্পরূপে পরিণত হয়। তেজের এই গুণ দেখিয়া সহজেই সিদ্ধান্ত হয়, যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ তরল তাহাতে অন্যান্য কঠিন বস্তু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তেজ অবস্থিতি করে। সুতরাং জল প্রভৃতি পদার্থে অধিক উত্তাপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান ইহা সহজেই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য বিধাতার বিধি যে জলে তেজের ভাগ বেশি তাহাই আবার অতিশয় শীতল। পরিশ্রান্ত ও গ্রীষ্মোত্তাপে তপ্ত প্রাণী এই জলের সাহায্যেই আপনার শরীরকে শীতল করিতে সমর্থ হয়। এই কৌশল দেখিয়া কাহার না হৃদয় মুগ্ধ হয়। উত্তাপ এবং শৈত্য একত্র অবস্থিতি করিয়া আশ্চর্য্যরূপে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে, দেখিলে স্বভাবতঃই অবাক হইয়া থাকিতে হয়। জড় রাজ্যে যেরূপ দেখিতেছি এই উত্তাপ এবং শৈত্য একত্রে থাকিয়া জগৎকার্য্যে আশ্চর্য্য কল্যাণ সাধন করিতেছে, তেমনি দেখিতে পাই আধ্যাত্মিক রাজ্যেও এই নিয়ম সুন্দররূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ভক্ত হৃদয়ে আমরা ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই। ভক্ত যিনি তিনি সর্ব্বদাই সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সহবাসে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তিলেক বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে বিষম কষ্টকর। সুতরাং সর্ব্বদা সেই তেজোরাশির নিকট অবস্থিতি করিয়া তাঁহাতে যে অধিক পরিমাণে পুণ্যের তেজ সঞ্চিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই তেজের নিকটে থাকিয়া থাকিয়া তিনি ক্রমশঃ তেজস্বী হইতে থাকেন বটে কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া কোমল ও সুস্নিগ্ধভাব ধারণ করে। যেমন তাহাতে পুণ্যের প্রবল তেজ তেমনি তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা কোমল ও স্নিগ্ধ। এই কোমলতা

এবং তেজস্বিতার একত্র সমাবেশে ভক্তহৃদয় এক আশ্চর্য্য বস্তু হইয়া যায়। তখন তাঁহার নিকটে যে যায় সেই তাঁহার প্রাণস্থ সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শীতল হয়, এবং তপ্ত প্রাণ শীতল করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার সহবাসে প্রাণ যেমন এক দিকে স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, তেমনি অন্য দিকে তাঁহার পুণ্য এবং পবিত্রতার তেজ অতি কঠোর প্রাণকে বিগলিত করিয়া দেয়। তাহার সকল প্রকার দূষিত ও মলিন ভাব নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হইয়া যেন লজ্জা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত ভক্তে আমরা এই দুইটী ভাব সর্ব্বদা দেখিতে পাই—এক দিকে তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারে তপ্ত প্রাণ সুশীতল ও স্নিগ্ধ হয়, ব্যথিত হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করে; নিরাশ হৃদয়ে আশার বিমল জ্যোতির আবির্ভাব হইতে থাকে, আবার অন্য দিকে তাঁহার সহবাসে হৃদয়স্থ কুৎসিত ভাব সকল লজ্জা পাইয়া দূরে পলায়ন করে, পুণ্যে রুচি জন্মিতে থাকে। এইরূপে পরমেশ্বরের সহবাসে ব্যাকুল হৃদয়ে পুণ্যের তেজ সঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে যেমন উত্তপ্ত করে, তেমনি তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া তাঁহাতে ভক্তির সুশীতল বারি সঞ্চিত হইয়া তাহাকে অতি সুন্দর আরামদায়ক রূপে পরিণত করে। সেই ভক্তিই প্রার্থনীয় যাহা এই প্রকারে প্রাণকে কোমল ও সতেজ করিতে সমর্থ হয়। আমরা যেন সেই ভক্তিরই জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় পুরুষের সহবাসে অধিক সময় যাপন করিতে পারিলেই এই ভক্তির সমাবেশ সম্ভব। আমাদের চেষ্টা যেন সেই নিমিত্তই সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হয়। তাঁহার সহবাসে থাকিবার আকাঙ্ক্ষাই যেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়।

বিদেশবাস মানুষের পক্ষে কষ্টকর এই জন্য যে তথায় আপনার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিতে হয়, পরিচিত কেহ কাছে থাকে না। নির্জ্জনবাস এই জন্যই কষ্টের কারণ যে তথায় আপনার পরিচিত প্রিয়পাত্র কাহাকেও নিকটে পাওয়া যায় না। মনুষ্য সর্ব্বদাই পরিচিত পদার্থ এবং লোকে বেষ্টিত থাকিতে ইচ্ছা করে। একাকী বা অপরিচিত লোকের মধ্যে থাকা মানুষের স্বভাব নয়। এজন্যই বন বা অপরিচিত স্থানে নির্ব্বাসন প্রভৃতি দণ্ড বিষম কষ্টকর। মানুষ যে, মৃত্যুকে এত ভয় করে, পরলোক গমনকে বিষম যন্ত্রণার কারণ মনে করে, তাহারও এই কারণ যে, সেখানে কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, কেহ পরিচিত নাই, সে রাজ্য সম্পূর্ণ অপরিচিত সুতরাং তথায় বাস করা বিষম যাতনাদায়ক। কিন্তু মানুষ যেমন ইচ্ছা করিয়া বিদেশে গমন না করিলেও পারে। ইচ্ছা করিয়া নির্জ্জনে না থাকিলেও পারে, কিন্তু এই পরলোকরূপ বিদেশ গমন সেরূপ ইচ্ছাধীন নয়। সেখানে সকলকেই যাইতে হইবে। আবার পৃথিবীর বিদেশ গমন বা একাকী অবস্থিতি অতি অল্প সময়ের জন্যই হয়। কিন্তু মানুষ যাহাকেই যখন এত কষ্টের কারণ মনে করে, বিষম যাতনাদায়ক বলিয়া অনুভব করে তখন সেই দীর্ঘ পরকাল বাস—যে স্থানে অনন্তকাল থাকিতে হইবে সেখানে অপরিচিত অবস্থায় গমন কত কষ্টকর। যেখানে যাইতেই হইবে এবং অনন্তকাল থাকিতে হইবে, সে রাজ্যের সহিত যদি কিছুই পরিচয় না হইল; সেখানে থাকিতে যে সকল আয়োজন আবশ্যক যদি তাহার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় না হইল, তবে সে অবস্থা কত যন্ত্রণার কারণ। মানুষ! তুমি পৃথিবীর সামান্য সময় টুকু অপরিচিত লোকের ভিতর থাকিতে এত কষ্ট মনে করিতেছ, সেখানে কি ইহাপেক্ষা ভয়ানক কষ্টে যাইয়া পড়িবে না। অবশ্য সেখানকার কিছুর সহিত পরিচিত না হইলে বিষম যাতনা পাইতেই হইবে। তবে কি কর্ত্তব্য? যেখানে না গেলে নয়, এক সময় না এক সময় যাইতেই হইবে, সেখানকার কাহারও সহিত পরিচিত হইবার জন্য কি প্রাণ ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়? কে সেখানে পরিচিত বন্ধুরূপে-নিত্যসহচররূপে সঙ্গে থাকিয়া তোমার প্রাণের জ্বালা দূর করিতে সমর্থ হইবে? এখানকার আত্মীয় স্বজনগণ সেখানে কোন সাহায্য করিতে পারিবেন কি না; তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু এমন একজন আছেন যিনি এখানে এবং সেখানে সর্ব্বদা তোমার আমার নিত্য সহচর। যাঁহার সহিত বিচ্ছেদ কিছুতেই সম্ভব নয়। বহু চেষ্টা করিয়াও যাঁহার স্নেহ আলিঙ্গন হইতে দূরে যাইতে পারি না, সেই বিশ্বজননীই সেখানে তোমার প্রাণের সঙ্গী হইয়া, তোমার প্রাণকে আরাম দিতে সক্ষম। আর কেহ নাই—কি এখানে কি সেখানে প্রাণের জ্বালা ঘুচায় এমন আর কেহ নাই। কিন্তু হায় আমরা এমনই মূর্খ এমনই হতজ্ঞান যে এমন চির সুহৃদকেই সর্ব্বাপেক্ষা দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার সহিতই সর্ব্বাপেক্ষা দূরত্ব সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করি। যদি বাস্তবিকই চির দিন আরামে ও শান্তিতে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই দীনবন্ধুর সহিত সর্ব্বাগ্রে পরিচিত হইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করা আবশ্যক। তাঁহাকে যদি ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারি তবে আর কি ভয়। কি ভয় মৃত্যুর স্মরণে কি ভয় ঘোর নির্য্যাতনে, —কি ভয় পাপ প্রলোভনে? তখনও সেই অভয়দাতা প্রেমময়ের প্রেম আলিঙ্গনে থাকিয়া সহজে সকল দুঃখ জ্বালার হাত এড়াইতে আর ভাবনা কি? চির দিন ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ এই জন্যই তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে, তাঁহাকে জানিতে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। যেন সেই সময়ে বিপাকে পড়িয়া হাহাকার করিতে না হয়। যেন সেই প্রিয় সহচর হইতে দূরে যাইয়া, তাঁহাকে না চিনিয়া ভীষণ যাতনায় হাহাকার করিতে না হয়। তবে এস এই সময়ে সেই চির সহচরের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন করি। তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমরূপে চিনিয়া লই। যেন সুখে, দুঃখে সকল অবস্থায় তাঁহার প্রেমময় সহবাস লাভ করিয়া, তাঁহার আশ্বাস বাণী এবং সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকল ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে যেন আমারা কখনও শিথিল-যত্ন না হই।

উপাসনার আবশ্যকতা।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাহাদের সংশয় আছে, তাহাদের উপাসনার ভাব হইতেই পারে না ; কিন্তু যাহাদের এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, যাঁহারা এই প্রপঞ্চ বিশ্বের এক জন আদি কারণ আছেন বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মধ্যেও দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক উপাসনাকে মানবাত্মার স্বাস্থ্য বল ও উন্নতির পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন ; আমরা শেষশ্রেণীভুক্ত। অতি পুরাকাল হইতে এই দুই শ্রেণীর লোক চলিয়া আসিতেছে, এবং দুই শ্রেণীর মতে ঈশ্বর দুই প্রকার। নির্গুণ ঈশ্বর ও সগুণ ঈশ্বর। অদ্বৈত বাদ বলিয়া যে মত প্রচলিত আছে, এবং যে মত প্রচার করিবার জন্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই অদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ ঈশ্বরের দয়া, প্রীতি, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রভৃতি থাকা সম্ভব নয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। এই প্রতীতি এত প্রবল যে তাঁহাদের মতে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু জগতে থাকা সম্ভব নয়, এবং এই প্রতীতি হইতেই তাঁহারা জড় বস্তুকে, যাহাকে আমরা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে করি, ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের মত এই যে যদি ব্রহ্ম এবং অব্রহ্ম বলিয়া দুইটী বিষয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করা হয়, এইজন্য সমুদায়ই ব্রহ্ম। এই যে ব্রহ্ম ইহাকে তাঁহারা নির্গুণ বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু আমাদের মত এই যে দয়া, প্রীতি, ইচ্ছা, যাহার নাই, সেই বস্তুর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না ; কারণ সম্বন্ধের মূলই দয়া, প্রীতি, ইচ্ছা। আমার জননী আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া যদি স্নেহ না করিতেন, যদি আমার পীড়া হইলে আমার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে, আমার শুশ্রূষা না করিতেন, যদি আমি না বুঝিতাম যে কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি নিকটে, কি দূরে, আমি যে স্থানেই থাকি, অথবা যেখানেই যাই, তাঁহার স্নেহের স্রোত অলক্ষিত ভাবে আমার দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা হইলে জননীর সম্বন্ধ এত গাঢ় হইত না। সুতরাং যে ঈশ্বরের প্রীতি নাই, যে ঈশ্বরের দয়া নাই, যে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রভৃতি নাই, তাঁহার সহিত আমাদিগের কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না, এবং তাঁহার পূজা করা সম্ভব নয়। এই জন্যই প্রকৃত অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে উপাসনা ও ধ্যান, নাই ; তবে যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ধ্যান করেন, এবং মধ্যে মধ্যে যোগসাধনা করেন, সে কেবল একটী বিশেষ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টাতে। সে সত্যটী এই যে ব্রহ্ম এবং অহং এই দুয়েতে কিছু মাত্র ভেদ নাই।

কুটতর্ক করিয়া যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন 'সৃষ্টির আদিকারণ যিনি, তাঁহার যে দয়া, আছে, তাঁহার যে জ্ঞান আছে, এই সংস্কার, তাঁহাদের তর্কের মধ্যে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছে।' আমরা বলি তাঁহার প্রীতি আছে, তাঁহার পবিত্রতা আছে, তাঁহার সাধুতা আছে, তাঁহার দয়া আছে, এবং ইহা হইতেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ আসিয়া পড়ে। সম্বন্ধ হইলেই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যও থাকিবে।

একথা যদি যথার্থ হয় যে ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহার দয়া আছে প্রীতি আছে, পবিত্রতা আছে, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের একটী কর্ত্তব্য ও আছে। কর্ত্তব্য বলিলে কেবল বাহিরের কাজ বুঝা যায় না। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য বলিলে তাঁহাকে আহার দিতে হইবে, তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, কেবল মাত্র এই বুঝিলেই চলিবেনা। মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কেবল তাঁহাকে খাওয়া পরা যোগানের কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু, যখন মায়ের নাম উচ্চারিত হইবে, তখন যদি আমার হৃদয় প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত না হয়, তখন যদি প্রাণে এক প্রকার নূতন ভাব না হয়, তবে আমার কর্ত্তব্য করা হইল না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও সেইরূপ কেবল মুখের কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু মনের কর্ত্তব্য। যে কথা গুলি আমরা প্রতি সপ্তাহে বলিয়া থাকি, তাহা কিছুই নহে, কিন্তু সেই উপাসনার কথা গুলির মধ্যে যে ভাব থাকে, সেই ভাবই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের পবিত্রতা ও পুণ্য সম্বন্ধে আমাদের ভক্তি কর্ত্তব্য, তিনি আমাকে ভাল বাসেন ও আমার মঙ্গল চান, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি কর্ত্তব্য, তিনি অনবরত আমার মঙ্গল করিতেছেন তজ্জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের তিনটী কর্ত্তব্য, ভক্তি প্রীতি, ও কৃতজ্ঞতা। স্বীকার করিলাম, এগুলি আমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু তাই বলিয়া কে প্রাতঃকালে উঠিয়া হে জননি, হে গর্ভধারিণি, তুমি আমাকে সস্নেহ হৃদয়ে এত দিন লালন পালন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি, তোমার নিকট আমি বড় কৃতজ্ঞ আছি ইত্যাদি কথা মাকে বলিয়া থাকে ? তবে ঈশ্বরকেই বা কেন বলিব ? স্বীকার করিলাম ঈশ্বর আছেন তিনি পূর্ণ দয়াময়, কিন্তু তাহা বলিয়া দিনান্তে কি সপ্তাহান্তে সকলে একত্র হইয়া তুমি সত্যস্বরূপ তুমি জ্ঞানস্বরূপ ইত্যাকার কথা কহিয়া তাঁহার তোষামোদ করিবার প্রয়োজন কি ?

মানবের স্বভাব এই সহবাসে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। এক মাতার দুইটী পুত্র কল্পনা করুন। একজন মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আট বৎসর হইতে বিদেশে আছে, এবং ২৫ পঁচিশ বৎসরের পরে মাতার সহিত যাহার সাক্ষাৎ ঘটিল, অপর পুত্র ঐ সময় পর্য্যন্ত ক্রমাগত মাতার সঙ্গে আছে, যে পুত্র আট বৎসর হইতে মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গিয়াছে ও তথায় আবদ্ধ থাকিয়া বিশ বৎসরের পূর্ব্বে আর মাতার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই, এবং অপর পুত্র যে কি গৃহে কি বাহিরে, কি দূরে, কি নিকটে, সর্ব্বদাই মাতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। বলুন দেখি মাতার সম্বন্ধে এই দুই ভ্রাতার মধ্যে ভাবের কোন প্রভেদ আছে কিনা। বিদেশস্থ ভ্রাতার মনে কৃতজ্ঞতার ভাব অবশ্যই অনেক পরিমাণে থাকিবে, কিন্তু অনুরাগের গাঢ়তা সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভ্রাতার সঙ্গে এত প্রভেদ হইবে যে তাহা বর্ণনীয় নহে। ইহা হইতেই এই দেখি যে আমাদের হৃদয়ের যে সকল ভাব মানবে মানবে এবং মানবে ঈশ্বরে সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দেয়, সেই সকল ভাবের গাঢ়তা সহবাসে বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে ঈশ্বরের সহিত সহবাস কি? এক দিকে দেখিতে গেলে যে ঈশ্বরের করুণা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে, যিনি সমস্ত জগতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত প্রতিনিয়তই সহবাস হইতেছে। কিন্তু এরূপ সহবাসে কোন ফল হয় না। সহবাস জ্ঞান সংযুক্ত হওয়া চাই।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ; তাঁহার সহিত যে সহবাস তাহা জ্ঞান সংযুক্ত হওয়া চাই। ঈশ্বরের উপাসনার অর্থও এই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যদি উপাসনা না করি তাহাতে ক্ষতি কি? আত্মার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য এটী প্রয়োজন। যদি মানব মন সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট; ইহার কারণ এই যে আমাদের তিনটী বস্তুর অত্যন্ত অভাব।—(১) প্রীতি, পবিত্রতা, ন্যায়, সত্য ইহার প্রতি বিশ্বাসের অভাব। আমরা দেখিতে পাই সত্যপথে দণ্ডায়মান হইতে হইলেই আমরা ঘোরতর আন্দোলনের মধ্যে পতিত হই। সত্য পথে কোন রূপে লাভবান হওয়া যায় কি না, অন্যপক্ষে আত্মীয়-স্বজনের মনস্তাপ ও সমূহ ক্ষতি হইবে কি না, এইরূপ দ্বিধা হওয়াতেই বিশ্বাসের অল্পতার পরিচয় দেয়।

আমার পরম কুৎসাকারী যে দেশে বিদেশে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া আমার মান, সম্ভ্রম নষ্ট করিবার চেষ্টা করে; আমার পরম শত্রু যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কিসে আমার অমঙ্গল হইবে তাহারই চেষ্টা করে; কেমন করিয়া আমাকে অপদস্থ করিবে, সর্ব্বদা তাহাতেই যত্নবান, এমন কি আমাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে, তাহাকে আমার প্রীতি করা উচিত, এই বিষয়ে সহজে আমাদের মত স্থির হয় না। সাধু অসাধু, সুজন দুর্জ্জন, মিত্র শত্রু, সকলের প্রতি ব্যবহারে যে একই অস্ত্র, একই পথ, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই, কারণ সাধুতার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই, প্রীতির কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে আমাদের এখনও সন্দেহ আছে। সত্যের জন্য যদি দণ্ডায়মান হই, তাহা হইলে হয়ত তীব্র উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে, অন্যদিকেও সত্যের সূক্ষ্মপথ বাছিয়া চিনিয়া লওয়াও কষ্টকর। আমি কোথায় দাঁড়াইব, সহজে বুঝিতে পারি না। আমি কি সত্যের সূক্ষ্মপথে দণ্ডায়মান হইয়া সাহস করিয়া আমার উৎপীড়নকারীদিগকে বলিতে পারি, যে তোমরা ভ্রান্ত আমি সত্যকে ধরিয়াছি? না, আমার সে সাহস হয় না, কারণ সত্যেতে আমার আস্থা অল্প।

(২) দ্বিতীয় অভাব বলের অভাব।

(৩) তৃতীয়, অভাব আমাদের প্রবৃত্তির অভাব। "জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি" আমি ধর্ম্ম কি তাহা জানি, কিন্তু সে দিকে আমার মতি নাই। আমাদের মতি পার্থিব পদার্থের দিকে। আমাদের দ্বিজত্ব এখনও জন্মে নাই, তাঁহারই জন্মিয়াছে, যাঁহার প্রবৃত্তি সংসার হইতে বল পূর্ব্বক নীত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখীন হইয়াছে। এই দ্বিজত্ব কি প্রকারে লাভ করা যায়? গোবৎস যেমন উঠিতে চেষ্টা করিয়া প্রথম প্রথম যতবার চেষ্টা করে, তত বারই পড়িয়া যায়, আমিও এখন সেইরূপ দাঁড়াইতে গেলে পড়িয়া যাই। এখন আমি এই চাই যে আমি আর না পড়ি, এবং আমার প্রাণের গতি ঈশ্বরের দিকে যায়। যে কারণে মাতাল মাতালের কাছে যায়; যে কারণে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক পশ্বাচার করে, ঠিক সেই কারণে ধার্ম্মিক সাধুসঙ্গে থাকিতে ও সাধুসঙ্গ করিতে চান। ইহাতে উপাসনার আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে। সত্য, প্রীতি, ন্যায়, পবিত্রতা সম্বন্ধে আমাদের দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইলে, সত্য, ন্যায়, প্রীতি, পবিত্রতার সহিত পরিচিত হওয়া ও উহা দেখা চাই। ঈশ্বর ত আর কিছুই নন, কেবল পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণসত্য, পূর্ণন্যায়, পূর্ণ পবিত্রতা। এইজন্যই উপাসনা আবশ্যক। প্রবৃত্তির কারণ উপভোগ; চিনি না খাইলে, তাহা খাইতে কে চায়? তাহার প্রতি কাহার টান হয়? বালক একবার যে ফল খায়, সেই ফল দেখিলেই হাত বাড়ায়, কিন্তু তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল—যাহা পূর্ব্বে সে খায় নাই তাহাকে খাওয়াইতেই চেষ্টা পাইতে হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অনুরাগ কখন হয়? যখন তাঁহাকে উপভোগ করা হয়। একটী বালিকা ক্রীড়াচ্ছলে মৃত্তা সাজিয়া পুতুল লইয়া কখন তাহাকে সুন্দর পোষাক পরায়, কখন তাহাকে স্তন্য পান করায়, সেটী ভাঙ্গিয়া গেলে সত্য সত্যই পুত্রশোক অনুভব করে, কিন্তু যখন সে যৌবন সীমায় পদার্পণ করে, যখন ঈশ্বরানুগ্রহে সে মনোমত স্বামী প্রাপ্ত হয়, তখন যেমন সে কেহ না বলিলেও আপনা আপনি তাহার খেলনা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ঈশ্বরের সহবাস উপভোগে যে সুখ হয়, তাহা যে না জানে, সেত ইন্দ্রিয় সুখে রত থাকিবেই। কিন্তু একবার তাহাকে ঈশ্বর উপভোগের সুখ জানিতে দাও, দেখিবে যে সে আর ইন্দ্রিয় সুখের দিকে যাইবে না।

যখন ঈশ্বর উপভোগের বিষয় হন, তখন প্রবৃত্তির স্রোত ফিরিয়া যায়। প্রীতি এমনই সূত্র যে, যেমন তড়িৎ বৈদ্যুতিক তার অবলম্বন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়, সেইরূপ প্রীতির তার অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর হইতে পুণ্যময় শক্তির স্রোত মানবাত্মার মধ্যে আসিয়া পড়ে।

সত্যের পথে অনেক বিঘ্ন।

অসত্যের সহিত সত্যের সংগ্রাম জগতে চিরদিনই চলিতেছে। সত্য প্রচারক ও সত্যের অনুগত দাস-দিগকে চিরদিন জগতের কুসংস্কারাপন্ন ও বিদ্বেষপরায়ণ লোক-দিগের হস্তে নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। আজ ইতিবৃত্তের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগকে শোকে, ক্ষোভে ও লজ্জাতে অধোবদন হইতে হইতেছে; গভীর মনস্তাপের সহিত বলিতে হইতেছে হায় হায়! আমরা করিয়াছি কি! আমরা মানবের প্রকৃত বন্ধু, ধর্ম্মের পথপ্রদর্শক, সত্যের সাক্ষী মহাত্মাদিগকে সামান্য দস্যু তস্করের ন্যায় হত্যা করিয়াছি। যাঁহারা জগতের দুঃখভার হরণের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভাই হইয়া প্রাণে হত্যা করিয়াছি! এই বলিয়া লজ্জাতে দুঃখেতে হৃদয় অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও একটা সুখের বিষয় এই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সেই সকল গুরুতর নিপীড়নেও সত্যকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। যে সত্যের ফল ঈশ্বর যে ক্ষেত্রে ফেলিয়াছিলেন সেই স্থানেই তাহা সাধুদিগের রক্তের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্কুরিত হইয়াছে। নির্দ্দয় মানব দুরন্ত হস্তে সাধুদিগের জীবনের দীপ নিবাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সত্যের উজ্জ্বল বিভাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। সর্ষপকণা সমান সত্য লক্ষ লক্ষপতির সমবেত শক্তিকে পরাস্ত করিয়াছে। রাজগণের প্রভুত্বকে খর্ব্ব করিয়াছে, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত পাপ ও কুসংস্কার রাশীকে ভস্মসাৎ করিয়াছে; এবং জগতকে পরাজয় করিয়াছে। সত্যের এই অতুল বিক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ে এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করা যায়।

কিন্তু সত্যের সংগ্রাম যে কেবল পূর্ব্বকালে ছিল বর্ত্তমান সময়ে নাই তাহা নহে। এখন ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা ক্ষেত্রে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে. তবে এই মাত্র প্রভেদ পুরাকালের যুদ্ধপ্রিয় লোকেরা সামান্য মতভেদের জন্য হঠাৎ প্রাণহানি করিতে অগ্রসর হইত, বর্ত্তমান সময়ে সুশাসন সুনিয়ম বিস্তার হওয়াতে সেরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটনা হয় না। কিন্তু যে অনুদারতা, স্বেচ্ছান্ধতা, বিদ্বেষাদি নিবন্ধন প্রাচীন কালের নৃশংস ব্যাপার সকল সংসাধিত হইত তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলেই হয়. একটা ক্ষুদ্র শিশু ব্রাহ্মসমাজ তাহার চতুর্দ্দিকে কুসংস্কারাপন্ন বিপক্ষগণ যেরূপ ঘিরিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সত্য সংগ্রামের উদাহরণের জন্য অন্যত্র যাইতে হয় না।

ব্রাহ্মদিগের অপরাধ কি না, তাঁহারা একমাত্র নিরাকার চিন্ময় ও পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা প্রচার করেন এবং পৌত্তলিকতাকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন; তাঁহারা মানবের পবিত্র ভ্রাতৃসম্বন্ধ অনুভব করিয়া জাতিভেদ প্রথাকে তদ্বিরোধী জানিয়া তাহার উন্মূলন করিবার জন্য প্রয়াসী; তাঁহারা নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট; বাল্য বিবাহ প্রভৃতি সমুদায় সামাজিক কুপ্রথার উন্মূলনের জন্য ব্যগ্র? এবং হতভাগিনী বিধবা দিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক এই তাঁহাদের অপরাধ। এই অপরাধে আজ দেশ দেশের হাজার হাজার লোক কিরূপ বিদ্বেষের চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতেছে. দেশের ও সমাজের শত্রু বলিয়া মনে করিতেছে; অভদ্র রূপে তাঁহাদিগের কুৎসা প্রচার করিতেছে; বিধিমতে তাঁহাদিগের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা ত অতি সামান্য কথা ইংরা-জের সুশাসন না থাকিলে কে জানে প্রাচীন দলের ন্যায় ব্রাহ্মদলের প্রতি অত্যাচার হইত না। যাহারা কুসংস্কারাপন্ন. অসত্যের নিগড়ে যাহাদের গলদেশ দৃঢ়রূপে বদ্ধ. যাহারা বহু শতাব্দীর প্রাপ্ত বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী। তাহাদের পক্ষে এইরূপ বিদ্বেষ পরায়ণ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। চিরপ্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির সহিত লোকে এমন দৃঢ় অনুরাগ সূত্রে বদ্ধ থাকে. যে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে তাহাদের মর্ম্ম স্থানে বেদনা লাগে। আমরা লোকের মর্ম্মে আঘাত দিব অথচ তাহারা বিদ্বেষ পরায়ণ হইবে না কিম্বা আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে না ইহা কি সম্ভব?

অত্যাচার ত হইবেই কিন্তু ব্রাহ্মদিগকে এই সময়ে বিশেষ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহারা যদি সত্যে প্রকৃত বিশ্বাসী হন তবে তাঁহারা এই সকল প্রতিকূলতাতে ভীত না হইয়া বরং আনন্দিত হইবেন। আমরা ব্রাহ্মদিগকে বলি;— "তোমরা যে সকল কথা প্রচার করিতেছ, তাহাকে কি প্রাণের সহিত সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর? এবং যে সকল কার্য্য করি-তেছ তাহা কি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে কর? যদি তাহা কর এবং ইহা যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর সত্যের রক্ষক ও সাধু সঙ্কল্পের সহায় তবে তোমাদিগকে কে ভীত বা বিপদগ্রস্ত করিতে পারে? তোমরা যে সত্য প্রচার করিতেছ, তাহার জয় হইবেই হইবে, কোন দলের, বা কোটী কোটী লোকের সাধ্য নাই যে এই প্রজ্বলিত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে। যদি তোমরা এক দিনের জন্য চিন্তিত বা ভীত হও তাহাতে প্রমাণ হইবে যে তোমরা অন্তরে ঈশ্বরে তোমাদের বিশ্বাস নাই। তোমা-দের উপাসনা প্রার্থনাদি কেবল মৌখিক ব্যাপার। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস কর, তবে সত্যের মহিমাতেও বিশ্বাস করিবে।

লোকে যে আমাদিগের প্রতিকূলতাচরণ করে, ইহাতে আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত নই। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাসের হীনতা দেখিয়াই বিশেষ দুঃখিত। অনেক ব্রাহ্মের এমন শোচনীয় অবস্থা দেখা যায় যে তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহাকেও সাহস করিয়া অবলম্বন করিতে পারেন না। তাঁহারা লোক ভয়ে বা স্বার্থনাশের আশ-ঙ্কায় সর্ব্বদা কুণ্ঠিত। ঈশ্বরের হস্তে সমুদায় মন প্রাণ সমর্পণ করিতে তাঁহাদের সাহস হয় না। বিশ্বাসের এরূপ দুর্ব্বলতা নিবন্ধন তাঁহারা যখনই লোকের প্রতিকূলতা দর্শন করেন, তখনই ম্লান হইয়া যান। আর তাঁহারা সত্য পক্ষে দণ্ডায়মান হইতে

সাহসী হন না। ব্রাহ্মদিগের এই আভ্যন্তরিক শোচনীয় অবস্থাই বিশেষ দুঃখজনক। চতুর্দ্দিকে বিপক্ষগণের সমবেত শক্তির সহিত সংগ্রাম করিবার একমাত্র অস্ত্র বিশ্বাস ও নিষ্ঠা জগদীশ্বর এই বলে আমাদিগকে বলী করুন।

জীবন স্রোতের বন্ধ ভাব।

অভ্যাস বশতঃ মানুষ অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হয়। আমি কে, কি করিতে আসিয়াছি, মরণান্তে কোথায় যাইব অনেক সময়ে এ চিন্তাটিকে মানুষ অন্তর হইতে অন্তরে রাখিতে প্রয়াস পায়। আমি মানুষ, মনুষ্য দেহধারণ করিয়া পশু জীবন যাপন করিলে, আহার বিহারে প্রমত্ত থাকিয়া দুর্লভ মানব জন্ম কাটাইলে সামান্য কএকটি সাংসারিক কর্ত্তব্য কার্য্য যাহা পশু জীবনেও সম্পন্ন হইতে দেখা যায়, তাহাই শেষ করিতে সমগ্র জীবন কাটাইলে, অথবা বহু পরিশ্রমে কিঞ্চিৎ সংসারের মান মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইলেই মানব জন্ম লাভ করা সার্থক হইল না। মানুষ স্থায়ী সুখের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া অস্থায়ী অনেক সুখের প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। এই আত্মবিস্মৃতিই মানুষের সর্ব্বনাশের মূল। ইহারই কুহকে পড়িয়া মানুষ আপনাকে বিনষ্ট করে। এই আত্মদৃষ্টির অভাবই মানুষের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি পথে প্রধানতম অন্তরায়। ব্রাহ্মসমাজ এই কথাটি লোকের প্রাণে ভাল করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন, যে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এখানে জীবনের পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে, পরীক্ষান্তে সংসার লীলা সম্বরণ করত তাঁহার অনন্ত রাজ্যের পথে নিত্য অগ্রসর হইতে হইবে। সংসার পথে ভ্রাম্যমান পথিক যখন বুঝিতে পারে যে তাহার শরীর ত্যাগে তাহার জীবনগত উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইবে না, তখন তাহার আত্মদৃষ্টি কিঞ্চিৎ প্রখর হয়, তাহার আত্মচিন্তা করিতে বড় ভয় হয়, সে ব্যাকুল হইয়া উঠে, বলে হা কি করিলাম এখন কোথায় যাই, কোথায় গেলে শান্তি পাইব। অনেকে কে জানি যাহারা এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজের স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আসিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন, সংসারের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সংসারের অত্যাচারে যখন হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, লোকের দুরভিসন্ধি ও পাপাচার দেখিয়া যখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন ব্যাকুল কণ্ঠে, আর্দ্র হৃদয়ে প্রাণ ভরিয়া পরম প্রভুকে ডাকিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছে। এই চক্ষে, এ পাপময় সংসার দৃষ্টির অঞ্জনে রঞ্জিত চক্ষে সেই দেব দুর্লভ দৃশ্য দেখিয়াছি, বলিয়াই এই ভয় প্রতারণা পূর্ণ সংসারের এই কোলাহল ও বিবিধ বৈষম্যের মধ্যে অবিচলিত চিত্তে দাঁড়াইয়া আছি। আর প্রাণের সঙ্গে বলিতেছি "প্রভু তোমারই ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক"। কিন্তু আরও একটি বড় শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি, আজ তাহারই উল্লেখ করিব, যখন কেহ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন দেখাযায় এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাব নিয়ত তাঁহার প্রাণে বিরাজ করিতে থাকে, সে জীবন কেমন মধুময় বলিয়া বোধহয়, একটী ভাল কাজ করিতে পারিলে, কোন দরিদ্র ব্যক্তির দরিদ্রতা জনিত ক্লেশের দিনে বন্ধুর ন্যায় তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মলিন মুখকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, তাহার দুঃখ ভারাক্রান্ত প্রাণের ভার তিল পরিমাণেও হরণ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া নত মস্তকে পরমেশ্বরকে বার বার অভিবাদন করিয়াছে, কিন্তু কাল স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন অলক্ষিত ভাবে প্রাণের প্রাণ, আত্মার বল বিক্রম সেই সুন্দর ভাবটুকু চুরি করে। তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। এক সময়ে যে হৃদয় পর দুঃখে কাতর। বিধবার অশ্রুজল মোচনের জন্য যে প্রাণপণ করিত, যে জীবনে স্বার্থনাশের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এক সময়ে দেখা গিয়াছে; সে প্রাণকে, সে জীবনকে শুকাইতে দেখিলে প্রাণে বড় ক্লেশ হয়। শত প্রকার অত্যাচারের ভীষণ দৃশ্য যে ধরাধাম নিয়ত পরিপূর্ণ, তাহাতে বাস করিয়া মানুষের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হওয়া অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে? পরদুঃখ হরণে নিয়ত নিযুক্ত থাকা পর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করা যে মানবের পক্ষে পরম প্রার্থনীয় তাহাতে কি আর কিছু মাত্র সন্দেহ আছে।

পরমেশ্বর! ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন জীবনে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রথম প্রবাহিত হইয়াছিল, যে সত্যবাদিতা, দয়া, সৌজন্য ও প্রেমের অদৃশ্য অঙ্কুর চুপে চুপে অঙ্কুরিত হইয়া প্রাণের গতিকে ফিরাইয়াছিল, পরদুঃখ হরণে নিত্য নিযুক্ত থাকিতে যে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল, পরের ক্লেশকে আপনার ক্লেশ বলিয়া অনুভব করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, আজ কেন এমন হইল আজ কেন সে জীবনের প্রবহমান স্রোত সংসারের চোরা বালিতে বন্ধ হইয়া গেল। প্রভো! নবজীবনের নূতন ভাব সমভাবে জীবনকে অধিকার করুক।

ব্রাহ্মসমাজ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে জানাইতেছি, যে, সখা-সম্পাদক ও মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী ও চিন্তা শতক প্রভৃতির প্রণেতা, বাবু প্রমদাচরণ সেন, বিগত ২১এ জুন রবিবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দুরারোগ্য ক্ষয়কাশ রোগে একবৎসর কাল কষ্টভোগ করিতেছিলেন মৃত্যু তাঁহাকে সে যাতনা হইতে মুক্ত করিয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে দিবসে তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে তিনি যেরূপ বুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য্যদক্ষতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে বন্ধুবান্ধব সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে একজন বড় লোক হইতেন। কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছা অন্য প্রকার হইল, তিনি তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া লইলেন।

প্রমদাচরণের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—তিনি বাল্য

কালে নিজ বাসগ্রামে থাকিয়া পাঠশালাতে, বাঙ্গালা ও ইংরাজী স্কুলে লেখা পড়া করেন। তৎপরে কিয়ৎকাল যশোহরে থাকিয়া কলিকাতায় নীত হন। সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, তদবধি তাঁহার রক্ষা ও শিক্ষার ভার তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের উপর পতিত হয়। তাঁহারা তাঁহাকে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করেন। কলিকাতা আসিয়াই তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বিষয় শ্রবণ করেন এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগ ক্রমে গাঢ় হইয়া স্থায়ী বিশ্বাসের আকার ধারণ করে। প্রমদাচরণ পূর্ব্বাবধি বুদ্ধিমান বালক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মানুরাগ অন্তরে প্রবল হওয়া অবধি, ঈশ্বরের পবিত্র অগ্নি প্রাণে প্রজ্বলিত হওয়া অবধি তাঁহার জীবনে এক সুমহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। প্রমদাকে যাঁহারা বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন ও পরেও দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এই পরিবর্ত্তনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বালক প্রমদা—দুষ্ট, কলহপ্রিয়, চঞ্চল ছিল; কিন্তু ব্রহ্ম প্রমদা উদ্যোগী, উৎসাহশালী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রার্থনাশীল, ও বিবেকবান হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাগ্নি প্রবল প্রজ্বলিত হইতে হইতেই প্রমদার হৃদয়ে আত্মোন্নতির বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এক দিকে যেমন প্রার্থনাকে ধর্ম্মজীবনের বন্ধু বলিয়া প্রাণপণে অবলম্বন করিলেন, অপর দিকে জ্ঞানোন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখানে যতদূর বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার প্রাণ সন্তুষ্ট না হওয়াতে ইংলণ্ড গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবার বাসনা প্রবল হইল। সেই জন্য গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং ইংলণ্ড যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ওদিকে জ্ঞানোন্নতির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মনোযোগ সহকারে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষা পাঠ করিয়া উক্ত ভাষায় শিক্ষা করিলেন। পাঠে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। ভাল ভাল পুস্তক দেখিলেই কিনিয়া ফেলিতেন ও আদ্যোপান্ত পড়িয়া ছাড়িতেন। এইরূপে তিনি ১৬ বৎসর বয়সে এত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন এবং এত শিখিয়াছিলেন যাহা সচরাচর দেখা যায় না।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ আর এক বিষয়ের জন্য তাঁহার নিকট ঋণী ছিল। তিনি ছোট ছোট বালক বালিকাদের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। বালক বালিকাদিগকে তিনি ভাল বাসিতেন তাহারাও তাঁহাকে ভাল বাসিত। দশটী ছোট ছেলে একত্র দেখিলেই প্রমদাচরণকে তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত; হয় খেলিতেছেন, না হয় গল্প করিতেছেন, না হয় কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। "সখা," তাঁহার এই অনুরাগের ফল। এই "সখার" জন্য তাঁহাকে কিরূপ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার অধ্যবসায় একাগ্রতা ও আত্ম-নিষ্ঠার শক্তি দেখিয়া নিশ্চয় চমৎকৃত হইয়া থাকিবেন। "সাথী" বলিয়া যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় হইতে বিক্রীত হয়, তিনি বালক বালিকাদিগের জন্য তাহা রচনা করিয়াছিলেন। এমন কি বালকদিগের প্রতি প্রীতিকে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিগত বৎসরের জুলাই মাসে, যখন তিনি পূর্ব্বাবধি অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে ছিলেন, (বোধ হয় তৎপূর্ব্বেই রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে) তখন একদিন বালকদিগের একটী সভাতে বক্তৃতা করিবার জন্য বালকেরা আসিয়া তাঁহাকে ধরে। তিনি শিশুদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বক্তৃতা দিতে যান। এত জোরে ও উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করেন, যে সেই দিবস রাত্রে তাঁহার মুখ দিয়া অনেক রক্ত উঠে। তৎপর দিবস হইতেই তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হয়। সম্বৎসর ধরিয়া অনেক চিকিৎসা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

রোগশয্যাতে পড়িয়াও তিনি সর্ব্বদা গ্রন্থ পাঠ করিতে ও পাঁচটা ভাল বিষয়ে আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ" ও ব্রহ্মসঙ্গীত সর্ব্বদা নিকটে থাকিত। একাকী হইলেই তাহা পাঠ বা গুন গুন স্বরে গান করিতেন। কোন গায়ক বন্ধুকে নিকটে পাইলেই গান করিবার অনুরোধ করিতেন। মধ্যে মধ্যে কৌতুক করিয়া বলিতেন—"আমি পিতার দুষ্ট ছেলে তাঁহার হুকুম মানি নাই বলিয়া, এমনি সাজা দিয়াছেন যে, বিছানাতে কয়েদ হইতে হইয়াছে।" এইরূপে বৎসরকাল ভুগিয়া খুলনা নগরে জ্যেষ্ঠের বাড়ীতে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুকালে আমরা কেহ নিকটে ছিলাম না যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের নিকট শুনা গেল, যে মৃত্যুর কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে যখন তিনি জ্যেষ্ঠের ও অন্যান্য আত্মীয়ের নেত্রে জলধারা দেখিলেন, তখন বলিলেন "তোমরা কাঁদ কেন, ভগবান আমাকে টানিয়া লইতেছেন।" ইহার পরই একটী ব্রহ্ম সংগীত শুনিতে ইচ্ছা জানাইলেন। সংগীত যখন গাওয়া হইল, তখন নিজে সেই ক্ষীণস্বরে যোগ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রাণ-বায়ু দেহ ধাম পরিত্যাগ করিয়া গেল। আত্মনির্ভর, অধ্যবসায়, সাহসিকতা, কার্য্য দক্ষতা, বিবেক পরায়ণতা, প্রার্থনাশীলতা, ও উদ্যোগশীলতা গুণে তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ইহার যে দৈনন্দিন লিপি রাখিয়া গিয়াছেন ? দেখিলে বোধহয় এমন দিন যায় নাই, যেদিন এই ব্যক্তি আত্মোন্নতির জন্য গুরুতর সংগ্রাম করে নাই, এবং যে দিন ঐকান্তিক প্রার্থনা সহকারে দিন শেষ করে নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি যাহা করেন তাহাই ভাল। তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তিনি এই যুবকের পরকালগত আত্মাকে সুখ শান্তিতে রক্ষা করুন। "

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ। ১৮৮৫

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিগত তিন মাসে নিম্ন লিখিত রূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে—

প্রচার—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরেই অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কোন কোন দিন সভ্য দিগের বাসাতে উপাসনাদি দ্বারা এবং সমাজের লোকদিগের সহিত আলাপাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল তিনি কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে ধর্ম্ম প্রচারার্থ ঢাকা হইতে বহির্গত হইয়া বিক্রমপুরে গমন করিয়াছিলেন। পুনরায় ঢাকাতে প্রত্যাগত হইয়া সেখানকার কার্য্য করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গত বৈশাখের প্রারম্ভে দার্জ্জিলিঙ্গ, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সহরে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানে থাকিয়া উপাসনা মন্দিরে নিয়মিত উপাসনাতে সাহায্য করিয়াছেন, এবং তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জার সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ধর্ম্ম প্রচারার্থ বাগেরহাট, খুলনা, বাঁস বেড়িয়া, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—বৈশাখের পূর্ব্বেই তদীয় পত্নীর গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে তাঁহার পত্নীর শুশ্রূষাতেই অধিক সময় যায়। নববর্ষের উৎসবের দিন তিনি প্রাতে উপাসনা করিয়াছিলেন ও উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী পরলোকগত হইলে তিনি লাহোরে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে তিনি নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

১ম। তিনি এই তিন মাসে পাঁচ রবিবার লাহোর সমাজের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উক্তমন্দিরে প্রতি মঙ্গলবার উপাসনা করিয়াছেন। এ কার্য্যের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই উপরে। প্রতি মঙ্গল বারে যে উপাসনা হয় তাহাতে অতি সুফল ফলিয়াছে। বিগত তিন মাসের মধ্যে ৫ জন লোক প্রকাশ্যভাবে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইঁহারা পাঁচ জনেই পাঞ্জাবী। ইঁহাদের মধ্যে একজন জাতিতে ক্ষত্রিয় তিনি জাতিভেদের চিহ্ন স্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২য়। প্রতি রবিবার প্রাতে তাঁহার ভবনস্থিত উপাসনালয়ে উপাসনা হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক লোক উপস্থিত হন।

৩য়। তিনি একটী ধর্ম্ম বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। তাহাতে প্রতি রবিবার কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোককে একত্র করিয়া, তাঁহার স্বরচিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সংহিতা হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

৪র্থ। এতদ্ভিন্ন তিনি সময়ে সময়ে ব্রাহ্মপরিবার সকলে উপাসনা করিয়াছেন।

৫ম। তিনি রাজনীতি সম্বন্ধেও কোন কোন সভাতে কার্য্য করিয়াছেন এবং সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে একটী প্রকাণ্ড সভা ডাকিয়া অনেকগুলি নূতন সভ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ। পাঞ্জাবের সুকেত নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের দুই জন রাজকুমার ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে শুনিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এক জন প্রাচীন খ্রীষ্টীয় পাদ্রি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মজীবন নামক তাঁহার মাসিক পত্রিকাখানি রীতিমত প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার রচিত সঙ্গীত-পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা হিন্দিভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় বিগত তিন মাস নলহাটীতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টাতে ব্যস্ত ছিলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্য করাই এবার তিনি তাঁহার প্রচারের বিশেষ কার্য্য বলিয়া অবলম্বন করেন এবং আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে ঈশ্বর প্রসাদে ও সহৃদয় মহোদয়গণের আনুকূল্যে এবিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে মধ্যে একবার মুরসিদাবাদ সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তত্রত্য বন্ধুগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সবান্ধবে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস বৈশাখের প্রারম্ভে উত্তর বাঙ্গালার রঙ্গপুর, দিনাজপুর, সদ্যঃপুষ্করিণী, জলপাইগুড়, দার্জ্জিলিঙ্গ, শিলিগুড়ি, সৈদপুর প্রভৃতি স্থানের সমাজ সকল পরিদর্শন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে কিছুকাল বাস করিয়া ময়মনসিংহে স্বীয় বাসগ্রাম দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বৈশাখের প্রারম্ভে হাজারিবাগ সমাজের উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করেন। সেখানে অনেক দিন অবস্থিতি করিয়া বক্তৃতা, উপাসনা ও উপদেশাদি দ্বারা ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তৎপরে গিরিধি হইয়া কোন্নগরে ফিরিয়া আসেন। এখানে অবস্থিতি কালে নিয়মিত রূপে কোন্নগর সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসনালয়ে ও উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তদীয় বাসগ্রাম বাঁসবেড়িয়াতে একটী নূতন সমাজ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রাণ্ডা বিষয়ে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বরিশালে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু অসুস্থতা নিবন্ধন গত কয়েক মাস হিঙ্গলাবট গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি হিঙ্গলাবটের সন্নিকটস্থ স্থানে যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কুমার খালি সমাজে উপাসনাদি করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

কিছুদিন হইল তিনি বাগের হাট সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কলিকতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পুরাতন কার্য্য সকল অবলম্বন করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত এই বন্ধোপলক্ষে কলিকাতাস্থ কোন কোন সভ্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাবু শশিভূষণ বসু বি, এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিতে, ইচ্ছুক হইয়া প্রচার শিক্ষার্থী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রচারব্রতে প্রবেশ করিবার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় সন্তোষজনকরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

উৎসব—বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে ১লা বুধবার হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়া ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পর্য্যন্ত নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। বুধবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা করেন। বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ও রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং শুক্রবার প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন, রাত্রিতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের মহত্ত্ব" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

এজেণ্ট।—বিগত তিন মাসের মধ্যে দুই জন নূতন এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু বরিশালের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন এবং রামপুর হাটের শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ রায় মহাশয় এজেণ্টের পদ হইতে অবকাশ লওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুর হাটের এজেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ—বিগত তিন মাসের মধ্যে বীরভূমের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই লোকের অন্নকষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে কার্য্য চলিতেছে সমুদায় সপ্তাহ কতকগুলি বন্ধু গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া গ্রামবাসী দিগের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। গ্রামবাসী দিগের মধ্যে যাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় বোধ হয়, তাহাদিগকে টিকিট দিয়া আসেন।' যে যে স্থলে সত্বর সাহায্য আবশ্যক বোধ হয়, সেখানে উপস্থিত মত সাহায্য করিয়া থাকেন তৎপরে টিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সপ্তাহের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে নলহাটীস্থ বিতরণে আসিয়া সপ্তাহের মত চাউল লইয়া যায়। এমনও ঘটে যে বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোকগণ চাউল লইতে আসিতে পারে না, তাহাদিগকে ও অপরাপর দরিদ্র দিগকে বস্ত্র দেওয়া হইয়া থাকে। বিগত গ্রীষ্মের বন্ধের সময় আমাদের কয়েকটী বন্ধু দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে খাটিবার জন্য গিয়াছিলেন। কেহ কেহ এতদর্থে রঙ্গপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা গিয়া অতিশয় উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছেন। অধিকতর সুখের বিষয় ইহাদের মধ্যে একজন হোমিওপেথিক ডাক্তার ছিলেন। তিনি যাওয়াতে ওলাউঠা রোগগ্রস্ত অনেক দরিদ্রের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। এক বাক্স ঔষধ দিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি দুইটী স্থানে সাহায্য বিতরণ করা হইতেছে। একটী নলহাটীতে; আর একটী গনেটিয়া নামক গ্রামের সন্নিকটস্থ রামনগরে। প্রথম স্থানে ৩০০০ সহস্র লোক সাহায্য পাইতেছে, শেষোক্ত স্থানে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রদত্ত টাকা হইতে প্রায় ৫০০ শত লোককে প্রতিদিন চাউল বিতরণ করা হইতেছে। এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটী সুখের সম্বাদ এই আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ বন্ধুগণ কতকগুলি টাকা ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অতি সদ্ভাবের সহিত আমাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত হইয়া, সেই টাকা ও তাহাদের সংগৃহীত বস্ত্র শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তাহা হইতে রামনগরের বিতরণের কার্য্য চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন কাকিনার জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী তাঁহার কন্যার আরোগ্য লাভে সন্তোষ প্রকাশ স্বরূপ ৫০০ শত টাকা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। দুর্ভিক্ষ কার্য্য আরম্ভ অবধি ৪০৪১৴১৫ টাকা চাঁদা দ্বারা আদায় হইয়াছে এবং ৩১২২৷৴২॥ ব্যয় হইয়াছে। খরচ বাদে আমাদের হস্তে ৯২৪৷৴১২॥ টাকা মজুত আছে। কিন্তু সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এখন সপ্তাহে প্রায় ১২০ মণ চাউল বিতরণ করিতে হইতেছে। আশা করি কমিটির সভ্যগণ এতদর্থে অর্থ সংগ্রহ করিতে তৎপর হইবেন।

পত্রিকা—। তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার উভয় পত্রিকাই বিগত তিন মাস কাল রীতি মত চালিত হইয়াছে। কিন্তু মেসেঞ্জারের অবস্থা এখনও ভাল নয়। ইহার জন্য অনেক টাকা ঋণ হইয়াছে। অথচ সমাজের মুখপাত্র স্বরূপ এক খানি ইংরাজী সংবাদ পত্র থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সমাজের সভ্যগণের ইহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মেসেঞ্জারের ঋণ সর্ব্ব সমেত ১২৯২৷৶৴টাকা হইবে।

পুস্তক প্রচার। সংগীত ও গৃহধর্ম্ম পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্র বাহির হইবার সম্ভাবনা।

উপাসক মণ্ডলী। উপাসক মণ্ডলী প্রতি রবিবার নিয়মিত তাঁহাদের উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নববর্ষোপলক্ষে, ৩২এ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন।

হিতসাধক মণ্ডলী। গ্রীষ্মাবকাশ নিবন্ধন উক্ত মণ্ডলীর কার্য্য এক প্রকার বন্ধ ছিল, আবার গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হওয়াতে নূতন বর্ষের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তবে ইতিমধ্যে একদিন মণ্ডলীর সভ্যগণ শ্রমজীবিদিগের এক সান্ধ্য সমিতি করিয়াছিলেন। উক্ত সমিতিতে অনেকগুলি শ্রমজীবী লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। যথা সময়ে সকলে সমবেত হইলে, প্রথমে তাহাদিগকে ঐকতান বাদ্য শুনান হয়। শ্যামবাজারস্থ ঐকতান বাদক দল, এজন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐকতান বাদ্য হইলে, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সহকারে বায়ুর ভার বিষয়ে ও তাড়িত বিষয়ে

উপদেশ দেওয়া হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সরল ভাষায় কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন। তৎপরে পুনরায় বাদ্য শেষ হইলে, ফল মূলাদি দ্বারা শ্রমজীবী দিগকে পরিচর্য্যা করা হয়। মণ্ডলীর সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

ছাত্র সমাজ। গ্রীষ্মাবকাশের সময় উক্ত সমাজের কার্য্য বহু দিন বন্ধ থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

মহিলাদিগের নৈতিক বিদ্যালয়—গ্রীষ্মাবকাশের পর ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ইংলণ্ডস্থ সণ্ডে স্কুল এসোশিএশন নৈতিক বিদ্যালয়ের মহিলাদিগের ব্যবহারার্থ কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কুমারী কলেটের প্রযত্নে ঐ সমুদায় গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ—

আয়—

বার্ষিক দাতব্য	১৮২৸০	২৫২৸০
মাসিক	৩৮॥০	
এককালীন	৩১॥০	
	২৫২৸০	
প্রচার হিসাব		৩৬৫॥৵০
বার্ষিক	৩৮৲	
মাসিক	৩২২॥৶০	
একালীন	৫৲	
	৩৬৫॥৶০	
শুভ কর্ম্মের দান		৯৲
পাথেয় হিসাবে		৪৪৸০
কর্ম্মচারীর বেতন হিসাবে		
তত্ত্বকৌমুদী ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত (চারিমাসের)		৩১৲
		৭০৪৶০
পূর্ব্ব স্থিত		৪২॥/৫
		৭৪৬৸৫

ব্যয়—

প্রচার ব্যয়	৪৩৯
কর্ম্মচারীর বেতন	১৫৫।১০
ডাক মাশুল	৩॥০
পাথেয়	৫০।৫
বিবিধ	৭৸৵১০
	৬৫৫।৶৫
হাওলাত শোধ	৫০৲
	৭০৫॥৶৫
স্থিত	৪১/০
	৭৪৬৸৫

মুদ্রাঙ্কণ, আফিস ভাড়া, অপরের পুস্তক প্রভৃতি হিসাবে প্রায় ৭৭৫, দেনা আছে।

পুস্তকের হিসাব

আয়—

হাওলাত বিক্রয় পুস্তকের মূল্য আদায়	২৫০।৵৫
নগদ বিক্রয় সমাজের পুস্তক	৫৭/১৫
ঐ অপরের পুস্তক	৩৮।/১০
পুস্তকের ডাক মাশুল	১॥/০
গচ্ছিত	২০।০
কমিশন	২॥৶১৫
	৩৭০।৵৫
পূর্ব্ব স্থিত	৭৬৮৵১৭॥
	১১৩৮॥/২॥

ব্যয়—

বিবিধ ব্যয়	২।৶১৫
সমাজের পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ হিসাবে	৯৫৸৶০
পুস্তকের কাগজ	১৯৭৲
পুস্তক বাঁধাই	১০৲
পুস্তকের কমিশন	৮।/৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	৭।০
পত্রের মাশুল	।৵৫
অপরের পুস্তক হিসাবে	৮৮৲
গচ্ছিত শোধ	১৫।১০
	৪২৫৵১৫
স্থিত	৭১৩।৵৭॥
	১১৩৮॥/২॥

তত্ত্বকৌমুদী

আয়—

মূল্য প্রাপ্তি	৩৬৮।৵৫
নগদ বিক্রয়	২৸০
	৩৭১৵৫
পূর্ব্বস্থিত	২৪৩৶১৫
	৬১৪।৵০

ব্যয়—

ডাক মাশুল	৪২।১০
ক্ষুদ্র ব্যয়	৩॥১৫
মুদ্রাঙ্কণ	১২২॥০
কর্ম্মচারীর বেতন	৩২৲
কমিশন	৸০
	২০১/৫

স্থিত	৪১৩/১৫
	৬৩৪।৶

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের আয় ২৩৬।৶০। পূর্ব্বস্থিত ৮৮৶০। মোট ৩২৪॥/০।ব্যয় ২৯৮।৶০ বাদে স্থিত ২৬৶০। দেনা মুদ্রাঙ্কণ হিঃ ৯৬৪ কাগজ হিঃ ৩৬৮৶০; হাওলাত হিঃ ২৯২ মোট দেনা ১২৯২৸৶০।

বিলডিং ফণ্ড

আয়

৩ মাসে চাঁদা আদায়	৮১
দানাধারে প্রাপ্ত	১৸৶০
	৮২৸৶০
পূর্ব্বস্থিত	১৩১৸৶
	২১৪৸/০

ব্যয়—

ক্ষুদ্র ব্যয়	৸/০
স্থিত	২১৪
	২১৪৸/০

বিলডিং ফণ্ডে মোট দেনা ২০০০। প্রচারক ভবন, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, এবং অন্যান্যের নিকট ৮৪০॥৶১০ প্রাপ্য আছে।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণের দান প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জের		৩২৪২৬।৪
শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীল	কলিকাতা	৪
„ „ ভগবতী চরণ দাস	ভবানীপুর	১
একটী দরিদ্র মাং নন্দলাল মদক	কোচবিহার	২
শ্রীযুত বাবু ভারতচন্দ্র গুপ্ত	কাকিনিয়া	৩
„ „ প্যারিমোন গুপ্ত	কাকিনিয়া	১
„ „ গগনচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৫
„ „ যাদবচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৶০
„ „ জানকীশঙ্কর চৌধুরী	ঐ	১
„ „ অনাথ বন্ধু রায়	ঐ	৫
„ „ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১
„ „ রাধিকানাথ রায়	ঐ	২
„ „ হরচরণ গাঙ্গুলী	ঐ	১
„ „ গুরু গোবিন্দ মজুমদার	ঐ	১
„ „ প্রসন্ন কুমার চৌধুরী	ঐ	॥০
„ „ কালী কুমার গুপ্ত	ঐ	২
„ „ রূপচন্দ্র গুপ্ত	কাকিনিয়া	২
„ „ প্রাণনাথ গুহ	ঐ	১
„ „ হৃষিকেশ লাহিরী	ঐ	২
„ „ শ্রীদয়াল	দারজিলিং	২
„ „ দ্বারকানাথ দে	জলপাইগুড়ি	২
„ „ দীননাথ দত্ত	ঐ	২
„ „ মাধবচন্দ্র রায়	ঐ	১০
„ „ গগনচন্দ্র বিশ্বাস	ঐ	৩
„ „ দামোদর প্রসাদ সরকার	ঐ	১
„ „ নবদ্বীপচন্দ্র সরকার	ঐ	১
শ্রীমতী প্যারী বিবি	ঐ	১
বাবু দলু সিংহ	ঢাকা	১০
শ্রীযুত বাবু জানকীনাথ দত্ত মাঃ নবদ্বীপ বাবু	কুড়িগ্রাম	৫
„ „ রামরূপ ঘোষ	মুক্তাপুর	৫
„ „ কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়	দেরাডুন	১০
„ „ দ্বারকানাথ মল্লিক	কলিকাতা	১০
„ „ রজনীকান্ত ঘোষ	ঢাকা	২৫
„ „ কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	৪৪॥০
„ „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ	ঢাকা	২৫
„ „ দুর্গাদাস দত্ত	ধুবড়ি	৩৫
„ „ ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়	হুগলী	১০
„ „ চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আজমির	১০
কালীপ্রসন্ন দত্ত	ফরিদপুর	২৫
		৩২৬৯৮৶৪

কলিকাতা ২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, বিজ্ঞান যন্ত্রে শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা ১লা শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

৮ম ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৶০

প্রার্থনা।

হে দিনবন্ধু! সে দিন কবে হবে যে দিন তোমার প্রতি সেই বিশ্বাস ও প্রেম জন্মিবে, যাহা জন্মিলে আমরা আর তোমাকে ছাড়িয়া কাজ করিতে পারিব না। সকল কাজেই সর্ব্বাগ্রে তোমার আশীর্ব্বাদ ও তোমার আলোক লাভ করিবার ইচ্ছা হইবে। জীবনের সকল গুরুতর কার্য্যে তোমাকেই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হইবে। যত দিন তোমার সহিত জীবনের এই গূঢ় যোগ নিবদ্ধ না হইতেছে, তত দিন ধর্ম্ম জীবনের বস্তু অন্তরের ধন হইতেছে না। জগদীশ! যদি পাপী বলিয়া ডাকিয়াছ তবে এই জীবনের যোগ নিবদ্ধ করিয়া দেও।

পরনিন্দা টা ভাল নয়; ইহা সকল দেশের সকল সাধুর মুখেই শুনা গিয়াছে। কিন্তু আমরা দশজনে একত্র হইলেই অসাবধানতা বা কু অভ্যাস বশতঃ কোন না কোন প্রকারে উক্ত অপরাধে অপরাধী হই। যে স্থলে মানুষ বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া পরের অনিষ্ট সাধন মানসে পরনিন্দা প্রচার করে, তাহা অতিশয় ঘৃণার্হ। কিন্তু বিশেষ কোন বিদ্বেষ বুদ্ধিদ্বারা চালিত না হইয়াও সামান্য আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যও দশজনে বসিয়া উপহাসচ্ছলে অনেক সময়ে পরের নিন্দা হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতে তাঁহার চরিত্র, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির সমালোচনা করা সকল সমাজেই দেখা যায়। আমরা যাহাদের সঙ্গে মিশিতেছি, একসঙ্গে বেড়াইতেছি, প্রত্যহ যাহাদিগকে দেখিতেছি, একসঙ্গে কাজ কর্ম্ম করিতেছি, তাহাদের চরিত্রের দোষ গুণের বিচার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এবং সাধারণ ভাবে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আত্মীয় ভাবে এরূপ দোষ গুণের সমালোচনা হইলেও অনেক সময় বিশেষ ক্ষতি না হইতে পারে? কিন্তু কাহারও কোন প্রকার গ্লানিকর কুৎসা রটনা করিবার পূর্ব্বে ভদ্রলোক মাত্রেরই চিন্তা করা উচিত যে, ইহা যদি সত্য না হয়, তবে কি ভয়ানক অন্যায় করিতেছি। এক ব্যক্তিকে লোকের চক্ষে হীন করিয়া কি ক্ষতি করিতেছি। নিন্দা স্থলে বিশেষ দুঃখের কারণ এই হয়, যে পরে গাহার অনুতাপিত হইলেও যে ক্ষতি একবার করিয়া ফেলিয়াছি, কোন ক্রমেই তাহার সংশোধন করা যায় না। গন্ধ যেমন একবার ছড়াইয়া পড়িলে, আর তাহাকে প্রত্যাহার করা দুষ্কর। সেইরূপ যে নিন্দাবাদ একবার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, কে বলিতে পারে, তাহা কতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে? কে বলিতে পারে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ হইবে।

সচরাচর সমুদ্র জলের দুই প্রকার স্রোত লক্ষিত হয়। এক প্রকারের স্রোত সম্পূর্ণ রূপে বাহ্যিক কারণে ঘটে। যথা তরঙ্গ এবং যোয়ার ভাটা। যখন ক্রমাগত একদিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে, তখন সেই বায়ু প্রভাবে সমুদ্র জলের এক প্রকার গতি হইয়া থাকে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া জলে এক প্রকার স্রোত উপস্থিত হয়। আর চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে যোয়ার এবং তদভাবে ভাটার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই স্রোতই সচরাচর মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যাঁহারা সামুদ্রিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন সমুদ্র জলে আর এক প্রকার স্রোত আছে, যাহা বাহির হইতে অনুভূত হয় না; কিন্তু গভীর জলের নিম্ন ভাগে সে স্রোত নিয়ত প্রবাহমান। স্বাভাবিক আভ্যন্তরিক কারণ বিশেষে তাহা উৎপন্ন হয়। তাহার গতি অবিরামে একই দিকে প্রবাহিত। বাহিরের তরঙ্গজনিত স্রোত এবং যোয়ার ভাটার স্রোত যেমন সময়ে গতির দিক পরিবর্ত্তন করে, এই স্রোত সেরূপ নহে। তাহা একই ভাবে নিয়ত প্রবহমান। সমুদ্র জলে যেমন এই দুই প্রকার স্রোত দৃষ্ট হয়, মনুষ্য জীবনেও এইরূপ দুইটী স্রোত নিয়ত বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের ঘটনা দ্বারা মনুষ্যের জীবনে এক স্রোত উপস্থিত হয়। ঘটনা যখন যেরূপ মনুষ্যের জীবনস্রোতও তখন সেইরূপ হইয়া থাকে। সংসারের শোক দুঃখে তাহার জীবনকে একদিকে লইয়া যায়, আবার আনন্দ উল্লাস অন্যদিকে তাহার গতিকে ফিরাইয়া দেয়। এই রূপে বাহিরের আনুকূল্য নির্য্যাতন, শিক্ষা, সঙ্গ, সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতিতে মানুষের বাহ্যিক জীবন-স্রোতকে নিয়ত পরিবর্ত্তিত ও চঞ্চল করিতেছে। কিন্তু এ সমুদয়ের অভ্যন্তরে মানবের জীবনে আর একটী স্রোত

নিয়ত প্রবাহিত দেখাবায়, যাহার গতি নিয়তই বর্তমান। সে গতি সময়ে মৃদু সময়ে খরতর হইলেও একবারে কখনই রুদ্ধ হয় না। সেটী মানব জীবনের ক্রমশঃ উন্নতির দিকে গতি। মানুষ যে কোন অবস্থায়ই পড়ুক না কেন—সে সাংসারিক সুখেই থাকুক, আর দুঃখেই থাকুক, শোক মোহেই আচ্ছন্ন থাকুক আর আনন্দ উল্লাসেই পরিবেষ্টিত থাকুক। সকল অবস্থাতেই তাহার কিছুনা কিছু শিক্ষা হইয়া থাকে এবং সেই শিক্ষায় মন ও আত্মাকে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে লইয়া যায়। মানুষের অন্তরে স্বভাবতঃ যে জ্ঞানলিপ্সা আছে, তাহার কার্য্য মানুষ কিছুতেই রুদ্ধ করিতে পারে না। সংসারের যাবতীয় ঘটনা মানুষকে ক্রমাগতই শিক্ষা দিতেছে। এশিক্ষার বিরাম নাই। যাঁহারা জীবনের এই আভ্যন্তরিক উন্নতি স্রোতকে বাধা না দিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতে সাহায্য করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক জীবনে স্বাস্থ্য ও শান্তির সহিত অগ্রসর হইতে পারেন। তাঁহারাই জীবনের সুখকর অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। নানা কারণে জীবনের এই স্রোত মন্দীভূত হইয়া যায়। তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এই যে জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরেচ্ছাধীন করিতে সম্মত না হওয়া। তাঁহার প্রভাব যে জীবনে অবাধে কার্য্য করিতে না পায়, তাহার গতি মন্দীভূত হইবেই হইবে। তিনি যে ইচ্ছা করেন জীবন তদনুসারী হইলেই মানবাত্মার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে। মানুষ উপস্থিত আপাততঃ মনোহর পার্থিব সুখে ভুলিয়া, সেই ইচ্ছাকে সর্ব্বপ্রকারে আলিঙ্গন করিতে—তাহার অধীন হইয়া জীবনের ক্রিয়া সাধন করিতে সম্মত হয় না। এজন্যই কাহারও জীবনে এ স্রোত খর প্রবাহমান দেখা যায় এবং কাহারও জীবনে তাহা অবরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সেই মহতি ইচ্ছারই অধীনতা স্বীকার করা প্রয়োজন।

আত্মার চরম সুখ।

ঋষিগণ বলিয়াছেন—"যোবৈভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

অর্থ—মহান্ অনন্ত যিনি তাঁহাতেই সুখ, পরিমিত বস্তুতে সুখ নাই।

পূর্ব্বোক্ত উক্তিতে এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্য বিবৃত হইয়াছে। এই সত্যটী অন্তর্দৃষ্টিশালী আত্মা মাত্রেরই পরীক্ষিত। আমরা যদি মানবাত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে এই মানবাত্মা সচরাচর যে সকল পার্থিব বস্তুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই জগতে বাস করে, তাহার কিছুই ইহার জীবনের লক্ষ্য নয়। দুইটী যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয়। প্রথমতঃ অল্প কার্য্য সাধনের জন্য যে ব্যক্তি মহৎ আয়োজন করে, সে কখনই বুদ্ধিমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি বিংশতি জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া দুইশত ব্যক্তির মত আয়োজন করে, আমরা হয় তাহাকে বাতুল মনে করি, না হয় নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। সহজ কথাতে লোকে বলিয়া থাকে, "মশক মারিতে কেহ কামান পাতে না"। অল্প আয়াসে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় সে কার্য্যের জন্য কেহ আয়াস স্বীকার করে না। প্রকৃতির মধ্যে কুত্রাপি অল্প লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য অধিক আয়োজন দৃষ্ট হয় না। পশু পক্ষীদিগের বাৎসল্যের বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক। শাবক যতদিন অতি শিশু ও আত্মরক্ষাতে অক্ষম থাকে, ততদিন পশু পক্ষীদিগের বাৎসল্য কি প্রবল! নবজাত গোবৎসটী খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার চেষ্টা কর, কিম্বা তাহাকে কোন প্রকারে ক্লেশ দেও, দেখিবে তাহার জননী যে স্বভাবতঃ অতি শান্ত ও বিনম্র-স্বভাব সেও তোমাকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শৃঙ্গ দ্বারা বিদারণ করিবার জন্য ধাবিত হইবে। পক্ষীশাবকটীকে তাহার কুলায় হইতে হরণ করিবার চেষ্টা কর, তাহার মাতা তোমার সঙ্গে তুলনায় অতি দুর্ব্বল প্রাণী হইলেও তাহার ক্ষুদ্র চঞ্চু দ্বারা তোমাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে ক্রটী করিবে না। কিন্তু এই প্রবল বাৎসল্য কতদিন থাকে? যত দিন শাবক আত্মরক্ষাতে সমর্থ না হয়। শাবক আত্মরক্ষাতে সমর্থ হইলে বাৎসল্যের এই প্রবলতা আর দৃষ্ট হয় না। পক্ষির শিশু বড় হইয়া উড়িয়া গেল, তাহার জননীও নিশ্চিন্তমনে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। যতদিন শিশুর রক্ষার জন্য বাৎসল্যের প্রয়োজন ততদিন বাৎসল্য প্রবল। যখন সে প্রয়োজন চলিয়া গেল, তখন বাৎসল্যের বেগও হ্রাস হইল। প্রকৃতির অন্যান্য বিভাগেও এই নিয়ম। যাহা দ্বারা যতটুকু কার্য্য সাধন করা আবশ্যক, তাহাকে তদতিরিক্ত শক্তি দেওয়া হয় নাই।

প্রকৃতির সর্ব্বত্রই যদি এই নিয়ম হয় এবং কোন প্রকারে এই জড়দেহটাকে সুস্থ রাখিয়া ইন্দ্রিয় ভোগ করাই যদি মানবাত্মার প্রাণধারণের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে মানবাত্মা এমন বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন হইল কেন? গো অশ্ব মেষ মহিষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবগণ এমন আশ্চর্য্য ধীশক্তি, এমন অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি, এমন আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্দৃষ্টি না পাইয়াও সুখে আহার বিহার করিতেছে, সুস্থদেহে থাকিতেছে, মানবের জীবনের লক্ষ্য কেবল যদি এই সামান্য সুখ হয়, তবে তাহার জন্য এত আয়োজন করার কিছুই প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং বলিতে হইবে সামান্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ অপেক্ষা মানবের জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আছে।

আর একটী যুক্তির দ্বারাও এই সত্যটী অনুভব করিতে পারা যায়। সে যুক্তিটী এই, যে বস্তুর জন্য ক্ষুধা সেই বস্তু পাইলেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তুমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ অন্ন ব্যঞ্জন আহার কর সে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে; আর ক্ষুধা থাকিবেনা। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, জল পান কর পিপাসা থাকিবে না। এমন কি কখন কেহ দেখিয়াছেন এক ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছে, যতই জল দেওয়া যাইতেছে, কিছুতেই পিপাসা যাইতেছে না; বোধ হইতেছে, সিন্ধু সমান জল রাশি তাহার উদরস্থ করিলেও তাহার পিপাসা নিবৃত্তি হইবে না। এরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার আমরা কখন ও দেখি নাই। দেহ যখন যে বস্তু চায় সেই বস্তু পাইলেই সে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়। আর আকাঙ্ক্ষা থাকেনা, এ কটী

দুঃখিনী নারীর একটী সন্তান হারাইয়াছে, সে সেই পুত্রের জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, পথে পথে অন্বেষণ করিতেছে, তাহার সন্তানটী আনিয়া দেও, তাহার চক্ষের জল আর থাকিবে না, তাহার আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হইবে। সে কি তখন আবার বলিবে আর দুই দশটী বালক বালিকা আনিয়া দেও, তাহা কখনই বলেনা। মন যে বস্তু চায়, তাহা যদি পায় তবেই তাহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে একবার মানবের অন্তর নিহিত গভীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার বিষয় স্মরণ কর। প্রাচীন আর্য্য কবি বলিয়াছেন।

"নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি"

কামনার বিষয় সকল পাইয়া কামনা কখনই চরিতার্থ হয় না। প্রত্যেক মানবের জীবনের পরীক্ষিত সত্যও এই; কামনার বিষয় সকল যতই উপভোগ কর না কেন, প্রাণটা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। প্রাণ কি চাহিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বোধ মানব পৃথিবীর ধন ধান্য সঞ্চয় করিতে থাকে। যখন লক্ষপতি আছে, মনে করে ক্রোড়পতি হইলে বুঝি প্রাণের এই অতৃপ্তি ঘুচিবে। আবার ধন সঞ্চয়ের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু কিছুতেই চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় না, আশা মিটে না। আকাঙ্ক্ষার অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। যদি ঐ সকল বিষয় আত্মার লক্ষ্য হইবে, ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার বারি হইবে, তবে উহাদিগকে পাইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না কেন? মন কেন অনুভব করে না যে আমার বাঞ্ছনীয় বস্তু পাইয়াছি? তবেইত বুঝিতে পারা যায় যে প্রাণ আর কিছু চায়।

সর্ব্বদেশের ঈশ্বর প্রেমিক সাধকগণ চিরদিন বলিয়াছেন; পরমেশ্বরকে পাইলে সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। মৎস্য যেমন জলে গিয়া সেই স্থানকে আপনার আবাস স্থান ও আরামের ক্ষেত্র বলিয়া অনুভব করে, সেইরূপ সেই সত্য-স্বরূপ ও পবিত্র-স্বরূপের সহবাস লাভ করিয়া আত্মাও তাঁহাকে আপনার আবাসভূমি বলিয়া অনুভব করে। তখন সাধক ঈশ্বরকে বলেন "তুমি আমার ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় বারি"। ইহাই আত্মার চরম লক্ষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখ।

জীবন্ত ধর্ম্ম।

জন সমাজে সচরাচর তিনশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম এক শ্রেণীর লোক নিত্য নৈমিত্তিক আহার বিহার প্রভৃতি কার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। বাহিরের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহারা সেইরূপ কার্য্যেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করে। তাহাদের নিকট শারীরিক প্রয়োজন ভিন্ন, বহির্জ্জগতের ঘটনা সমূহ ভিন্ন, তদতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। আত্মা পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে কখন কোন চিন্তা তাহাদের মনে উপস্থিত হয় না। তাহাদের নিকট এই সকল ব্যাপার অলিক অথবা চিন্তার অবিষয়ীভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই শ্রেণীর লোক সমাজের বাহিরে বাহিরে বেড়ায় এবং সর্ব্বদা চঞ্চলভাবে সমাজে যখন যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তখনই সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যায়। তাহাদের নিজের কোন বিশ্বাস ভূমি নাই, দাঁড়াইবার অবলম্বন নাই। তাহাদের শিক্ষা সঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই, বাহ্যিক প্রয়োজন সাধনের জন্য মনকে উত্তেজিত করে। সুতরাং এই শ্রেণীর লোক ধর্ম্মের কোন ধার ধারেনা। ধর্ম্ম ইহাদের নিকট কবির কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ২য় শ্রেণীর লোকদিগকে ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই রত দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাহির হইতে দেখিলে ইহাঁদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়াই মনে হয়। ইহাঁরা ধর্ম্মচিন্তাকে সময়ের অপব্যবহার বলিয়া মনে করেন না এবং আত্মা পরকাল বিষয়ে একবারে উদাসীন বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহাঁরাও ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। ইহাদের লক্ষ্য ও বিশ্বাস গভীর নহে। সুতরাং ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং আত্মার অবলম্বনীয় বলিয়া বিশ্বাস হইলে-চরিত্রে এবং নৈতিক কার্য্যে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের জীবনে দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা সংসারের অধীনতার হাত এড়াইতে পারেন নাই, এজন্য যখন যেরূপ প্রয়োজন পড়ে, তাঁহাদের কার্য্যও তদনুসারি হয়। যখন দশ জন ধার্ম্মিকের সহিত অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহারা ধার্ম্মিকের ভাবেই চলেন। যখন সংসারের অনারূপ দশ জনের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তখন সেই দশজনের অবস্থাই তাহার চরিত্রে প্রকাশ পায়। এই শ্রেণীর লোক ক্ষতি লাভ গণনায়ই সর্ব্বদা ব্যস্ত। যখন ধর্ম্ম উপার্জ্জনে সাংসারিক কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না, তখন তাহারা ধর্ম্ম সাধনে রত হন। কিন্তু যখন ধর্ম্মের অনুরোধে বিষয়াসক্তি এবং নিজের রুচি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলিতে হয়। আপনার মন্দ অভিলাষকে বিসর্জ্জন দিয়া কষ্টের গুরুভার মস্তকে বহন করিতে হয়, তখন তাঁহারা সেদিক দিয়া যাইতে সম্মত হন না। তখন তাঁহাদের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়া যায়। ইহাঁদের ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি উপার্জনীয় বলিয়া মনে না হওয়ায়, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই দুই মিশ্রিতভাবই ইহাঁদের জীবনে লক্ষিত হয়। বাস্তবিক ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব ইহাঁদের জীবনেও কার্য্যকরী নহে। ইহারা যখন যেমন তখন তেমন। জীবন্ত ধর্ম্মের কোন লক্ষণ এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক সংসারে আছেন বলিয়াই সংসার মানবের বাসের উপযুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম ইহাদের জীবনে বাক্যগত বা বাহ্যিক অনুষ্ঠান গত নহে। কিন্তু কার্য্যগত এবং জীবনগত। ইহাঁরা যে কোন কার্য্য করেন তাহাতেই এই ধর্ম্মগত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁরা আহার বিহার প্রভৃতি এবং সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন সাধনের জন্য যাহা কিছু করেন সমস্তই এই ধর্ম্মের অনুশাসনে শাসিত হইয়া করেন। ধর্ম্মের অতিরিক্ত কিছুই ইহাঁদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়না। বাস্তবিক ইহাঁরা যে জীবিত থাকেন তাহাও এই ধর্ম্মের জন্য। সংসারে এমন

কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না, যাহার অনুরোধে তাঁহাদিগকে আপন বিশ্বাসের বিপরীত দিকে লইয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মের শাসনই তাঁহাদের জীবনে প্রবল শাসন। সেই প্রভাবেই তাঁহারা দিবানিশি শাসিত হন। সুতরাং ইহাঁদের জীবনেই ধর্ম্মের প্রভাব কার্য্যকরী হয়। এই শ্রেণীর লোকের জীবনেই জীবন্ত ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ ইহাঁদের জীবনে ধর্ম্মের যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাতেই জীবন্ত পদার্থের স্বভাব পরিলক্ষিত হয়। জীবন্ত যাহা তাহার ধর্ম্ম সে শক্তিশালী এবং কার্য্যক্ষম। তাহার প্রভাব অন্যের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং যে জীবনে ধর্ম্মই অধীন হয়, ধর্ম্মই যেন অপরাধীর মত এক কোণে কোন মতে স্থান পায়, সে জীবনে জীবন্ত ধর্ম্মের কোন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। সে জীবনের শাসক ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম তাহাকে চালিত করে না। তাহার দূষিত ভাব সকলকে দমন করিতে কিম্বা তাহার ইচ্ছা রুচির বিরুদ্ধে সুপথে চালিত করিতে ধর্ম্মের শক্তি নাই। সুতরাং এখানে ধর্ম্মের কিছুই শক্তি নাই, প্রভাব নাই, ধর্ম্ম এখানে মৃত। মৃত পদার্থকে লইয়া যেমন অন্যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, মানুষ এইরূপ ধর্ম্মভাবকে লইয়াও যথেচ্ছব্যবহার করিয়া থাকে। সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ এবং ধর্ম্মের অনুশাসন এক দিকে পড়িয়া থাকে, আর ইহাদের জীবন প্রয়োজনানুরূপ অন্যদিকে চলিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের জীবনে ধর্ম্মের সংশোধনীশক্তি এবং পরিত্রাণপ্রদ শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়না। রাশি রাশি ধর্ম্ম গ্রন্থ বা উপদেশ এবং ধর্ম্মবীরগণের ত্যাগস্বীকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, কিছুই তাহার নিকট কার্য্যকর নহে। সে সমস্তের অস্তিত্ব থাকা না থাকা তাহার পক্ষে দুই সমান। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক জীবন এরূপ নহে। সেখানে ধর্ম্মই শাসক ধর্ম্মের জীবনপ্রদশক্তিই তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। শিক্ষা বা সঙ্গ প্রয়োজন বা প্রলোভন অথবা দলের অনুরোধ কিছুই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেনা। তাঁহাদের মহৎ লক্ষ্য কিছুতেই বিচলিত হয়না। এই তৃতীয় শ্রেণীর লোকের জীবনই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন এবং তাহাতেই জীবন্ত ধর্ম্মের কার্য্য দৃষ্ট হয়। কারণ শক্তিশালী এবং জীবিত পদার্থের কার্য্য যাহা এই শ্রেণীর লোকের জীবনে ধর্ম্মের কার্য্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর জীবনই ধন্য। ইহাঁদের মধ্যেই ধর্ম্মের সুন্দর ও পরিত্রাণ-প্রদ শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম যদি মানব জীবনে এইরূপ প্রভুত্ব করিতে না পায়, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে যদি ধর্ম্মের শাসন করিবার শক্তি প্রবল না হয়। তাহাহইলে বাস্তবিক ধর্ম্মের মনোহর সৌন্দর্য্য যাহা চির দিন ধার্ম্মিকগণকে সকল প্রকার কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিতে সক্ষম করিয়াছে, সকল প্রকার পরীক্ষায় অটল থাকিতে সাহায্য করিয়াছে, তাহাও অনুভব করিবার সুবিধা হয় না। ধর্ম্ম যে মানুষকে অচিন্তনীয়, অতুলনীয় শান্তি সুখ দিতে পারে, তাহা বাস্তবিক জীবনের ভোগের ব্যাপার না হইয়া, তাঁহাদের নিকট কল্পনার বিষয় হয়। ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের উপদেশ এই শ্রেণীর লোকের নিকট কর্কশ এবং নীরস বোধহয়। সময় সময় তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাহাও অকারণ কষ্ট স্বীকারের মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং যতদিন জীবনের সর্ব্ববিভাগে ধর্ম্মের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন মানুষ প্রকৃতরূপে ধর্ম্মাচরণও করিতে সক্ষম হয় না এবং তাঁহারা যাহা কিছু ধর্ম্মাচরণ করেন তদ্দ্বারাও প্রাণের আরাম বা শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

ব্রাহ্ম! তুমি যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং সংস্কৃত ধর্ম্ম পাইয়াছ বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, জীবনে ধর্ম্মের এই জীবন্ত শক্তির পরিচয় পাইতেছ কি না? ধর্ম্ম তোমাকে পরিচালিত করিতেছে কিম্বা ধর্ম্মকে তুমি পরিচালিত করিতেছ? তোমার মন যখন দুষ্ট অভ্যাসের বশীভূত হইয়া বিপথ গামী হইতে চায়, তখন ধর্ম্ম তোমাকে এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালাইয়া লইতে সমর্থ হয় কিনা? সর্ব্ব কার্য্যে ধর্ম্মের শাসন সর্ব্বোপরি রাখিয়া চলিতে তুমি অভ্যস্ত হইয়াছ কি না? তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার দ্বারা জনসমাজের কোন সংখ্যা পরিপুষ্ট হইতেছে, দিন দিন যদি তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হও, যে তোমার গতি তৃতীয় শ্রেণীর দিকে যাইতেছে, জীবন্ত ধর্ম্মের প্রভাব তোমাকে সকল সময়ে পরিচালিত করিতেছে, তাহাহইলে তোমার ধর্ম্ম সমাজের আশ্রয় গ্রহণ সার্থক হইয়াছে, তোমার জীবনও ধন্য হইয়াছে। আর তাহার পরিবর্ত্তে যদি দেখ তোমার জীবনগতি সেই দিকে না যাইয়া অন্য শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইওনা। এভাবে অধিকদিন চলিলে তোমাকে কঠোর হইতে কঠোর কষ্টে এবং অনুশোচনায় দিন যাপন করিতে হইবে। এত দিন যাহা কিছু করিয়াছ তাহা সমস্ত অকারণ করিয়াছ বলিয়া যেন আক্ষেপ করিবার সুবিধা না হয়। জীবনের সদ্ব্যবহার না করিলে যে যাতনা নির্দ্ধারিত, তাহার কঠোর মূর্ত্তি যেন আর দেখিতে না হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা ধর্ম্মকে আপনার জীবনের প্রভু না করিলেন, যাহারা ধর্ম্মের সিংহাসনকে আপন প্রাণের সর্ব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত না করিলেন বাস্তবিকই তাঁহাদের দুঃখ সামান্য নহে। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। ভাল হইবার উপায়ের অভাব কি? সাধু জীবন পাইবার জন্য উপায়ের অভাব কিছুই দেখি না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহ এবং ব্যাকুলতারই অভাব দেখিতেছি। তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয়।

প্রার্থনা।

প্রার্থনা—কিছু চাওয়া। যাঁহার অভাব আছে তিনিই চাহিয়া থাকেন; সুতরাং অভাব না থাকিলে প্রার্থনার আবশ্যক হয় না। যাহার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ সে ব্যক্তি কখনও চিকিৎসকের দর্শন বা ঔষধ প্রার্থনা করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি রুগ্ন, নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া যাহার শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে, রোগের যন্ত্রণায় সংসারের আর আর সমুদায় সুখ যাহার নিকট অধিকতর অসুখের কারণ হইয়াছে, সে ব্যক্তিই অতিশয় ব্যাকুল চিত্তে চিকিৎ-

সকের দর্শন কামনা করে এবং চিকিৎসক তাহার জন্য যে যে ঔষধ ব্যবস্থা করেন, রোগী ব্যক্তি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত সে সকল ঔষধ সেবন করিয়া থাকে। জগতের নিয়মই এই যে, যেখানে অভাব বোধ আছে, সেই স্থানেই সে অভাব মোচনের জন্য ব্যগ্রতা আছে এবং একবার এই অনুভূত অভাব মোচনের উপায় প্রাপ্ত হইলে, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত তাহা ধরিয় চলিবার অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক।

প্রার্থনা নানা প্রকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে। ভাষা দ্বারাও প্রার্থনা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু প্রার্থনার ভাষা সংসারের সাধারণ ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রার্থনার ভাষায় আড়ম্বর নাই, কবিত্ব নাই; সে ভাষা সরল এবং অনেক সময় অস্পষ্ট; শিশুর ভাষা যেমন ফুটিয়াও ফুটে না, যথার্থ প্রার্থনার ভাষাও তেমনি ফুটিয়াও ফুটে না। যিনি প্রার্থনা করেন, তিনি মনে করেন যে, ভাষার অভাবে তাঁহার মনের ভাব হয়ত ব্যক্ত হইল না, কিন্তু যাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি যদি সহৃদয় হন তবে তিনি সেই আধ আধ অপরিস্ফুট ভাষা হইতেই তাঁহার সমুদায় হৃদগত ভাব বুঝিয়া লন। কারণ সরল প্রার্থনার ভাষা অব্যক্ত হইলেও তাহার যেটুকু বাক্য দ্বারা বাহির হয়, সে টুকুতেই তাঁহার হৃদয়ের একটী ছবি পাওয়া যায়। ব্যাকুল প্রার্থনার অস্ফুট ভাষা হৃদয়গ্রাহী।

আবার সকল সময় প্রার্থনার ভাষাও থাকে না। প্রাণের মধ্যে দারুণ অভাব বোধ আছে, অথচ ভাষা দ্বারা সে অভাব ব্যক্ত করিতে না পারিয়া যখন প্রকৃত দুঃখী জন ছল নেত্রে সাহায্য দাতা অথবা আশ্রয় দাতার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করে, সে ছবি কল্পনা করিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। সদাশয় গৃহস্থের দ্বারে অনেক গুলি ভিক্ষু সমাগত হইয়াছে, সকলেই কিছু সমান অভাব লইয়া আইসে নাই। কেহ বা সঞ্চয় করিবে বলিয়া আসিয়াছে, কেহ বা আর পাঁচ জনের সঙ্গে আসিয়াছে। গৃহস্থ ভিক্ষা দিবেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার অবসর নাই, তিনি গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন, বলিলেন "তোমরা একটু পরে আসিও"। যাহাদের ঘরে সংস্থান আছে, যাহাদের সে দিন চাল পাইলেও হয়, না পাইলেও হয়, অথবা যাহারা গৃহে অন্য কার্য্য করিলেও করিতে পারিত, কেবল অপর পাঁচ জনের মন্ত্রণায় অনায়াসে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহারা গৃহস্থের বাক্যে বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাহারা নিতান্ত ক্ষুধিত, যাহারা দুর্ব্বল ও অসহায়, কার্য্য করণে অসমর্থ, যাহারা ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল বিনা অনশনে থাকিবে; এবং যাহারা জানে যে, এই গৃহস্থ কার্য্যে ব্যস্ত বলিয়া তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিতেছে, কিন্তু কার্য্য সমাধা করিয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ভিক্ষা দিবে, কখনই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবে না, তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায় না। তাহারা ক্লান্ত ও মলিন দেহ লইয়া তথায় পড়িয়া রহিল, অন্নদাতার দ্বার পরিত্যাগ করিয়া তাহারা গেল না। যখন অতিথি প্রথমে সমাগত হইয়াছিল, তখন তাহাদের সংখ্যা বহু ছিল, কিন্তু এক্ষণে কয়েক জন মাত্র রহিয়াছে। যাহারা অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের মুখে কথা নাই, স্থির ও নিস্পন্দ ভাবে অসহায় অবস্থায় অন্নদাতার বহিঃপ্রাঙ্গণের নানা স্থানে অবসন্ন দেহে পড়িয়া আছে। অনেক বেলা হইল তখন গৃহস্থের কার্য্য শেষ হইল, গৃহস্থ আসিয়া তাহাদিগের দিকে দৃষ্টি করিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। তাহাদের অব্যক্ত বিলাপ ধ্বনি তাঁহার সদয় অন্তরকে কাঁপাইয়া দিল; তিনি বাষ্পাকুল নেত্রে তাহাদের ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া চাউল দিলেন। ভিক্ষুকেরা হর্ষ গদ গদ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

উপরে যে ঘটনাটীর উল্লেখ করা গেল, সেটি হইতে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, প্রকৃত অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি আপন অভাব লইয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম-জগতে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি যে ধর্ম্ম-জগতেও এই রূপ তিন শ্রেণীর লোক আছেন। এক শ্রেণী ধর্ম্ম চান কিন্তু তত ব্যস্ত নহেন। দ্বিতীয় শ্রেণী ধর্ম্মের জন্য ত ব্যস্ত নহেনই বরং না হইলেও চলে। তৃতীয় শ্রেণী এই ক্ষুধিত দল। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণ এই যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে প্রাণের মধ্যে কখনও কখনও কিছু কিছু অভাব বোধ করেন; তাঁহারা সময়ে সময়ে অনুভব করেন যে, সংসারের সমস্ত সুখের মধ্যে বাস করিয়াও যদি তাঁহারা পরমেশ্বরকে লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা সুখী হইতে পারিবেন না, এই জন্য তাঁহারা অবসর মত প্রার্থনা করেন। কিন্তু যখন দেখেন যে হাতে হাতে তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে না, তখন তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা একবারে ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন না বটে, কিন্তু প্রাণে তত অনুরাগ থাকে না। সংসারের সমুদায় সুখ, অর্জ্জনের প্রচুর সময় রাখিয়া যদি একটু সময় থাকে, তবেই তাঁহারা ধর্ম্মচিন্তায় মন দিতে পারেন, নতুবা নহে। এই জন্য তাঁহারা কোনও দিন সহিষ্ণুতার সহিত পরমেশ্বরের দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিতে চাহেন না। সুতরাং প্রার্থনা ইহাদের জীবনের অবলম্বন হয় নাই। ইহারা প্রার্থনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। প্রার্থনায় ইহাদের তত বিশ্বাস নাই।

প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে অভাব-বোধ থাকা যেমন আবশ্যক—বিশ্বাসও তেমনই আবশ্যক। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু থাকা আবশ্যক। আমি যদি ইহা বিলক্ষণ রূপে না জানি যে, আমার দেবতা দয়াময়—আমার দেবতা ফল দাতা—তাহা হইলে কখনই আমার প্রার্থনার ফল হইবে না। আমি যখন প্রার্থনা করিব তখন আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া আবশ্যক যে, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আমার দেবতার সম্পূর্ণসাধ্য এবং তিনি দয়াময়। আমার কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না এবং আমাদের প্রার্থনা এরূপ জীবন্ত-বিশ্বাস পূর্ণ ভাবে হওয়া আবশ্যক যে, আমরা যেন আমাদের দেবতাকে

প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের হৃদয়ের অভাব জানাইতে পারি, পরোক্ষ ভাবে অথবা উদ্দেশে জানাইলে হইবে না।

যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম্মার্থী, যাঁহারা অপরকে দেখিতে আসেন তাঁহারা কখনই প্রার্থনার মর্ম্ম বুঝেন না। যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর লোক তাঁহাদের আচরণই যথার্থ ধর্ম্মার্থীর চরিত্র সঙ্গত। ইঁহারা প্রার্থনা ধরিয়া পড়িয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুকদিগের ন্যায় ইঁহারা আশ্রয়দাতা পরমেশ্বরের দ্বার পরিত্যাগ করিয়া কদাচই যাইতে চাহেন না। প্রার্থনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব দেখিলে তাঁহারা ইহাই মনে করেন, যে ফলদাতা পরমেশ্বর একসময় তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেনই করিবেন। এবং গৃহস্থ যেমন বিলম্বে আসিয়া ভিক্ষুদিগের আধার পূর্ণ করিয়া তাহাদের আশাতীত রূপে ভিক্ষা প্রদান করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ বিলম্বে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, কিন্তু কখনই আমাদিগকে নিরাশ করিবেন না, বরং ইহাই সত্য যে, আরও আশাতীতরূপে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

পরমেশ্বর যে আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন, সে বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা সেরূপ প্রার্থনা করিতে পারি কই! শিশুর ক্রন্দনে মাতা ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। রুগ্ন শিশুর কাতর ক্রন্দনে কোন্ জনকজননী উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে রোগোপশমের চেষ্টা না করেন? আমাদের পরম জননী কি এই পৃথিবীর পিতা মাতা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক স্নেহময়ী নহেন? তাঁহার ন্যায় আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য আর কে এত ব্যস্ত? তবে ত্রুটী আমাদের—আমরা কাতর প্রাণে ডাকিতে পারি না। আমরা আমাদের রোগের কথা প্রকৃতরূপে তাঁহাকে জানাই না। আমরা আমাদের অভাব বুঝি না, সুতরাং শিশুর মত সেই পরম জননীর নিকট আমাদের হৃদয়ের অভাবও জানাই না—তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। প্রার্থনা আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। আমরা সংসারের মধ্যে বিচরণ করিলেও আমাদের অন্তর যেন প্রার্থনার ভাবে সদাসর্ব্বদা জাগ্রত থাকে।

উপায়ের অভাব নয়।

জীবন প্রস্তুত করিবার জন্য যাঁহারা ব্যাকুল তাঁহাদিগের জন্য উপায়ের অভাব নাই। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ এবং প্রতিনিয়ত প্রকাশিত পত্রিকা প্রভৃতিতে আধ্যাত্মিক জীবন ও কার্য্যগত জীবন গঠন করিবার কত উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, যে সেই সব উপায় অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বরের কৃপাকে সম্বল জানিয়া, অতি অল্প পরিমাণ লোকেও যদি সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলেও এই যে সর্ব্বদা শুনিয়া থাকি, আমাদের কিছু হইল না, এইরূপ আক্ষেপের কথা আর শুনিতে হইত না। কাগজের কথা কাগজেই থাকিল, যাঁহারা লিখিলেন তাঁহারাও সাধনে প্রাণ মন অর্পণ করিলেন না। আর যাঁহারা পাঠ করিলেন, তাঁহারাও এই ভাবিতে ভাবিতেই পড়িলেন যে ইহার মধ্যে আবার কি আছে। সুতরাং তাঁহাদের জীবনেও সে উপায় কার্য্যকর হইল না। বাস্তবিক আমরা যে বলি আমাদের কিছু হইল না, সে কেবল একটা বাহিরের কথা। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কাগজাদি পড়িয়া কেহ কেহ বিশেষ উপকার বোধ করিতেছেন, আবার কেহ কেহ তন্মধ্যে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কিছুই পাইতেছেন না। ইহার কারণ বুঝিবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, নিজেদের জীবনেই ইহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। যখন প্রাণ খুব ব্যাকুল তখন সামান্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ বা পত্রিকাদি হাতে আসিলে তাহারই মধ্যে কত সত্য পাইয়াছি। কত সাধনের উপায় পাইয়াছি, পড়িয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে; উপায় সকল অবলম্বন করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়াছি। আবার অন্যসময়ে সেই কাগজ পড়িয়া কিছুই হয় নাই। আসক্তিতে প্রাণ পরিপূর্ণ, কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সব কেবল বাহিরের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; তাই কিছুই ভাল লাগে না। সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে; প্রায় সকলেই কিছু কিছু লিখিতে বলিতে পারেন। সুতরাং নূতন কোন পুস্তক বা পত্রিকা হাতে আসিলে, অধিকাংশেরই মনে হয়, ইহা ত আমিও লিখিতে পারি। আমি কি ইহা জানিনা, নূতন কথা আর কি? সত্য বটে অনেক কথা জানা হইয়াছে। কিন্তু সে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া জীবন প্রস্তুত করিতেছ কি না? যদি তাহা না করিয়া থাক, তবে তোমার জানায় ফল কি। এই অভিমানেই ব্যাকুলতাকে বিনাশ করিতেছ। এই ঔদাসীন্যেই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। যে সব সাধনের কথা লেখা হইয়াছে, মনে হয় আর লেখার প্রয়োজন নাই। বৃথা কথা ছড়াইয়া আর কি হইবে? কার্য্যগত জীবন প্রস্তুত করিবার জন্য যে সব উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, সে সকল দ্বারা যদি একজন লোকও কার্য্যগত জীবন প্রস্তুত করিতে অগ্রসর না হইলেন, তবে আর নূতন উপায় বলিবার প্রয়োজন কি? সরল প্রার্থনাই মুক্তির পরম সাধন, এই কথা কে না জানে। কিন্তু আমরা কি খুব প্রার্থনাশীল হইতেছি? বৈরাগ্যের কথা অনেক শুনিতেছি, স্বার্থপরতা নাশ না করিলে কিছু হইবে না, কিন্তু স্বার্থনাশের জন্য কি প্রস্তুত আছি? সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিবার জন্য নাম সাধনাদির কথা অনেক জানা হইয়াছে, ভক্তি প্রেম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জগতের অতি উচ্চ কথা কত জানা হইয়াছে, কিন্তু আমরা যদি কিছু না করি, তবে কিরূপে আধ্যাত্মিক জীবনগঠিত হইবে? এমন এক সময় গিয়াছে যখন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নানা প্রকার হিতকর কার্য্যে জীবন অর্পণ করিয়া অতিনিষ্ঠাবান্ কার্য্যশীল ব্রাহ্ম বলিয়া লোক সমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইহার জন্য কত সভা হইতেছে, কত কমিটী হইতেছে, কাগজে কত প্রকার লেখা হইতেছে, কিন্তু কার্য্য তদনুরূপ হইতেছে না। সকলকেই দুঃখ করিতে দেখি কিন্তু অগ্রসর হইতেছে এরূপ লোক অতি অল্প দেখা যায়। সুতরাং উপায়ের অভাব একথা বলা আর শোভা পায় না।

এখন আমাদের এই কর্ত্তব্য যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব তাহার

জন্য প্রাণপণে খাটিব। তখন যদি দেখা যায় উপায়ের প্রতি সন্দেহ আসিতেছে, জানিতে হইবে সে কেবল পরীক্ষা। ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে হইলে অনেক পরীক্ষা প্রলোভন উত্তীর্ণ হইতে হইবে, যাহা তোমার কল্যাণকর বলিয়া জানিলে, তদনুসরণ করিলে তোমার পশ্চাতে কি হইবে সে ভাবনা ভাবিলে চলিবে না। ব্রাহ্মেরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে কেবল এই মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছিলেন বলিয়া—যাহা তাঁহারা একবার কল্যাণকর বলিয়া বুঝিলেন তাহাই গ্রহণ করিলেন। তাহাতে যত দুঃখ যত যন্ত্রণা উপস্থিত হউক না কেন, সে বিষয়ে আর চিন্তা করিতেন না। যখন এই নির্ভরের ভাব চলিয়া গিয়াছে, যখনই অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা আসিয়াছে, নিজের মঙ্গলজনক বুঝিয়াও যখন লোকে নানা কারণে তাহা গ্রহণ করিতে উদাসীন হইয়াছে, তখনই পতন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা একবার কিছু কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহারা দিন দিন অগ্রসরও হইতেছেন। অন্যেরা তাহা দেখিতেছে, আর মনে করিতেছে ওসকল বাতুলের কর্ম্ম। আর যাহারা কল্যাণকর বুঝিয়াও কিছু পশ্চাতের জন্য অপেক্ষা করিল, সময় ক্রমে তাহাদের অন্য বুদ্ধি উপস্থিত হইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। এইরূপে সমাজের মধ্যে-মধ্যে শিথিলতা আসিতেছে। যথার্থ ধর্ম্মভাব কমিয়া যাইতেছে; যদি পুনরায় সকলের এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, তবে পুনরায় সেই অতি সহজ উপায়ের পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে, যাহা কল্যাণকর বলিয়া একবার বুঝিবে, সমুদায় পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে সুখ দুঃখ গণনা বিরহিত হইয়া তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। তবেই পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবে। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন "যৎকল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।" যদি প্রার্থনাকেই সকল কল্যাণের মূল বলিয়া জানিয়া থাক, তবে মনপ্রাণের সহিত তাহাতেই নিযুক্ত হও, দেখিবে আর কিছুরই অভাব থাকিবে না। আর যদি সেরূপে জীবন পাইতে প্রবৃত্তি না থাকে, আজও যেমন দশবৎসর পরেও তেমন জীবন থাকিবে। দশবৎসর ব্রাহ্মসমাজে আছি বলিয়া তোমার আমার অহঙ্কার করিবার কিছু নাই। সুতরাং সাধন পরায়ণ হইতে এবং সর্ব্বোপরি দয়াময়ের ইচ্ছাকে শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইতে, যাহাতে মতি হয়, তন্নিমিত্তই আমাদিগকে যত্নশীল হইতে হইবে।

প্রাপ্ত।

ঈশ্বর-প্রেমিক।

প্রকৃত প্রেম প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য মনুষ্যকে ব্যাকুল করে। এই রূপে ব্যাকুল করা অকৃত্রিম প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মে প্রেমিক যুগলের সম্মিলন হইয়া থাকে এই স্বাভাবিক ধর্ম্মে প্রেমিক প্রিয়জন দর্শনে সুখী হইয়া থাকেন। প্রেমিক প্রিয়জন দর্শনে সুখী হয়েন বটে; কিন্তু উহাতেই তাঁহার প্রেম তৃষ্ণার পূর্ণ শান্তি হয় না। প্রত্যুত হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। দর্শন পাইলে প্রিয় জনের আলিঙ্গন ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। সুতরাং যাবৎ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমাস্পদের সহবাস লাভ না হয়, তাবৎ ব্যাকুলতা যায় না। আগ্রহ দূর হয়না। যেন বোধ হয় অতৃপ্ত রহিলাম। প্রেমে মগ্ন না হইলে তৃপ্তি কোথায়? এই জন্য প্রেমের উচ্ছসিত অবস্থায় পুত্র কন্যা প্রভৃতি প্রিয়জন দিগকে আলিঙ্গন না করিয়া কেহ নিরস্ত থাকিতে পারে না। এই আলিঙ্গনে প্রেমাস্পদকে হৃদয়ের অন্তরস্থ করিবার ভাব যে স্বাভাবিক ইহাই সপ্রমাণ হয়। সাকার পদার্থকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া লওয়া অসম্ভব; এই জন্য শরীর আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় শীতল হয়না। সাকার পদার্থকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাহার প্রাণ কবে শীতল হইয়াছে। মৃগগণ যেমন মৃগতৃষ্ণিকা দর্শনে জলভ্রমে পানাশয়ে ক্রমে অগ্রসর হয় এবং আর কিছু অগ্রসর হইলেই জল পাইব, এই ভাবিয়া অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। সেইরূপ সংসারেও মূঢ় মানবেরা সাকারকে ভালবাসিয়া মানবের উপর প্রেম স্থাপন করিয়া, আর একবার বক্ষে ধারণ করিলেই সুখী হইব, এই আশায় পুনঃ পুনঃ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ প্রেমে মগ্ন হইতে হইলে প্রেমোৎপন্ন তৃপ্তি সুখ লাভ করিতে হইলে, নিরাকার ঈশ্বরেই প্রেম স্থাপন করা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতা অসম্ভব। নিতান্ত অসিদ্ধ। কেহ কি বলিতে পারেন মনুষ্যের প্রেমে—সাংসারিক প্রেমে আমি পূর্ণ শান্তি পাইয়াছি। মানুষিক প্রেম, পার্থিব প্রেম সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে ভাবের কথা বলা হইয়াছে, যে উচ্ছ্বাসের ভাব উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই ভাব যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনিই যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক। প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক ঈশ্বরকে কেবল সাধারণ ভাবে দর্শন করিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন না। যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণ শান্ত হয়না, শীতল হয় না। ঈশ্বরকে জগতের দেবতা রূপে দর্শন করিয়া প্রেম পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, প্রাণের দেবতা হৃদয়নাথ রূপে দর্শন করিতে প্রাণ লালায়িত হয়। হৃদয় ব্যগ্র হয়। ফলতঃ যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে সাধারণ ভাবে দশ জনের ন্যায় দর্শন করিয়া যেমন সাধ মিটে না, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহাকে সাধারণ ভাবে বা সাধু সঙ্গে দর্শন করিয়া সাধ মিটে না। যখন দেখি আকাশে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করিতেছে, তখন আমি সুখী হই বটে, কিন্তু যখন সেই প্রেমচন্দ্র আমার হৃদয়ে সমুদিত দেখি, তখন সমধিক প্রীতিলাভ করি। জগচ্চন্দ্র আকাশের চন্দ্রকে আমি আমার বলিয়া ধরিতে পারি না, যখন তিনি আমার হৃদয়ে সমুদিত হন, তখন তাঁহাকে আমার হৃদয়চন্দ্র বলিতে পারি। আহা হৃদয় মন্দিরে হৃদয় নাথের পূজা করিতে পারা কি সুখের! সে সুখের তুলনা নাই। তখন হৃদয়ের কি শোভা! বস্তুতঃ দেবতার জন্য যেমন মন্দিরের সম্মান, হৃদয় নাথের অধিষ্ঠানে

তেমনিই হৃদয়ের আদর। অন্যথা শূন্য হৃদয়ের গৌরব কি? যিনি এইরূপে হৃদয় মধ্যে হৃদয় নাথকে দেখিতে পান তিনিই ধন্য। তাঁহারই মানব জীবন সার্থক। তাঁহারই প্রেম প্রকৃত রূপে চরিতার্থ হয়। সংসারে যেমন যে যাহাকে ভাল বাসে, নিজে না খাইয়া তাহাকে খাওয়ায়, নিজের বসন ভূষণে তাহাকে সাজায়। ঈশ্বর-প্রেমিক ও সেইরূপ অশন, বসন, ভূষণ, গৃহ, পরিজন প্রভৃতি যাহা কিছু তাঁহার সকলই তৎপদে উৎসর্গ করিয়া কায়মনোপ্রাণে তাঁহার সেবা—তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। এই ভাব কি মধুর! এই বৈরাগ্য কি সুন্দর! এই অবস্থা কি সুখের! যিনি এইরূপে নিজের হৃদয় তাঁহাকে দিয়া তাহার কৃপায় তাঁহার সহবাস লাভ করেন, তাঁহার সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হন, তাঁহারই প্রেম যথার্থ চরিতার্থ হয়।

চিন্তাবিন্দু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৮। একবিন্দু মিষ্টদ্রব্য পড়িয়া থাকিলে যেমন সহস্র সহস্র পিপীলিকা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, কাহাকেও ডাকিতে হয় না, হে ধর্ম্ম প্রচারার্থী! যদি হৃদয়ে যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিয়া থাক, সংসারে অন্যায়ের আস্ফালন, পাপ প্রলোভনের অত্যাচার ও ঈশ্বরের পুত্রকন্যাদের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া যদি বাস্তবিক তুমি হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া থাক, তবে ধর্ম্ম প্রচারের ভাবনা নাই, তুমি মুখে একটী বাক্য না বলিলেও তোমার জীবনের পবিত্রতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বর্গীয় প্রেম দেখিয়া অসংখ্য নরনারী ধর্ম্মের দিকে আসিবে। আর যদি হৃদয়ে কিছু না পাইয়া থাক, তবে বক্তৃতাই কর আর যাই কর, কিছুতেই কিছু হইবে না।

৯। নৌকা যখন বোঝাই থাকে, তখন সুবাতাস পাইলেও মন্দগতিতে চলে, সেইরূপ যাঁহারা যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রকার আন্দোলন ও হুজুকের মধ্যে বিচলিত হয়েন না, উদ্ভ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন না; ধীর ভাবে, বিবেচনা সহকারে প্রাণপণ যত্নে সত্যপক্ষ সমর্থন করেন।

১০। যখন ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে আবরণ থাকে, অর্থাৎ সাধক আপনার হৃদয়ে যখন পরমেশ্বরের শান্তিপ্রদ প্রকাশ দেখিতে না পান, তখনকার প্রার্থনা, প্রভো আমাকে ইহা দাও, উহা দাও। যখন প্রাণারাম শান্তিদাতা হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন আর কোন প্রার্থনা থাকে না, তখনকার প্রার্থনা—হে হৃদয়েশ্বর! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ কর।

১১। হে মানব! অর্থোপার্জ্জন করিয়া, স্ত্রীপুত্রপরিবেষ্টিত হইয়া সুখলাভ করিতেছ কর, কিন্তু যিনি তোমাকে এই সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছেন, সেই গৃহদেবতাকে পরিত্যাগ করিও না। সম্পদে স্ফীত হইও না, এবং বিপদেও ভীত হইও না। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি নির্ভর কর।

১২। কোন সাধক বলিয়াছেন, গাভী যেমন মুখে তৃণ চর্ব্বন করে এবং বৎসের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে, তুমি সেই প্রকার সংসারী হইয়াও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন কর।

১৩। জলপান করিয়া যেমন দুগ্ধের মিষ্টতা অনুভব করা যায় না, সেইরূপ অপবিত্রতা ও বিষয়রসে হৃদয় পূর্ণ রাখিয়া ধর্ম্মের বিমল সৌন্দর্য্য ও সুখশান্তি অনুভব করা যায় না। হে মানব! যদি ধর্ম্মলাভ করিতে চাও, তবে বিষয় কামনা ও সুখাশক্তি পরিত্যাগ করিয়া হৃদয় শুদ্ধ কর, ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে।

১৪। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অনুবীক্ষণ স্বরূপ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বৃহৎ দেখায়, সেইরূপ প্রার্থনা পরায়ণ হইলে অন্তর্চক্ষু উজ্জ্বল হয়, হৃদয়ের নিভৃত স্থানে স্বার্থপরতা, অহঙ্কার প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়া সাধক সাবধান হয়েন। হে ধর্ম্মার্থী! একবার প্রার্থনারূপ অনুবীক্ষণ দিয়া হৃদয় পরীক্ষা কর, নিজের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটী দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে, অন্যের দোষানুসন্ধানে আর প্রবৃত্তি হইবে না। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচার কার্য্যের সাহায্যের জন্য একটী স্থায়ী ফণ্ড সংস্থাপনের নিমিত্ত অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এরূপ একটী স্থায়ী আয়ের উপায় অবলম্বন যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবেনা। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য এবং সকল প্রকার সাংসারিক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মগণই দায়ী। কিছুদিন পূর্ব্বে এজন্য এক খানি প্রার্থনা পত্র মুদ্রিত হইয়া মফস্বলের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে অনেকেই এইরূপ ফণ্ড স্থাপনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কার্য্যতঃ অধিক কিছু হয় নাই। সম্প্রতি কলিকাতাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের একটী সামাজিক সম্মিলনে এসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হয়, যে এজন্য যদি প্রত্যেকে এক এক মাসের আয়ের টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে একটী স্থায়ী ফণ্ড সহজেই সংস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা এরূপ নয় যে এক মাসের আয়ের টাকা একবারে কিম্বা দুই বারে দিতে সমর্থ। এই জন্য একটী প্রস্তাব সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা এই যদি প্রত্যেকে আপনাপন আয় হইতে মাসে শতকরা ১ এক টাকা হিসাবে প্রদান করেন, তাহা হইলে ৮ বৎসর ৪ মাসে প্রত্যেকের এক মাসের টাকা দেওয়া হয়। এপ্রস্তাব সম্বন্ধে মফস্বলস্থ বন্ধুগণের অভিপ্রায় জানা নিতান্ত আবশ্যক, তাঁহাদের মত না লইয়া এসম্বন্ধে কিছুই স্থির করা যাইতে পারেনা। কারণ এজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে এবং বহু অর্থ প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং এসম্বন্ধে যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকে, শীঘ্র আমাদিগকে জানাইলে

কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হয়। যদি মফস্বলের বন্ধুগণ অন্য কোন সদুপায় প্রদর্শন করিতে পারেন তাহাও জানা আবশ্যক।

সৈদপুর ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বাবু বঙ্কবিহারি বসু লিখিয়াছেন। "সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণের ঋণ পরিশোধের জন্য শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ৩০০, তিনশত টাকা প্রদান করিয়াছেন।" এই দানের জন্য সৈয়দপুরস্থ ব্রাহ্মগণের মহর্ষি মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন আর কি করিবার শক্তি আছে। তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক বিষয়ে যেমন ব্রাহ্ম মাত্রেই চিরদিন উপকার পাইয়া আসিয়াছেন, তেমনি এই প্রকার বহুশত সাহায্যের জন্যও চির দিন ব্রাহ্মগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে গত ২৬ এ জ্যৈষ্ঠ ময়ূর ভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত বামনঘাটি নামক স্থানে কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের সাহায্যে একটী প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের উপর পরমেশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদ বিহারী রায় পচম্বা হইতে লিখিয়াছেন, "আমাদের বিহারস্থ-প্রচারক মুন্সি বজরং বিহারীলাল নিম্ন লিখিত প্রণালীতে এখানে তাহার প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ১৪ই জুলাই মঙ্গলবার দারভাঙ্গা হইতে গিরিধি আগমন করেন। ১৫ ই বুধবার সায়াহ্নে আমাদের পচম্বাস্থ বন্ধু মুন্সি গৌরিপ্রসাদ উকীল মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও উপদেশ হয়। ১৬ ই বৃহস্পতিবার প্রাতে পচম্বা ইংরেজী স্কুলগৃহে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অপরাহ্নে গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ হয়। ১৭ ই শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় গিরিধির বাজারে আর একটী বক্তৃতা দেন। ১৩ ই রবিবার অপরাহ্নে গিরিধি জৈন মন্দির ধর্ম্মশালা নামক স্থানে আর একটী বক্তৃতা করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার পর সমাজ মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ হয়। অতঃপর তিনি এখান হইতে পালগঞ্জ নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে ২০ এ সোমবার একটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং স্থানীয় অধিবাসী দিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনাদির পর হাজারিবাগ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মুন্সি বজরং বিহারী যে কয়দিবস এখানে বক্তৃতা ও উপাসনাদি করিয়াছিলেন, প্রত্যেক দিবসই স্থানীয় হিন্দুস্থানীগণ উপস্থিত হইয়া বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই হিন্দি ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিগত ৮ ই আষাঢ় রবিবার মানিকদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রথম কন্যার নাম করণ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন। কন্যাটীর নাম শ্রীমতী মৃণালিনী রাখা হইয়াছে।

ভবানীপুর হইতে বাবু শিবচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন "বিগত ৪ ঠা শ্রাবণ রবিবার ভবানীপুর উপনগরীয় ব্রাহ্মসমাজের ৬ষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে" প্রাতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। জীবনের সঙ্কীর্ণতা বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বাবু ব্রজলাল গাঙ্গুলি প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া নগর সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনে অনেক স্থানীয় হিন্দুগণও যোগ দিয়াছিলেন। রাত্রি ৮ টার সময় সায়ংকালিন উপাসনা আরম্ভ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপসনার কার্য্য করেন। ঈশ্বরের প্রেম বিষয়ে একটী উপদেশ দেন। উপদেশটী অতিশয় হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল।

কাকিনিয়া হইতে বাবু অনাথবন্ধু রায় লিখিয়াছেন "তত্রত্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী তাঁহার দৌহিত্রের নামকরণ উপলক্ষে বাসবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে ১০০ এক শত টাকা দান করিয়াছেন।" কুমার বাহাদুরের দানশীলতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রেরিত।

বীরভূম দুর্ভিক্ষ।

দিনের পর দিন, চলিয়া গেল. দুর্ভিক্ষাগ্নি কিছুতেই নিবিল না। চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে এই প্রদেশে "হা অন্ন" "হা অন্ন', যে রব শুনা গিয়াছিল আজও সেই রব শুনা যাইতেছে। আজও বীরভূমবাসীদিগের উদর ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেছে। দেশীয় দয়াশীল ব্যক্তিগণ নানা প্রকার সাহায্য করিলেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু কিছু সাহায্য আসিল তথাপি দুর্ভিক্ষ থামিল না। এ জেলার কোন স্থানেই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে না। স্থানে স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টি হইতেছে বটে ; এবং এই বৃষ্টিতে জমি আবাদের কিছু কিছু সুবিধা হইতেছে বটে. কিন্তু অনেকের ভাগ্যেই ভূমি আবাদ হইতেছে না। কারণ কৃষকদিগের গৃহে ঘটী বাটী গরু ও বিজধান ও শোনা রূপার গহনা যাহা কিছু ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া এই কয় মাস আহার করিয়াছে এবং এখন ইহারা নিঃসম্বল। এখন ইহারা কি করিয়া চাষ করে, এই এক প্রধান প্রশ্ন। হয় গবর্ণমেণ্ট আবাদের ঋণ দিন ? না হয় আগামী বৎসরের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করুন। অর্থাভাবে এই আবাদের সময়ে, এই আনন্দের দিনে, কৃষকেরা আনন্দ ছাড়িয়া ছয় পয়সার জন্য সমস্ত দিন খাটিতেছে। যাহার ৪৮ বিঘার আবাদ সে এক জন প্রধান গৃহস্থ। সেও পেটের দায়ে ও ক্ষুধার জ্বালায় ছয় পয়সার জন্য নিজ সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া আজ মজুরী করিতেছে। পেটের দায়ে কত স্বামী স্ত্রী হইতে, স্ত্রী স্বামী হইতে, পিতা পুত্র হইতে, পুত্র পিতা মাতা হইতে, মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া, অসঙ্কুচিতচিত্তে দূরে পলায়ন করিতেছে। আমি উক্ত ঘটনাগুলি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বীরভূমের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দেশীয় মহাত্মাগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সঞ্জীবনীর বিশেষ সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত বাবু পুণ্যদা প্রসাদ সরকার ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে বেড়াইয়া যেরূপ অনুসন্ধান করেন, তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অনুসন্ধান আমার মনে ধারণা হয় না। আমি স্বয়ং তাঁহাদের সহিত অনেক গ্রাম ভ্রমণ করিয়াছি গবর্ণমেণ্ট রিলিফ-আফিসারের গ্রাম অনুসন্ধান স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ভিক্ষা করিয়া, কায়িক পরিশ্রম করিয়া, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া মাতার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া প্রকৃত দুঃখী লোক বাছিয়া বাছিয়া মনের সহিত সরলভাবে দান করা আর অনিচ্ছাবশতঃ দান করা এই উভয়ে কত প্রভেদ তাহা পাঠক মহাশয় সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

বীরভূমের যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক সাহায্য পাইতেছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে;—

১ম। একমাত্র নলহাটি থানার এলাকা ভুক্ত ২৭৬ বর্গ মাইল ইহার মধ্যে ১২০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এই স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৩৮৭৭। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও ভদ্র গৃহস্থ প্রায় ত্রিশ হাজার লোক দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতেছে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৩২৬৬, ভারত-সভা হইতে ১০০০, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ২২৯৬, বুদ্ধ বাবুর অন্নছত্র হইতে ৩৫০, রায় ধনপৎ সিংহের অন্নছত্র হইতে ১০০, কালু সিংহের অন্নছত্র হইতে ২৬০, এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট শ্রমজীবীদিগের সাহায্যার্থ পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় ১৫০০ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। সর্ব্বশুদ্ধ নলহাটী থানায় প্রায় ১০৩৭০ জন লোক অর্থাৎ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের প্রায় তৃতীয়াংশে সাহায্য পায়। অবশিষ্ট লোকের যে কি করিয়া চলে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আজ কাল চাষ কার্য্য আরম্ভ হওয়াতে যাহারা খাটিতে পারিবে তাহাদিগকে আর সাহায্য দেওয়া যাইতেছে না। সেই হেতু ক্রমশঃ উক্ত লোক সংখ্যা কিছু কিছু কমিতেছে।

২য়। তাহার পর রামপুরহাট থানা। এই থানার ভূমি পরিমাণ ১৫৩ বর্গ মাইল জন সংখ্যা ৮৭৭৭৪। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানের পরিমাণ ৬০ বর্গ মাইল, এই স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা বিশ সহস্র। ইহার মধ্যে নিম্ন লিখিতরূপ সাহায্য পাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৩৫৪, রামপুর হাট সদ্ভাব উদ্দীপনী সভা হইতে ২৪১, ভারত সভা হইতে ৩১৬, বাগেরহাটের ভিখারীদল হইতে ৩৭৩, বাবু বুদ্ধ সিংহ ও বিষনচাঁদ সিংহের দুধুরিয়ার অন্নছত্র হইতে ৩২৫, সর্ব্বশুদ্ধ ২৬০৯।

বিশ সহস্রের মধ্যে অষ্টম অংশ সাহায্য পাইতেছে অনেকে মনে করিতে পারেন, অবশিষ্ট লোক কি করিয়া বাঁচিয়া আছে; উহারা বাঁচিয়া আছে বটে; কিন্তু জীবনমৃত যাহার ঘরে যাহা কিছু ছিল, সকলই বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে, কেবল মাত্র আছে ছেলে ও মেয়েগুলি। যদি মানুষের হৃদয়ে স্নেহ মমতা না থাকিত, পিতা মাতা যদি অপত্য স্নেহহীন হইতেন তাহা হইলে ইহারা সন্তানদিগকেও বিক্রয় করিত।

৩য়। রামনগর-রিলিফ সেণ্টর।

এখানে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বাবধারণে আদি ব্রাহ্মসমাজাধীন অন্নছত্র হইতে ৪৪০ জন ও সঞ্জীবনী সংবাদপত্রের অন্নছত্র হইতে ১৬০ জন লোক সাহায্য পায়। সঞ্জীবনী অন্নছত্রে লোক ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যাইতেছে। এখানে দুঃখী লোকদিগকে বিস্তর কাপড়ও দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন অতিরিক্ত দানও মাসিক দান কম নহে।

এখানে বৃষ্টি ভালরূপ হয় নাই। নদী বাঁধাইয়া আবাদ করিবার উদ্যোগ করা হইতেছে।

৪র্থ। রামনগরের নিকটবর্ত্তী গণুটিয়া রিলিফসেণ্টর। এখানে গবর্ণমেণ্টের সাপ্তাহিক দান ৩০০ টাকা। গবর্ণমেণ্ট হইতে দরিদ্রেরা পয়সা পাইয়া থাকে। বঙ্গবাসীর এখানে মাসিক দান ৩০ টাকা।

৫। রামনগরের নিকটবর্ত্তী লোকপাড়া সেণ্টর। এখানে বঙ্গবাসীর মাসিক দান ৯০ টাকা। তাহা ভিন্ন বুদ্ধ বাবু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। ভদ্র গৃহস্থদিগকে মাসিক ২০ টাকা দেওয়া হয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে অধিক টাকা নাই। জন সাধারণের পুনরায় অতি সত্বর এজন্য সাহায্য প্রদান করা উচিত। "দশের লড়ি একের বোঝা" এই মনে করিয়া যে যাহা সাহায্য করিবেন তাহা যথোপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হইবে। বীরভূমের অন্য অন্য সংবাদ পরে দিব।

বীরভূমের অন্তর্গত রামনগর অন্নছত্রের ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট } একান্ত বশম্বদ শ্রীমহাভারত দত্ত বিএ।

রংপুর শাখা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভজনালয় নির্ম্মাণের দানভিক্ষা।

সেই শুভ সময় কবে উপস্থিত হইবে, যখন আমাদিগের দেশ জগতের একমাত্র নৈতিক শাসনকর্ত্তা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা মন্দিরে পরিপূর্ণ হইবে। সাংসারিকতা যাহাই বলুক না কেন, আরাধনা, কৃতজ্ঞতাদান ও প্রার্থনা মনুষ্যের অত্যন্ত গুরুতর কর্ত্তব্য ও অত্যুচ্চ অধিকাররূপে চিরকাল পরিগণিত হইবে। প্রথমতঃ ইহা কিরূপ ন্যায় সঙ্গত, যে প্রশংসার যিনি উপযুক্ত আমরা সেই পরাৎপরের প্রশংসা করিব। উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত প্রশংসা কখন চাটুকারিতা নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে তদ্বিপরীত। আরাধনাতে ইহাই বুঝায় যে আমাদিগের মধ্যে পুণ্য ও নীতি প্রবল আসক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে এবং আমরা কেবল পূর্ণজ্ঞান ও অপরিসীম শক্তি বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বরের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পূর্ণজ্যোতি উপলব্ধি করিয়াও বিমুগ্ধ ও উল্লাসিত হইয়াছি। যদি নিন্দুকতা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, প্রশংসা-প্রিয়তা অবশ্যই পুণ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

কুৎসা ও দোষানুসন্ধান যেমন অহঙ্কার ও সংকীর্ণতার পরিচায়ক, সরল গুণানুকীর্ত্তনও সেই প্রকার মহৎ প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ হৃদয়ের নিশ্চিত লক্ষণ। যখন মনুষ্য পাশব বৃত্তির আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে দেবভাবাপন্ন অমরপুত্ররূপে বিরাজ করিবেন, তখন ঐ গুণানুকীর্ত্তনই তাঁহার প্রধান অন্ন পান, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য পরিণত হইবে। আবার গুণানুবাদ যেরূপ, কৃতজ্ঞতাদানের কর্ত্তব্যটীও সেইরূপ অতীব ন্যায়সঙ্গত ও পবিত্র। অহঙ্কারীর পক্ষে না হউক অনুগত বাধ্য ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ সুখকর। মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা-ঋণে আমরা যেমন আবদ্ধ, তেমন আর কাহার নিকট? পাপীদিগের প্রতি তাঁহার ক্ষমা ও সদয়ভাব কতই মধুর, সাধুদিগের প্রতি তাঁহার বদান্যতা অত্যাশ্চর্য্য, সকলের প্রতিই তাঁহার অপার বাৎসল্য। অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিলে আমাদিগের অত্যন্ত কৃতঘ্নতা ও ধৃষ্টতা হয়; তদপেক্ষা আরও অধিক অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় কেন না তিনি মনুষ্যের ন্যায় নিজ প্রাপ্য ঐগুণ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত কঠিন হন নাই।

তৃতীয়তঃ আমরা উন্নত জীবনের নিগূঢ় মর্ম্মে ও প্রভুর আদেশ পরম্পরার মাধুর্য্যে প্রবেশাধিকার লাভ জন্য অবশ্য প্রার্থনাশীল হইব। প্রার্থনারূপ ধর্ম্মসাধনে সমুদয় সংকার্য্য সহজ হইয়া আইসে ও অত্যধিক ফলদায়ক হয়। যদিও প্রথমতঃ দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হউক, কিন্তু পরিণামে উহা প্রবলরূপে সমুদয় পাপ ও অমঙ্গল উৎপাটন করিয়া থাকে। উহা সূচিকার ন্যায় প্রবেশ করে। কিন্তু শাণিত কুঠারের ন্যায় বহির্গত হয়। যখন দুর্ব্বলেরা প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন সমুদয় পার্থিব পরাক্রম কম্পিত হয়। অনেকে অসঙ্গত বিবেচনা করেন, যে প্রার্থনাতে কেবল বৃথা শুভকার্য্যের বিঘ্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ উহা পার্থিব কি অপার্থিব সমুদয় শুভ ফল উৎপন্ন করে। যে ধর্ম্মবিশ্বাসে পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইবার কথা, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা উৎপাদনে তাহা অল্প কার্য্যকর হয় নাই। অতএব যাহা কেবল নশ্বর বস্তু লইয়া ব্যাপৃত সেই একদেশদর্শী ফলাফলবাদ পরিত্যাগ করিয়া আমরা বিশ্বাস-ভূমির উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হই। যখন দেখিতেছি যে সমুদয় মনুষ্যজাতির প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণরূপ উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিলে, পৃথিবী এত দিন স্বর্গ হইত, তখন আমরা কেন তাহাতে নিরস্ত হইব। কিন্তু এখনও প্রশ্ন হইতে পারে, এ জন্য কি আমাদের একত্র হওয়া প্রয়োজনীয়? অবশ্য একত্র হওয়াই প্রয়োজনীয়; উত্তম রাখালের নিকট ইহা অপেক্ষা সন্তোষকর আর কি হইতে পারে?

অতএব স্বদেশের চিরস্থায়ী গৌরবের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেক স্থানে এবং সমুদয় দিকে সুবৃহৎ মন্দির ও সুদৃশ্য ভজনালয় সমুদয় উত্থিত হইতে থাকুক। যেখানে ধর্ম্মবীরগণ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের উপাসনায় ও মনুষ্যজাতির বিশুদ্ধ হিতকামনায় দলে দলে একত্রিত হইতে পারেন। আমরা রঙ্গপুরস্থ ভ্রাতৃমণ্ডলী এই স্থানে একটী ভজনালয় নির্ম্মাণ করিব বলিয়া বিনম্র ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এ নিমিত্ত আমরা কয়েকটি ধূলি রেণু আগ্রহ সহকারে প্রভু জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যে তাঁহার পবিত্র আশীর্ব্বাদ দ্বারা তিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র সঙ্কল্প সমর্থিত করুন। হে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ! আপনারা কি মানবজাতির মনোৎপত্তি বিবরণ শ্রুত হন নাই? কি প্রকারে অগ্নের শক্তি ও ভূগর্ভস্থ উত্তাপ-উদ্দীরণের কার্য্য-কারিতায় মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তর এবং অন্যান্য পদার্থ (যাহাতে বিনিময়াদি কার্য্যের সুবিধা কিম্বা ভূপৃষ্ঠের উর্ব্বরতা সম্পাদিত হইতে পারে) পৃথিবীর অতি নিম্নস্তর হইতে মনুষ্যের শ্রমায়ত্ত হইবার জন্য উর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অতএব মুদ্রাধার উন্মুক্ত করুন, এবং মুক্তভাবে যেমন পরমেশ্বর হইতে লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ মুক্তভাবে পরমেশ্বরের দেয় তাঁহাকে প্রদান করুন। আমরা একাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশের কয়েকজন ধনবান ব্যক্তি এবং গবর্ণমেণ্টের কএকজন উচ্চকর্ম্মচারী হইতে সমুদায়ে ৯২৫ টাকা দানের সদয় অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণ আমাদিগকে বিশেষ অনুকম্পা না করিলে এই অর্থে আমাদিগের কোনরূপেই কুলাইবে না। দান যত ক্ষুদ্র হউক না কেন ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। যিনি আমাদিগকে কিঞ্চিৎ যৌপ্যদানে অসমর্থ হইবেন, তিনি আমাদিগের জন্য একটী স্বর্ণময় প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণের পর আমাদিগের অনুকূলে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিবেন। সমুদায় দান রঙ্গপুর শাখা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটরি রঙ্গপুর জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের ঠিকানায় পাঠাইলেই হইবে।

২৫এ আষাঢ়, ১২৯১ } অনুগত
শাখা সাধারণব্রাহ্মসমাজ, রঙ্গপুর } শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু।

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক দাতব্য।

নাম	স্থান	দান
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরি	সিমলাহিল	৩
,, ,, দুর্গাদাস বসু	কলিকাতা	১
শ্রীমতী যজ্ঞেশ্বরী সেন	ঐ	।৷০
শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব রায়	ঐ	।৷০
,, ,, শশীভূষণ বসু	ঐ	।৷০
,, ,, জগচ্চন্দ্র দাস	নওগাঁ	৩
,, ,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২
শ্রীমতী রুক্মিণী মহালানবিশ	ঐ	২
ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু	ফরিদপুর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রাও	কটক	৪
,, ,, দ্বারকানাথ বিশ্বাস	কলিকাতা	১৷০
,, ,, দুর্গানন্দ সেন	মেদিনীপুর	৮
,, ,, দ্বারকানাথ রায়	বরিশাল	৭

নাম	স্থান	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	দত্তপুকুর	২৲
,, ,, সাতকড়ি দেব	কোন্নগর	১৲
,, ,, কৃষ্ণদয়াল রায়	রংপুর	৪৲
,, ,, যদুনাথ রায়	রামপুরহাট	১২৲
,, ,, অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, ,, হরনাথ বসু	কলিকাতা	১৲
,, ,, চন্দ্রকুমার ঘোষ	সিলেট	১॥০
শ্রীমতী ইন্দুমতী চৌধুরী	ঐ	২৲
শ্রীযুক্তবাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	কলিকাতা	১৲
,, ,, রাখালচন্দ্র দত্ত	ঐ	॥০
মিঃ পরমানন্দ ডে লাভাট	বরোদা	৬৲
শ্রীযুক্তবাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর বসু	বহরমপুর	১৲
,, ,, বিপিনবিহারী নাগ	কলিকাতা	||০
,, ,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	১৲
শ্রীযুক্তবাবু গোপালচন্দ্র দেব	কোন্নগর	২৲
,, ,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র দাস	হাওড়া	২৲
,, ,, শ্রীনাথ দে	বগুড়া	৬৲
,, ,, আনন্দচন্দ্র মিত্র	মানিকদহ	৩৲
,, ,, দ্বারকানাথ বিশ্বাস	কলিকাতা	১৲
,, ,, চন্দ্রশেখর দেব	কোন্নগর	২৲
,, ,, কেদারনাথ কুলভি	বাঁকুড়া	১৲
,, ,, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	কোন্নগর	৪৲
,, ,, চন্দ্রকুমার রায়	রামপুরহাট	১৲
,, ,, পার্ব্বতিচরণ রায়	পূর্ণিয়া	১০৲
শ্রীমতী যোগমায়া দে	রংপুর	১৲
,, ,, মহামায়া ঘোষ	ঐ	১৲
শ্রীযুক্তবাবু আশুতোষ বসু	নাগপুর	৯৲
,, ,, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	কাঁথি	১৲
,, ,, চণ্ডীচরণ সিংহ	মুঙ্গের	৩৲
,, ,, উমেশচন্দ্র ঘোষ	তেজপুর	১৲
,, ,, রূপচাঁদ মল্লিক	বাগআঁচড়া	১৲
,, ,, মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক	ঐ	॥০৲
,, ,, রাধানাথ মল্লিক	ঐ	॥০
,, ,, গোবর্দ্ধন মল্লিক	ঐ	॥০
,, ,, আদ্যনাথ মল্লিক	ঐ	॥০
,, ,, নন্দকুমার মল্লিক	ঐ	১৲
,, ,, অমৃতলাল মল্লিক	ঐ	১৲
,, ,, শ্রীধর মল্লিক	ঐ	॥০
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক	ঐ	৩॥০
,, ,, ত্রিপুরাচরণ রায়	রাঞ্চি	১৲
শ্রীমতী রাজকুমারী মিত্র	মানিকদহ	১॥০
,, ,, অম্বিকা দেব	কোন্নগর	৬৲
শ্রীযুক্তবাবু মদনচরণ চরণ দাস	শিলং	১৲
,, ,, যাদবলাল রায়	বগুড়া	১৲
,, ,, নবদ্বীপচন্দ্র দাস	কলিকাতা	॥০
,, ,, আনন্দচন্দ্র সেন	মাণিকগঞ্জ	॥০
,, ,, শ্রীনাথ গুহ	ফরিদপুর	১৲
,, ,, কালীচরণ মুখোপাধ্যায়	সিমলাহিল	৩৲
,, ,, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
শ্রীমতী নৃত্যকালী পাল	কলিকাতা	১৲
পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	ঐ	১৲
মিঃ আচরাউলাল এন ভাটেক	আহামদাবাদ	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণবচরণ মল্লিক	হুগলী	৪৲
,, ,, হৃদয়মোহন বসু	দিনাজপুর	১৲
,, ,, ব্রজেন্দ্রকুমার বসু	ডুমরাও	১৲
মিঃ টি, আর, সুন্দররাম পিলাই,	মাদ্রাজ	৩৲
,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	দার্জিলিং	১৲
পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন	কলিকাতা	।০
শ্রীযুক্তবাবু ভুবনমোহন কর	দিনাজপুর	[illegible]
মিঃ এস্, পি, নরসিমালু নাইডু	মান্দ্রাজ	২৲
শ্রীযুক্তবাবু বৈকুণ্ঠনারায়ণ দাস	ভবানীপুর	১৲
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	২৲
,, ,, গুরু গোবিন্দ পার্ত্তাদার	কুমারখালি	৩৲
,, ,, শশীভূষণ সরকার	বারাকপুর	১৬॥০
,, ,, সুরেশচন্দ্র দেব	মোজফরপুর	১৲
,, ,, রাধানাথ রায়	শিলিগুড়ি	২৲
মিঃ মহিপতরাম রূপরাম নীলকণ্ঠ	আহমদাবাদ	২
শ্রীযুক্তবাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার	বেনারস	১৲
,, ,, দুর্গাদাস বসু	কলিকাতা	১৲
,, ,, বেণীভূষণ রায়	খুলনা	১৲
,, ,, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	বোলপুর	২৲
,, ,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	দিনাজপুর	১৲
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ	১৲
,, ,, প্রিয়নাথ নন্দী	সিলেট	।০
,, ,, গোপালচন্দ্র মজুমদার	সিলাইদহ	১৲
মিঃ সি, টি, নরসিমালু নাইডু	মান্দ্রাজ	৪
শ্রীযুক্তবাবু হরনাথ দাস	কুড়িগ্রাম	৫৲
,, ,, হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ধুবড়ি	॥০
,, ,, বাণীকান্ত রায় চৌধুরি	কলিকাতা	১৲
,, ,, ভুবনমোহন সেন	ফরিদপুর	৬৲
,, ,, প্যারিমোহন রাহা	ঐ	২৲
,, ,, গগনচন্দ্র সেন	ঐ	১৲
,, ,, কৈলাসচন্দ্র সেন	সৈদপুর	৮৲
,, ,, আনন্দমোহন দত্ত	বরিশাল	১॥০
,, ,, গুরুদয়াল সিংহ	কুমিল্লা	৩৲

ক্রমশঃ

☞ কলিকাতা, সিমলা, ২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট বিজ্ঞান যন্ত্র হইতে শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা ১৬ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

৮ম ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র রবিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে পরিত্রাতা! তোমার পবিত্র অগ্নি আমাদের হৃদয়কে অধিকার না করিলে আমাদের পাপপ্রবৃত্তি সকল সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় না। সেই প্রেমাগ্নি হৃদয়কে অধিকার না করিলে আমাদের জীবন তোমার অনুগত হয় না; আমরা তোমার ইচ্ছাকেই সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য্য করিতে পারি না। আমরা এই সংসার মধ্যে যে বার বার তোমার প্রদর্শিত পথ হইতে স্খলিত হই, সে কেবল এই জন্য যে আমরা তোমার প্রেমাগ্নিকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে জয়লাভ করিতে দিতেছি না। প্রভো! সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত না হইলে এই জীবনে শান্তি নাই; তত দিন আমরা নিরাপদ হইতে পারিতেছি না। অতএব তোমার নিকট করযোড়ে এই প্রার্থনা তুমি আমাদের প্রতি এই কৃপা কর, যেন আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইতে পারে।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা স্পার্জিয়ান সাহেব একবার সংসারাসক্তির একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, মানবহৃদয় তৃণের ন্যায়—এবং ঈশ্বর অগ্নির ন্যায়। অগ্নির স্বভাব তৃণকে দগ্ধ করা তেমনি ঈশ্বরের স্বভাব পাপীকে পবিত্র করা। কিন্তু তৃণ যদি জলে আর্দ্র থাকে তাহা হইলে অগ্নি লাগিয়াও তাহার কিছু করিতে পারে না। সেইরূপ মানবাত্মা যদি সংসারাসক্তির জলে আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রেমাগ্নি তাহাতে লাগিতে পারে না। আমরা জগতে প্রতিনিয়ত এই কথার সাক্ষ্য পাইতেছি, আপনাদের জীবনেও কতবার ইহার প্রমাণ দেখিতেছি। সংসারে কত লোক রহিয়াছে যাহাদের কর্ণে পরমেশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ত প্রবেশ করিতেছে; যে সকল কথাতে মানবের হৃদয় জাগে, পাপপ্রবৃত্তি দমন হয়, ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় এমন সকল কথা নিরন্তর তাহারা শ্রবণ করিতেছে অথচ তাহাদের হৃদয় জাগিতেছে না; মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না। ইহার কারণ কি? সংসারাসক্তিতে তাহাদের মন একেবারে ডুবিয়া রহিয়াছে; কর্ণ বধির হইয়া রহিয়াছে; আত্মার আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণের শক্তি একেবারে ম্লান হইয়া রহিয়াছে। এই সকল লোককে বৈরাগ্যের পথ দিয়া ধর্ম্ম-জগতে আনিতে হইবে। সংসারের অনিত্যতা ও বিষয় সুখের অকিঞ্চিৎকরতা অতি উত্তমরূপে তাহাদের নিকট প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যখন তাহাদের অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব জাগিবে তখন ঈশ্বরের প্রেমের মাধুরী তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে, তাহা হইলেই তাহাদের চৈতন্যের উদয় হইবে।

উক্ত মহাত্মা আর একবার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মনে কর এক জন এক খানি আবেদন লিখিয়া দেশের রাজার দরবারে উপস্থিত হইয়াছে। রাজা যখন মনোযোগ সহকারে তাহার আবেদন পত্রখানি পাঠ করিতেছেন, তখন সে ব্যক্তি অন্য মনস্ক হইয়া মাছি ধরিয়া বেড়াইতেছে। একটী মাছি ধরিয়া মারিল, আবার আর একটী ধরিবার জন্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গেল ও সারা ঘর মাছিটীকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজা যখন উত্তর দিবেন তখন দেখেন সে ব্যক্তি তাহার আসনে নাই, সে মাছি ধরিতে গিয়াছে। এরূপ ব্যবহারে কি প্রকাশ পায়? ইহাতে এই প্রকাশ পায়, যে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ের জন্য আবেদন করিতে আসিয়াছে সে বিষয়ে তাহার মনোযোগ নাই; তাহার নিজের চক্ষেই সে বস্তুটা অতি হীন; তাহা পাইলেও হয়, না পাইলেও হয়। দ্বিতীয়তঃ এই যে যে ব্যক্তির নিকট আবেদন করিতে উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতিও তাহার সমুচিত সম্ভ্রম নাই; সে ব্যক্তির মহত্ত্বও তাহার মনে নাই, কারণ তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে সে কখনও এরূপ সময়ে মাছি ধরিতে যাইতে পারিত না। সেইরূপ উপাসনা করিতে বসিয়া আমাদের চিত্ত যখন ক্ষুদ্র বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তখনও আত্মার এইরূপ অবস্থা হয়। প্রথমতঃ তদ্দ্বারা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে আমাদের মুখ যদিও প্রার্থনার ভাষা উচ্চারণ করিতেছে, আমাদের হৃদয়ে সে প্রার্থনা নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে আমরা

যে রাজ রাজেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি তাঁহার প্রতিও আমাদের সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি নাই। অন্তরে যদি কোন গভীর প্রার্থনা না থাকে, তাহা হইলে বাহিরের প্রার্থনা মৌখিক ব্যাপার হইয়া যায়। প্রার্থনা করিতে বসিবার পূর্ব্বে প্রার্থনার ভাব লাভ করিবার জন্য গভীর আত্মা-চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন।

সকল অবস্থায় সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। এই উপদেশটীর মধ্যে কত গভীর অর্থ নিহিত আছে, তাহা আমরা অনেক সময় হৃদয়ঙ্গম করি না। সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উপর নির্ভর করাই ধর্ম্ম সাধনের নিগূঢ় তত্ত্ব। কেবল যে বিপদের সময় নির্ভর করিব,দুঃখ দারিদ্র্য উপস্থিত হইলে তাঁহার করুণার আশ্রয় গ্রহণ করিব তাহা নহে, সকল প্রকার আধ্যাত্মিক দুর্গতিতেই তাঁহাকে একান্ত অন্তরে ডাকিব। আমাদের যত প্রকার আধ্যাত্মিক দুরবস্থা উপস্থিত হয়,তাহার মধ্যে সংশয় এক ভয়ানক অবস্থা। যাঁহারা বিশ্বাসী, বিনয়ী, ও সত্যানুরাগী তাঁহাদের পক্ষে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা অতি অল্পই আছে। যে সকল সত্যের উপর জীবনের ভিত্তি-ভূমি নিহিত; যে সকল সত্য জীবনের অন্ন পান, হঠাৎ যদি কোন কারণে সেই সকল সত্যের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আত্মার পক্ষে ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। "ঈশ্বর কি আমার প্রার্থনা শুনিতেছেন?" "তিনি কি বাস্তবিক সংসার মধ্যে নিয়ন্তর আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন?" "আত্মার কি পরকাল আছে" এ জীবনের কি বাস্তবিক কোন উন্নত লক্ষ্য আছে? ইত্যাদি এক একটী প্রশ্ন বিষয়ে যদি সংশয় উপস্থিত হয়,—ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে তাহার ন্যায় যাতনা আর নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক যিনি এই সকল সংশয়ের মধ্যেও একান্ত অন্তরে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন, বলেন, হে জগদীশ! তুমি ত আমার পিতা, আমার জীবনের আশ্রয়। হে ভক্তবৎসল! তোমার পুণ্যালোক প্রকাশ কর, আমি এই সংশয়ান্ধকার মধ্যে সত্য পথ নির্ণয় করি। তোমার আলোক আমাকে একবার দেখাও, আমি সম্মুখের একটু পথ দেখিয়া লই। এইরূপে ভক্ত যখন রোদন করিতে থাকেন, তখন সেই অন্ধকার মধ্যে বিশুদ্ধ জ্যোতি প্রকাশ পায়। তাঁহার চক্ষে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়া যায়। আমরা যে তাঁহাকে পাইব এ বিষয়ে ও আমাদিগকে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই নির্ভরের ভাব ধর্ম্মের প্রাণ।

জ্ঞানগত ধর্ম্ম, ভাবগত ধর্ম্ম ও বিশ্বাসগত ধর্ম্ম, ধর্ম্ম এই তিন প্রকার। অনেকে জ্ঞানের দ্বার দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের প্রকৃতিতে জ্ঞানের অভিমান প্রবল; মনে একটু জ্ঞানের অভিমান বিলক্ষণ আছে; আপনাদের জ্ঞানের মহিমা আপনারাই অন্তরে অনুভব করেন এবং জ্ঞানবলে ধর্ম্মের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিবার আশা করেন। ইহাঁরা জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মের মূলীভূত সত্য প্রতীতি করিয়া ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন। কিন্তু হৃদয়ে জ্ঞানের অহঙ্কার থাকাতেই জ্ঞান অস্ত্রে তাঁহাদের মৃত্যু হয়। যখন তাঁহারা কুতর্কিকদিগের তর্কজালে পড়িয়া যান, তখন তাঁহাদের সেই জ্ঞানের অহঙ্কার টুকু চূর্ণ হইয়া যায়। তখন তাঁহারা যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ভাবের দ্বার দিয়া ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাবের জোয়ার যতদিন থাকে ততদিন তাঁহারা উৎসাহের সহিত ছুটা ছুটি করিতে থাকেন। কিন্তু ভাবস্রোতের বেগ হ্রাস হইলে আর তাঁহাদের উৎসাহ দেখা যায়না। তাঁহারা এক বেগে প্রবেশ করিয়াছিলেন আর এক বেগে নির্গত হইয়া যান। কিন্তু বিশ্বাসের ধর্ম্ম আর এক প্রকার। ঈশ্বর বিশ্বাসীর জীবনে নিজ করুণার যে পরিচয় দিয়াছেন, যে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি সেই সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান থাকেন এবং চিরদিন সেই ভূমিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনি সহস্র প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে সেই ভূমিকে বিচলিত হইতে দেন না।

জীবন-তৃষ্ণা।

জীবন-তৃষ্ণা মানব অন্তরে কি ভয়ানক প্রবল! যাহার সংসারে কোন সুখ নাই, যাহাকে দেখিলে আমরা মনে করি এরূপ অবস্থাতে একদিনও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, সেও বাঁচিতে ইচ্ছা করে। কেবল তাহা নহে জীবন ধারণের জন্য কত বিবাদ কলহ, কত অশান্তি ভোগ করে। সুখে দিন যায় বিনা ক্লেশে আহার করিতে পায়, আবশ্যক মত ভোগ্য দ্রব্য সকল লাভ করে, এরূপ লোকের সংখ্যা জগতে অধিক নয়। জগতে ধনী অল্প দরিদ্রই অধিক। আবার যাহারা দরিদ্র দারিদ্র্য যন্ত্রণাই কি তাহাদের একমাত্র যন্ত্রণা? তাহা ও নহে তাহারা আবার ধনী ও সকল ব্যক্তি দিগের অত্যাচারে সর্ব্বদা উৎপীড়িত। তাহাদের জীবন তাহাদের পক্ষে ভার স্বরূপ তবু কেন তাহারা সেই জীবন কে এত প্রিয় জ্ঞান করে?

জগদীশ্বর মানবকে এমন এক জীবন-তৃষ্ণা দিয়াছেন যে তাহার শক্তি মানব হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল। মানবের এমনই স্বভাব যে যে অবস্থাকে আমরা একসময়ে অতিশয় কষ্টকর মনে করি, অভ্যাস বশতঃ কালক্রমে সেই অবস্থাই সহিয়া যায়, কেবল সহিয়া যায় তাহা নহে সেইরূপে থাকাই স্বভাব হইয়া যায় এবং তদতিরিক্ত কোন অবস্থা হইলে, তাহা যদি বাস্তবিক সুখের অবস্থাও হয় তথাপি তাহা ভাল লাগে না। এবিষয়ে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

একবার একজন চীনদেশীয় সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুরাতন বন্দী দিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। সেই সময়ে কারাগারে যে সকল বন্দী বাস করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল সে ব্যক্তি যৌবনকালে কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী

হইয়া ঐ কারাগারে প্রায় ৫০ বৎসর বাস করিতে ছিল। সম্রাট যখন কারাবাসী দিগকে মুক্ত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন তখন সে ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু সে মুক্তি লাভ করিয়া প্রথমেই রাজপথে বাহির হইয়া বিপদে পড়িল। পঞ্চাশ বৎসর কাল সে অন্ধকারে বাস করিয়াছে, এখন আর সূর্য্যের আলোক তাহার সহ্য হয় না। তৎপরে সে আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজনকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কালের ঘোরতর পরিবর্ত্তন স্রোতে তাহারা কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, তাহার উদ্দেশ নাই। কেহই তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে না। অবশেষে সে হতভাগ্য ব্যক্তি অনেক ঘুরিয়াও তাহাদের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া নিরাশ হইয়া গেল। সে যায় কোথায়, করে কি? সংসারে তাহার কোন কাজ নাই। যে স্বাধীনতা মানবের এত প্রিয়, এবং যাহা লাভ করিবার জন্য জীব মাত্রেই এত চেষ্টা করে, সেই স্বাধীনতা তাহার পক্ষে ভার-স্বরূপ হইতে লাগিল। অবশেষে সে পুনরায় সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—মহারাজ আজ্ঞা করুন আমি পুনরায় ঐ কারাগারে গমন করি; এ স্বাধীনতা আমার যোগ্য নহে। আমার সংসারে আর কেহ নাই; আমার আত্মীয় স্বজন কে আছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বৃদ্ধাবস্থাতে আমাকে দেখে কে? অতএব যেখানে আমার জীবনের ৫০ বৎসর গিয়াছে; সেইখানে অবশিষ্ট কয়েকটা বৎসর যাক্। রাজা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

এই ঘটনাতে একটী সত্য অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হইতেছে। কারাগারে কে সহজে যাইতে চায়। বন্দী হইয়া থাকা মানবের পক্ষে ক্লেশকর বলিয়াই কারাগার দণ্ডের স্থান হইয়াছে। এরূপ স্থান কি কখন ও মানবের পক্ষে প্রিয় বা প্রার্থনীয় হইতে পারে? ইহাত সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অথচ পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের আচরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে সে স্বাধীনতা অপেক্ষা কারাবাসকে অধিক প্রার্থনীয় মনে করিতেছে। ইহার কারণ দীর্ঘকাল কারাক্লেশে বাস করিয়া সেই দুঃখই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সুখের অবস্থাও তাহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে।

জগতে মানবের এই দশা। নিতান্ত সাংসারিক ক্লেশ ও অশান্তিতে যে বাস করিতেছে, সেও বাঁচিতে চায়, কারণ দীর্ঘকালের অভ্যাস বশতঃ সেই অশান্তিই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছে। এখন তাহাকে সুখ শান্তিতে রাখিতে গেলে সে অবস্থা তাহার সহ্য হইবে না। অধিকাংশ মানবই জীবনের বিষয় একবার চিন্তা করে না। কেন বাঁচিয়া আছে, কি জন্য ক্লেশ ভোগ করিতেছে, কোন দিকে চলিয়াছে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা একবার স্বপ্নেও ভাবে না। ক্ষুধা আছে বলিয়া কলহ করে, প্রিয় বস্তু লাভ হয় বলিয়া হর্ষ করে, অপ্রিয় ঘটনা হইলে ক্লেশ পায়—এইরূপে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তাহাদের সময় যায়। জীবনের মহৎ লক্ষ্য বুঝিতে পারে না বলিয়া নীচ বিষয়েতে সুখী হয়। এইরূপে লক্ষ লক্ষ নরনারী এক ঘোর মোহে পড়িয়া জগতে হাসিতেছে কাঁদিতেছে, খাইতেছে, ঘুমাইতেছে, তাহাদের চিত্ত সত্যের অনুসন্ধান হইতে বিরত রহিয়াছে। জীবন-তৃষ্ণা ইহাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

মহাত্মা শাক্যসিংহ এই জীবন-তৃষ্ণাকে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক মনে করিয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিয়া ছিলেন যে এই জীবন তৃষ্ণার জন্যই মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে না; এই জীবন-তৃষ্ণার জন্যই মানুষ ধর্ম্মকে ভুলিতেছে, মায়াপাশে বদ্ধ হইতেছে, এবং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর যাতনা ভোগ করিতেছে। যাহার জীবন-তৃষ্ণা নাই তাহার এ সকল যাতনা নাই। তিনি বাসনার নিবৃত্তি অর্থাৎ জীবন-তৃষ্ণার নিবৃত্তির উপদেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন জীবনতৃষ্ণা কি নিবৃত্ত হইতে পারে? আর জীবনতৃষ্ণা না থাকিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারে? জীবনের প্রতি মমতা যে মুহূর্ত্তে যাইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে মানুষ আর আপনার জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন করিবে না। দলে দলে লোক আত্মহত্যা করিবে। সংসার লোপ প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু ধার্ম্মিকগণ যে জীবন-তৃষ্ণা নিবারণের উপদেশ দিয়াছেন তাহার অর্থ এ নয় যে ঐ জীবনকে নষ্ট করিতে হইবে। তাহার অর্থ এই যে, অন্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া এই জীবনের সুখ দুঃখকেই সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিবেনা। মানব জীবনের যে মহৎ লক্ষ্য আছে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে ও সেই লক্ষ্য স্মরণ রাখিয়া এ জীবনের সমুদায় সুখ দুঃখকে উপলক্ষ্যের মধ্যে বিবেচনা করিবে। সুখই আসুক আর দুঃখই আসুক অপরাজিত চিত্তে সমুদায় বহন করিবে।

মানবের দৃষ্টি যদি কোন উচ্চ লক্ষ্যের উপরে নিবদ্ধ থাকে তাহা হইলে এজীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের প্রতি সে দৃষ্টি থাকে না।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম যখন হৃদয়কে অধিকার করে তখন মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হওয়াকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সমুদায় তাহার নিকট উপলক্ষ্য বলিয়া গণ্য হয়। সেই ইচ্ছাকে পালন করিতে গিয়া যদি সুখ আসে ভাল, যদি দুঃখ আসে ভাল। সে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতি উদাসীন হয়। এরূপ লোক দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, ধন, দারিদ্র্য, মিত্রতা শত্রুতা, জীবন মৃত্যু এসকলের চিন্তাকে অতিক্রম করে। প্রভুর ইচ্ছা পালন করিতে তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে শিরোধার্য্য এবং অক্ষোভে তাহা মস্তকে ধারণ করে। প্রকৃত প্রেমিক জীবনের জন্য জীবনকে ভালবাসেন না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা পালনকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য মনে করেন। সুতরাং তাঁহার জীবনতৃষ্ণা নাই।

প্রীতি।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে উপাসনার দুটী অঙ্গ। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" সেই পরম দেব পরমেশ্বরকে সমুদায় শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা ভাল বাসিতে হইবে এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে; ইহাই তাঁহার উপাসনা। প্রতিদিন সংযতমনে কতকগুলি সুসংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিলেই তাঁহার উপাসনা করা হয় না, একথা সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রীতি করা চাই, তাঁহাকে ভালবাসা চাই। এই ভাল বাসা কিরূপ, তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইলে আমাদের অন্তরের ভাব কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমরা এই সংসারে যদি দেখিতে পাই যে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে ভাল বাসিতে চাহিতেছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার প্রতিদানে প্রথম ব্যক্তিকে ভালবাসা দিতে প্রস্তুত হইতেছে না; তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মায় না; তাহারা সুখী হইতে পারে না। আমি তোমাকে ভাল বাসিতে চাই; কিন্তু তুমি আমার ভালবাসার প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি প্রতিনিয়তই মুখ ফিরাইয়া আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তাহা হইলে ইহাই বুঝায় যে, আমার ভালবাসার পাত্রের অভাব আছে বলিয়া আমি তোমাকে ভাল বাসিতে চাহিতেছি, কিন্তু তোমার সেরূপ অভাব নাই; সুতরাং তুমি আমার ভালবাসার জন্য ব্যাকুল নও। আমি সংসারের তাপে সন্তপ্ত, তোমার ভালবাসা লাভ করিয়া প্রাণ শীতল করিব, বলিয়া ব্যাকুল হইতেছি বটে। কিন্তু তোমার প্রাণ শান্তি উপভোগ করিতেছে, সে প্রাণ আমার ভালবাসা লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে এরূপ আশা করে না। তোমার অন্তর সদাই তৃপ্ত সুতরাং তোমাকে ভাল বাসিতে যাওয়া আমার বাতুলতা মাত্র। কিন্তু পরমেশ্বরের ভাব এই সংসারের ভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার কোনও অভাব নাই। তিনি পূর্ণস্বরূপ। শান্তি, প্রেম, আনন্দ, পবিত্রতা, প্রীতি, প্রভৃতি সমুদায়ই তাঁহাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি প্রেমময় এবং প্রেমস্বরূপ হইয়াও কৃপা করিয়া আমাদের অন্তরে তাঁহার সেই স্বর্গীয় প্রেমের এক কণা মাত্র প্রদান করিয়াছেন, বলিয়াই আমরা এই সংসারে যৎকিঞ্চিৎ প্রেমের আস্বাদ লাভ করিতে পারিতেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তিনি প্রেম স্বরূপ হইয়াও—পূর্ণ-প্রেমের একমাত্র আধার হইয়াও অধম মানবের নিকট নিয়ত প্রেম ভিক্ষা করিতেছেন। সাধুগণ তাঁহাকে "প্রেম ভিখারী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মানব সন্তানের নিকট হইতে এক বিন্দু প্রেম পাইবার জন্য সদাই ব্যস্ত। ইহা অতি সত্য কথা। সাধু প্রেমিক ভক্তদিগের হৃদয় ও বাক্য চিরকাল তাহার সাক্ষী প্রদান করিতেছে। তবে যদি ইহাই সত্য হয় যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ জীবনদাতা পরমেশ্বর মূঢ় মানবের হতভাগ্য পাপী নরনারীর প্রেম পাইবার জন্য সদা সর্ব্বদা ব্যাকুল। তাহা হইলে ত জীবনের পথ অতিশয় পরিষ্কার হইয়া আসিল। যিনি আমাদের জীবনের শেষ ও পরম গতি, যিনি আমাদের আদি ও অন্ত তাঁহার মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন, যিনি এই সমস্ত জীবের একমাত্র স্রষ্টা ও পাতা। তিনি যদি আমাদের ভালবাসার জন্য এত ব্যাকুল তাহা হইলে আমাদের জীবনসংগ্রাম ত খুবই সহজ হইয়া আসিল। আমাদের দেবতা আমাদের ভালবাসা চাহিতেছেন, আর আমরা তাঁহাকে ভাল বাসিব না, ভাল বাসিতে পারিব না, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? আমরা যদি দেখিতাম যে তাঁহার ভালবাসার অভাব আছে, আর আমাদের সে অভাব নাই তাহা হইলে বুঝিতাম যে তাঁহাকে ভাল বাসিবার পথে বাধা আছে। কিন্তু তাহা ত নয়। প্রতিনিয়ত দেখিতেছি সংসারপ্রেমে অন্ধ, মানুষ সেই প্রেমময়কে ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়া নিরন্তর সংসারের পাপ, তাপ, শোক দুঃখ, জরা, মরণ প্রভৃতি সকল প্রকার বিপদ ও ভীষণ প্রলোভনে পড়িয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে কত লোক সংসারের এই সকল দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া নিরন্তর জ্বলিয়া মরিতেছে, কত হতভাগ্য নরনারী জীবনসংগ্রামে ভগ্নহৃদয় হইয়া নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। কত নিরাশ্রয় ও নিরাশ্রয়া নরনারী প্রবল সংসার স্রোতের মুখে পড়িয়া এমন একজনও বন্ধু দেখিতে পাইতেছে না, যাহার হস্তাবলম্বন দ্বারা সে তীরে উঠিয়া আশ্বস্ত হয়; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় কত নর নারী পাপের আপাতঃ মনোরম মোহময় বাক্যে ভুলিয়া জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া নিরন্তর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে অথচ ফিরিবার শক্তি নাই তখন চারিদিক্ অন্ধকারও শূন্য দেখিতে দেখিতে আত্ম-হত্যা করিয়া সংসারের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছে। হায় হায়! সংসারকে ভালবাসিতে যাইয়া মনুষ্যের অবস্থা যদি এইরূপ শোচনীয় হইল, তবে কেন মানুষ সেই শান্তিদাতাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে না! সংসারপ্রীতি মানবের অবস্থা এমন শোচনীয় করে তখন কেন মানব সেই প্রেমময়ের প্রেম উপার্জ্জন করিতে যত্নশীল হয় না!

পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতে হইলে আপনাকে ভুলিতে হইবে। নতুবা কোনও মতেই আমরা তাহাকে ভাল বাসিতে পারিব না। তিনি যদিও প্রেমের পূর্ণ নিকেতন হইয়া আমাদের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যস্ত। তথাপি তিনি আমাদের সমগ্র হৃদয়ের অধিকারী হইতে না পারিলে, আমাদের প্রীতি চাহেন না; এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক লোক প্রতিদিন বাহিরের, পূজা ও দানাদি করিতেছে, অতি সাবধানে সূক্ষ্ম মনো-নিবেশ সহকারে, ধর্ম্মের বাহিরের অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিতেছে মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাহার এই বাহ্য অনুষ্ঠানের বিরাম নাই, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই যে তাহার হৃদয় মন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইল না, যে দেবতার প্রীতি লাভ করিবার জন্য সে এত দিবস ধরিয়া বাহিরের অনুষ্ঠান গুলি

প্রতিপালন করিল,সেই দেবতার জন্যে একেবারে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের হীনাবস্থা রহিয়াই গেল তাহার প্রাণের বন্ধন খুলিল না, পরমেশ্বরকে ভালবাসিতে পারিল না। যখন বিপদ আইসে, সংসারের সমীরণ যখন তাহার নিকট মন্দ মন্দ প্রবাহিত না হইয়া শোক, বিপদ ও দারুণ মনস্তাপের প্রবল ঝঞ্চার আকারে বহিতে থাকে তখন সে হাহাকার করিতে থাকে, সে তখন পথ হারাইয়া মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিকের লক্ষণ কেমন চমৎকার। তিনি আপনার দেহ, মন, প্রাণ রক্ষা সর্ব্বস্ব তাঁহার জন্যে অর্পণ করিয়া বলেন "প্রভো এই সংসারে চলা বড়ই শক্ত! আমার এমন বল নাই যে আমি নিজের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারি। তুমি আমার যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর,আমি তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই"। যে প্রেমিক সাধু এই কথা বলিয়া সেই প্রেমময়ের জন্য আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে তাহারই এসংসারে জয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ্যে পরাজয়েই জয় এবং সাংসারিক জয়েই পরাজয়।

মানুষ যখন এইরূপে তাহার দেবতার জন্যে সমস্ত অর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার ভাব সংসারের লোকের ভাব হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, সংসারের লোকের আচার ব্যবহারের সঙ্গে তাহার মিল হয় না। দুঃখ দারিদ্র্য আসিয়া যখন সংসারের লোককে ব্যতিব্যস্ত করে, তখন এই ঈশ্বর-প্রেমিক "পরম সুখে তাঁহার পিতার নিকটে বাস করেন, অনল তাঁহাকে পুড়াইতে পারে না, সাগর তাহাকে ডুবাইতে পারে না; পর্ব্বত সমান বিপদরাশি তাহার উপর পতিত হইলেও তাহার শরীরে আঘাত লাগে না"। প্রেমিক এইরূপে আর কিছুতেই ভীত হন না, আর কোনও ভয় অথবা ভাবনা ইহাকে শঙ্কিত করিতে পারে না, কেবল একটী চিন্তা তাঁহাকে সময়ে সময়ে পাগল করিয়া ফেলে। সেটী "প্রেমময়ের বিচ্ছেদ"। তিনি আর সমস্ত অকাতরে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়তম দেবতার ক্ষণিক বিচ্ছেদ তাঁহাকে শিশুর ন্যায় চঞ্চল ও পাগল করিয়া ফেলে। তিনি এই জন্য সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকেন। যে আচরণ দ্বারা ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহার প্রিয়তম দেবতার মুখ তাঁহার আত্মার দৃষ্টির বাহিরে রাখিবার সম্ভাবনা, তিনি ভ্রমেও সেরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হন না। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে একটু মাত্রও ন্যায় ও ধর্ম্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তিনি প্রাণান্তেও সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না; এবং ঈশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আজীবন ক্লেশের ভার মাথায় বহিয়া, চিরদিনের জন্য সংসারের সুখ হাসিতে হাসিতে বিসর্জ্জন করিয়া দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করেন। এমন অবস্থায় দারিদ্র্যই তাঁহার বন্ধু! দুঃখেই তাঁহার শান্তি।

পৌত্তলিক কে?

পৌত্তলিক কে? এইনামে আমরা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ উপহার পাইয়াছি। শ্রীযুক্তবাবু দ্বিজদাস দত্ত ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে পৌত্তলিক? কে এইনামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত সমালোচনা আবশ্যক। কারণ এই প্রবন্ধে পৌত্তলিক? কে এই কথার বিচার যত না হইয়াছে, পৌত্তলিকতার সমর্থনই ততোধিক হইয়াছে।

দ্বিজদাস বাবু প্রথমেই বলিতেছেন "যে জ্ঞাতসারে কোন মূর্ত্তি অথবা অন্য চিহ্নকে ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করে, সেই পৌত্তলিক। এই অর্থে যে ঈশ্বরকে না জানিয়াছে, সে পৌত্তলিক হইতে পারেনা।" এখানে এই জানিয়াছে কথাটীর সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তিনি আবার অন্য কল্পিত উপায় গ্রহণ করিবেন কেন? তাঁহার পক্ষে বাহিরের উপায় গ্রহণের আবশ্যকতা চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা অপ্রয়োজন। কিন্তু যাহার সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে নাই, শাস্ত্র পাঠ বা উপদেষ্টার উপদেশ প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছে, অথচ যিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যাকুল, এই প্রকার সাধনশীলের সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক। দ্বিজদাস বাবু নিজেও বলিয়াছেন, এবং ইহাই সত্য যে বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলে সাধারণতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পরোক্ষ জ্ঞান কিছু কিছু আছেই। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকে যদি কোন মূর্ত্তি বা চিহ্নকে ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করে, সেই পৌত্তলিক। এস্থলে জ্ঞানের অভাবে যে ঈশ্বরের মূর্ত্তী কল্পনা করা হয়, তাহা নয়। কিন্তু উপায় নির্ব্বাচনের ত্রুটীতেই এরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞান বলিয়া দ্বিজদাস বাবু যে অনাস্তিক সকলকেই পৌত্তলিক বলিয়াছেন তাহা খাটিতেছে না।

তৎপর উক্ত হইয়াছে, যে কেহ সরল ভাবে দুর্গামূর্ত্তির পূজা করে, তাহার মনে থাকে না যে সেই পূজার পাত্রের বেড় এবং দৈর্ঘ্য কত কিম্বা তাহা মাটীর নির্ম্মিত। এস্থলে দ্বিজদাস বাবু পৌত্তলিক পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছেন। সকলেই জানেন প্রত্যেক দেবতারই পূজার এক একটী ধ্যানের মন্ত্র আছে। তাহাতে দেবতার আকৃতি ও গুণাগুণ সম্বন্ধে বর্ণনা থাকে। সুতরাং সেই সকল মন্ত্র পাঠকালে কোন মূর্ত্তি মনে হয় না এ কেমন কথা। অবশ্যই সেই মন্ত্রের বর্ণনানুরূপ মূর্ত্তিই পূজকের মনে উদিত হইবে। মূর্ত্তি কত বড় কি ছোট তাহা মনে না হউক তাহার সেই বর্ণিত আকার কি মনে আসে না? দ্বিজদাস বাবুই বলিয়াছেন এই প্রকার চিহ্ন বা মূর্ত্তির সহিত ঈশ্বরের কোন সাদৃশ্য নাই। চিহ্ন জড়, ঈশ্বর অজড়। সুতরাং কোন মূর্ত্তি-পূজার সহিত ঈশ্বরের পূজার ও সাদৃশ্য

নাই এবং নাই বলিয়াই তাহা পৌত্তলিকতা ও দূষনীয়। আবার তিনি বলিতেছেন, "সরল ভাবে যে মূর্ত্তির পূজা করে তাহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকে না।' যে ব্যক্তি মূর্ত্তির কথা বিস্মৃত হইয়া যায়, তাঁহার নিকট সেই মূর্ত্তি থাকা না থাকা দুইই সমান। সুতরাং সে তখন আর মূর্ত্তির পূজাও করে না এবং মূর্ত্তির আকার ভাবেও না। তাহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ সে সাকার উপাসক নহে। কিন্তু যাহারা দেবতাগণের প্রচলিত পূজা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পূজা করে, তাহাদের সেই ভাব কেমন করিয়া হইবে।

পৌত্তলিকতার সমর্থন যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় একটী কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। মনে করুন এক ব্যক্তি যদি শ্যামকে জানিয়াও নিয়তই অন্য ব্যক্তিকে শ্যাম বলিয়া মনে করে, তাহাতে কি দোষ হয় না? কখনও ভ্রমক্রমে এক ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য ব্যক্তি বা বস্তু বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ভ্রমক্রমে সেইরূপ হইতে পারে। কিন্তু প্রতিনিয়ত আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা কি। চিন্ময় ঈশ্বর কে যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া কোন জড়ের আকার বলিয়া মনে করে, তাহাতে কি তাহার মিথ্যাচরণ হয় না? আমি চিন্ময় ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারি না, অথবা সেরূপ করিতে হইলে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়, সুতরাং আমার সুবিধানুসারে ঈশ্বরের কোন আকার আরোপ করায় কি মিথ্যাচরণ হয় না। বাস্তবিক সত্যানুরাগীর পক্ষে ঈশ্বরকে চিন্ময় জানিয়াও আকার বিশিষ্ট মনে করাই অসম্ভব। সেরূপ ভাবিবার অধিকার কাহারও নাই। একটী বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া মনে করা যদি মিথ্যাচারণ হয়, গাছকে মাছ বলিয়া মনে করিলে যদি মিথ্যাচরণ হয়, তবে চিন্ময় বস্তুকে জড় বস্তুরূপে ভাবাতেও মিথ্যাচরণ হয় এবং মিথ্যাচরণ হয় বলিয়াই তাহা পরিত্যজ্য।

আর একটী কথা অন্যান্য পৌত্তলিকদিগের মত দ্বিজদাস বাবুও ব্যবহার করিয়াছেন যথা "ঈশ্বর যে আকার ইচ্ছা সেই আকারই ধারণ করিতে পারেন। এশক্তি ঈশ্বরেতে নাই বলিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকেনা।" ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান তখন তিনি সবই পারেন, একথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু একজন সাধক আপনার সুবিধানুসারে বলিলেন তুমি চতুর্ভুজ বা চতুর্ভুজা। অমনি তিনি চতুর্ভুজ বা চতুর্ভুজা হইলেন। আর এক জন বলিলেন তুমি দ্বিভুজ বা দ্বিভুজা অমনি তিনি দ্বিভুজ বা দ্বিভুজা হইলেন, এ কেমন কথা। তাহা হইলেও ত তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাঁহার নির্ব্বিকারত্ব ঘুচিয়া যায়। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সবই পারেন। কিন্তু তিনি এইরূপ আকার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বর কি ন্যায়বান নহেন? যে যে যখন তাঁহাকে যাহা হইতে বলিবে, অমনি তিনি তাহাই হইবেন। এক জন মানুষ যখন একবার সাধু একবার অসাধু হইতে ইচ্ছা করে না, আর ঈশ্বরই কি এমন হইলেন, যে মানুষ যখন যাহা ইচ্ছা করিবে তিনি তখন তাহাই হইবেন। এই তিনি চিন্ময় এই তিনি জড়। এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব ঈশ্বরে আরোপ করিলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব বিলোপ করা হয়। ঈশ্বরকে মানুষের ইচ্ছাধীন বলা নিতান্তই বালকত্ব। দ্বিজদাস বাবু বলিয়াছেন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান সুতরাং তিনি সর্ব্বপ্রকার আকারই ধারণ করিতে পারেন। অথচ তিনি লিখিয়াছেন পূর্ণ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু দেশকাল পরিচ্ছিন্ন আকারের আধার হইতে পারেন কি পারেন না। যদি বল পারেন না, তবে তাহার পক্ষে পরিচ্ছিন্ন আকার বিশিষ্ট জীবসৃষ্টি করাও অসম্ভব হয়। সর্ব্বশক্তিমান যিনি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব এ কেমন কথা। যখন তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা হইয়াছে এবং চিন্ময় অনন্ত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখনই ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে, যে তিনি সেই চিন্ময় থাকিয়াই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থের আধার হইতে পারেন, তজ্জন্য তাহাকে জড়রূপী হইতে হয় না। আবার তিনি সেই অবস্থাতেই এই সমস্ত সৃষ্টিও করিতে পারেন। এক যায়গায় দুইকথা বলা ভাল দেখায় না। একবার তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিব, আবার তাহাকে শক্তিহীন বলিব এ কেমন কথা।

দ্বিজদাস বাবু অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যাহারা না বুঝিয়া সরলভাবে ঈশ্বরকে সাকার মনে করে, তাঁহারা দোষী নহে। সরল ভাবে না বুঝিয়া যে যাহা করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁহার মত তার্কিক আর কি করিয়া সে কথা বলিতে পারেন। যাঁহারা বুঝিয়াও গোলযোগ করেন তাঁহারাই এজন্য দোষী।

এতদিন পরে দ্বিজদাস বাবু আর একটী অতি আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন "যখন আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণাকরি তখন স্থান সম্বন্ধযোগেই ধারণাকরি; যেমন ঈশ্বর এই ব্রহ্মমন্দিরে আছেন, আমার হৃদয়ে আছেন, ব্রহ্ম মন্দিরে আছেন, বলিলেই জ্ঞাতার অনুভব সম্বন্ধে ব্রহ্ম মন্দিরের বাহিরে নাই বুঝায়। যদি এতদিন পরে তিনি এই বুঝিয়া থাকেন যে আমার হৃদয়ে আছেন বলিলে, বুঝিতে হইবে বাহিরে নাই, অথবা এই মন্দিরে যে আছেন বলিলে, তাহার বাহিরে নাই, তবে আর তাঁহাকে কি বলিব। কিন্তু এই কথার সেরূপ ভাব কেহই মনে করে না। তিনি এখানে আছেন সুতরাং ওখানে নাই এরূপ কথা সীমাবদ্ধ বস্তুতেই খাটে। কিন্তু সর্ব্বব্যাপীতে সে সব কথা খাটে না। তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই এই কথা ব্যবহার করা যাইতে পারে, যে তিনি এই মন্দিরে আছেন আমার হৃদয়ে আছেন, তিনি অন্যত্রও আছেন। তিনি এই হৃদয়ে আছেন সুতরাং অন্যত্র নাই, একথা বলিবার কোন হেতুই নাই। একই সঙ্গে এই দুইভাব ব্যক্ত হইতেছে। তিনি যেমন এখানে তেমনি সর্ব্বত্র। এই ধারণা যে করিতে না পারে, তাহার ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। ব্রহ্মমন্দিরে ঈশ্বর আছেন সুতরাং তাহার আকার মন্দিরের অনুরূপ ইহা বলা নিতান্তই অযুক্ত।

কেহ যদি মনে করে, এই গাছটার স্বর্ণফল প্রসব করিবার শক্তি আছে। তাহা হইলেই যে সেই গাছের সেই শক্তি

অস্মার, তাহা কথনই সম্ভব নহে। সাধক যদি মনে করে এই বিশেষ মূর্ত্তিতে বিশেষ ভাবে ঐশী শক্তি বর্ত্তমান, তাহা হইলেই কি সেই মূর্ত্তিতে সেই শক্তির আবির্ভাব হইবে? যাহাতে যে শক্তি নাই, শতবৎসর বসিয়া তাহার সে শক্তি আছে ভাবিলেও তাহাতে সেই শক্তি আসিতে পারে না, এবং পারে না বলিয়াই এ প্রকার অনুভব করিবার চেষ্টাকে বৃথা চেষ্টা বলা হয়। তাহাতে কোন ফলও ফলে না। ঐশী শক্তিই যদি লক্ষ্য হয় তবে আর মূর্ত্তি কল্পনার আবশ্যক কি?

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে "তাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে যথাশক্তি ঈশ্বর জানিয়াই দুর্গাকালীর পূজা করে, সে পূজা ঈশ্বর অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।" ইহার মত অসার কথা আর নাই। কারণ যে কেহ বিশ্বাস করেন, তিনি আমার অন্তরের ভাব দেখিয়াই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, সে আর কষ্ট কল্পনা করিয়া ঈশ্বর তোমার আকার এরূপ, তোমার আকার সেরূপ এমন কথা বলে না। তাহার ইহাই বলা স্বাভাবিক যে প্রভো! তোমাকে আমি বুঝিতেছি না, কিন্তু তুমি কি আমাকে জানাও। এইরূপ না করিয়া যে নিজের মনগড়া ভাবে মূর্ত্তি কল্পনা করিতে যায়, তাহাতে সরলতার অভাব ভিন্ন সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না। তাহাকে বুড় খোকা বলাই সঙ্গত যে ঈশ্বরানুগ্রহের প্রতি নির্ভর না করিয়া, তাঁহার প্রকাশ পাইবার অনুভব করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই কল্পনায় ঈশ্বর-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে, সে নিজেই ঈশ্বরের স্রষ্টা হয়। সুতরাং ঈশ্বর প্রকাশ অনুভব তাহার ভাগ্যে ঘটে না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই উক্তিকে (গ্রন্থারম্ভে যে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে) ঈশ্বরের কথা বলিয়া মনে করা দ্বিজদাস বাবুর মত বিজ্ঞ লোকের শোভা পায় না। যাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষেই এই উক্তিকে সত্য বলিয়া মনে করা শোভা পায়। এই গ্রন্থের বহিরাবরণে যে সংগীতটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা দ্বিজদাস বাবু কি অর্থ বুঝিয়াছেন জানি না। কিন্তু "যে তোমায় যে ভাবে ডাকে" ইহার পরিবর্ত্তে যে নামে ডাকে তাহাই সঙ্গীতকারের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কারণ সঙ্গীতের শেষ ভাগে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যে নাম আছে, তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। ভাষার কোন দোষ নাই। কিন্তু যে ভাবেই ডাকা হউক তাহাতেই তিনি রাজি হন কিনা সন্দেহ। মানুষের মত হইলেই তাহা সম্ভব। ঈশ্বরে তাহা সম্ভব মনে করিলে তাঁহার ন্যায়পরতা থাকে না।

চিহ্ন-ব্যবহার কথা লইয়া দ্বিজদাস বাবু বড়ই গোলযোগ করিয়াছেন। কোন চিহ্ন দেখিয়া অন্য বস্তুকে মনে করা আর সেই চিহ্নকেই সেই বস্তু মনে করা, কথনই এক কথা নহে। আমার কোন বন্ধুর ফটোগ্রাফ দেখিয়া বন্ধুকে মনে পড়া, আর সেই ফটোগ্রাফকেই বন্ধু বলিয়া মনে করা কথনও এক নহে। কিন্তু পৌত্তলিক গণ কি মূর্ত্তি সকলকে চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? কথনই নয়। তাহারা সেই সকল দেবমূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের আকারই সেইরূপ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু দ্বিজদাস বাবু নিজেও বলিয়াছেন ঈশ্বরের সহিত ঐ সকল কল্পিত মূর্ত্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। সুতরাং কোন মূর্ত্তিকে চিহ্নরূপে ব্যবহার কেমন করিয়া হইতে পারে। চিহ্ন সম্বন্ধে এক ব্যাখ্যা এই হইতে পারে, যেমন এই জগত দেখিয়া এবং সৃষ্টিকার্য্যে জগৎস্রষ্টার আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া স্রষ্টা ঈশ্বরকে মনে পড়া অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া ঈশ্বর স্মরণ হইবার সম্ভাবনা কি? তাহা দেখিয়া বরং সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাতাকে কিম্বা যিনি সেই মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাকেই স্মরণ হওয়া সম্ভব। তদ্দ্বারা ঈশ্বর স্মৃতি কেমন করিয়া জাগ্রত হইবে।

কোন চিহ্ন দেখিয়া তৎ সদৃশ বস্তুর স্মরণ বা জগতকার্য্য দেখিয়া তাহার স্রষ্টা পরমেশ্বরকে স্মরণ করা, কথনই দোষের নয়। কিন্তু জগতকেই যদি কেহ ঈশ্বর মনে করে। তাহাই দূষণীয় কারণ ঈশ্বর সেরূপ নহেন। পৌত্তলিকতা এই জন্য দোষের যে ঈশ্বর যাহা নহেন, তাহারা ঈশ্বরকে তাহাই বলিয়া থাকে। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলায় যে দোষ, ঈশ্বরকে আকার বিশিষ্ট বলাতেও সেই দোষ। সাধকগণ মন স্থিরের জন্য অনেক উপায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেমন কেহ একটী সূক্ষ্ম ত্রিশূলের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন স্থির করিয়া থাকেন। কেহ বা একটী দীপশিখার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মন স্থির করেন, এ সকল উপায়কে কেহ পৌত্তলিকতা বলে না। কিন্তু যদি কেহ সেই সূক্ষ্ম ত্রিশূল এবং দীপশিখাকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহাতেই পৌত্তলিকতা হয়। কোন শব্দ দ্বারা ঈশ্বর স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় কোন অপরাধ নাই। কিন্তু সেই শব্দ কোন স্থানে লিখিত দেখিয়া সেই অক্ষর কয়েকটীকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করাতেই দোষ। পৌত্তলিকগণ কথনও কোন মূর্ত্তিকে সে ভাবে গ্রহণ করে না। তাহারা ঈশ্বরেরই সেই মূর্ত্তি বলিয়াই মনে করে, তাহাই দূষণীয়।

পৌত্তলিক কে? এ প্রশ্নের বিচার করিতে যাইয়া দ্বিজদাস বাবু অনেক অবান্তর কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন, সে সমস্ত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তিনি এত দিন পরে একটী অতি মারাত্মক মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে "ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিতে হইলে স্থান সম্বন্ধযোগে ধারণ করিতে হয়। অর্থাৎ আকার বিশেষের দিকে লক্ষ্য থাকুক আর না থাকুক তাঁহাকে সাকার বলিয়াই মানুষের ধারণা করিতে হয়"।—যদি ঈশ্বর চিন্ময় এবং অনন্তস্বরূপ হন, অথচ মানুষের সেই চিন্ময় অনন্ত স্বরূপকে ধারণা করিবার জন্য কোন বৃত্তি না থাকে, তবে বরং আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে ঈশ্বরজ্ঞান মানুষ লাভ করুক বা তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হউক, ঈশ্বরের সেই ইচ্ছা নাই। নতুবা তিনি হইলেন অনন্ত চৈতন্যময় পদার্থ। মানুষ তাঁহাকে ভাবিবে সীমাবদ্ধ জড় বা অন্য কিছু। অথচ তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব হইবে ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা। ঈশ্বর যেরূপ তাঁহাকে সেইরূপে ভাবিলেই তবে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। অন্য প্রকারে

তাহাও অন্যায়। কেন না তাহাতে নিতান্তই মিথ্যাচরণ হয়। আমরা কথনও এরূপ মনে করি না, যে ঈশ্বর মানুষকে নিরাকার চিন্ময় বস্তু ভাবিবার বা ধারণ করিবার উপযুক্ত কোন বৃত্তি দেন নাই। যদি না দিয়া থাকেন, তবে ঈশ্বরকে পাওয়াও তাঁহার ইচ্ছা নয়। কিন্তু মানুষ কি নিরাকার কিছুই ভাবিতে পারে না? আকার ছাড়িয়া চৈতন্য স্বরূপের ভাব কি মানুষের অন্তরে উদিত হইতে পারে না? যদি না পারে তবে ঈশ্বর দর্শন কথাটার অর্থ কি? দ্বিজদাস বাবুই অন্যত্র বলিয়াছেন 'যদি ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া থাক, তবে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সম্মুখে কিছু থাকুক আর না থাকুক তুমি পৌত্তলিক নও।' এই ব্রহ্ম দর্শন কি কোন সাকারমূর্ত্তি দর্শন। দ্বিজদাস বাবুর কথায় আমাদের তাহাই মনে করিতে হয়, কারণ তিনিই বলিয়াছেন আকার ভিন্ন তাহার ধারণা অসম্ভব। ঈশ্বর যেমন নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। তিনি তাঁহার সন্তানকে সেইভাবে উপলব্ধি করিবার অধিকারও দিয়াছেন। সুতরাং সাকার ভাবেই তাঁহাকে ধারণা করিতে হইবে এ কথা নিতান্ত অযুক্ত।

অন্যত্র দ্বিজদাস বাবুর একটি উক্তিতে আমরা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম "যেমন, না জানিয়া ইহাদেরই ধাঁধায় পড়িয়া অধুনাতন শিক্ষিত লোকেরাও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একরোল তুলিয়াছেন, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গৈরিকবসন মৃগচর্ম্ম ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বিবরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিতেছেন।" পৌত্তলিকতার সহিত গৈরিক বসন বা মৃগচর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিলেই ভাল হইত। আমাদের বিবেচনায় পৌত্তলিকতার সহিত এ সকল বিষয়ের কোন সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং তিনি পৌত্তলিকতা জিনিষটা কি তাহা না বুঝিয়াই অনেক গোল বাঁধাইয়াছেন। এ দেশে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নূতন চিৎকার হইতেছে, ইহার মত ভ্রান্ত কথা অতি অল্পই আছে। দ্বিজদাস বাবু একটু চেষ্টা করিলে সেই উপনিষধ্যাদিতেও ইহার বিরুদ্ধে চিৎকার দেখিতে পাইবেন। সত্যানুরাগী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীর নিকট পৌত্তলিকতা চিরদিনই দূষণীয়।

ব্রাহ্মসমাজ ত্রয়ের মিলন।

ধর্ম্ম একদিকে যেমন মানবাত্মাকে ঈশ্বরে অনুরাগী করে, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সাহায্য করে এবং অবশেষে সেই মহান্ ঈশ্বরেরসহিত ক্ষুদ্র মানবত্মাকে প্রত্যক্ষ এবং অব্যবধানে যোগনিবদ্ধ করে, তেমনি ইহা মানব আত্মায় আত্মায় সম্মিলন সম্পাদন করে। পরস্পরের মধ্যস্থ সকল প্রকার ব্যবধান ঘুচাইয়া গভীর ঘনিষ্ট যোগে নিবদ্ধ করে। মানুষ ধর্ম্মের শাসনে আপনার সাংসারিক নীচবাসনা কামনা দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি দূরে রাখিয়া, সকল, প্রকার শত্রুতা ভুলিয়া দুইয়েতে মিলিত হয়। এই দুইটী উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইলেই ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। এবং ধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেথানে ধর্ম্ম একমাত্র ঈশ্বরানুরাগের উপদেশ প্রদান করে, কিন্তু তাঁহার সন্তানের প্রতি উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেয়, সেথানে ধর্ম্মের একদেশ মাত্র প্রকাশ পায়। অন্য ভাগ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। ধর্ম্মের প্রকৃত সেথানে সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ধর্ম্ম সেথানেই সুন্দর এবং মানবের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সক্ষম, যেথানে এই দুই ভাব সমভাবে বিকশিত হয়। ধর্ম্মের মূল প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সম্মিলনই ইহার উদ্দেশ্য। অসম্মিলন বাস্তবিক ধর্ম্মের প্রকৃতি নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে আপনাপন বিশেষ বিশেষ ভাব রক্ষা করিবার জন্য এপর্য্যন্ত যত বিবাদ হইয়াছে, যত সংগ্রাম হইয়াছে এবং অকথ্য অসহ্য অত্যাচারে মানব হস্ত কলুষিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণে তত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কেন এরূপ ঘটনা হয়? উপদেষ্টাগণ যখন বলিয়াছেন "তুমি তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি কর"। অথবা "আপনাকে প্রতিবাসীবৎ প্রীতি কর। আবার কেহ বা বলিয়াছেন "তোমার প্রীতি আকাশে, ভূগর্ত্তে, জল স্থল, চরাচরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হউক।" তখন তাঁহারা আপনাপন সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কি উক্ত বাক্যগুলি বলিয়াছেন? তাঁহারা কি স্বদলস্থ লোককেই প্রীতি করিতে বলিয়াছিলেন? না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য কথনই এরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল না। সেই সকল মহৎ হৃদয়কে এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবে অনুরঞ্জিত করিতে কাহারও প্রবৃত্তি বা সাহস হইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য যাঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্র মানেন, শাস্ত্রের প্রত্যেক কথাকে পালন করিবার জন্য প্রাণ পণ যত্ন করেন। প্রত্যেক উপদেষ্টার অতি সামান্য কথাগুলিকে পালন করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত সেই সকল উক্তির অন্যথাচরণ যাঁহাদের নিতান্তই অসহ্য, তাঁহারাও সেই সকল ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের এই শ্রেণীর মহৎ কথাগুলির প্রতি সর্ব্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানেও তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এরূপ ঘটনা কেন ঘটে? ধর্ম্ম কি মানবকে একরূপে সম্মিলিত করিতে অসমর্থ? না। তাহাও নহে। আমরা দেখিতেছি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন আচার ব্যবহার প্রভৃতি কারণ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল স্বাতন্ত্র্য উপস্থিত হয়, তাহাও এই ধর্ম্মপ্রভাবে দূরে চলিয়া যায়। এক সম্প্রদায়স্থ জনগণের মধ্যে বাহিরের সকল প্রকার ব্যবধান তিরোহিত হইয়া ঘনিষ্টযোগ সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত আমরা প্রতি দিনই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের এই যে হীন মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় তাহাই বাস্তবিক ক্ষোভের কারণ। সুতরাং অসম্মিলন ধর্ম্মের প্রকৃতি নহে। বরং সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ঈশ্বরকে প্রেমকর, নরনারীকে ভালবাস এই শ্রেণীর কথায় কাহারও আপত্তি নাই। বিবাদ এই প্রকারের কথা লইয়া হয় না। কিন্তু অতি সামান্য সামান্য অবান্তর ঘটনাতেই সর্ব্বত্র বিবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহা এই যে অমুক ব্যক্তি বিশেষভাবে ঈশ্বরের

প্রেরিত, চিহ্নিত, বা বিশেষ অনুগৃহীত। ইঁহার কথা তোমাকে মানিতে হইবে। ইঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াই তোমাকে চলিতে হইবে। তোমার ঈশ্বরদত্ত বিবেক, স্বাধীন বিবেচনাশক্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া ইঁহারই অনুগত হইতে হইবে। এই প্রকারের ধর্ম্মের বাহ্যিক বিষয় লইয়াই চিরদিন ধর্ম্ম জগতে সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলই মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিবেন। সুতরাং ধর্ম্ম বা ঈশ্বর, বিবাদের কারণ নয়। কিন্তু চিরদিনই সম্মিলনের স্থল। ব্যক্তিগত অন্ধঅনুরাগ, সাংসারিক সম্মান ও সুখ্যাতি লাভেচ্ছা বা স্বার্থই বিবাদের কারণ। যখন মানুষ ধর্ম্মের শোভন উদারতা বিস্মৃত হইয়া, তাহার মহান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, স্বার্থ বা দলগত অন্ধ-প্রেমে মুগ্ধ হন, সত্যের সুদৃঢ় শাসন এবং অনুজ্ঞাকে অমান্য করিতে থাকে, একমাত্র সত্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনতাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় মনে না করিয়া, সেই মহান ঈশ্বরের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নশীল না হইয়া, অন্য প্রকারের প্রয়োজন এবং স্বার্থের বশীভূত হইয়া পড়ে, ব্যক্তিগত অন্ধ প্রেম যখন মানুষের চালক হয়, ঈশ্বর এবং সত্য অপেক্ষা যখন ব্যক্তি বা দলগত প্রীতি প্রবল আকর্ষণের কারণ হয়, তখনই পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যে অসম্মিলন এবং মনোমালিন্য তাহাও অন্য কারণে ঘটে নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস জানেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সাংসারিক সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষাই সেই অসম্মিলনের কারণ। বর্ত্তমান সময়ে যখন আবার সকলের মধ্যে সম্মিলন এবং ঘনিষ্টতা সংস্থাপনের ইচ্ছা প্রবল হইতেছে, তখন সেই সকল পুরাণ কথার পুনরুল্লেখ করিয়া, মনোমালিন্য বৃদ্ধির সাহায্য করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা এই নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন, ভাবিতেছেন এবং লিখিতেছেন, তাঁহারা বাস্তবিক অতি সাধু চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এই চেষ্টার প্রতিকূলে কোনকার্য্য করা বা কোন বিরুদ্ধভাব ব্যক্ত করা কোনমতেই উচিত নয়। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে যাঁহাদের চিন্তা উপস্থিত হয়, তাঁহারা আপনাকে বিকৃত জানিয়া সে চিন্তা হৃদয় হইতে দূরীকৃত করুন। যাহাতে এই শুভ সম্মিলন বাস্তবিকই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই সেই বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র গত শ্রাবণ মাসের আলোচনা পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। তিনিও যেমন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের কোন কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "এরূপ উক্তিকে আমরা আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকি। ঘৃণা করি বলিয়া যে এইটা অবলম্বন করিয়া একটা গৃহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে, এরূপ মনে করি না" আমরাও বলিতেছি, যদিও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের সেই উক্তিকে আমরা নিতান্তই সত্য মনে করি এবং অন্যরূপ কারণ তাহাতে আরোপ করিবার হেতু দেখিতে পাই না, তথাপি নগেন্দ্র বাবুর ঘৃণা তাঁহার উপর থাকাতেও ইহা লইয়া যে একটা গৃহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে, এরূপ মনে করি না। সম্মিলনই প্রার্থনীয় এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ পায়। সুতরাং সে চেষ্টার বিরুদ্ধে যেন আমাদের শক্তিকে নিযুক্ত না করি।

নগেন্দ্রবাবু আলোচনা পত্রিকায় "তিন ব্রাহ্মসমাজের মিলন সম্ভব কি না" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার সাধু ইচ্ছার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যে ভাবে তিনি মিলনের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তদ্দ্বারা মনে হইতেছে, তিনি সম্মিলন জন্যই অধিক ব্যগ্র। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে তত ব্যগ্র নাহেন। তিনি নিজেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যে প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আদি সমাজের সহিত তাহার যে অমিলের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, আদি সমাজ বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহা বজায় থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি থাকেনা। অথচ নগেন্দ্র বাবু, বলিতেছেন "যদিই আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ এতদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন অন্ততঃ উদারতা সহকারে অপর ব্রাহ্মদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে স্থান দান করুন" ইত্যাদি। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, যে সেরূপ করিতে সম্মত হইবেন, তাহা আমরা সম্ভব মনে করিতেছি না, যদি তাঁহারা সেরূপ করিতে সম্মতও হন তাহা হইলেও ইহা দ্বারা মিলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ সকলেই যদি পূর্ব্বের মতই থাকিলেন কোন পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত না হইলেন, তবে আর কি লাভ হইল। এরূপ সম্মিলন ব্রাহ্মসম্মিলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারেনা। কারণ ইহাদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি রক্ষা পাইতেছেনা। ঈশ্বর পিতা এবং তাঁহার সন্তান সকলেই সাধারণ ভ্রাতৃসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার এবং মহৎভাব। আদি সমাজ চির দিন না হউক, কিছুকাল যাবৎ তাঁহার এই উদারতার পরিবর্ত্তে সংকীর্ণতার পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহারা যেমন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিতে দিতেছেন না। তেমনি ভিন্ন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও সত্য সংগ্রহ করিতে সম্মত নহেন। ইহাদ্বারা তাঁহারা যে কেবল এই দেশের শাস্ত্র হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা নয়। কিন্তু এদেশ ভিন্ন অন্যত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারিত হউক—মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করুন। এই সার্ব্বভৌমিকতার বিরুদ্ধেও আপনাদিগকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন। একজন ইংরাজ যদি বাস্তবিক জ্ঞানে ধর্ম্মে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাকে আচার্য্য করা হইবে না, কেননা তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। ইহার মত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ ভাব আর কি আছে। ইহাকি জাতিভেদ নয়? একমাত্র আহারেই কি জাতি যায়? না। এক মাত্র আহারেই জাতি যায় না। সেরূপ

জাতিভেদ বর্ত্তমানে এদেশের অনেকেরই নাই। কিন্তু জীবনের সকল বিভাগে, সমস্ত পারিবারিক অনুষ্ঠানে এবং আচার ব্যবহারে যদি এই দেশভেদের প্রাবল্য থাকে, তাহাহইলেই জাতিভেদের প্রাবল্য রহিল, মনে করিতে হইবে। আদি সমাজ যতদিন আর একটু উদার ভাবে চলিতে প্রস্তুত না হইবেন, ততদিন তাহাদের সহিত প্রকৃত ব্রাহ্মমিলন হইতে পারেনা। অন্য প্রকার দশজন বন্ধু বান্ধবে যেমন মিলন এ মিলনেও তাহাই হইবে। এরূপ সম্মিলন হইতে বিশেষ আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু রোগের মূল তদ্দ্বারা সংশোধিত হইতেছেনা। ভিন্নতা ঘুচিয়া একত্ব হইতেছে না। নগেন্দ্রবাবু লোককে যাহা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিতেছেন,তাহা এখনও হইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ কোন ফল হইতেছেনা। মিলন যদি হয় সম্পূর্ণরূপে এক হইয়াই হওয়া উচিত। নতুবা কতক বাদ সাদ দিয়া যে মিলন তাহা এখনও হইতেছে এবং তদ্দ্বারা যে ফল ফলিবার সম্ভাবনা তাহাই হইতেছে। তদতিরিক্ত আর কি আশা করা যাইতে পারে। এজন্য আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বা কোন প্রকারে বন্দোবস্ত করিয়া সম্মিলনের জন্য তত ব্যস্ত নই। যে প্রকারের মিলন দ্বারা ইহা মনে হইবেনা, যে ইহারা এক হইয়া গেল, সে প্রকার মিলন হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা সাংসারিক আত্মীয়তা বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কি কি সুফল ফলিবে তাহাও বোধ হয় না। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত অন্য কোন বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিন্নতা নাই, তাহা সত্য বটে। কিন্তু তাঁহারা কি এই সামান্য প্রভেদের হেতুটীও পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইবেন? মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় যে উদার ভাবে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে কিছুকাল আদি সমাজের কার্য্য চলিয়াছিল, অর্থাৎ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিরও আচার্য্যের কার্য্য করিবার যে নিয়ম ছিল, যদি আদি সমাজ সেই ভাবে কার্য্য করিতে সম্মত হন, সেরূপ সম্মিলনে যে কাহারও কোন আপত্তি হইবে মনে হয় না। অন্যথা কোন প্রকারে মন বোঝান রকমের মিলনে কি লাভ?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দশবৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল তাহার নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা এক প্রকার সত্য। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল দিকে হইয়াছিল,যাহা লইয়া বিরোধ। তাহাই বিবেচনার বিষয়। একটী সহজ কথাতেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে, যদি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ আপনার পূর্ব্ব লক্ষ্য হইতে বিচলিত না হইবেন, তবে এত গুলি লোক কেন তাঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন,তাঁহাদের সকলেই যে দ্বেষপরায়ণ হইয়া বাহির হইয়াছিলেন, এমন কথা এখন আর কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না। অবশ্যই এমন কিছু ঘটিয়াছিল, যদ্দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। এবং সেই নিমিত্তই স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সমাজেরও সাধারণ তন্ত্র প্রণালীতে সমাজ গঠনের বোধহয় আপত্তি হইবে না, বাস্তবিক যদি একথা সত্য হয় সাধারণের মত লইয়া যদি তাঁহারা কার্য্য করিতে সম্মত হন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূলে দিকে তাহাদের যে গতি হইয়াছিল, যদি তাঁহার সংশোধন করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সম্মিলনের বিঘ্ন আর কিছুই থাকে না। তৎপর নববিধান নাম গ্রহণকে মিলনের বিঘ্ন বলা হইয়াছে। বাস্তবিক কোন নামই যে মিলনে প্রতিকূলতা আনয়ন করিয়াছে, আমরা এমন মনে করি না। কারণ নববিধান নাম গ্রহণের পূর্ব্বেই ভিন্নতা ঘটিয়াছে। নাম গ্রহণ ভিন্নতার একমাত্র কারণ নহে, কিন্তু ভিন্ন নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই ভিন্নতার মূল কারণ। যে সকল আধুনিক ক্রিয়া কাণ্ডকে নগেন্দ্র বাবু অবশ্য প্রতিপাল্য মনে করিতেছেন না। সমুদায় নববিধানবাদীগণ কি তাহা করিতে প্রস্তুত? আমাদের সেরূপ বোধ হয় না। বিধানবাদীগণ যে ভাবে কেশব বাবুর ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করেন, তদ্দ্বারা আমরা ইহাই মনে করিতে বাধ্য হইতেছি, যে তাঁহারা উক্ত ঘটনার কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে রাজি নহেন, যদি সকলে সেরূপ সম্মত হন, তাহার মত সুখের ব্যাপার আর কি আছে।

বিধান শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছেন এবং তাহার যে ব্যাখ্যার কথাউল্লেখ করিয়াছেন সেরূপ ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি দোষী নন। কারণ নববিধান সমাজের গ্রন্থ এবং পত্রিকাদি দ্বারাই তাঁহাকে সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কি সকলে স্বীকার করিবেন। প্রাচীন বিধান বলিলে কি খৃষ্টধর্ম্মের বা মুসলমান ধর্ম্মের সত্যাংশমাত্র বুঝাইয়া থাকে? অথবা খ্রীষ্টের সামান্য একখান্য রুটী দ্বারা বহুলোককে আহার করান এবং জলের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া প্রভৃতি সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়াকে বুঝায়। নগেন্দ্র বাবু যদি তাঁহার মন মত একটী ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার সেরূপ করিবার অধিকার আছে,কিন্তু সাধারণে সে কথা গ্রাহ্য করিবে কেন,প্রাচীন বিধান বলিলে মুসলমানের নিকট মহম্মদের কার্য্য সমূহ এবং খ্রীষ্টানের নিকট খ্রীষ্টের সমস্ত কার্য্যই অনুভূত হয়। নববিধানবাদীগণও সেই ব্যাখ্যাই বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছে তাহার জন্য তিনি দোষী নন।

ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নামে ব্যবহার করা যায় কি না? সে প্রশ্নও মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মকে অন্য নামে অভিহিত করিবার আপত্তি এই যে ইহার মত উদার মহৎভাবব্যঞ্জক সর্ব্বজনপ্রিয় নাম আর হইতে পারে না। আর আর যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সে সমস্ত প্রত্যেকেই হয়ত কোন ব্যক্তির নামে পরিচিত, কোনটী বা কোন স্থান বিশেষের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সেরূপ কোন ব্যক্তি বা বিশেষ

কোন সংকীর্ণভাবের পরিচায়ক নহে, "ঐশ্বরিক ধর্ম্ম" এই নামের প্রতি কে এমন আছে যে বিরক্ত হইতে পারে। ঈশ্বরের নামে একত্র হইতে কাহারও আপত্তি নাই। সুতরাং সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমানভাবে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত এই শব্দ। এই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আর এমন কোন শব্দই পাই না, যাহা এমন সুন্দর এবং উদার। একমাত্র এই নাম নির্ব্বাচন হইতেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিচার শক্তি এবং মহত্ব কত ছিল, তাহা প্রকাশ পাইতেছে। ২য়তঃ—নববিধান বলিয়া কোন নামকরণ হইতেই পারে না। কারণ আজ যাহা নূতন দুই দিন পরে তাহাই পুরাতন। নূতন পঞ্জিকা উহা লিখা থাকিলেও যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের পঞ্জিকাকে কেহই নূতন মনে করে না, তেমনি নববিধান বলিলেও কেহ চিরদিন উহাকে নূতন ধর্ম্ম মনে করিবে না। তৎপর নববিধান নাম দিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোকের সহিত বিবাদের সূত্রপাত করা হইয়াছে। কারণ নাম শুনিয়াই লোকে মনে করিবে, ইহা আমার ধর্ম্ম নয়, নূতন কিছু। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে সেরূপ বুঝিবার সুযোগ কাহারও নাই। আবার ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতন পুরাতন কোন কথাই খাটে না। তাহাতে সমস্তই বর্ত্তমান। সুতরাং কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, এখন তাহার পরিবর্ত্তন করিতেছেন, একথা বলিলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব ঘুচিয়া যায়, তাঁহার নির্ব্বিকারত্ব আর থাকে না। নূতন পুরাতন শব্দ ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটে না। ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সত্য অনুভূত হইয়াছিল এবং আজ যাহা অনুভব করা যাইতেছে, সমস্তই তাহাতে সমভাবে বর্ত্তমান। একমাত্র মানুষের নিকটেই নূতন পুরাতন। যেমন উপনিষদে যে সত্য প্রচারিত হইয়াছে, আজিও অনেক অসভ্যও জাতি তাহার তত্ত্বই রাখে না। কিন্তু তাহারা যদি আজ তাহা অনুভব করিতে পারে, তবে কি বলিতে হইবে, ঈশ্বর তাহাদের জন্য পূর্ব্ব বিধির পরিবর্ত্তে নূতন বিধি সৃষ্টি করিলেন। পরিবর্ত্তন তাহাতে নাই। মানুষ যখন যাহা অনুভব করে তাহার কাছে তাহাই নূতন। একই সময়ে একজন সাধনপরায়ণ সাধু যাহা অনুভব করিতেছেন, অন্যে হয়তঃ তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না। তাহার নিকট সে সত্যের অস্তিত্বই নাই। সুতরাং মানুষেই নূতন পুরাতনের প্রভেদ। ঈশ্বরে সে সমস্ত কিছুই সম্ভবেনা। এখন দেখা আবশ্যক ব্রাহ্মগণ এমন কিছু আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন কি না? যে কারণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নাম না দিলে কোন ক্ষতি হইত। এমন কোন নূতন সত্য অনুভূত হইয়াছিল কি না? যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নামে প্রকাশ পায়না। কিন্তু একথায় ব্রাহ্মসাধারণ কি বলিবেন যে নাম পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজনীতা ঘটিয়াছিল। যদি তাহা না হয় তবে এমন সুন্দর নাম পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক কি। বিশেষতঃ যেখানে নাম পরিবর্ত্তনে মনোমালিন্য, ভিন্ন অন্যরীত দেখিতেছি না, তাহার প্রয়োজনীতা কিছুই নাই। এনাম লওয়ার পর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি হইয়াছে ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। কেবল ব্রাহ্মগণ নয় সমস্ত পৃথিবীর সহিত বিবাদের সূচনা হইয়াছে। কারণ নামেই প্রকাশ পাইতেছে। তোমর ধর্ম্ম পুরাতন আমর ধর্ম্ম নূতন। তোমাদের ধর্ম্ম আর আমাদের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। সুতরাং এমন নাম লইয়া ফল কি। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন নাম দিবার কোনই আবশ্যক দেখি না।

আমরা সম্মিলনের বিরোধী হইতে কখনই ইচ্ছা করিনা বরং সম্মিলনের জন্যই বিশেষ যত্ন করিতে চেষ্টা করিব। যদি এই তিন সমাজ বাস্তবিকই একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করিয়া উদার-ভ্রাতৃভাব এবং ঈশ্বর-প্রেমকে মধ্যবিন্দু করিয়া সম্মিলনের চেষ্টা করেন, তাহার মত সুখকর ঘটনা আর কি হইতে পারে। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু যে ভাবে মিলনের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহাই মনে হইতেছে যে মিলনকেই তিনি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরায় গুলি দূর করিতে তত চেষ্টা করেন নাই। যাহার যাহা আছে সমস্তই বজায় থাকিবে অথচ মিলন হইবে তাহা সম্ভব নয়।

প্রকৃত সত্যানুরাগ—যাহা প্রাণে আসিলে মানুষ দেশ কাল পাত্র অতিক্রম করিয়া, সকল প্রকার লাভ ক্ষতি গণনাশূন্য হইয়া একমাত্র সত্যেরই অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হয়, সেই অবস্থা প্রাণে না আসিলে এখন মিলন সম্ভব কি না, তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে, বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া সকলদিক বজায় রাখিয়া মিলন সম্ভবপর নয়। এজন্য আমাদের সকলকেই একমাত্র সত্যকে লক্ষ্য রাখিয়া মিলিত হইতে হইবে।

তিন ব্রাহ্মসমাজেরই মিলিবার একটা সাধারণ ভূমি আছে। প্রত্যেক সমাজের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার সময় তাহারা সর্ব্বসাধারণকে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সকল মূল উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সে সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে বোধহয় কোন ভিন্নতা লক্ষিত হইবেনা। যদি ব্রাহ্মগণ আপনাপন উপাসনালয় প্রতিষ্ঠাকালে সাধারণে ঘোষিত মতের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হন, তবেই মিলন সম্ভব হইতে পারে। এ চেষ্টায় যাহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা বাস্তবিক অতি মহৎ কার্য্যের অনুসরণ করিবেন। তাহাদের সময় এবং পরিশ্রম অতি শুভ এবং কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এজন্য আমরা অনুরোধ করি তিন সমাজেরই পরিচারকগণ, আপনাদের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাপত্র এবং ট্রাষ্টডিড প্রভৃতিতে যে সকল উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাকেই মিলন-ভূমি করিয়া মিলিতে চেষ্টা করুন। তাহাই বাস্তবিক মিলন ভূমি। অবান্তর বিষয়ে যাহা প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহাও যদি এমন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আমরা পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হই, তবে সম্মিলনের আশা বৃথা। চেষ্টাও বৃথা। আর যাঁহারা এভাবে মিলিবেন না, তাঁহারা মিলিয়াও যে বড় কিছু করিতে পারিবেন, আমাদের সে আশাও নাই। তাঁহাদের মিলন অপেক্ষা ভিন্ন থাকিয়া আপন আপন শক্তি অনুসারে কার্য্য করাই ভাল। তাহাতেই বরং কুশলের সম্ভাবনা।

উপরোক্ত প্রস্তাবটী "প্রাপ্ত" স্তম্ভে যাওয়া উচিত ছিল অসাবধানতাবশতঃ সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। (তঃ সঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা গত বারে প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ স্থায়ী ফণ্ড স্থাপন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তদুত্তরে বাবু কেদারনাথ কুলভি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। মফস্বলস্থ বন্ধুগণ যদি সকলেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া আপনাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করেন,তাহা হইলে এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। কারণ সকলের পরামর্শ এবং সহানুভূতি ভিন্ন এ কার্য্য হওয়া সম্ভবপর নয়। আশা করি মফস্বলস্থ বন্ধুগণ এমন গুরুতর বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না। কেদার বাবুর পত্রখানা এই—

"১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে মিসনফণ্ড স্থাপন সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অভিমত জানাইতেছি, টাকা আদায় সম্বন্ধে আমি একরূপ প্রস্তাব করিতে পারি,আর একজন আর একরূপ পারেন। কিন্তু তাহাতে বড় আসে যায় না,টাকা আদায় হওয়াই কথা। ৮ আট বৎসর ৪ চার মাসে যদি ঐরূপ একটী ফণ্ড স্থাপিত হয় তাহা কে না ইচ্ছা করে? ব্রাহ্মদের মধ্যে ১০০ একশত টাকা মাসিক বেতন পান এরূপ সংখ্যা বড় বেশী বোধ হয় না। অধিকাংশই একশত টাকার কম বেতন ভোগী। আপনাদের প্রস্তাব অনুসারে কাহাকে মাসে ।০ কি ॥০ কাহাকে বা ৸০ কাহাকে বা ১৲ টাকা দিতে হইবে। কিন্তু দূরদেশ হইতে মাসে মাসে যথানিয়মে উহা পাঠাইবার সুবিধা কৈ? প্রত্যেক ॥০ আট আনা বা ১৲ টাকার জন্য ৵০ মণিঅর্ডার খরচা কে করিবে। যদি বলেন যে এক-বারে এক বৎসরের টাকা পাঠাইলেই হইতে পারে, তাহাই বা সকলে জমাইয়া রাখেন কিরূপে। অতএব ঐরূপ একটী বাঁধাবাঁধি নিয়ম না করিয়া, প্রত্যেক বেতনভোগী ব্রাহ্মের নিকট হইতে তাঁহার মাসিক বেতনের দশ ভাগের এক ভাগ এক কালীন আদায় করা হউক। ইহাতে যাঁহার অসুবিধা হইবে তিনি মাসিক চাঁদা স্বরূপ দান করুন। আর ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা জমিদার কিম্বা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা এক মাসে কিছু বেশী বেশী দান করুন। যাঁহার যেরূপে সুবিধা হয়, তাঁহাকে সেই ভাবে দিতে বাধ্য করা হউক, অথচ সকলকেই কিছু কিছু দিতে হইবে। ব্রাহ্মদের মধ্যে বেতন ভোগীর একটী তালিকা সংগ্রহ করা হউক, জমিদার বা ব্যবসায়ী লোকেরও একটী সংখ্যা লওয়া হউক। তাহার পর প্রত্যেককে তাঁহার সুবিধাজনক কড়ারে টাকা আদায়ে বাধ্য করা হউক।"

বরাহনগরস্থ বন্ধু বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ল্যাণ্ট স্বপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক দিন অবধি জ্বর ও তাহার আনুসঙ্গিক নানা প্রকার রোগ ভোগ করিয়া, বিগত ১৮ই শ্রাবণ রবিবার বেলা দুই প্রহর ২ঘটিকার সময় বরাহ নগরে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে। ইহার বয়ঃক্রম কেবল অষ্টাদশ বর্ষ হইয়াছিল। দয়াময় ঈশ্বর মৃত বালকের জনক জননী ও ভ্রাতাদের শোক সন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা আনয়ন করুন এবং এই পরলোকগত আত্মাকে শান্তি ও কুশলে রক্ষা করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। ল্যাণ্ট মৃত্যুকালে যে বিশ্বাস ও শান্তভাবের পরিচয় দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, অনেক পককেশ বৃদ্ধেরও তাহা শিখিবার স্থল বলিয়া বোধ হয়। এই বালকের মৃত্যুকালের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা নিম্নে প্রকাশিত হইল। মৃত্যুর ১০।১২ মিনিট পূর্ব্বে ছোট ভাইকে ডাকিয়া বলিল, ভাই আলবিন (তাহাকে সকলে ঐ নামে ডাকিয়া থাকেন) আমার নিকটে এস। এই শরীরের উপর মানুষের এত যত্ন, এত আদর এইত পড়িয়া থাকল! বাবাকে ডাক। শশিপদ বাবু নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া দেখিলেন, নাড়ী নাই। ল্যাণ্ট বলিল বাবা! আজ আমার শরীরটা হইতে যেন কিছু বাহির হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে,—আমার হাত, পা, নাক, মুখ প্রভৃতি সকল শরীর যেন একটা কি ছাড়িবে, বুঝিতে পারিতেছি। আমি আজ দেহ ত্যাগ করিব। বাবা তোমাকে আর দেখিতেছি না। সমস্ত যেন ছায়ার মত বোধ হইতেছে। ঐ যে ওখানে কে দাঁড়ায়ে আছে, চিনিতে পারিতেছি না। শশীপদ বাবু সন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বাবা! তোমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তাই তোমার এরূপ বোধ হইতেছে। পরমেশ্বরের নাম স্মরণ কর, বাবা বল "দয়াময় দীনবন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু" বালক প্রাণ ভরিয়া বলিল "দয়াময় দীনবন্ধু" বলিতে বলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং আপনাপনি "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিতে বলিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত কাটিল, সংসারের পরমাণু-পুঞ্জে গঠিত দেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল।

বাবু কৈলাস চন্দ্র বাগচি লিখিয়াছেন—সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজের ১০ম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়াছে। ১০ই শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্নে উপাসনা হয় বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস উপাসনার কাজ করেন। উপদেশের বিষয় "ঈশ্বরে একনিষ্ঠতা" ১১ই শ্রাবণ রবিবার প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয় "উৎসবের জন্য কি প্রকারে প্রস্তুত হইতে হয়" অপরাহ্ণ ২ টার সময় আলোচনা পাঠ ও সংকীর্ত্তন হইয়া, রাত্রিতে সমাজ ঘরে উপাসনা হয় বাবু নবদ্বীপ চন্দ্রদাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয় বৈরাগ্য। ১২ই শ্রাবণ সোমবার প্রাতে সমাজগৃহে উপাসনা হয়। বাবু কৈলাস চন্দ্র বাগচী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয় প্রাত্যহিক উপাসনা। অপরাহ্নে সমাজ গৃহে নবদ্বীপ বাবু এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার অপরাহ্নে সমাজ গৃহ হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। গঞ্জের প্রকাশ্য স্থানে অঘোর বাবু ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু বলেন। রাত্রিতে মাছিমপুরে শ্রীযুক্ত রসময় সুর মহাশয়ের বাসায় পরিবারিক উপাসনা ও প্রীতি ভোজন হয়। ১৪ই শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্নে বাবু অমৃত লাল মজুমদার মহাশয়ের বাসায় সদ্যত সুতার উৎসব উপলক্ষে পরিবারিক উপাসনা ও প্রীতি ভোজন হয়।

কলিকাতা, সিমলা, ২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট বিজ্ঞান যন্ত্র হইতে শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা ১লা ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

৮ম ভাগ। ১০ম সংখ্যা | ১৬ ই ভাদ্র সোমবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার আত্মীয় স্বজন সকলকে দেখিয়া বিষণ্ণ মনে কৃষ্ণকে যেমন বলিয়াছিলেন, "নকাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচরাজ্যং সুখানিচ" আমাদের মনে যখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস একটু একটু করিয়া জন্মিতে থাকে, যে অবস্থায় বিশ্বাস দৃঢ় বা স্থির হয় নাই, অথচ বিশ্বাসের ক্ষীণালোক হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন আমাদের প্রবৃত্তি ও রিপু গুলির দিকে চাহিবাও ঠিক এই কথা গুলি বলিতে ইচ্ছা হয়। একদিকে সাংসারিক সুখ অসার বলিয়া বোধ হয়, তাহাদিগকে অনিষ্টকর জানিয়া শত্রু জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রাণে ইচ্ছার উদ্রেক হয়, অপর দিকে সে গুলির মায়া পরিত্যাগ করিতেও ইচ্ছার তেমন প্রাবল্য থাকে না। যাহাদের সহিত এতদিনের সম্বন্ধ যাহারা জীবনের নিত্য সহচর ছিল, যাহারা এতকাল আমাকে সুখ প্রদান করিয়াছিল, আজ তাহাদিগকে ছাড়িতে হইবে, প্রাণ ত ইহা সহজে চায় না। অথচ ভগবানের কৃপায় সে সকল অসার বলিয়াই বোধ হয়, একবার মনে হয়, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহা কল্যাণকর বলিয়া জানিয়াছি, তাহারই অনুসরণ করিয়া চলি। কিন্তু পরক্ষণেই বিশ্বাসের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। আর সৎপথে চলিতে সাহস হয় না। মনে হয় সংসারের সুখই সুখ। এই নিশ্চিত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত পদার্থের অন্বেষণে যাইব না। মানব জীবনে এই এক গভীর সমস্যা। যাঁহার এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তিনিই ধন্য।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় কি? ব্রাহ্মণ ভোজন করাও, যাগ কর, যজ্ঞ কর, দান কর, তীর্থপর্য্যটন কর, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবেনা। পোপের নিকট পাপ স্বীকার কর, অজস্র অর্থ দান কর, পরিমার্জ্জিত প্রণালী অনুসারে সংসারের সকল ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন কর, প্রায়শ্চিত্ত হইবেনা। বাহিরে সাধুসঙ্গ কর, সদ্গ্রন্থ পাঠ কর, যদি তদ্দ্বারা তোমার হৃদয় পাপের দিক হইতে ফিরিয়া না যায়, তাহা হইলে কিছুতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবেনা। প্রায়শ্চিত্ত বাহিরের অনুষ্ঠানে হয় না। প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ মানব হৃদয়ের গভীরতম স্থানে। যখন প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়, কৃত পাপকার্য্য সকল তখন সম্মুখে জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। বিগত-জীবনে যে সকল পাপকার্য্য আমাদের এক দিন সুখ দিয়াছিল, এখন যদি সেইসকলপাপানুষ্ঠানের চিন্তায় সুখানুভব হয় এবং সেই সুখ বিগত হইয়াছে বলিয়া, মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে জানিতে হইবে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয় নাই। জানিতে হইবে সেই পাপকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া এখনও প্রাণের সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু তখনই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়, যখন কৃত পাপকার্য্য সকল দেখিয়া প্রাণে ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রতর জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছার আত্যন্তিক প্রাবল্য হয়।

পার্ব্বত্য নদীর ধারে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, যে সেই নদী-সৈকতে অসংখ্য বিচিত্র প্রকারের প্রস্তর খণ্ড সকল সঞ্চিত রহিয়াছে। প্রস্তর খণ্ডগুলি যেমন নানা আকারের তেমনি তাহাদের বর্ণ ও কাঠিন্য প্রভৃতি গুণেরও বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সকল প্রস্তর খণ্ডের উৎপত্তি এবং এই প্রকার বিচিত্রতার কথা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া যখন জলধারা নিম্ন ভূমিতে আগমন করিতে থাকে, তখন সেই জল-স্রোতের সহিত পার্ব্বতীয় প্রস্তর কণা সকল অতি সূক্ষ্মাকারে মিশ্রিত হইয়া আগমন করে। অধিকাংশ স্থলে সেই সকল প্রস্তর পুঞ্জ জমিয়া নানা আকারের প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হয়। অনেক সময় জলস্রোতে মিশ্রিত পরমাণু গুলি আপনাপন স্বভাবসিদ্ধ শক্তি দ্বারা স্ব স্ব শ্রেণীর পরমাণুর সহিতই মিশ্রিত হইতে থাকে। তীরস্থ প্রস্তর খণ্ড সকল আপনাপন শ্রেণীর পরমাণুই আকর্ষণ করিয়া লয়। এই নিমিত্তই প্রস্তরাণু সকল জলের সহিত সমভাবে মিশ্রিত থাকিলেও তাহারা স্ব স্ব শ্রেণীর সহিতই মিশিয়া যাইয়া নানা শ্রেণীর নানা বর্ণের প্রস্তর খণ্ড সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। নদী-তীরে প্রস্তর খণ্ডকে যেমন দেখিতেছি, তাহারা আপনাপন শ্রেণীর

পরমাণুই আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারাই বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর খণ্ডের উৎপত্তি হয়, তেমনি মানব সমাজেও এই নিয়মের প্রাবল্য দেখিতে পাই। সাধারণ ভাবে মানুষ সকলেই এক মানুষ হইলেও তাহাদের প্রকৃতিতে নানা প্রকার বিচিত্রতা লক্ষিত হয়। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই একই ধর্ম্ম সমাজে লালিত পালিত এবং শিক্ষিত হইয়াও মানুষ বিশেষ বিশেষ ভাবাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই দেখিতে পাই কাহারও বা ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রবল, কাহারও বা জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবল আসক্তি, কেহ বা কর্ম্মক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত খাটিবার জন্য অত্যধিক ব্যগ্র। একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কালে ভক্তি-প্রবৃত্তি প্রধান ব্যক্তি তাহা হইতে ভক্তির কথাটীই বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার জ্ঞানানুরাগী তাহা হইতে জ্ঞানের ভাগ ও প্রিয়কার্য্যে তৎপর ব্যক্তি নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিবার উপদেশই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ একটী উপদেশ হইয়া গেল, অমনি যে যে প্রকৃতির লোক তাহা হইতে সেই অংশই বিশেষরূপে গ্রহণ করিল এবং সেই ভাগেরই প্রশংসায় রত হইল। ইহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, যে মানুষের স্বভাবই মানুষকে ধর্ম্মের এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অগ্রসর হইবার সাহায্য করে। স্বভাবই জন সমাজে নানা প্রকার বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে।

নানা প্রকারের প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা যেমন জগতের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, অপ্রয়োজনীয় বলিয়া যেমন কেহই পরিত্যক্ত হয় না, তেমনি ধর্ম্মসমাজেও এই নানা শ্রেণীর লোকের সাহায্যে ধর্ম্মসমাজের নানা প্রকারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এবং বিচিত্র ভাবের সমাবেশে ধর্ম্মসমাজের সৌন্দর্য্যও শ্রীবৃদ্ধি করে। কিন্তু আশ্চর্য্য ধর্ম্মসমাজে চিরদিনই কর্ম্মী, ভক্ত, জ্ঞানী প্রভৃতিতে সংগ্রাম চলিয়া আসিয়াছে। একে অন্যকে নিন্দা করিয়া, আপনাপন প্রকৃতিগত বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার বিবাদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ধর্ম্মজগতে ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানীগণের সংগ্রামে এবং পরস্পরের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছল্যে সামান্য ক্ষতি সাধন করে নাই। অনেক বিবাদ শুদ্ধ ধর্ম্মের এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহার প্রভাবে ধর্ম্মের এই সকল ভাবের সামঞ্জস্য ঘটিতেছে। যাহা সকল শ্রেণীর সাধককে সমাদর করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছে। দুর্ব্বলতা বশতঃ যাহারা ব্রাহ্ম হইয়াও আপনাপন প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্নদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা সতর্ক হউন, কারণ ধর্ম্মজগতে এই সমস্তই প্রয়োজনীয়। মানুষ স্ব স্ব স্বভাবাধীন হইয়াই বিষয় বিশেষের প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়। এজন্য সাবধান যে সকল বিবাদ অন্যান্য ধর্ম্ম সমাজস্থ লোকগণ অকারণ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরাও যেন তাহা না করি। যাহার যে বিষয়ে স্বভাবতঃ অধিক অনুরাগ হইবে, সে যদি সেই বিষয়ের চর্চ্চায় অধিক সময় যাপন করে, তাহাতে ক্ষতি কি? সুতরাং হে ভক্তি লোলুপ তোমার প্রাণ ভক্তি সঞ্চয়ে নিযুক্ত হউক, কিন্তু জ্ঞানী ও কর্ম্মীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইওনা। জ্ঞানী তুমিও ভক্তি প্রবণকে কুসংস্কারী বলিয়া অশ্রদ্ধা করিওনা এবং কর্ম্মীকে অকারণ যশঃপ্রার্থী বলিয়া নিন্দা করিও না। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সমস্তই মানবাত্মার কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়। সুতরাং কাহারও আমার ভাল লাগে বলিয়া কোন এক বিষয়ের প্রতি অন্ধ অনুরাগী হওয়া উচিত নয়। অপর বিষয়ের প্রতিও তাচ্ছল্য বা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। সমস্ত বিষয়ের উন্নতি না হইলে কখনই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতে পারে না।

আকাশ বিহারী মেঘমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় তাহাদের কতকগুলি সর্ব্বদাই চঞ্চল, সর্ব্বদাই ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। চঞ্চল বায়ু-স্রোত তাহাদিগকে লইয়া নিয়তই ক্রীড়া করিতেছে। একমুহূর্ত্তও স্থির হইয়া থাকিতে দিতেছে না। তাহারা নিয়তই আপনাদের আকার পরিবর্ত্তন করিতেছে। এই দেখিতেছি একখানি মেঘ একটী বৃক্ষের আকার ধারণ করিল, আবার দেখিতে দেখিতে হয়ত কোন প্রাণীর আকারে পরিণত হইল। এইরূপে একশ্রেণীর মেঘকে নিয়ত অস্থির, নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মেঘ আকাশের অতি উচ্চ ভাগে অবস্থিতি করিয়া থাকে তাহারা গতিশীল হইলেও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মত চঞ্চল ও নিয়ত রূপান্তরিত নহে। তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয় ইহারা প্রবীণের মত গম্ভীর ও শান্ত। সহজে তাহাদের আকারে বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়না। যেন একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। মেঘমালায় যেমন সচরাচর এই দুই প্রকারের মেঘ দৃষ্ট হয়, মানুষের মধ্যেও এই দুই শ্রেণীর মানুষ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। একশ্রেণীর মানুষ সর্ব্বদাই ছুটাছুটি করিতেছে। সমাজের মধ্যে যখন যে ভাবের স্রোত প্রবল রূপে বহিতে থাকে, তাহারা তখন সেই স্রোতেই ভাসিয়া যায়। অথচ ভাবে না তাহারা কোথায় যাইতেছে। তাহারা নিয়ত ছুটাছুটি করিতে থাকে বটে কিন্তু কাহারও উন্নতির দিকে তাহাদের গতি অতি অল্পই হইয়া থাকে। যেমন তাহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে বিচরণ করে, কোন স্থির লক্ষ্য সাধনের দিকে মন দিবার সুবিধা পায় না, তেমনি তাহারা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আজ এক উদ্দেশ্য লইয়া এক প্রকারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, কাল হয়ত তাহার বিপরীত দিকে জীবন-স্রোত বহিতে থাকিল। আজ এক বিশেষ আন্দোলনে পড়িয়া একভাবে মত্ত হইল, আবার কিছুকাল যাইতে না যাইতেই অন্যভাবের অধীনতায় জীবন-স্রোত অন্য রূপ হইল। তাহারা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যেমন কোন স্থির লক্ষ্য সাধন করিবার শক্তি তাহাদের নাই, তেমনি গভীর ভাবে কোন বিষয় ভাবিবার—প্রশান্ত ভাবে আপন কার্য্যক্ষেত্র নির্ণয় করিবার শক্তি বা সুবিধাও তাহাদের নাই। তাহারা অবস্থার দাস। ঘটনাস্রোত যে দিকে যে ভাবে প্রবাহিত হয়, তাহারা সেই ভাবের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। সুখে তাহারা উৎফুল্ল। দুঃখে ম্রিয়মান। উত্তেজনায় উত্তেজিত

আবার নিরাশায় তাহারা নিশ্চেষ্ট। স্থির হইয়া দাঁড়াইবার বা অবলম্বন করিবার উপযুক্ত ভূমি তাহাদের নাই। সেরূপ কার্য্য তাহারা গ্রহণই করে না, যাহাতে স্থির এবং শান্ত ভাবে বহুকাল নিযুক্ত থাকিতে হয়। আর এক শ্রেণীর লোক সমাজে দৃষ্ট হন, যদিও তাঁহারা সংখ্যায় অধিক নহেন, তথাপি তাঁহারাই সমাজস্থিতির সহায়, তাঁহারা সর্ব্বদাই স্থির ও শান্ত ভাবে সকল বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন। তাহারা যে আন্দোলন বা কার্য্যের ক্ষিপ্রকারিতায় মত্ত হন না, এমন নহে। কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির। শান্ত ভাবে সমান উদ্যমে তাঁহারা সমাজ-বক্ষে বিচরণ করেন। তাঁহারা বায়ু-তাড়িত মেঘের মত চঞ্চল বা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল নহেন। কিন্তু গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাবে নিয়ত সমাজের কল্যাণে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া থাকেন। বাহিরের ঘটনা তাঁহাকে চঞ্চল করে না, স্বার্থ বা সুখ তাঁহাকে উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত করেনা। সাংসারিক শোক মোহও তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ নহে। তাঁহারা অবস্থার দাসত্ব করেন না। কিন্তু অবস্থাই তাঁহাদের নিকট চিরদিন দাসত্ব করিয়া থাকে। যাঁহাদের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, যাঁহারা আসক্তির সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনেই এই স্বাস্থ্যকর ও শোভন অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা আপন গন্তব্য ও চিরআশ্রয় স্থল প্রেমময় ঈশ্বরের সত্তায় ভবে সক্ষম, তাঁহার প্রেমপূর্ণ সহবাস লাভে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা সকল অবস্থায় সাংসারিক লাভ ক্ষতি গণনা-শূন্য হইয়া, সেই চির ভরসাস্থল পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়াছেন, তাঁহারাই এই আনন্দজনক অবস্থায় যাইতে পারেন। তাঁহার গতি বাহিরের দৃষ্টিতে লক্ষিত না হইলেও তাঁহারাই প্রকৃত গতিশীল। অমর রাজ্যে তাঁহাদের গতি অনিবার্য্য। হে পথিক যদি এই সংসারের আন্দোলন এবং অনিবার্য্য শোক সন্তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া, সকল প্রলোভন দুঃখ যন্ত্রণা অতিক্রান্ত হইয়া, শান্তি এবং আরাম দায়ক অটল অবস্থায় যাইবার আশা থাকে। সকল প্রকার বাহিক উপদ্রব হইতে যদি আত্ম রক্ষার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই অনাথ-বন্ধু চিরভরসাস্থল পরমেশ্বরেই আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হও। দেখিবে সমস্ত ঘটনাই অনুকূল হইয়া গন্তব্য পথে চলিতে সাহায্য করিবে।

নাম সাধন।

ভক্ত সাধকগণ চিরদিনই নাম জপ ও নাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষরূপে নাম জপ ও নাম কীর্ত্তনের উপকারিতা অনুভব করিয়াই তৃষিত ও তাপিত নর নারীকে ইহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বিষয়-বাসনা-জালে আবদ্ধ এবং পাপ-দগ্ধ নর-নারীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই তরিয়া গিয়াছেন। কত শত নর-নারী এই নাম জপ ও নাম কীর্ত্তনের প্রভাবে যে নবজীবন পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নাম জপ ও নাম কীর্ত্তনের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় নিয়ত প্রকাশ করিতেছে।

ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে, যেমন সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ ও প্রার্থনা আবশ্যক, তেমনি নাম জপ ও নাম কীর্ত্তনও একান্ত আবশ্যক। ইহার মধ্যে কোনটিকে পরিত্যাগ করিয়া কোনও মানব সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের বিমল আনন্দ ও শান্তি সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। শরীরের পক্ষে যেমন খাদ্য, বায়ু জল ও উত্তাপ প্রয়োজন, তেমনি ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, প্রার্থনা, নাম জপ ও নাম কীর্ত্তন প্রভৃতি আবশ্যক। একজন মানুষ যেমন কেবল সমীরণের মধ্যে বাস করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না, অথবা বায়ু পরিত্যাগ করিয়া কেবল অন্ন ভোজন করিয়াও জীবিত থাকিতে পারে না, তেমনি কোনও ব্যক্তি কেবল সাধুসঙ্গ অথবা সৎগ্রন্থ পাঠ করিয়াই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে হইলে এবং ধর্ম্মের সুন্দর জ্যোতিতে হৃদয় মন জ্যোতিষ্মান করিতে হইলে উক্ত সমস্ত উপায় গুলি গ্রহণ করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই এই নাম জপ ও নাম কীর্ত্তনের গূঢ় মধুরতার বিষয় বিশেষ রূপে অনুভব করিতে পারেন না। অনেকেই আবার ইহাকে এক প্রকার কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন পরমেশ্বরের নাম জপ করা এবং দশজনে সম্মিলিত হইয়া নাম কীর্ত্তন করা এক প্রকার সময় নষ্ট ও সভ্যতার বিরুদ্ধ। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা যে ধর্ম্মের উন্নত শিখরে উঠিতে অনিচ্ছুক ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। ইহারা ধর্ম্মের প্রীতির বিভাগকে এক প্রকার বিসর্জ্জন দিয়া কেবল প্রিয় কার্য্যকেই সার ভাবিয়া তাহার সাধনেই সর্ব্বদা রত থাকেন। চির দিনই সকল ধর্ম্ম সমাজের মধ্যে এইরূপ এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও এইরূপ লোকের বড় অভাব নাই। এইরূপ লোকের দ্বারা সময়ে সময়ে সমাজের ধর্ম্মোন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

নাম জপ দ্বারা বিষয়াসক্তি বিনাশ হয়, পাপের চিন্তা ও অসার চিন্তা সকল মন হইতে তিরোহিত হয়। স্বভাবতঃ মানবের প্রাণের মধ্যে নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তা আসিয়া মনকে পূর্ণ করে। শূন্য পাত্র যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ হয়, শূন্য মনও তেমনি পাপের ও অসার চিন্তায় আবাসস্থান হইয়া উঠে। ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়াছি। যখনই আমরা সংসারের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হই, তখনই দেখি, সংসারের নানা চিন্তা আসিয়া স্বভাবতই আমাদিগের মনকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। চিন্তা হইতেই কার্য্য। মানুষ যেপ্রকারের চিন্তা করে বাহিরের কার্য্যও তাহার অনুরূপ হয়। মানুষকে আমরা বাহিরে যে সমস্ত সৎ, অসৎ ঘটনায় লিপ্ত দর্শন করি, তাহা মানবের চিন্তার বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্য, চিন্তাকে যদি সর্ব্বদা

সংযত ও সৎ বিষয়ে লিপ্ত রাখা যায়, তাহা হইলে জঘন্য চিন্তাও প্রাণকে কলুষিত করিতে পারে না এবং জঘন্য কার্য্য দ্বারাও মানবের জীবন কলুষিত হয় না। নাম জপ চিত্তকে পবিত্র ও সংযত রাখিবার এক শ্রেষ্ঠ উপায়। আমরা যখনই সংসারের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হই, তখনই যদি সেই সুধামাখা দয়াময়ের নাম অন্তর মধ্যে জপ করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমাদিগের চিত্ত সংযত হয়, অসার অপদার্থের চিন্তা সকল আর প্রাণকে বিরক্ত করিতে সমর্থ হয় না। কেবল যে অসার চিন্তা আসিয়া প্রাণকে পূর্ণ করে না, তাহা নহে। সেই মধুমাখা নাম প্রাণ মধ্যে জপ করিতে করিতে সেই নামরসে আমাদিগের চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। নাম করিতে করিতে প্রাণ শীতল হইয়া যায়। আনন্দে প্রাণ, মন, পূর্ণ হইয়া উঠে। সাধুরা বলেন "নামেতে তাঁহাতে নাহিক প্রভেদ" ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। যাঁহারা এই নাম জপ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যে একাগ্রমনে পরমেশ্বরের এক একটী নাম কিছুক্ষণ উচ্চারণ করিতে করিতে কেমন আশ্চর্য্যভাবে পরমেশ্বরের সত্তা প্রাণমধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অন্ধকার-পূর্ণ হৃদয় আলোকে পূর্ণ হইয়া উঠে। নাম জপ ধর্ম্মজীবনের উন্নতির পক্ষে একটী অতি আবশ্যকীয় সাধন। ভক্ত হরিদাস প্রভৃতি সাধুগণ নাম জপের অশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভক্ত হরিদাস ভগবানের পরম সুন্দর নাম জপ করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি অতি কঠিনতর প্রলোভন সকল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্তরে সে নাম জপ করিতে পারিলে পাপ দূর হয়, প্রাণ পবিত্র হয়, আনন্দে প্রাণ মন পূর্ণ হয়। দয়াময়, প্রাণেশ্বর, দীনবন্ধু প্রভৃতি সুমিষ্ট নাম প্রাণ মধ্যে বলিতে বলিতে কাহার প্রাণ না আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে? ধন্য সেই সকল লোক যাঁহারা বিষয় কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়াও প্রাণের নিভৃত স্থানে সেই মধুর দয়াময় নাম জপ করিতে পারেন। তিনি বাহিরে সকলের সঙ্গে হাস্য ও আমোদ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের গভীরতম স্থানে এক অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই জন্য সাধুরা বলিয়া থাকেন, "তিনি অন্তরের ধন, অন্তরে কর সাধন।" মহাত্মা ইপিকটেসস্ বলিয়াছেন "Think of God oftner than we breath." এই কথার ভাবার্থ এই যে সর্ব্বদা অন্তর মধ্যে সে নাম স্মরণ কর।

নাম জপের ন্যায় নাম কীর্ত্তনের ও অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে। নাম কীর্ত্তন দ্বারা মনের একাগ্রতা জন্মে শুষ্ক হৃদয় সরস হয়, দগ্ধ হৃদয় শীতল হয় এবং চিত্ত আনন্দোন্মত্ত হইয়া উঠে। কোন সাধু বলিয়াছেন "মনের একাগ্রতা আনয়ন করিবার জন্য, ধ্যান করিবার পূর্ব্বে হাত তালি সহকারে কিয়ৎকাল ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে। বৃক্ষের নিচে দণ্ডায়মান হইয়া হাত তালি দিলে যেমন বৃক্ষস্থিত পক্ষী সকল উড়িয়া যায়, তেমনি তোমার মনরূপ বৃক্ষস্থিত চিন্তারূপ পক্ষী সকলও উড়িয়া যাইবে।" প্রত্যেক সাধক এই কথা গুলির সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। বিষম পাপ-ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াও মানব একবার সেই মধুর নাম কীর্ত্তন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। এ সংসারের কত দুরাচারী নাম কীর্ত্তন করিয়া তরিয়া গিয়াছে। মহাত্মা চৈতন্য যখন প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহার সহচরদিগের সহিত নাম কীর্ত্তন করিতেন, তখন অত্যন্ত পাষণ্ড বিষয়াসক্ত লোকও তদ্দর্শনে বিষয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া উন্মত্ত হৃদয়ে নাম কীর্ত্তন করিয়াছে। নাম কীর্ত্তনে পাষাণ হৃদয় গলিয়াছে। দুর্দ্দান্ত লোকও তৃণ অপেক্ষা হীন হইয়া গিয়াছে। অহঙ্কারীর মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। জ্ঞানীর গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা চৈতন্য কীর্ত্তনের বলে কেবল নবদ্বীপ নয়, কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ কম্পান্বিত করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রবল শক্তি বেহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশকেও আঘাত করিয়াছিল। নাম কীর্ত্তনের গুণে পাষাণ সমান প্রাণ গলিয়া যায় এবং শুষ্ক ও কঠোর প্রাণেও প্রেমের বন্যা উপস্থিত হয়। যতই মধুর নাম কীর্ত্তন করা যায়, ততই আরও মধুর রস আস্বাদন করা যায়। তখন পাপী সেই মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে পূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠে "দয়াময় কি মধুর নাম; আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াইল রে।" সত্যই সেই রস স্বরূপ দয়াময়ের নামে প্রাণ শীতল হয়—তপ্ত হৃদয়ে সে নাম যেন শীতল জল ঢালিয়া দেয়।

যদি নিজের মঙ্গল চাও; এবং তৃষিত ও তাপিত নর নারীকে শান্তি পবিত্রতা ও প্রীতির পথে আনিতে চাও, তবে প্রেম ভরে সেই মধুর দয়াময় নাম কীর্ত্তন কর। সেই জন্যই পরমেশ্বরের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা কর, যে সকল গৃহ সেই মধুর নাম কীর্ত্তনে পূর্ণ হইয়া উঠুক। বদ্ধপরিকর হইয়া সকলে এই মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর। গভীর নিনাদে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নাম গান কর; সকল অরি পরাস্ত হইবে এবং সমাজ হইতে পাপ, অপবিত্রতা, এবং অপ্রেমের বায়ু তিরোহিত হইবে।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

দাসব্যবসায়।

মানবজাতির পুরাবৃত্তের মধ্যে দাসত্ব প্রথার বৃত্তান্ত শোণিতাক্ষরে লিখিত। ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসী সভ্যতাভিমানী খৃষ্টের অনুচরগণ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল কোমল-স্বভাব কাফ্রিজাতি বহুকালব্যাপী যে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ধন্য উইলবরফোর্স, ধন্য রুষরাজ আলেকজান্দর, ধন্য ইলাইজা-লভজয়, ধন্য জনব্রাউন, ধন্য লয়েড গারিসন, ধন্য থিওডোর পার্কার, ধন্য নারীকুলরত্ন বিচারষ্টো, ধন্য সভাপতি লিন্কন, তোমাদের ন্যায় দেবপ্রকৃতি মহাত্মাদিগের জন্য এই দারুণ নৃশংস কাণ্ড খ্রীষ্টধর্ম্ম ও সভ্যতার কলঙ্ক, সুসভ্য জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তোমরা কেহ বা লোকসমাজে নিন্দাভাজন

হইয়াছে কেহ বা সর্বস্বান্ত হইয়াছে কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রমে অচিকিৎস্য রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে ইহসংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা অজ্ঞানান্ধ বিপক্ষের হস্তে অমূল্য জীবন হারাইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্বার্থত্যাগে শত শত শিশু মাতৃক্রোড় পাইয়াছে, শত শত ভগ্নহৃদয় পুনর্গঠিত হইয়াছে, শত শত সতীর সতীত্ব রক্ষিত হইয়াছে, শত শত নির্দ্দোষীর প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছে। আফ্রিকার উপকূল হইতে দুঃখী কাফ্রিগণকে যেরূপে ক্রয় করিয়া জাহাজের খোলে বদ্ধ করা হইত, যেরূপে তাহাদিগকে অনাহার ও অন্যান্য অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিয়া লইয়া যাওয়া হইত, অতীত সাক্ষী ইতিহাসের মুখে তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে যথার্থই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সমুদ্র পথে যাইতে যাইতে পথশ্রান্তে অনিয়মে ও অনাহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কত হতভাগ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইত, সেবা নাই, চিকিৎসা নাই, ঘোর যন্ত্রণায় প্রাণ বহির্গত হইত এবং সাগরতরঙ্গ তাহাদের সমাধি মন্দির হইত।

আমেরিকার হাট্টে দাস বিক্রয়ের ব্যাপার পাঠ করিলে যথার্থই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শত শত কাফ্রি নর নারীকে গো মেষের ন্যায় একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে নিলাম করা হইত। যে অধিক মূল্য দিবে সেই লইয়া যাইবে, স্বামীকে একজন লইল, স্ত্রীকে আর একজন লইল, স্বামী চিরদিনের জন্য আপনার প্রাণের প্রণয়িনীকে শিশুগুলির সহিত পরিত্যাগ করিয়া ভগ্নহৃদয়ে জীবন-ব্যাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য অন্য প্রদেশে চলিয়া গেল। স্ত্রী স্বামীধনে বঞ্চিত হইয়া আপনাকে নিঃসহায় পরিপূর্ণ দোবারণে অসহায় অনাথ ভাবিয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু উহাই কি তাহার যন্ত্রণার শেষ-সীমা? ঐ যে তাহার প্রাণের পুত্তলি শিশু সন্তানগুলি, ও গুলিকেও কি সে হৃদয়ে রাখিয়া কথঞ্চিৎ হৃদয়তাপ নিবারণ করিতে পারিবে? মনুষ্য নামধারী পিশাচদিগের পাষাণ হৃদয়, অনাথ রমণীর তপ্তহৃদয়ে একটুক সান্ত্বনা সলিল সিঞ্চিত হইতেও দিবেনা। অনাথা তাহার ক্রেতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া সাশ্রুনয়নে মিনতি করিয়া বলিতেছে, "মহাশয়! দয়া করিয়া আমাকে আমার শিশুগুলির সহিত একত্রে ক্রয় করুন। উহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না।" স্বার্থপর নির্দ্দয় ক্রেতা তাহা শুনিবে কেন? শিশুগণ একদিকে, মাতা অপর দিকে চিরযন্ত্রণা ভোগের জন্য চলিল;—নয়নের জল ভিন্ন আর তাহাদের কেহই দুঃখের সঙ্গী থাকিল না!!

কিন্তু ইহাতেই কি দাস ব্যবসায়ের জঘন্যতা ও ভয়ঙ্কর ভাবের বর্ণনা শেষ হইল? বলিতে ঘৃণা হয়, লজ্জা হয়, পশু-পালকগণ পশুজাতির উন্নতি সাধন জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী খৃষ্টের অনুচরগণও অতি অবৈধ উপায়ে বলবান্ দাস সন্তান উৎপাদন করিয়া লইতেন। সুসভ্য মার্কিনবাসীগণ ইহাতে কোন পাপ দেখিতেন না। দেখিবেন কেন? তাঁহাদের ডুলার চাই হইলেই হইল; ব্যবসায়ের উন্নতি হইলেই হইল।

এই ঘৃণিত, ভয়ঙ্কর প্রথা সমূলোৎপাটিত করিবার জন্য পার্কার চিরদিনই বদ্ধপরিকর ছিলেন। যে সময়ে তিনি ওয়েষ্ট রকসবেরি গ্রামে আচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়েই তিনি অনেক সময় তাঁহার উপাসনালয়ে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার সমাজের উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, দাসব্যবসায় যে মহাপাতক ইহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারিতেন না। কিন্তু পার্কারের উপদেশ গুণে শীঘ্রই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, মানুষ মানুষের ভাই, মানুষ কখন গো মেষের ন্যায় ব্যবসায়ের সামগ্রী হইতে পারেনা।

১৮৪২ সালে লাটিমার নামে জনৈক কাফ্রি দাস চিরদাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য, তাহার প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তাহার প্রভুর চর সকল আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং দেশ প্রচলিত আইনানুসারে আদালতের সাহায্যে তাহাকে পুনর্ব্বার নরক ভোগের জন্য লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় দাসত্ব প্রথার বিরোধীগণ মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন; উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে সাধারণের মন উত্তেজিত করিবার জন্য একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। লাটিমারের নামানুসারে উহার (Latimer Journal) নাম-করণ হইয়াছিল। পার্কার প্রভৃতি কয়েকজনে উহা চালাইতেন। এতদ্ভিন্ন পলায়িত দাসের স্বাধীনতা লাভের জন্য একটি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ-নামা চ্যানিং প্রভৃতি মিলিয়া একটি কমিটি স্থাপন করিলেন। উক্ত কমিটি হইতে বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রদত্ত হইল। সৌভাগ্যক্রমে আবেদন গ্রাহ্য হইল। ১৮৪৬ সালে প্রচারক পদে অভিষেকের পর হইতে পার্কার দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ রূপ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন উক্ত প্রথা সম্বন্ধে লোকের নৈতিক বুদ্ধি যার পর নাই বিকৃত অবস্থায় ছিল। এমন কি ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত উক্ত জঘন্য প্রথার সমর্থন করিতেন। পার্কার দেশের সর্ব্বত্র অগ্নি-ময় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যুক্তরাজ্যের উত্তর-ভাগে যেখানে দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সভা হইত, সেখানে গিয়াই উপস্থিত হইতেন; উক্তব্যবসায়কে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক, প্রাণপণে তিনি তাহাই সম্পাদন করিতেন। দাসত্ব [illegible] বিরুদ্ধে লোকের উৎসাহ ও ঘৃণা উৎপাদন ও বর্দ্ধন করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। অলসকে বাগ্মিতাপূর্ণ, সঙ্কুচিতকে উত্তেজিত, পতনোন্মুখকে সাবধান, সাহসীকে প্রশংসিত, অবিশ্বাসীকে তিরস্কৃত, অনভিজ্ঞকে উপদিষ্ট করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। দাসব্যবসায় বিরোধী দলের তিনি জীবন প্রাণ ছিলেন। আয়রলণ্ডের দেশহিতৈষী ওকনেল বলিতেন যে কোন বিষয়ে ইংরেজ জাতির চিত্তাকর্ষণ করিতে হইলে এক কথা এক শতবার বলা আবশ্যক, পার্কার তাঁরা

স্বদেশবাসীগণ সম্বন্ধে তাহাই করিতেন। দাসব্যবসার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা যথা তথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া বেড়াইতেন।

সরল ভাবে সত্য প্রচার করিলে পরিণামে যে শুভ ফল ফলিবেই ফলিবে, পার্কার ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়েছেন তাহার সারমর্ম্ম এই;—

"ক্রমাগত সত্য প্রচার করিলে যে কোন উপকার হইবে না ইহা আমি মনে করিতে পারি না। অবশ্যই ইহার ফল হইবে; আমার জীবিতকালে না হইলেও পরিণামে নিশ্চয়ই হইবে। মহৎভাব সম্পন্ন কয়েকজন সৎলোকে বর্ত্তমান সময়ে এদেশে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারেন; তাঁহাদের কার্য্যের ফল এক জাতির মধ্যে চিরকাল-স্থায়ী হইবে। আমার যে কিছু সামান্য শক্তি আছে, তাহা এই কার্য্যে ব্যয় করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার যাহাই কেন ঘটুক না আমি তাহা গ্রাহ্য করি না; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, আমার সামান্য চেষ্টাদ্বারা মানবজাতির মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।"

প্রিয়কার্য্য।

মানুষ আপন প্রিয় জনের জন্য না করিতে পারে এমন কাজ নাই। অনুরাগের অনুরোধে মানুষ অকাতরে দুঃখ ও ক্লেশ বহন করিয়া থাকে, সময়ে সময়ে এই অনুরাগে এত অন্ধ হয় যে, সখার কল্যাণের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কি প্রাচীন কালের ইতিহাস কি আধুনিক সভ্য জগতের ইতিহাস সকলেতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; যেখানে প্রাণে গভীর অনুরাগ আছে, সেইখানেই এই ভাব দেখা যায় তদ্ভিন্ন অন্যত্র ইহা দেখিবার আশা নাই। যাহাকে ভালবাসি না অথবা যাহার প্রতি মুখের ভালবাসা ভিন্ন অন্তরের গাঢ় অনুরাগ নাই তাহার জন্য সামান্য স্বার্থটুকু ত্যাগ করাও আমাদের পক্ষে যারপর নাই ক্লেশের ব্যাপার। স্বার্থ নাশের মূলে প্রীতি—যাহার প্রতি প্রীতি নাই তাহার জন্য স্বার্থ ত্যাগ করা সম্ভব নহে।

আমরা ধর্ম্মজগতে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং বহু অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া থাকি। আমরা ইহাও দেখি যে, অনেক সময় একটী সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াও অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত আমরা তাহাতে লাগিয়া থাকিতে পারি না; অথবা যদিও কোন প্রকারে কার্য্য করিয়া যাই—ততটা উৎসাহ থাকে না প্রবল যত্ন থাকে না—খাটিতে গা লাগে না। অর্থ ব্যয় করিয়া যদি কোনও সৎকার্য্য করিবার আবশ্যক হয়, আমরা তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি। ইহাদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে উক্ত অনুষ্ঠানে আমাদের প্রাণের গভীর অনুরাগ নাই। যেখানে অনুরাগ থাকে সেখানেই খাটিতে ইচ্ছা হয়, উৎসাহ হয়—স্বার্থত্যাগ করিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়াই। যে কার্য্যে আমাদের প্রাণের ঐকান্তিক অনুরাগ না থাকে সে কার্য্যে খাটিতে ইচ্ছার প্রাবল্য কোনরূপেই হইতে পারে না। এই জন্য অনেক সময় আবার এরূপ দেখা যায় যে, খাটিবার লোকের অভাবে আমাদের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

উপরে কার্য্যের এক দিক দেখা গেল, কিন্তু ইহার আর একটী দিক আছে। আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই যে, কার্য্যে লোকের প্রাণ নাই, অন্তরে টান নাই, অনুরাগ নাই, প্রীতি নাই, অথচ কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। এই প্রকার স্থলে দু চারিজন লোক প্রাণপণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন অবশিষ্টেরা কেবল উক্ত প্রকৃত অনুরাগী মহৎ প্রভাবাধীন হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টান্তের কেবল অনুসরণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের উৎসাহ, তাঁহাদের উদ্যমই এই শ্রেণীর লোককে চালিত করিয়া থাকে। ইহাঁরাই সেই সকল কার্য্যের প্রাণ, ইহাঁদিগকে সরাইয়া লও আর সহস্র সহস্র লোক থাকিলেও কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহাঁরা মাথা, অবশিষ্ট লোকেরা শরীর। যেমন মস্তিষ্ক বুদ্ধির স্থান—তথা হইতে বুদ্ধি অনুমতি প্রদান করে আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় খাটিতে থাকে; সেইরূপ কতকগুলি লোক মস্তিষ্ক হইয়া এক একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন আর আর লোকগুলি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় খাটিয়া থাকে। শরীর এবং মস্তিষ্ক উভয়েরই প্রয়োজন—মস্তিষ্ক থাকিলেই কার্য্য হয় না—খাটিবার জন্য শরীরের প্রয়োজন। কিন্তু এই শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপী মানুষগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সৎকার্য্য অপেক্ষা এই সকল লোক মানুষ বিশেষকেই অধিক প্রীতি করে, তাহারই মনস্তুষ্টির জন্য খাটিতে থাকে এ জন্য সেই ব্যক্তির অভাবে আর এই শ্রেণীর লোককে কার্য্যতৎপর দেখা যায় না। মস্তিষ্কের যেমন ভাবিয়া সুখ, কার্য্যকালে চিন্তা করিয়া সুখ। সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া প্রকৃত ধীর ও অনুরাগী পুরুষও প্রাণে অপার সুখ এবং আনন্দ অনুভব করেন। যাহারা যড় পদার্থের ন্যায় কার্য্য করিয়া যায় তাহারা প্রাণে সে সুখও আনন্দ পাইবার সুযোগ পায় না। মস্তিষ্কবিহীন ও শরীরমাত্র লোকেরা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝে না—তাহাদের কার্য্যের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া আনন্দ বা ভয়ের সঞ্চার হয় না, সুতরাং সে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া যে সুখ তাহা ইহারা ভোগ করিতে পারে না। তাহারা কি জন্য খাটিতেছে, এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাদের প্রাণ কতটা উদার ও মহৎ হইল, অথবা হইতে পারে এ সকল তত্ত্ব তাহারা বুঝিতে সক্ষম হয় না।

অনুরাগ মানব হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি। অনুরাগ না থাকিলে কার্য্যে অধিককাল মানুষের প্রাণ থাকিতে পারে না। এই জন্য দেখা যায় যে এক জন সদাশয় পুরুষ যতক্ষণ একটী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকেন ততক্ষণই সেই অনুষ্ঠানের জীবন। অনেক লোক তাঁহার মুখ দেখিয়া খাটিতেছে; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার অভাব হইল আর সেই বহু লোকও কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইল। জগতে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ইহাদ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে প্রাণের প্রকৃত অনুরাগ

লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে না পারিলে মানুষ" কখনই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না. কিম্বা সম্পন্ন করিতে পারিলেও প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। যশঃপ্রিয়তা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া মানুষ যে সকল কার্য্য করে, তাহার কথা বলিতেছি না। নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানব যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, তাহ দ্বারা জনসমাজের চিরস্থায়ী শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। অনুষ্ঠাতাগণও তদ্দ্বারা হৃদয়ের মহৎ প্রকৃতিগুণে বিভূষিত না হইয়া হীন হইয়া থাকে। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে, নিতান্ত স্বার্থপরের মত নীচ প্রবৃত্তি পরিচালিত না হইলেও অনেকে কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত হইতে পারে, হৃদয়ের মহৎ ভাব না থাকিলেও—প্রাণ স্বর্গীয় ঈশ্বর-প্রেমে পূর্ণ না হইলেও, ইহা সম্ভব যে উচ্চ উদ্দেশ্য অথবা খ্যাতি, প্রশংসা প্রভৃতির বশবর্ত্তী না হইয়াও আমরা সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারি, এবং কখনও কখনও এরূপও ঘটে যে কোনও প্রকারে সে কার্য্যটী হয়ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠানের মূল্য কত তাহা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। আমরা দেখিয়াছি যে কোন একটী সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগ দেওয়া গেল, সাধারণভাবে কিয়ৎ পরিমাণে কাজো খাটাও গেল, প্রাণে খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই অথচ তদ্দ্বারা প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল না। মনে করিয়াছিলাম এই একটী সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমার প্রাণ সেই প্রেমময়ের দিকে অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইবে, কিন্তু পরে দেখি যে, হৃদয়ের যে অতৃপ্তভাব তাহাই রহিয়াছে—প্রাণ যে স্থানে ছিল, সেইখানে রহিয়াছে, অগ্রসর হইতে পারে নাই। তখন আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, যে প্রাণে প্রেমময়ের প্রতি অনুরাগ নাই প্রাণ শূন্য! প্রাণের এই খালি অবস্থায় মানুষ প্রশংসার প্রতি কাঙ্গালের জন্য উপেক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রাণের যে অনুরাগ থাকিলে প্রভুত্ববলে বলী হইয়া আপন উচ্চ লক্ষ্য সংসাধন করিতে পারে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, পরমেশ্বরের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, এক মাত্র গভীর অনুরাগের অভাবে এ সকল কিছুই হয় না।

দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, পরদুঃখে কাতর হইয়া শত শত নরনারী অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন, অন্নক্লিষ্ট হতভাগ্য নরনারী ক্ষুধায় অন্ন পাইয়া বাঁচিয়া গেল জনসমাজের মহৎকল্যাণ সংসিদ্ধ হইল। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে যাঁহারা সাহায্য দান করিলেন তাঁহারা সকলেই কি প্রাণে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন? সকলের হৃদয় কি পরদুঃখে দ্রবীভূত হইল? সকলের প্রাণই কি ভালবাসায় পূর্ণ হইল? না। যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, প্রাণের আবেগে, সাধ্যমত প্রয়াসে, ক্ষুধার্ত্ত নরনারীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তাঁহারাই যথার্থ সাধু, তাঁহাদের দানই সার্থক। তাঁহাদের জীবনই এই সুযোগে পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্যে আপনাদের যত্ন ও অর্থ নিয়োজিত করিয়া ধন্য হইল। অমৃত সাগরে অবগাহন করিয়া তাঁহাদের প্রাণ, মন ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল। দেশে দুর্ভিক্ষ আসিয়া তাঁহাদিগকে নবজীবন প্রদান করিয়া গেল। আবার এমনও ঘটিতে পারে যে, একজন কোন সাধারণহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতেছে, অথচ প্রাণের অনুরাগের অভাবে তাহার হৃদয় নীরস ও কঠোর হইয়া উঠিল। তবেই দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগই কল্যাণ লাভের মূল। প্রাণে অনুরাগ না থাকিলে আমরা হাজার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইবে না। আমরা মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব না। এইজন্য আমরা যখন কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব তাহার পূর্ব্বে আত্মানুসন্ধান করিব, দেখিব প্রাণে প্রীতি আছে কি না, গভীর অনুরাগ প্রাণের মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তিরূপে আমাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছে কি না।

বাগান। *

এই সংসারে যত বড় লোক দেখিয়াছি তাহাদিগের প্রায় সকলেরই এক একটী সাধের পুষ্পোদ্যান থাকে। সেই পুষ্পোদ্যান রক্ষার জন্য এক একজন মালী নিযুক্ত হয়। মালী যদি তাহা সুনিয়মে রক্ষা করে, তাহার মাটি যদি দিন দিন পরিষ্কার রাখে, ফুল গাছ গুলি যদি বেশ সুন্দর ভাবে সজ্জিত রাখে, গাছের সংখ্যা যদি দিন দিন বৃদ্ধি করে, সেই বাগানের অধিকারী মালীর উপর সন্তুষ্ট হন এবং ঐ মালীর বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। যে মালী মন্দ ও অলস তাহার পুষ্পোদ্যানে নানা রকম কাঁটা গাছ, ঘাস এবং জঙ্গল হয়; চতুর্দ্দিকে পাতা পড়িয়া সে মনোহর পুষ্প বৃক্ষ গুলিকে মারিয়া ফেলে! মালীর দোষে বাগান কণ্টকময় হয়; পুষ্প বৃক্ষের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ফুলবাগানের কর্ত্তা একদিন বাগান দেখিতে আসিয়া দেখিলেন, অলস মালীর হাতে পড়িয়া তাঁহার বাগানের দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাঁহার সাধের ফুলগাছ গুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই? দেখিয়া তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি ভর্ৎসনা করিয়া মালীকে বলিলেন "দেখ দেখি, ঐ সুন্দর বাগানের মালী দিন দিন বাগানের কেমন উন্নতি করিতেছে. দিন দিন ফুলগাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে. বাগান কেমন পরিষ্কার ও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। আমি দূরদেশ হইতে কত রকম ফুলগাছ আনিয়াছিলাম, তুই তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিস নাই, আর আমার গাছের কলম নিয়ে দেখ দেখি ঐ মালী তাহার বাগান কেমন সুন্দর সাজাইয়াছে, তাহার গাছ কত বেশী, তাহার বাগান কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফুল গাছগুলি দেখিলে প্রাণ কেমন আরাম হয়; রে নির্ব্বোধ মালী, তুই আমার সাধের বাগান নষ্ট করিয়াছিস, তোকে এই অপরাধে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি

---

* পারিবারিক উপাসনা কালীন জনৈকমহিলা কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ।

মালীকে ভৎর্সনা করিলেন এবং কর্ম্মচ্যুত করিলেন। সংসারে মানুষ ফুলগাছ বড় ভাল বাসে; ফুলের পবিত্র ঘ্রাণ অতি মৃতলোকের মনও স্নিগ্ধ করে। ফুলের এই প্রবল আকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ অতি যত্নে ফুলবাগানটী রক্ষা করে। ঈশ্বর আমাদিগকে হৃদয় পুষ্পোদ্যান দিয়াছেন; আমাদের বিবেককে মালী রাখিয়া ঐ পুষ্পোদ্যান এই সংসারে পাঠাইয়াছেন। পবিত্র ভাবের ফুল গাছ গুলি তাহাতে রোপণ করিতে দিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছা আমরা সেই ফুল গাছ গুলি দ্বারা হৃদয়-বাগান সুন্দর করিয়া সাজাই। কিন্তু বল দেখি তিনি যখন দেখিবেন, তাঁহার সেই পবিত্র ভাবের ফুল গুলি আমরা নষ্ট করিয়াছি, তখন তাঁহার প্রাণে কি আঘাত লাগিবে না? এই জন্য কি আমাদিগকে দণ্ডভাগী হইতে হইবে না? তিনি নিয়ত নূতন কলম পাঠাইতেছেন, একদিন প্রকৃতিকে দিয়া একদিন একজন মানুষকে দিয়া, তার পরদিন একটী পক্ষীকে দিয়া, নূতন ভাবের কলম সকল পাঠাইতেছেন, কিন্তু আমরা কি করিতেছি? তিনি যে সকল কলম পাঠাইতেছেন, আমরা প্রায়ই তাহা অগ্রাহ্য করিতেছি, তাহা মারিয়া ফেলিতেছি, এবং হৃদয় পুষ্পোদ্যান কণ্টকময় করিতেছি; মনিব যে রাগ করিবেন, তাহা ভাবি না। আমরা এত অলস যে বৃক্ষগুলিকে যত্ন রক্ষা করিতেছি না। আর ঐ সাধু কি করিতেছেন? তিনি তোমার হৃদয় হইতে ভাব বৃক্ষ লইয়া, ঐ বিহঙ্গের কাছ থেকে ভক্তি ফুলেরগাছ লইয়া, ঐ [illegible] যে খানে যে গাছ পাইতেছেন, তাহা লইয়া তাঁহার হৃদয় উদ্যানে বসাইতেছেন। ঐ দেখ দিন দিন তিনি কেমন বাগানের উন্নতি করিয়া ফেলিলেন। বাগানে একটী পাতা ও পড়ে না, সুন্দর ফুলের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে, প্রেম ভক্তি পবিত্রতার ফুল ফুটিয়া হৃদয় উদ্যানকে কেমন শোভাযুক্ত করিয়াছে! মনে কর একদিন রাজাধিরাজ তোমার ফুলবাগান দেখিতে আসিলেন। যখন দেখিলেন তুমি নির্ব্বোধ মালীর ন্যায় ভাবের ফুলগাছ গুলি সব নষ্ট করিয়াছ, তখন তিনি কি করিবেন? তিনি প্রাণে আঘাত পাইবেন, তিনি ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "ওরে সন্তান আমি তোকে কত পবিত্র ভাব-কলমের চারা দিয়াছিলাম, সে সমুদায় তুই নষ্ট করিয়াছিস, বাগান কেবল কণ্টকে পূর্ণ করিয়াছিস, আমি দেশ বিদেশ হইতে তোর জন্য কত কলম পাঠাইয়াছি, কখনো প্রকৃতিকে দিয়া, কখনো বা মানুষকে দিয়া, কখনো বা পক্ষীকে দিয়া, কত সুন্দর সুন্দর কলম পাঠাইয়াছি, তুই তার কিছুই চিহ্ন রাখিস্ নাই, রে নির্ব্বোধ, দেখ্ দেখি সাধু তোর কাছ হইতে কলম নিয়া তাহার বাগানের কেমন শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। উষা হাসিতে হাসিতে তাহার হস্তে একটী প্রীতির কলম দিয়াছিল, তাহা নিয়া ঐ সাধু হৃদয় পুষ্পোদ্যানে বসাইল। সন্ধ্যা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া একটী শ্রদ্ধার কলম দিয়া গেল, সাধু তাহা হৃদয়ে বসাইল। শিশু হাসিতে হাসিতে তাহাকে একটী সরলতার কলম দিল, সাধ্বী সতী শুভ্র বসন পরিধান করিয়া তাহাকে একটী পবিত্রতার কলম দিল, গভীর নিশীথে চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে একটী প্রেমানন্দের চারা লইয়া উপস্থিত হইল, সাধু ঐ সমুদায় নিয়া তাহার হৃদয় পুষ্পোদ্যানে রোপণ করিল, তাহার বাগান দেখ দেখি কেমন সুন্দর, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! আর তোর ফুলবাগান কেবল কণ্টকময় করিয়াছিস্। আমি কত কষ্ট করিয়া তোকে ভাব কলম গুলি পাঠাইয়াছিলাম, রে নির্ব্বোধ সন্তান, তুই তার চিহ্ন মাত্র রাখিস্ নাই। রে অলস, তুই এই অপরাধের জন্য দণ্ড ভোগ কর। আর দেখ, ঐ সাধু তাহার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ এখন অমরত্ব ভোগ করিবে। সে পরলোকে গিয়া শান্তি আনন্দ ও প্রেম লইয়া নির্ব্বিঘ্নে চিরসুখে বিশ্রাম করিবে। আর দেখ নির্ব্বোধ মালী, তোর খাবার সম্বল নাই। পিপাসায় প্রাণ গেলে তুই কিছুই পাইবি না। কারণ আলস্যে বসিয়া বসিয়া তুই সব নষ্ট করিয়াছিস। তোর ক্রন্দনে পরলোক ফাটিয়া যাইবে, তুই মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া কাঁদিবি। আর ঐ সাধু মালী উচ্চাসনে বসিয়া হাসিবে।" আমরা হৃদয়ের ভাব কলমগুলি যদি নষ্ট করি, তাহা হইলে ঐ নির্ব্বোধ মালীর ন্যায় নিশ্চয়ই কষ্ট পাইতে হইবে। হায় হায়, ঈশ্বর-প্রদত্ত হৃদয়োদ্যানে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি। একবার দেখ, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ [illegible] দেখ ইহাকে শ্মশানভূমি করিয়া ফেলিয়াছি। কোথায় সেই বাল্যকালের সরলতা, কোথায় সেই পবিত্রতা, কোথায় সেই নির্ম্মল প্রীতি, এমন সুন্দর হৃদয়কে আমরা সংসারের শত পাষাণময় মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ করিয়াছি। তাহাতে অসংখ্য অধ-লালসায় স্বার্থপরতার অগ্নি চতুর্দ্দিক প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি। তাহাতে ভাব পুষ্প বৃক্ষগুলি কেমন করিয়া বাঁচিবে, সব মরিয়া গিয়াছে; হায় হায় পিতার প্রদত্ত পুষ্পোদ্যানের কি এমন সর্ব্বনাশ করিতে হয়? অতএব চল, অদ্য হইতে সেই পুষ্পোদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি করি। তাহা করিলে আমাদের রাজা [illegible] পুরস্কার দিবেন। আমাদের মনিব তো মানুষ নন, তাঁহার নিকট যাহা চাহিব তাহাই পাইব। তিনি প্রেম ভক্তি শান্তির অধিকারী। আমরা যেন নশ্বর পদার্থের জন্য তাঁহার নিকট না যাই, যাহা জলমগ্ন হয়, যাহা অগ্নিদগ্ধ হয়, তাহা [illegible] কি হইবে। যদি অক্ষয় ধন চাও, তবে এস বাগানের জন্য মাটি [illegible]; দিন দিন নূতন ফুলগাছ আনিয়া হৃদয়োদ্যান শোভাযুক্ত করি। প্রকৃতির নিকট যাইব, তাহার নিকট হইতে [illegible] কলম আনিব, সংসারে যাইব, সেখান হইতেও [illegible] আনিব, সাধুর নিকটে যাইব, তাহা হইতেও প্রেম [illegible] আনিব। এরূপে দিন দিন নব নব ভাব বৃক্ষ আনিয়া [illegible] সুশোভিত করিব। এবং আমাদের রাজাধিরাজ [illegible] লাভ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিব।

সঙ্গীত।

আমি হে অভাগা মালী অলসে [illegible];
দিয়াছি সব জলাঞ্জলি আমার [illegible] গান।
যখন এসে বিশ্বপতি, দেখবে [illegible],
কোথায় লুকাব মুখ নাজানি [illegible]।

বাগানের দেখে দুর্দ্দশা, প্রাণের ত আর নাই ভরসা
কি জানি ঐ ন্যায় দণ্ডে কি ভুগিবে এই পাষাণ প্রাণ।

ব্রাহ্মসমাজ।

সৈয়দপুর হইতে বাবু বঙ্কুবিহারী বসু লিখিয়াছেন"করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় বিগত ২৩এ আগষ্ট ৮ই ভাদ্র রবিবার রংপুর জেলার অন্তর্গত নিল্‌ফামারি সবডিবিজানে একটী প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এইস্থানে ইতিপূর্ব্বে এক ব্রহ্মের উপাসনা করিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট মন্দির ছিল না। স্থানীয় মোক্তার শ্রদ্ধেয় বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয় ও অপর কয়েকটী সম্ভ্রান্ত উৎসাহী ব্যক্তির যত্নে ও আগ্রহে এই শুভানুষ্ঠান হইয়াছে। এই মহকুমায় প্রায় ১০০ এক শত শিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে ব্রাহ্মগণের প্রতি সদ্ভাব দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি যে কখনও কোন ধর্ম্ম বা কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না তদ্দ্বারা তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা সৈয়দপুর হইতে দুই তিনবার তথায় গিয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আর একবার তথায় গিয়াছিলাম, বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে, অনেকেই উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদিতে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মঙ্গলময় পিতার নিকট এই প্রার্থনা করি এই প্রার্থনাসমাজটী স্থায়ী হইয়া যেন তাঁহার পবিত্র নাম দেশমধ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হয়।

সৈয়দপুর হইতে শ্রদ্ধেয় বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, বাবু মহেন্দ্র নাথ মিত্র, বাবু জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আমরা উক্ত তারিখে তথায় গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে মন্দির-দ্বারে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" এই সঙ্কীর্ত্তনটী হইলে গিরিশ বাবু একটী প্রার্থনা করেন, তদনন্তর মন্দিরে প্রবেশ করা হয়। তৎপর কৈলাস বাবু উপাসনার কার্য্য করেন, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য কি এই বিষয়ে উপদেশ দেন। পরে সঙ্কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় স্থানীয় স্কুল গৃহে শ্রদ্ধেয় বাবু জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। তৎপরে সায়ংকালে উপাসনাদি হইয়া উক্ত দিবসের কার্য্য শেষ হয়।"

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ইতিপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সাহায্য প্রার্থী হইয়া বেহার অঞ্চলে গমন করিয়া ছিলেন। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন বেহারস্থ ভদ্র বাঙ্গালি এবং বেহারবাসীগণ তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি একটী ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতেন। সকল স্থানেই ২।৪ জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহার সহিত যোগ দিয়া ভিক্ষা সংগ্রহের সাহায্য করিতেন। এই সকল ভদ্রলোকের সাহায্যেই বেহার প্রদেশ হইতে রামকুমার বাবু সর্ব্বসমেত ১০৩৭৸/২৸ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামকুমার বাবু পূর্ণিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস, এবং বাবু রজনীনাথ দত্ত মহাশয়গণের যত্নে ২৮৫।৫ প্রাপ্ত হন। ভাগলপুরে শ্রীযুক্তবাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয় গণের সাহায্যে ১২৩, টাকা মুঙ্গেরে বাবু সুরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ দত্ত, বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু ধীরাজ করণ মহাশয়গণের যত্নে ২১১৸৶১০ এবং জামালপুরে বন্ধুগণের সাহায্যে ২১৶০ টাকা প্রাপ্ত হন। এখানকার বন্ধুগণ দুঃখ করিলেন যে মাস গাবারের সময়ে না আসায় তাঁহারা যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশ অল্প বেতনের কর্ম্মচারী। মাসের প্রথম ভাগে তাঁহাদের হাতে টাকা থাকেনা। বাঁকীপুরস্থ উকীল মহোদয়গণ বিশেষতঃ বাবু গুরুপ্রসাদ সেনের উদ্যোগে ২৪০৶/২৸। দানাপুরে বাবু আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্যে ২৫, টাকা, আরাতে ৭ টাকা এবং ডোমরাওনে ১১৬৸৶৫ প্রাপ্ত হন। এই টাকার মধ্যে ডোমরাওনের মহারাজা ৮০ টাকা প্রদান করেন। যে সকল সহৃদয় মহোদয়গণ এই জন সাধারণ হিতকর কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে লোকে কর্জ্জ পাওয়ায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ সাহায্য হইতেছে। শ্রমজীবীগণ চাষের কার্য্যে খাটিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। এজন্য নলহাটিতে সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু ভাদ্রমাস শেষ হইলে যখন আবাদের কার্য্য শেষ হইবে, তখন আবার সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নলহাটিতে একহাজার লোকে সাহায্য পাইয়া থাকে।

চক্রবেড়ে প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন। গত আষাঢ় মাসের তত্ত্বকৌমুদীর ৬ই সংখ্যাতেই চির দুঃখিনী বিধবা গণের জন্য আশ্রয় বাটিকা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে দুই জন হৃদয়বান পত্রপ্রেরক যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। বাস্তবিক এইরূপ একটি আশ্র-বাটিকার একান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্ম-সমাজের অধীনে একটি আশ্রয় স্থান থাকিলে মফঃস্বল ও সহরতলীস্থ নিরাশ্রয়া বিধবা দিগের অবস্থিতি ও উন্নতির পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে। মধ্যে মধ্যে কোন কোন বিধবা আমাদিগের নিকট আপনাদিগের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদিগের উপযুক্ত আশ্রয় অভাবে তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইতে পারিতেছি না। ভরসা করি জীবন্মৃত দুঃখিনী বিধবাগণের

দুঃখ বিমোচনেচ্ছু সকল বন্ধু এই মহৎ কার্য্য করিয়া জগৎপিতার মঙ্গলেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবেন।'

বিগত ৬ই ভাদ্র শুক্রবার শ্রীযুক্তবাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকটির নাম ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় রাখা হইয়াছে। আমরা পরমেশ্বরের নিকট বালকটীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

প্রেরিত।

যথাবিহিত সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন,—

গত ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে ব্রাহ্মসমাজ ত্রয়ের মিলন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার কয়েকটী বক্তব্য আপনার পত্রযোগে সাধারণের গোচর করা আবশ্যক বিবেচনায় আমি নিম্নলিখিত কথা গুলি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে নানা বিষয়ে ভিন্নতা থাকিলেও মিলন হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ ও মনুষ্যের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মত হইলে মিলন অসম্ভব বটে, কিন্তু অন্যথা মিলন অসম্ভব নয়। এক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই কত প্রকার মতের লোক রহিয়াছেন। কেহ প্রার্থনা মানেন, কেহ বা প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না. কেহ ভক্তিতে বিহ্বল, কেহ বা ভক্তির প্রমত্ততাকে বাতুলের কাণ্ড বোধ করেন, কেহ আদেশবাদ ও মহাপুরুষবাদ বিশ্বাস করেন, কেহ বা তদুভয়মতের বিরোধী। এরূপ বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যখন সংগঠিত হইয়াছে, ও সুশৃঙ্খলা সহকারে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তখন ব্রাহ্মসমাজ ত্রয়ের মিলন কঠিন ব্যাপার বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। তত্ত্বকৌমুদীর প্রবন্ধ লেখকের মতে যতক্ষণ না সকল ব্রাহ্মসমাজের সকল মত এক হইয়া যায়, ততক্ষণ মিলন অপ্রার্থনীয়। এমত নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। আমি যে প্রণালীতে মিলনের প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির ব্যত্যয় ঘটেনা। সম্মিলন অপেক্ষা ধর্ম্ম প্রিয় বস্তু, সে কথা আমি ভুলিয়া যাই নাই।

২। ধর্ম্মসমাজে এত সম্প্রদায় ভেদ হয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্বকৌমুদীর প্রবন্ধ লেখক বলিয়াছেন, ব্যক্তিগত অহঙ্কারাগ, সাংসারিক সম্মান ও সুখ্যাতি লাভেচ্ছা, বা স্বার্থই বিবাদের কারণ। এই সকল কারণ ভিন্ন অন্য কারণেও যে সম্প্রদায়ভেদ হওয়া সম্ভব, তাহার সাক্ষী ধর্ম্মজগতের ইতিহাস সমূহ। এক দল এক প্রকার বুঝিতেছেন, আর এক দল আর এক প্রকার বুঝিতেছেন। উভয় দলই সরল ভাবে আপনাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিতেছেন, এরূপ স্থলে কি তর্ক, আলোচনা ও সম্প্রদায়ভেদ সম্ভব নয়?

৩। বিধান শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছেন এবং তাহার যে ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, প্রবন্ধ লেখক বলেন, "নববিধান সমাজের গ্রন্থ এবং পত্রিকাদি দ্বারাই তাঁহাকে সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে"। কিন্তু বিধান সম্বন্ধে যে মহাত্মা ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আন্দোলন করিয়াছেন, সেই স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের উপদেশ ও বক্তৃতা হইতে দেখাইয়া দেওয়া যায় যে, বিধান শব্দ সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, তাহাই সত্য। প্রবন্ধ লেখকের লেখায় বোধ হয়, ব্যাখ্যানুসারে বিধান শব্দ ব্যবহারে তিনি কোন দোষ বোধ করেন না। আমি এ ব্যাখ্যা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। এ ব্যাখ্যা আমি আমার পূর্ব্ব প্রচরিত পুস্তক ও পত্রিকাদিতে প্রকাশও করিয়াছিলাম। প্রায় তিন চারি বৎসর তাঁহার উপদেশাবলী সম্পাদনের ভার আমারই হস্তে ছিল, এ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা তুলিয়া দেওয়া আমার কঠিন নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৎকালিক সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, তত্ত্বকৌমুদীতে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায়ই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত, এমত নহে। সেইরূপ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির লেখাই যে সেই সমাজের সাধারণ মত রূপে লিখিত এরূপ নহে।

৪। "যে সকল আধুনিক, ক্রিয়া কাণ্ডকে" আমি অবশ্য প্রতিপাল্য "মনে করিতেছি না প্রবন্ধলেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সমুদায় নববিধানবাদী গণ কি তাহা করিতে প্রস্তুত?" সমুদয় নব বিধান বাদীর কথা জানি না, কিন্তু আমাদের সমাজের নেতৃসমূহের কথা জানি, বিশেষতঃ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তৎসমুদয় যে স্থায়ী ক্রিয়াকাণ্ড নয়, এবং স্থায়ী হইলে অনিষ্টকর হইবে, তাহা ভূয়ঃ ভূয় বলিয়া গিয়াছেন। এমন কি গৈরিক বস্ত্র পরিধান পর্য্যন্ত যদি প্রথা হইয়া দাঁড়ায় এবং কেবল গৈরিক বস্ত্রই কেবল যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সতত ব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, তাহাও তাঁহার মতে দূষ্য ছিল।

৫। নববিধান সংজ্ঞা ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় নাই। আজও পর্য্যন্ত আমাদের সকল পুস্তক ও পত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্ম শব্দ উজ্জ্বল অক্ষরে শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই শব্দ বাস্তবিকই সদর্থপ্রকাশক। প্রবন্ধ লেখকের দুইটী নির্দ্দেশকে আমি ঐতিহাসিক ভ্রম মনে করিতেছি। তিনি বলেন, সকল ধর্ম্মের নামই হয় কোন ব্যক্তির না হয় কোন স্থানের নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু মুসলমান শব্দে সে দোষ নাই। দ্বিতীয়ত তিনি বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম শব্দ রাজা রাম মোহন রায় কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত কিন্তু বোধ হয় এ শব্দ সর্ব্ব প্রথমে প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও প্রচারিত হয়। সে যাহা হউক নববিধান শব্দ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী প্রকৃতির পরিচায়ক এটী বিশেষ্য নয় বিশেষণ। যত দিন পর্য্যন্ত না মানব সমাজে আর একটী নূতন বিধানের অভ্যুদয় হইবে, ততদিন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-

বিধানই নববিধান শব্দে বাচ্য হইতে থাকিবে। ভাব প্রকাশের জন্যই শব্দ। নূতন পুরাতন ঈশ্বরের সম্বন্ধে নয়, মনুষ্যের সম্বন্ধে ভদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইতে কেশবচন্দ্র সেনের সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থার যে কয়েকটী পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। পরিবর্ত্তনের উদাহরণ স্বরূপ বেদের অভ্রান্ততা বিশ্বাসের তিরোধানের কথা উল্লেখ করা যায়। উন্নতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক প্রকৃতির যে পরিপক্কতা হইয়াছে, যাহা পুরাতন আর কোন বিধানে ছিল না, সেই পরিপক্ক অবস্থা ব্যঞ্জক শব্দ নববিধান। কিন্তু হায়! আমরা এত ব্যাখ্যা করিতেছি তথাপি লোকের ভ্রম বিদ্বেষ ও গ্লানি চলিয়া যাইতেছেনা। এ শব্দ শুনিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোক চটিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামেও চটিবে। কেন না ব্রাহ্মধর্ম্ম ও অন্য কোন ধর্ম্মের নাম নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি অর্থে নববিধান বলে, সেইটী শুনিলেই ইহার প্রতি সর্ব্বজাতির চিত্ত আকৃষ্ট হইবে।

নিবেদক
শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত ১৮৮৫ সনের জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক দান।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	কলিকাতা	১৲
,, রজনীনাথ রায়	ঐ	৫৲
,, ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সিস্থিয়া	২৲
,, চুনীলাল হালদার	কলিকাতা	১৲
,, আশুতোষ মিত্র	কলিকাতা	৬৲
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	চেতলা	৩৲
,, গিরিশচন্দ্র দেব	কোন্নগর	২৲
,, কৈলাসচন্দ্র বাগচি	সিরাজগঞ্জ	৩৲
,, রামচন্দ্র ঘোষ	শিবসাগর	১৷৷০
,, ক্ষেত্রনারায়ণ রায়	কাঁচড়াপারা	২৲
,, শরৎচন্দ্র বসু	নাটোর	১৲
,, অবিনাশচন্দ্র চৌধুরি	ভবানীপুর	৷৷০
,, লক্ষ্মীনাথ দাস	ডিব্রুগড়	১৷৷০
,, বিহারীকান্ত চন্দ	ময়মন সিংহ	১৲
,, ভগবতী চরণ দে	খগোল	১৲
,, নন্দলাল নিয়োগী	কলিকাতা	২৲
,, কুঞ্জলাল নাগ	ঢাকা	২৲
,, পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার	বড়বেলুন	১৲
,, রামচন্দ্র ভ মজুমদার	নওগাঁ	১০৲
শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মজুমদার	ঐ	১৩৲
,, স্বর্ণলতা দত্ত	ঐ	২৲
বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন	কলিকাতা	৷৷০
,, বেণীমাধব রায়	ঐ	৸০
,, শ্রীনাথ মিত্র	ঐ	১৲
,, রজনীনাথ রায়	ঐ	৫৲
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, যজ্ঞেশ্বর রায়	ভবানীপুর	১৷৷০
,, বারানসী চট্টোপাধ্যায়	বাঁকুড়া	১৲
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	৷০
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পাঁচভদ্র	৷৷০
,, উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি	কলিকাতা	২৲
,, প্রকাশচন্দ্র দেব	শিলং	১৲
,, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, রাধাবিনোদ দাস	সিলেট	২৲
মিঃ এচ, এচ, ধ্রুব	সুরট	৪৷৷০
বাবু রসিকলাল চট্টোপাধ্যায়	সিমলাচিল	৩৲
,, গৌরীকান্ত রায়	লাহোর	৩৲
,, সুরেশচন্দ্র দেব	মজফর পুর	১৲
শ্রীমতী জগদম্বা বাগচী	সিরাজগঞ্জ	৷৷০
বাবু হরিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ব্রিটিশ বর্ম্মা	১৲
,, রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়	বহরমপুর	২৲
,, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়	ফতেপুর	২৲
,, শ্রীনাথ চন্দ	ময়মনসিংহ	৬৲
,, নবকুমার সমাদ্দার	ময়মনসিংহ	২৲
,, গোপাল নারায়ণ মজুমদার	কলিকাতা	৷৷০
শ্রীমতী বিনোদিনী মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
বাবু দেবেন্দ্র নাথ রায়	কলিকাতা	১৲
,, ভোলানাথ সেট	কলিকাতা	১৲
,, প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল	কলিকাতা	১৷৷০
,, মনমোহন রায়	রংপুর	৷০
,, দ্বারকানাথ বসু	জলপাইগুড়ি	২৲
,, কমল কৃষ্ণ সেন	দিনাজপুর	১৲
,, বিজয় গোপাল নন্দী	মোজাফরপুর	৷০
,, প্রবোধ নাথ ঘোষ	মোজাফর পুর	৷৷০
,, ভগবতী চরণ মিত্র	কলিকাতা	১৲
,, অবিনাশ চন্দ্র দাস	কলিকাতা	১৲
,, অন্নদা চরণ সেন	কলিকাতা	১৲
,, গোপাল চন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	১৲
,, বৈকুণ্ঠ চন্দ্র বসু	বরিশাল	২৲
,, রাধানাথ দেব	কলিকাতা	৷৷০
,, দেবেন্দ্রনাথ পাল	কলিকাতা	৩৲
শ্রীমতী জগতলক্ষ্মী ঘোষ	কলিকাতা	৩৲

বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	॥০
,, উমাচরণ আচার্য্য	ফরিদপুর	৩।১
,, ক্ষেত্রমোহন সেন	বাঁকুড়া	॥০
,, শ্রীশ চন্দ্র দে	ভবানীপুর	১৲
,, গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত	ফরিদপুর	৩৲
,, বিপিনবিহারী বসু	লক্ষ্ণৌ	৪৲
,, পরেশনাথ বিশ্বাস	কলিকাতা	১৲
,, রজনীকান্ত তপাদার	খুলনা	১॥০
,, কুঞ্জলাল ঘোষ	কলিকাতা	॥০
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, মোহিনীমোহন মজুমদার	কলিকাতা	॥০
শ্রীমতী ভবতারিনী মজুমদার	কলিকাতা	॥০
বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়	সৈদপুর	১৲
,, রোহিনীকুমার দত্ত	সৈদপুর	১৲
,, উপেন্দ্রনাথ দে	সৈদপুর	১৲
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ	বালেশ্বর	৩।০
,, রাম কানাই দত্ত	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	॥০
,, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, হরিচরণ পাল	শান্তিপুর	১৲

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এককালীন দান।

শ্রীযুক্তবাবু শ্রীনাথ মিত্র	কলিকাতা	১৲
,, ,, তারণচন্দ্র মল্লিক	বাগআঁচড়া	॥০
শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী সরকার	হুগলী	২০৲
শ্রীযুক্তবাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	গোপালপুর	১০৲
মিঃ এচ, এচ ক্রব	সুরট	১॥০

প্রচার কার্য্যের বার্ষিক দান।

শ্রীমতী যজ্ঞেশ্বরী সেন	কলিকাতা	॥০
শ্রীযুক্তবাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
,, ,, দেবেশ্বর গগৈ	তেজপুর	৩।০
শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্তবাবু চাঁদমোহন মৈত্র	ঝিজলাবট	১০৲
,, ,, শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	।০
শ্রীমতী বিধুমুখী রায়	ঐ	২০
শ্রীযুক্তবাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	দিনাজপুর	৩৲
,, ,, কৈলাসচন্দ্র বাগচী	সিরাজগঞ্জ	১৲
,, ,, দ্বারকানাথ বসু	জলপাইগুড়ি	৬৲
,, ,, গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	কলিকাতা	২৲
,, ,, রসময় সুর	সিরাজগঞ্জ	১৲
,, ,, অনাথবন্ধু রায়	কাকিনিয়া	৪৲
,, ,, গৌরীলাল রায়	ঐ	১৲
,, ,, রজনীনাথ রায়	কলিকাতা	৫৲
,, ,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পাঁচভদ্র	৬৲

প্রচারের জন্য মাসিক দান।

শ্রীযুক্তবাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র	কলিকাতা	২৲
,, ,, চারুচরণ সরকার	ঐ	২৲
,, ,, গুরুচরণ মহলানবিশ	ঐ	১২৲
,, ,, পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত	পুর্ণিয়া	৫০৲
,, ,, ভুবনমোহন রায়	কলিকাতা	৸০
,, ,, কৈলাসচন্দ্র সেন	সৈদপুর	৩॥০
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ ধর	কলিকাতা	১।০
,, ,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৸০
,, ,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	ঐ	১০
,, ,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	চেতলা	১৪৲
,, ,, কালীপ্রসন্ন বসু	রংপুর	৩৲
,, ,, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হাজারিবাগ	২৲
,, ,, নবকুমার বিশ্বাস	কলিকাতা	২৲
,, ,, হরকুমার রায় চৌধুরী	ঐ	১০
,, ,, চুণীলাল হালদার	ঐ	।০
,, ,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	ঐ	।০
মানিকদহ ব্রাহ্মসমাজ		১।০

ক্রমশঃ

প্রচারের দান এককালীন।

শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র দত্ত	বোয়ালিয়া	২৲
,, ,, চন্দ্রকুমার ঘোষ	গয়া	১০৲
,, ,, উমেশচন্দ্র ঘোষ	তেজপুর	৫
,, ,, সত্যপ্রিয় দেব	কোন্নগর	১৲
,, ,, বৈষ্ণবচরণ মল্লিক	হুগলী	১
ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক হিতৈষী		৵৫
এ, দাস; পি, এম দাস	মনুমুখ, শ্রীহট্ট	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল ঘোষ,	কলিকাতা	১০৲
,, ,, গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার (কুমারখালি)		১৲
,, ,, উষা মিশ্র	লাহোর	২৲
,, ,, সুরেশচন্দ্র দেব	মোজাফরপুর	২৲
,, ,, বনওয়ারি লাল রায়	কাকিনিয়া	১

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্তবাবু রাধারমণ সিংহ	কলিকাতা	১১৲
,, ,, উপেন্দ্রনাথ দে	সৈদপুর	৩৲
,, ,, মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক	বাগআঁচড়া	২৲
,, ,, ঋষিবর মল্লিক	ঐ	১৲
,, ,, প্রহ্লাদচন্দ্র মল্লিক	ঐ	৪৲
রাধাকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণী	খৈপাড়া	২৲

কলিকাতা, সিমলা, ২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট বিজ্ঞানযন্ত্রে শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা ১৬ ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম ভাগ।
১১শ সংখ্যা।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ লা আশ্বিন বুধবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩৲
প্রতি সংখ্যা ।৵০

প্রার্থনা।

হে পুণ্যময়! তোমার পুণ্যবলই মানবাত্মার প্রকৃত জীবন। তুমি যখন পুণ্যের তেজরূপে মানবপ্রাণে বিহার কর, তখনই সেই আত্মা বল বীর্য্য লাভ করে। তোমার পবিত্র সত্তা যেমন পুণ্যময় জীবন বিধান করে তেমনি আত্মার চক্ষের আলোক হইয়া তাহাকে জীবনের পথ দর্শনে সমর্থ করে। তোমার পুণ্যবলকে পরিহার করিয়া যে ধর্ম্ম-জগতে বিচরণ করিতে ও উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে মূর্খ। সে ধর্ম্ম জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব বিদিত নহে। হে দীন দয়াময়! হে নব-জীবন বিধাতা! তোমার সেই পুণ্যের শক্তির দ্বারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর। সেই বলের দ্বারা আমাদিগকে চালিত কর। সেই বলকে আমাদিগের আত্মার প্রাণ কর। প্রভো! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়েছি।

রোমান কাথলিক ধর্ম্মপ্রচারিকা সেণ্ট টেরেসার বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি যখন সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা তখন তাঁহার ঈশ্বর দর্শনের বাসনা অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। বালকের যেমন স্বভাব সেইরূপ স্বভাবানুসারে তিনি বিবেচনা করিয়া ছিলেন যে জগতের পতি পরমেশ্বর কোন দেহ ধারী জীবের ন্যায় চর্ম্ম চক্ষের গোচর হইতে পারেন, কেবল কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি নিরন্তর চিন্তা করিতেন "কিরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই।" একদিন তিনি শুনিলেন যে যাহারা ধর্ম্মের জন্য নিহত হন তাঁহারা অবাধে ঈশ্বরকে দেখিতে পান। ইহা শুনিয়া তাঁহার ধর্ম্মের জন্য নিহত হইবার ইচ্ছা প্রবল হইল। তিনি বিবেচনা করিলেন, স্পেনের অপর পারবর্ত্তী আলজিরিয়া প্রদেশের মুরগণ অসভ্য ও ধর্ম্মান্ধ তাঁহাদের দেশে গেলে তাহারা একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে হত্যা করিতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি একদিন পিতামাতার অগোচরে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া মুরদেশ গমনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পিতার একজন আত্মীয় তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া মরিতে যাইতেছিলেন। এ কার্য্যটী বালিকার কার্য্য ও হাসিবার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে কি ব্যাকুলতার পরিচয় দিতেছে! পাপী যদি এমন জিদ করিয়া ঈশ্বরকে ধরিতে পারে, যদি তাঁহাকে বলিতে পারে "দীনবন্ধু! যদি মরিলে তোমার দেখা পাইতে পারি, তবে আমি মরিতেও প্রস্তুত।" যদি এমন ভাব একটী মুহূর্ত্তের জন্য ও প্রাণে আসে তবে সেই সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মদর্শন হয়।

একজন ভাবুক বলিয়াছেন, যাহারা গিরি-পৃষ্ঠে বাস করে তাহারা নিরন্তর প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া যে কেবল দৈহিক বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ হয় তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃতির গম্ভীর ও কমনীয় শোভার মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়াতে তাহাদের চিত্ত প্রশস্ত, উদার ও সরল হয়। সেইরূপ ঈশ্বরারাধনার পবিত্র সুখ-প্রদ বায়ুতে যাহারা বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের চিত্তের একপ্রকার উদারতা ও সরলতা হয় যাহা অতীব সুন্দর।

প্রত্যেক ব্রাহ্মের প্রতি এই প্রশ্ন তুমি কি নিজের জীবনে ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করিয়াছ? তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর ঈশ্বর স্বয়ং তোমার করে ধরিয়া তোমাকে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর করিয়াছেন? যদি এরূপ মনে কর, তাহার কারণ কি, ঈশ্বর তোমাকে কেন কৃপা করিয়াছেন? সে কৃপা কি তুমি নিজের কোন গুণের জন্য পাইয়াছ? যদি এরূপ হয় তবে সে গুণ কি? এমন অহঙ্কৃত পাপী কে আছে যে বলিবে যে আমি নিজগুণে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছি। হা দুর্ব্বল মানব! ধূলিময় জীব! তোমাতে এমন গুণ কি আছে যদ্দ্বারা ঈশ্বরের কৃপা ক্রয় করিবার আশা কর! তবে যে এত পাপী তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয় তাহার মূল কারণ কোথায়? যদি কেহ আমাদিগকে প্রশ্ন করেন কিরূপে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিতে পারা

যায়, তাহা হইলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে বিশেষ কিছু জানিনা, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি কেহ অকপটচিত্তে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে এবং অবিচারিত চিত্তে তাহার আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাঁহার করুণা ও শক্তি তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। ঈশ্বরের প্রত্যেক উপাসক স্বীয় স্বীয় জীবন পরীক্ষা করিলে ইহার কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা বিগত জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে যখনই আমরা একান্ত মনে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছি এবং প্রাণপণে তাহার আদেশ পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তখনই তাঁহার শক্তি আমাদের সহায় হইয়াছে এবং আমাদিগকে করে ধরিয়া অগ্রসর করিয়াছে। আমার অবিশ্বাসী মন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উপরে নির্ভর করিতে শিক্ষা কর।

আমি যদি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাই, দেখিতে পাই যে অনেক প্রার্থনাই তিনি পূর্ণ করিয়াছেন বরং এমন কত কৃপা দেখিতে পাই যেজন্য প্রার্থনা করি নাই। এই হতভাগা দেহ, মন রক্ষার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন অযাচিত রূপে তিনি যোগাইয়াছেন। মানবের স্বভাব এই, বিশ্বাসের কারণ যেখানে দেখে সেই খানেই বিশ্বাস করে, উপকারী বন্ধুর প্রতি নির্ভর করে; কিন্তু আমাদের সংসারাসক্ত চিত্ত মধ্যে মধ্যে কেন এত মলিন হইয়া যায় যে, আমরা তাঁহার কৃপার সহস্র প্রকার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার উপরে প্রাণ মনের সহিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। আমাদের চঞ্চল অবিশ্বাসী চিত্ত নিজের ক্ষণভঙ্গুর বল, যৎসামান্য বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতে চায়। এই অবিশ্বাস নিবন্ধন ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগের যে নিরুপম সুখ তাহা আমরা অনেক সময় ভোগ করিতে পারি নাই। ঈশ্বর এই দুরবস্থা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

"হৃদয়ে থাকহে নাথ নয়ন ভরিয়ে দেখি।"

ভক্তের চিরদিনের ক্রন্দন এই। ভক্ত কি সেই প্রাণারামকে দূরে রাখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে প্রাণ ধারণ করিতে পারেন? সংস্কৃত শাস্ত্রে একটী কবিতা আছে:—

"দিবি দেবা মনুষ্যাণাং ভুবিদেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা।"

অর্থ—সাধারণ মনুষ্যের দেবতা স্বর্গে, বুদ্ধিমান মনুষ্যদিগের দেবতা এই পৃথিবীতেই, মূর্খদিগের দেবতা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে। কিন্তু আধ্যাত্ম যোগ সম্পন্ন ব্যক্তির দেবতা আত্মাতেই।'

বাস্তবিক আত্মার আত্মাতে সেই পরম পুরুষকে যতক্ষণ দেখিতে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ চিত্ত কোন প্রকারেই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়না। তাঁহার প্রতি মানবের বিশ্বাস ও প্রেম যতই বৃদ্ধি হয় ততই সে তাঁহাকে নিকট হইতে নিকটতর বলিয়া অনুভব করে ইহা প্রেমের স্বভাব।

এই কারণে ভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবতারবাদের ও আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন মানব কেবল জ্ঞান পথাবলম্বী হইয়া ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত থাকে ততদিন কেবল তাহাকে দূরাৎ সুদূরে বোধ হইতে থাকে। জ্ঞান প্রকৃতির অন্তর রাজ্যে যতই প্রবিষ্ট হইতেছে ঈশ্বর যেন ততই তাহার সীমান্ত হইতে সরিয়া যাইতেছেন। প্রেম ও ভক্তি এরূপ ভাব লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। অবতার বাদের কল্পনা করিল। জগতের পতি ভূভার হরণের জন্য, ভক্তের রক্ষার জন্য রক্তমাংস বন্ধনের মধ্যে অবতরণ করেন এই মত বহুল প্রচার হইল। মানব স্বর্গ হইতে সুদূর রাজ্য হইতে অজ্ঞতার ঘন তিমিরের ভিতর হইতে প্রাণধন পরমেশ্বরকে নিকটে আনয়ন করিল; বলিল এস তুমি আমাদের মধ্যে এস, আমাদের সঙ্গে থাক, মানবের সঙ্গে মানব হও, আমাদের সঙ্গে মিলিয়া হাস কাঁদ সুখ দুঃখ ভোগ কর। আমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হও। মানুষ তাঁহার দূরত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আপনার মত করিয়া আপনাদের মধ্যে স্থান দিল। এই হইল অবতার বাদ।

সাকার উপাসনার মধ্যেও এই চেষ্টা দেখা যায়, মানবপ্রাণ ইষ্ট-দেবতাকে নিকটে চায়, সমীপে চায়। ঈশ্বরের ঐশীশক্তি অনন্ত ও মহান্! তিনি আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে আমার কি? আমার চিত্ত তাঁহার দর্শন ও আরাধনার জন্য উৎসুক হইয়াছে। আমি তাঁহাকে সমীপে চাই। পুরাণ বলিয়াছে এই বিশেষ মূর্ত্তিতে সেই ভগবান প্রকাশ হইয়াছিলেন। এস হৃদয়ের ইষ্ট-দেবতা যে মূর্ত্তিতে একবার প্রকাশ হইয়াছ সেই মূর্ত্তিতে আবার সন্নিহিত হও। এই বলিয়া পৌত্তলিক ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি সমীপে লইয়া তাঁহার ধ্যান ধারণা, অর্চ্চনাতে নিমগ্ন হইলেন। ইহাও ঈশ্বরকে নিকটে আনিবার চেষ্টা।

কিন্তু ব্রাহ্ম বলিলেন ইহাতেও হইল না। অবতার বাদ মানিয়াও ত আমি সম্পূর্ণরূপে আমার মুক্তিদাতাকে নিকটে পাইলাম না। তোমরা বলিতেছ, যে তিনি অতীত কালের কোন কালে কোন বিশেষ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আমার কি, তাঁহার বিষয় জানিতে হইলে আমাকে ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর করিতে হইবে. প্রাচীন গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে হইবে, তাহার ব্যাখ্যা ও মর্ম্মোদ্ভেদের জন্য পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। হায়! আমার মুক্তি কি এত পরমুখাপেক্ষ? তোমরা বল তিনি পাপীকে উদ্ধারের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? আমি কি পাপী নই? জগতে কি এখনও পাপের ভার কিছু কম? তবে তখন তাঁহার অবতারের যে কারণ বিদ্যমান ছিল এখনও সেই কারণ বিদ্যমান। আমি পাপী, আমি তাঁহাকে চাই, আমি এখনি তাঁহাকে চাই। আমি প্রাণ চাই, তাঁহাকে চাই। অবতার বাদ লইয়া আমি কি করিব।

ব্রাহ্ম অবতার বাদ পরিত্যাগ করিলেন। মূর্ত্তি পূজার প্রতিও তাঁহার আস্থা হইল না। আমার ঈশ্বর বাহিরে, ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন তোমরাও কি পদার্থ আমাকে পূজা করিতে বলিতেছ? আমার ইষ্ট দেবতা বাহিরে থাকিবেন, আমাকে বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে, আমি কথা কহিব তিনি কথা কহিবেন না, আমি কাঁদিব তিনি সান্ত্বনা দিবেন না, এ কি হইয়া থাকে। ইহাতে প্রাণ সন্তুষ্ট হয় না। আমার প্রাণধন পরমেশ্বরকে আমি এরূপে রাখিতে চাই যে আমি প্রাণে তাঁহাকে উপভোগ করিব, আমি প্রাণে তাঁহাকে দেখিব আমি প্রাণে তাঁহার সহিত আলাপ করিব, সর্ব্বদা নিকটতম সম্বন্ধ অনুভব করিব। এই জন্যই বলি ঈশ্বর হৃদয়বাসী ও নিরাকার। ঈশ্বরের সহিত নিকট সম্বন্ধ ঘোষণা করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম লক্ষ্য।

ধর্ম্মজীবন।

ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ বলিতে গেলে ইহাই বুঝা যায় যে, যে জীবনে ধর্ম্মের লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়, তাহাকেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন বলা যায়। অর্থাৎ যে জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, দয়া, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, নীতিপরায়ণতা, পাপের প্রতি জলন্ত ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি সমাদর প্রভৃতি লক্ষণ সকল পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই ধর্ম্মজীবন বলা যায়। ধর্ম্মজীবন পূর্ণ, আংশিক নহে। যিনি ঈশ্বর কৃপায় এইরূপ ধর্ম্ম জীবন পূর্ণ-ভাবে লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক নামের উপযুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে সচরাচর ধার্ম্মিকের অর্থ আংশিক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহার জীবনে ধর্ম্মের দুই একটি লক্ষণ বা ভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া থাকে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদর্শ ধর্ম্মজীবন এরূপ আংশিক নহে—তাহা পূর্ণ। যে জীবনে বিশ্বাস আছে, কিন্তু কর্ত্তব্য নিষ্ঠা নাই, প্রেম আছে পাপের প্রতি ঘৃণা নাই, ভক্তি আছে নীতির সমাদর নাই, সে জীবন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শ ধর্ম্মজীবন নহে। কিন্তু আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাই, দেখি এক জন লোক সমস্ত দিন হরিনাম করিতেছেন, ভক্তির চিহ্ন সকল সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন, সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইতেছেন এবং সময়ে সময়ে দশা প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু নীতির দিকে তাঁহার বড় একটা দৃষ্টি নাই, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা নাই, পাপের প্রতি ঘৃণা নাই, হয়ত সময়ে সময়ে তাঁহার নিজের চরিত্রেও একটু আধটুকু ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে। এরূপ লোককে সচরাচর লোকে প্রেমিক, ভক্ত, ধার্ম্মিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আর একজন লোক ঊর্দ্ধপদ বা ঊর্দ্ধ হস্ত হইয়া কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছেন, লোক কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নগরের এক প্রান্তে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার বাস স্থানের অতি নিকটে একজন লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, সে দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, হয়ত এক গণ্ডূষ জল দিলে সে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে, ইহা জানিয়াও সাধন ভঙ্গ হইবার ভয়ে তাহার সাহায্য করিতেছেন না, এইরূপ ব্যক্তিকে লোকে অনাসক্ত সাধু-পুরুষ বলিয়া ধর্ম্মের উচ্চাসনে বসাইতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মের একটি লক্ষণ বা ভাব দেখিলেই সন্তুষ্ট তাঁহারাই এই ধর্ম্মের একাঙ্গ সাধককে ধার্ম্মিক বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা বলেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন ধার্ম্মিকের জীবনে যেমন জলন্ত ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিবে, সেইরূপ পাপের প্রতি জলন্ত ঘৃণা থাকিবে, যেরূপ প্রগাঢ় প্রেমভক্তি থাকিবে, সেইরূপ, নীতির প্রতি, ন্যায়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যেমন সাধন প্রিয় হইবেন, সেইরূপ আবার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইবেন। পরের দুঃখ বা বিপদ দেখিলে তিনি কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। বরং প্রাণপণে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। তিনি যেমন আত্ম-চিন্তা করিবেন সেইরূপ আবার পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য চিন্তা করিবেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক যিনি তিনি কখন ধর্ম্মের একাঙ্গ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যেও এমন দুই চারি জন লোক আছেন যাঁহারা একটু সাধন প্রিয় এবং ভাবুক, তাঁহারা সমাজের জন্য দেশের জন্য পরিশ্রম করাকে নিতান্ত বাহিরের কাজ মনে করেন এবং ধ্যান ও সঙ্কীর্ত্তন করাই ভিতরের কাজ—আধ্যাত্মিক কাজ মনে করিয়া থাকেন।

ইহা তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম এবং একদেশ দর্শিতা। ধ্যান ধারণ, নামসাধন যোগসাধন যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সমাজের মঙ্গল সাধন, দেশের মঙ্গল সাধনও সেইরূপ অত্যাবশ্যক। যিনি এই সকল কার্য্যকে ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া মনে করেন তিনি কখনই বাহিরের কাজ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন না। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে কার্য্য তাহাই বাহিরের কার্য্য। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া যাহা করা যায় তাহা কখন বাহিরের কার্য্য নহে। তাহা আধ্যাত্মিক কার্য্য বলিয়া মনে করা উচিত। তাঁহাকে প্রীতিকরা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই উপাসনা—কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের আদর্শ

পাপীর নবজীবন লাভ।

"নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল।"

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীর এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণপরিবারে——ণ জন্মগ্রহণ করে। ১০।১১ বৎসর বয়ঃ-ক্রম কালে বালক পিতৃমাতৃহীন হইয়া পরগৃহ আশ্রয় করিল। বালক অল্প বয়সে অরক্ষিত হইয়া সহজেই সর্ব্বপ্রকার কুশিক্ষা পাইতে লাগিল। ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে তাহার জীবনে কুশিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। বালক না বুঝিয়া স্বার্থপর মানুষের প্ররোচনায় আপনার বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ক্রমশঃ বিক্রয় করিয়া মনপ্রাণের সহিত পাপের পথে বিচরণ করিতে লাগিল। নির্ব্বোধ বালক জানিত না যে, সুরা প্রবল

বলে যাহাকে আক্রমণ করে তাহার হস্তের দুই চারি সহস্র টাকা অতি অল্প দিনেই নিঃশেষ হইয়া যায়; ভাবিয়াছিল চিরদিনই বুঝি এইরূপ আমোদ প্রমোদে কাটিবে। বালক যৌবনের পথে পদার্পণ করিতে না করিতে সে রাজ্যের আশু-মনমুগ্ধকর চিত্রের সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে না করিতে, সে উন্মত্ত মনের প্রমত্ততা পূর্ণ হইতে না হইতে তাহার ধনসম্পত্তি কোথায় বিলীন হইয়া গেল। যাহারা তাহার এ শোচনীয় দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ ছিল, তাহাদেরই একজন একদিন বালককে ছিন্নবস্ত্র পরিধানে তাঁহাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া বলিল, "দেখ তুমি" এইরকম ছেঁড়া কাপড়ে আমাদের "বাড়ীর সম্মুখ দিয়া পুনরায় গেলে তোমাকে মারিব"। এই কথা কয়টি শুনিয়া বালকের প্রাণে গভীর ক্ষোভ ও অভিমানের উদয় হইল। বালক বুঝিল তাহার দুঃখের দিনের সূত্রপাত হইয়াছে। বালক সেই ছিন্নবস্ত্রে জন্মভূমি-আশ্রয়স্থল পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইল। স্থানে স্থানে আত্মীয় স্বজনের গৃহে কোথাও একদিনে কোথাও এক বেলা, কোথাও দুদিন অতিবাহিত করিয়া পরে বৃক্ষতল আশ্রয় করিল। অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক যুবক পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, ধনসম্পত্তি সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া অনাহারে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এমন দিনও গিয়াছে যে দিন বড় ক্ষুধার সময়ে ঘাটের জলপান করিয়া উদর পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু এত ক্লেশেও তাহার চৈতন্ত হইল না; তাহার অন্তরের পাপ প্রবৃত্তি সকল খর্ব্ব হইল না। এই অবস্থায় এমনও ঘটিয়াছে যখন একমাত্র সম্বল দুই আনা মাত্র পয়সা, তাহাও মদের দোকানে ব্যয় করিয়া সমস্ত দিন উপবাসে কাটিয়াছে। ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পথে চলিতেছে, দুইজন লোককে গাঁজা খাইতে দেখিয়া তাহাদের নিকট বসিয়া গাঁজা খাইয়াছে; প্রায় বৎসরাধিক কাল এইরূপে কাটিল। আর দিন যায় না! তখন যুবক এক পাটেরকলে মজুরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিন চারি আনা উপার্জ্জন করিতে লাগিল, এবং অতি কষ্টে তাহাতেই সেই পাপময় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। ক্লেশের সীমা রহিল না। অন্নাভাবে শরীর শীর্ণ, বস্ত্রাভাবে দেহ অনাবৃত ও মলিন, সুশিক্ষার অভাবে প্রাণ মন অবসন্ন ও অন্ধকারময়, ইহার উপর সে স্থানের নিকৃষ্ট প্রকৃতির কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার। কিন্তু আর কতকাল এরূপে কাটিবে? শরীরের দুর্ব্বলতা, মনের অবসন্নতা, অনুষ্ঠিত পাপের বিষম ভার লোকের স্নেহের অভাব ও অত্যাচারের অসহ্য যাতনা এই সকলে যুবকের প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিল। একদিন একাকী বসিয়া যুবক আত্ম-চিন্তা করিতে করিতে বড় কাতর হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "হায়! সৎলোক হইবার সকল প্রকার অনুকূল অবস্থায় পড়িয়াও আপনাকে এমন শোচনীয় হীনতাতে ফেলিয়াছি—লোকের কুপরামর্শে পড়িয়া এমন সুখের জীবনকে দুঃখের স্রোতে ভাসাইয়াছি; পরমেশ্বরের কৃপায় যে জীবন দিন দিন সুন্দর হইবে, তাহাকে পাপের ঘন অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়াছি। হায় পরমেশ্বর! আমি কি হইতে কি হইলাম, আমার কেন এমন হইল! দীনবন্ধু! আমি কোথায় গেলে এ যাতনা হইতে রক্ষা পাই! আমার জীবন সঙ্কটে হে পরমেশ্বর! তুমি ভিন্ন আর গতি নাই।" যুবক যখন এইরূপে আপনাকে অতি হীন অপবিত্র ও ঘৃণিত বলিয়া করুণা ভিক্ষা করিতেছে, তখন আর; সেই অগতির গতি পরমেশ্বর থাকিতে পারিলেন না। সেই দিনই তাহার উদ্ধারের উপায় বিধান করিলেন। অনতি কাল মধ্যে তিনি সংসারের পথ দেখাইয়া ক্রমশ এমন একস্থানে যুবককে আনিলেন যেখানে যুবক ব্রাহ্মসমাজের সুবাতাস পাইল। কয়েকজন সচ্চরিত্র, সদাশয় ব্রাহ্মের সহিত তাহার পরিচয় হইল। তাঁহাদের সহবাসে পড়িয়া যুবকের আত্মচিন্তা প্রবল হইতে লাগিল। তাঁহাদের ধর্ম্ম নিষ্ঠা, চরিত্রের বল ও সাধুতা দেখিয়া নিজের নিকৃষ্টতা অতি উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে লাগিল। "কিরূপে মানুষ হই" তাহার অন্তরে এই চিন্তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফল এই হইল যে যুবকের জীবনে অনতিকাল মধ্যে এক নব আন্দোলন উপস্থিত হইল। যুবক সে সময়ে একটী সামান্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকার্য্য করিত তখন তাহার সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা এক ঘোর পরীক্ষার ব্যাপার হইয়া পড়িল। দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ক্রম কালে যুবক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আবার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রবিষ্ট হইল। নূতন উদ্যমের সহিত অতি অল্প কাল মধ্যে অনেক শিক্ষা করিল। যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, আত্মীয় স্বজন ও অপরের মঙ্গল হয়, এমন সুশিক্ষার প্রভাবে যুবকের জীবনে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য গণ্য মান্য অবস্থাপন্ন লোকদিগের দ্বারা তাহার কিছু কিছু হইলেও এ হতভাগ্য দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইত সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের সেই সুবাতাসে সে জীবনে যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে, আজিও তাহা নিত্য নবোন্নতির জন্য লালায়িত। সেই সুবাতাসে সে জীবনে যে অনুতাপের আগুণ জ্বলিয়াছে, আজিও তাহা জ্বলিতেছে। কতদিন যে নির্জ্জনে বসিয়া অবিরাম চক্ষের জল ফেলিয়া পরম প্রভুর নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়াছে তাহার গণনা হয় না। তদবধি সে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় পাইয়া দিন দিন শান্তি সঞ্চয় করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ! তোমার ইতিহাসে এমন পাপীর নবজীবন লাভই যেন পত্রে পত্রে লিখিত থাকে। আর কি করিবে? সংসারের পাপানলে মগ্ন মানুষের উত্তপ্ত মস্তক রাখিয়া শান্তিসম্ভোগের স্থান যদি হইতে পারিলে তবে জানিও তোমার দ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। যদি ঈশ্বরের কৃপার সাক্ষী মানুষ হইতে পারে; তবে এই পাপী তাহার সাক্ষী। প্রভু ইহার জীবনে বাস্তবিক মরা মানুষকে বাঁচাইয়াছেন। এত পাপ যে অভ্যাস করিয়াছিল সে যে বাঁচিবে তাহা কে জানিত, কিন্তু ঈশ্বরের করুণার অসাধ্য কি আছে। পরমেশ্বর! তোমাকে ডাকিলে দেখা পাওয়া যায় এতত্ত্ব, কেবল পাপীই ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। তোমার কৃপা জয় যুক্ত হউক।

ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকৃত শত্রু কে ?

ইহা অতি সত্য কথা যে পৃথিবীতে যখনই কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া কোন নবাবিষ্কৃত সত্যের আলোকে সমাজ-প্রচলিত ভ্রম ও কুসংস্কার অপনোদনের চেষ্টা পাইয়াছেন, তখনই তিনি লোকের দ্বারা বিবিধ-রূপে উৎপীড়িত হইয়াছেন। দেশবাসী লোক তাঁহার প্রতিকূলে সমর সজ্জা করিয়াছে। তিনি শত সহস্র নর-নারীর আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই ইহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা যদ্যপি একবার ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইহার প্রতিকূলেও অনেকে গাত্রোত্থান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কিরূপ বিঘ্ন বাধার মধ্য দিয়া এই সমাজ ভারত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার পর ইহা কত প্রতিকূলতার হস্তে পতিত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সে সকল বিঘ্ন বিপত্তির হস্ত হইতে ব্রাহ্মসমাজ একরূপ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়েই ইহার প্রতি কিছু গুরুতর রূপে অস্ত্র নিক্ষেপ হইতেছে। এক শ্রেণীর সংবাদ পত্র সকল ইহার বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, দেশের গণ্য মান্য শিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকে ইহার অনিষ্ট সাধনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র। এতদ্ভিন্ন দেশবাসী আপামর সাধারণের অন্তরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এমন এক বিজাতীয় ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মের নাম শুনিলে কর্ণে হস্ত না দেওয়াকে পাপ বলিয়া বোধ করেন। পুরাকালে রোমরাজ্যে যেমন কেহ আপনাকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত। "বর্ত্তমান" সময়ে এ দেশ মধ্যে ব্রাহ্মদের পক্ষে ঠিক সেইরূপ অবস্থা না ঘটিলেও। তাহাদিগকে বিনাশের ইচ্ছাটী অন্তরে বেশ বলবতী হইয়াছে। ইহাদের সমীকৃত শক্তি এবং চেষ্টার মূলে যেন এরূপ অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে নিহিত রহিয়াছে এবং বলিতেছে যে "হে ব্রাহ্মসমাজ! আমরা তোমাকে এই কনিষ্ঠ অঙ্গুলির চাপে নিহত করিব।" ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে দেশের লোকের ত ভাব ঠিক এইরূপ। এখন প্রশ্ন এই যে লোকের এরূপ বিদ্বেষভাবের কারণ কি? ব্রাহ্মসমাজের নামে লোক কেন এরূপ হয়? অপরাধের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মসমাজ এ দেশ মধ্যে কতকগুলি নূতন কথা প্রচার করিতেছেন এবং তদনুসারে চলিতেছেন। সে সকল কথাগুলি কি এতই মারাত্মক এবং শ্রুতিকটু যাহার জন্য দেশ শুদ্ধ লোক খড়্গহস্ত। সে সকল কথা প্রচার কতদূর বিধেয় বা অবিধেয় তাহার আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, সে সকল কথা এই পরাধীনতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিবে, বিবিধ প্রকার দুর্নীতি এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত ভারতক্ষেত্রে সুনীতি ও পবিত্রতার সমীরণ সঞ্চারিত করিয়া দিবে ও বহুবিধ দুর্গতি এবং বিষাদে নিমজ্জমান ভারতবাসীর চরিত্রকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মে অলঙ্কৃত করিবে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে; এক কথায় ইহার দ্বারা ভারতাকাশে সৌভাগ্যরবির পুনরুদয় হইবেই হইবে। ইহা কল্পনা নয়, উন্মাদের প্রলাপ নয়। হে ব্রাহ্ম যদ্যপি এখনও এ কথায় অবিশ্বাস থাকে, তবে পশ্চাতে হটিয়া যাও; এ সংগ্রামে তোমার আবশ্যক নাই। ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষকে সৌভাগ্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চলাতেই ইহার শিরে অজস্রধারে অস্ত্র বর্ষণ হইতেছে। হে ভারতবর্ষ! তুমি মনুষ্যত্ববিহীন; ভ্রম ও কুসংস্কারের বিকারে বহু শতাব্দী হইতে বিকারগ্রস্ত নচেৎ তোমার পরম বন্ধু যে তাহার বিনাশের জন্য তুমি ঘন ঘন খড়্গোত্তোলন করিতেছ কেন? এখন দেখা যাক, এই যে বিপক্ষ দল ইহাদের প্রতিকূলতায় বাস্তবিক আমাদের কোন অনিষ্ট হইতে পারে কি না? ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষবর্গের মধ্যে আমরা দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাইতেছি। একদল লোক—ইহারা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিকূল পক্ষ সমর্থন করেন। ইহারা এই সমাজের উপর যাহা কিছু কটু কাটব্য প্রয়োগ বা দোষারোপ করেন, তাহা কেবল স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট সাধন কিছুই হইতেছে না, কারণ ইহারা ত ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট চান না, কিন্তু নিজেদের ইষ্ট চান। ইষ্ট সাধনই যখন ইহাদিগের উদ্দেশ্য তখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ যদ্যপি অনুকূল হয়, তাহা হইলে ইহাদিগের গতি ফিরিবে। যদি আমার নিন্দা ঘোষণা করিয়া কেহ জীবিকা নির্ব্বাহ করে তবে আমি যদ্যপি তাহাকে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত বা তদপেক্ষা অধিকতর অর্থ প্রদান করি, তাহা হইলে সে যে আমার নিন্দার পরিবর্ত্তে স্তুতিগীত কীর্ত্তন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহা করা স্বাভাবিক। ব্যবহারাজীব যাঁহারা তাঁহারা যে অভিযোক্তার নিকট হইতে অধিকতর অর্থ পাইবেন তাহারই পক্ষ সমর্থন করিবেন, তা সত্য বা মিথ্যাই হউক। এ শ্রেণীর লোক ব্যবসাদার নিন্দুক ইহারা নিন্দা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য, আর্থিক উন্নতির জন্য অর্থ বা উদর পোষণের জন্য। হৃদয়ের ভিতরে যাহাদিগের এতাদৃশ সঙ্কীর্ণতা, যাহাদিগের জীবন এরূপ ঘৃণিত উদ্দেশ্যে পরিচালিত, তাহারা ত পৃথিবীর মধ্যে অবমানিত, তাহারা কৃপাপাত্র; তাহাদিগের কথা বা কার্য্যের আবার মূল্য কি? এবং গৌরবই বা কি? ধরাতলবাসী লক্ষ লক্ষ লোক হিমাচলের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া যদ্যপি সকলে যুগপৎ শব্দোচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাতে যেমন হিমাচলের বক্ষ বিদীর্ণ হইবে না, সেইরূপ এই শ্রেণীর হাজার হাজার লোক যদি সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যত কিছু অপবাদ বা নিন্দা আছে সকলই পরিব্যক্ত করিতে থাকে, তাহা হইলে স্থির জানিও যে তাহাতে ইহার বিন্দু বিসর্গও ক্ষতি হইবে না। দ্বিতীয় বিষয় একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই দলের লোক ঠিক তৃণের সজাতীয়। তৃণপুঞ্জ যেমন নদীতরঙ্গের

উপর ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায় এবং নদীর স্রোত যখন যে দিকে খরতর রূপে বাহিত হয় তখন সেই দিকেই ইহাদের গতি হয়। এই শ্রেণীর লোকও ঠিক সেইরূপ সমাজস্রোতের উপর নিরন্তরই ভাসিয়া বেড়াইতেছে স্রোত যখন কমিয়া যায়, তখন ইহারা নির্ব্বাক, কিন্তু যখন বন্যা আসে তখনই ইহাদিগের কোলাহল বাড়ে। ইহারা ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে অপর কিছুই করেন না কেবল কতকগুলি উপহাস বিদ্রূপ নিক্ষেপ করেন। অথচ ইহা করাতে ইহাদিগের কোন স্বার্থ নাই। কিন্তু না করিয়াও থাকিতে পারেন না। সুতরাং ইহারা নিষ্কাম পথাবলম্বী। এই উপহাস বিদ্রূপের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কি কিছু ক্ষতি সাধন হয়? কিছুই হয় না। কারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিভূমি যাহা, প্রাণ যাহা ইহারা তাহার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এরূপ সহস্র লোকের পরিবর্ত্তে যদ্যপি এ দেশ মধ্যে একটী লোক উত্থিত হইয়া ধীরতার সহিত ব্রাহ্মসমাজ যে সকল সত্য প্রচার করিতেছেন। একে একে তাহার খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহার কার্য্য কতকটা চিন্তার বিষয় হইলেও হইতে পারে। নচেৎ উপহাস বিদ্রূপ ও রসনার কার্য্য তাহাতে কি আসে যায়। সুতরাং দেখা গেল, এই যে বিদ্রূপবাদী উপহাস কারী ব্যক্তিরের শত সহস্র লোক ইহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত শত্রু নয়। এরূপ ব্যক্তিবর্গের কথা বা কার্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া চলিবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত শত্রু তিনিই যিনি ইহার প্রচারিত সত্য সকলকে খণ্ডন করিয়া দিতে পারেন, গৌরবের সহিত এ কথা বলিব এ ক্ষমতা কাহারও নাই। সুতরাং বাহিরের লোক ব্রাহ্ম সমাজের বিপক্ষ হইতে পারে না। তবে ইহার শত্রু কে? আমরা নিজে নিজে। কারণ আমরা ইহার প্রচারিত সত্য সকল হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি না। সত্য মুখের ভাষা নয়— কিন্তু প্রাণের গভীর বিশ্বাসের উপর ইহা কার্য্য করে। সত্যে যিনি গভীর বিশ্বাসী, তিনি বাহিরের আন্দোলনে বিচলিত হন না। আমরা যে এখনও সত্যে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছি তাহার প্রমাণ কি। যিনি সত্যে গভীর বিশ্বাসী তিনি সত্যের জন্য প্রাণমন অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সত্য তখন তাঁহার নিকট "প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ" অর্থাৎ পুত্র হইতেও প্রিয়তর এবং বিত্ত হইতেও প্রিয়তর, সত্যে যিনি গভীর বিশ্বাসী তাহার পদদ্বয় প্রস্তরের উপরে স্থাপিত তাঁহাকে বিচলিত করে সাধ্য কাহার? আমরা মুখে সত্য ঘোষণা করি কিন্তু হৃদয়ে বিশ্বাস করি না। তাই ত এত দুর্দ্দশা। বিশ্বপতি মহাই সত্য সকলের প্রচারের ভার আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আমরা নিজের দোষে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না, কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতেছি। কিন্তু বলিতেছি অমুক লোকে আমাদের শত্রুতা সাধন করিতেছে। ইহা অতি সার কথা যে বাহিরের লোকের শত অত্যাচার এবং প্রতিকূলতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ বিনষ্ট হইবে না, কিন্তু যদি হয় আমাদিগের দ্বারাই হইবে। ছি ছি কি লজ্জার কথা বিধাতা স্বয়ং আমাদিগকে আহ্বান করিয়া এই পরম পবিত্র ধর্ম্মের ছায়াতলে উপস্থিত করিয়াছেন এবং এমন মহামূল্য কার্য্যের ভার আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। আমরা কি না কি ছার সামান্য স্বার্থপরতার অনুরোধে তাঁহার উপরে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। আমরা কি না নিজ হস্তে খড়্গাধারে আপনাদিগের কণ্ঠচ্ছেদ করিতেছি অথচ বলিতেছি অপরে আমাদিগকে সংহার করিতেছে।

প্রাপ্ত।

জীবনের একটী সমস্যা।

সংসারে যখন চিন্তাবিহীন হইয়া বিচরণ করি, তখন সকল পদার্থই আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। প্রবৃত্তি সকল যখন আমাদের সেবা করে, তখন আমাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু যখন একবার অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখি— আমি কে, কি করিতেছি ভাবি, আর সে সকল তেমন সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। তখন মনে হয় কি যেন হারাইয়াছি—কি যেন ছিল আর নাই—কাহার অভাবে যেন হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সুখ দুঃখে পরিণত হয়—জীবন মরুময় বলিয়া বোধ হয়। যতদিন সংসারে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তত দিন কেনই বা সুখে কাটাইতে ছিলাম, আজ কেন এরূপ দুঃখ উপস্থিত,হইয়াছে? যাহা ছিল সকলই ত আছে,তবে কিসের অভাবে হৃদয় জ্বলিতেছে। অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাই—যাহারা আমার হৃদয়ের ঈশ্বর হইয়া ছিল—প্রবৃত্তি, অভিমান, অহঙ্কার তাহারা অসার ছায়ামাত্র। প্রাণ একবার যখন তাহাদিগকে ছায়া বলিয়া বুঝিতে পারে, আর কি তাহাদের গোলামি করিতে পারে। তখন কাহার পশ্চাতে ধাবমান হইতে ছিলাম বুঝিতে পারিয়া, প্রাণ আকুল হইয়া যায়। বিগত জীবনের দিকে চাহিয়া প্রাণ অস্থির হয়। এতদিন কাটাইলাম কি কেবল অসারের পশ্চাতে।

কিন্তু হৃদয় যে সার পদার্থ চায়, প্রকৃত বস্তু চায়, সারের জন্য ত তেমন ব্যাকুল হয় না। ইহাতে আরও যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। আমি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইতেছে না—ইহা কি সহ্য হয়। আবার অসারের সেবায়— অসারের কল্পনায় হৃদয়ের শক্তি সকল এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, যে আর তাহারা সত্যের পশ্চাতে অনুধাবন করিতে চায় না। জীবনে এক মহা সংগ্রামের উদয় হয়। একটু শক্তি নাই যে প্রবৃত্তি গুলির প্রতিকূলে দাঁড়াই। অথচ আর তাহাদিগকে ভালও লাগে না।

এ গভীর প্রশ্নের মীমাংসা কি হয় না? নিশ্চই হয়। হৃদয় যদি নিরাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু প্রাণ যদি একবার ভগবানের কৃপায় তাঁহাতে প্রীতি সংস্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে আর ভয় থাকে না। কোথা হইতে যে শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়—সে শক্তির বলে আর কাহা-

কেও ভয় হয় না। "হুঙ্কার রবে সকলকে পরাজয় করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। তখন আর কোনও প্রলোভনে কিছুই করিতে পারে না। সকল পদার্থই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। মানুষের মুখ সুন্দর, পশু পক্ষী সুন্দর, বৃক্ষলতাদি সুন্দর, চন্দ্র সূর্য্য সুন্দর, প্রকৃতির সবই সুন্দর। কি যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সকলে বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে। সকলেই যেন আনন্দে ভাসিতেছে, পশু পাখী সকল যেন মনের আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে, কি জিনিস যে হৃদয়ে পাইয়াছে, চিন্তা নাই, ভয় নাই, কেবলই আনন্দে বিচরণ করিতেছে। বৃক্ষলতাদি সকলে যেন বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কোমলতা যেন তাহাদের অঙ্গের আভরণ—বিনয় যেন তাহাদের হৃদয়ের ভূষণ—তাহারা সব যেন পবিত্রতাময়। আর শুষ্কতা নাই—আর কোলাহল নাই—আর বাদ বিসম্বাদ নাই—আর দুঃখ শোক নাই। আর কাহাকেও অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় না—সবই যেন সাজান।

চিন্তাবিন্দু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৬। কেহ চাহেন সমাজ সংস্কার করিতে, কেহ বা রাজনীতির আন্দোলনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু আপনার সংস্কার অগ্রে কর্ত্তব্য। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি কোন হুজুগে না মাতিয়া ধীরে ধীরে আপনার জীবন সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হয়েন।

১৭। ধর্ম্মপথের যাত্রী ভাই! যদি হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে চাও, তবে সংসারের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ কর, সমুদায় সুখ বাসনা দূর করিয়া দাও, নিন্দা প্রশংসাকে মনেও স্থান না দিয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর, শান্তি পাইবে।

১৮। স্বার্থপর মনুষ্য হয় আপনার ভাল, নয় পরের মন্দ দেখিতে ভাল বাসে। যাহাদের আপনার ভাল কিছুই নাই, ভাল হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহারাই অন্যের নিন্দা করিয়া অন্যকে অপদস্থ করিয়া আপনার এই অভাব পূরণ করিতে যায়, যথার্থ গুণবানের দোষ ঘোষণা করিয়া আপনাকে বড় মনে করে। এই প্রকার আত্ম-প্রতারিত স্বার্থান্ধ হইতে সাবধান হও।

১৯। সংসারী ও ঈশ্বর বিশ্বাসীর প্রভেদ এই, সংসারী আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, আপনার সুখ, আপনার সুবিধা, আপনার লাভ ক্ষতির হিসাবেই সাংসারিক দিন কাটিয়া যায়। ঈশ্বর-প্রেমিক পরের জন্যই চিন্তিত, আপনার স্বার্থ সুবিধা নষ্ট হইয়া পরের মঙ্গল হউক, আমার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট না হউক, ইহাই ধার্ম্মিকের চিন্তার বিষয়। সংসারী দেখে, আমাকে কেহ ঠকাইল কি না, বিশ্বাসীর সর্ব্বদা এই ভয় পাছে আমার দ্বারা কেহ প্রতারিত হয়। ঈশ্বরপরায়ণ সাধুগণ সংসারের প্রবঞ্চকদিগের দ্বারা প্রতারিত হইলে সংসারী নির্বোধ বলিয়া উপহাস করে, কিন্তু সাধু মহাত্মাগণ "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি কাহারও অনিষ্ট করি নাই" এই জলন্ত বিশ্বাস বানীতে জগৎ চমকিত করেন এবং হৃদয়ে যথার্থ আরাম লাভ করেন।

২০। মানুষ পবিত্রস্থান ও তীর্থস্থানের জন্য লালায়িত হয়। যে ধর্ম্মার্থী স্থানের দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠতা নহে। মানুষের দ্বারাই স্থানের শ্রেষ্ঠতা। জীবন উৎকৃষ্ট করিয়া পাপ মলিনতা হইতে দূরে থাকিয়া যেখানে থাকিবে, সেই স্থানই পবিত্র হইবে। অতএব স্থানের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জীবনের প্রতি লক্ষ্য কর।

২১। যাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা অপেক্ষা মনুষ্যের প্রশংসা ভালবাসে এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মনিয়ম অপেক্ষা মনুষ্যকে ভয় করে, তাহারাই লোকানুরাগ ও লৌকিকভয়ের জন্য প্রাণের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, হৃদয়ের বিশ্বাসবাণী লোকসমাজে প্রকাশিত করিতে সাহস করে না। এইরূপ হতভাগ্য লোকই যথার্থ কৃপার পাত্র। ভ্রমান্ধ মানব! মনুষ্যের অনুরাগ বিরাগ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বদা সেই পরম দেবতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সংসারের কণ্টকময় পথে বিচরণ কর।

২২। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "সত্যই তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে"। ইহার অর্থ কি? সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার, সত্য ধর্ম্মই মনুষ্যকে প্রকৃত স্বাধীন করে, নরক হইতে স্বর্গের দিকে লইয়া যায়। যেব্যক্তি সত্য অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করে না, তাহার আবার দুঃখ কি,—অধীনতা কি? পাঠক সত্যকে প্রাণের সহিত ভালবাস, প্রাণান্তেও সত্য পরিত্যাগ করিও না, তবেই প্রবৃত্তি জয় করিয়া স্বাধীন ভাবে সংসারে বিচরণ করিতে পারিবে, ধর্ম্মলাভ করিতে সক্ষম হইবে।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ৬ই আশ্বিন সোমবার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। নিম্ন লিখিত প্রণালীতে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্গীত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা হইল, তৎপর যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার পরলোকগত পূর্ব্ব পুরুষদিগকে স্মরণ করিলেন এবং তাঁহার পরলোকগত পিতা ৺রামপ্রসন্ন মিত্রের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তদন্তর আচার্য্য সেই জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া একটী উপদেশ দিলেন উপদেশটীর সার মর্ম্ম এই;—

"যদি সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ কেহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা হইলে ভাল ভাল পুষ্প যে স্থানে প্রস্ফুটিত হয় সেই স্থানে গমন করেন। যে স্থানে মালি যত্নপূর্ব্বক পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়া বহু যত্নে জল সেচনাদি দ্বারা ভাল ফুল প্রস্তুত করিতেছে, মানুষ আশা করে সেই স্থানে গেলে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। বহু যত্নে যে রমণীয় উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে

সেই স্থানেই মানুষের যাওয়া স্বাভাবিক। যে স্থানে নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সমীরণ-হিল্লোলে সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সে স্থানে মনোহর গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু কখন এ জীবনে এমনও দেখিয়াছি যে গভীর গহন মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রাণটার মধ্যে কেমন হইয়া গেল। যে স্থানে মালীর হস্ত কাজ করে নাই, যত্নসহকারে যে স্থানে উদ্যান প্রস্তুত হয় নাই, সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষ যে স্থানে রোপিত হয় নাই এবং জল সেচনাদি দ্বারা বর্দ্ধিত হয় নাই, এমন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করিবামাত্র কি এক অপূর্ব্ব সৌরভ প্রাপ্ত হওয়া গেল, মন প্রাণ আকুল হইল। তখন অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম, কোথা হইতে এই সৌরভ আসিতেছে; অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, যে সেই নিবিড় ঘন জঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য কণ্টকাকীর্ণ বন মধ্যে মানুষের শ্রম বিনা একটী সুন্দর পুষ্প বৃক্ষ জন্মিয়াছে, কত মনোহর ফুল তাহাতে ফুটিয়াছে, সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছে, এবং বায়ুহিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বনস্থলি পূর্ণ করিয়াছে। মানুষের যত্নপ্রসূত মনোহর উদ্যান অনেকে দেখিয়া থাকিবেন এবং সে স্থানে নানা প্রকার সুরভী ফুলের গাছও অনেক দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেই কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্যে, সেই দুর্গম অরণ্যের মধ্যে যে স্থানে মালির হস্ত কাজ করে নাই, কেহ কোন দিন ফুলের গাছ রোপণ করে নাই, এমন স্থানে এমন মনোহর ফুলের গাছ দেখিলে প্রাণে কেমন এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়; কেমন আনন্দ উপস্থিত হয়! প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় মনুষ্যের মধ্যেও এই ভাব দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে যাহারা বাল্য কাল হইতে ভালরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাদিগকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা দিবার জন্য সমুচিত ব্যয় করা হইয়াছে; যাহারা সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা চরিত্র গঠিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সদুপদেশ লাভ করিয়াছে, এমন অনেকের উচ্চ জীবন, সাধু চরিত্র এবং গুণাবলী দেখিতে প্রাণে আনন্দ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহার কোন সহায় ছিল না, যাহার বাল্যকালে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ হয় নাই, সদ্দৃষ্টান্ত ও মহৎ জীবনের ঘটনাবলী যাহার চক্ষের সম্মুখে কেহ কখন ধরে নাই, সদুপদেশ কেহ দেয় নাই, ধন, বিদ্যা, সহায় সম্পদ এ সমস্ত কিছুই যাহার ছিল না, আজ সে নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, অধ্যবসায়গুণে, চরিত্র গুণে, কেবল নিজের চেষ্টা এবং নিজের যত্নদ্বারা আপনার অবস্থার উন্নতি করিতেছে, সংসারে দশ জনের এক জন হইয়াছে; ইহা দেখিলে কি অধিকতর আনন্দ উপস্থিত হয় না? প্রাণে কি এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় না? আজ যাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমরা এ স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি, যাঁহার পরকালের মঙ্গলোদ্দেশ্যে শোকসন্তপ্ত পুত্রের সহিত আমরা আজ প্রার্থনা করিতেছি, যাঁহার সম্পূর্ণ জীবনের ঘটনাবলী, ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়া পুত্র কন্যার চক্ষে জল বহিতেছে, অসহায়া স্ত্রীর হৃদয় অসহ্য শোক দহনে দগ্ধ হইতেছে; তাঁহার যে ক্ষুদ্র জীবন আমরা শুনিলাম, ইহাতে কি উপদেশ কিছু নাই? মানুষ পাঁচ বৎসর বয়সের সময় গৃহত্যাগী হইয়া আপনাকে কত বড় করিতে পারে, তাঁহার দৃষ্টান্ত আমরা ইহাতে দেখিতে পাইতেছি। যদিও ইহা জগতের ইতিহাসে লিখিতে পারা যায় না; কিন্তু সেই জঙ্গলের মধ্যে সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্যে যেমন প্রস্ফুটিত ফুল দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম, যে মনোহর সৌরভ পাইয়াছিলাম, ইহার জীবনেও সেইরূপ অনেক সদ্গুণের উন্মেষ দেখিলাম। বাল্যকাল হইতেই যে সাহস করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে সেই ত মানুষ। এ সংসারে কত অপদার্থ, কাপুরুষ দেখিয়াছি, যাহারা সামান্য দারিদ্র্যের ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এইযে সামান্য জীবন বৃত্তান্ত আমরা শুনিলাম, বাল্যে যৌবনের দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞার বল দেখিলাম, আপনার উপর নির্ভরের ভাব দেখিলাম, ইহাকি প্রশংসার উপযুক্ত নহে, ইহাকি গভীর উপদেশের স্থল নহে? আত্মীয়ের বাক্যে অপমানিত বোধ করিয়া ইনি যে একাকী সংসারে ভাসিয়াছিলেন, ডুবিবার জন্য নহে? কিন্তু জয়যুক্ত হইবার জন্য। পৃথিবীতে সহায় ছিলনা, সম্বল ছিল না, শিক্ষালাভের উপায় ছিল না, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা, বুদ্ধি, যত্ন, চরিত্র ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া সংসারে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ইহাই ত প্রকৃত মহত্ত্ব, ইহার মূল্য যে অনেক। তৎপরে দেখিয়াছি যে কেবল নিজ অবস্থার উন্নতি করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। যেমন তাঁহার কৃপাতে শুভদিন উপস্থিত হইল, অমনি কর্ত্তব্যপালনে কেমন ব্যগ্রতা। নিজের উপযুক্তরূপ, শিক্ষার সুবিধা হয় নাই, বলিয়া নিতান্ত ক্লেশ অনুভব করিতেন; ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে উন্নতির বাসনা প্রাণে বড়ই গভীর ছিল, সেই দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য, সন্তানদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিবার জন্য, এদেশে যতদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষা সম্ভব সন্তানদিগকে তাহা দিতে ক্রুটী করেন নাই, এবং ক্ষণ-কালের জন্য সে অর্থ-ব্যয় করিতে পশ্চাৎ পদ হন নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে আমি উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কত ক্লেশ ও দারিদ্র্যে জীবন কাটাইয়াছি, সন্তানদিগকে যথোচিত শিক্ষা দান করিতে যদি আমি সর্ব্বস্বান্ত হই তাহাও ভাল। ধনকে ধন বিবেচনা না করিয়া এই যে কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান, এই যে অনুকরণযোগ্য বাৎসল্য এই যে কর্ত্তব্য সাধনের ইচ্ছা, ইহাতে কি জগৎপিতার মঙ্গল ভাব প্রতিফলিত হয় নাই;—সাধুতা কি ইহাতে দৃঢ়রূপে নিহিত ছিল না? জীবনে তিনি কখনও ঋণ করেন নাই!—এ কি দৃঢ় মনুষ্যত্ব! সেই প্রতিজ্ঞাবলে একাকী অসহায় অবস্থায় সাহস করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দরিদ্র অবস্থার উন্নতি করিয়া সন্তানগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আবার সেই প্রতিজ্ঞার বলেই আপনাকে চির দিন ঋণমুক্ত রাখিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার জীবনে এমন একটী দিন যাইত না, যে দিন আহ্নিক, উপাসনা না করিতেন, [একটী দিনের

জন্যও পরকালের চিন্তা আত্মার সদগতির চিন্তা তিনি বিস্মৃত হন নাই। আর একটী সুন্দর গুণ এই ছিল যে, তিনি যথার্থ পিতার ন্যায় ছিলেন। তিনি প্রেমের দ্বারা পরিবার শাসন করিতেন। কোন কাজে সংসারের কাহারও মত লওয়া হয় নাই, এমন কথা বলিতে কখনও কাহাকে অবসর দিতেন না। বড় বড় উপদেশ যাঁহারা পাইয়াছেন,সাধুজীবন যাহাদের পথ আলোকিত করিয়াছে, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। কিন্তু নির্জ্জনে, জগতের অজ্ঞাতসারে, আপনার উপর নির্ভর করিয়া জগতে কেমন করিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহা কি আমরা আজ শিখিতে পাইতেছি না! আমরা কি লজ্জিত হইব না; আমরা কত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি জানি না এ সকল গুণের কত আমাদের নাই। আজ জগদীশ্বরের কৃপায় পরিবার মধ্যে তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া থাক। আমাদের আত্মা শিক্ষালাভ করুক। তাঁহার কার্য্যের চিহ্ন, তাঁহার কথা স্মৃতিতে পড়িয়া থাক। তাঁহার গুণাবলী পরিবারে পড়িয়া থাক। এই জন্যই মৃত্যু উপদেশ দেয়। মৃত্যুতে মৃত ব্যক্তির গুণাবলীর নবজীবন হয়। জীবদ্দশায় হয়ত কেহ তাঁহার এক আধটি ছোট ত্রুটি দেখিয়া থাকিবেন, কখনও হয়ত একটী কর্কশ কথায় কাহারও মনে ক্লেশ হইয়া থাকিবে,—কিন্তু আজ আর তাহা নাই; তাঁহার ত্রুটি আজ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি,তাঁহার গুণাবলী আজ নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, হৃদয়কে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই জনাই ঈশ্বর মৃত্যুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিয়া, পবিত্র করিয়া নিজের সঙ্গের যোগ্য করিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য মৃত্যু প্রেরণ করিয়া থাকেন। আমরা যেন এই অমূল্য উপদেশ বিস্মৃত না হই, ঈশ্বর করুন এই গভীর উপদেশ আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া থাক। তাঁহার গুণাবলীর দ্বারা অগ্রসর হইবার জন্য সকলকে সমর্থ করুন। যিনি প্রলোভনে স্থির রাখিয়াছিলেন, যিনি বিঘ্ন বাধা হরণ করিয়াছিলেন, তিনি পরকালেও তাঁহাকে চরণে স্থান দিবেন। পৃথিবীতে তিনি ঈশ্বরকে ভাল করিয়া জানিতে পারেন নাই, তাঁহার মত কুসংস্কারে জড়িত ছিল, কিন্তু ইহ কালে যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন পরকালেও তিনি চরণে আশ্রয় দিবেন। যিনি কর্ত্তব্য কার্য্য এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যাঁহার ধর্ম্মে এমন মতি ছিল, তিনি নিশ্চয় তাঁহার চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন। ঈশ্বর আজ আমাদের বন্ধুর পরলোকগত পিতার আত্মাকে অনন্তকালের জন্য আশ্রয় দিয়া অনন্তসুখ ও অনন্ত শান্তি প্রদান করুন।"

বোয়ালিয়া হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন লিখিয়াছেন "শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল এখানে থাকিয়া গতকল্য এস্থান পরিত্যাগ করিয়া সৈয়দপুরে গিয়াছেন। প্রচারক মহাশয়দিগের এখানে অবস্থিতি কালে প্রায় প্রতি দিবসই স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের সভা এবং অপরাপর ভদ্র লোকের বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে, তাহাতে অনেকের বিশেষ উপকার হইয়াছে। "ভারতে বর্ত্তমান আন্দোলন" এবং "উপাসনা-তত্ত্ব" এই দুইটী বিষয়ে নবদ্বীপ বাবু এখানে বক্তৃতা করেন; অতি সহজ এবং সরল ভাষায়, বক্তা উপস্থিত সভ্যদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান সময়ের কুতর্ক সকল নিতান্ত ভ্রমাত্মক। অনেকে এ উভয় বক্তৃতা হইতে যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অঘোর বাবু এবং আমাদিগের স্থানীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র রাজপথে সাধারণ লোকের জন্য বক্তৃতা করেন। আমরা সকলে মিলিয়া নগরের মধ্যস্থলে সংগীত ও সংকীর্ত্তণ করি। প্রচারক মহাশয়দিগের আগমনে আমরা বড়ই উপকৃত হইয়াছি।"

আমরা সমালোচনার্থ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত এবং "হিন্দুশাস্ত্র(জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড) নামক দুই থানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম থানি আর্য্যদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ২য় থানি শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রণীত। দুইথানি গ্রন্থ সম্বন্ধেই একটু বিস্তৃত সমালোচনার আবশ্যক; এজন্য আমরা এখন বিশেষ সমালোচনা করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে আবশ্যক মতে এই দুইথানি গ্রন্থেরই সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

ধর্ম্ম-বন্ধু—পূর্ব্বে এই পত্রিকা খানি ১ ফরমা আকারে মাসে মাসে দুইবার করিয়া বাহির হইত। গত বৈশাখ মাস হইতে ইহা মাসিক তিন ফরমা করিয়া বাহির হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনে যেমন বাহ্যিক আকার গত বিশেষ উন্নতি হইয়াছে,তেমনি ইহার লেখা প্রভৃতির ও বিশেষ পরিপাট্য সাধিত হইয়াছে। আমরা জানি এই পত্রিকা দ্বারা যুবক এবং ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তনসাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রগণ ইহাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকেন। এই পত্রিকা থানির উন্নতি দর্শনে আমরা সুখী হইলাম।

প্রেরিত।

এক জন ভক্তি ভাজন ব্রাহ্মের জীবনের একটী কথা অদ্য স্মরণ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার এই ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মসমাজটা আর কিছুই নয়, কেবল কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি সভা করিয়া"সুরা ও মাংস" আহার করে। এ অনেক দিনের কথা। সকলেই বলিবেন বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস প্রচার হইতেছে, এখন ওরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। কিন্তু সম্প্রতি কার্য্যোপলক্ষে জেলামুর্শীদাবাদের অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে গিয়াছিলাম। তথন এই গ্রামের কয়েকটী ভদ্রলোকের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী ও সামাজিক রীতি নীতি বিষয়ে আমার যে কিছু অভিজ্ঞতা আছে,তাহা উক্ত ভদ্রলোক দিগকে বলি। আলোচনা শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা

বলিলেন "আপনি যে কথা বলিতেছেন এত উত্তম ধর্ম্ম। এইরূপ ধর্ম্ম যদি দেশে প্রচার হয় তাহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব। কিন্তু আমরা ত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এরূপ জানিনা, আমরা জানিতাম ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা মদ গোমাংস, কুক্কুট মাংস খায়, তাহাদের মধ্যে বিবাহের কোন বিধি ব্যবস্থা নাই ব্রাহ্মেরা কোন ধর্ম্ম মানেনা, তাহারা নাস্তিক, তাহারা স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু অদ্য আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। আমরা বেশ বুঝিলাম "ব্রাহ্মধর্ম্ম" উত্তম ধর্ম্ম। ইহার উপাসনা প্রণালী ও বিবাহ ও অনুষ্ঠানাদির কথা শুনিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। তবে জাতিভেদ সম্বন্ধে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। যাহা হউক আমাদের অনুরোধ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয় গণ যদি সময় সময় আমাদের এখানে আসিয়া ধর্ম্মের কথা বলেন, আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।"

কেবল একটী স্থানে নহ, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিতে পাইবেন। দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি ভাবিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বলিতেছেন "ব্রাহ্মেরা নাস্তিক কেহ বলিতেছেন, ব্রাহ্মেরা সুরাপায়ী কেহ বলিতেছেন ব্রাহ্মেরা খৃষ্টান" এরূপ কেবল বিদ্বেষ পরবশ হইয়া সকলে বলিতেছেন, তাহা নয় বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। যখন সরলভাবে বুঝান যায় সকলেই বুঝিতে পারেন এবং এ ধর্ম্মকে উত্তম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন ইহাতেও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ প্রচার করিবার জন্য আমাদের প্রাণ মন উৎসাহে মত্ত হইবে না? ভাইসকল! সময়আসিয়াছে; ব্রাহ্ম নাম সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য আমরা গ্রামে গ্রামেপল্লিতে পল্লিতে দীন ভাবে ভ্রমণ করিব। যেখানে যে ব্রাহ্ম বন্ধু আছেন সকলের নিকটেই বিনীত ভাবে জানাইতেছি, দেশের সর্ব্বসাধারণ লোক যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল জানিতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা পবিত্র ধর্ম্ম জানিয়া সুখী হইব, আমরা প্রভু পরমেশ্বরের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব, আর দেশবাসী সহস্র সহস্র নর নারী দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করিবেন দেখিয়া কি প্রকারে সুস্থির থাকিব। আমরা সত্যের সুসমাচার সর্ব্বত্র প্রচার করিব প্রভুর মহিমাকে জয়যুক্ত করিব! যেমন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে ব্রাহ্মসমাজ অন্নবস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছেন কতশত দীন দুঃখী ভ্রাতা ভগ্নির আশীর্ব্বাদ বাক্য ব্রাহ্ম সমাজের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টির ন্যায় পড়িতেছে, সেইরূপ সহস্র সহস্র দীনাত্মার সেবা করিবার বড় আবশ্যক হইয়াছে। পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নর নারীর আত্মার কল্যাণ সাধন করিবার জন্য ব্রাহ্ম-সমাজ দায়ী। যদি এ দেশের একটী ক্ষুদ্র পল্লিতেও এমন একটী লোক পাওয়া যায়, যিনি বলিতেছেন সুরাপান করা এবং মাংস ভক্ষণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তবে তাহার জন্য কে দায়ী? আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজই তাহার জন্য দায়ী। কেহ বলিবেন প্রচারক গণই এ কার্য্যের ভার লইয়াছেন, তাঁহারাই দায়ী। তাহা হইলে বলিব প্রত্যেক ব্রাহ্মই প্রচারক। ব্রাহ্ম সাধারণই ইহার জন্য দায়ী। আমরা কি এই গুরুতর দায়িত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া তদনুসারে কাজ করিবার জন্য একত্র হইবনা। ৩টী সমাজের মিলনের কথা হইতেছে। মিলনের যদি কোন সম্ভাবনা থাকে, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহা এই। আসুন যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলসত্য এক পরব্রহ্মের পূজা একমেবাদ্বিতীয়মের মহিমা দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট প্রচার হয় তাহার জন্য আমরা সম্মিলিত হই। আমাদের একই প্রভু আমাদের কাজ কেবল তাঁহারই মহিমাকে জয়যুক্ত করা। ইহাতে অমিল কেন? আমরা ত কোন পরিমিত বস্তুর উপাসক নই নয় আমরাত কোন ব্যক্তি বিশেষের মহিমা প্রচার করিতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিনাই। আমারা ত আমাদের নিজের নিজের যশকীর্ত্তি প্রচার করিবার জন্য এ ধর্ম্মে আসি নাই। এরূপ কার্য্য করিতে চাহিলে, আমরা অনেক উপায় পাইতাম, পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিতাম। কিন্তু আমরা এক দিনের জন্যও তাহা ইচ্ছা করি না। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শান্তির রাজ্য প্রেমের রাজ্য মিলনের রাজ্য। সেই "শান্তং শিবমদ্বৈতং" পবিত্র দেবতার মহিমাকেই জয় যুক্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। ব্রাহ্ম সমাজই ঈশ্বর প্রেরিত নব বিধান। সঙ্কীর্ণতা ইহার ত্রিসীমায় আসিতে পারিবেনা।

একজন ব্রাহ্ম।

জীবন চরিত।

এ পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে, মহাত্মাগণের জীবনচরিত বড় ও ছোট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৎ পাঠে অনেক জ্ঞানী বিজ্ঞ ও সাধুলোক তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। মহাত্মাগণ মাতৃক্রোড়ে কিরূপে খেলা করিয়াছেন, পরে পাঁচ বৎসর বয়সের সময় কেমন করিয়া ধর্ম্মভাব, ঈশ্বরভক্তি, দয়া, প্রেম ও বিবেক ইত্যাদি স্বর্গীয় ভাব সমুদায় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিল, আবার বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে কেমন তাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া, অবশেষে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, ইত্যাদি পাঠ করিয়া বা শুনিয়াও প্রীতি, জ্ঞান এবং ধর্ম্মলাভের পিপাসা প্রবল হয় সত্য; কিন্তু ইহাতে জগতের আংশিক ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করে কৈ? পাপী, সাধু ও জ্ঞানী মূর্খ উভয় প্রকারের লোকের হিতসাধন হইল কৈ? ঐ সকল জীবনী ত কেবল বিজ্ঞ জ্ঞানী ও সাধুলোকদিগকে উৎসাহিত ও গন্তব্য পথে অগ্রসর করে মাত্র; কিন্তু অশিক্ষিত ও অজ্ঞান, এবং পাপাচারী দুর্ব্বৃত্তদিগের জন্য কি পুস্তক আছে? জগতের মঙ্গল কামনা সকলেই করেন সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অজ্ঞাধিক লোকের জন্য চিন্তা অনেকেরই কম দেখিতে পাই। কি দেখিয়া পাপী পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা কি চিন্তা করিব না? তাঁহাদের নিকট রাজা রামমোহন রায়ের যিশু খৃষ্ট, পার্কার, লুথার, বুদ্ধ, চৈতন্য, ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির

জীবনী পাঠ করিতে দি'ন বা পড়িয়া শুনান, হয়ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবে বা শুনিবে, কেহ কেহ হয়ত চক্ষের জলেও বুক ভাসাইবে, কোথাও বা কাহারও প্রাণে একটু জলন্ত আগুণ প্রবেশ করিবে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সব নিবিয়া যাইবে; নিজ নিজ জীবনের দিকে চাহিয়া নিরাশ ও ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িবে। ভাবিবে 'অমুকের' মা ছোট বেলায়ই এমন করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাই তাহারা এত উন্নত, আমাদের মা এমন করিয়া শেখানও নাই, আমাদের কিছু হবেও না'। অথবা 'অমুকের প্রাণে ছোটবেলাই কোথা হইতে ধর্ম্মভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে, পাপ কর্ম্ম করে নাই, তাই সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছে। আমি একে মুর্খ তায় কতই পাপ কার্য্য করিয়াছি, আমার আর ধর্ম্ম হইতেই পারে না'। ঠিক এই ভাবে তাহাদের প্রাণে যেসব কথা প্রবেশ করিয়াও নানাভাবে বাহির হইয়া যায়। বাস্তবিক ইহা কল্পনার কথা নয়। অনেকেরই মুখে এসব কথা বলিতে শুনিয়াছি। এমন কি আমিও একজন এই শ্রেণীরই লোক। আমার নিজের প্রাণে উপরোক্ত ভাব আসিয়া অনেক সময় আমাকে নিরাশার জলে ডুবাইতে চাহিয়াছে। তাই আজ সকলের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর লোককে বড় বড় বই পড়িতে দাও, আর সমস্ত জীবন বসিয়া সহস্র সহস্র বক্তৃতা শুনাও কিন্তু স্থায়ী ফলের আশা কোথায়? "Example teaches, better than precepts"। বোধহয় এই জন্যই অশিক্ষিত অজ্ঞান পাপাচারীদের অধিকাংশই, এ সংসারকে ঠিক সংসার মনে করিয়া নিশ্চিন্তে বাস করিতেছে। বড় বড় কথা, বড় বড় উপদেশ, বড় বড় ধর্ম্মজীবনের ভাব, হৃদয়ে ধারণ এবং গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া ধর্ম্মেতে মন প্রবেশ করাইতে পারিতেছে না। পাপ করিয়াও যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব, পাপী তাহা চিন্তা করিতেও পারে না। কারণ সে, উক্ত জীবন সকলে পাপের এবং পাপান্তে পুণ্যজীবন লাভের নামগন্ধও পায় না। তবে ইহাদের জন্য কি করা উচিত চিন্তা করা আবশ্যক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা বলিতেই এই পত্র লিখিতেছি সকলের ভাল লাগিবে কি না সে দিকে দৃষ্টি করা আবশ্যক মনে করি নাই। আমার বিবেচনায় অজ্ঞান ও পাপাচারীদের জীবনোপযোগী কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা শিশু কালে সংসর্গদোষ বা ঘটনাচক্রে পড়িয়া নিতান্ত পশ্বাচারী দুশ্চরিত্র এবং মূর্খ হইয়াও দয়াময়ের কৃপায় অবশেষে জ্ঞান সত্য ও ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এরূপ ২।৪ টী ঘটনা জানিতে পারিলে তাহাদের আশা হইবে এবং নিজ নিজ জীবনকে সেই সেই রূপে মুক্তির পথে অগ্রসর করিতে সচেষ্ট হইবে।

অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায়, যদি কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মন হটাৎ পরিবর্ত্তিত হইল, সে একটু ধর্ম্মালোচনা করিল, অমনি দশজনে বলিয়া উঠিলেন 'হাঃ পাপী আবার গঙ্গাস্নানে যান'। দুচারি দিন এইরূপ উপহাস শুনিয়া হয়ত তাহাকে 'পুনর্মূষিক' হইতে হয়। সে এমন একটা কিছু সম্বল পায় না, যাহা অবলম্বন করিয়া সাহসের সহিত সমুদায় বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিতে, এবং নিজ জীবনের ধ্রুব মুক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু দেখাইতে পারে। অতএব আমার বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে জানাইতেছি, যে জগাই মাধাই এবং তাহাদের মত কত কত পাষণ্ড দস্যু এবং কত কত পাপাচারী পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারিল, দেখিয়া কি আর পাপীগণ নিশ্চিন্তে বসিয়া বসিয়া পাপাচরণ করিতে পারিবে? নিশ্চয়ই তাহাদের প্রাণ কাঁদিবে ও ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইবে। সুতরাং সাধারণের মধ্যে বহুল রূপে ধর্ম্মভাব প্রবেশাধিকার পাইবে। অতএব উক্ত প্রকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে।

উপসংহারে নিবেদন এই আমি নিজে ভাল ইতিহাসজ্ঞ বা পুরাণজ্ঞ নই। এমন কি আমার বিদ্যাবুদ্ধিও তদ্রূপ, তাই নিজে উক্ত কার্য্য হস্তার্পণ করিতে নিতান্ত অক্ষম মনে করি। অতএব কলিকাতাস্থ এবং মফস্বলের ব্রাহ্মসাধারণের নিকট আমার নিবেদন যে যদি কেহ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উক্ত কার্য্যে ব্রতী হন নিশ্চয়ই সমাজের মহদুপকার সাধিত এবং জগতে দয়াময়ের নাম ধন্য হইবে।

বরিশাল	}	নিবেদক
২৬ এ ভাদ্র ৫৬	}	শ্রীচণ্ডীচরণ গুহ।

বিহিত সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন,——

আমি বিগত ১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে দুঃখিনী বিধবা দিগের পক্ষ হইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তখন আমার একটুকু আশাও হয় নাই যে আমার পত্রখানি কেহ পাঠ করিবেন কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম, বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু গোপাল চন্দ্র দে ও চক্রবেড়ে প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ উক্ত বিষয়টী সমর্থন করিয়া ক্রমে তত্ত্বকৌমুদীতে আরও দুই খণ্ড পত্র লিখিয়াছেন। সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় দ্বয়ের উৎসাহ বাক্যে হৃদয়ে একটু বল আসিল, তাই আবার ঐ বিষয়ে আরও গুটিকতক কথা লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভরসা করি পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

১৮০৫ শকের ১লা আষাঢ় তারিখের তত্ত্বকৌমুদীর সংখ্যায় লিখিত হয়;—হিন্দু বিধবা দিগের জন্য ত্বরায় একটী আশ্রয় বাটিকা স্থাপিত করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। সেখানে হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্ম্মের নিয়মাবলী রক্ষিত হইবে। হিন্দু সমাজ ভুক্ত ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি দিগের প্রতি তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত থাকিবে। আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত পাঁচ জন ভদ্র লোক যাহাদিগকে সচ্চরিত্র ও উক্ত আশ্রয় বাটিকাতে থাকিবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন তাহাদিগকে সেখানে আশ্রয় দেওয়া হইবে তৎপরে তাহাদিগের কাহাকে বা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার জন্য শিক্ষিত করা হইবে, কাহাকে কাহাকেও বা অপর নানা প্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য শিক্ষাদেওয়া হইবে। ঐ সকল শিক্ষার প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্য থাকিবে (১ম) যাহাতে

বিধবাগণ উত্তর কালে স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা আপনাদের ভরণ পোষণ করিতে পারেন, (২য়) যাহাতে তাঁহারা নানা প্রকার সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের কল্যাণ ও নিজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। এই স্থান হইতে যদি কাহারও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় এবং তিনি যদি পরিণীতা হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি পরিণীতা হইবেন। যাহাদের বিবাহ ঘটিবেনা অথবা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অবিবাহিতা থাকিবেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শিক্ষার গুণে স্বীয় শ্রমের দ্বারা সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। ব্রাহ্ম দিগের মধ্যে যাহারা বিধবা বিবাহে উৎসাহী তাঁহারা এই আশ্রয় বাটিকার সাহায্যার্থ সাহায্য করিবেন। যদি এই রমণী দিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনুরাগী হন এবং মুক্তির জন্য ব্যাকুল হন, তাহা হইলে দেশের অন্যান্য পুরুষ যে ভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ ও পালন করিয়া থাকেন সেইরূপ তিনিও করিবেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। তার পর কয়টী বিঘ্ন স্বরূপ কয়েকটী আপত্তি ঐস্থানে উল্লিখিত হয়।

ঐসনের ১৬ আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু কালী চরণ চট্টোপাধ্যায় বরাহ নগর হইতে কয়েকটী আপত্তি খণ্ডন করিয়া যে পত্র লেখেন তাহার শেষ ভাগে এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিল;—"হিন্দু বিধবাদিগের জন্য আপনার প্রস্তাবিত রূপ একটী আশ্রয় বাটীকা প্রস্তুত হওয়ার আবশ্যকতা আমরাও অনেক দিন যাবত অনুভব করিয়া আসিতেছি। অর্থাভাবকে আমরা একার্য্যের কিছুমাত্র অন্তরায় মনে করি না। যদি অন্ততঃ এক ব্যক্তিও একার্য্যের জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে, অনায়াসেই ইহার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। একণে কথা এই যে, হতভাগিনী হিন্দুবিধব দিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আপনার জীবন মন সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইবে কে? যদি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ একার্য্যের জন্য প্রস্তুত না হন, তবে হিন্দুসমাজ সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তির দ্বারা যে একার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে এরূপ আশাকরা যায় না। এ অবস্থায় দুর্ভাগিনী হিন্দু বিধবাগণ আর কাহার মুখ পানে তাকাইবে?

উপরি উক্ত কয়েক কথা নিষ্পত্তি হইতে এবং সাধারণ ব্রাহ্ম ও হিতৈষী সহৃদয় মহোদয়গণের মত হইতে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে দুঃখিনী বিধবাদিগের জন্য প্রস্তাবানুযায়ী একটী আশ্রয় বাটিকার নিতান্ত আবশ্যক। উল্লিখিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে গেলে, নানা স্থান হইতে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাহা স্থির নিশ্চয়। কিন্তু আমরা যদি প্রভুর কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অগ্রসর হই, তবে কিছুতেই আমাদিগকে পশ্চাৎ পদ করিতে পারিবে না।

বিনয়াবনত,
শ্রীবিনোদবিহারী রায়,
পচম্বা।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু	শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	১২)
"	ভুবনমোহন দাস	ভবানীপুর	১০
"	বিপিনবিহারী রায়	মানিকদহ	৩৲
"	আনন্দমোহন বসু	কলিকাতা	১২)
ডাক্তার	মোহিনীমোহন বসু	ঐ	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু	কেদারনাথ রায়	ঐ	২)
"	যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	ভবানীপুর	৫)
"	হরকুমার রায় চৌধুরি	কলিকাতা	১।০
"	দুর্গামোহন দাস	ঐ	১২)
"	গুরুচরণ মহলানবিস	ঐ	৪)
"	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরি	ঐ	৩)
"	পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সিমলা	২)

প্রচার মাসিক।

শ্রীযুক্ত বাবু	অভয়চরণ দাস	কলিকাতা	৬)
"	অভয়শঙ্কর দাস	ঐ	।৵০
"	ফণিন্দ্রমোহন বসু	ঐ	১০
"	শিবচন্দ্রদেব	কোন্নগর	১২)
"	কালীশঙ্কর সুকুল	কলিকাতা	২।০
"	পরেশনাথ সেন	ঐ	২)
"	কালীকুমার ঘোষ	ঐ	১।০
"	উমেশচন্দ্র দত্ত	ঐ	৩)
"	মোহিনীমোহন বসু	ঐ	৫)
"	শ্যামলাল ঘোষ	ঐ	[illegible]
"	অদ্বৈতচরণ মল্লিক	ঐ	[illegible]
"	ভুবনমোহন দাস	ভবানীপুর	[illegible]
"	বিপিনবিহারী ঘোষাল	কলিকাতা	।০
"	রসিকলাল পাইন	ঐ	৩)
"	সীতানাথ দত্ত	ঐ	২৸০
মিঃ	মজুমদার কোং	ঐ	১২৲
শ্রীযুক্তবাবু	বিপিনবিহারী রায়	মানিকদহ	৬)
"	রামপুরহাট ব্রাহ্ম-সমাজ		৮।৵০
"	আনন্দমোহন বসু	কলিকাতা	১৩৮)
শ্রীমতী	অম্বিকাদেব	কোন্নগর	২)
শ্রীযুক্তবাবু	বিপিনচন্দ্র পাল	কলিকাতা	১।০
"	যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	১॥০
"	ত্রৈলোক্যনাথ দেব	ঐ	১)
"	গোপালচন্দ্র মিত্র	ঐ	৸০
"	ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	দার্জ্জিলিং	২৪)
"	দুর্গামোহন দাস	কলিকাতা	১৪৫৲
"	হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঁটরা	॥০
"	উমাপদ রায়	কলিকাতা	২)
"	ভুবনমোহন ঘোষ	ঐ	৪)

কলিকাতা, সিমলা, ২০ নং সুকিয়াষ্ট্রীট বিজ্ঞান যন্ত্রে শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ। ১২শ সংখ্যা।	১৬ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে বিধাতা! তুমি ত উদাসীন ঈশ্বর নও। তুমি মানব-জীবনের কঠোর পরীক্ষা ও সংগ্রাম হইতে দূরে থাক না। তুমি আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সাক্ষী। কেবল সাক্ষী নও প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গী। আমাদের জীবন যে মধ্যে মধ্যে এত শুষ্ক হইয়া যায়, সে কেবল এই জন্য, যে আমরা তোমাকে সঙ্গী বলিয়া অনুভব করিতে পারি না; তোমার সহিত যে নিকটতম মধুর সম্বন্ধ তাহা প্রতীতি করিতে পারি না। তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াও তোমার আদেশে মানুষ যে কাজ করে, সে কাজ করিয়া সে কখনও পরিশ্রান্ত হয় না; তাহাতে তাহার হৃদয়কে মধুময় করে। হে প্রভো! তোমার বিশ্বাসী সন্তানের নিকটে তোমার আদেশ পালনের ন্যায় সুখের ব্যাপার কি আছে? কর্ত্তব্য কার্য্য কি তাহার নিকটে কখনও তিক্ত বোধ হয়? তোমার পুণ্যময় আবির্ভাব যেখানে, তোমার মধুর সহবাস যেখানে, তোমার স্নেহক্রোড়ের আশ্রয় যেখানে, সেখানে সমুদয় মধুর, সমুদয় শান্তিপ্রদ। দীনবন্ধু! এই ভাবে আমাদিগকে একবার আশ্রয় দেও।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি সুন্দররূপে নিহিত না হইলে মানুষ অধিক দিন তদুপরি দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। অনেক লোক ক্ষণিক উৎসাহের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, অনেক সময় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবেশ করেন। কোন একটী বিশেষ কারণে তাঁহাদের চিত্ত হঠাৎ আন্দোলিত হইল, হঠাৎ হৃদয় মধ্যে এক প্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল; কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত আলাপ হইয়া হঠাৎ মন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। ভাবের উপর নির্ভর করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, ভাবের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংসারে অনেকের অনেক অবস্থাতে পড়িতে হয়, প্রতিকূল ঘটনা সকলের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রাম সময়ে সময়ে এত গুরুতর ও কঠিন হয়, যে মানবের বিশ্বাসের ভূমি গুরুতররূপে আন্দোলিত হইয়া যায়। তখন এই সকল লোকের সুস্থিররূপে দণ্ডায়মান থাকা দুষ্কর। যে ভাবস্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছিলেন সেই ভাবস্রোতেই হয়ত আবার দূরে গিয়া পড়েন। এইরূপ কত লোককে আসিতে ও যাইতে দেখা গেল।

যাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সুদৃঢ় নয়, তাঁহার আর একটী বিপদ আছে। সংসারের সহিত কঠোর ঘর্ষণে ও প্রতিকূল ঘটনা সকলের সহিত সংগ্রামেই যে তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা তাহা নহে, এই ভারতবর্ষে তাঁহাকে নিরন্তর আর এক প্রকার বিপদে পড়িতে হইবে। এই ভারতবর্ষ বিবিধ ধর্ম্মভাবের ক্রীড়া-ক্ষেত্র। এখানে এক দিকে যোগিদিগের অদ্বৈতবাদ অপর দিকে ভক্ত বৈষ্ণবদিগের উচ্ছ্বসিত প্রেম। এখানে ধর্ম্মের এক এক অঙ্গ বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়া এক একটী সম্প্রদায় সেই অঙ্গ যেমন বিশেষরূপে সাধন করিয়াছেন, এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না; আধ্যাত্মিক ভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও তদ্বিষয়ক সূক্ষ্মতম জ্ঞান এখানে যেমন প্রস্ফুটিত দেখা যায়, এমন আর অন্যদেশে দেখা যায় না। অতএব এদেশে ধর্ম্মের একাঙ্গ লইয়া এক একটী সাধন প্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে এবং আমাদের চারিদিক দিয়া সেই সকল একাঙ্গ সাধনের স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল প্রবল স্রোতের মধ্যে সুস্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাদিগকে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। ইহা কি একটা সহজ কথা! বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে যাঁহার চরণদ্বয় প্রোথিত হইয়াছে, তিনি এই সকল প্রবল স্রোতের মধ্যে সুস্থিররূপে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন। এই কারণে দেখিতেছি, অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুমহৎ, ও পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য স্থির রাখিতে না পারিয়া একটা না একটী স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সকল যাহাতে সুদৃঢ়রূপে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদিগের মনে মুদ্রিত হয়—এরূপ উপায় অব-

লজ্জিত হওয়া উচিত। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিম্বা ব্রাহ্ম পরিবারে যে সকল বালক বালিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ সত্য সকল শিক্ষা দিবার সদুপায় বিধান করা নিতান্ত উচিত। এই কারণে কলিকাতার ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের অন্তর্গত যে তিনটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে, তাহার আবশ্যকতা আমরা বিশেষ অনুভব করি। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে ইহার অনুরূপ শ্রেণী খুলিয়া যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। উক্ত শ্রেণীত্রয়ের বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল।

ধনের উপার্জ্জন অপেক্ষা ধনের সদ্ব্যয় করা কঠিন কাজ। একজন বুদ্ধিমান লোক বিদ্যা বুদ্ধির বলে বা স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু সেই উপার্জ্জিত অর্থ সমুচিতরূপে ব্যয় করা বিশেষ বিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সে বিজ্ঞতা অনেক লোকের দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এক ব্যক্তি মাসে মাসে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করে, অথচ কিরূপে সেই অর্থ রক্ষা ও তাহার সদ্ব্যয় করিতে হয় সে জ্ঞান যদি তাহার না থাকে, তাহা হইলে তাহার রাশি রাশি অর্থ ঘরে আনিয়া লাভ কি? সে এক দিক দিয়া আনে আর এক দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়; বরং তদীয় অর্থের দ্বারা জগতের অকল্যাণই ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে ধর্ম্ম-সমাজেরও কিঞ্চিৎ উপদেশ লইবার আছে। ধর্ম্মসমাজ সকল যখন ধর্ম্মোপদেশ দিয়া লোক সকলকে আকৃষ্ট করেন, তখন তাঁহাদেরও এই প্রকার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। লোকদিগকে আকৃষ্ট করা সহজ কিন্তু যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া আসেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করা ও তাঁহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা অতি দুষ্কর। কিন্তু তাহা না করিতে পারিলে লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাতে ফল কি? অতএব ব্রাহ্মসমাজ লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিবেন, যাঁহারা সমাজ মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য ততোধিক যত্ন করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না। এ কথা যথার্থ যে ব্রাহ্মসমাজে এখনও কাজ করিবার লোকের সংখ্যা অতি অল্প, সে জন্য আমরা কোন বিভাগেই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাঁহারা সমাজ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারা আবশ্যক তাহা সমুদায় করিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের বিবেক দুর্ব্বল। আমাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রবল হইলে কোন না কোন উপায়ে আমরা এই কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম।

পূর্ব্বোক্ত উপদেশটী আমরা আর এক বিষয়ে লাগাইতে পারি। কিছুদিন হইতে একটী দুইটী করিয়া অনেকগুলি হিন্দু-বিধবা ব্রাহ্মদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা একণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছেন। যাঁহাদের স্কুলে যাইবার বয়স আছে, তাঁহাদের কেহ কেহ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কিন্তু অনেকের সেরূপ শিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা হইতেছে না। এই সকল রমণীর শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় বা আশ্রয়বাটিকা নাই; কতদিনে যে হইয়া উঠিবে তাহা এখনও বলা যায় না। ইঁহাদের শিক্ষার কোন প্রকার সদুপায় না করিতে পারিলে, ইঁহাদের প্রতি আশ্রয়দাতাদিগের যে কর্ত্তব্য তাহা পালিত হইবে না। একজন বিধবাকে আশ্রয় দিয়া যদি আমরা তাঁহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় করিতে না পারি, যদি তাঁহাকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার উপায় করিয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে ইঁহাদিগকে স্বগৃহ পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে সাহায্য না করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা হিন্দু-বিধবাদিগকে উদ্ধার করিবার বিষয়ে উদ্যোগী, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে গুরুতররূপে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিধবাকে কি আমরা এই কথা বলিব—"যতদিন তোমাদের বিবাহের পাত্র না জোটে ততদিন তোমরা আলস্যে দিন যাপন কর—এবং কবে পুনর্ব্বিবাহ হইবে সেই ধ্যান কর?" অথবা এই কথা বলিব—"তোমরা জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য ব্যগ্র হও, নিজ হৃদয় মনের উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হও; যাহাতে ভবিষ্যতে নিজ পরিশ্রমের দ্বারা নিজের অন্ন করিয়া খাইতে পার, পরের আশ্রয়ে না থাকিতে হয়, এবং স্বাধীনভাবে পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিতে পার, সে জন্য প্রস্তুত হও?" ইহার কোন্‌টী ধর্ম্মসমাজের উপযুক্ত কথা? আমরা যদি দুইটী বিধবাকে লইয়া এইরূপ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতে পারি তাহা হইলেও ধর্ম্মসমাজের উপযুক্ত কিছু কার্য্য করা হয়। জগদীশ্বর করুন আমরা যেন সমাজের আশ্রিত নরনারীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মনোযোগী হই।

মেঘের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া রামধনুর উৎপত্তি হয় এ কথা সকলেরই অবগতি আছে। কিন্তু আকাশে মেঘ জন্মিলেই ত প্রতিদিন রামধনু দৃষ্ট হয় না। সূর্য্য প্রতিদিনই আকাশে উদিত হইয়া কিরণ জাল বর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তবে সকল দিনই মেঘোদয়ে রামধনু দৃষ্ট হয় না কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায়, যে মেঘ এবং সূর্য্য যে অবস্থায় থাকিলে, যে ভাবে সূর্য্যের কিরণজাল মেঘমালার উপরে পতিত হইলে রামধনুর উদয় সম্ভব, সে অবস্থায় সেই প্রণালী ক্রমে উভয়ের অবস্থিতি না হইলে রামধনুর উদয় সম্ভব নয়। রামধনুর উদয় সম্বন্ধে যে কথা খাটিতেছে, ঠিক মানব প্রাণে ঈশ্বরপ্রেম জন্মিবার পক্ষেও সেই কথা খাটিতেছে। মানবপ্রাণরূপ মেঘমালায় ঈশ্বরের যে কৃপা-কিরণ পড়িলে প্রেমরূপ রামধনুর জন্ম হইবে, সেই কৃপা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। সূর্য্যের বরং উদয়াস্ত আছে, কিন্তু পরম সূর্য্য পরমেশ্বরের কৃপা-রশ্মির বিরাম নাই। আর মানব হৃদয়ও সর্ব্বদাই বর্ত্তমান কিন্তু তথাপি তাহাতে প্রেমমণির জন্ম হয় না কেন? কেন মানুষ ঈশ্বর-প্রীতি হীন হইয়া সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায় পরিতাপ

বৃদ্ধি করে। তাহার কারণ এই যে যেভাবে ঈশ্বর-সম্মুখীন হইয়া থাকিলে, যে ভাবে আকুল প্রাণে ঈশ্বরের কৃপা পাইবার জন্য অপেক্ষা করিলে, তাঁহার কৃপা-কিরণ লাভে মানবহৃদয়ে সুন্দর প্রেমময়ের জন্ম হইতে পারে, মানুষ সে ভাবে আপনাকে অবস্থাপিত করে না। মধ্যে বহু আবরণ এবং জঞ্জাল রাখিয়া দেয়, যাহা ভেদ করিয়া সেই কৃপাকণা প্রাণে লাগিতে পারে না। এমন অসরল অবস্থায় সে আপনার প্রাণকে নিয়া রাখে, যে তখন তাহার প্রাণে সে করুণা-কিরণ লাগিয়া তাহাতে প্রেমের উদয় হইতে পারে না। এ জন্য প্রাণে যখন সেই প্রেমের উদয় হইতেছে না দেখিব, তখন ইহাই ভাবা উচিত যে প্রাণ সেই প্রেম-সূর্য্যের অব্যবহিত সম্মুখীন হয় নাই। পাপাসক্তি, অবিশ্বাস, কুটিলতা, অভিমান প্রভৃতি সেই রশ্মিকে প্রাণে লাগিতে দিতেছে না; অথবা যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে, সেই প্রেমময়ের প্রতি প্রেমোদয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, আমি আপনাকে তদ্বিপরীত অবস্থায় লইয়া গিয়াছি। মানুষ অল্পেতেই ঈশ্বরের কৃপার প্রতি সন্দেহ করে, তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসী হয়। কিন্তু অনুসন্ধান করে না সে আপনাকে সেই প্রেম লাভের উপযুক্ত করিয়াছে কি না? সেই অমূল্য সম্পত্তি লাভের জন্য পৃথিবীর সামান্য ধূলিরাশির ন্যায় তুচ্ছ ধন রত্নের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে কি না। যে ব্যক্তি সামান্য পৃথিবীর মান-মর্য্যাদা, সুখ সুখ্যাতির প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না, তাহার সেই প্রেম পাইবার দাওয়া কি? না পাইলেই বা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিবার অধিকার কি? এ জন্য সর্ব্বাগ্রে আত্মদৃষ্টির সহিত তাঁহার করুণা অবাধে প্রাণের উপর কার্য্য করে কি না, আমি সে সুযোগ প্রদান করিতেছি কি না, ইহাই ভাবা উচিত। যদি এ চিন্তায় মন সদুত্তর প্রদান করে, তাহা হইলে অবিশ্বাস করিতে হয় করিও—সন্দেহ করিতে হয় করিও। কিন্তু নিজের যাহা কর্ত্তব্য তাহা না করিয়াই যে সন্দেহে এবং অবিশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ হয়, ইহাই বিষম অনিষ্টের কারণ।

ধর্ম্মের ভিত্তি কি?

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

বৃহদারণ্যক।

বহু শতাব্দী গত হইল, এই ধর্ম্ম-ভূমি ভারতক্ষেত্রে একজন ব্রহ্মানুরাগিনী আর্য্য নারী তাঁহার স্বামীর নিকটে এই কথা বলিয়াছিলেন যে "যাহাতে আমি অমৃতত্ব লাভ না করি, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" মৈত্রেয়ীর এই কথা শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তখন তাঁহাকে বলিলেন, তবে তুমি ব্রহ্মের সেবা কর, তাহাতেই অমৃতত্ব লাভ হইবে। মৈত্রেয়ী তাহাই করিলেন। বাস্তবিক ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব এই কয়েকটী কথার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। এখন দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি কথা আলোচনা করিয়া আমরা কি পাই। প্রথম দেখা যাইতেছে, সংসার আর ঈশ্বর এ উভয়ের মধ্যে সংসার অসার এবং পরমেশ্বর সারাৎসার পরম সত্য। এ ভাবটি মৈত্রেয়ীর অন্তরে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ সাংসারিক সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ঈশ্বর সেবা-জনিত সুবিমল শাশ্বত সুখের নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণে এক বলবতী স্পৃহা এবং তজ্জনিত আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। এক দিকে যেমন সাংসারিক সুখকে নিকৃষ্ট এবং ধর্ম্মোৎপাদ্য সুখকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝা চাই, অপর দিকে সেইরূপ তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত মনে প্রবল ব্যাকুলতা চাই। নচেৎ আমি বুঝিয়াছি সাংসারিকতা নিকৃষ্ট অকিঞ্চিৎকর অথচ তাহারই সেবায় দিবা রাত্রি পড়িয়া আছি, এরূপ করিলে ধর্ম্মের সেবা করা হয় না। প্রত্যুত অপমান করা হয়।

এখন দেখিতে হইবে মানব অন্তরে কিরূপে ঐ ভাবের উদয় হয়, যদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে সাংসারিকতা কিছুই নয়, কিন্তু ধর্ম্মের পরিচর্য্যাই শ্রেষ্ঠতর এবং সার কার্য্য। ১ম নিত্যানিত্যবোধ অথবা যাহা হিন্দুশাস্ত্রে নিত্যানিত্যবস্তু বিচার নামে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানটীকে সর্ব্বদাই অন্তঃকরণে জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। এই ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া চলিলেই আমরা দেখিতে পাইব, যে সাংসারিকতা ক্ষণভঙ্গুর। অনন্ত বিস্তৃত গগনমণ্ডল যেমন ক্ষণে ক্ষণে নব নব বর্ণে রঞ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, সাংসারিকতা ও সেই রূপ দিন দিন নব নব বর্ণে পরিশোভিত হইয়া মানব মনকে হরণ করিতেছে। জরা, মৃত্যু ব্যাধিতে সংসার রাজ্য দিন দিন শ্রীহীন ও মলিন হইয়া যাইতেছে। বিবিধ প্রকার সন্তাপে সর্ব্বক্ষণই মলিন হইয়া পড়িতেছে; অথচ আমি সংসারপরতার ক্রীতদাস!! এমন অনিত্য অস্থায়ী সুখ ভোগের জন্য হৃদয় মন সর্ব্বাংশে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যাহা এই আছে এই নাই, ইহার জন্য প্রাণ মন বিক্রীত করা কি মূঢ়ের কর্ম্ম নয়? সুতরাং সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা জ্ঞান সর্ব্বদাই আমাদের অন্তরে পরিস্ফুট রাখা আবশ্যক? যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি সংসারপরতা কিছুই নহে। দ্বিতীয়তঃ দেখা উচিত এই সংসারের সেবাই আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি কি না? ইহ লোকই আমাদের সকল কার্য্যের সীমা কি না? যদি তাহা না হয়, যদ্যপি জানিতে পারি যে ইহ লোক ভিন্ন ও এমন কোন প্রদেশ আছে, যথায় মৃত্যুর পরে উপনীত হইতে হইবে, ইহজগতেই যদি আমাদের শেষ না হইল, তবে সামান্য সংসারাসক্তির জন্য অনন্ত কালের সহায় এবং সম্বলকে হারান কি মূঢ়ের কর্ম্ম নয়? তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে, সাংসারিকতা আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে কি না? সংসারে ধন মান উপার্জ্জনের দ্বারা মানুষ প্রকৃত সুখ সম্ভোগ করিতে পারে কি না? ইহার আগে মীমাংসিত হওয়া উচিত যে, আমাদের সুখ এ কথার অর্থ কি? তৎপূর্ব্বে বিবেচ্য যে আমি কি? আমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এ সকলের কিছুই নাই; অতএব ইহাদের সুখে আমার সুখ হইল না। তবে আমি কি? আমি অমর-আত্মা। তাহা হইলে আত্মার সুখই আমার সুখ। তবে দেখিতে হইবে আত্মাই বা কি। আত্মা অনন্তের অমৃতের পুত্র।

অনন্তের দিকে আত্মার গতি এবং বিস্তৃতি, অনন্তের সিংহাসনে আত্মা বিরাজিত। প্রেম পুণ্য পবিত্রতা আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সত্যই আত্মার জীবন। এমন যে আত্মা ইহার পরিপুষ্টি এবং বিস্তৃতিই ইহার সুখ সুতরাং তাহাতেই আমার সুখ। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এ সুখ দিবার ক্ষমতা ধন মান সম্পদ প্রভৃতির আছে কি না? যদি না থাকে, তবে কি আমি শত সহস্র ধিক্কারের পাত্র নই যে আমি সুখের প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অসুখের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে অহরহ পদচারণা করতঃ অশেষ ক্লেশের ভার সহ্য করিতেছি! অথচ তাহাকেই পরম সুখ জ্ঞানে উপভোগ করিতেছি। তাহা হইলে সংসার আমায় প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। তাহা হইলেই দেখা গেল সাংসারিকতা সম্পূর্ণ অনিত্য। তার পর ইহাতেই আমাদের পরিসমাপ্তি নয় এবং ইহা আমাদিগকে প্রকৃত সুখও দিতে পারে না। বাস্তবিক যদ্যপি আমরা এই কয়েকটী বিষয় ভালরূপে বুঝিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের প্রতি আসক্তি কখনই থাকিবে না। প্রাগুক্ত তিনটী উপায়ে সংসার-পরতা যে নীচতা তাহা সহজেই মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইবে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে না হয় এই সকলের আলোচনা এবং বিচার দ্বারা এই জ্ঞান জন্মিল যে সাংসারিকতা অসার, কিন্তু পরমেশ্বরের জন্য মানব হৃদয়ে পিপাসার উদয় হইবে কিরূপে? শূন্যকে পূর্ণ করা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম, এক দিকে যেখানে বিতৃষ্ণা, অপর দিকে সেই-স্থানে অনুরাগের সঞ্চার হওয়া মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বিতীয়, বিশ্ব-বিধাতা অনুক্ষণই হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, মানবের কেশাকর্ষণ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অবসরের প্রতীক্ষায় আছেন। তিনি যেমন দেখিবেন যে পাপীর সংসারাসক্তি ঘুচিয়াছে, অমনি তাঁহার শক্তি তদুপরে অবতীর্ণ হইবেই হইবে। তার পর প্রার্থনা চাই এবং আপনাকে প্রার্থনার উপযোগী করা চাই। তবে ব্যাকুলতার আবির্ভাব হইবে। এই সকল উপায়ের দ্বারা যখন মনুষ্যের এক দিকে নশ্বর পদার্থের প্রতি বীতরাগ এবং অপর দিকে সত্য পুরুষের প্রতি আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে, তখন মানুষ ধর্ম্মকে পাইবার উপযুক্ত হইবে। ধর্ম্ম তখন দাঁড়াইবার স্থান পাইবে ও সুরম্য ধর্ম্মনিকেতনের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত হইবে। হাজার উপাসনা কর, হাজার ধর্ম্মান্দোলনের ভিতর পড়িয়া থাক, দিবারাত্রি সাধু-সঙ্গ এবং সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন কর, ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া দূরে থাক, তুমি ধর্ম্মকে পাইবারও উপযুক্ত নও। বিনা ভিত্তিতে প্রসাদ নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া যেমন বাতুলতা, হৃদয়ে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে যাওয়াও সেইরূপ মূঢ়তা। ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র সারধর্ম্ম, মানব জাতির উপভোগ্য বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ইহা আমরা বুঝিয়াছি এবং সেই জন্যই ইহাকে আশ্রয় করিয়াছি। এমন সনাতন ধর্ম্মকে যদ্যপি আমরা হৃদয়-ক্ষেত্রে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে না দিই, তবে কি আমরা ধিক্কারের পাত্র নই? যদি স্বার্থপরতার মোহের রজ্জুতে আমাদের হৃদয় নিরন্তরই আবদ্ধ থাকে এবং ইন্দ্রিয়োৎপাদ্য নিকৃষ্ট সুখে মন প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, অথচ কেবল আমরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াই, তবে কি আমাদের দ্বারাই ধর্ম্ম কলঙ্কিত হইবে না? আমরা কি বিধাতার নামে কলঙ্ক উদ্ঘোষণ করিতে আসিয়াছি? ধর্ম্ম কল্পনা নয়, ধর্ম্ম জল্পনা নয়, ধর্ম্ম বাহাড়ম্বর নয়, ইহা যেমন সত্য, সেইরূপ ভিত্তি বিনা কোন পদার্থই থাকিতে পারে না ইহাও সত্য। ঐ যে হিমালয় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালা বিস্তার করিয়া গগণমার্গের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, উহারও ভিত্তি আছে, যে রোম নগরীর অনুপম সৌন্দর্য্যে ভূমণ্ডলের দশ দিক্ এক দিন উজ্জ্বল হইয়াছিল তাহারও আধার ছিল। সুতরাং বিনা ভিত্তিতে কোনও জিনিষ থাকিতে পারে না। সকল বস্তুরই যেমন ভিত্তি আছে, ধর্ম্মেরও সেইরূপ আছে। ধর্ম্মের ভিত্তি এই যে সাংসারিকতায় বিতৃষ্ণা এবং ঈশ্বরে প্রবল আসক্তি। তবে কি সংসার ত্যাগ করিতে হইবে? তাহা নয়। এই ভাব যাঁহার হৃদয়ে আছে, তিনি ধর্ম্মকে পাইবার উপযুক্ত, ধার্ম্মিক হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যদ্যপি এমন কোন ব্যক্তি থাকেন যিনি অম্লান বদনে বলিতে পারেন "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্" তবে, তিনি আমাদিগের নমস্য তাঁহারই দ্বারা ধর্ম্ম মহীয়ান্ হইবে, ব্রহ্মের রাজ্য বিস্তৃত হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের নাম সমুজ্জ্বল হইবে। তবে এই ভাব অন্তরে জাগ্রত করা চাই।

ব্রাহ্ম! তোমাকে কে ব্রাহ্ম সমাজে আনিয়াছে?

বিশ্রাম ও শান্তি ভোগ করিবার জন্য কি ঈশ্বর ব্রাহ্মদিগকে ডাকিয়াছেন? তিনি আমাদিগকে বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য ডাকেন নাই। তিনি এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অতি গুরুতর কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগের এক এক জনকে কেশে ধরিয়া নরককুণ্ড হইতে তুলিয়া বলিয়াছেন, "পাপি তোমাকে নরককুণ্ড হইতে তুলিয়া যে মুক্তির সমাচার শুনাইলাম, তুমি প্রাণপণে এই সমাচার এই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন দেশে প্রচার কর।" তিনি আমাদিগকে দেশের বহু শতাব্দী হইতে সমাগত কুসংস্কার ও পাপরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে আদেশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আদেশ। এমন ব্রাহ্ম কি কেহ আছেন, যিনি সেনাপতির সেই আদেশ এখনও শ্রবণ করেন নাই? যদি কেহ এরূপ থাকেন, তবে তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করি যে তিনি অবিলম্বে আপনার হৃদয় পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন, কেন তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন? তিনি যদি ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি শুনিয়া না আসিয়া থাকেন, তবে কাহার আহ্বানধ্বনি শুনিয়া আসিয়াছেন? সেই পবিত্রস্বরূপের হস্ত যদি তাঁহাকে আকর্ষণ না করিয়া থাকে, তবে কাহার হস্ত তাঁহাকে আকর্ষণ করিল? তিনি প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে বার বার মনে এই প্রশ্ন অনুশীলন করুন। যদি অনুশীলন ও প্রার্থনার পরেও না বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বরের হস্তই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তবে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে আসা হয় নাই। তিনি তবে অন্য কোন প্রকার অভিসন্ধি লইয়া আসিয়াছেন।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি একদিন ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময়ে একজন শত্রুপক্ষীয় লোক হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহম্মদকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল, কারণ যে ব্যক্তির ভয়ে সকলে ভীত, ও যাঁহার পরাক্রমে বিপক্ষগণ কম্পিত, যাঁহাকে মারিতে পারিলে প্রশংসা ও পারিতোষিকের সীমা পরিসীমা নাই, সেই মহম্মদ অসহায় অবস্থায় বধ্য জীবের ন্যায় তাহারই হস্তে পতিত, ইহাতে একজন শত্রুসৈনিকের আনন্দ হইবারই কথা। সে ব্যক্তি মনে করিল, মহম্মদ অসহায় ও নিরস্ত্র, তাঁহাকে হত্যা করা নিশ্চিত, অতএব কাপুরুষের ন্যায় নিদ্রিত অবস্থাতে হত্যা না করিয়া জাগ্রত করিয়াই হত্যা করা কর্ত্তব্য। ইহা ভাবিয়া কঠোর চীৎকার পূর্ব্বক বলিল—"মহম্মদ! মহম্মদ! তোমার চরমকাল উপস্থিত গাত্রোত্থান কর" মহম্মদ নির্ভয়ে ঘুমাইয়াছিলেন; এই কঠোর শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র হঠাৎ চমকিত হইয়া জাগিলেন এবং আগন্তুক ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিলেন। সে পুনরায় কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাকে এখন রাখে কে?" মহম্মদ এক নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কেন, পরমেশ্বর!" মহম্মদ এই কথাগুলি এমন জলন্ত বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, শব্দগুলি তাঁহার শত্রুর কর্ণে সিংহধ্বনির ন্যায় বোধ হইল। তাহার প্রাণ হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল; সম্ভ্রমে তাহার হস্ত হইতে তরবারিখানি ধরাপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। মহম্মদ সত্বর সেই তরবারি কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার শত্রুকে বাম হস্তে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোকে এখন রাখে কে?" সে কাপুরুষ প্রাণ ভয়ে অধীর হইয়া করযোড় পূর্ব্বক বলিল—"আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" মহম্মদ তাহার এই কথা শুনিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ছি ছি! কাপুরুষ অবিশ্বাসী! মৃত্যু সংকটেও তুই পরমেশ্বরের নাম করিলি না। তুই আমার নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিলি, যা তোর ন্যায় অবিশ্বাসী কাপুরুষকে আমি হত্যা করিব না, এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন।"

মহম্মদকে প্রশ্ন করিবামাত্র যেমন তিনি বলিয়াছিলেন 'কেন পরমেশ্বর!' তেমনি, কে তোমাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছে? এই প্রশ্ন করিবামাত্র ব্রাহ্ম যদি বলিতে পারেন—'কেন পরমেশ্বর,' তাহা হইলেই বলা যায় তিনি প্রকৃত সত্য বুঝিয়াছেন। ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে আনিয়াছেন, বিশ্বাস দ্বারা এই সত্যটী পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারাতেই আমরা ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সম্পূর্ণরূপে দেহ মন নিয়োগ করিতে পারিতেছি না। একেত আমরা অতি অল্প সংখ্যক লোক। ভারতের অগণ্য প্রজাপুঞ্জের সহিত তুলনা করিলে আমরা এক মুষ্টি লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই একমুষ্টি লোকের উপর ঈশ্বর গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন; দেশব্যাপ্ত কুসংস্কার ও পাপরাশির সহিত সংগ্রাম করিবার আদেশ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কিরূপ একতা, কিরূপ দৃঢ়তা, হইলে তবে এই সংগ্রাম সমুচিতরূপে চলিতে পারে। কিন্তু সে একতা কোথায়? যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও সকলে দশখানি হস্ত একত্র করিয়া কাজ করিতেছেন না। এরূপ কেন হয়? ইহার প্রধান কারণ আমরা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইতেছি না। তিনি যে আমাদিগকে সংগ্রামে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন, তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমরা তাঁহার হস্ত দেখিতে পাই না বলিয়া আপনাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়ে; আপনাদিগকে ভুলিতে পারি না; নিজেদের গুণগৌরব বিস্মৃত হইতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বরের কার্য্যের অনুরোধে, তাঁহার আদেশ পালনের অনুরোধে অন্যকে আলিঙ্গন করিতে পারি না। ঈশ্বর করুন আমরা যেন ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া দেখিয়া উদ্ধার হইতে পারি।

নির্জ্জন ও সজন।

জগতের সমুদায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মার জীবনে নির্জ্জন ও সজন উভয়েরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা নির্জ্জনে একা অসহায় কঠিন প্রতিজ্ঞার সহিত ধ্যান সাগরের গভীর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যে সকল সত্য-রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, সজনে গিয়া তাহাই জগতের দুঃখ-ভারাক্রান্ত নরনারীর কল্যাণ কামনায় বিতরণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা শাক্যসিংহের জীবনে দেখা যায় যে তিনি ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ৬ বৎসর কাল অতি কঠিন তপস্যায় যাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার কি সংগ্রাম! কি প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা! রাজ সম্পদ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন; শরীরকে ঘোর তপস্যায় শুষ্ক করিতেছেন; একা বন মধ্যে পশু পক্ষীর সহচর হইয়া রহিয়াছেন। এই ঘোর নির্জ্জনে তিনি কি করিতেছেন? যে বিষম প্রশ্ন অন্তরে উদিত হইয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাকে রাজসম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, সেই ভয়ানক প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত আছেন। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, কঠোর আত্মশাসনের পর যখন তিনি সেই সত্য-রত্ন উদ্ধার করিলেন তখন কি আর সেই অরণ্য মধ্যে বসিয়া থাকিলেন? আর থাকিতে পারিলেন না। যে অপূর্ব্ব জ্যোতি হঠাৎ তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল, সে জ্যোতির সমাচার তিনি জগতে প্রচার না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। কে যেন অন্তরে থাকিয়া তাঁহার হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তিনি জগতের দিগন্তব্যাপী মোহান্ধকার মধ্যে নরনারীকে পথ দেখাইবার জন্য সেই বাতি হস্তে করিয়া বহির্গত হইলেন।

মহাত্মা যীশুর জীবনেও এই ব্যাপার দেখি। তিনি ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে বহুদিন অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। প্রচারার্থ যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ৪০ দিন

ত্রিয়ামিনী অরণ্য মধ্যে প্রার্থনা ও ধ্যানে যাপন করিয়াছিলেন। নির্জ্জনে যে সত্য-রত্ন উদ্ধার করিলেন, সজনে তাহা বিতরণ করিবার জন্য জগতের পথে ঘাটে বেড়াইতে লাগিলেন। যতক্ষণ সংগ্রাম ততক্ষণ নির্জ্জন বাস, যখনই জয়লাভ অমনি প্রচার-যাত্রা। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বহুদিন পর্ব্বত-গুহায় নির্জ্জনে সাধন করিয়াছিলেন। নির্জ্জনে ধর্ম্মচিন্তায় তিনি এত নিমগ্ন ছিলেন এবং সত্যালোক লাভের জন্য তিনি এত ব্যাকুল ছিলেন যে, তদবস্থায় তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইত। এই কঠোর তপস্যার পর যখন সত্য-রত্ন উদ্ধার হইল তখন তিনি আর নির্জ্জনে থাকিতে পারিলেন না। তখন সজন অন্বেষণ করিতে হইল। তিনি ছুটিয়া জগতের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রূপে সকল সাধুরই জীবনে আমরা নির্জ্জন ও সজন এই উভয় অবস্থার কার্য্য দেখিতেছি, নির্জ্জনে সিদ্ধি লাভ, সজনে সিদ্ধির ফল বিতরণ।

ইহাই প্রকৃত ভাব। ঈশ্বরের সহিত আমাদের প্রত্যেকের আত্মার যে যোগ তাহা সাধন করিতে হইলে নির্জ্জনের প্রয়োজন। আমরা নির্জ্জনে তাঁহার হস্তে প্রাণ মন সমর্পণ করিব। তিনি সেই প্রাণ মন লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আবার তাহাকে জগতে তাঁহার সন্তানদিগকে বিতরণ জন্য আদেশ করিবেন। এইরূপেই বিশ্বাসী লোকে কার্য্য করিয়া থাকেন।

প্রত্যেকের জীবনে নির্জ্জন ও সজনের মিলন হওয়া কর্ত্তব্য। যে জীবনে নির্জ্জন বাস থাকে না তাহা ত্বরায় অসার হইয়া যায়। ইহার প্রমাণ আমরা প্রতিদিন পাইতেছি। জগতের বর্ত্তমান সভ্যতা ও জন সমাজের কার্য্য পরম্পরা মানবের নির্জ্জন বাসের নিতান্ত বিরোধী। বড় বড় নগরে এই অসুবিধা বিশেষরূপে অনুভব করা যায়। তুমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুই ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারিবে না, তন্মধ্যে কতপ্রকার বিষয় উপস্থিত হইয়া তোমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে। সভ্যতার যত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, জীবিকার পদার্থ সকল লাভ করা যতই দুষ্কর হইতেছে, ততই লোকের কায়িক ও মানসিক শ্রম বৃদ্ধি পাইতেছে। কার্য্যের ব্যস্ততার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জন বাস ও আত্ম-চিন্তা প্রভৃতির সময় থাকিতেছে না। মানুষ এক অনিবার্য্য কার্য্য-চক্রের ভিতরে পড়িয়া ঘুরিতেছে, নিশ্বাস ফেলিবার ও আপনার অবস্থা পরিদর্শন করিবার সময় পাইতেছে না। আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি, কোথায় যাইতেছি, এই সামান্য দুইটী প্রশ্ন ভাবিতে না ভাবিতে প্রবল স্রোতে তাহাকে দশ হাত দূরে লইয়া ফেলিতেছে। সভ্য সমাজে মানব জীবনে এইরূপে গতিশীলতা উপস্থিত হইতেছে। এই কারণেই বোধ হয় আধ্যাত্মিক জগতের গভীর তত্ত্ব সকল গ্রহণের পক্ষে মানুষ অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের দেশে এ বিপদ অত্যন্ত অধিক। আমাদের সময়ের সদ্ব্যবহার নাই, কার্য্যের শৃঙ্খলা নাই; সময়ের বিধি-ব্যবস্থা নাই। আমরা কার্য্যে লিপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জন বাস বিরহিত হইয়া পড়ি। নির্জ্জন হইতে সজন সর্ব্বদা আমাদিগকে এইটী মনে রাখিতে হইবে। ধর্ম্মসাধক যাঁহারা তাঁহারা যদি অন্ততঃ দিনের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা অথবা মাসের মধ্যে দুই এক দিন বা বৎসরের মধ্যে দুই এক মাস সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জন বাসের নিয়ম করেন তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

আমি মিশিনা কেন?

(প্রাপ্ত)

আমি মিশিনা। লোকের সঙ্গে বেশ মিশিতে, আলাপ পরিচয়াদি করিতে, কথোপকথনে, আমোদ আহ্লাদে, কিছুতেই মিশি না। সকলে আমার নিন্দা করে;—কেহ বলে যে আমি অহঙ্কারী, কেহ বলে কঠিন হৃদয়ের লোক, কেহ বলে আমি মানুষকে ভালবাসি না। অনেকে আবার আমার এজন্য সুখ্যাতিও করেন, আমাকে ভাল লোক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন আমি মিতভাষী স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক, সংসারের গোলে না মিশিয়া নির্জ্জনে নিজের কাজ করি।—এইরূপ কত লোক কত কথা বলেন। কিন্তু আসল কথা কেহ জানেন না। আমি যে কেন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারি না, আমার হাসি যে সঙ্গিগণ শুষ্ক বাহিরের ব্যাপার মনে করেন, আমি যে কেন উৎসাহে ও আনন্দে ভিতর পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে পারি না, আমি যে কেন লোকের সঙ্গে প্রাণের গভীর প্রদেশে যাইতে পারি না, আমি যে সামাজিক ও দেশহিতকর ব্রত-সমূহে সম্পূর্ণ যোগ দিয়া আপনাকে মিশাইয়া দিতে কেন পারি না;—এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কেহ জানেন না। আজ সেই গূঢ় প্রহেলিকার প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহার দ্বারা কাহারও মঙ্গল হইবে কি না জানি না। তবে এটুকু জানি যে ইহার প্রকাশে আমার হৃদয় হাল্কি হইবে; আর যদি কেহ ঠিক আমার মত থাকেন ত তাঁর আত্মাবস্থার ছবি দেখিয়াই হয়ত আত্মচিন্তার স্রোত খুলিয়া যাইতে পারে; অথবা এ অবস্থা যদি ভাল না হয় আর ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার যদি উপায় থাকে তবে বন্ধুগণ অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া উপদেশ দিতে পারেন। আজ আমি কিছু শিখাইতে বসি নাই, বরং যথার্থ ব্যাকুলতার সহিত কিছু পাইবার জন্য লিখিব।

আমি মিশিনা কেন? প্রথমতঃ, আমার বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে মিশিনা কেন? আমি তাহাদের মধ্যে গিয়া তাহাদিগকে ত অনেক ভাল ভাল কথা উপদেশাদি প্রদান করিয়া তাহাদের মঙ্গল সাধন করিতে পারি? তবে তাহাদের মধ্যে গিয়া মিশিনা কেন? অনেকে মনে করেন আমার মনে কনিষ্ঠদের মঙ্গল বাসনা কম। ইহা নিতান্ত অসত্য কথা। আমি বাস্তবিকই জানি যে বালক ও যুবকদের মধ্যে কার্য্য করিবার অনেক আছে। তাহাদের চরিত্র, জীবন, লক্ষ্য ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কার্য্য করিবার এতই আছে যে সে কথা ভাবিলেও মন আকুল হয়। এত প্রকাণ্ড, দিগন্তব্যাপী কার্য্য ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। অথচ আমাদের

প্রচারকগণ সংখ্যায় এতই অল্প যে তাহার লক্ষাংশেরও একাংশ উপযুক্ত রূপে সংসাধিত হইতেছে না! তখন প্রাণ এমনি ব্যাকুল হয়, হৃদয় এমনি ঘন ঘন উত্তেজিত হইয়া উঠে, উৎসাহ-বহ্নি এমনি হু হু করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, যে আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিজের ভয়ানক ত্রুটী অপরাধ সকলই বিস্মৃত হইয়া সেই অপার কার্য্যসাগরে "জয় জগদীশ" বলিয়া ঝাঁপ দিয়া জীবনের অবশিষ্ট সমস্ত কাল ব্যয়িত করিতে আবেগ হয়। যখনি বালকদের মধ্যে যাই, যখনি যুবকগণের সহিত উপস্থিত হইয়া তাহাদের আভ্যন্তরিক দুরবস্থা ও তদুপনোদনের উপায়ের বিষয় চিন্তা করি, যখনি তাহাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বিরুদ্ধ অবস্থা অবলোকনে প্রাণে দারুণ ব্যথা পাই, যখনি তাহাদের অসহায়তা, অন্ধতা ও মত্ততা আলোচনা করিয়া অধীর হই; যখনি মনে হয়— হায়! এমন কার্য্যক্ষেত্র সম্মুখে থাকিয়া আমার দেহ মনকে আহ্বান করিতেছে, ইহার মধ্যে এমন স্পষ্টতঃ ভগবানের অঙ্গুলি আমার সকল শক্তিকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে, আর আমি হতভাগ্য হইয়া সেই শুভকর্ম্মে সাহায্য করা দূরে থাকুক, পদে পদে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার পথে নিজের শক্তি সঞ্চারের পক্ষে বিঘ্ন আনিয়া দিতেছি! তখনি আমার মন সেই ইঙ্গিত দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া আগে যাইতে চায়, কিন্তু অমনি মনে হয়—ছি! আমার আভ্যন্তরিক অবস্থা উহাদের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। উহারা জানে যে উহারা অসহায়, আমি সহায়কে চিনিয়াও চিনিলাম না, উহারা জানে যে জীবনের লক্ষ্য সুখ ও স্বার্থ, আমি তাহার বিপরীত বুঝিয়াও কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। উহারা জানে সংসার সার, আমি তাহা সম্পূর্ণ অসার জানিয়াও তাহার দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া পরম সত্য পরমেশ্বরের মঙ্গলময় চরণে আত্ম বিক্রয় করিতে পারিলাম না! আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে? ছি! আমার অপেক্ষা শত সহস্র গুণে ঐ সকল মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, অন্ধ যুবকগণ শ্রেষ্ঠ, কেন না উহারা জানে না তাই পাপাচার করিতেছে—হয়ত বেশ করিয়া বুঝিতে পারিলে আমার মত পরিষ্কার বুঝিতে পারিলে, আর সংসারের দাসত্ব করিবে না। কেন, জগাই মাধাই যেই বুঝিল আর তৎক্ষণাৎ ছাড়িল। আমার অপেক্ষা সকল দুশ্চরিত্র যুবকই শ্রেষ্ঠ। সেই আমি আবার তাহাদিগকে কি উপদেশ দিব, কথার উপদেশে কি হয়? কথায় কি শিক্ষা দিব? কেবল ভণ্ডাম, শুষ্ক প্রতারণা, অসত্য, সত্যের অবমাননা। আর উপদেষ্টা হইতে ইচ্ছা হয় না। জীবনে নিজের কার্য্যে প্রতিদিন যে শত শতবার সত্যের অবমাননা করিতেছি, কবিত্ব নহে, কল্পনা নহে, মৌখিক নম্রতা বা বিনয় নহে—যথার্থ ই সত্য সত্যই করিতেছি। প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথায়, প্রতি চিন্তাতেই অসত্য ব্যবহার, অসত্য কথা অসত্য চিন্তার স্রোতে ভাসিতেছি। আর অসত্য প্রচার করিতে ইচ্ছা হয় না, আর সত্যের অবমাননা লোককে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা হয় না। তাই আমি যুবাগণের সঙ্গে ভাল করিয়া মিশি না। যেই তাহাদিগকে বলি "এই এই করিও" আর অমনি প্রাণের ভিতর কে যেন বলে "পামর! তুই এই এই করিস্ কি?" আমার মুখে অমনি কালিমা পড়ে, সরলমতি বালকগণ বুঝিতে পারে না, ধরিতে পারে না, তাদের ফাঁকী দিই। যেই বলি "দেখ এরূপ কাজ কখন করিও না" অমনি প্রাণের তলা থেকে বজ্রনির্ঘোষে শুনিতে পাই "নির্লজ্জ নারকী! তোর জীবন ইতিহাস খুলিয়া দেখ্ দেখি প্রতি পত্রে কতবার ঐ সমস্ত কার্য্য করিয়া কলঙ্কিত হইতেছিস্?" প্রাণ, মন, দেহ পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। কথা জড়াইয়া যায়, হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হয়। অপরিমিত-বুদ্ধি যুবক তাহা চিনিতে পারে না। সে তাহাতে আরও মনে করে বুঝি ভাবের আবেগে আমার ওরূপ হয়! হায়! নরকেও আমার স্থান নাই। নীচাশয় পামর হইয়া রাজরাজেশ্বরের পুত্রদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছি, মনে ধিক্কার দিয়া সে পবিত্র স্থান আর কলঙ্কিত করিতে চাহি না, পলাইয়া গিয়া রোদন করি। এ সংগ্রাম কবে শেষ হইবে তাহা জানি না, কবে উপদেশ দিবার সময় বুকে হাত দিয়া বলিতে পারিব যে "হাঁ। আমার পড়ে শেখা বিদ্যা নয় জীবনের পাত খুলিয়া পড়িতেছি। প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়া ও সত্য সকল প্রচার করিতেছি। এ না হইলে আর রক্ষা নাই। এরূপ যতদিন না হয় ততদিন মনে করিতেছি আর বালক ও যুবকদিগকে কিছু বলিব না। তাই আমি আমার বয়োকনিষ্ঠদিগের সঙ্গে মিশি না।

আমার সমবয়স্কদের সঙ্গেও মিশিতে পারি না। তাঁহাদের উৎসাহ ও আমোদপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহেও যোগ দান করিতে পারি না, সংসারের নানাবিধ কার্য্যে তাঁহাদের হস্ত কেমন ব্যস্ত, সাংসারিক সুখে তাঁহাদের মন কেমন নিমগ্ন, নির্ম্মল সরলভাবে তাঁহারা কেমন জীবন সম্ভোগ করিতেছেন,—আমি যেন এ রাজ্যে কেহই নহি। এই সাংসারিক সুখে আমার তৃপ্তি নাই, ঐ সকল কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি নাই, সে সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার যেন আমার অধিকারই নাই এমনি বোধ হয়। আমার বন্ধুরা দুইভাগে বিভক্ত বলা যায়,—এক আমার প্রতিবাসী আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ, তাঁহারা যথার্থই এই সংসারের সুখে নিশ্চিন্তমনে সন্তুষ্টচিত্তে নিমগ্ন, সামাজিক রীতিনীতির কঠিন শৃঙ্খল সকল অলঙ্কার মনে করিয়া চরণে ধারণ করিয়া শান্তি ও সন্তোষের মধ্যে কল্পিত অদৃষ্টের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বাস করিতেছেন। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে আমার আত্মা সুখ পায় না। তাঁহাদের সহবাসে আমার প্রাণ সুখ শান্তি পায় না; তাঁহাদের আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ সীমামধ্যে আমার স্বাধীনতাপ্রিয় আশা স্বচ্ছন্দ পায় না। সেখানে যখনই যাই তখনই কোন না কোন সাংসারিক প্রসঙ্গ আমাকে যেন গ্রাস করিতে আসে, অমনি পরনিন্দা বা তদ্রূপ কোন না কোন অসন্তোষ-জনক তর্কবিতর্ক আসিয়া আমার সকল শান্তি বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। কাজেই আমার এখানে বনে না। আমি চাই নির্জ্জনে মনের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া নিজের দোষ অনুসন্ধান করিব। কিন্তু বন্ধুসমাজে কেবল হয়ত আমার সুখ্যাতি, কেবল আমার বৃথা গুণ বর্ণনা, না হয় পরনিন্দা। কাজেই তথায়

থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমার বন্ধুদের দ্বিতীয়ভাগ অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাঁহারা যদিও আমার আত্মীয় কুটুম্ব নন, কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহারা বন্ধুশব্দে বাচ্য; কেন না, তাঁহারা সকলেই সাধু ও সচ্চরিত্র, সংকর্ম্মে তাঁহাদের হস্ত সদাই ব্যাপৃত, সংপ্রসঙ্গে তাঁহারা প্রায়ই সময়ক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে এখানেও আমার স্থান নাই। এমন সুন্দর স্থানেও আমার মিল হয় না। ইহাঁদের সঙ্গে মিলিতে হইলে বাধ্য হইয়া ইহাঁদের অবলম্বিত সংকার্য্যে যোগ দিতে হইবে, আপনার জীবনকে সং দেখাইতে হইবে, অথচ আমি ভিতরে নরক লুকাইয়া রাখিয়াছি। তাঁহারা যে ভাল ভাল কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রাণ তাহার উপযুক্ত, কার্য্য তাঁহাদের আত্মার আহার, পুষ্টিকর খাদ্য, আনন্দদায়ক ব্যবসায়; কিন্তু আমি যে অপ্রেমিক। ঈশ্বর কি বস্তু আজিও তাহা প্রাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলাম না, কাজেই তাঁহার প্রতি প্রেম সঞ্চার না হইলে কাজও ভাল লাগে না, তাঁহার শুভ ইচ্ছাতেও মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারি না, যদিও বন্ধুগণের উংসাহে ও অনুরোধে নিয়োগ করি; তাহাতে কিছু উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং আমার অবনতি হয়। আমি ঈশ্বরের কার্য্য করিতে গিয়া নিজের কাজ করিয়া বসি, "আমি তাহার নাম প্রচার করিতে গিয়া বাস্তবিকই আমার নিজের নামটী প্রচার করিতে বসি।" এ ভয়ানক রোগের ঔষধ সেখানে পাই না। বন্ধুগণ মনে করেন যে আমি বিশ্বাসী, ঈশ্বরের দাস, কিন্তু আমি যে আমার নিজের প্রভু নহি, ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত দাস তাহাত আর তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। এই রূপে অনেকবার ঠকিয়াছি, বহুবার প্রতারিত হইয়াছি, অনেকবার এইরূপে কিছু ভাল কাজ করিতে গিয়া মারা গিয়াছি "আমার হাত ঈশ্বরের কাজে থাকে, আর প্রাণটা যায় নরকে!" কি ভয়ানক কথা। তাই মনে করিয়াছি যে আর প্রতারিত হইব না, আর প্রেমময়ের নাম কলঙ্কিত করিব না, আর তাঁহার পবিত্র কার্য্য অপবিত্র করিতে সাহসী হইব না। কাজেই আমি বিজনে বসিয়া তাঁহার নিকট প্রেমভক্তি ভিক্ষা করি, আর যতটুকু পাই ততটুকুর মত গোপনে সংকার্য্য করি। লোককে সংকার্য্য দেখাইতে গিয়া অনেকবার অমূল্য ধন হারাইয়া নিজের একটু দুর্গতি বাড়াইয়াছি, একটু গৌরব কিনিয়াছি। তাই এবার মনে করিয়াছি, আর এরূপ প্রতারিত হইব না। এই জন্য সদনুষ্ঠানের মধ্যেও আমি মিশিতে পারি না। আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কাহারও সহিত আমি মিশি না।

ব্রাহ্মসমাজ।

ধর্ম্মশিক্ষা কমিটি।

ব্রাহ্ম বালক বালিকা যুবক যুবতীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অগ্রসর হইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু শশিভূষণ বসু এবং বাবু সীতানাথ দত্তকে লইয়া একটি কমিটি সংগঠিত হইয়াছে। বাবু সীতানাথ দত্ত এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হইবে।

(১) প্রতি বৎসর সম্ভবতঃ মাঘোৎসবের কিছু পূর্ব্বে ব্রাহ্ম বালক বালিকা ও যুবক যুবতীদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধন ও মত বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

(২) তিন শ্রেণীতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিম্নলিখিত পুস্তক সকলের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

১ম শ্রেণী।

১ম। মত বিষয়ক—

(ক) বাবু সীতানাথ দত্তের The Roots of Faith.

(খ) Flint's Theism.

(গ) বাবু রাজনারায়ণ বসুর "ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা"

২য়। সাধন বিষয়ক—

(ক) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

(খ) Miss. Cobb's Religious Duties.

২য় শ্রেণী।

১ম। মতবিষয়ক—

(ক) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"

(খ) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস (আদি ব্রাঃ সঃ)

(গ) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ছাত্র সমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা সকল (নির্ব্বাচিত হয় নাই)

২য়। সাধন বিষয়ক—

(ক) সাধন বিন্দু

(খ) ধর্ম্ম সাধন (সাঃ ব্রাঃ সঃ)

(গ) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান। ১ম প্রকরণ

৩য় শ্রেণী।

১ম। মত বিষয়ক—

(ক) ধর্ম্ম শিক্ষা (আঃ ব্রাঃ সঃ)

(খ) চিন্তা কণিকা (সাঃ ব্রাঃ সঃ)

(গ) ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার (ভাঃ ব্রাঃ সঃ)

২য়। সাধন বিষয়ক—

(ক) ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান (ভাঃ ব্রাঃ সঃ)

(খ) উপাসনা প্রণালী (সাঃ ব্রাঃ সঃ)

(৩) এই সহরে এবং আবশ্যক হইলে অন্যত্র প্রশ্ন প্রেরণ করিয়া বিশ্বাসী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হইবে। সম্ভবতঃ মাঘোৎসবের সময়ে পারিতোষিক বিতরণ হইবে।

সুচারুরূপে শিক্ষা দিবার জন্য ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সঙ্গে আরও দুইটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। এই তিন শ্রেণীতে উক্ত তিন শ্রেণীর পাঠ্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু সীতানাথ দত্ত ১ম শ্রেণীর অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাবু

সীতানাথ দত্ত ও বাবু শশিভূষণ বসু ২য় শ্রেণীতে এবং বাবু উমাপদ রায় ৩য় শ্রেণীতে শিক্ষা দিতেছেন। মহিলাদিগের শিক্ষার্থ একটী বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। পূজার ছুটীর পর খোলা হইতে পারে।

কলিকাতা ও মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম অভিভাবকদিগের নিকট এই বিশেষ নিবেদন, তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের সন্তান ও অধীনস্থ বালক বালিকা এবং যুবক যুবতীদিগকে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। এবং বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অসুবিধা হইলে যাহাতে তাঁহাদের পরীক্ষা দিবার বিশেষ উপায় হয় তাহার চেষ্টা করেন।

সৈদপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন লিখিয়াছেনঃ—"মহাশয়! এবার এখানকার উৎসবে আমি একটী বিশেষ উপকার এবং আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অন্যান্য বৎসর উৎসবান্তে যখন গৃহে প্রবেশ করিতাম তখনই হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইত। সে অবস্থার কারণ জানিতে পারিয়া নিজে নিজে তাহার প্রতিকারের অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। অনেক সময়ে এই চিন্তা করিয়াছি,—যেমন আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক রোগ আরোগ্য করিবার জন্য কতকগুলি স্ত্রীলোকের চিকিৎসা বিদ্যা অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক, তেমনি আবার তাঁহাদের আধ্যাত্মিক রোগ আরোগ্য করিবার জন্য কতকগুলি ধর্ম্মপ্রচারিকার আবশ্যক। এ অভাব আমার বিশেষ বোধ হওয়ায় আমাদের উৎসবের পূর্ব্বেই শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র বাবুকে সস্ত্রীক হইয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা ঘটনাক্রমে না হওয়ায় যার পর নাই দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া প্রাণপণে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম "হে জগদীশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। যাহা প্রকৃত অভাব তাহা প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর যে তাহা পূর্ণ করেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে এবার করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই—কলিকাতা হইতে দুই জন ব্রাহ্মিকা ভগিনী আমাদের উৎসবে যোগ দিয়া বিশেষ উপকার এবং আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। এবার আমাদের উৎসবের মধ্যে একদিন সন্ধ্যার পর মহিলাগণের উৎসব হয়। তদুপলক্ষে সমাগত ভগ্নীদ্বয়ের মধ্যে একজন উপাসনার কার্য্য করেন। আমি এতদিন পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া যে সকল কুসংস্কার আমার স্ত্রীর অন্তর হইতে দূর করিতে পারি নাই, তাহা উক্ত ভগিনীর উপদেশে অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। ইহাই আমার বিশেষ আনন্দের কারণ। আগে ভাবিতেছিলাম, যখন ইতিপূর্ব্বে এখানকার উন্নতিবিধায়িনী সভার উৎসবে যে নাট্যাভিনয় হয় তাহার মধ্যে একদিন অত্রস্থ প্রধান প্রধান অনেক ভদ্রমহিলাগণ উক্ত অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন যদি ব্রাহ্মিকাগণ ব্রহ্মোৎসব করেন তবে উক্ত মহিলাগণের অনেকেই অবশ্য আসিয়া এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিবেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই; কেবল ব্রাহ্মগণের পরিবারগণকে লইয়াই উক্ত দিন উৎসব হইয়াছিল। ইহাতে যে কি মহৎ উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। এইরূপে যদি শিক্ষিত ব্রাহ্মিকাগণ সময়ে সময়ে পল্লী মধ্যে গিয়া হিন্দুমহিলাগণের সহিত কথোপকথন করেন ও উপদেশ দেন তবে এই হতভাগ্য দেশের অনেক কুসংস্কার দূর হইয়া যাইতে পারে। এবার আমাদের উৎসবে রঙ্গপুর কুড়িগ্রাম জলপাইগুড়ী এবং দিনাজপুর হইতে ব্রাহ্মিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া যোগ দিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছেন। ধন্য সেই পরমেশ্বর যিনি এই সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এবং সেই সাধুভক্তগণও ধন্য যাঁহারা সংসারের ধন মান পরিত্যাগ করিয়া এই সত্যধর্ম্ম প্রচারার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। হায়, সে দিন কবে হবে, যে দিন পৃথিবীর নরনারী সকলে এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

কাশী হইতে এক বন্ধু লিখিয়াছেন, গভীর দুঃখের সহিত আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে "অত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র সেন ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া সেই অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। ইনি একজন বেশ উৎসাহী যুবক ছিলেন। আমাদের এই পরলোকগত বন্ধুর আত্মার কুশলের জন্য এবং তাঁহার কয়েকটী শোকসন্তপ্ত ভ্রাতাদিগকে শান্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত বিগত ১৬ই ভাদ্র সোমবার সায়ংকালে উক্ত মৃত বন্ধুর বাসাবাটীতে একটী বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনায় অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব এবং স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু যোগদান করিয়া ঐ পরিবারস্থ ভ্রাতাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

বিগত রবিবার প্রাতে ২৭এ সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে "ছাত্রসমাজে" বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। সকলে সমবেত হইলে প্রথমে কয়েকটী সংগীত ও তৎপরে নিম্নলিখিত ভাবে উদ্বোধন হইল;—

আমরা হিন্দুর সন্তান; আমাদের বাড়ীতে বর্ষে বর্ষে পিতৃপুরুষগণের বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবার রীতি আছে। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্রতি বৎসর পরলোকগত পিতা বা মাতার মৃত্যু তিথিতে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া জল গণ্ডূষ দিয়া থাকেন। অদ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ দিন। কিন্তু আমাদের তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার কি? বংশধরগণই শ্রাদ্ধের অধিকারী হইয়া থাকেন। আমরাও রামমোহন রায়ের বংশধর। তাঁহার রক্তমাংসময় দেহের সন্তান নই, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক পরিবারভুক্ত। অতএব আমাদের তাঁহার শ্রাদ্ধে অধিকার আছে। আমরা তদনুসারে অদ্য তাঁহাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিব এবং অদ্য বিশেষভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিব।

উপাসনানন্তর শাস্ত্রী মহাশয় রামমোহন রায়ের জীবন অবলম্বন করিয়া একটী উপদেশ দিলেন। তাঁহার জীবনচরিত্রের স্থূল স্থূল কথাগুলি উল্লেখ করিয়া, অবশেষে দেখাইলেন যে রামমোহন রায়ের নিকটে কেবল ব্রাহ্মগণ অথবা

বঙ্গবাসীগণই ঋণী তাহা নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার ঋণ-পাশে আবদ্ধ। প্রধানতঃ তিনটী শক্তির দ্বারা ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। (১ম) ইংরাজী শিক্ষা, (২য়) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (৩) ব্রাহ্ম-সমাজ। চিন্তা করিয়া দেখিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে এই ত্রিবিধ শক্তি ভারতের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু এই ত্রিবিধ উন্নতির মূলে তাঁহার হস্ত বিশেষ-রূপে ছিল। বলিতে গেলে তিনি বহুদিনের লৌহ-কপাট উন্মুক্ত করিয়া এই ত্রিবিধ স্রোতকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। এমন স্বজাতি-হিতৈষী কে ছিলেন? তিনি কেবল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, কিন্তু সকল প্রকার উন্নতির মধ্যে তাঁহার হস্ত ছিল। তিনি একদিকে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, অপর দিকে বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গপুষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশীয় ভাষার প্রতি এরূপ আদর ছিল, যে সহমরণ নিবারণ হইলে, তিনি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিককে যে অভিনন্দন পত্র দেন, তাহা বাঙ্গালাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সত্যের প্রতি প্রীতি এত অধিক ছিল, যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সত্য প্রচারের জন্য সমুদায় পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনেই ব্যয়িত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে তিনি ভারতবর্ষের জন্য খাটিতে খাটিতে মরিয়াছিলেন। উপাসনার পর প্রার্থনা ও সংগীত হইয়া কার্য্য শেষ হয়। ছাত্রসমাজের সভ্যগণ আগামী রবিবার কোম্পানির বাগানে যাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মহাশয়!

১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীর "ব্রাহ্ম সমাজ ত্রয়ের মিলন" নামক প্রাপ্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদে ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৎ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সম্পূর্ণরূপে দুই জন মানুষের মধ্যে মিল হওয়া সম্ভব নয়, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর বিষয়ে ভিন্নতা থাকিলেও মূলতঃ কতকগুলি বিষয়ে যদি ঐক্য না থাকে, তবে মিলন কোন রূপেই সম্ভব নয় এবং মিলনের প্রয়োজনই বা কি। ব্যক্তিগত সম্বন্ধে যেমন অধিকাংশ বিষয়ে ঐক্য না থাকিলে মিলনের সম্ভাবনা নাই, সমাজ সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা যদি আরও অধিকতর সাম্য না থাকে, তবে মিলিবার সম্ভাবনা একবারেই থাকে না। ব্যক্তিগত মিলন অনৈক্য সত্ত্বেও নানা প্রয়োজনে হইতে পারে, কিন্তু সমাজের মিলন মূলে ঐক্য নিবন্ধনই সম্ভব। কোন বিশেষ প্রয়োজন জন্য সাংসারিক স্বার্থপর লোকের মত মিলন সমাজের পক্ষে ঘটে না। উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি গত সাম্যই সমাজের মিলিবার হেতু। সুতরাং নগেন্দ্র বাবু যে ব্যক্তিগত ২।৪ জনের মধ্যে অমিল সত্ত্বেও এক সমাজে থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোন বিঘ্ন দেখিতেছি না। কিন্তু সমাজে সমাজে মিলন সেরূপ ভাবে হয় না। যাহা হয় তাহাকে প্রকৃত মিলন বলে না। একত্র উভয়ে হয় না। বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে মিলিলে কার্য্য যতদিন থাকিবে ততদিনই মিল। তাহার অভাব হইলেই অমিল। ব্রাহ্মসমাজ কয়েকটীর মধ্যে মিলন হইবে একথা বলিলে যে কারণে তাহা বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার দূরীকরণ ভিন্ন আর কি বুঝাইতে পারে? সে সমস্তই যদি থাকিল তবে অমিল ঘটিয়াছিল কেন? তত্ত্বকৌমুদীর প্রবন্ধ লেখক সকল মত এক হইয়া যাইবে, এমন কথা বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে বিষয়গুলি লইয়া অমিল তাহার দূরীকরণ আবশ্যক বলিয়াছেন, এবং কোথায় তিন ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত মিলন ভূমি আছে, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু ভাল করিয়া সমস্ত প্রস্তাবটী পড়িলেই জানিতে পারিতেন, প্রকৃত মিলনের ভূমি কি কি। তিনি যে মিলনের প্রণালী দেখাইয়াছেন তাহা সাংসারিকের পক্ষে খাটে; কিন্তু কোন ধর্ম্মসমাজের পক্ষে খাটে না। হিসাব কিতাব করিয়া সকল দিক্ বজায় রাখিয়া চলা ধর্ম্মসমাজের নিয়ম হইতে পারে না।

ধর্ম্মসমাজে কেন বিবাদ হয় তাহার কারণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখকের এই বিশ্বাস যে, সত্য এবং ঈশ্বর লইয়া বিবাদ হয় না, হইতে পারে না। বিবাদ যাহা কিছু সম্পূর্ণ ধর্ম্মের বাহ্যিক ও অবাস্তবিক বিষয় লইয়াই হয়। যত দিন এক ঈশ্বর-প্রীতি প্রাণে জাগ্রত থাকে, তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিবার প্রবল পিপাসা থাকে, সেই মহতী ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক যত দিন প্রাণে এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততদিন বিবাদ সম্ভব নয়। তত্ত্বকৌমুদীর প্রবন্ধ লেখক সম্প্রদায়সকলে কেন বিবাদ হয়, তাহারই কারণ দেখাইয়াছেন। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু তাহাকে সম্প্রদায় ভেদের কারণ মনে করিয়াছেন। সম্প্রদায় ভেদ এবং বিবাদ কখনও এক কথা নয়। সরল-ভাবে যেখানে ধর্ম্ম বিশ্বাস বিভিন্নরূপ হয়, সেখানে ভিন্নতা হইবেই। কিন্তু বিবাদ বা শত্রুতা কেন হইবে। সরলতা যেখানে, সেখানে বিবাদ সম্ভবে না। বিবাদের মূলে সরলতা কখনই থাকিতে পারে না। তত্ত্বকৌমুদীর প্রবন্ধ লেখকের কথা ভাল করিয়া না বুঝিতে চেষ্টা করিয়া নগেন্দ্র বাবু একে আর মনে করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যদিগের মত যে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং অন্যান্য গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত হইত না, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু বাবু কেশবচন্দ্র সেনের জীবিত কালে—প্রচারকগণ ধর্ম্মতত্ত্বে কিম্বা সমাজের প্রচারিত গ্রন্থে তাঁহার মত বিরুদ্ধ কিছু লিখিতে পারিতেন, আমরা এ কথা নূতন শুনিলাম। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধ মত জানিয়াও প্রচারকগণ ধর্ম্মতত্ত্বে তাহা লিখিতে পারিতেন, এ সাহস তাঁহাদের হইয়াছিল, ইহা বাস্তবিকই সুসংবাদ। কিন্তু পরিতাপ এই তাঁহাদের সে সাহস একেবারেই ছিল না। আর কেশব বাবু যখন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে প্রচারিত মতের প্রতিবাদ

করেন নাই, কিম্বা কোন প্রচারকও যখন তাহা করেন নাই তখন সেই সকল উক্তি বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মত বিরুদ্ধ ছিল, এ কথা বলায় সাহসিকতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ধর্ম্মতত্ত্বে যাঁহারা লিখিতেন বা লিখেন, তাঁহাদের যে কেশব বাবুর মতের অজ্ঞতা ছিল কিম্বা জানিয়াও অন্যরূপ লিখিয়াছিলেন, এ কথায় কিন্তু কেহই প্রত্যয় করিবে না। নগেন্দ্র বাবু এখন যাহাই বলুন না কেন, বাবু গৌরগোবিন্দ রায় এবং বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্বে এবং পুস্তকাদিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাকে কেহই কেশব বাবুর মত বিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। তবে কোন কোন বিষয়ে নববিধান প্রচারকদিগের সে সাহস জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা বাবু কেশবচন্দ্র সেন নিজকে যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে তাহা মনে করিতেন না। তিনি "আমি কি প্রফেট" এই বিষয়ের বক্তৃতায় টাউনহলে দাঁড়াইয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "আমি পাপী" সুতরাং প্রফেট হইতে পারি না, কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে পবিত্র এবং নিতান্তই নিষ্পাপ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন এবং বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে সকল ক্রিয়াকে অবশ্য প্রতিপাল্য বলেন নাই, কিন্তু শিষ্যগণ তাহা ছাড়িতে রাজি নহেন। এরূপ বিষয় ভিন্ন তাঁহার মতের বিরুদ্ধে আর কেহ দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। নগেন্দ্র বাবু ২।১ স্থলে "আমাদের সমাজের নেতৃ সমূহের কথা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহাদের সমাজ বলিলে কি বুঝিব, তিনি কি দরবারের দলকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সমাজের নেতৃ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যদি তাহা হয় সে কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিলে বুঝিবার সুবিধা হইত এবং কিয়ৎ পরিমাণে কুসংস্কারের হাত হইতে কত জন রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া সুখী হইবার সুবিধা হইত।

"নববিধান" সংজ্ঞা ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু আমরা ত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে অধিকাংশ সময় সেই নামই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম কি এখনও তাঁহাদের নিকট সদর্থ প্রকাশ করিতে অসমর্থ? নগেন্দ্র বাবু নববিধান নামকে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে প্রকৃতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন সে প্রকৃতি কি? তাহা কি ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নাম থাকিলে প্রকাশ পায় না? এবং সে প্রকৃতি কি নববিধান নাম না দেওয়ার পূর্ব্বেও অনুভূত হয় নাই? যদি সেরূপ অনুভূত হইত তবে আর এমন একটা বিবাদের ভূমি কুসংস্কারের মূল নাম দেওয়ার ফল কি? নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ নামের পরিবর্ত্তে নববিধান নাম ব্যবহার করেন নাই কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে বলিয়াছেন। যথা শ্রাবণ মাসের আলোচনায় তিনি লিখিয়াছেন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি বিধান শব্দের প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান বলিতে আপত্তি না করেন" সুতরাং তাঁহার ১৬ই ভাদ্রের পত্রে পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় নাই বলার অর্থ কি বুঝা যায় না। নগেন্দ্র বাবু তত্ত্বকৌমুদীর প্রবন্ধ লেখকের দুইটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন—যদিও সেই ভ্রম প্রদর্শন করার তত আবশ্যক ছিল না এবং তদ্দ্বারা তাঁহার তর্কের যুক্তি প্রদর্শনের বিশেষ সহায়তা হয় নাই, তথাপি তিনি যখন ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রবন্ধ লেখকের তাঁহার নিকট অবশ্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মুসলমান শব্দ যেমন মহম্মদীয় ধর্ম্মের একটী নাম, তেমনি তাহার আর একটী প্রকৃত নাম ইস্‌লাম ধর্ম্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্থানানুসারেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। মহম্মদের নামানুসারেও ইহাকে মহম্মদীয় ধর্ম্ম নাম দেওয়া হইয়া থাকে; সুতরাং এ ভ্রমটার কথা না লিখিলেও চলিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম কে দিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ সহিত যদি নগেন্দ্র বাবু দেখাইতেন, যে এ নাম দেবেন্দ্র বাবু দিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠে তাহার কোন প্রমাণ পাই না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে স্থানে স্থানে এরূপ উক্তি আছে যথা "একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সংগীত দিলে ভাল হয়," তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যা হইতে এই অংশ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যত্র দেবেন্দ্র বাবুর একটী বক্তৃতাতে আছে "অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ নাম হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।" (ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ৮৮২) সুতরাং এ নাম প্রথম কে প্রদান করেন তাহা স্থির নিশ্চয় না হইলেও ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতেছি। রামমোহন রায়ের সময়েই সেই নাম হইয়া থাকিবে, অন্যথা তিনি ব্রাহ্মসমাজ শব্দ ব্যবহার করিলেন কিরূপে? যাহাহউক কে নাম দিলেন সে কথায় ভ্রম হওয়ায় বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই।

নগেন্দ্র বাবু অবশেষে বলিয়াছেন "যতদিন পর্য্যন্ত না মানব সমাজে আর একটী নূতন বিধানের অভ্যুদয় হইবে, ততদিন এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিধানই নববিধান শব্দে বাচ্য হইতে থাকিবে। এ কথায় কি বুঝা যাইতেছে? পৃথিবীতে কত নূতন মত বাহির হইতেছে, সকলেই ত আপনাপন মতকে নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এ অধিকার যেমন ব্রাহ্মদিগের আছে সেরূপ সকলেরই; সুতরাং সকলেই যদি আপনাপন মতকে নববিধান নাম দেয়, তবে এরূপ নামের সার্থকতা কি? যখনই পৃথিবীতে নূতন কোন মতের সৃষ্টি হয়—তখনই সেই মতাবলম্বীগণ মনে করে ইহাই সত্য এবং ঈশ্বরের বিধান। তাহা মনে না করিলে কাহারও পক্ষে সেই মতাবলম্বী হওয়া সম্ভব নয়। যদি তাহাই হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদয়ের পরে কি কোন নূতন মত প্রকাশিত হয় নাই? বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারকগণ যে সকল অভিনব ব্যাখ্যা করিতেছেন ও যাহা হিন্দুগণ পূর্ব্বে করেন নাই তাহাও ত নববিধান নামে উক্ত হইতে পারে; সুতরাং অমুক সময় পর্য্যন্ত ইহা নববিধান, এমন নাম দেওয়া নিতান্তই কেমন হাস্যজনক কথা। আর তাহা হইলে নববিধান ইহারই মধ্যে পুরাতন বিধান হইয়া গিয়াছে। আর কেন সে নাম লইয়া এত জ্বালাতন করেন।

নগেন্দ্র বাবু যদি এই নামটীকে নিতান্তই একটা কথা-

মাত্র মনে করেন বা একটী বিশেষণমাত্র মনে করেন তদ্দ্বারা তাঁহার নিতান্তই অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, ইহা শুদ্ধ একটা শব্দ নয় কিম্বা বিশেষণও নয়। ভিতরে অনেক কথা আছে। যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ঐক্য হয় না। যদি একটা শব্দ বা বিশেষণ মাত্র হয়, তবে না হয় তাঁহারা এই শব্দটা ছাড়িয়াই দিলেন। তাহাতে আর এমন কি ক্ষতি হইবে। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইতে কেশবচন্দ্র সেনের সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থার যে কয়েকটী পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, এইরূপ লেখার অর্থ কি? কেন কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পরে কি ইহার উন্নতি সম্ভব নয়? যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাও কি তিনি নববিধান নামেই আখ্যাত করিবেন? "উন্নতি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক প্রকৃতির যে পরিপক্কতা হইয়াছে, যাহা পুরাতন আর কোন বিধানে ছিল না সেই পরিপক্ক অবস্থা-ব্যঞ্জক শব্দ নববিধান।" জিজ্ঞাসা করি পরিপক্কতা হইয়াছে কথার অর্থ কি? ইহার গতি কি শেষ হইল? পরিপক্কতার শেষ অবস্থা কি এই? আশা করি ব্রাহ্মমাত্রেই এই কথার প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর কথায় কি বুঝা যায়? "সেই পরিপক্ক অবস্থা ব্যঞ্জকশব্দ নববিধান"! কেন ক্রমে ক্রমে ইহার যে আরও পরিপক্কতা হইয়াছে এবং হইবে, তাহা কেন নববিধান নামে উক্ত হইবে না? নগেন্দ্র বাবু যদি কেশব বাবুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে, এবং সেই সময়ে যাহা হইয়াছে পরেও যাহা হইবে, সেই সমস্তকে নববিধান বলিতে চাহেন বলিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার উদারতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। অন্যথা কেশবচন্দ্র সেন পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে তাহা নববিধান এরূপ উক্তি দ্বারাই তাঁহারা নববিধানকে কি বলিতেছেন, মানুষ তাহা বুঝিতে পারিবে। বাক্‌জালে আর কতদিন প্রকৃত ঘটনা চাপিয়া রাখিতে পারা যাইবে। নগেন্দ্র বাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "হায়! আমরা এত ব্যাখ্যা করিতেছি তথাপি লোকের ভ্রম বিদ্বেষ ও গ্লানি চলিয়া যাইতেছে না।" আমরাও বলিতেছি, হায়! আমরা এত বলিয়াও তাঁহাদিগকে এ নাম লওয়ার অপ্রয়োজনীয়তা এবং অনিষ্টকারিতা বুঝাইতে পারিলাম না।

নিবেদক

কলিকাতা } ব্রাহ্মসমাজত্রয়ের মিলন নামক প্রবন্ধ লেখক।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

সৈয়দ আবদুল রহিম	গোপালপুর	২।০
বাবু হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ভবানীপুর	১৷৷/০
বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	গোপালপুর	২৷৷৵০
„ হরচন্দ্র সিকদার	কোচবিহার	৫৲
„ শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৩৲
„ ক্ষেত্রমোহন সেন	বাদুড়া	৩৲
„ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত	ফরিদপুর	৩৲
„ বিপিনবিহারী বসু	লক্ষ্ণৌ	২৷৷৵০
„ উপেন্দ্রনাথ দে	সৈয়দপুর	৩৲
„ রোহিণীকুমার দত্ত	পার্ব্বতীপুর	৩৲
„ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ	সৈয়দপুর	৩৷৷৵০
„ উমেশচন্দ্র মিত্র	তুরকোলিয়া	৬৷৷৵০
„ মোহিনীমোহন রায়	কলিকাতা	৷৷০
„ নন্দলাল মিত্র	ঐ	৷৷০
„ সুরেশচন্দ্র দেব	মোজাফরপুর	১৷৷০
„ সতীশচন্দ্র সেন	সিলং	৩৲
„ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	টুণ্ডলা	৩৷৷৵০
„ রামচন্দ্র ধর	ফরিদপুর	১৷৷০

ক্রমশঃ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৮ই আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ। ১৩শ সংখ্যা।	১লা কার্ত্তিক শুক্রবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৶০

প্রার্থনা।

ব্রহ্মাণ্ডপতি! আমরা ভাব ও কল্পনার দ্বারা তোমার সেবা করিব, আর প্রবৃত্তি ও কার্য্যের দ্বারা নিজেরই সেবা করিব; ধর্ম্ম জীবনের এরূপ শিথিলতা আর কতদিন থাকিবে। আমাদের ধর্ম্মসাধনের পথে পদে পদে বিপদ! যে সকল কার্য্য বাস্তবিক তোমারই কার্য্য, যাহার মধ্যে তোমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয় মুক্তি, সেই সকল কার্য্য আমরা কত সময়ে করি, অথচ তন্মধ্যে তোমার পবিত্র সত্তা না দেখিতে পাইয়া আমরা মূঢ়ের ন্যায় করিয়া থাকি। সুতরাং তদ্দ্বারা আমাদের আত্মার কল্যাণ না হইয়া বরং অপকার হয়। কোথায় তোমার সেবাতে প্রাণ পাইব, নব-আলোক লাভ করিব, কোথায় সে কার্য্য আত্মার পক্ষে মধুস্বরূপ হইবে, না তাহাতে হৃদয় মন তিক্ত ও উত্যক্ত হয়, আত্মার নির্ভরের ভাব প্রবল না হইয়া অহঙ্কারের ভাব প্রবল হয়। পরমেশ! এই দুর্গতি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, এ মূঢ়তা দূর কর। আমরা যেন তোমার কার্য্যের মধ্যে তোমাকে বিদ্যমান দেখিয়া, তোমাকে সেবা করিতে পারি। হে বিশ্বাসির ধন! আমরা ঘোর অবিশ্বাসী আমাদিগকে বিশ্বাসী কর। কি আর বলিব, মৌখিক ধর্ম্মের হাত হইতে বাঁচাও।

একদিন একটী উপাসনাস্থানে বসিয়া আছি, উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সংগীত সংকীর্ত্তন প্রভৃতি উপাসনার অঙ্গ সকল যথানিয়মে সম্পাদিত হইতেছে। আচার্য্য মহাশয় সুললিত ভাষায় উপদেশ দিতেছেন। সমুদায় উপাসনাটী আদ্যোপান্ত সাঙ্গ হইল, তথাপি আমি প্রাণের দিকে চাহিয়া দেখি—যে আমার প্রাণকে স্পর্শ করে নাই। কেহ যদি বিশেষরূপে তৈলাক্ত হইয়া নদীর স্রোতের মধ্যে বসিয়া থাকে, তাহার যে প্রকার দশা হয়—আমার মনের যেন সেই দশা হইয়াছে। আমি স্রোতের মধ্যে বসিয়া থাকিলাম কিন্তু আমার মন আর্দ্র হইল না। উপাসনাশেষে বসিয়া ভাবিতেছি—এরূপ কেন হয়? স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল ইহা কি সেই স্রোতের দোষ অথবা আমারই আত্মার অবস্থার [illegible] ইহাতে আর দশ জনের প্রাণ সিক্ত হইয়াছে, আমি অপ্রস্তুত মনে বসিয়াছিলাম, আমাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ইহা প্রত্যেকেরই পক্ষে একটা ভাবিবার কথা। কিন্তু এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম জগতে এক প্রকার বিপদও আছে, তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, সে বিপদটী এই—অনেক ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া মানুষ আত্ম-প্রতারিত হয়। বাহিরে উপাসনা, প্রার্থনা, সংগীত, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি সমুদায় হইতেছে, মানুষ ধর্ম্মসাধন করিতেছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছে, কিন্তু চরিত্রের তলে তলে সংসারাসক্তি ও স্বার্থপরতা প্রবেশ করিয়া অন্তঃসার-শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। এই আত্ম-প্রতারণার অবস্থায় মানুষ আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না। ঘোর ভ্রান্তিতে পড়িয়া বৃথা সন্তোষসুখ ভোগ করে। এই ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদিগের সর্ব্বদাই সজাগ থাকা কর্ত্তব্য।

এমন কোন ব্যক্তি কি আছেন, যিনি পরকে উপদেশ দিতে গিয়া নিজে লজ্জিত হন নাই? কিন্তু তথাপি আমরা কার্য্য করিতেছি। ঈশ্বরকে সজল নয়নে বলিতেছি, "প্রভু! তোমার একি কাজ। তুমি বিড়ালকে দিয়া গাড়ী টানাইতেছ?" এই বলিতেছি আর যথাসাধ্য গাড়ি টানিতেছি। না টানিয়া করি কি, প্রভুর হুকুম। মুক্তিদাতার আদেশ। এই ত ধর্ম্মরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার। বিনয়ের পার্শ্বে সাহস, দুর্ব্বলতার সঙ্গে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। সংসারে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর সাহস রোগ আর এক শ্রেণীর বিনয় রোগ। আমরা বিনয়কেও রোগ বলিতেছি, ইহাতে অনেকে হয়ত চমকিত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু কেন বলিলাম তাহার যুক্তি পরে দিতেছি। সাহস-রোগে রুগ্ন ব্যক্তিগণ নিজ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করে না; মন রাজসিক ভাবে পরিপূর্ণ; যে গুণ নিজের নাই তাহা প্রদর্শন করে; মনে মনে আপনাদিগকে অত্যুচ্চ স্থান প্রদান করে, ও পরের নিকট সেইরূপ সম্ভ্রম পাইতে চায়। এই রোগ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপনাকে চেনে না—এবং সেই কারণেই জগতে পরাজিত হয় ও লোকের উপহাসের পাত্র হয়। বিনয় রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ভাব ঠিক বিপরীত। তাঁহারা সর্ব্বদা নিজ দোষ লইয়া

ব্যস্ত, মন সর্ব্বদা অসুখী ও অপ্রসন্ন। যেখানে দোষ নাই সেখানেও দোষের কল্পনা করিতেছেন;—দিবসের অধিকাংশ সময় অনুতাপ ও আত্ম-নিন্দাতে অতিবাহিত হইতেছে। এই অনুতাপ ও আত্মনিন্দা সকল কাজেই ব্যাঘাত দিতেছে। কোন কার্য্যের কথা হইলে অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। ঈশ্বরের কৃপার উপর প্রাণগত বিশ্বাস নাই। যেন ঈশ্বর নিরন্তর যাতনা ভোগ করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা এক প্রকার বিবেকের ব্যাধি। শরীর সম্বন্ধে যেমন অনেকের শুচিবাই দেখা যায়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক শুচিবাই বলিয়া এক প্রকার অবস্থা আছে। শরীরের শুচিতা প্রার্থনীয়, কিন্তু সর্ব্বদাই অশুচি অশুচি করিয়া অশান্তি ভোগ করা প্রার্থনীয় নহে। তেমনি আধ্যাত্মিক শুচিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কিন্তু সকল অবস্থায় সকল কাজে আমি অশুচি, আমি অশুচি ভাবিয়া মনের অসুখে দিনযাপন করা প্রার্থনীয় নহে। পিতা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক কণ্টক শয্যায় শয়ন করিয়া ছট ফট করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কৃপার উপরে নির্ভর করিয়া সহস্র প্রকার দুর্ব্বলতার মধ্যেও তাঁহার আদেশ পালন করিব, এই আমাদের শাস্ত্র ও বিধি।

"নিজে ত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি এই ভিক্ষা চাই।"

সংস্কৃত একখানি কাব্যে আছে—"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী"—অর্থ, লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষ সিংহকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। উদ্যোগী লোকের নিকটে অলস ও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি চিরদিন পরাজিত। উদ্যোগী পুরুষ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে কর্ত্তব্য বিনির্ণয় করে এবং সত্বর তাহা সম্পন্ন করে। অলস ও অস্থির মতি লোক, করিতেছি, করিব এই করিতে করিতে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। সংসারে মানুষ উদ্যোগের কি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। যদি এই মহানগরের সন্নিহিত ভাগীরথী তীরে যাই, এবং একাকী নিস্তব্ধভাবে ও চিন্তাপূর্ণ অন্তরে নদীতীরবর্ত্তী জনতার গতিবিধি পরিদর্শন করি, তাহা হইলে উদ্যোগের কি আশ্চর্য্য ভাব আমরা অনুভব করি। কি ব্যস্ততা! কি কার্য্যোৎসাহ, কি পরিশ্রম! শত শত ব্যক্তি খাটিতেছে, পরস্পর পরস্পরের কাজেই ব্যস্ত, কেহ কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। দেখিলে বোধ হয়, স্বীয় স্বীয় কার্য্যের মধ্যে প্রত্যেকে নিমগ্ন! কেহ বহিতেছে, কেহ টানিতেছে, কেহ হাঁকিতেছে, কেহ ছুটিতেছে, মানুষ নিমেষমাত্র স্থির নয়, সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্য সমাধা করিবার জন্য ব্যগ্র। এই উদ্যোগের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়—স্বার্থই ইহার প্রেরক। লাভের ইচ্ছা না থাকিলে বণিক ঐ অর্ণবপোত পূর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যজাত প্রেরণ করিত না। লোকেও বহন করিয়া লইয়া যাইত না। স্বার্থই তাহাদিগকে এত উদ্যোগী করিতেছে! স্বার্থের জন্য উদ্যোগী, উৎসাহী, ও শ্রমশীল লোক দেখিবার জন্য ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত যাইবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ভবনে প্রত্যেক পরিবারে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বার্থে মানুষকে যেরূপ উদ্যোগী করে ঈশ্বর-প্রেমে সেরূপ উদ্যোগী করে না কেন? সদনুষ্ঠানের জন্য এত উদ্যোগ দেখা যায় না কেন? ইহার কারণ এই আমরা সেই জগৎগুরুকে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সর্ব্বদা দেখি না। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যোগ যদি স্থাপিত হয়, আমরা সকল কাজে তাঁহার সত্তা যদি অনুভব করিতে থাকি, এবং তাঁহার ইচ্ছা যদি লক্ষ্য করিতে থাকি, তাহা হইলে পরিশ্রম করা আমাদের পক্ষে সুখের ব্যাপার হয়; এবং পরিশ্রম করিয়া মন কখনই ক্লান্ত হয় না। বরং তাঁহার সেবার জন্য মন ব্যগ্র হয় এবং সেবা করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে হয়। যে উদ্যোগের মূলে তিনি সেই উদ্যোগই আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যায়, তাহাতে ঐহিক পারত্রিক উভয় বিধ কল্যাণ সাধন করে। আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্বার্থের জন্য যে উদ্যোগ তাহাতে আত্মাকে গভীর হইতে গভীরতর দুর্গতির মধ্যে লইয়া যায়। বিশ্বাসী লোকের যে উদ্যোগ ঈশ্বর আমাদিগকে সেই উদ্যোগ প্রদান করুন।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বিশ্বাস নাই বলিয়া আমাদের চরিত্রে এত এত চঞ্চলতা লক্ষিত হয়। তুমি যে ভাই একটী সাধু-কার্য্যে হস্ত দিয়া আবার ত্বরায় তাহা পরিত্যাগ করিলে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি ঐ কার্য্যটীতে হস্ত দিলেই বা কেন, আর সেই হস্ত তুলিয়া লইলেই বা কেন? তুমি যখন উক্ত কার্য্যে যোগ দিয়াছিলে, তখন কে তোমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন? তুমি কি সে কাজের মধ্যে তোমার প্রভুকে বিদ্যমান দেখ নাই? যদি না দেখিয়া থাক, তবে কেন তাহাতে হাত দিয়াছিলে? তুমি তবে কাহার সেবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলে? যদি বল আমার ভাল লাগিয়াছিল, কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম; আর ভাল লাগিল না, পরিত্যাগ করিলাম; তবে কি তুমি ভাবের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছিলে, ভাবের স্রোতে চলিয়া যাইতেছ? তুমি তোমার প্রভুকে কার্য্যের মধ্যে দেখ নাই, দেখিবার চেষ্টাও কর নাই। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কত সময়ে নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া এই চঞ্চলতা দর্শন করিয়া লজ্জিত হইতে হইয়াছে। বিশ্বাসের ভূমি ভিন্ন অন্য কোন ভূমির উপর চিন্তাশীল মানুষ স্থায়ী ভাবে তাঁহার সেবা করিতে পারে না। তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া তাঁহার আদেশে কাজ করিলেই তবে লোকে স্থায়ী ভাবে সদনুষ্ঠান করিতে পারে। আমরা যেমন পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করি, প্রেমের জন্য প্রার্থনা করি, তেমনি সাধু কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইলেই প্রার্থনা করি, হে প্রভো নিকটে দেখা দাও, আমাকে তোমার পবিত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তোমার সেবা করিতে শিখাও।

জগৎ সর্ব্বদা বৃহৎ লইয়া ব্যস্ত,—ক্ষুদ্রের প্রতি কেহ তাকায় না। কেহ ভাবে না যে অনন্ত ক্ষুদ্রের সমষ্টি লইয়াই বৃহৎ! মানুষ আকাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্যের তত্ত্ব নিরূপণে ব্যস্ত; কয় জন লোক পৃথিবীর বালুকণার কথা ভাবিয়া থাকে? কয়জনে এ কথা ভাবিবার অবসর পায় যে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অসংখ্য বালুকণার সমষ্টি লইয়াই এই প্রকাণ্ড গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য—সৌর জগৎ রচিত। বহির্জ্জগতে যেরূপ, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ। জগতের অধিকাংশ লোকে জীবনের মহৎ ঘটনাবলীর পশ্চাতে দৌড়িতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বা কার্য্যাবলীর প্রতি কেহ যেন দৃক্‌পাতও করিতেছে না! লোকে ভাবে না যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই একটী সামান্য চিন্তা, সামান্য ঘটনা তাহার জীবন দুর্গের অট্টালিকার এক এক খানি ইষ্টক বা প্রস্তর খণ্ডের ন্যায়! যাঁহারা মহৎ ও সচেতন, তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতি চিন্তা, প্রতি ভাবনাটীকে আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। আর আমরা ক্ষুদ্র, তাই ক্ষুদ্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না। বৃহতের পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছি; কিন্তু ধরিতে পারিতেছি না। যে অট্টালিকার প্রথম সোপানে পদার্পণ না করিয়া দ্বিতল ছাদে চায়, তাহার মত মূর্খ কে? আমাদেরও সেই দশা! সেই জন্য আমাদের চরিত্রে স্থায়ী উন্নতি হইতেছে না। আমরা চাই, আমরা সাধারণ ভাবে ধর্ম্মে উন্নত হইব। অথচ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিব না;—জীবন গঠনের চেষ্টা করিব না! ঘটনা-প্রবাহে স্রোতের সঙ্গে তৃণের ন্যায় যদি ভাসিয়াই চলিলাম, তবে আর নদীর তল পাইব কিরূপে—দাঁড়াইব কি ধরিয়া? সেই জন্য বলি ঘটনাস্রোতে চিন্তাহীনভাবে তৃণ কাষ্ঠের ন্যায় নীয়মান হইলে চলিবে না, জীবনের তলে অবতরণ করিয়া একবার দেখিতে হইবে। জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাবলী উপেক্ষা করিলে চলিবে না; তাহাদের প্রত্যেকটীকে ধরিয়া ধরিয়া নিয়মিত করিতে হইবে—তাহাদের দ্বারা জীবন-দুর্গের সোপানাবলী গঠন করিতে হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

মানুষ ডাকিয়া আনা সহজ, কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করা ও উন্নত করা কঠিন কার্য্য, একত্র করা সহজ কিন্তু পরস্পরের প্রাণে প্রাণে মিলিত করা কঠিন ব্যাপার। কলিকাতার রাজপথে সামান্য কলহ ঘটিলেও লোক জড় হয়, লোক জড় হইলেই দল বাঁধিলেই কোন কাজ হয় না। লোক জড় হওয়ার মূলে দল বাঁধার মূলে যে কারণ বিদ্যমান থাকে, দলস্থ লোকদিগের কার্য্যকলাপে সেই কারণের ছায়া পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভাব ও লক্ষ্য লইয়া লোক সকল যদি একত্র হয়, তবে সে দল বহুদিন তিষ্ঠিতে পারে না। তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর আরাধনার ক্ষেত্র ও সংখ্যাতীত সম্প্রদায়ের আবাস স্থান এই ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সমগ্র মানবমণ্ডলীর ভ্রাতৃত্ব প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। এই মহামন্ত্র প্রচার করিতেই ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছে, গুরু শিষ্যকে আপনার অধীন করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রের গলদেশে পদ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার স্বার্থের উপর আপনার সুখের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন,—পুরুষ নারীজাতির স্বার্থ, সুখ ও অধিকার অপহরণ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ অল্পে অল্পে সেই পাপরাশি ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে পুণ্যের বাতাস প্রবাহিত করিতে সচেষ্ট। ব্রাহ্মসমাজ সেই বৈষম্যবাদের পরিবর্ত্তে সাম্যবাদ প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, এবং এই সকলপ্রকার ধর্ম্মমতের উপর ধর্ম্মের অবলম্বন, ধর্ম্মের প্রাণ সেই পুরাতন মহাপুরুষ পরম প্রভুর নাম প্রচার করিতেছেন সত্য; কিন্তু তথাপি ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে না কেন? এমন কি রোগ ইহার শিশু কলেবরকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহাতে ইহার পূর্ণ বিকাশের সময়ে ইহা মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথে প্রধান অন্তরায় এই যে, আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য সকলের উপলব্ধি হয় নাই। অবশ্য তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে কাহারও হয় নাই। এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহা পালন করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান মনে করিয়া, ইহার কার্য্যের সহিত যোগ দিয়াছেন। অনেকে কেবল ধর্ম্ম পিপাসা দ্বারা চালিত হইয়া যোগ দিয়াছেন, অনেকে বহুদিন হইতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিচয়ের সেবা করিয়া আত্ম নষ্ট করত, পরে ব্রাহ্মসমাজের সুশীতল ছায়াতে দগ্ধ প্রাণের যাতনা দূর করিতেছেন। অনেকে অন্য অন্য অনেক সাধুভাবের দ্বারা চালিত হইয়াও ইহার সহিত যোগ দিয়াছেন। ইহা আমরা তাঁহাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখিতে পাইতেছি। অর্থাৎ যে গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেই মহান্ লক্ষ্য—"ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব" স্থাপন হইতে দূরে পড়িতেছেন। লক্ষ্য হইতে দূরে থাকিতেছেন। এ কথা বলাতে কেহ মনে করিবেন না, যে ইহারা মন্দ লোক হইয়া যাইতেছেন, কিন্তু এরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পরিণামে মন্দ লোক হইয়া যাইতে পারেন। লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হইলে যে সকল ভাব সমাজ মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহাই দেখান আবশ্যক।

১। ঈশ্বর পিতা! আমার পিতা বলিলে যে সকল ভাব প্রাণে যুগপৎ উদয় হয় তাহা লেখনীতে প্রকাশ পায় না। আমি যাঁহার কৃপায় মানব-জন্ম লাভ করিয়া নিত্য নূতন সুখ ভোগ করিতেছি, যাঁহার কৃপা-প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত না থাকিলে এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকা অসম্ভব হইত, যাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি সমভাবে আমাদিগের উপর কার্য্য করিতেছে; সেই ইচ্ছা ও শক্তিসম্পন্ন মহান্ দেবতা কৃপাময় ও মঙ্গলময়। এভাবের উদয় হইলে অর্চ্চনার ভাব, প্রার্থনার ভাব, গভীর প্রেম ও ভালবাসার ভাব অপানাপনি প্রাণে উদয় হয়, সে ভাবকে কেহ বাধা দিতে পারে না। আমরা পরীক্ষাদ্বারা অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার ভাবে যখন আমরা করিয়াছি তখন সংসারের সকল বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে,

সেই প্রেমময়ের প্রেমের আভাস যখন প্রাণের উপর পড়িয়াছে তখন সংসারের সকল প্রিয় বস্তু, মিষ্ট সম্বন্ধ, সেই সর্ব্বলোকপূজ্য রাজচরণে অঞ্জলি দিয়া প্রাণের ক্ষোভ মিটাইয়াছি। সেই পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ধরিতে পারিলে সেই পরমেশ্বরকে ইহ পরলোকের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া ধরিতে পারিলে, এ সংসারের সাংসারিক ভাব নিকৃষ্ট আমিত্ব অনতিকাল মধ্যে বিলুপ্ত হইবেই হইবে। তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যতদিন এ সন্দেহ থাকিবে ততদিন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা হইল না! অধিকাংশ ব্রাহ্মের জীবনে ঈশ্বর এখনও যে সুকুমার মতি শিশুর জনক জননীর নিরাপদ ক্রোড়ের ন্যায় সুমিষ্ট আশ্রয়স্থল হইতে পান নাই। ব্রাহ্মগণ এজন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী সন্দেহ নাই! পরমেশ্বরকে এরূপে ভাল বাসিলে তাঁহাকে না দেখিয়া, তাঁহাকে উপলব্ধি না করিয়া, তাঁহার সহবাসে কিয়ৎকাল না থাকিয়া ব্রাহ্মের পক্ষে জলগ্রহণ অসম্ভব। ব্রাহ্ম ভাই! একবার নির্জ্জনে চিন্তা কর কতদিন কত সময়ে তোমার সহিত সেই পরম প্রভুর সাক্ষাৎ হয় নাই। তথাপি তুমি অক্ষত চিত্তে উপাসনার পরে উঠিয়া সাহাস্য বদনে লোকের সহিত মিশিয়াছ। এমন করে কি কখন ধর্ম্ম প্রচার হয়?

২। জগতের নর নারী আমার ভাই ভগিনী। একি এখনও স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয় না, বাস্তবিক কি আমরা ইহা জীবনে সাধন করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছি? মানুষের ত্রুটি দুর্ব্বলতা, পাপানুষ্ঠান প্রভৃতিকে ঘৃণা করিব; কিন্তু সে মানুষকে ভাল বাসিব, এভাব কি আমাদের প্রাণে ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে? না, না! তাহা জাগিয়া উঠে নাই। আমরা নিত্য জীবনে দেখিতেছি, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমরা আমাদেরই পরস্পরের সামান্য ত্রুটিতে এমনিই বিরক্ত হইয়া যাই, যে অনেক সময় তাহা ঘৃণার আকার ধারণ করে। এখন সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে যে, যে মহাসত্য প্রচার করিতে আমরা নিয়ত নিযুক্ত তাহা আংশিক পরিমাণে ফলপ্রদ হইলেও আশানুরূপ সুফল প্রসব করে নাই। ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের দুর্দ্দশা ও কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করুন এবং যাহাতে সত্যের গৌরব, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সুরক্ষিত ও ব্রাহ্মসমাজের মহৎ ব্রত সুচারুরূপে সাধন করা হয়, ব্রাহ্ম মাত্রেই তাহা নির্জ্জনে চিন্তা করুন, ইহাই প্রার্থনীয়।

জীবনের বিচারক কে?

সচরাচর মানুষ বাহির দেখিয়াই মানুষের সাধুতা অসাধুতার বিচার করে। ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে মানুষের পক্ষে এই বাহিরের কার্য্যালোচনা ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন তত্ত্ব নিরূপণ করিবার সামর্থ্য নাই। কারণ মানুষ অল্পদর্শী। ভিতরের ব্যাপার অবগত হইতে পারিবার শক্তি তাহাদের অতি অল্পই আছে। কার্য্য দ্বারা বাহিরে যাহা প্রকাশ পায়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে যখন মানুষের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। তখন মানুষ যে কোন ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, অনেক স্থলেই প্রকৃত সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, এক প্রকার অসম্ভব। আমরা যদি প্রতি জনের জীবনের কথা স্মরণ করি, তাহা হইলেই এই কথার সত্যতা অনুভব করিতে পারিব। আমরা যে সকল বন্ধু বান্ধবের সহিত বহুকাল অবস্থিতি করিতেছি, জীবনের বহু ঘটনা যাহাদের সঙ্গে একযোগে সম্পন্ন হইয়া থাকে, যাহাদের অভিপ্রায় জানিয়া লোকে সচরাচর মানব চরিত্রের ভালমন্দের বিচারে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহারাই কি সকল সময় প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন? না। আমরা যদি অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাইব, প্রতিদিন আমি যে সকল বিষয়ে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রশংসা পাই—যদিও সেই প্রশংসা ধ্বনিতে মন সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি অনেক সময়ই সেই সকল প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নিজকে মনে হয় না। মনে হয় মানুষ কি অন্ধ যে বিষয়ে আমি প্রশংসা পাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এমন কি র্ভৎসনা পাইবার উপযুক্ত, সেই বিষয়েই আমাকে প্রশংসা করিতেছে! আবার যে সকল বিষয়ের জন্য তিরস্কার বা নিন্দা শুনা অনুচিত, অনেক সময় দেখিতে পাই, মানুষ সেখানেও উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। সেখানেও অন্যায়রূপে নিন্দা করিয়া থাকে। সুতরাং যাহাদের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকিয়াও তাহাদের জীবনের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া যায় না—অধিকাংশ সময়েই মিথ্যা মীমাংসায় উপনীত হইতে হয়, তখন ইহাই সত্য যে মানুষ বাহির দেখিয়া প্রকৃতরূপে কাহারও জীবন সম্বন্ধে স্থির সত্য মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারে না। মানুষ যেমন উপযুক্তরূপে প্রশংসাও করিতে পারে না; তেমনি আবার উপযুক্তরূপে নিন্দা করিতেও পারে না। কিন্তু মানুষ সর্ব্বদাই পরস্পরের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। বহুবার প্রতারিত হইয়াও, বহু স্থলে আপন সিদ্ধান্ত যে সত্য নয়, তাহা জানিয়াও, অন্যের সাধুতা অসাধুতার সম্বন্ধে—অভিপ্রায়ের সততা এবং অসততা সম্বন্ধে বিচার-সূচক আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয় না। আবার মানুষ এমন প্রশংসাপ্রিয় এবং অন্যের অভিপ্রায়কে এমন মূল্যবান্ মনে করে, যে প্রায়ই লোকের নিকট প্রশংসা বাক্য শুনিয়া আত্ম-হারা হইয়া যায়। গভীর আত্ম-দৃষ্টিতে আপনাকে দেখিতে চেষ্টা করে না। প্রশংসার সুমধুর বাক্য কর্ণে আসিবামাত্রই বিগলিত হইয়া যায়। আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারে না। নিজের উপযুক্ততা অনুপযুক্ততার কথা ভাবিবারও অবসর পায় না। অমনি সেই উচ্চ প্রশংসায় উল্লাসিত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যায়। সুতরাং নিজ চরিত্রের হীনতা সত্ত্বেও নিজকে উন্নত মনে করার যে ফল—আত্মহারা হইবার যে ফল, তাহা সে অতি শীঘ্র লাভ করে। আবার অনেক স্থলে লোক আপনাকে এমন দুর্ব্বল মনে করে, যে মানুষের অবাস্তবিক নিন্দা ও গ্লানিতেই নিজকে অপদার্থ জ্ঞান করে এবং তাহার মধ্যে যে উচ্চ প্রকৃতি নিহিত আছে বা

যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাও আর সে ভাবিতে অবকাশ পায় না। নিরুৎসাহে নির্ব্বীর্য্য হইয়া, আপনার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে—উচ্চ লক্ষ্যকে বিসর্জ্জন দিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। আপন জীবনকে যে সকল সাধু কার্য্যের ব্যবহারে আনিতে সমর্থ হইত, তাহা হইতে দূরে সরিয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের নিন্দা বা প্রশংসা প্রকৃত চরিত্রের পরিচায়ক হইতে পারে না। মানুষ বাহির দেখে, বাহিরের ঘটনা হইতে যতটুকু বুঝিতে সমর্থ, তাহাই তাহারা প্রকাশ করে। অন্তরের যে অভিপ্রায় গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চরিত্রের উপর কার্য্য করে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা মানুষের কর্ম্ম নয়। তবে কে প্রকৃত বিচারক? প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনের বিচার করিতে কে সমর্থ? আমার সম্বন্ধে যখনই প্রশংসা বা নিন্দার ধ্বনি উঠে, অধিকাংশ সময়েই যখন দেখি সেই প্রশংসা বা নিন্দা দুইয়ের একতরও প্রকৃত সত্যের দিক্ দিয়াও যায় না, তখন মানুষের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে বিচার করিলে ত অনেক সময়ই স্থির সত্য মীমাংসা হইতে পারে না। তবে আমার জীবন ভাল হইতেছে কি না, প্রকৃত সাধুতা আমাতে আসিতেছে কি না, এ সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া কিছুতেই সঙ্গত বোধ হয় না। বাস্তবিক আমি নিজেই নিজ জীবনের প্রকৃত বিচারক হইতে পারি। অন্যে আমার বিচার কখনই প্রকৃতরূপে করিতে সমর্থ হয় না। এ জন্য প্রত্যেককেই আপন জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। প্র[illegible] করে নিজ মনের প্রতি প্রশ্ন করা আবশ্যক 'আমি ভাল [illegible] না?' 'আমার জীবন দিন দিন সাধুতার দিকে যাই[illegible] না?' 'সৎ যাহা, সাধু যাহা সে সকল কার্য্যকে আ[illegible]র সহিত ভাল বাসি কি না?' এই প্রকা[illegible] [illegible] প্রতিদিন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করা উচিত। [illegible] প্রতিদিন যে সকল [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত থাকি—আমার হস্ত বাহিরে যে সকল [illegible] থাকে, তাহার মূলে কি দেখিতে পাই? কে তাহার প্রবর্ত্তক?—কোন্ [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হই? এ সকল প্রশ্নের মধ্যে যদি দেখি মন [illegible] সদুত্তর দিতে পারে না, একশ্বাসে যদি মন হইতে সদুত্তর না আসে, যদি বহু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা হইতে সৎ উদ্দেশ্য বাহির করিতে হয়, তবে নিশ্চয় জানিতে হইবে, আমার অন্তর ভাল নয়। যদি দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল সাধু কার্য্যে আমি নিযুক্ত হই, গূঢ়ভাবে তাহার মূলে ঈশ্বরানুরাগ অবস্থিতি করিতেছে না—তাঁহার অনুরাগ হইতে তাঁহার প্রিয় কার্য্যে মন ধাবিত হইতেছে না; যদি দেখি সৎকার্য্যের প্রতি প্রীতি হইতেই আমাকে আমি সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিতেছি না—লোক-প্রশংসা বা অন্য কিছু সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার হেতু বলিয়া অনুভূত হয়, তবে আপন জীবনকে সাধু জীবন ভাবা উচিত নয়। কারণ সে সাধুতা বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে। বাহ্যিক অনুকূলতা যতক্ষণ থাকিবে, সেই সকল হেতু যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে, আমিও ততক্ষণ সাধু কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব, তাহার অভাব হইলে আমার সাধু কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সম্ভব হইবে না। ঈশ্বর-প্রীতি প্রাণে প্রবল না থাকিলে, সেই সকল কার্য্য কখনও ঈশ্বর লাভের সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে না। তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই আমি বিপথে নীত হইব। এজন্য বহু সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, লোকচক্ষে আপনাকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও এবং চারিদিক হইতে অজস্র প্রশংসাধ্বনি কর্ণে সুমিষ্ট ভাষা বর্ষণ করিতে থাকিলেও আপনাকে সাধু মনে করা উচিত নয়—যদি দেখা যায় প্রতিদিনের শেষভাগে আপন কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া মন প্রফুল্ল হইতেছে না—স্বতঃ প্রাণে আত্ম-প্রসাদ উপস্থিত হইয়া প্রাণকে সুস্থ ও সুখী করিতেছে না।

পরমেশ্বর প্রতি মানুষের প্রাণের মধ্যে অতি সুন্দর কৌশল গূঢ় ভাবে রাখিয়া দিয়াছেন, যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের অবস্থার পরিমাপক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তাহা এই যে দেখিতে হইবে প্রতিদিনের কার্য্যের শেষে প্রাণ আপনাপনি বলিয়া উঠে কি না, আজ প্রাণ প্রভুর কার্য্যে খাটিয়া কৃতার্থ হইল, প্রাণ আরাম লাভ করিল। দিনান্তে যখন ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হওয়া যায়, তখন তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রাণ যদি সন্তোষের সহিত স্বভাবতঃ বলিতে পারে, আজ প্রভু তোমার কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আজ জীবন ধন্য হইয়াছে; তবেই বুঝিতে হইবে বাস্তবিক জীবন ভাল হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! মানুষের প্রাণে যদি প্রকৃত সততা না থাকে, প্রকৃত সাধু কার্য্যের অনুরাগে যদি সে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়, তবে কখনই সম্ভব নয় যে, সে আপন কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে। আত্ম-প্রসাদ লাভ কোন প্রকার হীন লক্ষ্য হইতে জন্মিতে পারে না। হস্ত যতই কেন সৎকার্য্যে লিপ্ত না থাকুক, তাহাতে যদি সাংসারিক কোন লাভ ক্ষতি গণনা অবস্থিতি করে, তাহার মূলে যদি অতি সামান্য ভাবেও নীচ বাসনা কামনা অবস্থিতি করে, তবে [illegible] আত্ম-প্রসাদ লাভ হইতে পারে না। মানুষ [illegible] [illegible]কে ঠকাইতে পারে, তাহার নিকট [illegible] প্রশংসা পাইতে [illegible] প্রাণে [illegible] মধ্যে যে যন্ত্র [illegible] দিয়াছেন তাহাকে ফাঁকি [illegible]তে পারে না। মন কিছুতেই [illegible] অলীক প্রশংসাতে সুস্থ হয় না, শান্তি পায় না—আত্ম-প্রসাদ লাভ তদ্দ্বারা কিছুতেই হইতে পারে না। এই জন্য আমি ভাল মানুষ কি না, দিন দিন ভাল হইতেছি কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে, ইহাই দেখা আবশ্যক, [illegible] প্রতিদিনের কার্য্যের [illegible]চনায় আমি সুখী হই কি না। [illegible] যদি সেই সকল কার্য্যের স্মরণে সুখী না হইল, আত্ম-প্রসাদ লাভ [illegible] মানুষের প্রশংসায় আমার কি লাভ? আমার অন্তর [illegible] হইতে থাকিল, তবে লোক-প্রশংসায় কি ফল? আমি [illegible] আমার প্রাণই সাক্ষ্য দিবে, তোমার কাজ ভাল হইয়াছে। প্রভু পরমেশ্বরের উপাসনার সময় যদি তাঁহা হইতে আমার কার্য্যের সম্মতি অনুভব করিতে পারি, তাঁহার নিকট বসিয়া যদি আমার প্রাণ অকুতোভয়ে, নিঃসংশয়ে বলিতে পারে যে

আজিকার দিন ভাল গিয়াছে, সেই সকল কার্য্যের স্মরণে যদি প্রাণ আপনা হইতেই পুলকিত হইতে থাকে, তবেই মনে করা উচিত আমার জীবন ভাল যাইতেছে। অন্যথা লোকের বিচারে আত্ম-প্রতারিত হওয়া ভিন্ন লাভ নাই। প্রাণ কখনই সকল সময় সেই প্রশংসা ধ্বনিতে সুখী হইতে পারে না এবং নিজের হীনতার কথা স্মরণ করিয়া আপনাকে ধিক্কার [illegible] দিয়া থাকিতে পারে না। এসমস্ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি মানুষ প্রশংসা করিতেছে তথাপিও আত্মগ্লানি যাইতেছে না। আবার নিন্দা করিতেছে, তথাপি অনেক সময় সে বিষয়ে আত্ম-প্রসাদ হারা হইতেছি না। সুতরাং আমাদের প্রতিজনেরই বিচারক নিজেই। অন্যের দ্বারা বিচারিত হইয়া কখনই আত্ম-পরিচয় লাভ করা যায় না। ঈশ্বরের অপার করুণা যে তিনি নিজ অন্তরকেই নিজের বিচারক করিয়াছেন। আত্ম-প্রসাদ ও আত্ম-গ্লানি রূপ দুই পরিমাপক যন্ত্র প্রতি অন্তরে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা যেন অনন্যমুখাপেক্ষী হইয়া এই আত্মস্থ দুই যন্ত্রের সাহায্যেই আপনাকে বিচার করিতে অভ্যস্ত হই।

পাপীর নবজীবন লাভ।

(প্রাপ্ত)

"নামে মহাপাপী তরে গেল"

—র জেলার অন্তঃপাতী—গ্রামের এক অতি উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে—ণ-ক জন্মগ্রহণ করেন। পিতার সাংসারিক অবস্থা কোন অংশে হীন না হওয়ায় ইনি যথাসময়ে কিছু ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অসময়ে পিতার পরলোক গমনে ইঁহার অধিক শিক্ষা লাভের পথ রোধ হইয়া যায়। সুতরাং বাধ্য হইয়া অল্প বয়সে স্থানীয় কোন বিচারালয়ে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং তাহা অবলম্বন করিয়া সংসারের পথে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। পিতার জীবদ্দশায় অতি অল্প বয়সে ইনি পরিণীত হন। গৃহে অনেকগুলি পরিজন, বিষয়সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল; কোন দ্রব্যের অভাব ছিল না। তথাপি সময়গুণে সঙ্গদোষে পড়িয়া সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অধোগতির সূত্রপাত হইল। যুবক অল্পে অল্পে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রকার পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। আদালত এবং পুলিস এ দুইস্থানে অসদুপায়ে অর্থোপার্জন যেমন সহজ, এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যুবক ধর্ম্মবন্ধন ও নীতির বন্ধন অতিক্রম করিয়া যে পাপময় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুরা সঙ্গিনীসহচরগণ তাঁহার সহিত যেরূপে মিলিত হইয়াছে, পৃথিবীর অসংখ্য ধনরত্ন আনিয়া তাঁহার সে প্রজ্বলিত বাসনানলে আহূতি প্রদান করিলেও পরিতৃপ্ত হইবার নহে, বরং সে অপ্রশমিত বাসনানল শত জিহ্বা বিস্তার করত সংসারের সমস্তই গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। যুবক যে কোন উপায়ে যাহা কিছু উপার্জন করিতে লাগিলেন, সমস্তই সেই পাপানুষ্ঠানরত জীবনের নিকৃষ্ট সুখ ভোগে ব্যয় করিতে লাগিলেন। কর্ম্মস্থান হইতে বাটী নিকটে হইলেও অনেক সময়ে গৃহে যাওয়াটা আর ঘটিয়া উঠিত না। বহুযত্নে লালিত পালিত পুত্রের কুপথ গমনে স্নেহপ্রাণা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননীর কোমল প্রাণ যে ক্ষত বিক্ষত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! সাধ্বী স্ত্রীর সকল প্রকার সাধু সঙ্কল্পের সহায় ও সম্বল, জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনা যে পতি সেই পরম ধন স্বামীরত্নকে গৃহত্যাগী ও নিরয়-গামী হইতে দেখিলে পতিপ্রাণা হিন্দু ললনার প্রাণ যে অবর্ণনীয় যাতনার বিষময় দংশনে জর্জ্জরিত হইবেই হইবে তাহা আর বিচিত্র কি!! এইরূপে গভীর আসক্তির সহিত সর্ব্বপ্রকার পাপানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর মনের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ঈশ্বরের করুণা বিতরণের সময় হইল। সুসময় পাইলে পরম প্রভু কখনও পাপীর জীবন-স্রোত ফিরাইয়া দিতে পরাঙ্মুখ নহেন। স্বর্গরাজ্যের সংবাদ লইয়া মনুষ্যের মুক্তি লাভের সংবাদ লইয়া, মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষার ও সাধুতা লাভের এক জীবন্ত শাস্ত্র তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।—বাবু তথাকার বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই চরিত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পাপপথগত যুবক ব্রাহ্মসমাজে আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাণের ভিতর পাপ ও পুণ্যে সংসার ও ধর্ম্মে এক মহা সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল! বহুকালের অভ্যস্ত পাপ সকল পরিত্যাগ করিতে [illegible]ত সঙ্কল্প হইলেন। একদিন একস্থানে বসিয়া জীবনে কৃত [illegible]টি ভিন্ন প্রকারের পাপ কার্য্য করা হইতে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিরত হইলেন এবং এই সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য মংস পান ও [illegible] খাওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। এ দিন—এ শুভ মু[illegible]তে এ পাপময় জীবনে ইনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় পাইয়া [illegible] সদনুষ্ঠানের সহায় হইয়া আসিতেছেন। আপনার জী[illegible] ভার যতই হ্রাস হইতে লাগিল ততই ইনি সাধু অনুষ্ঠানে প্রাণ মনের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। সে জীবনে কৃত পাপের জন্য যে যাতনার আগুণ জ্ব[illegible]ছিল, তাহা সমভাবে আজ পর্য্যন্ত তরল অনলের আকার ধারণ করিয়া সে বক্ষ ভাসাইতেছে। তিনি কেবল চক্ষের জল সম্বল করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। ধর্ম্মের নামে সে জীবনে যে অবস্থা দেখা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় সংসারে পাপী ভিন্ন বুঝি আর কেহ ধর্ম্মের মর্ম্ম, ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতে পারে না। হে দয়াময়! তোমার নাম তাহারই নিকট প্রকৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছে, যে ভগ্নপ্রাণ, ও অবসন্ন মন লইয়া তোমার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়াছে। ধনীর অতিথিশালার দ্বারে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু প্রভৃতি চির রোগগ্রস্ত যেমন চারটি ভাত পাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, পাপীও ঠিক্ সেইরূপে তোমার দ্বারে আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে। তাহার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল নিশ্চয়ই তোমার রাজভাণ্ডারে আছে এ বিশ্বাস কেবল এমন পাপীরই হইয়াছে! এ জীবনে ধর্ম্ম জীবনের সূত্রপাত হইতে হইতে ইঁহার সাংসারিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিল তাহা দেখিয়া সেই শোক সন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর শুষ্ক প্রাণে যে আনন্দের উদয় হইয়াছে, সংসারে তাহার মূল্য হয়

না। সেই হিন্দু বিধবা কত দিন কত সময়ে বলিয়াছেন "আহা আমার—নী বেম্মদের দলে পড়ে বাড়ী ফিরিছে, আমার হারাণ ধন ঘরে এসেছে।" কত সময়ে এরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সস্নেহ ভাব প্রকাশ করিতে শুনা গিয়াছে। আর সেই কুলবধূ তাঁহার চক্ষের অনন্ত ধারা মুছিয়া প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিলেন, বিষণ্ণ মুখকে আবার প্রসন্ন করিলেন,—শুষ্ক অধরে আবার উৎসাহ ও হাসির উদয় হইল, তিনি অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সেই দেবতাকে প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন যাঁহার কৃপায় তিনি আবার সংসারে সুখের পথে ভ্রমণ করিতে পাইলেন।

এই এক যুবকের প্রাণের গতি ফিরিয়া যাওয়াতে সে স্থানে কি ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই কেবল তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। ইনি এক্ষণে ইঁহার সামান্য আয় হইতে কত অভাবাপন্ন লোকের অভাব দূর করিতেছেন। কত অল্প বয়স্ক যুবক ইঁহার স্নেহ ও ভালবাসার আকর্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন এবং কেমন সুন্দর পবিত্র জীবন যাপন করিয়া এবং পরমেশ্বরের কৃপা অনুভব করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন।

পরমেশ্বর! তোমার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। কত জগাই মাধাই [illegible] এ সংসারে বিকট বেশে বিচরণ করিতেছে। অন্ধ হইয়া অন্ধকে পাপী হইয়া পাপীকে কি করিয়া বাঁচাইব? তোমার ইচ্ছা তোমার করুণা না হইলে সংসারে পাপীর উদ্ধার হয় না। তুমি কৃপা করে আমাদের এ বন্ধুকে যেমন পথ দেখাইয়াছ, এমনি করে পাপীদিগকে উদ্ধার কর। দেখিয়া এ জীবন সার্থক করি। তোমার কৃপা জয়যুক্ত হউক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৮৫।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিগত তিন মাসে নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা—বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী স্থানান্তর গমন করাতে বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি এ, তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই তিন মাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন প্রতি সপ্তাহে (২ বার ভিন্ন) নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে এবং একটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছে।

প্রতিনিধি—বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী ভবানীপুর সমাজের প্রতিনিধির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৎপদে এপর্য্যন্ত আর কেহ নিযুক্ত হন নাই। ঢাকা সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র মহাশয়কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনি সাধারণ [illegible]সমাজের সভ্য নহেন বলিয়া নিযুক্ত হন নাই।

[illegible]পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা নগরেই [illegible] তত্রত্য সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করি-[illegible] উপাসনা, কীর্ত্তনাদি দ্বারা এবং সমাজের সভ্যদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি ভ্রমণার্থ পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এখন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। মধ্যে একবার শিবপুর গিয়া তত্রত্য সমাজের সভ্যদিগের সহিত একদিন উৎসব করিয়াছিলেন। টালিগঞ্জ ও বরাহনগরে যাইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। কলিকাতায় থাকিয়া উপাসনা মন্দিরের উপাসনা কার্য্য, ছাত্র সমাজ ও হিতসাধক মণ্ডলীর কার্য্য এবং তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জার সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—উৎসাহের সহিত বিগত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ মেসেঞ্জার পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য "সংহিতা শ্রেণী" নামে একটী শ্রেণী খুলিয়াছেন, তাহাতে রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে চারিটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন; একজন বন্ধুর ভবনে হিন্দুস্থানীদিগের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেকের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও পরিবারের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদি করিয়াছেন; তাঁহার ভবনস্থ উপাসনা গৃহে প্রতি রবিবার প্রাতে নিয়মিত উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; অনেকে ধর্ম্মালোচনার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপনের জন্য জলন্ধর নগরে গমন করেন, সেখানে তাঁহার চেষ্টায় অনেকে মিতাচারের প্রতিজ্ঞাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন; এবং কয়েকটী পরিবারের ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছে। তিনি এই তিন মাসের মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন;—(১) জাতিভেদ ও তাহার অনিষ্ট ফল;—(২) সাবিত্রী চরিত—(৩) আমার সুসংবাদ—(৪) পাপ ও মুক্তি।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় পূর্ব্বের ন্যায় নলহাটীতে দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, বাঁকিপুর, দানাপুর, আরা, ডোমরাঁও প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষার ঝুলি হস্তে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়া পুনরায় তাঁহার কার্য্যস্থলে গমন করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কয়েক দিবস অবস্থান পূর্ব্বক তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইতিমধ্যে তিনি একবার কালীঘাটে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সৈদপুরে উৎসব সম্পন্ন করিতে গিয়াছেন। তথা হইতে শিলিগুড়ি নেলফামারি, দিনাজপুর কাকিনিয়া রংপুর এবং তিনধারিয়া গমন করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় একটী বন্ধু সমভিব্যাহারে উত্তর বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি

তিনি এক বন্ধুর অনুরোধে অমৃতসহরে গিয়া দুই বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিগত ৪টা অক্টোবর রবিবারে ছাত্রসমাজের সভ্যেরা শিবপুরস্থ কোম্পানির বাগানে গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০ জন সভ্য গিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল ৬য় টার সময় সকলে সিটিকলেজ ভবনে একত্রিত হইয়া নদীতীরে গমন করেন, পরে নৌকা যোগে নদী পার হইয়া নয়টার সময় বাগানে উপস্থিত হন। উদ্যান মধ্যস্থ এক প্রশস্থ গৃহে সকলে একত্রিত হইলে সেই স্থানে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে কেহ কেহ নির্জ্জন স্থানে গিয়া সময় অতিবাহিত করেন। কেহবা আলাপাদি করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। পরে সকলে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

বিগত ১১ই অক্টোবর রবিবারে হিতসাধক মণ্ডলীর অধীনস্থ নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাঁহাদের ছাত্রদের সঙ্গে করিয়া আলিপুর পশুশালায় গমন করিয়াছিলেন। সখা পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় আবশ্যকীয় ব্যয় সম্পাদনার্থ মৃত প্রমদাচরণ সেনের স্মরণার্থ ১০ টাকা দান করিয়াছেন। কঠিন পরিশ্রমের পর শ্রমজীবিদিগকে এইরূপ করিয়া বেড়াইতে লইয়া গেলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয় এবং তাহাদের মনের প্রফুল্লতাও বাড়ে। এই স্কুলের শিক্ষকেরা এই রূপ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদের লইয়া যাইবেন ঠিক্ করিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের উপর তত্রত্য হিন্দুরা বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের অধীনে সমাজ-মন্দিরে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় ছিল। কতকগুলি লোকের প্রয়োচনায় সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে উক্ত স্কুলের শিক্ষক স্কুলের বালকদিগকেও জিনিস সকল লইয়া যান। সম্পাদক মহাশয় জিনিস সকল আদায় করিয়াছেন এবং নূতন বালক লইয়া বিদ্যালয়টী পুনরায় খুলিয়াছেন। স্থানীয় হিন্দুরা ব্রাহ্মদিগকে স্থানান্তরে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টাও করিতেছেন। মন্দিরগৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিবার চেষ্টাও করিতেছেন। এজন্য ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যেরা সমাজ মন্দিরটী পাকা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইলে তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

স্থায়ী প্রচারকণ্ড স্থাপন সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে মফস্বলের বন্ধুগণে পরামর্শ চাহিয়া ২।৩ বার লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় ২।১ স্থান ভিন্ন সে সম্বন্ধে আমরা কোন সৎপরামর্শ পাই নাই। এসম্বন্ধে মফস্বলস্থ বন্ধুগণের সাহায্য এবং সহানুভূতি না পাইলে কিছুতে কার্য্যতঃ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এজন্য আমরা বিনীত ভাবে মফস্বলস্থ বন্ধুগণের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি তাঁহাদের আরও অধিক লোকের পরামর্শ পাইলে কার্য্য প্রণালী স্থির করিবার সুবিধা হইতে পারে আশা করি মফস্বলস্থ বন্ধুগণ শীঘ্র আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য বাবু ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত অধ্যক্ষ সভায় এসম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল এসম্বন্ধে সকলেই যদি মত জানান বিশেষ উপকার হয়, ত্রৈলোক্য বাবুর পত্র এইরূপ "আমার প্রস্তাব এই যে আগে মিসন ফণ্ডে কে কত দিবেন তাহার স্বাক্ষর লইবেন, শেষে এক বৎসর সময় দিবেন; এই এক বৎসরের মধ্যে, এক বারে, কি দুই বারে, কিম্বা ১২বারে হউক ঐ টাকা শোধ করিবেন। এক বৎসরের মধ্যে যদি পাঁচ হাজার টাকা পাইতে পারেন তাহা হইলে আট বৎসর চারি মাস মধ্যে উঠান দশ হাজার টাকা অপেক্ষা অধিক লাভজনক হইবে। কারণ এক বৎসরের অর্জ্জিত পাঁচ হাজার টাকা সুদে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আট বৎসরের পূর্ব্বেই দশ হাজার হইবে। এই বিষয়ে নিশ্চয়তাও আছে, কিন্তু আট বৎসরের কথার নিশ্চয়তারও অভাব। কারণ হয়ত স্বাক্ষরকারী লোকের অর্দ্ধেক সংখ্যা অর্দ্ধেক দান সমাপ্ত করিতে না করিতেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে পারেন। এই সকল দিক্ ভাবিয়া আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে এক বৎসরের মধ্যে আদায় করিতে বাধ্য হইবেন। ইহা জানিয়া সকল ব্রাহ্মকে আপন আপন এক মাসের আয় প্রদান করিতে হইবে। এবং ঐ টাকা এক ট্রাষ্টিদ্বয়ের হস্তে থাকিবে।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকান্তি দত্ত দ্বারা ১ লা কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম ভাগ।
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক শনিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩৲
প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! আমরা অতি অল্প সংখ্যক লোক তোমার আহ্বানধ্বনি শুনিয়া—তোমার সত্যের নিশান লইয়া সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি। দেশব্যাপী কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, পাপ ও দুর্নীতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার সত্যের নিশান প্রোথিত করিতে হইবে, এই তোমার আদেশ। কিন্তু দেখ আমরা এই অল্প সংখ্যক লোক আবার সমুদয় হৃদয় মনের সহিত তোমার সেবা করিতে পারিতেছি না! কোন কোন ভাই পথিমধ্যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া প্রাচীন অসত্যের দিকে ধাবিত হইতেছেন; কেহ কেহ বন ভ্রমে ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িতে [illegible] কেহ বিবাদ-পরায়ণ হইয়া পথিমধ্যে পরস্পরের [illegible]হত কোলাহল করিতেছেন; কেহ কেহ সংসার সুখে মগ্ন হইয়া ইন্দ্রিয় সেবায় রত হইতেছেন। আমরা সমুচিত রূপে ধর্ম্ম সাধন ও তোমার সেবা করিতে পারিতেছিনা। আপনাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়া পড়িতেছি। ঘন-তিমিরের মধ্যে তুমিই কেবল আশার জ্যোতি। তুমি আমাদিগকে নব জীবনে দীক্ষিত কর, আমাদের চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তোল। আমাদের দশখানি হাত এক করিয়া দেও, আমরা তোমার সত্য রাজ্যের জন্য পরিশ্রম করি!

তিনটী বিষয়ে ব্রাহ্মগণ বিগত পঞ্চাশ বৎসর কাল দেশের লোকের সহিত বিবাদ করিয়া আসিতেছেন। (১ম) দেশের লোক চিরদিন বলিতেছেন. নিরাকারের উপাসনা হয় না, ব্রাহ্মগণ চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন নিরাকার চিন্ময় পরমেশ্বরই মানবের উপাস্য। দেশের লোকের সহস্র প্রকার উৎপীড়নেও ব্রাহ্মেরা এই সত্য ঘোষণা করিতে বিরত হন নাই। কেবল যে মুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা নহে কার্য্যতঃও ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষে ১৭০ অধিক স্থান আছে যেখানে প্রতি সপ্তাহে রীতিমত নিরাকার পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মের এবিষয়ে ঐক্যমত দেখা গিয়াছে। কি আদি সমাজ, কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কোন দলের ব্রাহ্মের মুখে ইহার বিপরীত কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এই নিষ্ঠা ও একতার গুণে এবিষয়ে আমরা এদেশে জয় লাভ করিতেছি। আমাদের বিরোধী যাহারা তাহারাও নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া পৌত্তলিকতাকে নিকৃষ্ট স্থান দিতেছেন।

দ্বিতীয়, দেশের লোক চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্ম সাধন গৃহীর পক্ষে নয়। সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে না; ব্রাহ্মেরা সে কথা স্বীকার না করিয়া চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন যে সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। দেশবাসিদিগের শত আপত্তি সত্ত্বেও আমরা এই সত্য প্রচার করিতে ক্ষান্ত হই নাই। এই নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সুফল এই দেখিতেছি যে, এবিষয়ে আমরা ক্রমে লোকের মত ফিরাইতে সমর্থ হইতেছি। লোকে ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছেন যে সংসার ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল নহে।

তৃতীয়, একটী বিষয়ে দেশের লোকের সহিত আমাদের বহুদিন বিবাদ চলিতেছে সেটী এই দেশবাসিদিগের চিরদিনের বিশ্বাস যে জাতিভেদ ঈশ্বরের প্রণীত ও তাঁহার অভিপ্রেত, ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ, ব্রাহ্মগণ বলিতেছেন "মানুষ মানুষের ভাই" জাতিভেদ প্রথা ধর্ম্ম বিগর্হিত ও ঈশ্বরের চক্ষে নিন্দিত। সহস্র প্রকার আপত্তি সত্ত্বেও ব্রাহ্মেরা এই কথা ঘোষণা করিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না, বরং মুখে ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া কার্য্যে জাতিভেদ দমন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। ব্রাহ্মণের সন্তান যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, সকল জাতির ব্রাহ্ম একত্র আহার বিহার করিতেছেন; অসবর্ণ পুরুষ ও রমণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া লোকে বিষম-বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইতেছে বটে কিন্তু আমাদের প্রচারিত সত্য দেশকে অধিকার করিতেছে, জাতিভেদের প্রকোপ শিথিল হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিষয়ে কেবল বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও একান্ত নিষ্ঠার গুণেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারিত সত্য দেশ মধ্যে জয় লাভ করিতেছে।

কিন্তু আর একটী বিষয় আমাদের বিবেচ্য আছে। এই তিনটী বিষয়ে আমরা যেমন একাগ্রতার সহিত তিনটী নূতন কথা দেশবাসিদিগকে মানাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়া আসিতেছি তেমনি আর একটী বিষয় আছে যাহা আমাদিগকে তেমনি একাগ্রতার সহিত মানাইতে হইবে। সে বিষয়টী এই—ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন যে ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ এদেশে সে বিশ্বাস নাই। ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে বীজ মন্ত্র আমাদিগকে শিখাইয়াছেন তাহার মধ্যে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, "তস্মিন্ প্রীতি স্তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তাঁহার প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন এ দুইই তাঁহার উপাসনা। ইহার অর্থ এই ব্রাহ্ম-সাধকের পক্ষে প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য দুইই ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গীভূত। একথাটী এদেশে নূতন। এদেশে যদি কেহ জগতের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া, সামাজিক দুর্গতির প্রতি অন্ধ হইয়া, নর নারীর সেবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া কেবল ভাবুকতাতে নিমগ্ন থাকেন, কিম্বা কেবল জপ তপ, ধ্যান ধারণাতে রত থাকেন, তবে তিনিই পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হন; কিন্তু যিনি পর দুঃখে কাতর হইয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা বুঝিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সন্তানদিগের সেবাতে নিযুক্ত হন, তাঁহার সে কার্য্যও যে ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গীভূত ইহা এদেশের লোক গ্রহণ করিতে পারে না। এই কুসংস্কার হইতে দেশবাসিদিগকে উদ্ধার করাও ব্রাহ্মসমাজের অপরাপর লক্ষ্যের মধ্যে একটী প্রধান লক্ষ্য। এবিষয়ে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার দ্বারা লোকের মতকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। যাঁহারা প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন, তাঁহারা এই মতের প্রচারকদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে হীন, ভক্তি সম্বন্ধে হীন, আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে দুরবস্থাপন্ন প্রভৃতি বলিয়া লোকের চক্ষে ঘৃণিত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাহাতে ভয় পাইলে হইবে না। এখনও দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বলিতেছে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি ধর্ম্মই নয়, ব্রাহ্মেরা অধার্ম্মিক; তাহাতে কি আমরা ভয় পাইতেছি? বরং ঐ সকল কটূক্তিকে অঙ্গের আভরণ বলিয়া মনে করিতেছি! তেমনি ভাবুকগণ পরিষ্কার রূপে জানুন, যে তাহাদের নিন্দাতেও আমরা ভীত হইব না। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনও ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ এই সত্য এদেশবাসিদিগকে ও ব্রাহ্মদিগকে মানাইয়া আমরা ছাড়িব। দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এই সত্য বিস্মৃত হইলেই এদেশে ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যু।

একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে ব্রাহ্মের সদনুষ্ঠানের প্রেরক স্বয়ং পরমেশ্বর এবং ভক্তিই তাঁহার পথ প্রদর্শক। জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। 'তিনি তাঁহারই আদেশ এবং তাঁহারই জীবন্ত ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া থাকেন। যে কার্য্যের মধ্যে সেই মুক্তিদাতার সহিত যোগ হয় না, যে কার্য্য তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব দ্বারা মিষ্ট নহে, যাহা আত্মাকে পরিপুষ্ট ও সুখী না করিয়া ক্লান্ত ও অবসন্ন করে, সে কার্য্য ব্রাহ্মের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম ও কার্য্য সমুদায় একত্র সম্মিলিত হইয়া আমাদের আত্মাকে তাহার সহিত মিলিত করিবে। আমরা এই লক্ষ্য যেন কোন দিন বিস্মৃত না হই।

দাসত্ব ও মানবের প্রকৃত স্বাধীনতা।

যে দাসত্বে মানবমনের স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া মানবকে অনুকরণ প্রিয় করিয়া তোলে, নৈতিক সাহস আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান এবং স্বাবলম্বনের ভাব একেবারে ধ্বংস করিয়া যে দাসত্বে মানবের মনুষ্যত্ব হরণ করে, মানবজীবনের উচ্চ লক্ষ্য ঢাকিয়া ফেলিয়া মানবকে পালিত পশুর ন্যায় পরের হাতে মনের সুখে কাল কাটাইতে অভ্যস্ত করে, সে দাসত্বের কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অথবা যে দাসত্বে মানবকে বিষয়ের জালে জড়াইয়া, স্বার্থপরতার কুহকে ভুলাইয়া, হৃদয় হীন, বিচার হীন প্রবৃত্তির দাস করিয়া ফেলে সেরূপ দাসত্বও আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। ক্ষুদ্রচেতা অহঙ্কারী মানব যে দাসত্ব করিতে করিতে স্বীয় জীবনের অসারতা বুঝিয়া উদারতা ও বিনয়ের সুনীতি শিক্ষা করে, বিলাস-প্রিয়, আত্ম-সুখসর্ব্বস্ব স্বার্থপর মানব যে দাসত্বে আত্মবিলোপ এবং আত্মবিসর্জ্জনের উদারনীতি শিক্ষা করিতে পারে, যে দাসত্ব করিতে ক[illegible] মানবমন বিস্তৃত, স্ফূরিত [illegible] গভীর হইয়া অপ[illegible] ...ত করিয়া এবং অনির্ব্বচনীয় আত্ম প্রসাদ লাভ করে সেইরূপ দাসত্বের বিষয়েই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রায়। ভগবানের প্রিয় কার্য্যকেই আমরা এখানে দাসত্ব আখ্যা দিয়াছি। প্রীতি এবং প্রিয় কার্য্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সূত্র। পরিতাপের বিষয় যে, অতি অল্প ব্রাহ্মের জীবনেই এই প্রীতি এবং প্রিয় কার্য্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রীতি এবং প্রিয় কার্য্য এই উভয়কে যদি তুল্যরূপে জীবনে সাধন করা যায় তবেই পূর্ণসাধনের ফল লাভ করিয়া মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, সুখ দুঃখের অতীত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারে এবং পরিবর্ত্তনশীল মতের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য প্রত্যক্ষ সারধর্ম্মকে জীবনের আশ্রয় করিতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ এখনও যে এদেশকে সম্পূর্ণ রূপে কম্পিত করিতে পারিতেছে না, ব্রাহ্মের জীবনে প্রীতি এবং প্রিয় কার্য্যের সমাবেশের অভাবই, আমাদের বিবেচনায়, তাহার এক প্রধান হেতু। ব্রাহ্ম এই দ্বিবিধ সাধনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়াই পথভ্রান্ত হন। একটীকে সার জ্ঞানে সাধন করিতে যাইয়া অপরটীকে উপেক্ষা করেন এবং সেই উপেক্ষার বিষময় ফল আধ্যাত্মিক দুর্গতি তাঁহাকে অচিরেই ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্ম জড়ের উপাসক নন, ব্রাহ্ম নিরাকার চৈতন্য শক্তির উপাসক। এই চৈতন্য শক্তির উপাসক হইয়াও কেন ব্রাহ্ম এত নির্জীব, সংজ্ঞাহীন এবং দুর্ব্বল? প্রীতি এবং প্রিয় কার্য্যকে জপমালা করিয়াই বা কেন ব্রাহ্ম এত অনুদার, সাম্প্রদায়িক এবং অলস? আর্ত্তি

গূঢ় ভাবে এই সকল প্রশ্নের কারণ অনুসন্ধান করিলে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্রাহ্ম প্রীতি প্রিয় কার্য্যকে বিধিমতে সাধন করিতে পারেন সেই শিক্ষাই ব্রাহ্ম লাভ করিতে চান না; এবং এই শিক্ষার অভাবেই ব্রাহ্ম ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাময়িক উত্তেজনায় উদ্দীপিত হইয়া অনেক মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, দুই চারি দিন গত হইতে না হইতেই তাঁহার সেই সকল কার্য্য জলবুদ্বুদের ন্যায় সময়ের অনন্তবক্ষে মিশাইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ যে সকল মহৎ কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন যদি ব্রাহ্মের জীবনে আত্ম-চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং জীবন থাকিত, তবে সেই সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক অবস্থা এত দিনে কত উন্নত হইত আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের যত কিছু দুর্গতি তাহা কেবল ব্রাহ্মের জীবনেত এই তিনটী জিনিষের অভাব বলিয়াই। ব্রাহ্ম চিন্তাবিহীন হইয়া যে সকল কার্য্য করেন তাহার কুফল যে কেবল তাঁহাকেই ভোগ করিতে হয় এমত নহে। তাঁহার অনভিজ্ঞতা এবং অসারতার ফল ব্রাহ্ম সমাজকে ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতি যে সাধারণের এত অবিশ্বাস ইহার কারণ কি? ব্রাহ্মসমাজের সৎকার্য্যে সাধারণ লোকের সহানুভূতি থাকা দূরে থাকুক অনেক ব্রাহ্মেরই সহানুভূতি দেখা যায় না কেন? ব্রাহ্মের চিত্ত চাঞ্চল্য, মতের অস্থিরতা এবং অনভিজ্ঞতাই অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্ম নিজকে নিজে চেনেন্ না, নিজের বিদ্যা বুদ্ধির ওজন করিতে পারেন না এবং সংসারের অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হইতে নিজকে অবমানিত বোধ করেন। এইরূপ চিন্তাবিহীনতা ও অনভিজ্ঞতাই ব্রাহ্মের সকল প্রকার অবনতির মূল। ব্রাহ্মের নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টি কিছু কম। জীবন না হইলে যে কোন কার্য্যই সার হয় না একথা ব্রাহ্ম বোঝেন না। ব্রাহ্ম ভক্তিহীন হইয়া ভক্তির উপদেশ দিতে যান, বিশ্বাস বিহীন হইয়া বিশ্বাসের কথা বলিতে চান, জ্ঞানহীন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের, ঈশ্বর দর্শনের কথা প্রচার করিতে সাহসী হন। ব্রাহ্ম যে কপট ভাবে লোককে দেখাইবার জন্য, লোকের নিকটে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইবার জন্যই এই সকল কার্য্য করেন আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি সরল বিশ্বাসের সহিত, মনের উৎসাহের সহিতই এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার মনে বিশ্বাস তিনি এই সকল তত্ত্ব পুস্তকে পাঠ করিয়াছেন, সমাজ মন্দিরে কত সময়ে এই সকল বিষয়ের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, কতবার এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মনে বিশ্বাস সাধারণ লোকের ভাগ্যে এইরূপ জানিবার সুবিধা ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই সকল বিষয়ে কথা বলা কোন মতে অসঙ্গত নহে। কিন্তু ব্রাহ্ম বোঝেন না যে জীবনগত সত্য ভিন্ন ফাঁকা কথায় কাহারো প্রাণ আকৃষ্ট হয় না বরং তাহাতে সত্যের প্রতি অবিশ্বাসই জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তুমি ভক্তি শাস্ত্র পড়িয়া দশ দিন আমাকে উপদেশ দাও তাহাতে আমার প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হইবে না, কিন্তু যখন আমি সৌভাগ্যক্রমে একজন ভক্তের দর্শন লাভ করিতে পারিব, হয়ত আমার পাষাণ হৃদয় গলিয়া যাইবে। প্রকৃত ভক্ত যিনি, প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি তিনি তর্ক যুক্তির দ্বারা কখনও তাঁহার ভক্তি এবং বিশ্বাস মানুষকে বুঝাইতে যান না, পারেনও না। তাঁহার জীবন দেখিলেই একজন অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস দূর হইবে, প্রেমহীনের মনে প্রেমের সঞ্চার হইবে। পুস্তকের বিদ্যা যে মুখের প্রাণহীন বচন, জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য নয়, একথা অনেক ব্রাহ্মই বুঝিতে পারেন না। অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হন না বলিয়াই অনেক ব্রাহ্ম সৎকার্য্যে হাত দিয়া বিফল মনোরথ হন, চিরদিনের মত অনেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া অনেককে একেবারে অসার অপদার্থ করিয়া ফেলে। প্রিয় কার্য্যের কত বিপদ, কত বাধা বিঘ্ন, এবিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে কখনও ব্রাহ্ম কর্ম্মের মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইবেন না। ব্রাহ্ম স্বাধীনতার পক্ষপাতী, হয়ত তিনি মনে করিবেন আমরা তাঁহাকে পরের মতে, পরের জ্ঞানে চলিতে পরামর্শ দিতেছি। এরূপ বিশ্বাস যেন কোন ব্রাহ্মের মনে স্থান পায় না। সকল দেশের সকল কালের সাধুরা যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করা এবং আত্ম চিন্তার দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্ম হয়ত মনে করেন তিনি স্বাধীন, তিনি কাহারও মতে চলেন না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি অভিজ্ঞতা এবং আত্ম চিন্তার দ্বারা জীবনের সকল কার্য্য নিয়মিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি হইয়া থাকেন তবে তাঁহার চাঞ্চল্য এবং অপরিণামদর্শিতার বিষময় ফল ব্রাহ্ম সাধারণকে ভোগ করিতে হয় কেন? ব্রাহ্ম হয়ত মনে করেন, সমাজের সকল লোক সমান, সুতরাং তাঁহার স্বাধীন মতের উপরে কাহারও হাত দেওয়ার অধিকার নাই, তিনি সমাজের সমুদয় নিয়মের অনুগত হইয়া চলিতে বাধ্য নন। এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসই স্বাধীনতার ব্যভিচার। অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল সত্য প্রচারিত হইয়াছে, অনুসন্ধান না করিয়াই অনেক ব্রাহ্ম তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন, অথবা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন; কিন্তু একথা ব্রাহ্মের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যতদিন না তিনি আত্মচিন্তা, এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা জীবনের সকল কার্য্যে চালিত হইবেন, ততদিন তিনি স্বাধীন নন। যাঁহার জীবন আছে, আত্মচিন্তা আছে এবং অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাকে তুমি তোমাদের নেতা কর আর না কর তাঁহার জীবন অপ্রত্যক্ষ ভাবে সমাজের উপরে কার্য্য করিতেছে; তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা তুমি গ্রহণ কর আর না কর, তাঁহার মত সমাজের অস্থি মজ্জায়

প্রবেশ করিয়াছে; তাঁহাকে তুমি উচ্চ পদ দাও আর না দাও তিনি তোমার হৃদয়ের উপরে রাজত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়াছেন। যিনি অভ্যাস দ্বারা মনঃসংযম করিয়া মনকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, বৈরাগ্যরূপ প্রজ্জলিত অনলে সকল প্রকার নীচ কামনা ও সুখকে ভস্মসাৎ করিয়া যিনি অনাসক্ত হইয়া বসিয়াছেন, বাহিরের বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া যিনি আত্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারগ হইয়াছেন এবং ব্রহ্মদর্শনের জলন্ত— আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধরিয়া নিজে আপনার ও সমস্ত নরনারীর পরাধীনতা দূর করিবার জন্যই দিবানিশি ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন, হে ব্রাহ্ম! এইরূপ তেজস্বী অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে স্বাধীন বলিতে কি তুমি কুণ্ঠিত হইবে? এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ তুমি নিজে স্বাধীন কি পরাধীন। যদি পরাধীন বলিয়া নিজকে মনে কর, তবে এখন হইতেই সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, অনুদারতা, এবংনীচ বাসনা বিবর্জ্জিত হইয়া স্বীয় ইচ্ছাকে প্রভু পরমেশ্বরের মহান্ ইচ্ছার অনুগত করিতে চেষ্টা কর, এখন হইতেই মনের সমস্ত নীচ বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, এখন হইতেই প্রেম এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান জপমালা করিয়া নিঃস্বার্থভাবে নরনারীর সেবায় রত হও, দেখিবে অচিরাৎ তমসাচ্ছন্ন সত্বভাব জাগিয়া উঠিয়া, সুষুপ্ত স্বাধীন আত্মা জাগিয়া উঠিয়া তোমায় নবজীবন বিধান করিবে, তুমি প্রভূত শক্তি, ঐশ্বর্য্য এবং আনন্দের অধিকারী হইবে, পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ অনুভব করিয়া ধন্য হইবে।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

দাস ব্যবসায়।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে জনৈক বোষ্টন নগরবাসীর একখানি জাহাজ, নিউ অর্লিয়ন্স হইতে উক্ত নগরে উপস্থিত হয়। ঐ জাহাজের খোলে একজন ক্রীতদাস লুকায়িত ভাবে পলাইয়া আসিয়াছিল। জাহাজের খোলে সে ব্যক্তি অনাহারে ও অন্যান্য কষ্টে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। হতভাগ্য দাস পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু জাহাজের কর্ত্তা তাহাকে পুনর্ব্বার নিউ অর্লিয়ন্স লইয়া গিয়া তাহার প্রভুর নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন।

এই নিদারুণ ঘটনায় বোষ্টন নগরবাসী বহুসংখ্যক লোকের মনে অতিশয় আঘাত লাগিল। উহার প্রতিবাদ করিবার জন্য নগরের কোন প্রকাশ্য স্থানে একটী সভা আহূত হইল। প্রধানতঃ পার্কারেরই উদ্যোগে এই সভা হইয়াছিল। পার্কার সভাস্থলে একটী অগ্নিময় বক্তৃতা করিলেন। যাহাতে ভবিষ্যতে বোষ্টন নগরে এপ্রকার নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান না হয়, তজ্জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। যাহাতে পলাইত দাসগণকে তাহাদের প্রভুরা ধরিয়া লইয়া যাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবার জন্য কমিটী প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন। পার্কার কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইলেন।

চার্লস টোরী নামে একজন পাদরি, দাস ব্যবসায়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ইনি দুই শতেরও অধিক দাসের দাসত্ব নিগড় ভগ্ন করিয়াছিলেন। এই মহাপাতকের জন্য তাঁহাকে মেরিল্যাণ্ডের কারাগারে কয়েদী হইতে হইয়াছিল। সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ক্ষয়কাশ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

টোরী সাহেব গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন। পার্কারের উদার ধর্ম্মমতের জন্য তিনি তাঁহার প্রতি বড়ই বিরক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি একদিন পার্কারকে তাঁহার মুখের উপরে অবিশ্বাসী (Infidel) বলিয়া গালি দিয়াছিলেন।

অন্য লোক হইলে হয়ত মুখ দেখাদেখি থাকিত না। কিন্তু টোরী সাহেব দুর্ভাগা দাসদিগের বন্ধু ছিলেন বলিয়া পার্কার তাঁহাকে চিরদিনই অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। মৃত্যুর পর টোরী সাহেবের দেহ বোষ্টন নগরে আনীত হইল। পাদরিগণ তাঁহাদের কাহারও উপাসনালয়ে টোরী সাহেবের খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সম্মত হইলেন না। আমরা বলিয়াছি যে তিনি গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন, কেবল দুর্ভাগ্য দাসদিগের বন্ধু ছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি পাদরীদিগের এত বিদ্বেষ। যাহা হউক পরিশেষে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একটী স্থান নির্ব্বাচিত হইল। পার্কার সে সময় পীড়িত এবং আকাশ বৃষ্টি ও ঝটিকাময়; তথাচ তিনি তাঁহার বিরোধী অথচ দাসদিগের হিতৈষী টোরী সাহেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে ওয়েষ্টরক্সবেরি হইতে বোষ্টন নগরে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এরূপ মহাত্মা ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অধিকতর সমারোহে সম্পন্ন হইলনা বলিয়া তিনি অতিশয় আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন;—

"আমরা মরিয়া গিয়াছি, অর্থের দাস হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের পাপরাশি যে স্বর্ণময় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, তাহা ভেদ করিতে অতিশয় প্রবল আঘাতের প্রয়োজন। সেই সকল ধর্ম্ম সমাজ এখন কোথায় যাহারা ধর্ম্মের জন্য মৃত ব্যক্তিদের সমাদর করিত? অথবা প্রথম যিনি খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন; জিরুশালম নগরবর্ত্তী য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম সমাজ কি তাঁহার সম্মান করিয়াছিল? তবে এখনকার বোষ্টন নগরের ধর্ম্ম সমাজ এই ধর্ম্মের জন্য মৃত মহাত্মার সম্মান করিবে কেন?"

অনেক কারণে পার্কারকে এপ্রকারে আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। কাফ্রিদিগের প্রতি ঘৃণা, যুক্তরাজ্য মধ্যে ঐক্য নাশের ভয় এবং সর্ব্বোপরি নীচ স্বার্থপরতা, লোকদিগকে দাসত্ব প্রথার পক্ষপাতী করিয়াছিল। পার্কার ও তাঁহার অনুচরগণ নির্ব্বোধ ও ধর্ম্মান্ধ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ান পাদরীগণ পর্য্যন্তও তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ স্বামা চ্যানিং সমাজের উপাসকমণ্ডলী তাঁহাদের উপাসনালয়ে দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সভা করিতে অনুমতি দিতে সাহস করেন নাই; প্রাতঃস্মরণীয় গ্যারিসন্

সাহেবকে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে হইলে কোন ধর্ম্মালয়ে স্থান পাইতেন না। ধর্ম্ম বর্জ্জনকারী পার্থিব হিত সাধক (secularists) দিগের বক্তৃতা গৃহের আশ্রয় লইতে হইত। অনেকেই অবগত আছেন, দুর্ভাগ্য কাফ্রিদিগের হিত-সাধন ব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া গ্যারিসনকে পরিশেষে বিরোধীদিগের হস্তে নিগৃহ হইতে হইয়াছিল।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে পার্কার একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন।* যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলবাসী অনেক দাসব্যবসায়ী এই পুস্তিকার উত্তর লিখিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে এক জনের সঙ্গে পার্কার বিচার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বলা বাহুল্য যে পার্কার তাঁহার যুক্তি সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু স্বার্থান্ধ লোকের নিকটে কোন যুক্তিরই বল নাই। দক্ষিণাঞ্চলের সংবাদ পত্র সকল পার্কারকে পাগলা পাদরী (mad parson) বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পার্কার সে সকল কথার কি উত্তর দিবেন? তিনি প্রদর্শন করিলেন যে দাস ব্যবসায়ীদিগের সংবাদ পত্রে গো ছাগ প্রভৃতি পশুগণের ন্যায় জ্ঞান ধর্ম্মের অনন্ত অধিকারী মনুষ্যের পর্য্যন্ত বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে। গো ছাগ প্রভৃতি পশুগণের গুণাগুণ বিজ্ঞাপন স্তম্ভে যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ সন্তান মনুষ্যের বিষয়েও অবিকল তাহাই করা হইয়াছে।

যে মাসে পূর্ব্বোক্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, পার্কার সেই মাসেই বোষ্টন নগরে দাস ব্যবসায়ের অহিতকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। যুক্তরাজ্যের যে সকল অংশে দাস ব্যবসায় প্রচলিত, সেই সকল অপেক্ষা অন্যান্য প্রদেশ যে সভ্যতা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে অনেক পরিমাণে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইহা তিনি অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

আমেরিকার পার্লেমেণ্টের সভ্য হইতে পারিলে, পার্কার দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার পক্ষে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন বলিয়া, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পার্কার উক্ত প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি মনে করিলেন যে রাজসভার সভ্য হওয়া অপেক্ষা ধর্ম্ম প্রচারক থাকিয়া তিনি অধিকতর হিত সাধন করিতে সক্ষম হইবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

গত বারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে কিছু বলা গিয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এতই গুরুতর কার্য্য যে দুই এক কথায় ইহা শেষ হইতে পারে না এবং সংক্ষেপে শেষ হওয়া উচিতও নহে। এই প্রচার কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী তাঁহারা যতই ইহার গুরুত্ব অনুভব করিবেন, যতই মনোনিবেশ সহকারে এবিষয় চিন্তা করিবেন, প্রচার কার্য্য ততই সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে। অবশ্য একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক। কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে, পরম প্রভুর নাম সাধন করার সূত্রপাতে প্রচারকের কার্য্য তাঁহার নিকট এক প্রকার শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্ম! যেদিন হইতে তুমি পরমেশ্বরের আশ্রয় লাভ করিয়াছ, যেদিন হইতে তোমার সংসারের অপবিত্র ভাবময় জীবন স্রোতে পরম প্রভুর কৃপাপ্রবাহ মিলিত হইল বলিয়া অনুভব করিলে, যেদিন তোমার সমগ্র জীবন ক্ষেত্রে বিশেষ দিন বলিয়া তোমার হৃদয়-পটে স্মৃতির বৃহৎ বৃহৎ অক্ষয় অক্ষরে চিরদিনের জন্য লিখিত, তোমার জানা উচিত যে সেইদিন তোমার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার শেষ হইয়া গেল। তখন তুমিই প্রচারক। তোমার চারিদিকে যে অসংখ্য লোক পাপমগ্ন হইয়া সংসারের পথে পদে পদে বিপর্য্যস্ত হইতেছে, তাহাদিগের নিকট ভগবানের কৃপার সংবাদ প্রচার করার ভার তোমারই হস্তে ন্যস্ত হইল। ব্রাহ্ম ভাই! শত শত পাপ-মগ্ন ও কুপথগামী ব্যক্তির মধ্যে তোমার সে অস্তিত্ব অস্তিত্বই নহে, যাহা দেখিয়া লোকে তোমাকে অপর সকল লোক হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে না পারিবে। তুমি ব্রাহ্ম, ঈশ্বরের নাম তোমার প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে, তোমার প্রাণের ভিতর সত্যের অগ্নি নিয়ত জ্বলিতেছে, তোমার প্রাণের মধ্যে নরনারীর সেবার জন্য এক গভীর আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে। ইহা কেন লোকে বিশ্বাস করিবে, যদি দেখিতে পায় অপর দশজন লোকে যেমন নিশ্চিন্ত মনে সংসারের পথে জীবনের সময় ব্যয় করিতেছে, তুমি ব্রাহ্মও ঠিক্ সেই মত অথবা সামাজিক ভাবে তাহাদের হইতে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রক্ষা করত মানব জীবনের মহামূল্য ধন্য জীবনের সময় অবলীলাক্রমে কাটাইতে পারিতেছ। ব্রাহ্ম বন্ধু! ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকদিগের দ্বারা কয়জন লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছে? কিন্তু আমরা এমন অনেক বন্ধুর কথা জানি, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভ্যদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, চরিত্রের বল, ধর্ম্মানুরাগ ও সাধুতা দেখিয়া মোহিত হইয়া আপনাদের পাপাচার পরিত্যাগ করত ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলিতেছি ব্রাহ্মমাত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক। ব্রাহ্ম তুমি যদি এমন চিন্তা করিতে পার যে তোমার একটী কার্য্যের সুফল কুফলের উপরে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে; তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যে দেখিতে পাইবে ব্রাহ্মসমাজ আর এক নূতন বেশে জনসাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতে পাইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশময় প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কি সহজ কথা? মত প্রচার করিলেই যদি প্রচার হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বহুকাল হইল শেষ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আমরা যে সময়ে যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে সত্য প্রচার করিতে প্রতি পদে অসত্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। যে দেশে রাজকুমার শাক্যসিংহ জীবের মঙ্গল কামনায় জীবের পরিণাম চিন্তায় কাতর হইয়া ভিখারীর বেশে পথে পথে মান-

---

* A letter to the people of United States touching the matter of slavery.

বের মুক্তির সংবাদ প্রচার করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে দেশে কত শত ঋষি সেই অনন্ত পুরুষের সহবাস লাভের আকাঙ্ক্ষায় কত শত দিন নির্জ্জনে সংগোপনে যোগ সাধন করিয়াছেন, কত সাধুজন কত কঠোর ব্রত গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করিয়াছেন, কত ভক্ত প্রেমময়ের প্রেমমুখ দেখিতে দেখিতে দিন যামিনী অতিবাহিত করিয়াছেন। শুনা যায় ভক্ত প্রধান চৈতন্য যখন সঙ্কীর্ত্তনের সময় প্রেমময়ের সহবাস অনুভব করিতে পাইতেন না, তখন কত ক্লেশ কত অশান্তি ভোগ করিয়াছেন, আক্ষেপে আপনি আপনার বক্ষে করাঘাত করিয়া ও মস্তকের কেশ ছিন্ন করিয়া রোদন করত ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছেন। বলি এ সকল কি কল্পনা? ঋষি কুলের ত্যাগস্বীকার, মানব কুলের দুর্গতি দেখিয়া পুরুষ প্রবর বুদ্ধদেবের দীন বেশে ধর্ম্ম প্রচার ও প্রেমময়ের সহবাসের অভাবে চৈতন্যদেবের আর্ত্তনাদ এ সকল কি উন্মাদের উন্মত্ততা? না, সত্য সত্যই সারাৎসার পরমেশ্বরের অনুগত দাসদের জীবনে এ সংসারের লোকের বুদ্ধিও বিচারাতীত এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। যাহার আস্বাদন কেবল সাধুরাই পাইয়াছেন। ব্রাহ্ম বন্ধু! এ সুমিষ্ট অমৃতের আস্বাদন যদি ব্রাহ্মদের ভাগ্যে না ঘটে, তবে এ ঘোর পাপাচার ও নাস্তিকতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কিরূপে সেই পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদান করিবে? কেমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব রক্ষা করিবে? দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা—পথিকের মনমুগ্ধকর পরম মনোহর অট্টালিকা এবং সুকোমল ও সুমিষ্ট খাদ্যাদি দ্বারা আপনার সুখময় জীবন রক্ষা করত, প্রতিবেশীগণের নিকট কিছু কিছু মান সম্ভ্রম লাভ করত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মের জীবনের লক্ষ্য নহে। শত শত লোক শিক্ষাভাবে মূর্খ, কর্ত্তব্যজ্ঞানাভাবে অন্ধ ও পাপ পথ-গত, সংসারের দুঃখ কষ্টের কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত-পৃষ্ঠ হইয়া হাহাকার রবে রোদন করিতেছে, আর আমরা রাজবাড়ির দুর্গোৎসবের ন্যায় কতিপয় প্রচারকের স্কন্ধে সমগ্র ভারতের ধর্ম্ম সংস্কারের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি। ইহাকেই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিব এবং তদ্দ্বারা আপনাকে শান্ত করিব?

যখন দেখি শাক্ত বৈষ্ণবে ভয়ানক অনাত্মীয়তা, ব্রাহ্মণ শূদ্রে তৃণ পর্ব্বতের প্রভেদ, হিন্দু মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করে না, এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশের লোকদিগকে আচার ব্যবহার লইয়া নির্যাতন করে, তখন যদি ব্রাহ্ম! তোমার প্রাণ কাঁদিয়া না উঠে, তুমি যদি সত্যের নামে ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে উত্তেজিত না হও, তোমার কর্ত্তব্যের পথ যদি তুমি নির্ণয় করিতে না পার, তবে তোমার জীবনে পরমেশ্বরের ইচ্ছা সুসম্পন্ন হইতে বাধা পাইল বলিয়া মনে করিও। ভাবিও তুমি সংসারের পথে, ধর্ম্মরাজ্যের পথে, মানব জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে একজন পরাজিত আহত সৈন্য। তুমি কৃপাপাত্র, তুমি ঈশ্বরের স্বহস্ত প্রদত্ত সে মহামূল্য পুরস্কার—স্বর্গরাজ্যের পবিত্র সুখ ভোগ করিতে পারিলে না। যদি এইরূপ কৃপাপাত্রেতেই ব্রাহ্মসমাজের কলেবর পরিপুষ্ট হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ, তোমার পরিণাম চিন্তা করিতেও প্রাণে বেদনা পাই। ব্রাহ্ম! বিশ্বাস নয়নে দেখ, স্বয়ং পরমেশ্বর আমাদের সেনাপতি, আমরা কেন মুহ্যমান হইব, কেন নিরাশ হইব, কেন সংসারের পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িব? পরমেশ্বর! আমরা তোমার কৃপার ভিখারী, তোমার কৃপাই আমাদের সম্বল, সংসারের কোন দ্রব্য, পার্থিব কোন রত্ন আমাদের সম্বল বলিয়া মনে করি না। কেবল তোমার পবিত্র নামই আমাদের একমাত্র সম্বল। তোমার নাম লইয়া বাঁচিয়া আছি, তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে যেন আমাদের জীবন পর্য্যবসিত হয়।

পাপীর নবজীবন লাভ।

"নামে শুষ্কতরু মুঞ্জরিল,"

—জেলার অন্তর্গত—গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে—ক জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ভাবী ক্ষেত্রে অপবিত্রতার বীজ রোপিত হয়। ইনি কর্ম্মসূত্রে বাধ্য হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন, এবং ঐ অঞ্চলের কোন এক স্থানীয় আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। পূর্ব্ব হইতে যে পাপময় জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই স্থানেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এমন পাপানুষ্ঠান অতি অল্পই আছে, যাহা এই পাপময় জীবনে অনুষ্ঠিত হয় নাই; যাহাতে মানবাত্মার অগৌরব হয়, মানুষের দেহ মন নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, প্রবৃত্তি নিচয় উৎকর্ণে সংসারের পাপময় সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ব্যাকুল হয়, যাহাতে পরিবার পরিজনের দুঃখ কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি পায় ও জন সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধিত হয়, এরূপ বহুবিধ পাপানুষ্ঠানের খরতর স্রোতে এ জীবন বহুকাল ধরিয়া ভাসিয়াছে। ইনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেন এবং সেই উপার্জ্জিত অর্থে কত দুষ্কার্য্যরত ব্যক্তির এই টুকু থাকিবে। গৃহে বসিয়া সুরাপান করিয়াছেন। ২॥ বৎসরের পুত্র নিকটে বসিয়া পিতার প্রসাদ পান করিয়া আধ আধ স্বরে পিতার নিকট আরও একটু চাহিতেছে। পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা স্বহস্তে পানপাত্র পিতার হাতে উঠাইয়া দিতেছে। যে গৃহে ধর্ম্ম এবং নীতি সর্ব্বোপরি স্থান পাইবে, যাহার সুবাতাসে পুত্রকন্যাগণ বর্দ্ধিত হইয়া সংসারের সকল প্রকার নীচ ও অপবিত্র ভাবকে ঘৃণা করিতে শিখিবে, যে গৃহে সুসন্তান লাভ গৃহীগণের পক্ষে পরম সুখ ও গৌরবের বিষয়; সুরা, তোমার প্রবেশ লাভে দেখ তাহা নরকের বিভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। এমন আরও কত পাপানুষ্ঠান আছে যাহা লিপিবদ্ধ করিতে লজ্জা ও ঘৃণার উদয় হয়। এইরূপ বিবিধ প্রকার পাপানুষ্ঠানের দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনায় পড়িয়া আপনার সদসৎ উপায়লব্ধ অর্থে কুপ্রবৃত্তি নিচয়ের সেবা করিতে লাগিলেন। গৃহে সহধর্ম্মিনী দিবা রাত্রি চক্ষের জলে ভাসমানা। অনেক সময়ে সন্তানেরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জননীর উপর দৌরাত্ম করিতেছে এবং আবদার

করিয়া খাবার চাহিতেছে, মা কি করিবেন, নিরুপায় হইয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। এদিকে ক্রমশঃ ঋণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যাঁহারা পাইবেন, তাঁহারা দুই এক কথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। পাপ জীবন্ত দেহ ধারণ করিয়া নিয়ত আপনার দিকে টানিতেছে, প্রলোভনের জাল ফেলিয়া পাপীকে ধরিয়া রাখিয়াছে যেন তাহার নিকট চিরজীবনের জন্য বিক্রিত, ইহার উপর ঋণদাতাগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছে, অপমানের ভয়ে ভদ্র সন্তান জড় সড়, তাহার উপর সন্তানদের পীড়া, গৃহের ক্রন্দন ও অর্থাভাব চারিদিক হইতে জীবনের পথকে ঘোর অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল। সংসার পথে পথিক পথ ভুলিয়া এমন স্থানে আসিয়াছে যে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। সর্ব্বনাশ! "আমি নিরুপায়, আমি নিরুপায়" এভিন্ন আর কোন কথা পথভ্রান্ত পাপী পথিকের মুখে শুনা যায় না। পাপি! সংসারের পথে তোমার আত্ম-চেষ্টাগত গতি এই স্থানে পরিসমাপ্ত হয়, তোমার অবসন্ন মন ও পরিশ্রান্ত শরীর এই "নিরুপায়ের" সীমাতে বিশ্রাম লাভ করিতে চায়; কিন্তু এ নরকে কি করিয়া বিশ্রাম সম্ভবে? এখানে বিশ্রাম সুখ সম্ভবপর হইলে, পরমেশ্বর! তোমার আর প্রয়োজন হইত না। পাপীর নিরাশ মনে আশার সঞ্চার করিবার, তাহার অবিশ্বাসের অন্ধকারে বিশ্বাসের আলোক জ্বালিয়া দেওয়ার, তাহার কুপথ-গত জীবন স্রোতকে সুপথে প্রবাহিত করিবার এইত সুসময়,—এইত একের বিরামে, অন্যের আবির্ভাব একের শেষে অন্যের সূত্রপাত হওয়ার সুসময়। পরমপ্রভু! তোমার নিত্য মঙ্গল ইচ্ছার সুফল প্রসব করিবার এমন সময় পাপীর জীবনে বড় বেশী ঘটে না। সে পাপীও ভাগ্যবান। যাহার জীবনে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ভাব অনুভব করিবার সুসময় আছে।

অনেক দিন হইতে একজন ব্রাহ্ম তাঁহার বাসাবাটীর নিকট বাস করিতেন। তিনি সকল সময়েই ইহার পরামর্শ দাতা ছিলেন। পরিবারে পরিবারে আলাপ পরিচয় থাকায় ভিতরে ভিতরে আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছিল। পতিত ব্যক্তির গৃহিণী সর্ব্বদা উক্ত ব্রাহ্মের বাটীতে আসিয়া, পরিবার-বর্গের নিকট বসিয়া অনেক সময়ে তাঁহার শোক-সন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন, কি উপায়ে স্বামীর মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে পরামর্শ লইয়াছেন; তাঁহারা ইঁহাকে আত্মীয় বোধে সর্ব্বদা সুপরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন আর এ আত্মীয়তাতে কুলাইতেছে না। যে পরিমাণে ক্লেশ ও অশান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, ঔষধও ঠিক সেই পরিমাণে প্রয়োজন, ব্রাহ্মবন্ধু প্রকৃত বন্ধু ভাবে পূর্ব্বাবধিই চলিতেছিলেন, এখন ভগবানের কৃপা বিতরণের অতি উপযুক্ত সময় বোধে সর্ব্বদা ইঁহার সহিত মিশিতে লাগিলেন এবং অল্পে অল্পে সেই পাপ-পথ-গত মনকে ফিরাইতে যত্নবান হইলেন। পাপী দেখিল সকলেই কিছু পাইবে বলিয়া আসে; সকল লোকেই কিছু না কিছু স্বার্থদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারসহিত মিলিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে সংসারের গভীর অশান্তির জলে ডুবাইতেছে। আর যে কখন উঠিতে পারিবেন, তাহার আশাও থাকিতেছেনা; কেবল এই একটি লোক কিছু পাইবার আশায় আসেন না। বরং কিছু দিতে, কিছু ত্যাগস্বীকার ও স্বার্থনাশ করিতে আসেন। সকলে যখন অন্তঃসারশূন্য করিয়া শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে উদ্যত, ব্রাহ্ম তখন তাঁহার সহায়তায় নিযুক্ত।

উৎসবেব্যসনেচৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ।

উৎসবে বিপদে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে মানব জীবনের এই ছয় প্রকার অতীব প্রয়োজনীয় কার্য্যে যে ব্যক্তি সহায়তা করেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। সে ব্যক্তি কেমন লোক এবং তাঁহার ধর্ম্ম কেমন ধর্ম্ম যাঁহার ভালবাসা ও সহানুভূতি মানুষ দুঃখের দিনে,—বিপদের দিনে লাভ করে। এই চিন্তা পাপীর প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল। ব্রাহ্ম যতই ঘনিষ্টভাবে মিলিতে লাগিলেন, পাপীর পাপের বন্ধন ততই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে পাপী পাপ ভারাক্রান্ত চিত্তে সংসারের সকল প্রলোভনকে বিদায় দিয়া জীবনের পথে, পুণ্যতীর্থ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে দিন সে জীবনে নবজীবনের সঞ্চার হইল, যে দিন সে পরিবারে আনন্দ কোলাহল উঠিল, সে দিন সংসার ও ধর্ম্মে, পাপ ও পুণ্যে যে ঘোর প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহার চিন্তা মাত্রেও শরীর কণ্টকিত হয়। সংসারের নীচতা ও পাপাচারের ভ্রূকুটি সে জীবনের নূতন আলোক ও সে পরিবারের আনন্দধ্বনি মন্দীভূত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু সত্য জয়যুক্ত হইবেই হইবে, তাই পাপের উপর পুণ্যের পতাকা উঠিল, অসত্যের অন্ধকারে সত্যের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, লোক জানিতে পারিল যুদ্ধে ধর্ম্মেরই জয় হইল।

ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর দুষ্প্রবৃত্তি পরিচালিত কোন কোন লোক ইঁহার নামে আদালতে প্রাপ্য অধিকারের জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিল। অনেক গোলযোগের পরে তাহা মিটিয়া গেল এবং ইনি পরিশেষে যে সকল লোকের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। জীবনে যত প্রকার অসাধু অনুষ্ঠান করিয়াছেন একে একে তাহারা সকলে তাঁহার প্রত্যেক হৃদয়-গ্রন্থিকে ছিন্ন করিতে, ও দগ্ধ করিতে লাগিল। কাল সহকারে পাপভার হ্রাস হইয়া গেল। ধর্ম্ম জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে পুণ্য কার্য্য, সদনুষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া এত পাপের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, সে কর্ম্মটি ত্যাগ করিয়া এক্ষণে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। ইঁহার সাধুর জীবনে সূত্রপাতে পরিবারে সুখ শান্তি ও পুত্র কন্যাগণের ভাবী মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। ইনি এক্ষণে আমাদের একজন অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধু।

হে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ বিধাতা পরমপ্রভু! এমন ভাষা নাই যাহাদ্বারা তোমার প্রতি, পাপীর নবজীবন লাভে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। তুমি এই সকল দস্যুদিগকে ধর্ম্মের পথে আনিয়া যে মহিমা ও কৃপার পরিচয় দিয়াছ,

সংসারের সমস্ত ধন রত্ন ও মান সম্ভ্রম একত্র করিলেও তাহার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার হয় না। তোমার কৃপাই তোমার পুরস্কার। মানব-ভাণ্ডারে এমন কিছুই নাই যাহা তোমাকে দেওয়া যাইতে পারে। পরমপ্রভু! এমন ব্যক্তিকে ধর্ম্মের পথে না আনিলে সংসারে যে রাশী রাশী অনিষ্ট সংসাধিত হইত, তাহা ভাবিতেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তুমি পূর্ণ মঙ্গল, যখন যে ভাবে যে স্থানে মঙ্গলভাব প্রচার করিতে হইবে তাহা কেবল তোমারই বিদিত। আমরা তোমার অনুগত দাস; বিনা তর্কে, বিনা প্রতিবাদে তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে চালিত হইয়া, তোমার অনুগমন করিব। তুমি ধন্য, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক!

ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা।

অর্দ্ধ শতাব্দীর কিছু অধিককাল হইল ব্রাহ্মসমাজ এদেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যদ্যপি আমরা একবার ইহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মসমাজ অতি অল্প পরিমাণেই আপন লক্ষ্য সাধন করিতে পারিয়াছে। অপরাপর ধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত ইহার তুলনা করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গতি অতি মন্থর বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহাতেও কি কিছু বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে যে, একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সার এবং সত্য ধর্ম্ম? এখনও কি ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না যে, ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র মানবাত্মার সন্তোগ্য এবং পরিত্রাণ প্রদ? ব্রাহ্মধর্ম্ম যদ্যপি একমাত্র সত্য ধর্ম্ম হয় এবং ইহা যদি মানবাত্মার মুক্তি পথের অনন্যদ্বার হয় এবং ইহাও যদি সত্য হয় যে অবনীমণ্ডলে একাল পর্য্যন্ত যে সকল দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতি অসত্য এবং উপধর্ম্ম মানব হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে, এই সুশাণিত কুঠারের দ্বারা সে সকল এককালে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে তবে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, কেন এই ধর্ম্ম অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতরে সংকীর্ণতর সীমা মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে? অনন্তের উৎস হইতে যাহা উৎসারিত, অনন্তের দিকে যাহার গতি এবং বিস্তৃতি, এখনও কেন তাহা শান্ত এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। ইহার দায়ী কে? বিশ্ববিধাতা নিজ হস্তে যে বৃক্ষের বীজ রোপন করিয়াছেন, ইহা স্থির জানি সে বৃক্ষকে সংহার করে এমন শক্তি কাহার? তথাপি ইহা কি নিতান্ত পরিতাপের কথা নয় যে আজিও তাহা বৃক্ষাকারে পরিণত হইতে পারিল না? ইহার জন্য অপরাধী কি কৃষক নয়? এই সমগ্র ভূমণ্ডলের সহিত যদ্যপি ব্রাহ্মধর্ম্মের তুলনা করি, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সমস্ত পৃথিবীর কথা দূরে থাক্‌ এই বিস্তীর্ণ ভারত ক্ষেত্রের মধ্যে এমন লক্ষ লক্ষ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে যাহারা ব্রাহ্মসমাজের নাম মাত্রও অবগত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? কোন্‌ মতের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত? কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এ সকল কথা এই ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক নর নারীর নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। একদিকে যেমন অগণ্য লোক ইহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অপর দিকে সেইরূপ এমন সকল ঘৃণিত এবং জুগুপ্সিত আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্মের নামে এদেশে রাজত্ব করিতেছে, যাহার বিষয় স্মরণ হইলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে, চিন্তাশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়। যাঁহারা এই বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এবং বিভিন্ন প্রকার লোকের সহিত সংস্লিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে এদেশ কি বীভৎস অধর্ম্ম পিশাচের প্রভুত্বে পরিপূর্ণ। বিবিধ প্রকার ঘৃণিত কুরীতি ভারতের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত বিবিধরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের নামে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এবং লক্ষ লক্ষ লোক সেই সকল জুগুপ্সিত অধর্ম্ম রাক্ষসীর সেবা নিরত হইয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় অন্য কোথাও দেখা যায় না

এক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই এত প্রকার মত ভেদ এবং সম্প্রদায় ভেদ আছে যাহা নির্ণয় করা একরূপ দুঃসাধ্য। শাক্ত শৈব্যাদি পঞ্চোপাসক শ্রেণীতে হিন্দু সম্প্রদায় গঠিত। কিন্তু ইহাদের এক একটীর ভিতরে এরূপ দলাদলি আছে যাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আবার হিন্দু ভিন্নও বহুবিধ ধর্ম্ম এদেশে প্রচলিত আছে। এই বঙ্গদেশ মধ্যে শাক্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। বঙ্গদেশে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই অন্যূন ত্রিশ প্রকার সম্প্রদায় লক্ষিত হয়। যে বহুবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই সাকারোপাসক। এই সাকারোপাসনার মধ্যে নরপূজা, শাস্ত্রপূজা এবং অন্যান্য পার্থিব পদার্থের পূজা প্রচলিত। এই পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের ভিতরে পঞ্চাশ লক্ষ নিরাকার নিরঞ্জন পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা করে কি না তাহা সন্দেহ স্থল। এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে পরম পবিত্র পরমেশ্বরের সম্মাননা এইরূপ। এই কোটি কোটি লোক যেমন মনুষ্যের পূজা এবং পার্থিব পদার্থের পূজা করিয়া আপনাদিগের আত্মার মহত্ব এবং উন্নতিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে সেইরূপ বিবিধ প্রকার কুরীতি এবং কদাচারে ইহাদিগের সামাজিক অবস্থাও দিন দিন, ঘৃণিত এবং মলিন হইয়া যাইতেছে। ইহাদিগের আত্মা যেমন জড়পদার্থের সহবাসে জড়ভাবাপন্ন এবং ম্লান, ইহাদিগের সমাজও সেইরূপ বিবিধ কলঙ্কে কলঙ্কিত। এমন সকল দুর্নীতি এবং দুরাশা এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে প্রভুত্ব পাইয়াছে যাহা স্মরণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। যাঁহারা ভারতের এই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচরিত অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়া কলাপের বিচার জানিতে চান, আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা মনোযোগের সহিত শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবু প্রণীত

'উপাসক সম্প্রদায়' নামক পুস্তক দুই খণ্ড অধ্যয়ন করুন। ধর্ম্মের নামে যতপ্রকার অধর্ম্ম আছে, পবিত্রতার নামে যতকিছু অপবিত্রতা এবং অসাধুতা আছে সে সমস্তই এদেশে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মের সিংহাসনে অধর্ম্ম অধিষ্ঠিত এবং নীতির আসনে দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতি বিরাজিত। সত্য ধর্ম্মের অভাবে নরোপাসনা এবং জড়োপাসনায় এতদ্দেশবাসী লোকের আত্মা মৃত, বিশুদ্ধ নীতির অভাবে ইহাদিগের চরিত্র কলুষিত এবং সমাজ নানাবিধ দুরাচারে পরিপূর্ণ। এক অংশে ইহারা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতা হীন, অপর অংশে ইহারা বিশুদ্ধ সামাজিক জীবন বিহীন। এখন আপনারা একবার এই প্রিয় জন্মভূমি ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম নৈতিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। কি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভারতের এই গাঢ়তর তিমিরাছন্ন ধর্ম্মাকাশের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখুন সূর্য্য এবং চন্দ্র ইহা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এই সূর্য্য চন্দ্র পরিশূন্য আকাশে এই ধর্ম্ম এবং নীতি বিহীন ভারতে আজ কি কাল রজনীর আবির্ভাব। চিন্তার গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, কল্পনা পরাভব স্বীকার করে কে বলে ভারতবর্ষে মনুষ্যত্ব বিরাজিত? কে বলে এদেশ এখন ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত? ধর্ম্ম এবং নীতিদ্বারাই মনুষ্যত্ব সাধিত। যদি উপাদানই না থাকে, তবে বস্তুর সত্তা কিরূপে থাকিতে পারে? ধর্ম্ম এবং নীতির বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যত্ব এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য এবং চন্দ্র যদ্যপি আজ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, তবে কি আর এই পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য্য ক্ষণ কালের জন্যও থাকিতে পারে? সূর্য্য চন্দ্রের অভাবে জড় জগতের যে দুর্গতি ধর্ম্ম এবং নীতির অভাবেও মনুষ্য সমাজের ঠিক সেই দুর্গতি। ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক অবস্থাত এইরূপ। এখন কি এই ঘোর দ্বিপ্রহরা রজনীর ভয়ঙ্কর বেশ চিরদিনই এদেশের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিবে? না ইহার পর্য্যবসান আছে? বিধাতা যখন দেখিলেন যে এদেশের লোক দৌর্ব্বল্য এবং অজ্ঞানতায় বিশুষ্ক হইয়া ধর্ম্মকে উপেক্ষা করত, হৃদয় বেদীর উপর সামান্য মনুষ্য এবং জড় পদার্থকে স্থান দান করিল, যখন দেখিলেন যে পদে পদে নীতিকে অবমানিত করিয়া বিবিধরূপ জঘন্য আচরণে এবং অনুষ্ঠানে ইহা ব্যাপৃত হইল তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে এদেশীয় লোকের মনুষ্যত্ব সম্পাদনের জন্য এমন এক আলোকের প্রয়োজন যদ্দারা ভারতবর্ষের বহু কাল ব্যাপ্ত ঘোরতর অন্ধকার অপহৃত হইতে পারে এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি স্বর্গের জ্যোতিকে ধরাতলে প্রেরণ করিলেন। মনে করিও না ব্রাহ্মসমাজ সামান্য জিনিশ; কয়েকজন লঘুচেতা মনুষ্যের সম্পদমাত্র? এই সমাজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে এই সুদূর বিস্তৃত অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া এক হস্তে ধর্ম্মের প্রদীপ্ত সূর্য্য এবং অপর হস্তে নীতির পবিত্র সুধাকর ধারণ করত, অভ্যুত্থান করিতেছে। ভারতে কাল রজনীর অবসান হইবে; পুনরায় ভারতে সে চন্দ্র সূর্য্যের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি বিভাসিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন এখন ধর্ম্মের নামে মৃত ধর্ম্মের সেবা করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ তৎ পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম দিবেন। এদেশের লোক যেমন নীতির অভাবে দুর্গতির অনুসরণ করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ তাহার পরিবর্ত্তে সেইরূপ ইহাদিগকে বিশুদ্ধ নীতির পথে আনয়ন করিবেন। এই অভিপ্রায়েই ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি। ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক অধোগতি এই ক্ষুদ্র সমাজ দ্বারাই অপনীত হইবে যাঁহার হস্তে এরূপ গুরুতর এবং মহত্তর কার্য্যের ভার তাহার তদনুরূপ কার্য্যকরিতা কই? ধিক্ তাহাদিগকে যাহারা পবিত্র ঈশ্বরের নামে এই সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বার্থপরতাকে হৃদয়ের উপরে আসন প্রদান করিতেছেন। স্বার্থপরতা এবং বিশ্বাসহীনতা হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দাও এবং গৌরবের সহিত বিশ্বাসের জয় পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া এই সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, নচেৎ ভারতের পরিত্রাণ নাই। ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক জড়তা এবং দুর্গতি ঘুচিবে না।

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১লা জানুয়ারী ব্রহ্মবিদ্যালয়—কমিটির তত্ত্বাবধানে ব্রহ্ম বিদ্যাবিষয়ক প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থী-গণের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট সময় নাই বিবেচনা করিয়াই এবৎসর প্রস্তাবিত পাঠ্য পুস্তক অনেক ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এবৎসরের জন্য নিম্ন লিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি নির্দ্ধারিত হইল।

প্রথম শ্রেণী।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় (Doctrinal)

১। The roots of Faith (সমগ্র)

২। ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়।

সাধন সম্বন্ধীয় (Practical)——

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, প্রথম ১৫শ ব্যাখ্যান পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

ধর্ম্ম মত সম্বন্ধীয় (Doctrinal) :——

১। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, প্রথম তিন প্রবন্ধ।

২। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, শেষ চারি উপদেশ।

৩। পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী প্রদত্ত "পরলোক" বিষয়ক বক্তৃতা।

তৃতীয় শ্রেণী।

সাধন সম্বন্ধীয় (Practical)——

১। সাধন বিন্দু (সমগ্র)

২। ধর্ম্মসাধন (সমগ্র)

মত সম্বন্ধীয়——

১। ধর্ম্মশিক্ষা (সমগ্র)

২। চিন্তা কণিকা (সমগ্র)

সাধন সম্বন্ধীয় (Practical)

১। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান (সমগ্র)

২। ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী (প্রার্থনামালা ছাড়া)

বিগত ২৩এ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

উপাসনা মন্দিরে ১৮৭২ সনের ৩ আইনের বিধি অনুসারে একটি ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, Gleams of the new light, Roots of faith ইত্যাদি রচয়িতা ব্রাহ্ম সাধারণের নিকটে সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত এই বিবাহের বর, বয়স ২৯ বৎসর। হাটখোলা নিবাসী পরলোকগত উমাচরণ বসু মহাশয়ের কন্যা এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের সম্পর্কীয়া বালবিধবা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা পাত্রী বয়স ১৬ বৎসর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ যাহাতে খৃষ্টান পাদ্রীগণের ন্যায় বিনা মাসুলে রেলপথে গমনাগমন করিতে পারেন, তজ্জন্য ইন্দোর ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক মহাশয় বোম্বাইর জি, আই, পি, এবং বি, বি, সি, আই রেইলওয়ে সমূহের অধ্যক্ষগণের নিকটে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত রেলওয়ের কর্ত্তাগণ অনুমতি দিবেন কি না এখনও জানা যাইতে পারে নাই। অধ্যক্ষ গণের উত্তর পাইলেই আমাদের বন্ধু উক্ত সহকারী সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে সংবাদ জানাইবেন।

কাশী হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কর্ম্মকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এখানে আসিয়া একদিন আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাসায় উপাসনা করেন; অত্রত্য ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ ও স্থানীয় অনেক লোক উপাসনায় যোগ দিয়া বড়ই উপকার পাইয়াছেন। তৎপরে "ধর্ম্ম কোথায়?" এই বিষয়ে অত্রত্য বাঙ্গালিটোলায় প্রিপ্যারীটেরী স্কুল গৃহে একটী বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটী বড়ই সরল ও মধুর হইয়াছিল এবং এই বক্তৃতা শুনিতে অনেক রাজকর্ম্মচারী ও স্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেনারস ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা হইতে পুনরায় ঢাকা গমন করিয়াছেন।

আমাদের ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের বিবরণ কাগজে পাঠ করিয়া ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরীক্ষার্থীগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিবার জন্য ৩০৲ ত্রিশ টাকা পাঠাইয়াছেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের এই অযাচিত দান আমরা হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছি, এবং ইহাতে বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। তিনি আমাদের নিকটে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, "থিয়লজিকেল্ ইনষ্টিটিউশনের কমিটি" হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক পরীক্ষা হইবার কল্পনা হইতেছে। ইহা অতি শুভ অভিপ্রায়, অতএব বিদ্যার্থীদিগের পুরস্কার দিবার জন্য আমি ত্রিশ ৩০৲ টাকা পাঠাইতেছি। সমাজের অধ্যক্ষেরা উপযুক্তরূপে ইহা বিতরণ করিয়া আপ্যায়িত করিবেন। ইতি ১০ই কার্ত্তিক ৫৬ ব্রাঃ সঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

চুঁচুড়া।

সেনহাটী প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন—গত শারদীয় উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সেনহাটী প্রার্থনা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে;—

৬ই কার্ত্তিক বুধবার—সমস্ত দিন উৎসব।

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ রায় ও

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন সেন।

৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যার নামকরণ ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান অনুসারে হয়। কন্যার নাম শ্রীমতী মৃণ্ময়ী মজুমদার রাখা হয়। বাবু প্রিয়নাথ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

১০ই কার্ত্তিক রবিবার—প্রার্থনা সমাজের গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেরিত।

মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করা অবধি আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে অতি উচ্চ উচ্চ কথা শ্রবণ করিতেছি। সে সকল কথা দ্বারা যে কোন উপকার হয় নাই, এমন কথা আমি বলি না। তাহাদের দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইলেও আমরা সেই সকল উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম কথাতে একঘেয়েত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, যেন আর শুনিতে ইচ্ছা হয় না। আমার একথা বলার অভিপ্রায় এই যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সকলে আমাদের দৃষ্টি নাই। সহজ কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, ধর্ম্মভাব মানব জীবনকে আশ্রয় করিলে, কর্ত্তব্যজ্ঞান নিয়ত জাগ্রত থাকিলে যে সকল কার্য্য অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা আমাদের দ্বারা হইতেছে না। আজ আমি তাহারই কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিয়া এবিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের মতামত জানিতে উৎসুক রহিলাম।

১। আমাদের মধ্যে আত্ম-সমালোচনার পরিবর্ত্তে পরনিন্দার ভাগটা কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার বিষময় ফল এই হইবে যে আমাদের আত্মদৃষ্টি ও ধর্ম্মভাব একেবারে তিরোহিত হইবে। পরিণামে ব্রাহ্মসমাজ কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহকারী দলে পরিণত হইবে। ইহার শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য অনতিকাল মধ্যে ব্রাহ্মদিগের চক্ষুর অন্তরালে গিয়া পড়িবে।

২। যে সকল পরনিন্দা আমরা করি, তাহারও আবার সময় ও স্থান বিচার নাই। আমাদের গৃহে বালক বালিকারা যখন আমাদের সম্মুখে আহার বিহার করিতেছে, তাহাদের সম্মুখে তাহাদের সেই শ্রবণলোলুপ কর্ণের অতি নিকটে আমরা হয়ত আমাদেরই অতি শ্রদ্ধেয় কোন বন্ধুর সামান্য

ত্রুটিতে অবিবৎ উত্তেজিত হইয়া, যথেষ্ট ঘৃণা প্রকাশ করিতেছি ও মন্দবাক্য বলিতেছি। ব্রাহ্মবন্ধু কি তাহার বিষময় ফলের দিক একবার গণনা করিয়াছেন? ইহার এমন বিষময় ফল আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যাহার সংশোধন হইবার আর উপায় নাই। ইহার বিষময় ফলে এই হইতেছে যে যাঁহারা শ্রদ্ধেয়, বালক বালিকাগণ তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছে। যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন পাকিয়াছে, তাঁহারা দোষ গুণের সমালোচনা করিয়াও একজনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদের চরিত্র বালক বালিকাদিগের একমাত্র রক্ষক, তাঁহাদের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই।

৩। আমরা যে সকল আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী বালকদিগকে ও বিবাহার্থীনী বিধবাদিগকে আমাদের গৃহে স্থান দিতেছি তাহাদিগের সম্মুখে আমাদিগের পরস্পরের বিশেষ বিবেচনার সহিত আলাপ করা উচিত। ২।৪ দিন আসিতে না আসিতে কোন বালক বা কোন বিধবা কেন আমাদের সমাজের সর্ব্ববিধ সংবাদের অধিকারী হইবে? এরূপ অবিবেচনার বিষময় ফল আমি স্বয়ং কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জানি এবং অনুভব করি আমাদের এই ত্রুটি নিবন্ধন আমাদের অশেষ অমঙ্গল সাধিত হইতেছে।

৪। আমাদের অনেকে তিন পয়সা আয় থাকিলে দশ পয়সার মত জাঁকজমকের সহিত জন সমাজে বিচরণ করি। এ বড় নিন্দনীয় কথা; কারণ ইহারও বিষময় ফল এই হইতেছে যে আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া আমরা দিন দিন বিষবৎ পরিত্যজ্য ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছি। এমন জড়াইয়া পড়িতেছি, যে আর কখন হয়ত সে ঋণের হাত হইতে মুক্তি লাভ হইবে না। বোধহয় এই ঋণ নিবন্ধন অনেক সময়ে আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিথ্যা কথা বলিতেছি। "অমুক দিন তোমার প্রাপ্য টাকা দিব" একথা বলিয়া হয়ত যথা সময়ে আমরা তাহা দিতে পারিলাম না। আমাদের প্রকৃতি, অভ্যাস ও রীতি নীতি ইহাদ্বারা অত্যধিক মাত্রায় কলুষিত হইবার সম্ভাবনা।

৫। আমরা আমাদের কোন বন্ধুর বিবাদের সময় কিম্বা কোন স্থানের উৎসব উপলক্ষে যাইতে হইলে আমরা যাতায়াতের খরচ লইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার বোধ হয় ঐ অধিকার কেবল প্রচারকগণের মধ্যে যিনি তথায় আহূত হইয়া যাইবেন তিনি ভিন্ন আর কাহারও থাকা উচিত নহে। এই প্রথা দ্বারা আমরা সমাজ মধ্যে মহানিষ্ট আনয়ন করিতেছি।

প্রথমতঃ কোন বন্ধুর বিবাহে আমাদিগকে সপরিবারে যাইতে হইলে যাতায়াতে যদি আট আনা গাড়ী ভাড়া দিতে হয়, তবে আমার পক্ষে এ আট আনা দেওয়া বড় কষ্টকর নহে, কিন্তু নিমন্ত্রণকারীকে যদি এমন পঞ্চাশ খানি গাড়ির ভাড়া দিতে হয় তবে তাহা ২৫ টাকার কম হইবে না। আমরা তাঁহার বিবাহে উপস্থিত হইব, এই অনুরোধে যদি তাঁহাকে সকল প্রকার আয়োজনের উপর আবার এই ২৫।৩০ টাকা অথবা ততোধিক ব্যয় করিতে হয়, তবে পরিণামে এইরূপ নানা প্রকার বাজে খরচ নিবন্ধন অনেক মধ্যবিত্ত অবস্থার যুবক সহজে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, উৎসব উপলক্ষে দেশ হইতে দেশান্তরে ও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অপরের ব্যয়েতে যাইতে পাইলে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলেই যে যাইতে চাহিবেন তাহার অভ্যাস আমরা এখনি পাইতেছি। নিজব্যয়ে যাইতে হইলে, যাঁহারা অন্যের ব্যয়ে যাইতেছেন তাঁহারা যাইতেন কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আমি জানি কোন কোন ব্রাহ্মসমাজ ২।৩ বৎসর ধরিয়া ডাকা ডাকি করিয়া একজন প্রচারক পান না। কিন্তু কোন কোন স্থানে ৩।৪ জনও গিয়া উপস্থিত হন। ইহা আমরা দেখিতেছি। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণের মনযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও অদ্যাপি কোন সুফল ফলে নাই। ব্রাহ্ম সাধারণ এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেন ইহাই আমার সবিনয় অনুরোধ।

একান্ত অনুগত
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলিকাতা।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহাশয়গণ হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ নিম্নলিখিতরূপ দাতব্য প্রদান করিয়াছেন। নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অনেক টাকা দেনা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা জন্য আরও কিছু অর্থের প্রয়োজন, অতএব হিতৈষী মহোদয়গণ এ সময় যথাসম্ভব আনুকূল্য দান করিলে পরমোপকৃত হইব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১০০৲
মহর্ষির পরিবারস্থ কয়েকটী বন্ধু	ঐ	১৫৲
বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	২৫৲
,, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	১০৲
,, বিপিনবিহারী রায়	মানিকদহ	২৫৲
পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	কলিকাতা	২৫৲
বাবু সারদাচরণ মিত্র	হরিনাভি	৫০৲
,, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	রাজপুর	৫০৲
মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাশিমবাজার	১৫৲
বাবু হারাণচন্দ্র মিত্র	হরিনাভি	৭৮৲
,, অনন্তরাম দাস	আসাম	২০৲
আসাম চা বাগিচার কুলীগণ	ঐ	২২৲
ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র রায় এম বি	হরিনাভি	৪০৲
ঐ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য	রাজপুর	২০৲
পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন	ঐ	৫৲
Well-wisher	দমদম	১০৲

A Brahmo	বহুবাজার	৫৲
বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ	কলিকাতা	৫৲
„ হরিশ্চন্দ্র মিত্র	ঐ	৪৲
ডাক্তার নবীনচন্দ্র ঘোষ	চেতলা	৪৲
বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র	ঐ	১৲
„ শরশ্চন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	৩৲
„ গুরুচরণ মহলানবীস	ঐ	৩৲
„ শ্যামলাল ঘোষ	ঐ	৩৲
„ অক্ষয়কুমার রায়	ঐ	২৲
„ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	ঐ	২৲
„ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	ঐ	২৲
„ কালীশঙ্কর সুকুল	ঐ	২৲
„ সুন্দরীমোহন দাস	ঐ	২৲
ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	দত্তপুকুর	২৲
„ শশিভূষণ বিশ্বাস	ঐ	২৲
শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেব	পদ্মপুকুর	২৲
বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন	ভবানীপুর	১৲
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়	বারাসত	১৲
„ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যাটরা	১৲
রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর	অজিমগঞ্জ	৫৲
বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার	কলিকাতা	১৲
„ শ্রীনাথচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	১৲
„ কালিদাস কর্ম্মকার	ঐ	১৲
„ গিরিন্দ্রমোহন গুপ্ত	ঐ	১৲
„ গগনচন্দ্র হোম	ঐ	১৲
পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ সরস্বতী	ঐ	১৲
বাবু উমাপদ রায়	ঐ	১৲
„ রাজেন্দ্রনাথ চট্টো	ঐ	১৲
„ উমাচরণ দেব	ঐ	১৲
„ সারদাপ্রসাদ চৌধুরী	রাজপুর	১৲
„ কোন ব্রাহ্মিকা	কলিকাতা	১৲
বাবু কেদারনাথ রায়	ঐ	১৲
„ হরকুমার রায় চৌধুরী	ঐ	১৲
„ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী	ঐ	॥০
„ হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়	ঐ	॥০
„ উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	হালিসহর	॥০
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র	কলিকাতা	॥০
„ হরকিশোর বিশ্বাস	ঐ	॥০
„ কামাখ্যাচরণ ঘোষ	ঐ	॥১
„ উদয়কৃষ্ণ দত্ত	ঐ	॥০
„ প্রসন্নকুমার দাস	ঐ	।০
„ আশুতোষ মিত্র	হরিনাভি	১০৲
„ পার্ব্বতীচরণ দাস	পূর্ণিয়া	১০৲
„ কেদারনাথ কুলভি	বাঁকুড়া	৫৲
„ রাঁচী ব্রাহ্মসমাজ	রাঁচী	৫৲
„ রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	রামপুরহাট	৩।৵০
বাবু রাধারমণ সিংহ	কলিকাতা	১৲
„ যদুনাথ সান্যাল	হরিনাভি	২৲
„ কানাইলাল পাইন	কলিকাতা	১৲
„ রসিকলাল পাইন	ঐ	১৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেব	ঐ	১৲
		৬২২৵০

কলিকাতা।
১৮৮৫। ২৪ এ সেপ্টেম্বর

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ গৃহনির্ম্মাণ কমিটীর সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজযন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৬ই কার্ত্তিক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ।
১৫শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ রবিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩
প্রতি সংখ্যা ৵১০

প্রার্থনা।

হে জীবন্ত জাগ্রত পরমেশ্বর। তোমার শক্তি মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ না হইলে মানব নবজীবন লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্ম জগতে তোমার শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তির দ্বারা মানবাত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন গঠিত হয় না। এই সত্য তুমি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু যে উপায়ে তোমার শক্তি মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইতে পারে, তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই। তুমি জীবন্ত পুরুষ তোমার সহিত জীবন্ত যোগ ভিন্ন ঐ শক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। আন্তরিক প্রার্থনা ও জীবন্ত আরাধনা ব্যতীত ঐ যোগ স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সেই আরাধনা ও প্রার্থনাতে আমাদের এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে নাই। আমরা প্রার্থনাকে জীবনের ধনি বলিয়া এখনও অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগকে প্রার্থনাতে বিশ্বাসী কর; তোমার শক্তির উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেও। তাহা হইলে তোমার শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা তোমার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব।

একদিন দুইজন ব্রাহ্মবন্ধু নির্জ্জনে বসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা বল দেখি, এ দেশে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ক্রটী কি কি লক্ষিত হয়? দ্বিতীয় বন্ধু উত্তর করিলেন;—"দুইটী ক্রটী আমার চক্ষে বড় লাগে; (১ম) এ দেশে দুর্ভাগ্য বশতঃ ধর্ম্ম ও নীতি এই উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ট যোগ আছে, তাহা অনুভব করা হয় নাই। এমন অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, যাহারা জপ, তপ, ব্রত, নিয়ম, প্রেম ও ভক্তি বিষয়ে মনোযোগী, কিন্তু নীতির প্রতি উদাসীন। তাহাদের কার্য্য দেখিলে বোধ হয়—তাহারা মনে করে যে এক ব্যক্তি নীতি সম্বন্ধে হীন হইয়াও জপ, তপ, ব্রত, নিয়ম, বা ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রভৃতির গুণে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। (২য়) দ্বিতীয় ক্রটী এ দেশে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত নয়। এ দেশের প্রায় সমুদায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মহাভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনও যে ধর্ম্ম এই সত্য এ দেশের ভাব প্রধান স্বতন্ত্রতাপ্রিয় লোকদিগের হৃদয়ঙ্গম করানই দুষ্কর। ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন "আমি বিশ্বাস করি যে এই দুই বিষয়ে এ দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের জীবনের একটী মহৎ লক্ষ্য।

প্রথম বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরও কিছু ক্রটী কি লক্ষ্য কর না? এ দেশের ধর্ম্ম সাধনের মধ্যে পরাধীনতা। গুরু ও শাস্ত্রে এ দেশের লোকের আত্মাকে জড় ভাবাপন্ন করিয়াছে। লোকে গুরুর চরণে আত্মার স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। আমি বিশ্বাস করি এ দেশের লোককে এই আধ্যাত্মিক দাসত্ব হইতে মুক্ত করাও ব্রাহ্মসমাজের আর একটী প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয় বন্ধু বলিলেন; "কিন্তু ভাই! ইহা কি দেখিতেছ না, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এই ধ্বনি তুলিয়া তোমরা ব্রাহ্মদিগকে যথেচ্ছাচারিতার দিকে লইয়া যাইতেছ, ধর্ম্মজীবনে নবপ্রবিষ্ট অল্পবয়স্ক যুবকগণও মনে করিতেছে যে তাহাদের ধর্ম্ম নিয়ম ও শাসনাধীন থাকা প্রয়োজন নয়। বলিতে কি, ব্রাহ্মসমাজে সকলেই মেষপালক, মেষ বড় অধিক নাই;—সকলেই নেতা, নীত হইবার লোক বড় অধিক নাই; সকলেই শিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্র, শিক্ষিত হইবার জন্য ব্যগ্র অধিক নাই। গুরুগিরির দোষ সকল পরিহার কর, কিন্তু তাহার উৎকৃষ্ট ভাব সকল আমাদের মধ্যে আসে ইহা প্রার্থনীয়।

দ্বিতীয় বন্ধু বলিলেন,—"তোমার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে ধর্ম্মজীবনে নবপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ রীতিমত কোন শিক্ষকের নিয়মাধীন থাকিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করে ইহাই প্রার্থনীয়। ইহাতে আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগ। আমি প্রতিদিন অনুভব করিতেছি যে এইরূপে গুরুর অধীন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিয়ম না থাকাতে ব্রাহ্মসমাজের সমূহ অকল্যাণ হইতেছে। নবপ্রবিষ্ট যুবকদিগের আধ্যাত্মিক জীবন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা ও গভীরতা জন্মিতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের ত্বরায় মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাচীন গুরুগিরিতে এ দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অধোগতি হইয়াছে, তাহার হস্ত হইতে এ দেশবাসীদিগের উদ্ধার করি-

বার জন্য বিবেকের মহত্ত্ব প্রচার করা ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান লক্ষ্য। এ বিষয়ে উভয়েরই ঐক্যমত হইল।

আমরা অনেকবার তত্ত্বকৌমুদীতে এই আন্দোলন করিয়াছি যে হিন্দুসমাজ হইতে কোন বিধবা ব্রাহ্মদিগের আশ্রয় লইবামাত্র, অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহার বিবাহের আয়োজন করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ; এ সম্বন্ধে ধর্ম্মসমাজের কর্ত্তব্য কি তাহাই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের অন্তরে ধর্ম্মভাব যতই গাঢ় ও গভীর হইবে, ততই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে। সে আধ্যাত্মিক ভাব এই যে, পরস্পরের ধর্ম্মজীবনের সহায় ও বন্ধু হইবার জন্য বিবাহ। অনেক বিবাহেই আমরা এই আদর্শ বিস্মৃত হইতেছি এবং সে জন্য সমাজের অনেক ক্ষতিও হইতেছে। কোথায় পবিত্র বিবাহ সম্বন্ধের দ্বারা ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইবে, তাঁহাদের ধর্ম্মোৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে, সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি বাড়িবে, না তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতেছি, যে এই বিবাহ সম্বন্ধই অনেক ব্রাহ্মের অধোগতির কারণ হইতেছে। তাঁহারা ক্রমে সংসারাসক্ত, স্বার্থপর, উপাসনাবিহীন, ক্ষুদ্রচেতা, হিংস্রস্বভাব, হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের পত্নীদিগের ধর্ম্মজীবনের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। একটী স্ত্রীলোক যদি এই লোভে ব্রাহ্মদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, যে তাহার পুনর্ব্বিবাহ হইবে, একটী সৎপাত্র জুটিবে, সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে, তবে সেরূপ স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে না। যাহার অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় নাই, সে তাহার পতিকে সাংসারিকতা ও স্বার্থপরতার দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। এই জন্য নবাগত রমণীদিগের অন্তরে অগ্রে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে কোন ব্রাহ্মপরিবার মধ্যে অন্ততঃ এক বৎসরকাল রাখিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিবার সুযোগ দিতে হইবে। তৎপরে তাঁহাদের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। এই নিয়মটী অবলম্বন না করাতে অনেক অমঙ্গল ঘটিতেছে। অনেক ব্রাহ্মের এরূপ মনের ভাব যে ব্রাহ্মমতে বিবাহ, কিম্বা বিধবা বিবাহ হইলেই একটা পরম পদার্থ হইল, আর ভাবিবার চিন্তিবার প্রয়োজন নাই। বিবাহের ন্যায় গুরুতর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলে লাভ বই ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। অতএব এ সকল স্থানে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করাই কর্ত্তব্য।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

ত্রিংশ অধ্যায়।

দাস ব্যবসায়।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ড্যানিয়েল ওয়েবেষ্টারের যত্নে একটী অতি ভয়ঙ্কর নৃশংস আইন বিধিবদ্ধ হইল। আইনটীর সার মর্ম্ম এই যে যদি কোন ক্রীত দাস তাহার নির্দ্দয় প্রভুর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে এবং যদি কোন ব্যক্তি দয়া পরবশ হইয়া সেই পলায়িত দাসকে আশ্রয় দান করে, তবে আশ্রয় দাতার ৬ মাস কারাবাস ও ২০০ ডলার অর্থ দণ্ড হইবে। এই আইন পাশ হওয়াতে দুর্ভাগ্য দাসদিগের হিতৈষীগণ যথার্থই অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন; একদিকে কর্ত্তব্য, অপরদিকে কারাবাস ও অর্থ দণ্ড। তাঁহারা এখন কোন্ দিকে যাইবেন? পরমেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যপথে অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এই জঘন্য আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে পার্কারের যেরূপ কষ্ট হইয়াছিল, ড্যানিয়েল ওয়েবেষ্টারের ব্যবহারে তিনি তদপেক্ষা অধিকতর ব্যথিত হইয়াছিলেন। ওয়েবেষ্টার পূর্ব্বে দাসব্যবসায়ের বিপক্ষে ছিলেন। উক্ত কুপ্রথার দোষ কীর্ত্তন করিয়া অনেক অগ্নিময় বক্তৃতা দ্বারা আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পদমর্য্যাদার লোভ সম্বরণ করা সহজ কথা নহে। তিনি দেখিলেন যে যদি তিনি দাসব্যবসায়ীদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যেই যুক্ত রাজ্যের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন, সুতরাং তিনি সুর ফিরাইয়া দিলেন। দুর্ভাগ্য দাসদিগের হিতার্থে যে বাগ্মীতা নিয়োগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকার ন্যায় তাহাদের হৃদয় ভেদ করিবার জন্য প্রয়োগ করা হইল। ড্যানিয়েল হতভাগ্য দাসদিগের শৃঙ্খল দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন। পার্কার ও তাঁহার অনুচরগণ সর্ব্বদাই বলিতেন যে মানুষের আইন অপেক্ষা পরমেশ্বরের আইন উচ্চতর। ওয়েবেষ্টার ও দাসব্যবসায়ের অপরাপর পক্ষপাতিগণ প্রচার করিতে লাগিলেন, যে মনুষ্যের আইন হইতে আর কোন উচ্চতর আইন নাই।

পার্কার এই সময়ে "ধর্ম্ম দ্বারা জাতীয় উন্নতি এবং পাপে অধোগতি" এই বিষয়ে একটী অতি চমৎকার প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে ভাবের উচ্চতা এবং ব্যঙ্গ শক্তির তীব্রতা বিষয়ে পার্কারের এই বক্তৃতা অপেক্ষা ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত কোন বক্তৃতা কখন শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না।

পার্কার জলন্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন যে রাজার আইনের অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি রাজার আইন, রাজার রাজা পরমেশ্বরের আইনের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ আইন কখনই মানিব না। পাদরীগণ বলিতে লাগিলেন যে লোকে একটী আইন অগ্রাহ্য করিতে শিখিলে ক্রমে সকল আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। অতএব আইন যতই কেন অন্যায় ও মন্দ হউক না, তাহা অবশ্য প্রতিপালনীয়। পার্কার তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতা ও যুক্তিবলে, এই অন্যায় মত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিলেন। তিনি খ্রীষ্টানদিগকে বলিলেন যে, যখন রাজা দারায়ুস ভবিষ্যদ্বক্তা ড্যানিয়েলকে বলিয়াছিলেন, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবে না, তখন ড্যানিয়েল আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন, অথচ রাজাজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন

না। এ স্থলে ড্যানিয়েল কি পাপ করিয়াছিলেন? মিসর দেশের রাজা ফেরোর আজ্ঞানুসারে মহাত্মা মুসার পিতা মাতার কি উচিত ছিল না যে, তাঁহাদের সন্তানটীকে নীল নদের জলে ডুবাইয়া মারেন? যখন খ্রীষ্টের একাদশ শিষ্য অতুল্য বিশ্বাস ও উৎসাহের সহিত জগতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাহাদের কি উচিত ছিল না, যে রাজাজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রচার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন? পার্কার প্রদর্শন করিলেন যে দাসব্যবসায়ের পক্ষপাতী পাদরীগণ যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জুডাস স্কেরিয়ট খ্রীষ্টকে ক্রুসে হত হইবার জন্য ধরিয়া দিয়া অপরাধী হইলেন কেন? পাদরীদিগের কথামত জুডাস স্কেরিয়টকে পরম ধার্ম্মিক ও সমাজহিতৈষী বলিয়াই গণ্য করা বিধেয়। পার্কার তাঁহার বক্তৃতার পরে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিলেন, যে তাঁহার ভাগ্যে যাহাই কেন ঘটুক না, অর্থদণ্ড বা কারাবাস যাহাই কেন হউক না, তিনি এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ ঘৃণিত আইনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্ভাগ্য পলায়িত দাসগণকে আশ্রয় দান করিবেন। এই কথা শুনিবামাত্র সমবেত শ্রোতৃবর্গ অনেকে করতালিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

পার্কার ড্যানিয়েল ওয়েবেষ্টারকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহার গৃহে ওয়েবেষ্টারের ছবি রাখিয়া দিয়াছিলেন ওয়েবেষ্টার যখন কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বার্থের অনুসরণ করিলেন, তখন পার্কার একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে সেই ছবি খানি নামাইলেন এবং আস্তে আস্তে উহা চুম্বন করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

পলায়িত দাস সম্বন্ধে উপরি উক্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যুক্ত রাজ্যের উত্তরাংশবাসী স্বাধীন কাফ্রিগণ অতিশয় ভীতিগ্রস্ত হইল। তন্মধ্যে কতক বা নির্দয় প্রভুর নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল, এবং কতক বা অবস্থানুসারে চিরদিনই স্বাধীন। এই উভয় প্রকার কাফ্রিদিগের উপরেই দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। বহু সংখ্যক স্বাধীন কাফ্রির চরণে দাসত্ব শৃঙ্খল বদ্ধ করা হইল। ৫৩ জন কাফ্রি আদালতে প্রতিপন্ন করিল যে তাহারা কখনই ক্রীতদাস ছিল না। সুতরাং বিচারকের আজ্ঞানুসারে তাহারা বিপদ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু সকলে সেরূপ প্রমাণ প্রয়োগে সক্ষম না হওয়াতে অগত্যা চির নরক ভোগের জন্য প্রেরিত হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বাধীন কাফ্রিদিগকে দাস ব্যবসায়ীদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য পার্কার প্রভৃতি একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পার্কার এই কমিটীর জীবন স্বরূপ ছিলেন। আমেরিকার অদ্বিতীয় বক্তা এবং পার্কারের পরম বন্ধু ওয়েনডেল ফিলিপ্স এবং আরও কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি এই কমিটীর উৎসাহী সভ্য ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পার্কারকে কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কমিটীর কার্য্য সাধনের জন্য পার্কার অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর উপরিউক্ত ঘৃণিত আইনের প্রতিবাদ জন্য বোষ্টননগরে একটী মহাসভা আহূত হইল। সভাস্থলে প্রায় চারি সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন; রাজনীতিজ্ঞ আদম সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্কার ও ওয়েনডেল ফিলিপ্স এই দুই জন সভাস্থলে বক্তৃতা করিলেন। পার্কার সমবেত শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যখনই দাস ব্যবসায়ীরা কোন স্বাধীন কাফ্রিকে পুনর্ব্বার যন্ত্রণাময় নরকে নিমজ্জিত করিবার জন্য চর পাঠাইবে, তখনই যেন স্বাধীনতাপ্রিয় বোষ্টনবাসীগণ সমবেত হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। পার্কারের অগ্নিময় বাক্য শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাঁহারা দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, পার্কারের মুখনির্গত প্রত্যেক কথা তাঁহারা গগণভেদী করতালি দ্বারা অনুমোদন করিতে লাগিলেন।

পাপীর নব জীবন লাভ।

"নামে শত্রু মিত্র হয়"

জেলা—ডার অন্তঃপাতি কোন এক পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে—র্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। গৃহে সুশিক্ষার অভাবে অতি শৈশব কাল হইতেই প্রচুর কুশিক্ষা পান। তাঁহাকে পল্লীগ্রামের সর্ব্ববিধ কুশিক্ষার একটি জীবন্ত আদর্শ বলিলে বোধ হয় ঠিক কথা বলা হইল। যখন ইনি বালক তখনই পিতৃবিয়োগ নিবন্ধন ইঁহাকে গৃহত্যাগ করত কর্ম্মানুসন্ধানে স্থানান্তরে যাইতে হয়। পিতার জীবদ্দশায় যৎসামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র। অনুসন্ধান করিতে করিতে সামান্য আয়ের একটি কর্ম্ম পাইলেন সত্য, কিন্তু ইহা লাভে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইতে লাগিল। এই কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া ইনি যাহার অধীন হইলেন, সে ব্যক্তি ভদ্রবেশধারী পাপের এক মূর্ত্তিমান প্রতিকৃতি। যুবকের কুশিক্ষা প্রাপ্ত মন এখানে অন্নদাতা ও আশ্রয়দাতার কুদৃষ্টান্তে পাপের পথে বিচরণ করিতে শিখিল। তরুণবয়স্ক যুবক পাপের রাজ্যে নিত্য নূতন পাপের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। পাপানুষ্ঠান এমন ভয়ানক যে তাহার সহিত একবার পরিচয় হইলে সে আর মানুষকে ত্যাগ করিতে চায় না। যুবক পাপের আশু মনমুগ্ধকর চিত্রের বাহ্যদৃশ্যে মোহিত হইয়া তাহাতেই আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এমন সময়ে ইনি অপেক্ষাকৃত একটু অধিক আয়ের এক কর্ম্ম পাইলেন এবং তদ্দ্বারা মনের সুখে পাপের রাজ্যে বিচরণ করার পথ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইল। যুবকের আনন্দ দেখে কে! আপনার উপার্জ্জিত অর্থে,—বহু পরিশ্রমে প্রাপ্ত অর্থে আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছেন,—শরীর মনকে একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন, গৃহে যে সকল পরিবার পরিজন আছেন, যাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য বিষয় কার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে এক প্রকার ভুলিয়া বসিয়াছেন; এ আনন্দ রাখিবার স্থান কি এ সংসারে হইতে পারে? জন সমাজের অধিকাংশ লোক যে আপনাকে ইহাতেই গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতে আর সন্দেহ কি!

যখন ইনি পাপের দ্বারে বিক্রীত, পাপ যখন পূর্ণমাত্রায়

ইহার জীবনের উপর রাজত্ব করিতেছে, তখন ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মজীবন, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এবং পরম প্রভু পরমেশ্বরের নাম ইহার নিকট ইহার অনুষ্ঠিত সুরাপান প্রভৃতি প্রিয়কার্য্য অপেক্ষা শত গুণে ঘৃণার বস্তু। ব্রাহ্মদিগকে পরিহাস করা, ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা প্রচার করা, যেন একটা বড়ই প্রিয় কার্য্য ছিল, ব্রাহ্মেরা যেন দেশটাকে ছারখার করিতেছে, ব্রাহ্মেরা বর্ত্তমান সময়ের সুনীতি-মার্জ্জিত নিয়মানুমোদিত সুধাপানের বিরোধী হইয়া,—সুতর্কসম্পন্ন ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়া,—সত্যবৎ প্রতীয়মান প্রায় মিথ্যা কথাতেও যাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই অথচ নিজের লাভ আছে—এমন মিথ্যা কথাতে পাপের অস্তিত্ব কল্পনা করত তাহা পরিহার করার যুক্তি যুক্ততা দেখাইয়া দেশটাকে, পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রকে নরকের দিকে টানিতেছে, এ ক্লেশ এ বেদনা, এ অত্যাচার কি সুরাপানপ্রিয়, ইন্দ্রিয়সুখমগ্ন, মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর যুবকের প্রাণে সহ্য হয়? তাই জননী জন্মভূমির পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করত পাপমতি ব্রাহ্মগণের উপর সর্ব্বদাই বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করিতেন।

এইরূপে যখন ইহার জীবনের দিন কাটিয়া যাইতেছে, তখন কর্ম্মানুরোধে কিছুদিনের জন্য একজন ব্রাহ্মের সহিত বাস করিতে হইল। অনতিকাল মধ্যে যুবক ব্রাহ্মজীবনের মহত্ত্ব অনুভব করিবার অবকাশ পাইলেন। দেখিলেন সে জীবনে ঈশ্বরোপাসনা আছে, তাঁহার উপর নির্ভর আছে, সত্যের প্রতি সম্মান ও সদনুষ্ঠানে গভীর অনুরাগ আছে, জীবনে পবিত্রতা লাভের জন্য এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে। যুবক সেই ব্রাহ্মজীবনের সহিত নিজের জীবনের তুলনা করিয়া দেখিলেন সে জীবনে মনুষ্যত্বের চিহ্ন,—ধর্ম্মজীবনের আভা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আর নিজের পশুভাবময় জীবনের অপবিত্রতা ও ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করত তাহার নিকট আপনার অস্তিত্বের পরিচয় দিতে সাহস করিতেছেন না। তখন যদিও বিদ্বেষপূর্ণ নয়নে ব্রাহ্মসমাজের গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রাণের মধ্যে ব্রাহ্মজীবনের উপর অনুরাগের সঞ্চার হইতেছিল। ক্রমশঃ সেই অপরিস্ফুট অনুরাগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইনি ব্রাহ্মের সহিত অল্প অল্প মিশিতে লাগিলেন। মিলনের ফল এই হইল যে তাঁহাকে অনতি কাল মধ্যে ঘোর পরীক্ষায় পড়িতে হইল। প্রথমতঃ বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত কতকগুলি পাপ কার্য্য চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিতে হইল। মানুষের জীবনে সুরাপান ব্যভিচার প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান সকল অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিলে, তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া কি দুরূহ কার্য্য, তাহা কেবল সেই সকল ব্যক্তিই বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন; যাঁহারা সংসারের পথে পদে পদে বিপর্য্যস্ত হইয়া অবশেষে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। পাপি! তুমিই কেবল এই আপাত মধুময় পাপের বিষময় আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। তোমার মত নবজীবনপ্রাপ্ত পাপীই কেবল পাপ পুণ্যের সঙ্কটপূর্ণ সংগ্রামে পুণ্যের জয় লাভের সাক্ষ্য দিতে পারে। সে পাপীরও জীবন ধন্য যাহার এমন সাক্ষ্য দিবার অবকাশ আসিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া হিন্দু সমাজের বক্ষে বসিয়া এত পাপকার্য্য করিতেছিলেন তাহাতে সমাজ দেহের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সে ক্ষতি গণনা করিবার লোক দেখা যায় নাই। কিন্তু বিবিধ পাপাচার ও জাত্যাভিমানের চিহ্ন স্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করত ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না করিতে, চারিদিক হইতে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, কিন্তু ইনি ঈশ্বরের কৃপা সম্বল করিয়া এবং আপনার নীচতা ও ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের ছায়াতে পড়িয়া রহিলেন, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিলেন। এক্ষণে ইনি অতি সুন্দর জীবন যাপন করিতেছেন। আমরা যখন ইঁহাকে দেখি তখন আমাদের কত আনন্দ হয়, তাহা কে বুঝিতে পারিবে?

পরমেশ্বর! তুমি সত্য, তুমি মধুময়, তাহা না হইলে মানুষ সংসারের পথে ধূলা খেলা করিতে করিতে,—পাপানুষ্ঠান প্রসূত সংসার সুখ ভোগ করিতে করিতে সহসা কি কল্পনা ও অসত্যের উপর নির্ভর করিয়া সে সকল অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে? তুমি ছায়া বা কল্পনা নও, তুমি পরম সত্য। জগতে কেহই যদি এ প্রমাণ প্রদান না করে, তবু পাপী করিবেই করিবে। পাপী পাপভারাক্রান্তচিত্তে যখন সংসারের সর্ব্বত্র নিরাশ হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তুমি আর তাহাকে পরিত্যাগ কর না। পরম প্রভু! তোমার নাম যাহার নিকট পরিহাসের বস্তু ছিল, তোমার নাম যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা যাহার নিকট উপেক্ষা ও ঘৃণার পাত্র ছিল, দেখ, আজ তোমার সেই কুপুত্র সুপুত্র হইয়াছেন, আজ তোমার সেই দুষ্ট সন্তান তোমার নামের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তোমার নাম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তোমার তত্ত্ব বিষয়ে মূর্খ, আমরা তোমার এ ব্যাপারের কি বুঝিব। তোমার শাস্ত্র, তুমিই জান, আমরা তোমার নিকট জীবনে কত কৃপা নিয়ত লাভ করিতেছি। তাহাই স্মরণ করিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিব, তুমি আমাদিগকে এমন সামর্থ্য প্রদান কর।

শক্তি ও তাহার সঞ্চার।

শক্তি নাই এমন স্থান নাই, এমন পদার্থ নাই জড়-জগতেই থাক, আর আধ্যাত্মিক জগতেই যাও, শক্তির রাজত্ব সর্ব্বত্র। শক্তিকে অতিক্রম করিয়া কোথাও যাইবার যো নাই। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ কোন পদার্থই শক্তির অতীত নহে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই শক্তির দ্বারা দিবানিশি প্রভাবিত হইতেছে। শক্তির তারতম্য অনুসারে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিতেছে, ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন পদার্থ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শক্তির পদার্থের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিতেছে। জড়জগতে যেমন এইরূপ শৃঙ্খলার দ্বারা প্রকৃতি সুরক্ষিত হইতেছে, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি নানারূপ নিয়ম ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলার

উপরেই আধ্যাত্মিক শক্তির সমস্ত ক্রিয়া ও ক্রমোন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। যিনি যে পরিমাণে সেই সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলার অনুগত হইয়া চলিবেন, তিনি সেই পরিমাণে আপন শক্তি অনুভব করিয়া আপন শক্তির প্রভাবে অপরের শক্তি সঞ্চারের সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন। এখন এই সকল নিয়মশৃঙ্খলা কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা ইহাদের অনুগত হইয়া চলা যায়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। আনন্দ নিরানন্দ, সাহস উৎসাহ, ত্যাগস্বীকার এবং আত্মবিলোপ, প্রভৃতি প্রত্যেক আধ্যাত্মিক ঘটনাতেই মানবমনের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে অবস্থায় যেরূপ শক্তির বিকাশ হওয়া উচিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাই হইতেছে। উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত সময়ে মানবমনের সমস্ত শক্তিই সঞ্চারিত হইতেছে। এখন একটী কথা হইতে পারে, যদি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই মানবের শরীর ও মনের সমস্ত শক্তির বিকাশ হইল, তবে আর সাধনের প্রয়োজন কি? যখন যাহা ঘটিবে তাহা ত ঘটিবেই, তাহাকে বাধা দেয় কে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, অসময়ে অস্বাভাবিক রূপে চেষ্টা করিলে তাহাতে কোন সুফল না ফলিয়া বরং বিষম অনিষ্টই উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির অনুগত হইয়া চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে, শক্তির সঞ্চারের সাহায্য হইবে, অভ্যাস ভিন্ন শরীর মন কাহারও বিকাশ ও বিস্তৃতি সম্পন্ন সাধিত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই সমস্ত উন্নতি সাধিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহার মধ্যে অভ্যাসের বিশেষ কার্য্যকারিতাও দৃষ্ট হয়।

প্রকৃতি গৃহস্বামীর ন্যায় ইচ্ছা করিতেছেন, অভ্যাস দাস হইয়া সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতেছে। এই ইচ্ছা এবং কার্য্যশীলতা মিশিয়াই মানবের সমস্ত উন্নতি সাধন করিতেছে। এখন দেখা গেল যে ইচ্ছা বিনা যেমন কোন কার্য্যেরই আয়োজন হইতে পারে না, তেমনি কার্য্যশীলতা না থাকিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক। অভ্যাস ব্যতীত যে কেবল উন্নতি হইতে পারে না এমত নহে, অভ্যাসের অভাবে শক্তি হ্রাস হইতে থাকে, শরীর ও আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করে।

শিশু জন্ম হইতেই যথোপযুক্ত অভ্যাস শিক্ষা করিতেছে। হামা দিতে শিখিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার কচি কচি হাত পাগুলি ক্রমাগত নাড়িতেছে, ক্ষুধা পাইলে কাঁদিয়া উঠিতেছে! একটু বাড়িল অমনি তাহার নূতন স্বভাব দেখা গেল; নূতন অভ্যাস আরম্ভ হইল; সে হামা দিতে শিখিল। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর ও আত্মার বিকাশোপযোগী নূতন নূতন অনেক অভ্যাসের সৃষ্টি হইল। তাহার শারীরিক ব্যায়ামের ইচ্ছাতে ও তাহার মনের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষায় তাহার শরীরের বলবীর্য্য ও আত্মার ক্ষুধা দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু যখন সে উপযুক্তরূপ শরীর সঞ্চালন এবং জ্ঞানচর্চ্চারূপ মস্তিষ্ক সঞ্চালন পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে আরম্ভ করিল, তখন আর তাহার শারীরিক পরিশ্রম এবং মানসিক চিন্তার প্রয়োজন রহিল না। উপযুক্ত অভ্যাসের অভাবে দিন দিন তাহার শরীর মন দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে তাহার শরীর মনের শক্তি এতদূর হ্রাস হইয়া পড়িল যে, তিন পা ভূমি চলিবার কথা শুনিলেই সে ত্রাসযুক্ত হইতে লাগিল, দশ মিনিট কাল শান্ত ভাবে বসিয়া কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে হইলেই তাহার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইতে লাগিল।

অনেকে সাধনকে অবহেলা করিয়া শুধু স্বভাবের উপরে নির্ভর করিয়াই অধোগতি প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মসমাজে এমন অনেক লোক আছে যাঁহারা নিয়মিত সময়ে নিয়মিতরূপে উপাসনা ও প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, আত্মা যখন প্রকৃতিস্থ হইবে, বিক্ষিপ্ত মন যখন প্রকৃতির প্রভাবে বাহিরের বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া একাগ্র হইবে, তখন স্বভাবতই উপাসনা প্রার্থনার জন্য আত্মা ব্যাকুল হইবে। তাঁহাদের মতে অভ্যাসের দাস হইয়া উপাসনা প্রার্থনা করা আর রোগগ্রস্ত ব্যক্তির তিক্ত পথ্য গ্রহণ করা একই কথা। এইরূপ জোর জবরদস্তির কাজকে তাঁহারা অস্বাভাবিক মনে করেন। সুতরাং যাহা অস্বাভাবিক তাহাই আত্মার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসের কুহকে পড়িয়া অনেকে সাধন পরিত্যাগ করেন; ধ্যান ও প্রার্থনা নিয়মিতরূপে নাকরিয়া আত্মার ভয়ানক দুর্গতি ঘটাইয়া বসেন। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে, অনেক সময়ে মন বাহিরের সৌন্দর্য্য, মহানুভাব ও পবিত্রতার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতির প্রভাবে ঈশ্বরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে, কিন্তু সাধন না থাকিলে ধ্যান প্রার্থনা প্রভৃতি নিয়মিতরূপে না করিলে মন এত নিস্তেজ, চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে যে, বাহিরের ভাব অনেকক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে; বাহিরের কোন প্রভাবই আর মনের উপর কার্য্যকর হয় না; ক্ষণকাল ধ্যান ধারণা করিয়া ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা তখন ভয়ানক পরিশ্রমের কর্ম্ম হইয়া পড়ে। এইরূপে অভ্যাসের অভাবে আত্মা দিন দিনই জড়তা ও বিকারগ্রস্ত হইয়া যায়, ও উপযুক্ত খাদ্য না পাইয়া কুখাদ্য খাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এক দিকে যেমন সাধনের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা, অপর দিকে তেমনি ইহার অনেক বিপদ। অনেকে সাধনকে অনিয়মিত ও অস্বাভাবিকরূপে অবলম্বন করিয়া আত্মার ভয়ানক অনিষ্ট উৎপাদন করেন। শিশুকে যেমন স্থূল ভাব হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবে আনিলে সে মনের আনন্দে সহজে আসিতে পারে, এবং স্বাভাবিক উপায়ে কিছু গ্রহণ করিয়া পরিপাক করিতে পারে, প্রথমতঃ কোন মূল সত্য না শিখাইয়া যে সকল ঘটনা হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, সেই ঘটনাগুলি বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইলেই মূল সত্যের সম্যকভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, তেমনি ধর্ম্মজগতেও সাধককে স্বাভাবিক সরল পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে হইবে। অনেক অল্প বুদ্ধি লোক যেমন ভয়ানক ক্ষুধার সময়ে গোগ্রাসে ভক্ষণ করিয়া,

অপরিমিত ও অনিয়মিত রূপে পান করিয়া, ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে যায় এবং প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়ে, অনেক ঈশ্বর-পিপাসু লোক আত্মার ক্ষুধা বুঝিতে না পারিয়া, এমন অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধন আরম্ভ করেন যে তাহাতে তাঁহাদিগকে অচিরাৎ নানা রোগগ্রস্ত হইতে হয়। সর্ব্বদাই যে রোগ জন্মিবে এমন কথা নয়, কিন্তু এইরূপ অস্বাভাবিক সাধন প্রণালী অবলম্বন করিলে যে শরীরের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইতে থাকে, কার্য্যদক্ষতা ও উৎসাহ কমিয়া যায় তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। শারীরস্থান বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন এইরূপ অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধনে রোগ উৎপন্ন না করিয়া কেনই বা লোকের শরীরের পুষ্টি সাধন করে।

এইরূপ অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধনে যে মনের একরূপ গভীর আনন্দ জন্মে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু আনন্দের অনুরোধে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা আমাদের চক্ষে নিন্দনীয়। অনেক লোক এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিতে যাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, কেহ বা শারীরিক রোগ, দৌর্ব্বল্য ও গ্লানি সহ করিয়া অবশেষে আলস্যে ও নিরুৎসাহে একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। অত্যন্ত ক্ষুধা পাইলে যেমন কেহই দুই হাতে ত খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে যায় না, স্বাভাবিক ভাবে সহজ উপায়ে এক হাতে খাইয়াই উদর পূর্ত্তি করে, আত্মার ক্ষুধা উপস্থিত হইলেও কেহ ব্রহ্মোত্তর কৃপা ভুলিয়া গিয়া ভয়ানক কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা জোর করিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে না। সহজ উপায়ে, স্বাভাবিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন হইয়া সাধন করিতে হয়। ক্ষুধা পাইলে যেমন আস্তে আস্তে খাইতে খাইতে জঠরানল নির্ব্বাপিত হয়, উদর পরিপূর্ণ হয়, শরীরের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে জাগাইতে ও একত্রীভূত করিয়া, একটী বিপুল শক্তি সৃষ্টি করিতে হইলেও তেমনি বিশ্বাস, আশা সহিষ্ণুতার সহিত একান্ত মনে ব্রহ্ম কৃপার উপরে নির্ভর পূর্ব্বক আরাধনা, প্রার্থনা, নাম সাধনা ও ধ্যানধারণা অভ্যাস করিতে হইবে; স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে মানুষ প্রকাশ করিতে পারে না, মানবের এই অপারগতা ও অধীনতা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া, প্রকৃতির সঙ্গে অভ্যাসের যোগ করিতে হইবে, তবেই শক্তির সঞ্চার হইয়া সেই মূল শক্তি বিশ্বজননীর শক্তিতে সজীব ও শক্তিশালী হওয়া যাইবে।

ব্রাহ্ম কি ভাবে মিশিবে?

ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক, অতি উদার। এই অসাম্প্রদায়িক ভাব এবং উদারতা চলিয়া গিয়া, যদি ইহা সাম্প্রদায়িক এবং সঙ্কীর্ণ হয়, তাহাহইলে ইহার মহত্ত্ব চলিয়া গেল। এই অসাম্প্রদায়িক উদার ভাব রক্ষা করিয়া নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মকে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সকল সমাজের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে মিশিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে এই মহাসত্য প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, নির্ব্বিশেষেজাতি নির্ব্বিশেষে এবং ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে যেখানে সত্য পাইবেন তাহাই গ্রহণ করিবেন। জগতে যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় দেখা যায় এই মহৎ ভাব হইতে সে সকলেই বিবর্জ্জিত। এই মহৎ ভাব রক্ষার জন্য এবং ক্রমোন্নতিশীল মানবজীবনের উন্নতি বিধানের জন্য ব্রাহ্মদিগকে নানা স্থানে সত্যানুসন্ধান জন্য যাইতে হইবে। যদি কোন ব্রাহ্ম এই মনে করিয়া থাকেন, আমরা যাহা পাইয়াছি এই যথেষ্ট, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, তিনি এখন পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদিগকে বলিতে হইবে। আশা করি যেন কোন ব্রাহ্মের মধ্যে এই সঙ্কীর্ণ ভাব না আসে। উদার-ভাবে সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ব্রাহ্মগণ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হউন এবং সত্যরত্ন গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধর্ম্মজীবনকে পরিপুষ্ট করুন।

যদি ইহাই সত্য হইল যে ব্রাহ্মগণকে সকলের সঙ্গে মিশিয়া সত্য আহরণ করিতে হইবে, তবে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আমরা কি ভাবে মিশিব? ব্রাহ্মদের মধ্যে দেখা গিয়াছে কোন কোন যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু লোক সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহাদের সম্প্রায়-ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে কোন মন্দ অভিপ্রায়ে গিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু ইহা আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতাকে ভুলিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষাকে ভুলিয়া, বিবেকের অনুজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিয়া, ক্রমে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কেন এইরূপ হইল? ইহা চিন্তা করিতে গেলে অতি সহজে আমাদের এইটী উপলব্ধি হয়, যে সত্য গ্রহণের জন্য ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিবার সময় তাঁহারা ব্রাহ্ম থাকিয়া মিশিতে পারেন নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের মহত্ত্ব সংকোচ করিয়া তাঁহাদের নব শিক্ষকের নিকট মস্তক অবনত করিয়া মিশিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে একবারে তাঁহাদেরই হইয়া গেলেন। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, বিশেষ কোন সত্য সংগ্রহের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিতে গেলে কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের অনুরূপ না হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করা বড় সহজ নহে। এখানেই বিপদ এবং এখানেই ব্রাহ্মগণ মারা পড়িতেছেন। আমরা সকলের নিকট সত্য আদরের সহিত গ্রহণ করিব এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিশিব ইহা ঠিক। কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম থাকিয়া মিশিব। ব্রাহ্মের নিকট বিবেকই ঈশ্বরবাণী, এই সুমহৎ সত্য কিছু পরিমাণেও উল্লঙ্ঘন করিব না। কেন না তাহা না হইলে সে শিক্ষায় কোন লাভ নাই, কিসের জন্য অন্যের নিকট আমরা যাইতেছি? তাঁহার নিকট যে সাধন শিক্ষা করিব সে কিসের জন্য? এই জন্য কি নয় যে আমরা বেশী পরিমাণে জীবনে ঈশ্বরের আজ্ঞা বুঝিতে পারিব এবং তাঁহার অনুগত হইতে পারিব। যদি তাহাই না হইল সে সত্য সংগ্রহে লাভ কি? যদি ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হই, তবে সে ধর্ম্মে কোন লাভ নাই, তাহাই ধর্ম্ম তাহাই সাধন করিব যাহাতে আমার প্রাণে ঈশ্বর বাণী উজ্জ্বল হয়, যাহাতে আমি দিন দিন পরম প্রভুর সেবায় মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি।

বৈষ্ণবের নিকট ভক্তি শিক্ষার্থী হইয়া যাইব তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্ম থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে যত মিশিতে পারি ততই মিশিব। এইরূপ খৃষ্টানের সঙ্গে মিশিতে যাইয়া আমি খৃষ্টান হইব না। সাধনের জন্য কর্ত্তাভজাদের সঙ্গে মিশিব কিন্তু আমি কর্ত্তাভজা হইব না। হায়! ইহা কি দুঃখের বিষয় নয় যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া যেমন আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে সত্য সংগ্রহ করিব, সেইরূপ আমাদের যাহা বিশুদ্ধমত তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ না করিয়া তাঁহাদের যত দূষিত মত তাহাই আমরা গ্রহণ করি। বাস্তবিকই ব্রাহ্মদের এখানে এক ভয়ানক বিপদ আছে। যাহাদিগকে সর্ব্বদা অন্যদের সঙ্গে মিশিতে হইবে, তাহাদিগকে খুব সাবধান হইতে হইবে, নতুবা এখানে অনেক ব্রাহ্ম মারা গিয়াছেন অনেকে মারা যাইবেন। এইটী মনে রাখিয়া ব্রাহ্মেরা অন্যদের সঙ্গে মিশিবেন। যেমন ইহার সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মের পতন তেমনি ব্রাহ্ম না থাকিয়া তাহাদের হইয়া মিশিলেও ব্রাহ্মের মরণ। ব্রাহ্ম থাকিয়া অন্যদের সঙ্গে মিশিতে হইবে এই সহজ কথা যেন সকলের স্মরণ থাকে।

অনেক স্থানে এই ভুল হওয়াতে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ঈশ্বর এবিপদ হইতে ব্রাহ্মদিগকে রক্ষা করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন কি না?

এতদিন নববিধানী বন্ধুগণ নববিধান নাম প্রদান করিবার অনেকগুলি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি ভেরি ও কুশদহ পত্রিকার ২২এ কার্ত্তিকের সংখ্যায় "নববিধান ও রামমোহন রায়" নামক প্রবন্ধে আর একটী নূতন কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ভেরি ও কুশদহ সম্পাদক যখন নববিধানী, তখন ইহার সদ্যুক্তি ও কারণ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং রাজা রামমোহন রায়কে লক্ষ্য করিয়া কিছু কিছু বলিয়াছেন তাহাতেই আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইল। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ সে চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক স্বাধীন ধর্ম্মের ন্যায় অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্ক শূন্য করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।" কি সূত্র অবলম্বন করিয়া সম্পাদক মহাশয় একটী সমাজ সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকাশ করিলেন যাহা দ্বারা বাস্তবিকই তাহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মের মূলের প্রতি আঘাত করা হয়, সম্পাদক মহাশয় তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে একটী স্বাধীন সমাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত জনগণ যে স্বাধীন ভাবে একমাত্র বিবেকের অনুসরণ করিতে এবং সর্ব্বোপরি পরমেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া অন্য সকল পার্থিব পরাধীনতার প্রতিকূলে চলিতে কৃত-সংকল্প তাহাতে আর সন্দেহ কি? সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এবং পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন ইহার সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের অধীনতাকে শিরোভূষণ করিয়া স্বাধীন ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তিতে আমরা বাস্তবিক সুখী, কিন্তু তিনি কেমন করিয়া যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনয়ন করিলেন তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন সময়ে বা তাহার পরে তাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, যদ্দ্বারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পূর্ব্ব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহারা আপনাদের উদ্দেশ্যস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন সংজ্ঞা কিছুই প্রদান করেন নাই, কেবল যাহাতে ব্রাহ্মগণের মধ্যে ঐক্যস্থাপন হয়, তাঁহাদের স্বাধীন বিবেক রক্ষা পায় এবং নানা উপায়ে ব্রাহ্মগণের কল্যাণ সাধন হয় ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহার উপায় অবলম্বন করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলিলে পূর্ব্বেও লোকে যাহা বুঝিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পরেও তাহাই বুঝা গিয়াছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষণে যদি সাম্প্রদায়িকতার সমাবেশ না থাকে তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও তাহা নাই। কারণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অতিরিক্ত বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কিছুই করেন নাই। বাবু কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে নববিধান নাম দিয়াছিলেন, সেই সময়ের যে যে আচরণ দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িকতার দিকে যাইতেছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া এরূপ অভিযোগ করা কতদূর উচিত সাধারণে তাহার বিচার করিবেন। কেশব বাবুর অনেক কার্য্যের প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ দোষারোপ করিয়াছিলেন। এ কথা অবশ্যই সত্য। যেখানে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদার ও মহৎ লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ এবং হীন করিতে কেশব বাবু চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং সেরূপ প্রতিবাদ করা কখনই তাঁহারা দোষের বিষয় মনে করেন না। কিন্তু ভেরি সম্পাদক মহাশয় কেশব বাবুর কার্য্যের প্রতিবাদের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা আমাদের তৎসময়ের উক্তি দ্বারাই তাহার প্রতিবাদ করিব। বাবু কেশবচন্দ্র সেন যখন নববিধান নাম গ্রহণ করেন এবং নূতন নূতন অনেক রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে থাকেন। তৎকালে অর্থাৎ ১৮০২ শকের ১লা কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদীর "নববিধান ও ব্রাহ্ম" এই প্রস্তাবটীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি "বর্ত্তমান বর্ষের নববিধানের কার্য্য প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দুইটী নূতন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় (১ম) জগতের মহাপুরুষদিগের নিকট তীর্থ যাত্রা (২য়) পরমেশ্বরকে মাতৃভাবে এবং কালী দুর্গা প্রভৃতি ভাবে দর্শন করা এই উভয়েরই মূলে বোধ হয় একই উদ্দেশ্য নিহিত আছে এইরূপ যুগে যুগে এক একজন মহাপুরুষ এবং এক এক সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎকে যে সকল বিশেষ ভাব দিয়া গিয়াছেন সে সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিধানের অন্তর্গত করিতে হইবে। কেশব বাবু বোধ হয় এইরূপ ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া থাকিবেন। এ ইচ্ছাটী যে অতি মহৎ তাহাতে

কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম যদি অসংকোচে, সকলের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি সংগ্রহ করিতে না পারেন, তিনি যদি স্বদেশ বিদেশ গণনা না করিয়া সকলদেশের সাধু ও সাধ্বী নরনারীর চরণে ভক্তিভাবে শিষ্যের ন্যায় বসিতে না পারেন; তিনি যদি উদারতার সহিত সকল সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করিতে না পারেন, আস্থার সহিত সকল শাস্ত্র পাঠ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত হইতে পারিবেন না। ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি, সুতরাং কোন দেশের কোন ঈশ্বর পরায়ণ মহাত্মার প্রতি যদি আদর প্রদর্শন করা হয় তাহাতে আমরা আপত্তি করি না। ইহাত স্বীকার করি যে জগতের ধার্ম্মিকদিগের এক এক জনের চরিত্রে যে যে বিশেষ সদ্‌গুণ আছে, যে কিছু বিশেষ সত্য শিক্ষা দিবার আছে, তাহা যত্ন পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" ইহা দ্বারাই সকলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের উপর ভেরি সম্পাদক মহাশয় যে যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। অতঃপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার প্রতিষ্ঠার সময় সাধারণের নিকট যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি "এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সুরক্ষিত হইবে। কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তিকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। অন্য পক্ষে সকল শাস্ত্র এবং সকল দেশ ও সকল কালের সাধু-লোকদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। এই মন্দিরে যে সকল উপদেশ বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি হইবে, তাহাতে কোন শাস্ত্র, সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ের-প্রবর্ত্তকের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ বা অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ হইবে না।" ইহা-দ্বারাও আমাদের প্রতি অর্পিত দোষ আরোপিত হইতে পারে কি না সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্ম যিনি, তিনি কখনও সাধু বা শাস্ত্র নিহিত সত্য সমূহকে অগ্রাহ্য বা নিন্দা করিতে পারেন না। কিন্তু নববিধানী বন্ধুগণ এবং বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে ভাবে শাস্ত্র সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন ব্রাহ্ম মাত্রেরই তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রথমতঃ যে ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া শ্লোক-সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, ব্রাহ্ম মাত্রই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ভাবেই ভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু যে সময় হইতে নববিধান নাম গ্রহণ করা হয়, সেই সময় হইতেই কেশব বাবু সমগ্র কোরণ, সমগ্র বাইবেল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থকে ব্রাহ্মমন্দিরে স্থাপিত করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সমাদর প্রকাশ করেন। ইহাদ্বারা কি সত্য অসত্য মিশ্রিত ধর্ম্মগ্রন্থকে সমাদর করা হয় নাই? সত্য প্রিয় ব্রাহ্ম কি রূপে যে তাহা করিতে পারেন তাহা আমাদের বিবে-চনায় আসিল না।

যখন সমগ্র বাইবেল বা সমগ্র কোরাণকে সমাদর করা হইল, তখন কি তন্নিহিত অসত্যকেও আদর করা হইল না। বাইবেল বা কোরাণের সমগ্র অংশই সত্য নহে তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? কে না জানে যে ঐ সকল ধর্ম্ম গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী কথা সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং এই প্রকার আচরণ কখনও আদরণীয় হইতে পারে না। ভেরি সম্পাদক মহাশয় যে রাম মোহন রায়ের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিও যে অসত্য বর্জ্জন করিয়া সত্যাংশ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।' তাহা সম্পাদক মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 'সুতরাং রামমোহন রায়ের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে কেশব বাবু নববিধান নাম গ্রহণ দ্বারা প্রচার করিয়াছেন কিরূপে হইল? তিনি কি শাস্ত্র মাত্রকেই সম্মান করেতে বলিয়াছিলেন? অথচ তন্নিহিত সত্যাংশ মাত্রকেই অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া-ছিলেন। ভেরি সম্পাদক মহাশয় নিতান্তই ভুল করিয়াছেন, রামমোহন রায় বর্ত্তমান সময়ে এ লোকে থাকিলে তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রের সত্যের প্রতি সম্মান প্রদানের এরূপ বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে দেখিয়া তিনি নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইতেন। তাঁহার সন্তোষ ততদিন ছিল, যতদিন কেশব বাবু এবং তৎসঙ্গীগণ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে ঘোষণা পত্রানুযায়ী আচরণ করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহারা শ্লোক সংগ্রহ প্রণয়নের ন্যায় সকল শাস্ত্রের প্রতি আদর প্রদর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু যেদিন হইতে তাহার অন্যথা হইয়াছে, যেদিন হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে দুর্গা কালী প্রভৃতির নাম কীর্ত্তিত হইতেছে, যেদিন হইতে নিশানের প্রতি অযথা সম্মান দেখান হইতেছে, যেদিন হইতে সমস্ত কোরাণাদি শাস্ত্র আদৃত হইয়াছে সেই দিন হইতেই আর তাঁহার সন্তোষের আশা নববিধানীগণ করিতে পারেন না। তিনি এখন এলোকে থাকিলে দেখিতেন তাঁহার কথার অতি বিকৃত অর্থ গৃহীত হইতেছে। রামমোহন রায় আদিসমাজ গৃহের যে ট্রষ্টডিড প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এক স্থানে আছে .এই গৃহে জগতের সৃষ্টি ও রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষের পূজা হইবে, কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যে নাম বা আঁখ্যা দ্বারা কোন পদার্থ বা পুরুষের পূজা করিয়াছে এমন কোন নামে তাঁহার পূজা হইবে না।" সুতরাং কেশব বাবু দুর্গা কালী প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন করায় কি রামমোহনরায়ের সন্তোষ উৎপাদন হইবার সম্ভাবনা আছে? মন্দিরে নিশান সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহা চুম্বন ও আরতি প্রভৃতি দ্বারা কি রামমোহন রায়ের সন্তোষের আশা আছে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন আদিসমাজ হইতে বহির্গত হইয়া বাস্তবিকই রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। তখনকার তাঁহার উদার ভাবে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু যখন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামের পরিবর্ত্তে তাঁহারা অন্য নাম লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম প্রচারিত না হইয়া তাহা বিলুপ্ত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ কেশব বাবু ব্রাহ্ম নাম ছাড়িয়া ব্রাহ্মপন্থী নাম লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও মনোমত না হওয়ায় পরে "নববিধান" নাম প্রদান করিয়া আপনারা নববিধানী হইলেন। এই সকল নাম পরি-বর্ত্তন এবং তাহার সহিত উদারভাব ও সমন্বয়ের বিকৃত

অর্থ গ্রহণ করিয়া সত্য ও অসত্য মিশ্রিত ধর্ম্মশাস্ত্রকে নির্ব্বিশেষে আদর করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম বিলুপ্ত করা ভিন্ন উদ্ধার করা হয় নাই। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, ভেরি এবং কুশদহ সম্পাদক মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে যে কারণে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিলে আমরা আরও উপকৃত হইব। তিনি নববিধান নাম গ্রহণের যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ সারগর্ভ বোধ হইল না।

চিন্তা-বিন্দু।

(প্রাপ্ত)

২৩। জল যতই নির্ম্মল হউক, অপরিষ্কার পাত্রে রাখিলেই সমল হইয়া যায়, নির্ম্মলতা, স্বচ্ছতা চলিয়া যায়। ধর্ম্মের উপদেশ, শাস্ত্রের উপদেশ যতই সত্য ও পবিত্রতাপূর্ণ হউক না কেন, অসত্য ও অপবিত্র হৃদয়ে মানুষ তাহা গ্রহণ করিয়া সমুদয় নষ্ট করিয়া থাকে। এইজন্য দেখিতে পাই, মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব ও প্রকৃত শাস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বার্থ সুবিধার অনুযায়ী ক্রিয়া কলাপকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতেছে, এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মকে সেই রূপে ব্যাখ্যা করিয়া অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেছে। অগ্রে হৃদয় পবিত্র ও আবর্জ্জনাশূন্য করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর, ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ কর।

২৪। মনুষ্যের প্রাণ বহির্গত হইলে, কেবল মৃতদেহ থাকিলে কোন কাজ হয় না, সেই মৃতদেহ রক্ষা করিয়া ক্রন্দন করিলেও কোন ফল হয় না। মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করা চাই, নতুবা উহা পরিত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ন্যায়, সত্য, প্রেম পবিত্রতা ধর্ম্মের জীবন, ধর্ম্মসমাজের জীবন; সুতরাং উহা বিহনে ধর্ম্মপ্রাণ শূন্য, মৃত। প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিলে ধর্ম্ম হয় না। এই মৃত ধর্ম্মের প্রাণদান কর, ধর্ম্মের সকল আচরণ, সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে যথার্থ ভাবে ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম ভক্তি রক্ষা কর, নতুবা মৃত ধর্ম্মের শব পরিত্যাগ করিয়া জীবন্ত সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন কর।

২৫। প্রকৃত সাধুব্যক্তি, একটীমাত্র কথা না বলিলেও সকলে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। বাস্তবিক কথা শুনিয়া মানুষ আকৃষ্ট হয় না, সংজীবনই মানুষের শিক্ষক এবং পরিচালক। যে সাধু মহাত্মা, আপনার জীবনকে পবিত্র রাখিতে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুগত রাখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধু, যাঁহার জীবনে সত্য প্রেম বাধা প্রাপ্ত হয় না, সৎকার্য্যে যাঁহার দৃঢ়মতি, তিনিই সাধু, এইরূপ সাধুই জগতের শিক্ষক।

২৬। যোগাকর্ষণ যেমন ভৌতিক জগতের শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতেছে, বিশ্বাস সেইরূপ অন্তর্জ্জগতের সমুদায় বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া দিতেছে। জড় জগতে যোগাকর্ষণের অভাব হইলে পরমাণুরাশি ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র অবস্থান করিলে জগতের কি দুরবস্থা উপস্থিত হইত, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। সেইরূপ মনুষ্য সমাজে যদি কেহ কাহাকে বিশ্বাস না করিত, সকলেই যদি বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে সংসার কি যন্ত্রনাময় হইয়া উঠিত। হে মানব! বিশ্বাসী হও, বিশ্বাসই মনুষ্যের প্রাণ, বিশ্বাসই মানবের চঞ্চল মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞা আনিয়া দেয়, কষ্ট যন্ত্রনার মধ্যেও স্বর্গীয় আরামে প্রাণ পূর্ণ করে।

২৭। নরকের ভয়ে এবং স্বর্গের আশায় যে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে বাস্তবিক ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া আপনারই উপাসনা করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য লালায়িত নহে কিন্তু নরক যন্ত্রনা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের বিবিধ সুখের জন্য ধাবিত হয়, ইহাই ঘৃনিত স্বার্থ মিশ্রিত আপনার উপাসনা। প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ মহাত্মা, স্বর্গও চাহেন না, নরকও চাহেন না; আপনার সমুদায় আশা ভরসা, প্রাণ মন পরম প্রভুর উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। কোন ধর্ম্মশীলা পবিত্র হৃদয়া নারী বলিয়াছেন, "হে ঈশ্বর, তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট আমি আর কিছুই চাহিনা। যদি নরকের ভয়ে আমি তোমার পূজা করি, নরকানলে আমাকে দগ্ধ করে, যদি স্বর্গ লোভে তোমার পূজা করি, স্বর্গ আমার পক্ষে অবৈধকর, যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমার পূজা করি, তবে তোমার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না" ইহাই প্রকৃত ধার্ম্মিকের কথা। লোভে বা ভয়ে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার সহিত সংসারের সম্বন্ধ, হৃদয়ের সহিত তাহার কোন যোগ নাই, প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, সম্পূর্ণ প্রেমের ব্যাপার। লোভ বা ভয় ইহাতে নাই। নরক ও স্বর্গ যদি না থাকিত, তবে কি আমাদের ইহ-পরকালের সহায় একমাত্র জীবনদাতা পরমেশ্বর আমাদের পূজনীয় হইতেন না! হে ব্রাহ্ম! ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরের পূজা কর। সন্তান যেমন পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, ভক্তিমান হয়, তুমি সেইরূপ জগতজননী দয়াময়ীকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে পূজা কর। তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া মানবজীবনের সফলতা লাভ কর।

ব্রাহ্মসমাজ।

হায়! এ দেশের অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, যাহারা পাপাচরণ করে, হৃদয়ে এক ভাব রাখিয়া মুখে আর এক ভাব প্রকাশ করে, যাহারা বিবিধ দুষ্ক্রিয়াতে সর্ব্বদা আসক্ত, যাহারা পরদ্রোহী, অত্যাচারী ও দুর্ব্বল পীড়ক, যাহারা ধনলোভে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করে, সে সকল লোক সমাজের নিকট শাস্তি পাওয়া দূরে থাকুক বরং দলপতি হইয়া সমাজ মধ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পায় কিন্তু একজন সরলমতি যুবক যদি পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, যদি সাহসী ও সত্যপরায়ণ লোকের ন্যায় স্বীয় হৃদয়স্থিত বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে চায়, যদি প্রচলিত কুরীতি সকল ঘোষণা করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সেই হতভাগ্য যুবককে দস্যু ও তস্করের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু

ইহাতে ব্রাহ্মদিগের ক্ষোভ করিবার কিছুই নাই। পরম প্রভুর চরণে প্রাণমন যে সমর্পণ করে, তিনি তাহাকে অগ্নি পরীক্ষাতে ফেলিয়া তাহার প্রেমকে পবিত্র ও উজ্জ্বল করিয়া লন। সম্প্রতি আমাদের দুইটী ব্রাহ্মযুবক আত্মীয় স্বজনের নিকট গুরুতর তাড়না সহ্য করিতেছেন। প্রথমটীর বিবরণ এই:—ইঁহার বাড়ী কাঁথীর সন্নিকটস্থ কোন গ্রামে। কাঁথীতে অবস্থান কালে ব্রাহ্ম প্রচারকগণ মধ্যে মধ্যে উক্ত স্থানে যাওয়াতে ইনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সমাচার প্রাপ্ত হন, এবং ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি ইঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। তদবধি ইনি প্রার্থনা ও উপাসনার সাহায্যে নবজীবন লাভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে ইঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু ইঁহার পিতা ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের নিতান্ত বিরোধী। তিনি কয়েক মাস হইল কলিকাতায় আসিয়া ইঁহাকে ব্রাহ্মদিগের বাসা হইতে লইয়া যান এবং যাইবার সময় পাতক ক্ষালনার্থ গঙ্গাস্নান করিতে আদেশ করেন। ইনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তৎপরে ইঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া গুরুতর প্রহার করিয়া কৌপীন মাত্র পরিধান করাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় ইনি কাঁথী নগরে আসিয়া একজন শিক্ষকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদর আবার তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসেন। তিনিও তাঁহাদের অনুরোধে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাইবার সময় এই কথা হয় যে, তাঁহারা তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম যাজন বিষয়ে ব্যাঘাত দিবেন না। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। গৃহে যাওয়ার পরবর্ত্তী রবিবার তিনি কাঁথী সমাজে উপাসনার্থ গমন করেন ইহাতে তাঁহার পিতা ও অগ্রজ মহাশয় অতিশয় কুপিত হন। এই কারণে তাঁহার অগ্রজ মহাশয় পাদুকা দ্বারা তাঁহাকে এরূপ গুরুতররূপে প্রহার করেন যে ইনি দুই তিন দিন ভাল করিয়া চলিতে পারেন নাই। এক্ষণে তিনি পলাইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, কিন্তু খুব সম্ভব যে তাঁহার পাঠের ব্যয় বন্ধ করা হইবে।

দ্বিতীয় যুবকটী হুগলী জেলার অধিবাসী। ইঁহার পিতা একজন সুশিক্ষিত ও সমাজ মধ্যে গণ্য ব্যক্তি। ইনি ব্রাহ্মণের সন্তান। কিছুদিন হইল ইনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু পূজার উপলক্ষে ইনি বাড়ী গিয়াছিলেন। তখন ইঁহার আত্মীয় স্বজন ইঁহাকে উপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ইনি তাহা করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে পিতার পাদুকাঘাত সহ্য করিতে হইল। যাহাহউক পিতা যখন দেখিলেন যে পাদুকাঘাতে যুবকের মন পরিবর্ত্তন হয় না—তখন বিষম প্রমাদ গনিলেন। তখন আর এক উপায় অবলম্বন করা হইল, ভাবিলেন তাহাকে বিবাহ দিয়া ফেলিতে পারিলে একটা ভয় কাটিয়া যায় এবং বিবাহের প্রস্তাবে তাহার ন্যায় অল্প বয়স্ক যুবক স্বীকৃত হইতে পারে। তখন তাহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি হইতে লাগিল। কিন্তু জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সেই সরলমতি যুবক সে প্রস্তাবে বাধা দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার বয়স অষ্টাদশ বর্ষমাত্র আমি এত অল্প বয়সে কখনই বিবাহ করিব না: এবং পৌত্তলিক রীতি অনুসারে বিবাহ করিব না।" বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ দিবার আয়োজন হইতে লাগিল, তখন তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া পলাইয়া গেলেন। এক্ষণে ইনি আবার ফিরিয়া আসিয়া নিজ পাঠ কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন।

যুবকদিগের মনে এই নব ভাব প্রবিষ্ট হওয়াতে পিতামাতার মনে যে অসহ্য ক্লেশ হইতেছে, তাহা স্মরণ করিয়া কাহার না দুঃখ হয়? কিন্তু কি করা যায়! এ সকল কেবল কুৎসিত সামাজিক প্রথার শাস্তি, নরনারীর কুসংস্কারের ফল। শাস্ত্রে বলিয়াছে, যে বংশে ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র জন্মে সেখানে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" সে কুল পবিত্র, তাহার গর্ভধারিণীর জীবন সার্থক। কিন্তু সমাজ দোষে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিতেছে। লোকে নিজের ভ্রান্তির ফলভোগ করিতেছে। ঈশ্বরের বিধি অবগত হওয়া ব্রাহ্মের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অপরের সুখ পরে দেখিতে হইবে। ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভৃত্য যিনি যেখানে আছেন সকলে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য একান্তমনে পরম প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন।

জগদীশ্বর আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে আমাদের বীরভূমের দুর্ভিক্ষের কার্য্য শেষ হইয়াছে। বিগত ২রা নবেম্বর সোমবার দরিদ্রদিগকে শেষ দান করা হয়। আমরা প্রথমে কত ভয় পাইয়াছিলাম অর্থে কুলাইবে কি না, যে কার্য্যে হস্তার্পণ করা হইয়াছে তাহা সমাধা করিতে পারা যাইবে কি না? কিন্তু সেই অন্নদায়িনী মাতা দরিদ্রের মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতে আমাদিগকে সমর্থ করিলেন। তিনি আমাদিগকে এত ধন দিয়াছেন যে এখনও আমাদের হস্তে ৬০০ শতের উপর টাকা উদ্বৃত্ত আছে। এই টাকা বন্যা প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ দেওয়া যায় কিনা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এখন সেই চিন্তা করিতেছেন। যিনি আমাদিগকে এই মহৎ কার্য্য সাধনে সমর্থ করিলেন তাঁহার পবিত্র নাম করিয়া কার্য্য সমাধা করা কর্ত্তব্য; এই কারণে কার্য্য শেষ করিবার দিন বিশেষ উপাসনা করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে কয়েকজন বন্ধু নলহাটীতে গমন করেন। ১লা নবেম্বর রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়। সোমবার দরিদ্রগণ যখন তাহাদের শেষ প্রাপ্য তণ্ডুল লইবার জন্য আসিল তখন আমাদের প্রচারক ও কর্ম্মচারীগণ সমবেত হইয়া প্রার্থনা ও ধন্যবাদ পূর্ব্বক শেষ তণ্ডুল বিতরণ করিলেন। অপরাহ্নে সকলে মিলিত হইয়া সংগীত ও সংকীর্ত্তন করা হইল। তদনন্তর ৩রা নবেম্বর মঙ্গলবার দুর্ভিক্ষ কমিটীর শেষ অধিবেশন ও তদর্থ একটী সভা হয়। তাহাতে নলহাটী ষ্টেট রেলওয়ের সুবিখ্যাত ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সঞ্জীবনী পত্রিকা হইতে রামগতি বাবুর প্রকাশিত মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি অতিশয় সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আয় ব্যয়ের যে হিসাব রক্ষিত হইয়াছে তাহা অতি পরিষ্কার সুচারু প্রণালী মত হিসাবে সকল বিষয় দর্পণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সাহায্য বিতরণ কার্য্যও সুচারুপ্রণালীতে নির্ব্বাহ

হইয়াছে। যোগ্য পাত্রেই দান দেওয়া হইয়াছে, দানপাত্রীগণ আপন আপন অবস্থা অনুসারে কেহবা চাউল, কেহবা ধান পাইয়াছে এবং অবস্থা অনুসারে অর্থদান, বস্ত্রদান, চিকিৎসা দান, ঔষধি দানও হইয়াছে। এই কর্ম্মকাণ্ডে যে যে কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপ নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যগুলি সেই করুণাময়ের কৃপাতেই সুসম্পন্ন হইয়াছে; তাঁহার কৃপা না হইলেই বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একার্য্যে অর্থদানে কেন অগ্রসর হইলেন, আমাদের হিতৈষী বন্ধু রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় বা দেশ পর্য্যটন পরিত্যাগ করিয়া অত্র স্থলে আসিয়া ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে কেন ভিক্ষা করিলেন, কেনই বা দাতৃবর্গ রামকুমারের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, কেনই বা ভারত সভা অগ্রসর হইলেন; কেনই বা রাজ ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন হইল? এসব সেই দয়াময়ের কৃপাতেই হইল। তাঁহাকে আমরা গদগদ চিত্তে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আমাদের দাতৃবর্গকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই এবং একার্য্যে যাঁহারা যথাযথ নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিই।"

দুর্ভিক্ষের কার্য্য শেষ হইয়াছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ আমাদের হস্তে একটী ভার দিয়া গিয়াছে। একটী বালক ও একটী বালিকা পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া আমাদের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে পড়ে। ইহার মধ্যে বালিকাটীর একজন আত্মীয় অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে। সে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছে। কিন্তু বালকটীর সংসারে কেহ নাই। সে কলিকাতায় আনীত হইয়াছে এবং পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরিবারে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। কবে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এরূপ মহিলা দেখিব, যাহারা চির কৌমার্য্য বা চির বৈধব্য অবলম্বন করিয়া এই অনাথ পিতৃ মাতৃ হীন বালক বালিকা কুড়াইয়া তাহাদের জননী হইয়া তাহাদিগকে পালন করিবেন!

সমালোচনা।

আমরা অনেক দিন অবধি সমালোচনার জন্য "হিন্দু শাস্ত্র" (জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড) নামক গ্রন্থ উপহার পাইয়াছি। বাবু বিপিনবিহারী ঘোষাল এই বহু পরিশ্রম সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বাস্তবিকই সমাজের একটী বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যাহা ইচ্ছা একটা বলিয়া যাইতে কাহারও বাধে না। কারণ অধিকাংশ লোক শাস্ত্রের কোন ধার ধারে না। সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া যাহা কিছু বলা যায় দেশের লোক অবিচারে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে; এরূপ অবস্থায় বহু শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিয়া যিনি প্রকৃত সত্যজ্যোতি বিস্তার করিতে প্রয়াস পান, তিনি অবশ্যই সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই গ্রন্থ সঙ্কলনে বিপিন বাবুকে বিশেষ পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। উপনিষদ, মনুসংহিতা প্রভৃতি ৭২ খানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তিনি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া আপন প্রতিপাদ্য বিষয় সকল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই গুলি গ্রন্থ হইতে অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রমাণ সংগ্রহ করা কিছু সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য নহে। আমরা বিপিন বাবুর এই প্রকার পরিশ্রম স্বীকারে প্রবৃত্তি দেখিয়া বাস্তবিক বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাঁহার সংকলিত গ্রন্থ অতি উপাদেয় বস্তু হইয়াছে। গ্রন্থখানি সমুদয়ে ৮ পেজী ২৩০ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য এই উপাদেয় গ্রন্থের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব। অদ্য "শাস্ত্রমাত্রেই একবাক্যে কি জানিতে বা কি করিতে বলেন?" এই প্রস্তাব হইতে কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রম্॥

উত্তর গীতা।৩।১।

শাস্ত্র অসংখ্য, জানিবার বিষয়ও অনেক, কিন্তু আমাদিগের জীবিতকাল অতি অল্প এবং তাহাও বহুবিঘ্নসঙ্কুল; অতএব হংসগণ যে প্রকার জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধভাগ গ্রহণ করে, মনুষ্যগণেরও সেইরূপ একমাত্র কেবল সার পদার্থের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞেয়োঽক্ষর সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপিচঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥

উত্তরগীতা ৩।৪।

হে অর্জ্জুন! জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়া সেই অবিনাশী পুরুষকে সত্যবস্তুরূপে অবগত হও এবং সমস্ত শাস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই যে সত্য বস্তু তাহার উপাসনা কর।

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
তস্মাৎসর্ব্বং পরিতজ্য চৈতন্যন্তুসমাশ্রয়েৎ॥

শিব সংহিতা ১।৪৯।

একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব অপর যাহা কিছু সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই চৈতন্য-স্বরূপকেই সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় কর।

সংত্যজ্য হৃদ্গৃহেশানং দেব মন্যং প্রয়ান্তি যে।
তে রত্নমতি বাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌস্তভাঃ॥

যোগবাশিষ্ট উৎপত্তি প্রকরণ।

অন্তর্যামী হৃদয়গৃহের দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার অনুগত হয়, সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত কৌস্তভমণি ত্যাগ করিয়া অন্য রত্ন ইচ্ছা করে।

শুভাশুভপরিত্যক্তঃ সংশান্তাশাবিসূচিকঃ।
নষ্টেষ্টানিষ্টদৃষ্টিস্ত্বং সচ্চিন্মাত্রপরোভব॥

যোগবাশিষ্ট উপশম প্রকরণ।

বশিষ্ট কহিলেন হে রামচন্দ্র! শুভ ও অশুভ ত্যাগ পূর্ব্বক আশাব্যাধির শান্তি কর এবং ইষ্ট অনিষ্ট দর্শন ত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ ও চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্মপরায়ণ হও।

ন বিস্মরতি সর্ব্বত্র যথা সর্ব্বত্রগোগতিঃ।
ন বিস্মরতি নিশ্চেত্যং চিন্মাত্রং প্রাজ্ঞধীস্তথা॥
যোগবাশিষ্ট উপশম প্রকরণ।

যেমন সর্ব্বগত বায়ু সর্ব্বত্র গমন বিস্মৃত হয় না, সেই রূপ জ্ঞানীর মতি বিষয়রহিত শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে বিস্মৃত হয় না।

তত্ত্বকৌমুদীর মুল্য প্রাপ্তি

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়	বগুড়া	৩৲
,, ললিতমোহন দাস	কলিকাতা	২৲
,, লক্ষ্মণচন্দ্র আস	মঙ্গলগঞ্জ	২৲
,, গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার	কুমার খালি	২৲
,, বনমালী রায়	বনওয়ারি নগর	৩৲
শ্রীমতী শান্তমণি দাসী	হাবড়া	২৲
বাবু শরচ্চন্দ্র বসু	নাটোর	৩৲
,, শশিভূষণ ঘোষাল	নাটোর	১৲
,, মহিমচন্দ্র বসাক	ঐ	৩৲
,, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	কোন্নগর	২॥৴০
,, রমানাথ বসু	মধুপুর	১৲
,, ফেলুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঝান্সি	৫৲
,, অনাথবন্ধু রায়	কাকিনিয়া	২৲
,, ভারতচন্দ্র গুপ্ত	ঐ	৩৲
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	কলিকাতা	।১৫
,, হেমচন্দ্র সুর	কলিকাতা	১৲
,, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	গহাটিবসারি	৫।১০
,, গোলোকচন্দ্র সেন	বালিয়া	৩৲
,, রাধাবিনোদ দে	তিনধারিয়া	৩৲
জ্ঞানদায়িনী সভার সম্পাদক	পঞ্চসার	২।৴০
বাবু গিরিশ্চন্দ্র গুহ	নারায়ণগঞ্জ	২৷৵০
,, কুঞ্জলাল নাগ	ঢাকা	৩৲
,, হরিদাস ভট্টাচার্য্য	চক্রবেড়ে	১॥০
,, আনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত	মামুদপুর	৪৸০
,, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	কাঁথি	১৲
,, ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	॥০
,, হরিপদ ঘোষাল	ঐ	৫॥০
,, রমেশচন্দ্র সেন	ঢাকা	১॥৵০
,, প্রিয়লাল চৌধুরী	মাদারিপুর	২॥০
,, জহরি লাল পাইন	কলিকাতা	১৲
,, মোহিণীমোহন রায়	ঐ	।০
,, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভবানীপুর	২॥০
,, অধরচন্দ্র বর্ম্ম	বালুচর	২॥০
শ্রীমতী কামিণীসুন্দরী দাস	ভরাকর	১৸০
বাবু অদ্বৈতচরণ মল্লিক	কলিকাতা	২॥০
,, ক্ষীরোদচন্দ্র কুণ্ডু	হাবাসপুর	১৲
,, শরচ্চন্দ্র দাস	জানজিপুর	৩৲
,, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়	জয়পুর	১৲
,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	দিনাজপুর	১৸৵০
শ্রীমতী মুক্তকেশী ঘোষ	বইরামপুর	১৲
,, বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ	মামুদনগর	৩৲
মৌলবি আবদুল আজিম	বরিশাল	১॥০
বাবু প্যারীমোহন গুহ	ঐ	৪॥০
,, বীরেশ্বর সেন	বর্দ্ধমান	৩৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ দাস	শিকারপুর	৩৲
,, শারদাকান্ত বন্দোপাধ্যায়	জৈনসার	৩।৵০
,, উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	কলিকাতা	১॥৵০
,, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার	শিমলাহিল	১॥০
,, কৃষ্ণচন্দ্র পাল	চৌরহাল	১॥৵০
,, রতীকান্ত মজুমদার	কলিকাতা	।৵০
,, রাধাবিনোদ দাস	শিলেট	৪৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র দাস	মহিগঞ্জ	৬৲
,, বিনোদবিহারি মজুমদার	কলিকাতা	১॥০

ক্রমশঃ

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু! তোমার উপরে যাঁহাদের বিশ্বাস অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা প্রার্থনাকে ধর্ম্মজীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। প্রার্থনা তাঁহাদের চক্ষের আলোক, তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের পথ প্রদর্শক। প্রার্থনা তাঁহাদের আত্মার পরম উপাদেয় খাদ্য স্বরূপ। এতদ্দ্বারাই তাঁহাদের আত্মা পরিপুষ্ট ও সুরক্ষিত হয়। হে জগদীশ! আমরা অল্প বিশ্বাসী—আমরা এমন ধন পাইয়াও তাহার সমুচিত ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। আমরা ইহাকে জীবনের অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। প্রার্থনা তোমার সহিত আধ্যাত্মিক যোগের সেতু স্বরূপ, আমরা সেই সেতু পাইয়াও তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না, তুমি আমাদিগকে প্রার্থনায় বিশ্বাসী কর।

পরীক্ষা ও বিপদ মানবের ধর্ম্মজীবনের পরম সহায়। পরীক্ষায় না পড়িলে, জীবনে বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরীক্ষার অনলে পুড়িয়া পুড়িয়াই বিশ্বাস দৃঢ় হয়—সকল অবস্থায় অটল থাকিবার উপযুক্ত হয়। যেমন লৌহপিণ্ডকে যতই অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, ততই তাহা বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং দগ্ধ হইবার সময়েও উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ করে। তেমনি পরীক্ষার অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া মানব জীবনও পবিত্র হয়—জীবনের যাহা কিছু অসার বহির্গত হইয়া যায়। তখন প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনে যে তেজস্বীতা—যে উজ্জ্বল বিশ্বাসের আভা প্রকাশিত হয়, তাহার নিকট পৃথিবীর সকল শক্তি পরাস্ত হইয়া যায়। আশ্চর্য্য প্রভাবে সে সকল বিঘ্ন বাধাকে পরাস্ত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করে। সুতরাং পরীক্ষাকে কেহ যেন অপ্রার্থনীয় মনে না করেন। পরীক্ষাকে ঈশ্বরের দান মনে করিয়া, সর্ব্বদাই তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কারণ জীবনের নির্জ্জীবতা ও শিথিলতা এই পরীক্ষার দ্বারাই দূরীভূত হয়। বিশ্বাসী কখনও পরীক্ষাকে আপনার অমঙ্গলের কারণ মনে করেন না—তিনি জানেন তাঁহার দাঁড়াইবার উপযুক্ত বল আছে কি না, তাহা এই পরীক্ষা দ্বারাই জানা যাইবে। বাস্তবিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জীবন লৌহপিণ্ডের ন্যায় আঘাত কর, সে সহ্য করিবে। বিপদের অগ্নিতে নিক্ষেপ কর আরও উজ্জ্বল হইয়া তোমার চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিবে। প্রলোভনের ঝড় বাতাসে ফেলিয়া রাখ স্থির থাকিবে। অবিশ্বাসী পরীক্ষা দেখিয়া ভীত হয়, সে জীবন তৃণের মত, সহজেই ছিন্ন হয়। অগ্নির উত্তাপ লাগিতে না লাগিতেই ভস্ম হইয়া যায়—বাতাসের হিল্লোল বহিতে না বহিতেই উড়িয়া যায়। সুতরাং হে ধর্ম্মরাজ্যে-প্রবেশোন্মুখ! তুমি পরীক্ষাকে কখনও অনিষ্টের কারণ মনে করিবে না। তোমার জীবনে যিনি ধর্ম্মপিপাসা দিয়াছেন, যিনি তোমার প্রাণে বিশ্বাস অঙ্কুরের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই তোমার জীবনকে আরও সুন্দর পবিত্র এবং বিশ্বাসাঙ্কুরকে দৃঢ় করিবার জন্য পরীক্ষা প্রেরণ করিতেছেন। এই অনলে পুড়িয়া যদি খাঁটি থাকিতে পার, তবে তোমার জীবন ধর্ম্মপথে চলিবার উপযুক্ত হইবে। ভবিষ্যতে পবিত্র জীবন পাইয়া কৃতার্থ হইবে।—

পৃথিবীর ধনী গৃহস্থগণ গৃহের দরজায় এবং জানালায় কাচের কবাট ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাছে শীতল বাতাস আসিয়া তাহার শান্তি ভঙ্গ করে এজন্য বুদ্ধিমান গৃহস্থ শান্তিতে থাকিবার আশায় কাচের কবাট ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলেই যে এক প্রকার কবাট ব্যবহার করেন, তাহা নয়। যাঁহারা অধিক বুদ্ধিমান, যাঁহারা আরও সুবিধার সহিত অবস্থিতি করিতে চাহেন, যাঁহারা শুদ্ধ আলোকটুকু চান, কিন্তু যে পদার্থ হইতে আলো আসিতেছে, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন না; যাঁহারা বাহিরের কোন ছবি দেখিয়া আপন মনকে উত্যক্ত করিতে চাহেন না, তাঁহারা দরজায় সেই শ্রেণীর কাচ ব্যবহার করেন, যাহার ভিতর দিয়া আলোটী মাত্র আসে, কিন্তু কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব আসিতে পারে না। অন্য শ্রেণীর লোকে যাহারা শুদ্ধ শীতল বাতাসের গতি রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সেইরূপ কাচ ব্যবহার করেন, যাহার ভিতর দিয়া আলো এবং প্রতিবিম্ব দুই আসিতে পারে। ধনীর গৃহে যেমন দুই প্রকারে কাচের ব্যবহার হইয়া থাকে, সংসারেও সেইরূপ দুই প্রকারের লোক সংসারকে আপনাদের উপযোগী করিয়া বসবাস করে। যাঁহারা সংসারের নিকট অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা

সংসারকে এই প্রথম শ্রেণীর কাচের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া সুখে বাস করিতে চাহেন। ধনরত্নে পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দতার সহিত কাল কাটাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সেই সকল সুখের প্রেরয়িতা যিনি—সংসারে পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নীদিগের সহিত মিলিত হইয়া যে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়, সকল প্রকার পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যে যে আশ্চর্য্য মধুরতা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহার প্রেরয়িতা যিনি তাঁহাকে ইহাদের ভিতর দিয়া দেখিতে চাহেন না। দান গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে চাহেন, কিন্তু সেই দানের বস্তুর ভিতর দিয়া দাতাকে দেখিতে চাহেন না। ইহাঁরা আলোর ভিখারী। কিন্তু আলোর মূল উৎস সূর্য্যকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। আপন চক্ষুকে সংসারের ধন জনেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া সেই পরম শান্তির আলয় সুখ-খনিকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাদের নিকট সংসার অস্বচ্ছ কাচের ন্যায়। আর যাঁহারা আলো এবং আলোর মূল উভয়ই দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বচ্ছ কাচ ব্যবহারের ন্যায় সংসারকে স্বচ্ছ পদার্থ করিয়া লইয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারকে তুচ্ছ মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন না। পুত্র কন্যা পরিবৃত হইয়া থাকাও অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু তাহাদিগকে স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি শক্তিকে সংসার আবদ্ধ করে না, কিন্তু স্বচ্ছ কাচ হইয়া তাহার স্রষ্টাকে দেখাইয়া দেয়।—সাংসারিক সুখের দাতাকে দেখাইয়া দেয়। এই শ্রেণীর লোক যখনই সাংসারিক কোন সুখ প্রাপ্ত হন, তখনই সেই সকল সংসারের সুখের সামগ্রির ভিতর দিয়া, সুখের প্রেরয়িতাকে দর্শন করেন। তখন সংসারের ধন জন তাঁহার নিকট পরিত্যাগের বস্তু না হইয়া আদরের বস্তু হয়। কারণ তিনি অতি সহজে সেই সকল দানের বস্তুর মধ্য দিয়া দাতাকে দেখিতে পান। সুতরাং যাঁহারা সংসারকে ধর্ম্মপথে চলিবার বিঘ্ন মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন তাঁহারা অতি সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া কুটিল পথই আশ্রয় করেন। সংসারের কি দোষ? যে তাহাকে অন্যায় রূপে ব্যবহার করিয়া, অস্বচ্ছ কাচের ন্যায় করিয়া ফেলে, সেই অপরাধী। যদি আপন চক্ষুকে সর্ব্বত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া, বন্ধুবান্ধবের ভিতর দিয়া সেই স্রষ্টাকে দেখিবার উপযুক্ত না করা যায়, তবে যেখানেই যাওয়া যাউক না কেন, তাহাই দৃষ্টির অন্তরায় হইয়া, প্রকৃত বস্তু—পরম পদার্থ পরমেশ্বরকে দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইবে। যে ব্যক্তি নরনারীর সুন্দর মুখের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের শোভা দেখিতে না পারিল, সেরূপ অভ্যাসে আপনাকে অভ্যস্ত না করিল সে পাহাড় পর্ব্বতেই যাউক আর নির্জ্জন সমুদ্র তীরেই যাউক সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মাত্রেই তাহার নয়ন মুগ্ধ হইবে। কিন্তু সেই শোভার আলয় সকল সৌন্দর্য্যের প্রেরয়িতা পরম পুরুষকে দেখিতে সমর্থ হইবে না। তখন সেই সকল শোভাময় প্রাকৃতিক দৃশ্যই তাহার দৃষ্টি পথের অন্তরায় হইবে। সুতরাং তাহাই শিক্ষা করা উচিত,—আপন মনকে সেই ভাবেই প্রস্তুত করা উচিত, যাহাতে যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকা যায়, চতুর্দ্দিকের পদার্থ সকল স্বচ্ছ হইয়া তাঁহার প্রেরয়িতা পরম পুরুষকে দেখাইতে সমর্থ হয়। আমাদের প্রাণ সর্ব্বত্র সেই অনুসন্ধানে ব্যস্ত হউক, যাহাতে সর্ব্বত্র সেই প্রেমময়ের শোভা দেখিয়া কৃতার্থ হওয়া যাইবে।

ঈশ্বরের সেবক।

যাহার এমন কোন প্রয়োজন আছে, যাহা অন্যের সাহায্য ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, তাহারই সেবকের প্রয়োজন। যিনি নিজেই আপন প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ, তাঁহার আবার সেবা কি? সুতরাং ঈশ্বরের সেবক কথার কি কোন অর্থ আছে? যিনি সর্ব্বশক্তিমান, নির্ব্বিকার, তাঁহার সেবা এ কথা বাস্তবিক এক প্রকার অর্থ শূন্য। কিন্তু চিরদিনই আমরা ঈশ্বরের সেবক এই কথা শুনিয়া আসিতেছি। তবে একথার অর্থ কি? ঈশ্বরের সেবা এই কথার একমাত্র এই অর্থ হইতে পারে, যে তিনি যাহাদিগকে ভাল বাসেন, যাঁহাদিগের কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাহাদের কল্যাণার্থ খাটা। ইহা ভিন্ন ঈশ্বরের সেবা কথার কোন অর্থ নাই। তাঁহার সন্তানগণের কল্যাণ সাধনার্থ খাটাই যদি ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা হইল, তবে সকলেইত সে কাজ করিতেছে। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে এই যে অসংখ্য প্রাণিগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত খাটিতে থাকে। সংসারে এই যে অসংখ্য নরনারী খাটিয়া খাটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে, সকলেইত নরনারীর হিতার্থে খাটিতেছে। সুতরাং ঈশ্বরের সেবক নামে যাঁহারা পরিচিত—বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের সেবক বলিয়া যাঁহাদিগকে সংসার চিরদিন গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহার কি কোন হেতু নাই? এক অর্থে সকলেই অবশ্য ঈশ্বরের সেবক। যে যে পরিমাণে খাটিতেছে, সেই পরিমাণেই ঈশ্বরের সন্তানের কুশলার্থ তাহার কার্য্য যখন ততটুকু সাহায্য করিয়াছে, তখন অবশ্যই সে ঈশ্বরের সেবাই করিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ইতর বিশেষ আছে। সংসারে যখন মানুষে খাটিতে থাকে, তখন তাহারা ইহাই মনে করিয়া খাটে, যে তদ্দ্বারা আমার এবং আমার আত্মীয় স্বজনগণের কুশল হইবে। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে মানুষ স্থির হইয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেছে না, খাটিয়া খাটিয়া তাঁহারই মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সহায়তা করিতেছে, অথচ মানুষ তাহা বুঝিতে পরিতেছে না। কে যেন অজ্ঞাতসারে সকলকে চালাইয়া লইতেছে। সুতরাং মানুষ যতদিন মনে করে, এই যে আমি খাটিতেছি, ইহা শুদ্ধ আমারই জন্য খাটিতেছি। আমার পরিবার পরিজন অনাহারে অনাচ্ছাদনে কষ্ট পাইবে, রোগে অচিকিৎসায় মারা পড়িবে, তাই তাঁহাদের জন্য খাটিতেছি! ততদিন সে আপনার সেবার জন্যই খাটিতেছে। ততদিন সে খাটিয়াও প্রকৃত রূপে তাহার মহৎ ফল উপভোগ করিতে পারে না। কারণ সে আপন দৃষ্টি অতিসংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই আত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া যত দিন তাহার চেষ্টা সর্ব্বসাধারণের জন্য খাটিতে প্রস্তুত না হয়, ততদিন সে বাস্তবিক

ঈশ্বরের সেবক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের সেবক এবং আত্ম-সেবকে প্রভেদ এই যে অবিশ্রান্ত খাটিয়া যাওয়া দুইয়ের স্বভাব হইলেও একজন আপনাতে বদ্ধ, আপনার কল্যাণ ভিন্ন ভাবে না, অন্যের হিতের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে না। অন্য জন সংসারের সকলের জন্য খাটেন তাহার চেষ্টা কোন সীমায় আবদ্ধ নহে। দুইজন দশজন তাঁহার সেবার পাত্র নহে। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান মাত্রই তাঁহার প্রভুরস্থানে অধিকার করে। তাঁহার চেষ্টা জাতি, সম্প্রদায় বা দেশে আবদ্ধ নহে। তাঁহার চিন্তা যখনই কোন হিতকর বিষয়ে নিযুক্ত হয়,তখনই জনসাধারণের হিতচিন্তা তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে,এই প্রকারে যিনি আপনাতে আবদ্ধ না হইয়া,পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণে আপনাকে ছড়াইয়া ফেলেন, যিনি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বোধে তাঁহার সকল সন্তানের সেবায় নিযুক্ত হন, আত্মহিত ভুলিয়া যিনি সাধারণ-হিতে আপনার শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করেন, তিনিই বাস্তবিকই ঈশ্বরের সেবক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে উদ্দেশ্য এবং ভাবেরই প্রভেদ। এই ভাবের মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব হইতেই জগতে ঈশ্বরের সেবকগণ চিরদিন জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া, মানবের কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা পৃথিবীতে আপনাদিগকে সেই মহৎ লক্ষ্যে নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য যে সেই পৃথিবী ত্যাগের সঙ্গেই ফুরাইয়াছে, তাহা নহে। তাঁহারা চিরদিন জীবন্ত ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

এই যে এক শ্রেণীর লোক যাঁহারা পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা ঈশ্বরের সেবক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবনে কতগুলি মহৎভাব স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহার অভাবে তিনি কখনই সেবক নামের যোগ্য হইতে পারেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা অনাসক্ত। পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তু বা ব্যক্তি হইতে পারে না, যাহার জন্য তাহারা আপন মহৎলক্ষ্য বিস্মৃত হইতে পারেন। এমন কোন প্রিয় কার্য্য হইতে পারে না, যাহার অনুরোধে তাঁহাকে সেই বিশ্বব্যাপ্ত-প্রেম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। তিনি যাহা কিছু কার্য্য করেন, যাহা কিছু চিন্তা করেন, সমস্তই সেই বিশ্বপতির প্রিয়তম সন্তানগণের কল্যাণার্থই করিয়া থাকেন। তদতিরিক্ত এমন কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য হইতে পারে না, যাহা তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তানগণের প্রিয় অনুষ্ঠানের বিরোধী হইতে পারে। তিনি সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। বদ্ধ ভাব যতদিন প্রাণে থাকে, ততদিন তিনি সেবক হইতে পারেন না। কারণ যে সময়টুকু তিনি আপন প্রিয় বস্তু বা প্রিয় কার্য্যের অনুসন্ধানে নিয়োগ করিবেন, সেই সময়ই তাঁহাকে পবিত্রব্রত লঙ্ঘন জনিত অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। মানব মনের স্বভাবই এই যে সে একাধিক বিষয়ে সমাস অনুরাগী হইতে পারে না। বিভক্ত অনুরাগ সম্ভব হইলেও তাহা সমপরিমাণে হইতে পারে না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে."কেহই এক সময়ে দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না। কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা ও অপরকে প্রীতি করিবে না হয় সে একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে ও অপরকে তুচ্ছ করিবে।" সমানভাবে দুইয়ের প্রতি ভালবাসা যাইতে পারে না। এজন্য সংসার এবং ঈশ্বর দুইয়ের সেবা একজন লোক দ্বারা এক সময়ে হয় না। যে ব্যক্তি সংসারকে ভালবাসে ঐশ্বরিক যাহা তাহা ভালবাসিতে পারে না। সুতরাং যিনি ঈশ্বরের সেবা করিবেন তিনি তদতিরিক্ত যাহা তাহাতে আসক্ত হইতে পারেন না।

২য়, জগতের সাধারণকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার কোন স্বার্থ থাকিতে পারে না। তিনি যতদিন আপনাকে সাধারণের সহিত এক করিতে না পারেন, যত দিন সমাজস্থজনগণের স্বার্থের অতিরিক্ত তাঁহার কিছু স্বার্থ থাকে, যত দিন আপন অস্তিত্বে আর অপর সাধারণের অস্তিত্বে তাহার ভেদ জ্ঞান থাকে ততদিন তিনি প্রকৃত সেবক হইতে পারেন না, কারণ নিজের বলিয়া যদি এমন কোন স্বার্থ থাকে যাহার সাধন জন্য সেই বিশ্বপতির সন্তানের সেবায় অন্তরায় হইতে হয়, বা যে সময় সেই শুভকার্য্যে যাইবে সেই সময় যদি আত্মহিতের জন্য—স্বার্থ-সাধন জন্য ব্যস্ত করিতে হয়, তবে আর তিনি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন কি রূপে? এ জন্য যাঁহারা বাস্তবিক ঈশ্বরের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার বলিতে কিছুই রাখেন নাই। সমাজের সাধারণ স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনে তাঁহারা ব্যাপৃত হন নাই। তাঁহারা এমন কোন স্বার্থ সাধনে নিযুক্ত হন নাই, যাহা সমাজের স্বার্থের বিরোধী। তাঁহারা আপন অস্তিত্বকে সমাজের অস্তিত্বের সহিত মিলাইয়া, এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের জীবনের সকল কার্য্যই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

৩য়, একদিকে বাহ্যিকভাবে যেমন তাহার এমন কোন স্বার্থ হইতে পারে না, যাহার সহিত সমাজের স্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হয়, তেমনি অন্তরেও তিনি সম্পূর্ণ স্বার্থ-শূন্য। কোন প্রকার প্রশংসা বা যশের আশা বা দশজনের নিকট হইতে আপন কার্য্যজনিত কৃতজ্ঞতার আশাও তাহার থাকিতে পারে না। কারণ আত্ম প্রশংসার লোভ মনে থাকিলে, যাঁহারা তাঁহার প্রশংসা করিবে, তিনি সেই সমস্ত লোকের জন্য যত পরিশ্রম করিবেন, অন্যের জন্য তাদৃশ পরিশ্রম করিতে তাঁহার মতি যাইবে না। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সেবার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। যখন লোকে দশজনের প্রশংসা করিবে, তাহাতেই তিনি আনন্দিত হইবেন। তাঁহার প্রিয়তম পরমেশ্বরের সন্তানগণ যখন প্রশংসা পাইবে, তখনই তাঁহার প্রাণ আনন্দে পুলকিত হইবে। কারণ তদতিরিক্ত তাঁহার প্রাণে অন্য বাসনা থাকা স্বভাবসিদ্ধ নহে।

এই প্রকারে সকল বিষয়ে মানুষ যদি জগতের সঙ্গে একপ্রাণ হইতে না পারে, সর্ব্ববিষয়ে যতদিন এক স্বার্থ হইতে না পারে। সর্ব্বোপরি যখন পরমেশ্বরের প্রীতি প্রাণের সকল প্রকার একাত্মক সংকীর্ণ ভাবের উপর জয়লাভ করিতে না পারে, ততদিন কেহই ঈশ্বরের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারে না। ঈশ্বর-প্রীতি প্রাণে প্রবল থাকিলেই তবে তাহার প্রিয়সন্তান-প্রীতি প্রাণকে চালিত করিতে সমর্থ হয়।

এখন দেখা আবশ্যক যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে এক মাত্র সত্যের প্রচাররূপ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা সমাজের সেবা করিবেন বলিয়া, সেই কার্য্যেই জীবন যাপন করিবেন বলিয়া কার্য্যে রত

হইয়াছেন, তাঁহারা কতদূর আপনাদের স্বার্থকে সাধারণের স্বার্থের সহিত এক করিতে পারিয়াছেন। যদি তাঁহাদের এমন কোন স্বার্থ থাকে, যাহার অনুরোধে সমাজের সেবায় বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যদি তাঁহাদের এমন কোন প্রয়োজন থাকে, যাহা সাধন করিবার অনুরোধে সমাজের কল্যাণ ভুলিয়া যাইতে হয়। অথবা যে সময় তিনি সমাজের হিতের জন্য নিয়োগ করিতে পারিতেন, সেই সময় আপন হিতে ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত সেবক ব্রত গ্রহণ করা হইল কোথায়? যদি প্রাণে সুখে থাকিব, সুখে পরিবার পরিজন লইয়া আহার বিহারে কাটাইব, এই বাসনাই থাকে এবং সমাজের কল্যাণ ভুলিয়া আপন কল্যাণ সাধনেই নিযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আর সেই উচ্চ-ব্রত গ্রহণের উপযোগী হওয়া হইল কোথায়? যদি প্রাণে প্রশংসা প্রিয়তাই থাকিল, তবে আর তাঁহার সাধারণের কুশল চাওয়া হইল কোথায়? বাস্তবিক যিনি সমাজের প্রয়োজন অপেক্ষা আত্ম প্রয়োজন অধিক মনে করেন, তাঁহার পক্ষে সেই ব্রত পালন করা সম্ভব নয়। যতদিন সমাজের অস্তিত্বের সহিত নিজের অস্তিত্ব এক না হইল যতদিন বাস্তবিক স্বাতন্ত্র থাকিল ততদিন নিজে নিজে সেবক নামই লওয়া যাউক বা অন্য নামেই আপনাকে অভিহিত করা যাউক, তাঁহার দ্বারা বিশ্বপতির সেই মহান্ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। এমন কি যদি অপর সাধারণকে বিস্মৃত হইয়া তিনি নিজে ধর্ম্মসাধনায় নিযুক্ত হন, তাহাতেও সেই সেবকত্বের বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

দাসব্যবসায়।

পলায়িত কাফ্রিদম্পতী।

উইলিয়ম ক্রাফ্‌ট্ নামে এক জন কাফ্রি এবং এলেন্ নাম্নী তাঁহার স্ত্রী, নির্দ্দয় প্রভুর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, দক্ষিণ প্রদেশ হইতে বোষ্টন নগরে পলাইয়া আসিয়া পার্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা পার্কারের সমাজের উপাসকমণ্ডলি ভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহাদের প্রভু বোষ্টন নগরে দুই জন গুপ্ত চর পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাহারা ক্রাফ্‌ট্ ও তাঁহার স্ত্রীকে ধরিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিতে লাগিল।

পার্কার তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"প্লাই মাউথ্ হইতে বাটী আসিয়া শুনিলাম যে, হোই আসিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন যে, নগরে দাস ধরিবার জন্য চর আসিয়াছে। হিউইস নামে একজন কাফ্রিচর আসিয়া এলেন ক্রাফ্‌ট্ এবং তাহার স্বামীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছে। স্মিথ বলিলেন ক্রাফ্‌ট্ সশস্ত্র রহিয়াছেন, এবং তাঁহার স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। দাসদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 'নিউ ইংল্যাণ্ডার' সংবাদ পত্রের আপিসে কমিটী হইতেছে। ক্রাফ্‌ট্ সম্মত হইয়াছেন, অদ্য রজনীতে নগরের দক্ষিণাংশে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখা হইবে। শ্রীযুক্ত—* তাঁহাকে গাড়ী করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী এলেন অদ্য রাত্রে —* রাস্তার একটী বাড়ীতে আছেন, সুতরাং অদ্য রাত্রে নিরাপদ। নাইট নামে ক্রফটের প্রভুর আর একজন চর এখানে আসিয়াছে। গত মঙ্গলবার নাইট ক্রাফ্‌টের দোকানে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল। ক্রাফ্‌ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে একাকী আসিয়াছে কি না। সে উত্তর করিল যে তাহার সহিত আর কেহ নাই। সে ক্রাফ্‌টকে অনুরোধ করিল যে তিনি তাহার সহিত গিয়া বোষ্টন নগরের রাস্তা সকল ও তত্রত্য আশ্চর্য্য পদার্থ সকল তাহাকে দেখান। ক্রাফ্‌ট্ বলিলেন, তিনি বড় ব্যস্ত, যাইতে পারিবেন না। পরদিন আবার আসিয়া সে ক্রাফ্‌ট্‌কে অনুরোধ করিল যে, তিনি তাহার সহিত ময়দানে বেড়াইতে যান। ক্রাফ্‌ট্ অস্বীকার করিলেন। যখন সে ক্রাফ্‌ট্‌কে বলিল,—"তুমি ইউনাইটেডষ্টেট্‌স্ হোষ্টেলে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবে। তোমার স্ত্রীও অবশ্য তোমার সহিত আসিয়া তাঁহার মাব কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি তুমি পত্র দেও, আমি বাড়ী লইয়া যাইব।"

হিউইস চলিয়া গিয়া আবার বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া এক পত্রে অনুরোধ করিয়া পাঠাইল যে, ক্রাফ্‌ট্ তৎপর দিবস সস্ত্রীক তাঁহার সহিত দেখা করেন। পত্রের অবশ্য কোন উত্তর গেল না। ক্রাফ্‌ট্ কিছুকাল লুকুকায়িত ভাবে থাকিলেন। তৎপরে সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া আপনার কাজকর্ম্মে বহির্গত হইতে লাগিলেন। কোন প্রকার কৌশলে কৃতকার্য্য না হইয়া হিউইস এইবার ক্রাফ্‌ট ও তাঁহার স্ত্রীর নামে আদালতে নালিস করিলেন। তাঁহাদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, শুনিয়া পলায়িত-দাসরক্ষক-কমিটী হিউসের নামে অপযশ ঘোষণার দাবি দিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। হিউইস বলিয়াছিলেন যে, ক্রাফ্‌ট ও তাঁহার স্ত্রী চোর; কেননা তাহারা তাহাদের প্রভুর অধিকৃত শরীর ও পরিহিত বস্ত্র চুরি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। হিউইস প্রভৃতি চরদিগের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনা হইল। আদালতে অতিশয় লোকের জনতা; সকলেই যার পর নাই উত্তেজিত। বিচারক ২০০০ পাউণ্ডের জামিন চাহিলেন। বোষ্টন নগরের দুই জন ধনবান ব্যক্তি জামিন হইলেন। পাছে সমবেত নগরবাসীগণ প্রহার বা অপমান করে, এই ভয়ে নাইট বিচারালয়ের পশ্চাদ্দার দিয়া পলায়ন করিল। হিউইস যখন তাহার গাড়ীতে প্রবেশ করে, একজন কাফ্রি লম্ফ দিয়া গাড়ির পশ্চাদ্ভাগে উঠিয়া, জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় দাসরক্ষক কমিটির জনৈক সভ্য তাহাকে টানিয়া নামাইলেন। নরহত্যা নিবারিত হইল। কিন্তু গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বহু-সংখ্যক লোক দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে বোষ্টন নগরের বাহিরে রাখিয়া আসিল।

ক্রাফ্‌ট ও তাহার স্ত্রী যাহাতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকেন, তজ্জন্য কমিটি (Vigilance Committee) যার পর নাই সতর্ক

হইলেন। দাস-ব্যবসায়ের বিরোধী নগরবাসীগণকে সতর্ক করিবার জন্য, গুপ্ত চরদিগের আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা সহিত পার্কারের লিখিত বিজ্ঞাপন সকল নগরের সর্ব্বত্র লম্বমান করিয়া দেওয়া হইল।

পাছে গুপ্তচরেরা আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় পার্কার ক্রাফ্টের স্ত্রীকে আপনার বাটীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বাটীর প্রবেশ দ্বার সর্ব্বদা শিকল দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং বারুদ ও গুলিপূর্ণ একটী বন্দুক ও একখানি শাণিত উন্মুক্ত তলবার, মেজের উপর রাখিয়া উপাসনালয়ের জন্য বক্তৃতা লিখিতেন। শত্রু আসিলে সেই বন্দুক হস্তে অনাথা কাফ্রি রমণীকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রস্তুত থাকিতেন।

পার্কার শত্রুহস্তে আত্মজীবন রক্ষার জন্য লেশ মাত্র সতর্ক হইতেন না। কিন্তু দুর্ব্বল অসহায় ব্যক্তি, বলবান্ অত্যাচারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধবেশ ধারণ করা, অথবা আবশ্যক হইলে আক্রমণকারীর প্রাণের প্রতি পর্য্যন্ত আঘাত করা, তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন না।

পার্কার এখন ঘোরতর বিপদের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। কখন্ শত্রু আসিয়া তাঁহার আশ্রিত অনাথজনকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে, কখন্ রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন অপরাধে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে, এমন কি, কখন্ কর্ত্তব্যের পবিত্র মন্দিরে তাঁহার অমূল্য জীবন বলি স্বরূপ অর্পিত হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

যেরূপ [illegible]স্থার মধ্যে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহাতে ক[illegible]ও ভোগ বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সংশয় ছিল না। [illegible]ন তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, সে[illegible] ব[illegible]সর শীতকালে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইবে। তি[illegible] [illegible]ই প্রত্যাশিত বিপদপাতের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। হঠাৎ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ক্রাফ[illegible] আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন কি না, বুঝিবার জন্য পার্কার তাঁহার বন্দুক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সে সকল যুদ্ধোপযোগী অবস্থাতেই আছে।

পার্কার এখন ৬০ জন বন্ধুর সহিত হুইস প্রভৃতি চরদিগের বাসস্থানে গমন করিলেন। যে হোটেল গৃহে তাহারা থাকিত, তথা হইতে বাহিরে যাইবার যতগুলি পথ ছিল, সকলগুলি আটক করিয়া তাঁহারা দণ্ডায়মান হইলেন। চরেরা যে কোন দিক্ দিয়া পলাইয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা থাকিল না। হোটেল-রক্ষক এই ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইল; এবং হোটেল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য পার্কারকে অনুমতি করিল। পার্কার বলিলেন যে, তিনি চরদিগের সহিত দেখা করিতে চান; দেখা না হইলে তাঁহারা কোনক্রমেই হোটেল ছাড়িবেন না। হোটেল-রক্ষক ক্রমে কোমল ভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাহাদিগের সহিত দেখা করাইয়া দিবেন, এবং আর তিনি তাহাদিগকে তাঁহার হোটেলে রাখিবেন না।

চরেরা আসিয়া পার্কারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। পার্কার তাহাদিগকে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই;—"তোমরা বোষ্টনবাসী বহুসংখ্যক লোকের ক্রোধের পাত্র হইয়াছ। আমি একজন ধর্ম্মযাজক, আমি তোমাদিগকে তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে চাই। আমি একবার তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছি; কিন্তু দ্বিতীয়বার যে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব, এরূপ বলিতে পারি না। তোমরা যদি মঙ্গল চাও, তবে এই মুহূর্ত্তেই নগর পরিত্যাগ কর।"

দাসান্বেষী চরদ্বয় বলিল যে, বোষ্টনবাসীগণ তাহাদের প্রতি অতিশয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। তন্মধ্যে একজন আপনার সাহস ও বীরত্বের বিষয়ে অনেক গর্ব্ব করিল। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পার্কার তাহাদের মুখ দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, তাহারা অতিশয় ভয় পাইয়াছে। বাস্তবিক, তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল;—চরদ্বয় কয়েক দণ্ডের মধ্যেই বোষ্টন পরিত্যাগ করিয়া নিউইয়র্ক নগরে পলায়ন করিল। তাহারা আর কখন বোষ্টনে আসে নাই। বাস্তবিক, পার্কারের কথা না শুনিলে স্বাধীনতাপ্রিয় বহুসংখ্যক বোষ্টনবাসী চীৎকার পূর্ব্বক চরদ্বয়ের অনুসরণ করিত, এবং পরিশেষে তাহাদিগকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত।

চরদ্বয় বোষ্টন পরিত্যাগ করাতে আর একটী বিষয়ে মঙ্গল হইল। বোষ্টনবাসীগণ রাজনিয়মের (Fugitive slave law) বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে বলিয়া যুক্তরাজ্যের সভাপতি * অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। চরদ্বয় শীঘ্র পলাইয়া না গেলে তিনি নগরবাসীগণকে দমন করিবার জন্য, তাহাদিগকে রাজনিয়ম প্রতিপালনে বাধ্য করিবার জন্য,—৬০০ শত কিম্বা ৭০০ শত সৈন্য পাঠাইয়া দিতেন। বোষ্টনবাসীগণ শান্ত প্রকৃতি বাঙ্গালী নহেন; সুতরাং উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইলে যে, নগরের রাজপথ সকলে শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইত তাহাতে আর সংশয় কি?

ক্রাফ্‌ট ও এলেন্ এতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের ন্যায় একত্রে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু দেশপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত না হওয়াতে তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না। তাঁহারা সেই জন্য পার্কারকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তাহাদের বিবাহের বৈধতা সম্পাদন করেন। পার্কার তাহা স্বীকার করিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার সময়, পার্কার ক্রাফ্‌ট ও এলেনকে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিলেন। তৎপরে একখানি বাইবেল পুস্তক লইয়া ক্রাফ্‌টের হস্তে দিয়া বলিলেন;—"উক্ত পুস্তকে অমূল্য সত্য নিচয় রহিয়াছে। তোমার স্ত্রীর ও তোমার নিজের আত্মার পরিত্রাণের জন্য উহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিও।"

তৎপরে একখানি তলবার লইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দিয়া বলিলেন;—"যদি অন্য কোন রূপে তোমার স্ত্রীর ও তোমার নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পার, তাহা হই-

* President of the United States.

লেই ইহা ব্যবহার করিবে, নতুবা নহে। যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আক্রমণ করে, তুমি আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক হইলে, তাহার প্রাণের প্রতি পর্য্যন্ত আঘাত করিতে পার। কিন্তু উহা তোমার ইচ্ছাধীন। তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার আক্রমণকারীর শোণিতে তোমার হস্ত কলঙ্কিত না করিতেও পার ;—স্বাধীনতা রত্নে জলাঞ্জলি দিয়া পুনর্ব্বার দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ হইতে পার; কিন্তু তোমার সহধর্ম্মিণীর বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। তিনি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন; তুমি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। যদি কেহ তোমার স্ত্রীর স্বাধীনতা হরণ করিতে আসে, তাহা হইলে তুমি প্রাণপণে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে,—এমন কি যদি সহস্র লোকের প্রাণ বিনাশ করিতে হয়, অথবা নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতে লেশমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না।"

প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পার্কার ক্রাফ্‌টকে আরও বলিলেন ;—"যেন কাহারও প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ বুদ্ধি না থাকে। যে হৃদয়হীন ব্যক্তি তোমাদের প্রভু ছিল, এবং যে ব্যক্তি এখনও তোমাদিগকে বন্দী করিবার জন্য বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে, তাহারও প্রতি যেন বিদ্বেষ না থাকে। এমন কি, স্বাধীনতা রক্ষা বা আত্মরক্ষার জন্য, আক্রমণকারীকে তলবারের আঘাত করিবার সময়, তাহার প্রতি ঘৃণাবিরহিত না হইলে তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে পাপস্পর্শশূন্য হইবে না।"

"যে দুইটি বিপরীতগুণ বিশিষ্ট সামগ্রী আমি তোমাদিগকে উপহার দিলাম, তুমি উহার একটিদ্বারা তোমার নিজের ও তোমার স্ত্রীর আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। আর একটি দ্বারা, বিশেষ প্রয়োজন হইলে, তোমাদের শরীর রক্ষা করিবে।"

আক্রমণকারী শত্রুর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে পার্কারের এই মত ছিল যে, মানুষ আপনার স্বাধীনতা বা জীবন রক্ষার জন্য আততায়ীর প্রাণবিনাশ করিতে পারে। তাহাতে পাপস্পর্শ হয় না। অথবা সে মনে করিলে দাসত্ব স্বীকার করিয়া বা আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া অপরের প্রাণ বিনাশ হইতে নিরস্ত থাকিতে পারে। কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার সময় আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ ভিন্ন অন্য পথ নাই। আশ্রিত ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতা রক্ষা করিতেই হইবে। তজ্জন্য যদি আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়।

শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিবার জন্য পার্কার কাফ্রি দম্পতীকে স্বাধীনতা-সমুজ্জ্বল ইংলণ্ড ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মাঞ্চেষ্টর কালেজের অধ্যক্ষ, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ডাক্তর মার্টিনোর নিকট পরিচিত করিয়া দিবার জন্য, তাঁহার নামে একখানি পত্র ক্রাফ্‌টের হস্তে দিলেন। উক্ত পত্রের একস্থানে পার্কার লিখিয়াছিলেন, "ইংরেজ জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁহাদের স্বাধীনতা ও অন্যান্য অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এখন আমার সমাজের উপাসক মণ্ডলীর দুই জন নির্দ্দোষী সভ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই ইংরেজ জাতির প্রতিই নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছি। ইংলণ্ডের যত কেন পাপ ও নিন্দনীয় কার্য্য থাকুক না, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে কোন দাসত্বব্রতকারী কখন ইংলণ্ড-ভূমিতে পদক্ষেপ করিতে পারে না।"

কাফ্রি দম্পতী ইংলণ্ডে যারপর নাই আদর লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি বাইরণের পত্নী তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। যে সময় ক্রাফ্‌ট সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেখানে একটী বিশেষ সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত; ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কাচনির্ম্মিত মহাহর্ম্ম্যে আন্তর্জাতিক মহামেলা। মহামেলায় উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া সতৃষ্ণভাবে দেখিতে লাগিল। কাফ্রি দম্পতী পবিত্র ইংলণ্ড ভূমিতে, নররাক্ষসদিগের গ্রাস হইতে চিরমুক্তি অনুভব করিয়া হৃদ্গত আনন্দের সহিত, মহারাণীর মঙ্গল প্রার্থনা সূচক সুবিখ্যাত সংগীতটী গান করিতে লাগিলেন। ধন্য উইলবরফোর্স! তোমার বিংশতিবর্ষব্যাপী অসামান্য আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ ইংলণ্ডের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য দাসব্যবসারূপ পাপপিশাচ বিদূরিত হইয়া গিয়াছে! ধন্য ইংলণ্ড! যখনই ক্রীতদাস তোমার অধিকার সীমার মধ্যে পদক্ষেপ করে, অমনি তাহার দাসত্ব শৃঙ্খল স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়!

যতদিন পর্য্যন্ত না মার্কিন রাজ্য হইতে দাসত্ব প্রথারূপ পাপ কলঙ্ক ক্ষালিত হইয়াছিল, ততদিন কাফ্রি দম্পতী ইংলণ্ডেই বাস করিয়াছিলেন। যখন প্রাতঃস্মরণীয় সভাপতি লিন্‌কলনের লেখনীর একটি আঁচড়ে দাসত্ব প্রথা চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন তাঁহারা যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশবর্ত্তী আপনাদের পূর্ব্ব নিবাস স্থানে গিয়া পুনর্ব্বার বাস করিলেন, এবং স্বজাতীয়দিগের উন্নতি সাধন জন্য একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

পাপীর নবজীবন লাভ।

"(নামে) অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়,
বোবায় গীত গায়, বধির শোনে হে।"

পূর্ব্ববঙ্গের এক পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে—ণ—স জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে সচরাচর পাঠশালাতে যে শিক্ষা হইত, তাহাই ইনি পাইয়াছিলেন। গৃহের অবস্থা কোন অংশে উন্নত ছিলনা। সে সময়ে সুরাপান ও ব্যভিচার তান্ত্রিক দিগের মধ্যে প্রচলিত থাকায়, সাধারণ লোকদিগের মধ্যে সে সকল পাপ কার্য্য বড় ঘৃণার বিষয় বলিয়া গৃহীত হইত না, বরং সাধারণের নিকট সেই সকল অধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মের নামে বিক্রয় হইত। এবম্বিধ নৈতিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন লোক যে সহজেই পাপ পথে চলিতে পাইত, তাহারই বিষময় ফল এই যুবকের জীবনকে কলুষিত করিয়া ফেলিল। যুবক অতি অল্প বয়সে কুশিক্ষা পাইয়া ও অসৎসঙ্গে মিশিয়া এই সকল পাপাচারে রত হইয়া পড়িলেন। নিত্য নূতন আমোদের লালসায় পরিচালিত হইয়া "অপেরা" প্রভৃতি নৃত্য-গীতাভিনেতৃদিগের সহিত মিশিতে লাগিলেন। সেখানে কিছু দিন বেশ মনের সুখে কাটিল, তাহার পর যুবকের জীবনে আর এক নূতন

ইচ্ছা জন্মিল, কলিকাতায় আসিয়া একবার কর্ম্মকাজের চেষ্টা করার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে উদয় হইল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ নগর ও সমগ্র অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত হইল, সেই গোলোযোগের সময়ে যখন দেশীয়দিগের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধিবার সকল প্রকার আয়োজন হইয়াছে, সেই অরাজকতা নিবন্ধন, অশান্তির ভিতর দিয়া আমাদের এই যুবক তাঁহার চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মহানগরী কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় তাঁহার কর্ম্ম কাজের জন্য চেষ্টা করেন, এমন কেহই ছিলনা; সুতরাং তাঁহাকে একপ্রকার নিজের উপর নির্ভর করিয়া আসিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় কেবল পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকজন মহাজনের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল মাত্র। তাহাদেরই নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের নিকট থাকিতে এক শস্য-বিক্রেতার দোকানে পাঁচ কি ছয় টাকা বেতনে এক কর্ম্ম পাইলেন। এখানে আসিয়া স্বাধীন ভাবে মনের সুখে স্বেচ্ছামত জীবনের পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জীবনের সকল কার্য্যই একপ্রকার পাপময় হইয়া পড়িয়াছে। কিছু কাল সেই ক্ষুদ্র কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন সহসা ব্রাহ্মসমাজে যাইবার বাসনা প্রাণে উদয় হইল। একা কি করিয়া যাইবেন, এজন্য "সমাজ হইতে আসিয়া মদ খাওয়াইবেন" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার দলের একজন লোককে লইয়া গেলেন। তখন ভারতবর্ষীয় কি সাধারণ কোন সমাজেরই সৃষ্টি হয় নাই; কেবল আদি ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান শাখা প্রশাখা ও ফলফুল সুশোভিত ব্রাহ্মসমাজের অঙ্কুরটিকে বক্ষে ধারণকরতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবী জয় ঘোষণা করিতেছেন। যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা কিছু শ্রবণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পাপমগ্ন ও সংসারাসক্ত মনে গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেই দিন হইতে তাঁহার পাপময় জীবন পবিত্রতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইল। ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে সকল পুস্তক পাঠ আবশ্যক, তাঁহার সেই সামান্য আয় হইতে যথাসম্ভব সেই সকল পুস্তক ক্রয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু অল্প শিক্ষা নিবন্ধন সে সকল বুঝিবার বড় ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তখন তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া কতই দুঃখ, কতই ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন। তখন সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির অনুরূপ পুস্তকাদি বহুশ্রম সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইলে সে প্রাণ কি কখন নিষ্কর্ম্ম হইয়া অলস ভাবে সংসারের পথে মুহূর্ত্ত পরে মুহূর্ত্ত গণনা করিতে পারে? তাহার প্রাণে এমন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে যে, সে এক বৎসরের উন্নতি এক মাসে, এক মাসের উন্নতি এক দিবসে সাধন করিবে। ইনি অতি অল্পকাল মধ্যে অনেক উন্নতি করিলেন। এই সময় যখন তিনি সেই দোকানে কর্ম্ম করিতেন, তখন লোকে তাঁহার কার্য্য কলাপের ভিতর এক সুন্দর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল; লোকে দেখিল নিষ্ঠা ও পবিত্রতা সে জীবনের ভূষণ হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় ইনি সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কোন স্থানে কিছু কাল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের জন্য পরীক্ষা দিবার সময় আসিল। জাতিগত মান মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন স্বরূপ উপবীত লইয়া ব্রাহ্মসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। একদল ব্রাহ্মণ সন্তান আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগত অধিকার সত্যের অনুরোধে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এ সংবাদ দেশময় ছাইয়া পড়িল এবং তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। এক যুবকও ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রবীণ সেনাপতি মহর্ষির সর্ব্বপ্রথম সেনাদলের এক জন। উপবীত ত্যাগ করিয়া পরে কিছুকাল ঘোর অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়া চলিলেন। তাই কি একটু ভীত চিত্তে সঙ্কুচিতভাবে চলিলেন? না, সত্যের প্রতিষ্ঠা জন্য ন্যায়ের জয় ঘোষণা করিতে করিতে অকুতোভয়ে জীবনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক আত্মীয়ের পরলোক গমনে তিনি সামান্য কিছু অর্থ পাইলেন এবং তদ্দ্বারা একটি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন দেশময় হইয়া পড়িয়াছে। বিধবা-বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ আইনখানি পাস করাইয়া লইয়াছেন। লোকের মনে দুর্ভাবনার গভীর ছায়া পড়িয়াছে, লোকে ভাবিতেছে বুঝি আর দেশে বিধবা রহিল না, বুঝি বা বিধবার দাসীত্ব (ব্রহ্মচর্য্য!!) ঘুচিয়া যায়। এই সময়ে ইঁহাদের গ্রামের এক বিধবা ইঁহার সহিত বিবাহের অভিপ্রায় জানাইলে, তখন সেই বিধবার উদ্ধারের চিন্তায় ইনি এবং ইঁহার বন্ধুগণ নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু এক প্রকার নিরুপায় হইয়া সে আশা ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক চূড়ামণিযোগ উপলক্ষে বিধবার কলিকাতায় আসার সুবিধা হইল। পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে ইঁহার বন্ধুদিগের দ্বারা বিধবা স্থানান্তরিত হইলেন। যখন বিধবা আশ্রয় পাইলেন, তখন বিধবার আত্মীয়বর্গ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেরই মুখে ঐ বিধবার বিবাহের কথা। কত লোকে বলিল, বিধবার আত্মীয়েরা যুবকের প্রাণ বিনাশের চেষ্টায় আছেন; কিন্তু যুবক এ সকলের কিছুতেই ভীত বা পশ্চাদ্পদ হইবার লোক নহেন। উপযুক্ত সময়ে বিবাহ হইল।

ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া সত্যের পথে চলিলে ব্যবসাতে উন্নতি হয় না, এ দেশের লোকের এইরূপ ধারণা আছে; কিন্তু আমাদের এই শ্রদ্ধেয় পুরাতন বন্ধু সামান্য অর্থ সাহায্যে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়া যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

ইনি এক্ষণে আমাদের এক জন অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধু, আমরা অনেক সময়ে ইঁহার নিকটে বসিয়া প্রাণে কত আনন্দ পাইয়া থাকি। ইনি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিকালদর্শী লোকদিগের মধ্যে একজন। আমরা আজ কাল যে সকল লোককে নবজীবন লাভ করিতে দেখিয়া আনন্দ করি, যাঁহারা হিন্দু সমাজের সর্ব্ববিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করতঃ নির্ভয়ে দণ্ডায়মান, এই সকল বৃদ্ধদের জীবনের ঘটনা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের

প্রাণে নূতন শক্তির সঞ্চার হয় ও স্বতঃই কৃতজ্ঞতার উদয় হয়। কেন না, সামাজিক শাসনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব প্রথম অস্ত্রসকল এই সকল লোককেই বক্ষঃ পাতিয়া ধারণ করিতে হইয়াছিল।

পরমেশ্বর, কঠিন পাপশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াও, সেই দৃঢ়মূল কুসংস্কারের গভীর অন্ধকারে বঞ্চিত হইয়াও ইনি যে আজ আমাদের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, ইহা কেবল তোমারই করুণা। তুমি দয়া করিয়া ইহাঁকে পরিত্রাণের পথ দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছ। প্রভো, তুমিই ধন্য, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্ম-জীবনের দায়িত্ব এবং লক্ষ্য।

যখন পবিত্র স্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই পরমধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলাম, তখন জানিতাম ব্রাহ্ম হওয়া বুঝি সহজ কথা—ব্রাহ্মজীবনে বুঝি তত কিছু দায়িত্ব নাই, আপামর সাধারণ মনুষ্যের জীবনে আর ব্রাহ্মের জীবনে বুঝি কিছু বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু প্রবেশ করিয়া ইহার মধ্যে যতই উত্তরোত্তর পদচারণা করি, ততই দেখি পথ পিচ্ছিল, বন্ধুর এবং দুরবগম্য। যতই ইহার অন্তর্গত এক একটী তত্ত্ব গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া তাহাকে জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা পাই ততই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, কার্য্যকারিতা-শক্তি লজ্জাভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তখন বুঝিলাম এ পথে চলা সহজ নয়—অস্থির মতির কর্ম্ম নয়। পূর্ব্বে জানিতাম,যে সকল বৈরাগ্য পরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ সংসারের রজ্জু বিচ্ছিন্ন করিয়া জনশূন্য গিরি কন্দরে গিয়া ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের জীবন কি মহৎ এবং মূল্যবান্; বাস্তবিক তাঁহারা কি কঠোরতর দুষ্কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, তাহা তত গুরুতর নয়। ভিখারী হইয়া বৈরাগী হওয়াত কিছু মহত্বের পরিচায়ক নহে, তাহা ত আপনাআপনি আসিয়া পড়ে; কিন্তু লক্ষপতি হইয়াও যদ্যপি হৃদয়কে সেইরূপ বৈরাগ্যের তীব্রতায় মোহিত রাখিতে পারি, তবেই ত গৌরব, তবেই ত মহত্ব? বাস্তবিক যে জীবন পরস্পর বিরোধিভাবের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে তাহাই ত প্রশংসার্হ, সেই জীবনই মহত্বের আকর। আসক্তি ও বিরক্তি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং অনুরাগ ও বৈরাগ্য এই পরস্পর ঘোর বিরোধী দুর্দ্দান্ত শত্রুদিগের মধ্যে যিনি মিলনের ভাব—সমন্বয়ের ভাব স্থাপন করিতে পারেন,বাস্তবিক তিনিই এক জন মহারথী, তিনি মানবজাতির পূজ্য সিংহাসনে উপবেশন করুন, তাঁহাকে সম্মানিত করিব। যাহা হউক আমি এই ধর্ম্মের দ্বারদেশে অবতরণ করিয়া দেখিতে পাইতেছি, ইহার পুরোভাগে এক অতি প্রকাণ্ড দুরধিগম্য ক্ষেত্র পতিত রহিয়াছে, তাহার উপর দিয়া আমাকে চলিতে হইবে। যদি সেই সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হই, তবেই এই ধর্ম্ম অবলম্বন করা সার্থক হইবে—এই জীবন প্রকৃত ব্রাহ্ম-জীবন হইবে। নচেৎ সমস্তই পণ্ডশ্রম। তাঁহারা কি শত সহস্র ধিক্কারের পাত্র নয়, যাঁহারা আত্মীয় স্বজনকে শোকতরঙ্গে পরিক্ষিপ্ত করিয়া, স্নেহাধার জনক জননীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া এই ধর্ম্মের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন,—সামান্য নীচকামনা পরিতৃপ্তির জন্য এবং অতি অকিঞ্চিৎকর পার্থিব আশা পূরণের জন্য? তাঁহারা কি একান্ত ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধার উপযুক্তস্থল নহেন, যাঁহারা এই পবিত্র ধর্ম্ম-নিকেতনে আশ্রিত হইয়াও হৃদয়রাজ্যে ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সামান্য জাগতিক আশাকে পোষণ করিতেছেন এবং অতর্পণীয় বিলাস-ও লালসা ভোগাসক্তির সেবায় হৃদয় মন নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন? আমি বলি শব্দ-শাস্ত্রে এমন অবজ্ঞাসূচক শব্দ নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিহিত করিতে পারি। সাবধান, যেন কেহ কোনরূপ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ না করেন। সেরূপ শত সহস্র নর-নারীর সমাগমও বাঞ্ছনীয় নহে, সেরূপ গণনাতীত লোকমণ্ডলীতে ব্রাহ্মসমাজ কল্লোলিত দেখিতে ইচ্ছা করি না,—যাহারা ব্রাহ্মজীবনের দায়িত্ব কিছুমাত্র বোঝেন নাই অথবা বুঝিয়াও তৎপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। যদি সপ্তাহান্তে সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিলেই এবং কতিপয় অনুষ্ঠান ও মতকে অবলম্বন করিয়া থাকিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যাজনা করা হয়, তবে আমি সে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করি। এই সকল কার্য্য সমাধা করিলেই যদি ব্রাহ্ম-জীবন যাপন করা হয়, তবে সে জীবনের আবার মূল্য কি, মর্য্যাদা কি? কিন্তু তাহা নহে, স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখ, ব্রাহ্ম, তোমার জীবনের দায়িত্ব কি কি। ব্রাহ্মজীবনের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব এই যে, জীবনে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করা। ব্রহ্মদর্শন চাই, নচেৎ কিছুতেই কিছু হইবে না।

ব্রাহ্ম তুমি বাঁচিয়া আছ কেন? দুর্নিবার নয়নাসারে জনক জননী পরিবারকে ভাসাইয়া আসিয়াছ কেন? সমাজের গঞ্জনা এবং তাড়নার কশাঘাত পৃষ্ঠে সহ্য করিয়াছ কেন? সমগ্র দেশ-বাসী লোক তোমার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া রহিয়াছে, অথচ তুমি জীবিত রহিয়াছ কোন্ আশায়? বল দেখি একবার জীবনে সেই পরমপিতার দর্শন চাই, এই আশায় কি তুমি এতকষ্ট সহ্য করিতেছ না? যদি এ আশা জীবনে না থাকে, তবে এ নামে আর কলঙ্ক আহরণ করিও না। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ঘুচিবে না ততদিন, অবিশ্বাস এবং সংসারের আঁধার তিরোহিত হবে না ততদিন, বিষয়াসক্তির দৃঢ়নিবদ্ধ মূল উৎপাটিত হবে না ততদিন,যতদিন না ব্রহ্মের দর্শন হবে। সেই জন্যই উপনিষৎকার ঋষি বলিতেছেন—“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” এই অবস্থাই যদ্যপি না ঘটে, তবে এত দিন ধর্ম্ম সাধন করিলে কি? ধর্ম্মের পুরস্কার কি? ব্রহ্মের দর্শন লাভ একান্তই চাই, নচেৎ এই বিঘ্ন বিপদ সঙ্কুল সংসার সমুদ্রে মনুষ্যের বড়ই বিপদ। পরমেশ্বরই মানবাত্মার নিরাপদ ভূমি, সুতরাং তাহা না পাইলে মনুষ্য কখন নিরাপদ হইতে পারে না। “ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ”। যদ্যপি ইহলোকে থাকিয়া সে অমৃতপুরুষকে জান, তবে তোমার পক্ষে মঙ্গল; নচেৎ তোমার সমূহ অমঙ্গল এবং অনিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মদর্শন চাই। যদি দেখিতে পাই আমার জীবন সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য ব্যস্ত বা উৎকণ্ঠিত নহে, কিন্তু অন্য বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তাকুল, তবে কি আমার কপটাচার হইতেছে না? লোকে জানে আমি পরমেশ্বরের জন্য ব্রাহ্মসমাজে

আসিয়াছি,—কিন্তু আমি জানি পরমেশ্বরের জন্য নয়; কিন্তু তাঁহার নামে অপর বস্তুর জন্য। ছি,ছি, ধর্ম্মের নামে কি বিড়ম্বনা! সেই জন্যই বিনয়ের সহিত বলি যে, এ দায়িত্বের কথা যেন নিরন্তর মনে জাগ্রত থাকে। পুণ্যধাম কাশীধামে আসিয়া যদি বিশ্বেশ্বরের দর্শন না পাও, কেবল বাজারে ঘুরিয়া বেড়াও, তবে জিজ্ঞাসা করি এত কষ্ট করিয়া এস্থানে আসিবার আবশ্যকতা কি ছিল?

দ্বিতীয়তঃ—বিষয় সম্পত্তির ভিতরে থাকিয়া এবং তাহা অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের এক মহৎ লক্ষণ! এই স্থলেই অনেকের মৃত্যু উপস্থিত হয়। ধর্ম্মরাজ্যে যখন প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন মনে মনে স্থির ছিল, ধর্ম্মই লক্ষ্য এবং সংসার উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখি, আমার উপলক্ষ্য লক্ষ্য হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যে অনেকে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়েন, তাহার কারণ এই, তাঁহাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহারা ধর্ম্মের নামে বিলাসিতার আড়ম্বর, ভোগলালসার তৃপ্তিসাধন করে, তাহারা একদিকে যেমন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে, অপরদিকে সেইরূপ ধর্ম্মের মহৎ ও উদার ভাবকেও নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা একদিকে যেমন ধর্ম্মের শত্রু, অপরদিকে সেইরূপ মনুষ্য সাধারণেরও শত্রু। সংসারপরতা মানবের চিত্তকে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে আনয়ন করে। ব্রাহ্মসমাজ সত্যকে প্রাণের প্রাণ বোধে তাহাতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেছে না কেন? তাহার কারণ এই যে আমাদের বিষয়াসক্তি। আর এক কথা বিষয়কে অসার অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতে হইবে এইজন্য যে, তাহা না হইলে পরমেশ্বরকে সার এবং সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে না; এবং ইহাও অতি সত্য কথা যে যতদিন না ঈশ্বরকে সারাৎসার প্রিয়তর বোধে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি, ততদিন শত সহস্র আয়োজন করিলেও হৃদয়ে তাঁহার জন্য অনুরাগ এবং আকিঞ্চন উদ্দীপিত হইবে না। সুতরাং বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর মনে করা একান্ত আবশ্যক। আর ইহাও কি ব্রাহ্মের স্মরণ রখা নিতান্ত কর্ত্তব্য নয় যে, এত নিন্দা নির্যাতন দুঃখ অত্যাচার সহ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম কি সংসারাসক্তির সেবা করিবার জন্য? স্বার্থপরতাকে হৃদয়ের উচ্চমঞ্চে উপবেশন করাইয়া তাহার দাসত্ব করিবার জন্য? ইহাই যদ্যপি তোমার প্রাণের একান্ত পিপাসা হয় তবে ফিরিয়া যাও। একথা লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়, ভাবিতে হৃদয় স্তম্ভিত হয় যে, মানুষ ধর্ম্মের নামে স্বার্থপরতার পূজা করে,ধনসম্পদকে ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া বোধ করে। সাবধান! যেন এই গুরুতর দায়িত্বের কথা স্মৃতিপথ হইতে ক্ষণ কালের জন্যও অন্তর্হিত না হয়।

তৃতীয়তঃ—ব্রাহ্মকে ভাবে এবং কার্য্যে এক হইতে হইবে। উপাসনা প্রার্থনা দ্বারা যেমন ভাবুকতার বৃদ্ধি হইবে, সেইরূপ কার্য্যকারিতা শক্তিও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যাহারা গূঢ়ভাবে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন কেবল মাত্র, ভাবুকতা ধর্ম্মের ঘোর শত্রু। কেবলমাত্র ভাবোন্মত্ততা মানবচিত্তকে সময়ে সময়ে সত্য হইতে অসত্যের পথে পরিচালিত করে তাহা আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি। অনেক সময়ে কত শত ধর্ম্মপরায়ণ নর নারীগণ প্রবল ভাবতরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া পথপরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন; ইহাদ্বারা অনেক বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সমাজে কলঙ্কের রেখা আনীত হইয়াছে। ভাবুকতার প্রবল উদ্দীপনা মানবের আত্ম দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, মানুষের বিচার এবং বিবেক শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয় এবং জাগ্রত নীতির ভাবকেও সময়ে সময়ে মন্দীভূত করিয়া তোলে সুতরাং মনুষ্যের পথভ্রষ্ট হওয়াত একান্ত সম্ভব। সেই জন্যই বলি, জ্ঞানের সুমার্জ্জিত মানদণ্ডে ইহাকে পরিমাপিত করিয়া চলিতে হইবে। নচেৎ প্রতিপদে পথভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কেবলই ভাবাবেশ, কেবলই প্রেমের উদ্দীপনা কি কখন মনুষ্যকে প্রকৃত পথে স্থির রাখিতে পারে? যদিও প্রেমের উৎপত্তি জ্ঞানাচল হইতে, তথাপি ইহা চলিতে চলিতে এমন উন্মত্ত ভাব ধারণ করে যে, সময়ে সময়ে এই সমুন্নত ভূধরকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। সেই জন্যই তত্ত্ব-দর্শী পণ্ডিতেরা বলেন জ্ঞানে এবং প্রেমে সমন্বয় বিধান করিতে হইবে। এক দিকে যেমন ভাবকে জ্ঞানানুগত করা চাই, অপর দিকে সেইরূপ সেই ভাবকে কার্য্যে পরিণত করা চাই। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে দুই দল লোক দেখা যাইতেছে। এক দল লোক কেবলই ভাবের আরাধনা পরিচালনা করিতেছেন। কিসে হৃদয়ে একটু ভাবুকতার উদ্দীপনা হয়, কিসে এই পরিশুষ্ক মন ভাবাবেশে একটু সরস হইয়া উঠে, এই তাঁহাদিগের চেষ্টা, এই বিষয়েই তাঁহাদের মনোনিবেশ। তাঁহারা কার্য্যকারিতাকে উপেক্ষা করেন, নিন্দা করেন, বলেন—কার্য্যকারিতার বলে কি কখন ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যায়? তাঁহারা বলেন ঈশ্বরের সত্য রাজ্য আপনা আপনি বিস্তারিত হইবে, জনসমাজে আপনা হইতেই দুর্নীতি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে এবং সমাজ মধ্যে পবিত্র নীতি এবং ধর্ম্মের সমীরণ স্বতই প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সে জন্য চেষ্টা বা পরিশ্রম করা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই কথা বলিয়া তাঁহারা নীরবে ভাবুকতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি তাঁহাদের আত্মাকে দুশ্চিকিৎসনীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত [illegible]ন না? জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার সমষ্টিতেই যদ্যপি আত্মার পূর্ণাবয়ব হয়, তবে তাহার একটি অঙ্গের চালনা করিব, অপরটিকে চিরকালের মত অচল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিব, প্রেমের পরিচালনা করিব, কিন্তু ইচ্ছাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়া রাখিব; ইহাতে কি আত্মাকে ব্যাধিগ্রস্ত করা হয় না? আমি যদ্যপি কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের চালনা করি আর হস্তকে নিশ্চল নিস্পন্দভাবে রাখি, তবে কি আমার সেই হস্ত কালে অবশ ও অবসন্ন হইয়া যাইবে না? তাহাতে কি পরম পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য হইতেছে না? ধর্ম্ম সাধনা করিতে গিয়া ভাবুকতার সেবা করিতে গিয়া, যদি ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরেরই আদেশ লঙ্ঘন করিতে লাগিলাম, তবে বল দেখি তাহাতে কি অধর্ম্মের যাজনা হইতেছে না? ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম বন্ধুগণ অবগত আছেন আমাদের প্রচারকগণের বাসের জন্য দুইটী সামান্যরূপ ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই বাটী নির্ম্মাণার্থ যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এখনও ১২ শত টাকার উপর ঋণ আছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাঁহারা এজন্য কিছু কিছু দান স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও আপনাদের দেয় পরিশোধ করেন নাই। আমরা তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন সত্বর আপনাপন অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করিয়া ঋণভার লাঘব করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ পাইবার আশাতেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতাগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এখন তাঁহাদিগকে ঋণদায় হইতে উন্মুক্ত না করা কোন মতেই শ্রেয় নহে। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যের সাহায্যার্থ কিছুই প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের প্রতিও বিনীত নিবেদন এই ঋণভার মুক্ত হইবার জন্য যাহার যাহা করা উচিত, তিনি যেন সেই কর্ত্তব্য পালনে শিথিলতা না করেন। এই সকল কার্য্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ভিন্ন যখন হইতে পারে না, তখন সে বিষয়ে উদাসীন হইলে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন জনিত অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। আশা করি ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ এই কার্য্যে সাহায্য করিতে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দুর্ভিক্ষের উদ্বৃত্ত অর্থ জলপ্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কোন্ স্থানে সাহায্য করা উচিত তাহা স্থির হইলেই সাহায্য প্রদত্ত হইবে। দুর্ভিক্ষের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় ৭০০ সাত শত টাকা বাঁচিয়াছে। এই টাকায় যে বেশি দিন সাহায্য চলিবে, তাহা বোধ হয় না। যাঁহারা জলপ্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট সে অর্থ প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বিগত ২রা নবেম্বর লাহোরে একটী ব্রাহ্ম-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এ বিবাহে সিলেট নিবাসী বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী, পাত্র এবং লাহোরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী রায়, পাত্রী। পাত্রের বয়স ২৬ এবং পাত্রীর বয়স ১৭। এ বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজেষ্টারি হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর নব দম্পতির কল্যাণ কল্যান করুন।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পঞ্চম পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। বালকের নাম শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ পাঁচ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক ব্রাহ্ম-সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে বরাহনগরে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয় তাঁহাদের তত্রত্য উদ্যানবাটীতে উপাসনা করেন, বাবু কেদারনাথ রায় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে গোপাল বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২ দুই টাকা প্রদান করিয়াছেন।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু শশধর ভাদুড়ী মহাশয় তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের উনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং অপর একটী বন্ধু, কুমারখালি এবং কুষ্টিয়া হইতে চারি জন বন্ধু উৎসবে যোগ দিয়া আমাদিগের উৎসাহ এবং আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ১লা অগ্রহায়ণ অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্মগণ স্থানীয় সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেনের বাসায় একত্রিত হন। তথা হইতে দয়াময় ঈশ্বরের মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে আগমন করেন। তৎপর নবদ্বীপ বাবু উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। সুমধুর সঙ্গীত এবং দীনবন্ধুর দয়াময় নাম সংকীর্ত্তনে উপস্থিত জনগণের হৃদয় বাস্তবিক উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছিল। সায়ংকালে আবার উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়।

২রা অগ্রহায়ণ সোমবার—অদ্য প্রাতঃকালে ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত উৎসব হয়। প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন এবং সায়ংকালে উপাসনা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস অদ্যকার উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

৩রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়মোহন বসু উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। নগর সংকীর্ত্তনে অনেক লোক আপনা হইতে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন একটী হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করেন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী উপাসনা করেন, সায়ংকালে সমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস "প্রকৃত উন্নতি" বিষয়ে একটী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন। শ্রোতা যদিও অধিক ছিল না বটে, কিন্তু যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। রাত্রি ৮টার সময় স্থানীয় সমাজের জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ গুপ্তের বাসায় নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। ও তৎপরে প্রীতিভোজ হয়।

ব্রাহ্ম সাধারণের অবগতির জন্য "বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের" ট্রষ্টডীড নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

"লিখিতং শ্রীকেদারনাথ কুলভি, পিতার নাম ৺ ব্রজনাথ কুলভি, সাং বহড়ু থানা জয়নগর জেলা ২৪ পরগণা, হাল সাং বাঁকুড়া পরগণে বিষ্ণুপুর থানা চৌকি বাঁকুড়া কস্য ট্রষ্টডিড্ পত্র মিদং কার্য্যনকাগে। আমি ইংরাজি সন ১৮৮২, ২৪ জুন তারিখের রেজিষ্টরী কৃত কবলা দ্বারা ডিষ্ট্রিক্ট ও সবডিষ্ট্রিক্ট বাঁকুড়া সবরেজিষ্টরীর অধীন বাঁকুড়া চৌকি মৌজে বাসদেবপুর মধ্যে নিম্নলিখিত চৌহদ্দীস্থিত ৮০ পনের কাঠা ভূমি ও তাহার একাংশের উপর নির্ম্মিত ঘরবাড়ি ২৫০ আড়াই শত টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া দখলিকার আছি। এক্ষণে উক্ত ভূমি মায় ঘর-

বাড়ি বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্যের জন্ম আমার বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব মজুমদার, কোচাটি হাল সাকিম বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন সেন, রাইপুর নিবাসী হাল সাকিম বাঁকুড়া, শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্রনাথ সিংহ ও বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বারাণসী চট্টোপাধ্যায় ইহাঁদিগকে ট্রষ্টী নিয়োগ করিলাম। ট্রষ্টীগণ উক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে এই সম্পত্তির সমুদায় ম্যানেজমেণ্ট ও তজ্জন্য ও তৎসম্পর্ক আবশ্যক মত আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

১। এই সমাজ গৃহ বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নামে আখ্যাত হইবে। এই গৃহে যাহাতে এক্ষণে প্রতি রবিবার বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্য চলিতেছে, প্রতিদিন অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে একমাত্র, অদ্বিতীয়, অনন্ত, পূর্ণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম পবিত্র ন্যায়বান্ ঈশ্বরের উপাসনা হইবে

এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর, আরাধনা হইবে না, কোন জড় পদার্থ, নিকৃষ্ট জীব বা মনুষ্য ঈশ্বরজ্ঞানে বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজিত হইবে না। কোন খোদিত বা নির্ম্মিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইবে না। কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থ অথবা অন্য কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এই উপাসনা গৃহে রাখা হইবে না। কোন শাস্ত্রীয়গ্রন্থ, পুস্তক, বা মনুষ্যকে স্বতঃ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা হইবেনা। সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কাহারো প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র, প্রার্থনা, সঙ্গীত, আরাধনা, উপদেশ বা ব্যাখ্যানদ্বারা কোন প্রকার পৌত্তলিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা বা পাপ কার্য্যের অনুমোদিত ও তৎপ্রতি উৎসাহদান করা হইবে না। এখানকার উপাসনা উদার ও পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতানুযায়ী সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সূচক হইবে। সকল ধর্ম্মের সার ও পত্তন ভূমি সেই একমাত্র নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আনন্দরূপমমৃতম পরব্রহ্মে যাহাতে মানবাত্মার অনুরাগ ও প্রীতি ভক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে যাহাতে মানব অন্তঃকরণ মানবের সেবায় তৎপর হয়, এখানে এরূপ বিষয়ের প্রসঙ্গ ও উপদেশাদি হইবে। জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে যাহাতে সকল নরনারী একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে যাহাতে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সকলে জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানকার উপাসনা কার্য্য চলিবে।

দৈনিক বা সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্যের জন্য বাঁকুড়া ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ আপনাদের মধ্যে এক বা ততোধিক আচার্য্য নিয়োগ করিয়া লইবেন। সমাজের সম্পাদক স্থানীয় ব্রাহ্মদের কর্ত্তৃক বর্ষে বর্ষে মনোনীত হইবেন, কিন্তু তাঁহার নিয়োগ ট্রষ্টীগণের অনুমোদন সাপেক্ষ।

সমাজ গৃহের সংলগ্ন ভূমি খণ্ডের উপর যদি কোন নূতন গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তাহা বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে ও বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অনিষ্টকর না ভাবিলে উক্ত ভূমিখণ্ডের কোন অংশ কিম্বা তাহার উপর নির্ম্মিত ঘর বাড়ি এবং সমাজ গৃহের ভিতর বাড়ি ট্রষ্টীগণ বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের আয় বর্দ্ধন জন্য মাসিক বা বার্ষিক ভাড়া বিলি করিতে পারিবেন, কিন্তু কাহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কোন প্রচারক বা আচার্য্য নিজে বা সপরিবারে বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের ভিতর বাড়িতে বিনা ভাড়ায় বাস করিতে পারিবেন বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ অথবা অন্য কোন ব্রাহ্মসমাজের আদায়ে অথবা কোন ট্রষ্টী বা তাঁহার ওয়ারিসয়ানের কোন আদায়ে এই সম্পত্তি বিক্রি বা হস্তান্তর বা কোনরূপ তছরুব হইবেনা। বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের আয় হইতে ট্রষ্টীগণ আবশ্যক মতে গৃহাদি সংস্কার বা সংগঠন করিবেন এবং এই ভূমির বার্ষিক খাজনা সনাতি ১৸৵ একটাকা চৌদ্দ আনা টাকা যথাসময়ে মালিককে সরবরাহ করিবেন এবং মিউনিসিপাল টাক্স ইত্যাদি যাহা ধার্য্য আছে বা হইবে তাহা দিবেন।

দূরস্থিত বা বিদেশস্থ ট্রষ্টীগণ কার্য্যের সুবিধার জন্য আপনাদের কার্য্যভার স্থানীয় ট্রষ্টীগণের উপর বা সমাজের সম্পাদকের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায় বা বিধান অন্তর্গত লোক এখানে কোন বক্তৃতা বা আলোচনা করিতে চাহিলে স্থানীয় ট্রষ্টীগণ সে বিষয় বিবেচনা করিবেন। মানবের আধ্যাত্মিক অভাব মোচন এবং নৈতিক বা সামাজিক উন্নতি বিধায়ে সকল প্রকার সত্য প্রচার জন্য এই সমাজ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কোন মত বা বিষয়ের অবতারণা বা আলোচনা এখানে হইতে পারিবে না।

৭ সাত জন ট্রষ্টীগণের মধ্যে যদি কেহ পদত্যাগ করেন বা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাবান হওন জন্য স্বীয় পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহে অনুপযুক্ত হন বা পরলোকগত হয়েন, তবে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের বিশ্বাসী কোন এক আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকে তৎপদে নিয়োগ করিবেন।

ঈশ্বর না করুন, যদি এমনি হয় যে, লোকাভাবে বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য না চলে, তবে ট্রষ্টীগণ আমার প্রাণের ধর্ম্ম, উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশে এই সম্পত্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত করিবেন।

প্রেরিত।

গত ১লা অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে দুই বন্ধুর কথোপকথনছলে নব প্রবিষ্ট ব্রাহ্ম যুবকদিগের শিক্ষা প্রণালীর যে পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের বিচারার্থ কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণকে যখন

ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে, তখন এ সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক।

শিক্ষা যখন আবশ্যক তখন শিক্ষকের যে আবশ্যকতা আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? শিক্ষক অভাবে কে শিক্ষা দিবে? সেই শিক্ষা প্রণালী এবং শিক্ষক কিরূপ হইবেন তাহাই আলোচনার বিষয়। ব্রাহ্মসমাজ প্রথমাবধিই গুরুবাদের বিরোধী। অন্যান্য ধর্ম্ম সমাজ সকল যে ভাবে গুরু স্বীকার করেন, সেইরূপ গুরু স্বীকার করা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল মতের বিরুদ্ধ। সুতরাং সেই প্রকার গুরুর কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। এখন কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক তাহাই বিবেচ্য। তত্ত্বকৌমুদীতে যে উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যে কারণে নবপ্রবিষ্ট যুবকদিগের ধর্ম্ম ভাবের শিথিলতা হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। একজন গুরুর অধীন করিয়া শিক্ষা দেওয়া মূলতঃ দোষণীয়, ব্রাহ্মসমাজে বিশেষতঃ তাহা হইতে পারে না। যে সকল ধর্ম্মসমাজ নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের অনুসরণ করেন, তাহাদের পক্ষে সেরূপ হওয়া বরং সম্ভব। কারণ শিক্ষক সেই গ্রন্থগত কথাই শিক্ষা দিবেন। কিন্তু যাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র মানে না, তাহাদিগকে এরূপে একজন গুরুর অধীন করিতে গেলে গুরু বিশেষ ভাবে নিজ রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষাই দিবেন। নিজে যাহা ভাল বাসেন না, এমন সত্যও তিনি শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা তদ্দ্বারা হইতে পারে না। আবার কোন এক ব্যক্তির প্রতি নির্ভর করাও উচিত নয়। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়া আসিতেছি, তদ্দ্বারা ইহাই মনে হইতেছে, যে মানুষের মত চঞ্চল পদার্থ অতি অল্প আছে। আজ যাহাকে একরূপ দেখিতেছি, দুই দিন পরে দেখি তাহার ছবি বদলিয়া অন্যরূপ হইয়াছে। সুতরাং কাহারও অধীন করিয়া শিক্ষা দেওয়া সুবিধা ও মঙ্গলজনক বলিয়া মনে হয় না। সকল বিষয়ে একজন গুরুর অধীন হইয়া শিক্ষিত হইলে জীবনের যে দশা হয়—ব্যক্তি-বিশেষের অনুসরণ করিয়া চলিবার যে ফল, তাহা এ দেশ ভালরূপে পরীক্ষা করিয়াছে এবং ব্রাহ্ম-সমাজও তাহার ফলভোগ না করিতেছেন এমন নয়। সুতরাং দেখিয়াই শিক্ষা করা উচিত। আবার সেই প্রাচীন গড্ডলিকা প্রবাহের দৃষ্টান্ত দেখিবার চেষ্টা কেন? পদানুসরণের দৃষ্টান্ত অনেক দেখা হইয়াছে এখন সে চেষ্টায় বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না এবং সে প্রবৃত্তি নব প্রবিষ্টদিগের হইবে, তাহাও বোধ হয় না। এজন্য শিক্ষা প্রণালী সেইরূপই হওয়া আবশ্যক যে প্রণালীতে প্রত্যেকেরই প্রাণ সুশিক্ষা পাইবার জন্য আপনা হইতেই ব্যাকুল হইবে, অথচ সে কাহারও কর্ত্তৃক নীত হইতেছে এরূপ মনে করিবার সুবিধা পাইবে না। এরূপ করিতে হইলে সমাজ মধ্যে ধর্ম্ম পিপাসা ব্যাকুলতা যাহাতে পরি-বর্দ্ধিত হয়—সুন্দর জীবন যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয়—যে সকল জীবন দেখিলে সহজেই মানুষের প্রাণ সেইদিকে ধাবিত হইবে তাহাই করা উচিত। সুতরাং প্রতিগৃহস্থ ব্রাহ্ম যদি আপনাপন জীবনকে সুন্দর করিতে চেষ্টা পান, তাহা হইলেই তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তীগণ সেই জীবন পাইতে সচেষ্ট হইবে। ধর্ম্মসাধন যাহাতে কষ্টকর বা বাধ্যবাধকতার ব্যাপার না হইয়া, প্রাণের আকর্ষক হয়, অজ্ঞাতসারে প্রাণকে টানিয়া লয়, সেই প্রণালীর অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম মত শিক্ষা করা কিছু কঠিন কথা নয়। তাহার জন্য বিবিধ উপায় আছে এবং আবশ্যক হইলে আরও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার স্থান কর, ব্রহ্ম বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষা দেও, ধর্ম্ম আলোচনার জন্য সময় কর এবং পুস্তকাদি প্রচার কর তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম মত শিক্ষা হইতে পারে এবং এই প্রকার বহু শিক্ষকের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়া, যদি প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে আপনাপন বিবেচনা শক্তির চালনা করিয়া তাহা হইতে শিক্ষনীয় বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া লয় তাহাই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণকারী হওয়াপেক্ষা স্বাধীন ভাবে সত্যের অনুসরণকারী হওয়াই প্রার্থনীয়, তদ্দ্বারাই প্রকৃত জীবন গঠিত হইতে পারে। মত শিক্ষার যে সকল উপায় বর্ত্তমান সময়ে আছে, যাহাতে তাহা বৃদ্ধি হয় এবং এই প্রকারের আরও নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহাই করা আবশ্যক। কিন্তু মত সকল জীবন গত করিতে গেলে ধর্ম্মভাবের আধিক্য যাহাতে হয় সে চেষ্টা করাই উচিত। যাহাতে ধর্ম্মভাবের স্রোত প্রবলরূপে সমাজ মধ্যে প্রবাহিত হইতে পারে—যাহাতে সমাজে সেই প্রকার ধর্ম্মভাবের হাওয়া বহিতে থাকে, যাহার মধ্যে মানুষ আসিলেই তাহার অধীন না হইয়া পারে না, তাহাই করা উচিত। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের দৃষ্টি সেই দিকে না যাইয়া তিনি যে গুরুর অধীন হওয়াকে ধর্ম্মভাব শিক্ষা হই-বার বিশেষ কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহাই দুঃখের বিষয়। তিনি ধর্ম্মভাবকে জীবনের চালক মনে না করিয়া, গুরুর অধীন করিয়া যে সকলকে চালাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তদ্দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, তিনি কতদূর বাহ্যিক উপায়ের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন। স্বাধীন ধর্ম্মভাব চিরদিন সুন্দর। তাহার অপ-ব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা যে জীবনের অধোগতি তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কেহ স্বাধীন ভাবে জীবন চালাইতে যাই-তেই যদি তাহাকে উশৃঙ্খলতা আখ্যা দেওয়া হয় তদ্দ্বারা ত আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে।

২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ২৮ এ নবেম্বর

নিবেদক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ মঙ্গলবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩\
প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু! আমরা কি চিরদিনই স্থূল বুদ্ধির অধীন হইয়া চলিব! বাহ্যিক সুখ সম্পদকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিব। আমাদের কি অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হইবে না? এখন দেখিতেছি যাহাতে শারীরিক সুখ সুবিধা হয়,—যে ভাবে চলিলে সাংসারিক বুদ্ধির জয় হয়,—তাহাই আমাদের করণীয় হইয়া পড়িয়াছে। পার্থিব ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি আত্মার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হয়—প্রভু! আমরাও কি অন্যান্য সাংসারিক-বুদ্ধি-প্রবণ দিগের ন্যায় তাহাদের কার্য্যের বিঘ্ন হইব? আমাদের চেষ্টা কি তাহাদের সহায়তায় লাগিবে না? যদি দিন দিন আমাদের মধ্যে সাংসারিক 'বুদ্ধিরই প্রাবল্য হয়, যদি আত্মার কল্যাণ অপেক্ষা বাহ্যিক শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতাকেই আমরা বড় মনে করি, তবে যে আমাদের মৃত্যু! প্রভু! এই ঘোর দুর্দ্দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা কর। আমরা যেমন সাংসারিকতার প্রতিকূলে যাইব, তেমনি ধর্ম্মসাধনার বাহ্যিক উপায়ের পরিবর্ত্তে আন্তরিক উপায়কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিব। সর্ব্ববিষয়ে তুমি আমাদের অন্তর্দ্দৃষ্টিকে জাগ্রত কর। তোমার আজ্ঞাকেই যেন আমরা বহন করিতে প্রস্তুত হই, এবং তাহা সাধন করিতে পারিলেই যেন আমরা আপনাকে সার্থক জীবন বলিয়া মনে করি।

অনেকের মুখেই শ্রবণ করা যায়, উপাসনা করিতে বসি বটে; কিন্তু মনের চঞ্চলতায় প্রতিদিন ভাল উপাসনা হইয়া উঠে না। যাঁহারা দশ বৎসর পূর্ব্বে দৈনিক উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারাও এই কথা বলেন, আর যাঁহারা দুই বা এক বৎসর পূর্ব্বে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখেও এই কথা। অথচ প্রত্যেক উপাসকেরই মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে ভাল উপাসনা করিব। এই আকাঙ্ক্ষা কি পরিতৃপ্ত হইবে না? আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইবে বই কি। যদি বাস্তবিকই আমরা সরল মন লইয়া উপাসনা করিতে বসি, আর ঈশ্বরকে পাইবার জন্য প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে কখনই আমরা নিরাশ হইব না। উপাসনার সময় হইল, সংসারের ঝঞ্ঝাট পরিত্যাগ করিয়া উপাসনায় বসিলাম, প্রণালী পূর্ব্বক রীতিমত উপসনা হইতেছে, কিন্তু এমন সময় দেখি, আমার মন হারাইয়া গিয়াছে। তখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া মনের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, মন বিষয়ের কীট হইয়া বিষয় বিষের মধ্যে জড়িত। অথবা দেশহিতৈষীতার ভাণ করিয়া দেশের দুর্দ্দশা মুক্ত করিবার জন্য দুঃখ সাগরে ভাসিতেছে,বা পুস্তকের মধ্যে ঐতিহাসিক জীবন যাপন করিতেছে। কেবল শরীর মাত্র উপাসনা স্থলে কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত পড়িয়া আছে। ইহাতে কি আর ভাল উপাসনা হইতে পারে? যদি প্রকৃত উপাসক হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে মনকে উপাসনা স্থলে হাজির রাখিতে হইবে। মন! ঈশ্বর-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা লইয়া ও তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, উপাস্য দেবতার সমীপে পড়িয়া থাক, তাহা হইলে ভাল উপাসনা হইবে।

যেমন শস্যের পক্ষে কীট, সেইরূপ ধর্ম্মজীবনের পক্ষে শুষ্কতা। শস্যে একবার কীট প্রবেশ করিলে, সেই শস্যকে অসার করিয়া ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে। ধর্ম্ম-জীবনেও যদি একবার শুষ্কতা প্রবেশ করে, তাহা হইলে জীবনকে অসার ও শূন্যতার আধার করিয়া তোলে। শুষ্কতা অবিশ্বাসের নামান্তর। আমার প্রাণ শুষ্ক হইয়াছে,—ইহার অর্থ কি? আমার প্রাণে অবিশ্বাসরূপ কীট প্রবেশ করিয়া প্রাণের সার শস্য—ধর্ম্মবিশ্বাসকে অল্পে অল্পে ক্ষয় করিতেছে। অনেকে বলেন, বিশ্বাস ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমূহের একতর বৃত্তি। আমরা বলি বিশ্বাস মানবাত্মার একটী প্রধান বৃত্তি। এই বৃত্তি দ্বারাই লোক ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়—এই বৃত্তির দ্বারাই সাধক প্রেম ভক্তির বিশুদ্ধ ছবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করে;—এই বৃত্তির চালনার অভাবে লোক অন্ধের ন্যায় হইয়া পড়ে। যদি কেহ শুষ্কতা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার মনে করা উচিত আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি। এই অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন—শুষ্কতা দূর হইবে।

তুমি যদি গ্রীষ্ম ঋতুতে পল্লিগ্রামে ভ্রমণ করিতে যাও, তাহা হইলে দেখিবে, যাঁহারা সুচতুর লোক তাঁহারা

শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণীগুলিকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছেন। কারণ সেই পুষ্করিণী সকল যদি অপরিষ্কৃত ও আবর্জনাযুক্ত থাকে, তাহা হইলে বৃষ্টির স্ফটীক জল সেই খাতে পড়িয়া মলিন হইয়া হইয়া যাইবে। ধর্ম্মজীবনেরও এইরূপ ব্যবস্থা। যাঁহারা সুচতুর—তাঁহারা স্বীয় স্বীয় হৃদয় খাতকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া থাকেন। কারণ যখন ঈশ্বর কৃপাবৃষ্টি বর্ষণ করিবেন—তখন যেন তাঁহার হৃদয়ের, মলিনতার মধ্যে পড়িয়া ভগবানের প্রদত্ত ধর্ম্মভাব-বারি মলিন না হয়। সাধনার অর্থ এই যে হৃদয় পরিষ্কার করা।

সাধক বলেন—আমার মন মাতঙ্গ যখন প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিল, তখন আর জাতি, কুল, বিষয়াসক্তির দৃঢ় বন্ধন আমাকে বাধিয়া রাখিতে পারিল না। মন হস্তীর ন্যায় বলবান। হস্তী যখন শান্ত থাকে, তখন লৌহ-শৃঙ্খল দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় বটে,—কিন্তু যেই হস্তী উন্মত্ত হইয়া উঠিল,—অমনি সে অবলীলাক্রমে সেই শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া চলিয়া গেল। মানুষ যখন ভগবানের প্রেম কি—জানে না—ভগবানের দয়া অনুভব করে না, তখনই জাতি কুল ও বিষয়াসক্তির লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে, আর যখন ভগবানের প্রেম মানবের প্রাণে আসে। সর্ব্বত্র তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের চিত্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া অভিষ্টসিদ্ধির জন্য চলিয়া যায়।

সাধনাঙ্গ।

"নাম সাধনের" আবশ্যকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লেখা হইয়াছিল, পাঠকদিগের মধ্যে কেহ যদি তদনুযায়ী সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, "নাম সাধনের" ন্যায় "সেবা" জীবনের আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয়। জীবনে স্থায়ী ধর্ম্মভাব জন্মাইতে হইলে, যেমন নিয়মিতরূপে ভগবানের নাম শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনের আবশ্যক, তেমনি রীতিপূর্ব্বক তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সেবা করা সাধনার আর একটী অঙ্গ।

মানুষ যতদিন আপনাতে আপনি থাকে, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা লইয়া ব্যস্ত রহে—অপরের শোক দুঃখ ভাবিবার অবসর পায় না বা তাহাদের খোঁজ খবর লয় না, বুঝিতে হইবে, ততদিন তাহার দৃষ্টি ভগবানের দিকে ফিরে নাই। ভগবানের দিকে যাই দৃষ্টি ফিরিল, অমনি তিনি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার ভক্ত সাধু ও জগতের পুত্র কন্যাদিগের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেন। তখন লোকে যে সাধুসঙ্গ করে, কি সাধু মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠ করে, তাহাই প্রকৃত সাধু সহবাস, বা জীবনচরিত পাঠ হয়। ভিতরের চক্ষু না ফুটিলে, প্রাণে প্রকৃত ভাব না আসিলে—সাধু সঙ্গই বল, আর সাধু জীবনী পাঠই বল, কিছুতেই প্রকৃত উপকার দর্শে না, প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার হয় না। প্রাণে সেই ভাব জন্মান মানব শক্তির কার্য্য নহে—ঐশিক শক্তি ব্যতীত সেই নব জীবনপ্রদ ভাবের সঞ্চার হয় না সত্য, কিন্তু তাঁহার সাধক ভক্তগণ ধর্ম্মার্থিদিগের জন্য কতকগুলি প্রণালী ও সাধন ভজনের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধক সেই নির্দ্দেশানুযায়ী সাধন ভজনাদি অবলম্বন করিয়া ভগবানের কৃপার ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকিবেন, সময় বুঝিয়া তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হইবে। "হা হতোস্মি" করিয়া উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইলে জীবনে স্থায়ী ভাব কিছুই দাঁড়ায় না, তাই রীতি পূর্ব্বক নিয়মিতরূপে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারেও বলা হইয়াছে, এখনও সাবধান করা যাইতেছে, যে যিনি যে সাধনই অবলম্বন করুন তাহা অতি সংগোপনে করিতে হইবে। লোক-চক্ষু বড় ভয়ানক শত্রু। যাই কেহ দেখিতে কি জানিতে পারিল যে, তুমি কিছু করিতেছ, তদ্দ্বারা তোমার মধ্যে পরিবর্ত্তনের সঞ্চার হইয়াছে, অমনি তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, আর তোমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তাই সাধকেরা বলিয়াছেন, সমঅবস্থাপন্ন, ভজনাবলম্বী সাধক ব্যতীত অপরের নিকট বা সমক্ষে গুহ্য কথা ব্যক্ত করিবে না। এতদ্ব্যতীত আর একটী বিপদ এই যে, লোকের কাণে উঠিলেই প্রশংসার-ধ্বনি উত্থিত হয়, তখন ঠিক্ থাকা সহজ ব্যাপার নহে; প্রাণে আত্ম-গৌরব আসিয়া অহঙ্কৃত করিয়া তোলে। দীনাত্মা না হইলে প্রাণে ভগবানের কৃপা-বারি দাঁড়ায় না। তজ্জন্যও "আত্ম গোপন" সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব শাস্ত্রের সাধন তত্ত্বের নিগূঢ় উপদেশ।

সেবার কথা বলিলে হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে, সাধকদিগকে বুঝি যোগী ঋষি খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে। আমরা তেমন সেবার কথা বলিতেছি না। ব্যক্তি বিশেষ বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সেবার বরং আমরা বিরোধী,—ইহার বিষময় ফল ব্রাহ্মসমাজেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাতে আধ্যাত্মিক জগতে ব্যক্তি বিশেষের অনুচিত সম্মান প্রাপ্তির আশঙ্কা আছে। প্রাচীন কোন সাধন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে ব্রাহ্মকে চারিদিকে সতর্ক থাকিতে হইবে, উৎকর্ণ থাকিতে হইবে, যেন তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী কোন মত বা কুসংস্কার অজ্ঞাতসারে আসিয়া প্রাণে দৃঢ়মূল না হয়। এতদ্দ্বারা কেহ বুঝিবেন না যে, আমরা সাধু সেবার বিরোধী, যাঁহার যত আধ্যাত্মিক উন্নতি তাঁহার প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি তত বেশি, হইবে ইহাত স্বাভাবিক। তাই বলিয়া যে কেবল তাঁহারই সেবা করিতে হইবে, কিম্বা তাঁহার প্রতি মানবের অপ্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, আমরা তাহারই বিরোধী। আমরা সাধু সেবার এই অর্থ বুঝি, যাঁহার প্রতি আমার প্রাণের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, যে সকল ধর্ম্মবন্ধুদিগের সদ্গুণে ও ধর্ম্মভাবে আমার হৃদয় আপনাপনি বশীভূত থাকে, নিয়মিতরূপে তাঁহাদিগের সেবা করাই আমার সাধু সেবা। আমি যদি আর কিছুও করিতে না পারি, বরং একটুকু পানীয় জল কোন বন্ধুর হাতে তুলিয়া দিব, কিন্তু যাহা করিব, তাহা ব্রতপূর্ব্বক শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত করিতে হইবে; নতুবা দুদিন করিলাম, দু দিন করিয়া ছাড়িয়া দিলাম, এরূপ করিলে ইহার কোন ফলই উপলব্ধি হইবে না। ইহা উপহাস বিদ্রূপের বিষয় নহে,—

এ ভাব প্রাণে আসিলে হৃদয় বিনীত হইয়া আসে, প্রাণে সরসতা জন্মে। কিন্তু, সাবধান, আত্মাতে—একটু অহমিকা আসিলে সরসতা যাইয়া কঠোর নীরসতার সঞ্চার হয়। তাই লোক দেখানের জন্য যেন কিছু করা না হয়। সাধন ভজনের ভাণ করিয়া কিছু করিতে গেলে, জীবনের যে সর্ব্বনাশ হয়, তাহার আর প্রতিকার নাই। আমার ভাব আসে নাই, প্রাণে সে অবস্থা জন্মে নাই—তজ্জন্য আমি ভগবানের দ্বারে হত্যা দিব, প্রার্থনা করিব; কিন্তু জোর করিয়া কোন অনুষ্ঠান করিতে যাইব না? দেখাদেখি কিছু করিব না।

আর একটী কথা। হাটে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইলে সাধন হয় না। কতকগুলি প্রাণের লোক চাই;—যাহারা তোমার অবস্থা দেখিয়া, প্রাণের ভাব বুঝিয়া লইতে পারে, তুমি যাহাদের ভাব বুঝিতে পার। তা না হইলে, তোমার সাধন ভজন কিছুই গোপন থাকিবে না, তুমি সেবা করিবার লোক পাইবে না;—তোমার ভাব ভঙ্গি, ক্রিয়া কলাপ, উপহাস বিদ্রূপ ও তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিবে। সমালোচনার দাবানলে নবজাত ভাবলতিকাচয় দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া যায়। এমন অনেক জ্ঞানী ব্রাহ্মসমাজে আছেন, যাঁহারা ভাবের ঘোর বিদ্বেষী—ভাবের নামে ভয়ানক ভীত। কিন্তু আমরা জানি, প্রাণে ভাব না থাকিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম শুষ্ক কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া পড়ে, জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয় না। সে জন্যই যেখানে সেখানে, যার তার সঙ্গে থাকিয়া সাধন ভজন হয় না। হয়ত তুমি প্রাণের টানে কোন বন্ধুর একটু সেবা করিতে গিয়াছ, তিনি তোমার ভাব বুঝিতে না পারিয়া ফিরিয়া বসিলেন, তোমাকে সে অধিকারটুকু দিলেন না! উপহাস বিদ্রূপ করিয়া, তোমার সরস প্রাণটাকে নীরস করিয়া দিলেন। তাই বলি, ধর্ম্ম জগতে কতকগুলি মনের মানুষ, ভাবের ভাবুক খুঁজিয়া লও।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

দাসব্যবসায়।

সভাপতিকে পত্র; পলায়িত দাসদিগের উদ্ধার চেষ্টা এবং যাজকদিগের সহিত বিচার।

যে সময়ে দুর্ভাগ্য পলায়িত দাসদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পার্কার অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, যে সময়ে রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন অপরাধে কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন, এমন কি যে সময়ে তিনি আপনার বিবেকের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি যুক্তরাজ্যের সভাপতি * ফিলমোর সাহেবকে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। আমরা নিম্নে উক্ত পত্র খানির মর্ম্মানুবাদ দিলাম,—"আমি এই নগরের একজন ধর্ম্মযাজক। যে সকল ধর্ম্মযাজকেরা লোকের সম্মানের পাত্র, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নই। জনসমাজে আমার অযশ আছে। লোকের নিকট আমি অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ। রাজকার্য বিভাগ ছাড়িয়া দিলে, মেসচুসেট প্রদেশে আর কেহ আমার মত ঘৃণারপাত্র নহে। নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কতকগুলি মতের জন্য আমার প্রতি এত ঘৃণা। * * *

"এই নগরে আমার একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মসমাজ আছে। সকল প্রকার অবস্থার লোকই উহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত আছেন। যে সকল ব্যক্তির হাতের নখগুলি পর্য্যন্ত আইন অনুসারে তাঁহাদের নিজের নহে, এরূপ পলায়িত দাসগণও আমাদের সমাজে আছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক ধনশালী ও সুশিক্ষিত নর নারীও আমাদের সমাজের অন্তর্গত। পলায়িত দাস সম্বন্ধে আইন আমাকে ও আমার সমাজকে কিরূপ কষ্টে ফেলিয়াছে, আমি তাহা আপনাকে অবগত করিতে ইচ্ছা করি। অনেকগুলি পলায়িত দাস আমাদের সমাজে আছেন, তাঁহারা কোন দুষ্কার্য্য করেন নাই। স্বাধীনতা, সুখান্বেষণ ও জীবনের প্রতি আপনার যেরূপ, তাঁহাদেরও সেইরূপ অধিকার আছে। বিপদে পড়িয়া তাঁহারা আমার পরামর্শের উপর নির্ভর করিতেছেন। তাঁহারা বিদেশী, আমার আশ্রয়

* আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের (United States of America) শাসনপ্রণালী বিষয়ে পূর্ব্বেই কিছু বলা উচিত ছিল। যাহা হউক, এস্থলে বিশেষ শ্রেণীর পাঠক দিগের অবগতি জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলা যাইতেছে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্য, অনেকগুলি প্রদেশ (States) লইয়া একটি সম্মিলিত রাজ্য। বর্ত্তমান সময়ে ঊনচত্বারিংশটি প্রদেশ (States) যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত এতদ্ভিন্ন আটটি অধিকৃত প্রদেশ (Territories) আছে। অধিকৃত প্রদেশবাসীগণ যদি প্রদর্শন করিতে পারেন যে, তাঁহাদের প্রদেশে বিশেষ পরিমাণ লোক সংখ্যা আছে, তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অধিকার সকল প্রাপ্ত হইতে পারেন! অর্থাৎ তাঁহাদের প্রদেশ যুক্তরাজ্যর অন্তর্গত হইতে পারে। রাজার পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক সভা-দ্বারা দেশের শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজধানী ওয়াসিংটন নগরে প্রধান সভা, এবং প্রত্যেক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সভা আছে। রাজধানীস্থ সভা ও প্রাদেশিক সভা, উভয় প্রকার সভাই দুইভাগে বিভক্ত; সিনেট এবং প্রতিনিধি সভা (House of Representatives)

ওয়াসিংটন নগরের প্রধান সভার যিনি সভাপতি, তিনি সমগ্র রাজ্যের সভাপতি—রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। চারি বৎসরান্তর, জনসাধারণ কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। সিনেট সভা সকলের সভ্যগণ ছয় বৎসর অন্তর এবং প্রতিনিধি সভা সকলের সভ্যগণ দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ওয়াসিংটন নগরের মহাসভায় প্রতিনিধি আসিয়া থাকে। সিনেট সভায় দুইজন করিয়া প্রতিনিধি সভ্য। এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার অধিবাসীর জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি, প্রতিনিধি সভায় সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। সিনেট ও প্রতিনিধি সভা হইতে আইন প্রস্তুত হয়। সেই সকল আইন কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা যুক্তরাজ্যের সভাপতির হস্তে। সিনেট ও প্রতিনিধি সভার সাধারণ নাম কংগ্রেস (Congress) প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসন কর্ত্তা (Governor) থাকেন, শাসন কর্ত্তাগণ সভাপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন।

চাহিতেছেন; তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত, আমার নিকট আহার ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা তৃষ্ণার্ত্ত, আমার নিকট জল চাহিতেছেন; তাঁহারা বস্ত্রহীন, আমার নিকট বস্ত্র চাহিতেছেন; পীড়িত হইয়া আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রাণ যায়, আমার নিকট তাঁহারা জীবন প্রার্থনা করিতেছেন। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন "অতি সামান্য ব্যক্তিরও সেবা না করিলে আমার সেবা করা হয় না।" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যাজক বলিয়া তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন এবং যাহা খ্রীষ্টধর্ম্মানুগত কার্য্য, তাঁহারা তাহাই করিতে আমাকে বলিতেছেন। কিন্তু এই সকল আগন্তুক, বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে আহার, আচ্ছাদন ও আশ্রয় দিলে আপনাদের আইন অনুসারে আমি সহস্র মুদ্রা (Dollars)* অর্থদণ্ড ও ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইব, এমন কি, তাঁহারা পীড়িত হইলে যদি তাঁহাদিগকে গিয়া দেখি, তাঁহারা কারা নিক্ষিপ্ত হইলে যদি তাঁহাদিগের নিকট যাই, কিম্বা তাঁহারা যখন মারা যান, তখন যদি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে সাহায্য করি, তাহাহইলেও আমাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে? মনে করুন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যাহা করিতে বলে, আমি যদি তাহাদিগের প্রতি সে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে আমি আমার নিজের বিষয়ে কি ভাবিব, সে কথা বলিব না, কিন্তু আপনারা কি বলিবেন? আপনারা বলিবেন যে আমি পাষণ্ড, (এবং আমার ধর্ম্মযাজক বন্ধুগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন) আমি যথার্থই একজন অবিশ্বাসী, এবং আমি ছয় মাস কারা দণ্ড ভোগের যোগ্য। কিন্তু আমার যেরূপ করা উচিত যদি আমি সেইরূপ কার্য্য করি, তাহাহইলে আপনাদের আইন অনুসারে আমি সম্পত্তিচ্যুত হইব, আমার পরিবারের নিকট হইতে আমাকে বল পূর্ব্বক লইয়া গিয়া আমাকে কারাগারে বদ্ধ করা হইবে। আমার ভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিদ্বন্দ্বীগণ ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করিতে যেরূপ বাধ্যতা অনুভব করেন, আমি হয়ত ততদূর করি না; কিন্তু একথা আমি বলিতে পারি যে, বরং আমি যাবজ্জীবন কারাগারে বাস করিব, অনাহারে মরিব, তথাচ আমার এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারিনা। আমাকে ধর্ম্মান্ধ বলিবেন না; আমি অনেক বিবেচনা করিয়া চলি। কিন্তু আমি পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত হইয়া চলিবই চলিব, তাহার ফল যাহাই কেন হউক না। আমার ধর্ম্ম আমি প্রতিপালন করিবই করিব!

"আমি আপনাকে আমার সমাজের একটি বক্তৃতা পাঠাইয়া দিলাম। উহাতে আপনি আমার পরিচিত একজন পলায়িত দাসের বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। তিনি এখন কুইবেক † নগরে আছেন। তিনি সেখানে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির অধীনে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের মহাযুদ্ধে যে সকল সেনাপতি ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগেরই একজনের বংশ সম্ভূত। আমার সমাজের সভ্যেরা তাঁহার পলায়ন কার্য্যের সাহায্য করিয়া ছিলেন। অন্য লোকেও তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা লাভ বিষয়ে তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। আপনি কি মনে করেন, তাঁহারা অন্যায় করিয়াছেন? আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে যে সকল স্বতঃসিদ্ধ সত্য আছে এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম যাহা করিতে বলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, আপনি কি এই সকল লোককে দোষদিতে পারেন?

হঙ্গেরি * বাসীগণ, সমগ্র-যুক্ত রাজ্যের অধিবাসীগণের নিকট অনেক সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; (যদিও বোষ্টনবাসী কোন কোন লোক অষ্ট্রীয়ার পক্ষে ছিলেন।) আমাদিগের জাতি কসথকে (Kossuth) অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমেরিকার দাসত্বের তুলনায় অষ্ট্রিয়ানদিগের অত্যাচার কোথায় থাকে? তুরস্কের সুলতান হঙ্গেরি দেশের পলায়িত ব্যক্তিগণকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, বলিয়া ইয়োরোপের সকল উদার-নৈতিক গবর্ণমেন্টের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে জোসেফকে কানেডা পলায়নের সাহায্য করাতে, আপনি কি আমাদের নিন্দা করিতে পারেন? আমি জানি ইহা কখন সম্ভব নহে।

ক্রাফট্ ও তাঁহার স্ত্রী আমার সমাজভুক্ত লোক। তাঁহারা আমার বাটীতে ছিলেন। একপক্ষ অতীত হইল, আমি তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছি। উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হইলে আমি ক্রাফ্টের হস্তে একখানি বাইবেল ও তলবার দিয়া প্রত্যেকটীর উপযুক্ত ব্যবহার বলিয়া দিলাম। যখন দাস ধৃতকারীরা এখানে আসিয়াছিল, তখন যদি আমি তাহাদিগের হস্ত হইতে দূরে রাখিবার জন্য উক্ত কাফ্রি দম্পতিকে সাহায্য করিয়া থাকি, যদি সেই স্ত্রীলোকটীকে (যতদিন পর্য্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা ছিল) আমার বাটীতে আশ্রয় দিয়া রাখিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনার বিবেচনায় আমার কি এমন দুষ্কর্ম্ম করা হইয়াছে, যাহাতে অর্থদণ্ড বা কারাবাস হইতে পারে? কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত না করিয়া আমি যদি মানুষধরাদিগের হস্ত হইতে লোককে রক্ষা করি, তাহাতে কি আমার শাস্তি হওয়া উচিত? আপনি কি মনে করেন যে আমার সমাজের লোককে দাস করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেলে আমি কোন বাধা না দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি?

---

* অর্থাৎ ৪১৬৬টাকা, ১০আনা, ৮পাই

† কুইবেক কানেডা দেশের একটি প্রধান নগর। নিম্ন কানেডার (Lower Canada) রাজধানী। পলায়িত দাসদিগের হিতৈষীগণ, তাহাদিগকে লইয়া (বৃটিশাধিকৃত) স্বাধীনতা সমুজ্জ্বল কানেডা দেশে ছাড়িয়া দিয়া আসিতেন। কার্য্যটি, অবশ্য অতি সংগোপনে সম্পন্ন করা হইত। আমাদের দেশে যেমন ভূমির উপরে রেল; ইংলণ্ডে ও আমেরিকার কেবল তাহাই নহে, ভূমির নীচে সুরঙ্গ পথে রেলগাড়ী ধাবিত হয়। (আমেরিকার উর্দ্ধে শূন্যপথেও রেল চলে।) অধিকতর গুপ্তভাবে কার্য্যে নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া সেই ভূনিম্নস্থ রেলপথ দিয়া দাসদিগকে লইয়া যাওয়া হইত।

* ইয়োরোপের অন্তর্গত হঙ্গেরি রাজ্য, অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীনে যারপরনাই, অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল। যুক্তরাজ্যের অধিবাসীগণ, অত্যাচারগ্রস্ত হঙ্গেরিবাসীগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"লেক্সিংটন (Lexington) গ্রামের যুদ্ধে আমার পিতামহ যে বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং সেই দিন একজন ইংরেজ সৈন্যের হস্ত হইতে তিনি যে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছিলেন, (স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে ঐ বন্দুকটী সর্ব্ব প্রথম কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল) উহা এক্ষণে আমার পুস্তকালয়ে আমার পার্শ্বে লম্বমান রহিয়াছে। যদি আমার সমাজের লোককে দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি আমার সম্পত্তি, আমার স্বাধীনতা, এমন কি আমার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত না হই, তাহা হইলে আমি ঐ সকল স্মরণ চিহ্ন দূরে নিক্ষেপ করিব। আমি মনে করিব যে আমি একজন ভীরু কাপুরুষের সন্তান, কোন সাহসী লোকের সন্তান নহি। অনেকেরই মনের ভাব আমার মত। আমি যাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করি, তাঁহাদের মত আমারই তুল্য অনেকেই ঐরূপ বলেন। * * * আমরা কিরূপ বিঘ্ন-সঙ্কুল অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহাই আপনাকে জানাইতে চাই। আপনারা যে কোন শাস্তি কেন আমাদিগকে প্রদান করুন না, আবশ্যক হইলে আমরা তাহা বহন করিব; কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম আমরা প্রতিপালন করিবই করিব।"

পার্কার বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি জলমগ্ন হইলে, ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়িলে, বা হত্যাকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, যেমন আমি তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব, দাসধৃতকারীদিগের হস্ত হইতে ক্রীতদাসকেও আমি সেইরূপ ব্যগ্রতার সহিত রক্ষা করিব। ক্রীতদাসদিগের মঙ্গলের জন্য কোন প্রকার কষ্ট বহন করিতে, কোন প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে, তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন;—"মানুষের স্বাধীনতার নিকট সহস্র ডলার অর্থদণ্ড বা ছয়মাস কারাবাস কোন্ ছার্! পরমেশ্বরের অনাদ্যনন্ত ধর্ম্ম নিয়মও আমার মধ্যে যদি আমার অর্থ বিরোধ উপস্থিত করে, তবে এমন অর্থ ধ্বংস হইয়া যাক্ এবং আমিও বিনাশ দশা প্রাপ্ত হই।

জেনারেল চ্যাপলিন্ নামে জনৈক সদাশয় ভদ্র লোক, আমেরিকার মহাসভার কোন কোন সভ্যের দুই জন ক্রীতদাসকে চির দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়ার জন্য পঞ্চবিংশতি সহস্র (ডলার) মুদ্রার জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁহাকে এই বিষম অর্থদায় হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে, পার্কার একটী সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে যে প্রকার লোকের সমাগম আবশ্যক, তাহা হয় নাই। ধর্ম্মযাজকেরা আদবেই আসেন নাই। পার্কার বলিয়াছিলেন যে, সভার উদ্দেশ্য যখন সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আদিষ্ট, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ সে স্থলে আসিবেন কেন? পার্কারের সমাজের সভ্যগণ, তাঁহার ভবনে একটি সভা করিয়া আপনাদের মধ্য হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই ঘটনার একাদশ দিন পরে সাড্র্যাক্ নামে জনৈক পলায়িত দাস গবর্ণমেণ্টের লোকের দ্বারা ধৃত হইয়া বন্দী হইল পার্কার এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র উহাকে উদ্ধার করিবার অভিলাষে অবরোধ স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সাড্র্যাকের ধৃত হইবার কথা তাঁহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অপর লোকের দ্বারা দুর্ভাগ্য দাস মুক্তিলাভ করিয়াছিল। পার্কারের দাসরক্ষক কমিটির একজন সভ্য, অবরোধ গৃহের দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করাতে, দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র বহুসংখ্যক লোক (তন্মধ্যে সাড্র্যাকের স্বজাতি, কাফ্রি সংখ্যাই অধিক) বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া, (কর্ম্মচারীরা কিছু করিতে না করিতে) তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। সেই দিন অপরাহ্নেই তাহাকে (বৃটিশাধিকৃত) কানেডা দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনায় পার্কার যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"আমার বোধ হয়, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চা নষ্ট করার * পর, বোষ্টন নগরে এমন মহৎ কার্য্য আর সংঘটিত হয় নাই। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ!"

শনিবার দিবসে স্যাড্রেকের উদ্ধার সাধন হয়। রবিবার প্রাতঃকালে পার্কার আপনার উপাসনালয়ে সমবেত উপাসক মণ্ডলীর সম্মুখে এই শুভ সংবাদ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, স্যাড্রাক অনুরোধ করিয়াছেন যে, আপনারা তাঁহার নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। একথা শুনিবামাত্র সকলেই যারপরনাই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ের আবেগে কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইলনা। এমনি বোধ হইল, যেন তাঁহাদের হৃদয় ভাবস্রোতের আঘাতে ভাঙ্গিয়া

* বিদেশ হইতে লোক আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করাতে যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ অধিকাংশ লোকই ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটীশ দ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন। ইহারা প্রথম হইতে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধীন ছিলেন, তৎপরে তাঁহাদের মত না লইয়া অত্যন্ত ক্লেশজনক কর সংস্থাপন করাতে তাঁহারা ইংলণ্ডের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। প্রথমতঃ ষ্ট্যাম্পের উপরে অধিক পরিমাণে কর নির্দ্দিষ্ট করাতে যুক্তরাজ্যবাসীগণ বিদ্রোহী হইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সুতরাং এক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড উহা রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরেও চার আমদানির উপরে অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করায় যুক্তরাজ্যবাসীগণ যারপর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বিরক্তি ও ক্রোধ বোষ্টনবাসীদিগের মধ্যেই অধিকতর দৃষ্ট হইয়াছিল। অত্রত্য অনেকগুলি লোক একত্র সম্মিলিত হইয়া বোষ্টনের বন্দরস্থ চার জাহাজে গিয়া চার বস্তা সকল বল পূর্ব্বক জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ইংলণ্ডের অতিশয় ক্রোধ হইল এবং চা নষ্টকারীদিগকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হইল। কিন্তু দণ্ড বিধান করাতে যুক্তরাজ্যবাসীগণ শাসিত হইলেন না, তাঁহাদের বিরক্তি ও ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ৪র্থ দিবস ইংলণ্ডের সহিত যুক্তরাজ্য বাসীগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ৭ বৎসর পর্য্যন্ত উভয় দেশে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। পরিশেষে প্রবল ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিয়া ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বর্ত্তমান সাধারণ তন্ত্র প্রণালী।

পড়িবে। এমন সময়ে হঠাৎ আনন্দজনিত জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া, উপাসনালয়ের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিল।

ক্রমশঃ।

শিবং সুন্দরং।

এই অখিল জগতে যিনি পিতা মাতা, তিনি শিবং সুন্দরং। তিনি শোভার আকর—প্রেমের সাগর। সেই প্রেমানন্দ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" সেই প্রেম হইতেই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, পর্ব্বত সমুদ্র, নদী হ্রদ, বৃক্ষ লতা, ফল ফুল, পশু পক্ষী, মানুষ প্রভৃতি সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার সেই অতুল সৌন্দর্য্যের ছায়া এই সকলের উপর পতিত হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য হইতেই প্রেমের উদ্দীপন হয়। ঈশ্বরের প্রেম কিন্তু অন্য কাহারও সৌন্দর্য্য দেখিয়া উৎপন্ন হয় নাই। "স্বে মহিম্নি" তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন, আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি পরিপূর্ণ এবং আপনার প্রেমে আপনি বিভোর হইয়া আছেন। তিনি মনুষ্যকে তাঁহার এই শোভার ভাণ্ডার সংসারে স্থাপন করিলেন এবং তাহার হৃদয়ে প্রেম দিলেন। যদি প্রেম না দিতেন তবে কে এ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া সুখী হইত? যিনি সেই প্রেমকে অবিকৃত রাখেন, এবং সাধন বলে বৃদ্ধি করেন, তিনি কি প্রাকৃতিক কি আধ্যাত্মিক শোভা অনুভব করিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন।

আত্মার স্বাভাবিক গতিই শোভার দিকে। মোহ যদি সেই গতি রোধ না করে। কেবলমাত্র বাহিরের শোভা দেখিয়া ইহা কদাপি সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহা আরও কিছু চায়—আরও কিছু অনুসন্ধান করে। সকল শোভা ভেদ করিয়া, সে সেই শোভার আকর-স্থানে যাইতে স্পৃহান্বিত হয়। সেই অকৃত অমৃতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ ব্যতীত কিছুতেই তাহার প্রেম চরিতার্থ হয় না। তিনিই তাহার পরম লোক। সেই লোকে বাস করিতেই তাহার বিশেষ আনন্দ! মধুকর যেমন পুষ্পে বসিয়া অনন্যমনে তাহার মধু পান করে, আত্মা তেমনি পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধা পান করিতে ভাল বাসে।

সেই কি সন্ন্যাসী, সেই কি যোগী যিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অন্যত্র অবস্থান করেন? ব্যায়ামের ন্যায় যোগ যাগ অভ্যাস করিয়া তাঁহাকে পাইতে সংকল্প করেন না?।

তিনিই যোগী, তিনিই প্রেমিক, তিনিই ঈশ্বরের ভক্ত, যিনি এই প্রেমের সাহায্যে সেই শোভার আকর প্রেমময় পরমেশ্বরে উপনীত হইয়া, নিঃসংশয়ে আপনাকে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন "এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ।"

তিনিই প্রকৃত প্রেমিক যিনি তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা জানিয়া প্রিয়রূপে হৃদয়-মন্দিরে পূজা করেন। অনুগত পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদেশ—কঠোর আদেশ সকল অনুরাগের সহিত পালন করিয়া তাঁহার মুখের প্রসাদ অনুভব করেন এবং প্রীতি-স্বরে তাঁহার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করেন।

যিনি যাঁহাকে ভাল বাসেন, তিনি তাঁহার প্রসন্ন-মুখ দেখিবার জন্য কি না করিতে পারেন? সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমী যিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, তাঁহারা প্রেম-মুখ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য—আরও ফুটন্তরূপে দেখিবার জন্য কি না করিতে পারেন?

সেই প্রসন্ন মুখ—সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করিবার জন্য তিনি সদাই পিপাসু। তাঁহার ধ্যান তাহার নিকট যেমন মধুর এমন আর কিছুই নহে। যদিও তিনি আপনাকে অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চন বলিয়া জানেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। সে অন্বেষণেই তাঁর কত আনন্দ; প্রিয় জনের অন্বেষণে কি পথের ক্লেশ অনুভব হয়?

সাধক যখন এই প্রকারে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহার জন্য তদ্গত-প্রাণ হইয়া উঠেন, সে এক সময়, তখন কোথা হইতে অনুকূল বায়ু কৃপা-পবন বহিতে থাকে। সেই কৃপা-পবনই অতি সহজে তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় পরমেশ্বরের চরণতলে আনিয়া দেয়। তিনি তখন প্রেমের আবেশে ভক্তিভরে সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া যান। তখন আর তিনি আপনার নহেন—সম্যক্‌রূপে তাঁহার। তাঁহার অন্তরে তখন কি প্রেমের গান নিনাদিত হয়, তাহা এ জগতে অপ্রকাশ থাকে, তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া কি তাঁহাকে নিবেদন করেন, তাহা যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, তিনিই শুনিতে পান। সেই প্রেমদাতাও তখন কি মধুর রবে তাঁহার সাধককে আহ্বান করেন, কি অনির্ব্বচনীয় কৌশলে আকর্ষণ করেন, কি অপার স্নেহের সহিত তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন, কি অপ্রতিম সৌন্দর্য্য দ্বারা তাঁহাকে উদাস করিয়া তুলেন, কেহই তাহার সন্ধান পান না। শাস্ত্রকারেরা সেখানে অন্ধ। সে অন্তরের ব্যাপার, অন্তরেই থাকে, এবং চির কালই অন্তরে থাকিবে।

কি সুখের সম্মিলন! তাঁহার স্পর্শ-সুখ কি গভীর—কি অব্যক্তব্য!!

কোথা প্রেমময় এ সময়, এ দুঃখী অকিঞ্চন যে এখন তোমাকেই চাহিতেছে—তোমাকেই যাচিতেছে। তোমার সৌন্দর্য্য আমাকে কি এক অপ্রতিহত প্রভাবে আকর্ষণ করিতেছে, আমি তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। খুলে দাও তোমার অমৃত নিকেতনের দ্বার—আমি তথায় প্রবেশ করি—আমি চরিতার্থ হই।

পাপীর নবজীবন লাভ।

"নামে মোহ-আঁধার কেটে গেল।"

—জেলার—মহকুমাতে—দ-ল জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপরে কিছু পারসী শিক্ষাও পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কর্ম্ম-কার্য্যের সুবিধার জন্য পারস্য ভাষা শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। বয়োধিক্য সহকারে জীবনের পথে উন্নতি লাভাকাঙ্খা

প্রবল হইয়া উঠিল। এই উন্নতির আশায় পরিচালিত হইয়া ইনি নানা স্থানে কর্ম্ম করিলেন। পরিশেষে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ওকালতি পরীক্ষা দেওয়া স্থির করিলেন। নিয়মিতরূপে কিছু কাল পড়াশুনার পরে পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইলেন। নিজের বিষয় সম্পত্তিও কিছু ছিল। গৃহে অন্নকষ্ট বা অর্থাভাব ছিলনা। এক্ষণে গৃহে থাকিয়া ঐ মহকুমাতেই ওকালতি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অসময়ে বেশ প্রতিপত্তিশালী উকীল হইলেন এবং যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গৃহের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হওয়াতেই হউক, আর অল্প বয়সে নানা স্থানে ভ্রমণ করত নানা প্রকার লোকের সহিত মিশামিশিতেই হউক যৌবনের প্রারম্ভে ইহার জীবন সর্ব্বপ্রকার পাপানুষ্ঠানে রত হইয়া পড়ে। সুরাপান ও ব্যভিচার নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। যে সন্ধ্যা এ সকল কার্য্যে অতিবাহিত না হইত তাহার অপব্যয় হইল বলিয়া মনে ক্লেশ হইত। সুরাপান প্রভৃতি পাপাচারে যখন মানুষ রত হয়, তখন তাহার এই সর্ব্বনাশ হয় যে, সে ব্যক্তির জীবন একবারে নিরয়গামী হয়, কারণ ইহাদের সেবাতে মানুষ অনুরক্ত হইলে, তাহার আর অন্য দিকে তাকাইবার, অন্যের সেবা করিবার, অন্যের সামান্য অভাবও মোচন করিবার অবকাশ থাকে না। এ প্রভুর দাসত্বে জীবনের অন্য সকল বন্ধন কাটিয়া যায়, দেহের শোণিত এক এক বিন্দু ব্যয় করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে তাহাতে ইহার মন উঠিবে না, কাজে কাজেই তোমাকে সকল প্রকার অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ইহাদের সেবা করিতে হইবে। ইনিও সেই "কাম ও পান" দোষের অধীন হইয়া আপনার লব্ধপ্রতিষ্ঠার অপব্যবহার আরম্ভ করিলেন। যে মোকদ্দমাতে যত অসত্য ও অত্যাচারের পরিমাণ অধিক তাহাতে অর্থাগম ঠিক্ সেই পরিমাণে অধিক হইতে লাগিল। মিথ্যা কথাকে ঠিক্ সত্যবৎ সাজাইয়া অনেক অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করাইয়াছেন। অনেক বৈষয়িক মোকদ্দমার জন্য জাল দলিল পত্র প্রস্তুত করিতে ও সেই নকল দলিলকে প্রমাণস্থলে উপস্থিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত হন নাই। সাধুর নিকট সত্য কথা ও ন্যায়ানুষ্ঠান যেমন প্রিয় বস্তু, এই অর্থগতপ্রাণ ব্যক্তির নিকট অর্থোপার্জ্জনের অনুরোধে মিথ্যা কথা ও অবৈধ কার্য্য তদ্রূপ প্রিয় বস্তু হইয়াছে। মিথ্যা কথা অঙ্গের ভূষণ, মিথ্যা কার্য্য নিত্যব্রত। পাপচিন্তা ও পাপকার্য্য এমন ভাবে এ জীবনকে অধিকার করিয়াছে যে, সমগ্র জীবনটা পাপ হইয়া গিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইল না।

ইনি এইরূপে যখন পাপের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসারের অনিত্য সুখে ডুবিয়া আছেন, সেই সময়ে আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু কিছু দিনের জন্য ঐ অঞ্চলে বাস করেন। ইনি সেই ব্রাহ্মের সহিত আলাপ পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা পাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মবন্ধু সর্ব্বদা ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও আলাপ ও আলোচনা দ্বারা ইঁহাকে সৎপথে আনিতে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মানুষ মানবীয় বুদ্ধি দ্বারা যখন বিচার করে তখন হয়ত মনে করে, "আমি ভাল হইলাম" ও "আমি ভাল করিলাম"। মূর্খ মানুষ জানে না যে, ভগবানের করুণা ভিন্ন মানুষ কখন উঠিতে পারে না। আমাদের উপরোক্ত ব্রাহ্মবন্ধুর জীবনে ঈশ্বর প্রসাদে এমন একটু মধুরতা অমায়িকতা আছে যে, যখন কেহ তাঁহার সংস্রবে আসে তাহার কিছু না কিছু ভাল হইতেই হইবে। আমাদের এই উকিল বন্ধুটি ঐ ব্রাহ্মের সহিত মিশিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার নিজ জীবনের বড়ই দুর্দ্দশা।

আপনার অবস্থা এমন হেয়, এমন ঘৃণিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রাণের দ্বার উদ্ঘাটন করত অকপট চিত্তে ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত মিশিতে বড়ই লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তখন স্থির করিলেন আর এ পাপ পথে চলিবেন না। যাহাতে সৎলোকের সমক্ষে প্রাণের স্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত হইতে চায়, এমন কাজ না করাই ভাল! সেই দিন হইতে এ পাপীর জীবনে পাপ পুণ্যে সংগ্রাম, প্রতিজ্ঞা ও প্রলোভনে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া ইনি সেই পরীক্ষার দিনে অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরম প্রভু কৃপা করিয়া, ইঁহাকে আশ্রয় দানে নিরাপদ করিলেন, তদবধি ইনি অতি সংযতচিত্তে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। আমরা জানি ইনি একজন উপাসনাশীল ও নিষ্ঠাবান লোক। ধর্ম্মাচরণ ইঁহার অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য। এক্ষণে ইনি ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র সম্বল বলিয়া বুঝিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি সামাজিক উপাসনার দিন ও অন্য কোন কোন বিশেষ দিনে ইনি সংসারের এমন কোন কাজ করেন না, যাহাতে চিত্তের প্রশান্ত ভাব বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্ম চিন্তাতেই ঐ সকল দিন অতিবাহিত করেন।

হে মানুষ! তোমার চেষ্টায়, তোমার যত্নে যদি এই বিচিত্র পরিবর্ত্তন সম্ভব হইত, তাহা হইলে তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় সকলই করিতে পারিতে। তোমার অসাধ্য কিছুই থাকিত না। কিন্তু জানিও এ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সকল (miracles) তোমার আমার জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। নরকে স্বর্গের ছবি যদি দেখিতে চাও, পাপের ঘন অন্ধকারে পুণ্যের পবিত্র আলোক যদি দেখিতে চাও, তবে পরম প্রভুর শরণাপন্ন হও। পাতকিপাবন পরমেশ্বর! তোমার কার্য্য কি মানব বুদ্ধিদ্বারা আয়ত্ত হইতে পারে? তোমার কার্য্য তুমিই জান, তোমার কার্য্যের গূঢ় মর্ম্ম আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানুষের পক্ষে বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন। হে পরমেশ্বর, আমরা তোমার দাস; তোমার সেবা করিতে করিতে যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত কাটিয়া যায়। আমরা কুতর্ক দ্বারা তোমার অভিপ্রায়কে আমাদের বিষময় সমালোচনার অধীন না করি, তুমি এমন কৃপা কর।

গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রাপ্ত।

আমরা ধর্ম্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ইতিহাস আমাদিগের নিকটে ধর্ম্মের প্রকৃত ছবি আনিয়া উপস্থিত করে। সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের জীবনচরিত পাঠ

করিলে, আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের যথাযথ ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরপেক্ষ হইয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়ন করিলে ধর্ম্মের সুমহৎ মাধুর্য্যে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মপুস্তক, কি সাধু জীবন ইহারা সকলেই আমাদের নিকট দুইটী ছবি আনিয়া ধরে এবং ধর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বকীয় শক্তি দ্বারা মানব হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা পায়। প্রথম বদ্ধ ধর্ম্ম, দ্বিতীয় মুক্ত ধর্ম্ম। বদ্ধ ধর্ম্ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত, গুরুমুখী ধর্ম্ম এবং অপৌরুষেয় বা অভ্রান্ত ধর্ম্ম-পুস্তক বাদী ধর্ম্ম। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, মীমাংসিত হইবে যে, কালে গুরুমুখী ধর্ম্ম ও অভ্রান্ত ধর্ম্ম-পুস্তক বাদী ধর্ম্মে পরিণত হইয়া বদ্ধ ধর্ম্মের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করে। যে ধর্ম্ম কোন অভ্রান্ত ধর্ম্ম-পুস্তককে একমাত্র ধর্ম্ম পথের নেতা ও অখিল সত্যের একাধার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া মানবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ বিবেক ও স্বাধীনতার অবমাননা করে তাহাকে ধর্ম্মপুস্তকবাদী ধর্ম্ম বলে। আর যে ধর্ম্ম কোন ব্যক্তি বিশেষকে একমাত্র অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করিয়া, তাঁহার উপদেশই মানবজীবনের ধর্ম্মপথের একমাত্র নেতা, তাঁহার মুখ হইতে যাহা বহির্গত হয় তাহাই সার ও সত্য এইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে গুরুমুখী ধর্ম্ম বলে। এই গুরুমুখী ধর্ম্ম গুরুর লোকান্তর হইবার পর ধর্ম্মপুস্তকবাদী ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা বদ্ধ ধর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যেমন কবিরপন্থী ও নানকপন্থীদিগের ধর্ম্ম। কবির বলিতেন "সত্য আমার গুরু, তিনি সদাই আমার সঙ্গে থাকেন। হে রামানন্দ, তুমি আমার প্রকৃত গুরু নও, আমি বলিবার ও শুনিবার জন্য তোমাকে গুরু করিয়াছি।" ইনি সত্যকেই অভ্রান্ত গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। কোন ধর্ম্মগ্রন্থকে অপৌরুষেয় বলিয়া ভ্রমেও ব্যাখ্যা করিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই কবিরের ধর্ম্ম, বদ্ধ ধর্ম্ম হইল। এখন কবিরপন্থীরা কবিরের রচিত ধর্ম্মগীতি ও অপরাপর গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। নানকপন্থীদের দশাও এইরূপ। বদ্ধ ধর্ম্ম কি সংক্ষেপে তাহা বলা হইল। এখন মুক্ত ধর্ম্মের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক।

যে ধর্ম্ম মুক্তভাবে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিকাশের অবকাশ দেন, যে ধর্ম্ম প্রত্যেক নরনারীর সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে মানব মাত্রকেই বক্ষে স্থান দিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন, যে ধর্ম্ম প্রত্যেক ধর্ম্ম পুস্তক হইতে অসঙ্কোচে সত্য সংগ্রহে ব্যস্ত * যে ধর্ম্ম সাধুর সাধুতা, প্রেমিকের প্রেম, ভক্তের ভক্তি, জ্ঞানীর জ্ঞান, সহৃদয়ের সহৃদয়তা গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মের অঙ্গপুষ্টি করিবার জন্য পরামর্শ দেন, সেই ধর্ম্মই মুক্ত ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের প্রধান ও প্রথম উপদেশ এই যে, সত্যে আমার পূর্ণ অধিকার, আমি যেখানে সত্য পাইব সেই স্থান হইতেই সত্য সংগ্রহ করিব, কারণ সত্য আমার; আমার সত্য বাইবেল বা জেন্দাবেস্তা, কোরাণ বা পুরাণ, তন্ত্র বা বাউলের গীত, যেখানেই থাকুক না কেন, আমার নিজস্ব ধন সত্য আমারই; সেই ধর্ম্মই মুক্ত ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম বলে মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই বাস্তবিক উন্নতি; কি জ্ঞান, কি প্রীতি, কি ইচ্ছা ইহার প্রত্যেক বৃত্তিরই সমঞ্জসীভূত উন্নতি চাই, নতুবা মানবের মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে না ও জীবন্ত ধর্ম্মজীবন পাইবার প্রত্যাশা নাই সেই ধর্ম্মই মুক্ত ধর্ম্ম যে ধর্ম্ম বলে নিরাকার অথচ সত্য স্বরূপ, চিন্ময়, অথচ অনন্ত, জীবন্ত অথচ পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ দয়া, পূর্ণ পবিত্রতার আধার পরমেশ্বরকে হৃদয়ের হৃদয়-বস্তুর ন্যায় ঘনিষ্ঠতররূপে অনুভব করা যায়, সেই ধর্ম্মই মুক্তধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম, এই মহাসত্য ঘোষণা করে, যে পাপী, তাপী, সাধু অসাধু, জ্ঞানী, মূর্খ সকলই অব্যবহিতভাবে পরমেশ্বরের উপাসনায় অধিকারী, তাহাই মুক্তধর্ম্ম। মুক্তধর্ম্মের অপর নাম সহজ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, আমরা পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া অক্ষুণ্ণভাবে ধর্ম্ম সাধন করিব। এ কথা যথার্থ বটে, কারণ আমরা পূর্ব্বতন ধর্ম্ম প্রচারক সাধুদিগের উত্তরাধিকারী। তাঁহারা যে সত্য, যে প্রেম, যে সাধুতা, ও যে সাধনপ্রণালী জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা উত্তরাধিকারী স্বত্বে দখল করিব। কিন্তু কথা এই যে, পূর্ব্বতন সত্য সমূহেরই আমরা উত্তরাধিকারী, কিন্তু প্রণালীর উত্তরাধিকারিত্ব হইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইতিহাস ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। তোমরা ধর্ম্মসাধন করিতে যাইতেছ। সাধনার ইতিবৃত্ত অনুসরণ কর। কেহ মধ্যবর্ত্তীর মধ্য দিয়া, কেহ অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তকের মধ্য দিয়া, কেহবা গুরুর মধ্য দিয়া অনন্ত ঈশ্বরে উপস্থিত হইয়াছেন, তোমরা ইহার একতর প্রণালীর অনুসরণ কর। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম কি অপৌরুষেয় ধর্ম্ম-পুস্তক বাদ, কি মধ্যবর্ত্তীবাদ, কি গুরুবাদ ইহার প্রত্যেকটীকেই দূর হইতে প্রণাম করিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতে উপদেশ দেন। ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে, অভ্রান্ত ধর্ম্ম পুস্তক বাদ, অবতারবাদ, দূষণীয় হইলে তাহা ত্যাগ কর। গুরুবাদের দোষ কি? যখন সামান্য গণিত, ভূগোল ও ইতিহাস পাঠ করিতে হইলে গুরুর আবশ্যক, তখন এমন গুরুতর বিষয় যে ধর্ম্ম তাহাতে কি গুরুর আবশ্যক নাই? এখন কথা এই যে, গুরু ও শিক্ষকে কোন পার্থক্য আছে কি না। আর গুরুবাদই বা কি? গুরুবাদের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে বিধান আছে যে, লোক যখন কোন সাধ্য বস্তুর সিদ্ধির জন্য দীক্ষিত হইবে বা যোগ দীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে, তখন গুরু পূজা চাই। সেই গুরুর ধ্যান এই—

"শুদ্ধ স্ফটিক শঙ্কাসন, দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং
বরাভয় করম্। শান্ত প্রত্যক্ষং শিবরূপিনং।"

শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল বর্ণ চক্ষু ও বরাভয় হস্তদ্বয় বিশিষ্ট, শান্ত ও প্রত্যক্ষ শিবরূপী গুরুকে ধ্যান করিবে। এ স্থলে দেখা যায় গুরুই অবতার বা মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন। মূর্ত্তি-চিন্তা করিতে করিতে মানুষের মন জড়বৎ হইয়া যায়। তারপর সেই মন আর অনন্ত পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর

* অথচ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমগ্র ধর্ম্মপুস্তককে অপৌরুষেয় বলিয়া অঙ্গীকার না করেন।

হইতে পারে না। যেমন একটী পক্ষীকে বহুদিন পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিলে পরে সে মুক্ত হইলেও উড়িতে পারে না। আর একটী কথা এই যে সূর্য্য আলোক প্রদান করে সত্য, কিন্তু তুমি যদি সূর্য্যের দিকে অনিমিষ নয়নে ১০।১২ ঘটা তাকাইয়া থাক, তাহা হইলে হয় তোমার মতিভ্রম হইবে, না হয় তুমি অন্ধ হইয়া যাইবে। ইহার কারণ কি, সূর্য্যের মধ্যে এমন কিছু শক্তি আছে—যাহাতে মনুষ্যের মতিভ্রম হয়, অথবা দৃষ্টি শক্তির বিনাশ হইতে পারে।

যিনি যত কেন সাধু হউন না, তাঁহার উপদেশ যত কেন মূল্যবান হউক না, কিন্তু তুমি যদি অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ কর, তবে দেখিবে তাহার মধ্যে এমন কিছু শক্তি আছে, যে শক্তি মনুষ্যের মতিতে ভ্রম জন্মাইয়া দেয় এবং জ্ঞানচক্ষুকে অন্ধ করিয়া ফেলে। সুতরাংই গ্রন্থ বা গুরুর মধ্য দিয়া অনন্তে যাওয়া যায় না। অপর দিকে দেখিতে গেলে সূর্য্যের আলোক মনুষ্যের চক্ষের উপর দর্শনীয় নানাবিধ বিচিত্র বস্তু উপস্থিত করিয়া, মনুষ্যদিগের দর্শন শক্তির বিশেষ সাহায্য করে। সাধু প্রেমিক ভক্ত লোকদিগের পবিত্র জীবন এবং তাঁহাদিগের ওজস্বী উপদেশ ও আমাদিগের জ্ঞান বিশ্বাস ও প্রীতির নিকট আসিয়া ঐ বৃত্তিগুলিকে বলীয়ান করত হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করে। তা বলিয়া চক্ষুকে অন্ধ করিতে কেহ ইচ্ছা করে না এবং আত্মাকে দৃষ্টিহীন করিয়া সঙ্কীর্ণতার মধ্যে স্থাপন করিতেও অভিলাষ করে না। আর একটী কথা, আমরা গুরুর কাছে শিক্ষা করিব কি? না, সাধন। পৃথিবীতে দেখা যায় কেহ প্রেমিক, কেহ জ্ঞানী, কেহ বিশ্বাসী, কেহ বা ভক্ত কেহ বা যোগী ইঁহারা সকলেই আমাদের নিকট আদর ও যত্নের পাত্র, কিন্তু একাধারে জ্ঞানের বিকাশ বা প্রেমের উচ্ছ্বাস, বিশ্বাসের দৃঢ়তা বা ভক্তির প্রবলতা কিম্বা যোগের চরম প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না। সাম্প্রদায়িক সাধকদিগের মধ্যে একতর সাধনাই বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা একতর সাধনা চাই না, সমগ্র সাধনাকেই আমরা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তাহার জন্য জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান শিক্ষা করিতে চাই। ভক্তের নিকট ভক্তি চাই, প্রেমিকের নিকট প্রেম চাই, বিশ্বাসীর নিকট বিশ্বাস চাই, যোগীর নিকট যোগ চাই। একজন যোগী বা একজন ভক্ত, একজন জ্ঞানী বা একজন বিশ্বাসী আমাদের গুরু হইতে পারেন না। প্রকৃত কথা এই ভগবান এক এক শ্রেণীর সাধকের নিকট সাধন জগতের মধ্য দিয়া এক একটী সত্যের বিশেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আর ইহাও বিশ্বাস করা উচিত, সকল শ্রেণীর সাধক দলই সমষ্টিতে আমাদের জন্য জ্ঞান, প্রেম, বিশ্বাস যোগ ও ভক্তির দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, আমরা তাঁহাদিগের দোকান হইতে ঐ সমস্ত বস্তু ক্রয় করিয়া আপনার হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিব। কিন্তু একজন গুরু; আর একজন নয়, এইরূপ সঙ্কীর্ণতার ভাব হৃদয়ে স্থান দেওয়া ধর্ম্ম বুদ্ধির অবমাননা ভিন্ন আর কিছুই নহে। একজন লোক বিশেষ একটী সাধনার জন্য ঊর্দ্ধবাহু হইলেন, মনে করিলেন আমি সিদ্ধ হইলে আমার এই বাহু আবার বাহুর কার্য্যে লাগাইব। কিছু দিন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দেখেন, বাহু অকর্ম্মণ্য ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে; সেইরূপ একজন লোক যদি বিশেষ সাধনার জন্য অপরাপর বৃত্তিকে ঊর্দ্ধবাহু করিয়া শূন্যে রাখেন আর যোগ বা প্রেম সাধন করেন, তাহা হইলে তাঁহারও ঊর্দ্ধবাহুর ন্যায় অপরাপর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চিরদিন শূন্যে উথিত থাকিবে ও একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। ইহার প্রমাণ স্থল সাম্প্রদায়িক সাধক মণ্ডলী, তাঁহারা গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া, একটী বা দুইটী সত্য সাধন করেন, অন্য অন্য সত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। পরে দেখা যায় যে গুরু তাঁহাকে ঈশ্বরের পথ ও বিবেকের নির্ম্মলতা সাধন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাদের বিবেক ও ঈশ্বর পথের কণ্টক হইয়া নিজে বিবেক ও ঈশ্বররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অল্পজ্ঞান মনুষ্য কখনই পূর্ণ হইতে পারে না, তাহার মধ্যে যে সকল শক্তি আছে তাহা অপূর্ণ শক্তি। সেই অপূর্ণ শক্তি শিষ্যের ধর্ম্মবৃত্তিকে অন্ধ করিয়া ফেলে তাহার জন্য প্রাচীন সাধকগণ বলেন, "অন্ধেনৈবনীয়মানা যথান্ধা" অন্ধদ্বারা, অন্ধ যেমন চালিত হইলে, বিপদকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ মানুষ গুরুর দ্বারা শিষ্য চালিত হইলে বিপদস্থ হয়। সত্য-পিপাসু, সত্য চায়, ধর্ম্ম চায়, ও ঈশ্বর চায়। যেখানে সত্য সেখানে যাইয়া সত্য সংগ্রহ করিব কোন বিচার নাই। কারণ সত্য আমার ঈশ্বরের। ইনি গুরু ইঁহার কাছেই সত্য আছে, সাধনা আছে, ইনি গুরু নন, ইহার কাছে আমি মন্ত্রে দীক্ষিত হই নাই। ইনি প্রকৃত ধার্ম্মিক হইলেও মন্ত্রদাতা নহেন বলিয়া, আমার নিকট অগ্রাহ্য ইহাতে যে কেবল সত্যের অবমাননা হয় তাহা নহে। ঈশ্বরের অবমাননা ধর্ম্মের অবমাননা। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ভাবকে কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

আমাদের উদ্দেশ্য ঈশ্বর। সাধন বল, ভজন বল, এই সকলেরই উপকারিতা স্বীকার করিব যদি সেই সকল আমাকে অনন্ত ঈশ্বরে লইয়া যাইতে পারে। যখন দেখিতে পাই গুরু লোককে তন্ত্র মন্ত্র দিয়া অনন্ত ঈশ্বর হইতে চ্যুত করেন, তখন গুরু আমার সেই পথের কণ্টক ভিন্ন আর কিছুই নহেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম গুরুবাদের বিরোধী। মানুষের নিকট হইতে যে পরিমাণে আমাদের প্রাণে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, সেই পরিমাণেই তিনি আমাদের গুরুর কার্য্য করেন কিন্তু আমরা যেন সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের কৃপাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কৃপাই আমাদের সত্য সংগ্রহের নিয়ামক এইটী মনে মনে ধারণা করি। তার পর যাহার নিকট সাধন বিষয়ে যত উপকৃত হইব, তাহাকেই উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু প্রকৃত গুরু মানুষ নয়, গুরু ঈশ্বর স্বয়ং ঈশ্বর স্বয়ং।

ব্রাহ্মসমাজ।

'ভেরি ও কুশদহ' সম্পাদক মহাশয় ২০এ অগ্রহায়ণের কাগজে 'তত্ত্বকৌমুদীর বুঝিবার ভুল' নাম দিয়া আমাদের কতকগুলি ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সকল কথার প্রত্যুত্তর দিতে

গেলে এমন অনেক কথা বলিতে হয়, যাহা সাধারণের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া পড়িবে। এ জন্য যে সকল কথা লইয়া নববিধানী বন্ধুগণের সহিত আমাদের বহু বাদানুবাদ হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি করিতে আর প্রবৃত্তি হইতেছে না। পাঠকগণ আমাদের লেখা এবং 'ভেরি' সম্পাদক মহাশয়ের লেখা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যুক্তির বলাবল এবং বুঝিবার ভ্রম কাহার অধিক। তবে তাঁহার দুই একটী উক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। সম্পাদক বলিয়াছেন, আমরা নাকি বিবেচনা করি "প্রাচীন ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে সত্য থাকিতেও পারে সত্য না থাকিতেও পারে" কোন ব্রাহ্ম যে এমন কথা মনে করিতে পারেন আমাদের সে ধারণা নাই। সম্পাদক মহাশয়ের উচিত ছিল প্রমাণসহ এরূপ অভিযোগ আরোপ করা। তাহা না করিয়া যাহা ইচ্ছা একটা বলিলে লোকে তাহার সম্বন্ধে নানা প্রকার ভাবিতে পারে।

অতঃপর তিনি সমগ্র কোরাণ, সমগ্র বাইবেল প্রভৃতি গ্রহণ করিবার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও নিতান্তই অসার বলিয়া মনে হইল। ৫০ পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মগণ নানা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া কাটাইলেন, অবশেষে কি না সেই সকল গ্রন্থ যে পাঠ্য এবং পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত, তাহাই প্রদর্শন জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে সমগ্র গ্রন্থগুলি রক্ষিত হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে, এরূপ বালক ভুলান কথায় নববিধানীগণ যদি প্রবোধ মানেন তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই কিন্তু সাধারণে তাহা বুঝিবে না।

রাজা রামমোহন রায় ট্রষ্টডিডে সাম্প্রদায়িক নাম ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, 'ভেরি' সম্পাদক মহাশয় তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই যদি সত্য হয় তবে এমন কোন্ দেব-দেবীর নাম করা যাইতে পারে যাহার কোন সদর্থ নাই। পর-লোকগত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় সমুদয় বৈদিক দেবগণকে ঈশ্বরার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের শব্দার্থ ধরিলে ঈশ্বরার্থ করা যাইতে পারে। সুতরাং কোথায় এমন স্থল আছে, যেখানে রামমোহন রায়ের উক্তি খাটিতে পারে? সহযোগী মহাশয় যদি এমন কয়েকটি দেবতার নাম উল্লেখ করি-তেন, যোগফল দেবতা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইতেছে, অথচ তাহার কোন সদর্থ নাই, তবে আমরা তাঁহার কথার কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে করিতে পারিতাম। রামমোহন রায়ের উক্তি সম্বন্ধে যদি সহযোগী এরূপ বুঝিয়া থাকেন, যে কোন প্রকারে একটা সদর্থ করিয়া সকল নামই ব্যবহার করিতে পারা যাইবে, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে, যে তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার উক্তির ইহাই অর্থ যে বিশেষ সম্প্রদায় বা ব্যক্তি যে নামে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছে, অথচ অন্য সম্প্রদায়ের সেই নামে ডাকিতে আপত্তি আছে, ঈশ্বরকে সেই নামে সেই গৃহে ডাকা হইবে না। কেন না তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোক যাহাতে এক স্থলে মিলিয়া ঈশ্বরাধনা করিতে পারে তাহারই জন্য আদি-ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট করিবার জন্যই উক্তরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং সহযোগী দুর্গা কালী প্রভৃতি নাম গ্রহণে রামমোহন রায়ের যে সন্তুষ্টির আশা করিয়াছেন, আমাদের নিকট সেরূপ আশা করিবার হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিগত ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপা-সনালয়ে ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী এ বিবাহে পাত্র, এবং ফরিদপুর জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু ভুবনমোহন সেন মহাশয়ের আত্মীয়া শ্রীমতী সুশীলা এই বিবাহে পাত্রী। পাত্রের বয়স ২৬ ও পাত্রীর বয়স ১৮। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর নব-দম্পতির কল্যাণ করুন।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর সৈয়দপুরে বাবু বঙ্কুবিহারী বসুর প্রথমা কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। কন্যাটীর নাম স্বয়ং প্রভা রাখা হইয়াছে। বাবু ক্ষীরোদকুমার সিংহ উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

নাগপুরস্থ বাবু আশুতোষ বসু মহাশয়ের ৩য় পুত্রের (৬ষ্ঠ সন্তান) নামকরণ হইয়াছে। বালকটির নাম সত্যব্রত রাখা হইয়াছে।

বিগত ৫ই নবেম্বর হইতে ১৩ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পুনা প্রার্থনা সমাজের ১৫শ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে উপদেশ বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় সংস্কারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গত ২২এ অগ্রহায়ণ রবিবার নিয়মিত উপাসনার পর দান সংগ্রহ হইয়াছিল। তাহাতে কাকিনিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী ৩০০ তিন শত টাকা এবং কলিকাতা জেলেটোলা ব্রাহ্মিকা সমাজের সভ্যগণ ১৫৲ পনর টাকা দান করিয়াছেন। অন্যান্য দাতাগণের নিকট হইতে ২৫৲ টাকার উপর পাওয়া যায়। কিন্তু মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে ও আবশ্যকীয় বস্ত্র সকল ক্রয় করিতে আরও বহু অর্থের প্রয়ো-জন। এজন্য আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মহাশয়গণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, যাঁহারা এজন্য কিছুই প্রদান করেন নাই; তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া উপকৃত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ একটী স্থায়ী আয়ের উপায় স্থির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে মফস্বলস্থ বন্ধুগণের নিকট কি উপায়ে কোন্ প্রণালীতে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, তজ্জন্য উপযুক্ত পরামর্শ এবং সহানুভূতি পাইবার আশায় আমরা বারম্বার অনুরোধ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে মফঃস্বল হইতে যে সকল প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এখন স্থির করিয়াছেন, যে প্রথমতঃ স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের জন্য দাতা-গণের নিকট হইতে দানের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে এবং কত সময় মধ্যে কতবারে সেই টাকা প্রদান করিবেন তাহাও জানিতে হইবে। তৎপরে তাঁহাদের অঙ্গীকারানুসারে অর্থ আদায় করিবেন। এই কার্য্যে আমাদের মফঃস্বলস্থ এজেন্টগণ এবং ব্রাহ্মসমাজের শুভানুধ্যায়ীগণকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে। তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন এ কার্য্য কোন মতেই সিদ্ধ হওয়ার

সম্ভাবনা নাই। আশা করি ব্রাহ্মসমাজের এমন কল্যাণকর কার্য্যে তাঁহারা আপনাদের সময় ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। শীঘ্রই এই শুভ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানপত্র সকলের নিকট প্রেরিত হইবে।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের বিগত সাম্বৎসরিক উৎসবে বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নিকট প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে ইনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি এত দিন খ্রীষ্টান সমাজেই ছিলেন। ইঁহার শ্বশুর মহাশয় একজন উৎসাহী খ্রীষ্টান এবং স্ত্রী সন্তানগণ সকলেই ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইঁহাকে অনেক গোলযোগে পড়িতে হইবে। ভগবান ইঁহাকে এই পরীক্ষার সময় বল বিধান করুন।

সমালোচনা।

ব্রহ্মসংগীত শিক্ষা।*

আমরা বাবু চুনিলাল মিত্র কৃত এই নামের একখানি পুস্তক সমালোচনার্থ উপহার পাইয়াছি। গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার যে এরূপ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ চুনি বাবুকে যে সকল বাধা এবং অসুবিধা অতিক্রম করিয়া এই কার্য্য করিতে হইয়াছে তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। চুনি বাবুর মত অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে এ কার্য্য একটী কীর্ত্তি বিশেষ। একে দরিদ্র, তাহার উপর আবার অন্ধতারূপ মহাদুঃখ। একবার ভাবিয়া দেখা উচিত কিরূপ আগ্রহ এবং যত্ন থাকিলে এইরূপ বিঘ্ন সকলের মধ্যে থাকিয়া একটী অসহায় লোক এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন। চুনি বাবুর পুস্তক দ্বারা গান শিখিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে। মাঝে মাঝে দুই একটী সামান্য ত্রুটীও লক্ষ্য হইয়াছে, কিন্তু তাহা এত সামান্য যে চুনি বাবুর অবস্থার দিকে দৃষ্টি না করিয়া বিচার করিলেও এই গ্রন্থখানিকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয়। স্বর সাধনার পাঠগুলি অতিশয় ভাল লাগিয়াছে। ব্রহ্মসংগীতপ্রিয়, এবং ব্রহ্ম-সংগীত শিক্ষার্থী মাত্রেরই এই পুস্তক এক এক খণ্ড ক্রয় করা উচিত। এরূপ বিশ্বাসও যাঁহাদের আছে যে, তাঁহাদের পক্ষে গান শিক্ষা অসম্ভব, তাঁহারাও এই পুস্তকের উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে অনেক উপকার পাইবেন।

---

* এই পুস্তক কলিকাতা ২নং লোয়ার চিৎপুর রোড দোয়ারকিন্ এণ্ড সনের দোকানে, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়, মূল্য ।৵০ দশ আনা।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু রোহিনীকুমার দত্ত	শ্যামনগর	৩৲
সম্পাদক জ্ঞানদায়িনী সভা পঞ্চসার		১।৵০
বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী	সুলতানপুর	১৲
ডাক্তার ব্রজলাল ঘোষ রায়বাহাদুর	লাহোর	৩৲
বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস	শিলেট	৩৲
„ ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ভেলিনী পাড়া	২৲
„ হরিনাথ ঠাকুর	কাকিনিয়া	।৵০
„ রসিকলাল চট্টোপাধ্যায়	শিমলা	২৲
শ্রীমতী গিরিবালা বিশ্বাস	ডিব্রুগড়	৩৸৵০
বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ	শিবসাগর	৪৲
„ রাজকুমার দত্ত	জৈনসার	২৲
„ হিরালাল মজুমদার	গৌহাটী	৩৲
„ কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	২৷০
„ তারাকান্ত মজুমদার	কোণ্ডা	৩৲
„ প্রকাশচন্দ্র দেব	শিলং	৩৸৵০
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শিলং	২৸৵০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	শিলং	৩৲
বাবু নন্দীরাম দাস	শিলং	৩৲
„ নন্দলাল মিত্র	কলিকাতা	১৷০
„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	বরাহনগর	১৲
„ যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবসাগর	১০৲
„ ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	৸০
সম্পাদক প্রার্থনা সমাজ	শিবপুর	১৸৵০
বাবু ভোলানাথ রায়	মানভূম	১৷০
„ অক্ষয়কুমার মিত্র	বোম্বে	২৸০
„ গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল	নেলফামারি	৩৲
„ কেদারনাথ কুলভি	বাঁকুড়া	১৲
„ হারাণচন্দ্র বসু	শিমলা	৩৲
„ রাজকুমার চন্দ	ফরিদপুর	২।০
„ গোলকচন্দ্র দত্ত	দত্তগ্রাম	৩৲
„ ভূধর চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ নীলমাধব মজুমদার	কৃষ্ণনগর	২৲
„ মোহিনীমোহন রায়	কলিকাতা	১৲
„ গোবিন্দচন্দ্র বসু	কলিকাতা	২৷০
„ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	খালিয়া	৩৷০
„ পার্ব্বতীচরণ সেন	দিনাজপুর	২৷০
„ নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র	কলিকাতা	২৲
„ শিবপ্রসাদ ঘোষ	কোচবিহার	৩৸০
„ দ্বারকানাথ ঘোষ	শোলাকুড়া	৩৲
„ যদুনাথ রায়	রামপুরহাট	৩৲
„ বসন্তকুমার সোম	ঐ	১৷০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	মেদিনীপুর	৩৲

নাম	স্থান	টাকা
বাবু কালীপ্রসন্ন নাগ	কলিকাতা	২॥০
„ হেমচন্দ্র দাস	হাওড়া	৩৲
শ্রীমতী কৈশোরমঞ্জরী শ্যাম	শ্রীহট্ট	১৸০
বাবু পূর্ণচন্দ্র হালদার	——	৩৲
„ মহিমচন্দ্র রায়	নাটোর	৩৲
„ হরিদাস মল্লিক	করতা	২॥০
„ সীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	মিরাট	৩৲
„ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	২॥০
„ গোলকচন্দ্র দে	শিলচুড়ি	৸০
„ কালীনারায়ণ গুপ্ত	ঢাকা	৩৲
„ শশিভূষণ বসু	কলিকাতা	২৲
„ আশুতোষ মিত্র	ঐ	২॥০
„ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
„ ফনীন্দ্রমোহন বসু	ঐ	২॥০
সম্পাদক বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ		৯৲
বাবু রাধাগোবিন্দ দাস	কলিকাতা	২॥০
„ ননিগোপাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ শরচ্চন্দ্র ধর	শিলং	২॥৵০
„ জহরিলাল পাইন	কলিকাতা	॥০
„ নবীনচন্দ্র দাস	উজিরপুর	১৲
„ দ্বারকানাথ গুপ্ত	বরিশাল	৩৲
„ শশিভূষণ সেন	ঐ	১৲
„ আনন্দচন্দ্র রায়	সিলিগুড়ি	৩৲
„ ক্ষেত্রমোহন ধর	কলিকাতা	১৲
„ উমেশচন্দ্র শূর	ঐ	২॥০
„ আনন্দমোহন চৌধুরী	বগুড়া	১৲
„ বঙ্গচন্দ্র দত্ত	শিলং	৩৲
„ রামদুর্লভ মজুমদার	নওগাঁ	৫৲
„ ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাত	১৲
„ রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী	বরিশাল	৩৲
„ কৃষ্ণমোহন দাস	ঢাকা	৩৲
„ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	দার্জ্জিলিং	৫॥৵০
„ লক্ষণ সিংহ	ঐ	৮॥৵০
„ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	বেলুট	৩৲
„ মুকুন্দবল্লভ মজুমদার	কলিকাতা	২॥০
„ গুরুচরণ মহলানবিশ	ঐ	১৲
সম্পাদক তিনধারিয়া ব্রাহ্মসমাজ		৩॥০
বাবু শ্রীনাথ দত্ত	ময়ূরভঞ্জ	১০৲
„ গোকুলচন্দ্র দে	শিলিগুড়ি	৪৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	বসিরহাট	২॥৵০
„ গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত	গয়া	৪॥৵০
„ মোহিনীমোহন বসু	কলিকতা	১৲
„ শ্যামলাল ঘোষ	ঐ	২॥০
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়	তোমরাও	৩॥০
„ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	কলিকাতা	॥০

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষা।

আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের "ধর্ম্মশিক্ষা কমিটির" তত্বাবধানে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক প্রথম পরীক্ষা হইবে। কলিকাতা ও মফস্বলবাসী যে সকল পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থিনী কমিটির অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয় সমূহের ছাত্র বা ছাত্রী নহেন তাঁহাদিগকে এতদ্বারা অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা আগামী ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের নাম ও নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন;— (১) কোন্ শ্রেণীতে পরীক্ষা দিতে চান, (২) বয়স, (৩) অভিভাবকের নাম, (৪) কোন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্রব থাকিলে তাহার নাম, (৫) যাঁহার তত্বাবধানে পরীক্ষিত হইতে পারেন তাঁহার নাম।

বর্ত্তমান বর্ষের পাঠ্য:—প্রথম শ্রেণী—(১) *Roots of Faith,* (২) ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ (ষষ্ঠ ও অষ্টমাধ্যায়,) (৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (প্রথম পঞ্চদশ ব্যাখ্যান)।

দ্বিতীয় শ্রেণী—(১) ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা (প্রথম তিন বক্তৃতা,) (২) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস (শেষ চারি উপদেশ,) (৩) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত "পরলোক" বিষয়ক বক্তৃতা, (৪) সাধন বিন্দু, (৫) ধর্ম্মসাধন।

তৃতীয় শ্রেণী—(১) ধর্ম্মশিক্ষা, (২) চিন্তাকণিকা, (৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, (৪) ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী (প্রার্থনামালা ছাড়া)।

[এই সমস্ত পুস্তক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২১০।২নং বাটী বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।]

কলিকাতা।
বেনিয়াটোলা গলি ৪৫ নং বাটী,
১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।
ধর্ম্মশিক্ষা কমিটীর,
সম্পাদক।

আগামী ৯ই জানুয়ারি অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়—১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ১৮৮৫ সনের ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম—কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

২য়—কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম সংশোধন ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রস্তাবের আলোচনা।

৩য়—সভ্য নির্ব্বাচন

৪র্থ—বিবিধ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস
২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর ১৮৮৫।

সুকর্ত্তী ঘোষ
সম্পাদক।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ।
১৮শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ বুধবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩৲
প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে ব্রাহ্মসমাজ পতি! তুমি এই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিজের কৃপার লীলা বিস্তার করিয়াছ, আমরা কেবল বিশ্বাসের অভাব বশতঃ তোমাকে ইহার মধ্যে আশ্রয় ও গুরুরূপে সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। আমরা যে ব্রাহ্মসমাজকে তোমারই হস্তের রচনা বলিয়া দেখিতে পাই না। এই জন্যই ইহার কার্য্যে আমরা ভাল করিয়া প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজ তোমার হস্ত। এই হস্ত দ্বারা তুমি আমাদের প্রত্যেক নরনারীকে আকর্ষণ করিয়াছ, এই হস্ত দ্বারা তুমি আমাদিগকে প্রেমান্ন ও পুণ্যান্ন পরিবেশন করিতেছ। ব্রাহ্মসমাজ তোমার মুখ, এই মুখের দ্বারা তুমি মুক্তির সমাচার প্রচার করিয়াছ। পবিত্রস্বরূপ তোমার সেই প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সন্নিকট। এ সময়ে তুমি দূরে থাকিও না। উৎসবের দেবতা! আমরা সম্বৎসরকাল সংসার-ভার বহনে পরিশ্রান্ত ও সংসারের ধূলিতে ধূসর হইয়া, তোমার পুণ্য তীর্থে অবগাহন করিয়া সকল সন্তাপ নিবারণ করিব বলিয়া, এখন হইতে আশা করিতেছি। তুমি সন্নিহিত হও। জননি! যদি উৎসবে যাইবার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছ, তবে কি ভাবে যাইতে হইবে, তাহাও সকলকে বলিয়া দেও। উৎসবের দিনে শিশুরা আশা করে যে নূতন বস্ত্র পরিয়া মায়ের কোলে উঠিয়া উৎসবে যাইব। তোমার পাপী দুর্ব্বল সন্তানেরাও তোমার চরণে আজ এই প্রার্থনা জানাইতেছে, যে তুমি স্বয়ং আমাদিগকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত কর। তুমি নিজ হস্তে পুণ্য বসন পরাইয়া, কোলে করিয়া আমাদিগকে তোমারই উৎসবে লইয়া যাও।

মহাত্মা যিশু সর্ব্বদা শিষ্যদিগকে একটী কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন "দেখ আমি দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা তাহার শাখা প্রশাখা। যদি শাখাটী লতা হইতে বিযুক্ত হয়, তবে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইবে।" আমাদের ব্রাহ্মসমাজ সেইরূপ লতা এবং আমরা প্রত্যেকে ইহার শাখা প্রশাখা। এই ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে দশ দিন দাঁড়াইয়া থাক, দেখিবে শুকাইয়া যাইতেছ। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যতই ক্রটী থাকুক না, ঈশ্বরের কৃপার স্রোত ইহার ভিতর দিয়া বহিতেছে, ইহার সহিত যতক্ষণ যুক্ত থাকিবে, ততক্ষণ সরস থাকিবে। অহঙ্কার বা ঔদাসীন্য বশতঃ দূরে গেলেই দেখিবে, উৎসাহ হ্রাস হইতেছে, সংসারাসক্তি বাড়িতেছে, মতের বিষম ভ্রান্তি জন্মিতেছে এবং সংসারের স্রোতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সাবধান যেখানেই থাক, ইহার সহিত আধ্যাত্মিক যোগ রাখিবার চেষ্টা করিবে।

সংসারে আমরা দুই প্রকার মানুষ দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃ সৎ। তাঁহারা পিতা মাতার নিকট হইতে যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্মের অনুকূল। বালককাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, তাঁহাদের ক্রোধ নাই বলিলেই হয়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ ও শীতল। তাঁহারা পরোপকারী ও শান্ত। আর এক শ্রেণীর লোকের সমুদায় রিপু স্বভাবতঃ প্রবল। তাঁহাদের পক্ষে মনের আবেগ ধারণ করিয়া রাখাই দুষ্কর। এই বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যখন ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন ফলেরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর লোক আপাততঃ দেখিতে কত উন্নতি লাভ করেন, সকলের প্রিয় হন। ধর্ম্মের লক্ষণ সকল কেমন সহজে তাঁহাদের চরিত্রে প্রকাশ পায়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকসকলকে প্রতিপদে পাপ ও প্রলোভনের সহিত গুরুতর সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের উন্নতি বাহিরে দেখিতে তত অধিক হয় না। হয়ত এক একবার ক্রোধবশতঃ কাহাকেও প্রহার করিয়া ফেলিল, এক একবার অন্য কোন রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অপর কোন দুষ্কার্য্য করিয়া ফেলিল। লোকে বাহির হইতে দেখিয়া কৃপা করে, বলে আহা দুর্ব্বল লোক ভাল করিয়া সাধনপথে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি এই উভয় শ্রেণীকে কি ভাবে দেখেন? তাঁহার চক্ষে প্রথমোক্ত ব্যক্তির এক যোজন অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা অপরের এক ক্রোশ অগ্রসর হওয়ার মূল্য অধিক। তিনি বলেন যে ঘোড়াটী সুপরিষ্কৃত রেলের পথ দিয়া গাড়ি লইয়া দশ ক্রোশ যায়, তদপেক্ষা যে ঘোড়াটী খোয়ার রাস্তা দিয়া এক ক্রোশ টানিয়া লইয়া যায়, তাহারই প্রশংসা অধিক। তোমরা বাহির দেখিয়া তুলনা করিতেছ, কিন্তু একবার ভাবিতেছ না, যে ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের আশ্রয় না পাইত, তাহা হইলে হয়ত এত দিনে কোন পাপের গর্ত্তে পড়িয়া থাকিত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে, এমন দুরন্ত যাহার স্বভাব তাহাকেও তিনি ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

আমি আমার পিতার কার্য্যে আছি এটা অনুভব করিতে পারাতেও কত সুখ। আমরা অনেক সময় অনেক সদনুষ্ঠান করি, কত ভাল কাজে লোকের সহায়তা করি। কিন্তু তাহার অনেক গুলি কেবল অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করিবার জন্য করিয়া থাকি। তদ্দ্বারা আত্মার নবজীবন লাভের সাহায্য হয় না। যে কাজে অনুভব করি যে ইহা আমার পিতার কাজ, তাহাতেই আমাদের নবজীবন হয়। আমি যে কাজে নিযুক্ত আছি, যদি আমি বিশ্বাসচক্ষে উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া থাকি যে ইহা আমার পিতার কাজ তাহাতেই আমার মুক্তি, তাহা হইলে আর সে কাজ হইতে কে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? কোন্ প্রতিবন্ধকে আমাকে ভগ্নোদ্যম করিতে পারে? আমরা যে অনেকে ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে নিযুক্ত আছি আমরা কি অনুভব করি—"আমি আমার পিতার কাজে আছি!" এরূপ যিনি অনুভব না করেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতেছেন না, নিজেরই সেবা করিতেছেন। নিজের কোন ভাব বিশেষকে চরিতার্থ করিতেছেন। আমাদের মধ্যে তিনিই জীবন পাইতেছেন, যিনি প্রাণে নিরন্তর অনুভব করিতেছেন যে তিনি তাঁহার পিতার কাজে আছেন।

সংসারে দেখিতে পাই, মাতা আপন মনে সংসারের নানা কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, আর শিশু সন্তানগণ ইহা দেও, উহা দেও বলিয়া মায়ের নিকট আবদার করিতেছে। মা যতই সেই প্রার্থিত বস্তু দিতে বিলম্ব করিতেছেন, ততই সন্তান আরও ব্যাকুল হইয়া চাহিতেছে, কাঁদিতেছে। মাও নিজ কার্য্যেই ব্যস্ত আছেন শিশুর ক্রন্দনও কিছুতেই থামিতেছে না, কিন্তু যখন মা দেখেন সন্তান কিছুতেই ছাড়িতেছে না, তখন আর তিনি সুস্থির থাকিতে পারেন না। যতক্ষণ সন্তানের প্রার্থনা আবদারমাত্র ছিল, ততক্ষণ মা নিরুদ্বেগে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, সন্তান শুধু আবদার করিতেছে না। তাহার ক্রন্দন বাহ্যিক ক্রন্দন নয়। সে যাহা চাহিতেছে, তাহা তাহার প্রয়োজনীয়ই বটে, তখন তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। মাতা শত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও সন্তানের ক্রন্দনের ভাব বুঝিতে, তাঁহার মনোযোগের অভাব বা শক্তির ক্রটী লক্ষিত হয় না। সে কি ভাবে কাঁদিতেছে, কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য কাঁদিতেছে কি না, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না। সুতরাং সন্তান যতক্ষণ অকারণ চীৎকার করিতে থাকে, ততক্ষণ মাতা কিছুতেই বিচলিত হন না। যখন সেই চিৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দনের মধ্যে প্রকৃত ক্রন্দনের রোল উঠে, তখনই মা তাহার অভাব মোচন করিয়া থাকেন। সংসারে যেরূপ মাতার ব্যবহার দেখা যায় সেই বিশ্বমাতা স্নেহময়ী জননীও তাঁহার সন্তানগণের সহিত প্রতিনিয়ত এই ব্যবহার করিতেছেন। আমরা কত কিছুই চাহিতেছি, কত কি বলিয়া তাঁহার নিকট আবদার করিতেছি, কত কাঁদিতেছি, কিন্তু সকল সময় মায়ের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি না। ইহার কারণ এরূপ নয়, যে মাতা আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না, কিম্বা তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনিতেছেন না। ইহার কারণ এই যে ভাবে এবং যে বস্তুর জন্য কাঁদিলে, আমাদের প্রকৃত কাঁদা হয় এবং প্রকৃত বস্তু চাওয়া হয়, সে ভাবে আমরা কাঁদি না এবং চাই না। নতুবা মাতা কি কখনও উদাসীন হইতে পারেন? উদাসীনতা তাঁহাতে নাই। তাঁহার শক্তিরও অভাব নাই। যখনই আমরা প্রকৃতভাবে কাঁদিতে পারিব, যখনই আমরা প্রকৃত অভাবের জন্য কাঁদিব, তখনই তাহা পূর্ণ হইবে। এই যে আমাদের মহোৎসব আসিতেছে, ভাই ভগিনি! সেই শুভ সময়ে আমরা যেন দুষ্ট বালকের মত মাতাকে অকারণ ত্যক্ত না করি। মা যেন আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া কপট ক্রন্দন বা কপট ব্যাকুলতার অবস্থা দেখিবার সুবিধা না পান। এস এখন হইতে সে জন্য সকলে প্রস্তুত হই। সরল শিশুর ন্যায় যাহাতে কাঁদিতে পারি, মা যাহাতে বুঝিতে পারেন, ইহারা কয়েকদিন বৃথা গোলমাল করিয়া কাটাইবার জন্য কিছু করিতেছে না। কিন্তু বাস্তবিকই কিছু চাহিতেছে—যাহার অভাবে ইহাদের প্রাণে বিষম যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যাহাতে আমাদিগকে অকারণ ত্যক্তকারী দুষ্ট আবদারে ছেলে বলিয়া জানিতে না পান, আমরা যেন সেই ভাবেই উৎসবে উপস্থিত হইতে পারি। তিনি যদি জানেন, ইহারা যেমন তেমন ছেলে নয়, প্রার্থিত বস্তু না পাইলে কিছুতেই ছাড়িবে না। তবে আর তিনি কাহাকেও ফিরাইয়া দিবেন না। তাই সাবধান যেন আমরা দুষ্ট ছেলে ব'লে, অকারণ ত্যক্তকারী ছেলে ব'লে, সেই বিশ্বজননীর নিকট পরিচিত না হই।

উৎসবের নিমন্ত্রণ।

আবার মহোৎসব সমাগত। এই আমাদের আত্ম-পরীক্ষার সময়, সম্বৎসরের জড়তা দূর করিবার সময় ও আশাপূর্ণ নয়নে পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের দিকে চাহিবার সময়। এক একটী উৎসবে আমরা কত উপকার পাই। ঈশ্বর যদি সময়ে সময়ে এইরূপে আমাদিগকে না জাগাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা সংসার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িতাম। আমাদের মন অতিশয় দুর্ব্বল। তাঁহার প্রসাদে ও দশজন প্রেমিক লোকের সঙ্গে তাঁহার পূজা করিয়া যে কিছু বিশ্বাস ও প্রেম আমরা সঞ্চয় করি, তাহা সংসারের প্রতিকূল অবস্থাসকলের সহিত কঠোর সংগ্রামে আবার হারাইয়া ফেলি। আমাদের বিশ্বাস আবার ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মন্দ হইয়া যায় এবং হৃদয়ের প্রেমাগ্নিও অল্পে অল্পে নির্ব্বাণোন্মুখ হয়। এই যে আধ্যাত্মিক অবসাদ, ইহা হইতে আমাদিগকে তুলিবার জন্য আমাদের সাধন প্রণালীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ দিন ও বিশেষ বিশেষ আয়োজন থাকা আবশ্যক। উৎসবের সময়টী সেইরূপ বিশেষ সময়।

আমাদের ধর্ম্মজীবনের উন্নতি পরস্পরের প্রতি কতদূর নির্ভর করে, তাহা আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। এই যে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইতেছে, ইহাকে আমরা বিশ্বাসের চক্ষে দেখি না। ঈশ্বর কি ছেলে খেলা করিতেছেন? আমরা কে কোথায় ছিলাম, পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, পরস্পরকে চিনিতাম না। কেন তিনি আমাদিগকে একত্র

করিয়াছেন ও করিতেছেন? আমরা যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাপন ঘরে থাকিতাম, তাহা হইলে কি ঈশ্বরের উপাসনা চলিত না? কেন তিনি আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে আদেশ করিলেন? ঈশ্বর যে আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন, ইহা আমরা এখনও ভাল করিয়া বিশ্বাস দ্বারা ধরিতে পারি নাই। এই জন্য পরস্পরের সহিত সম্বন্ধও ঠিক হইতেছে না। পরস্পরকে সমুচিত ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সহিত আমরা ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। একজন প্রভুর দশজন ভৃত্য একক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, সেখানে যদি একজন অপরিচিত লোক গিয়া তাহাদের কোন কাজে হাত দেয়, তাহারা সহজে দিতে দেয় না, বলে দূরে বসিয়া দেখ, আমাদের কাজের মধ্যে আসিও না। কিন্তু যদি জানে প্রভু স্বয়ং তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, স্বয়ং তাহাকে পাঠাইয়াছেন, তখন আর কেহই আপত্তি করে না। বলে আমরা দশজন যেমন এ ব্যক্তিও তেমনি, এস ভাই সকলে মিলিয়া কাজ করি। আমরা যে দিন ইহা অনুভব করিব, ও বিশ্বাস দ্বারা ধরিতে পারিব, যে এই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সরল ভাবে, ধর্ম্মতৃষ্ণা দ্বারা চালিত হইয়া যে কেহ আসিয়াছেন, সকলকেই সেই প্রভু আনিয়াছেন, সেইদিন ইহাও বুঝিতে পারিব, যে তাঁহার ঘরে বসিবার ও কাজ করিবার আমারও যে অধিকার অপর সকলেরও সেই অধিকার। তদ্ভিন্ন পরস্পরের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা কখনই প্রদর্শন করিতে পারিব না।

যাহা হউক সেই প্রেমময় আমাদিগকে এই জন্য ডাকিয়াছেন যে আমাদের মধ্যে যে ভাই বা যে ভগিনী দুর্ব্বল, তিনি অপরের সাহায্যে বলীয়ান হইবেন। একা যে চলিতে না পারে, অপর দুই জনে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। একজনের দ্বারা তাঁহার যে কাজ হয় না, দশ জনের সমবেত শক্তির দ্বারা সেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। দশটী সাধক, দশজন ভক্ত ও বিশ্বাসী লোক একত্র মিলিলে, তাঁহাদের সহবাসে যে কি বল ও আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা আমরা উৎসব ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। সম্বৎসরকাল একা একা জীবন পথে চলিতে চলিতে যাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা উৎসবের মধুর স্রোতে পড়িয়া কত শক্তি ও কত বল লাভ করিয়া থাকেন। আমরা অন্যের কথা বলিব না। আমরা নিজের বিষয়ে এই জানি, যে এক একটী উৎসবে যে বল ও আশা পাইয়াছি, তাহা যদি না পাইতাম, তাহা হইলে আজ পরম প্রভুর গৃহের এক পার্শ্বে দাসানুদাস হইয়াও থাকিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

আমাদের ব্রাহ্মসমাজের যে উদ্দেশ্য আমাদের প্রত্যেকের জীবনের যে লক্ষ্য কাহারও কি এমন সাধ্য আছে, লিখিয়া বা বক্তৃতার দ্বারা তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেয়। যখন দশজন ভক্ত প্রাণ মন ঢালিয়া উপাসনা করিতে বসেন, তখন সেই উপাসনার ভিতর দিয়াই সেই তত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং সেই লক্ষ্য সাধনার সঙ্কল্প হৃদয়ে দশগুণ দৃঢ় হয়। উৎসবক্ষেত্রে আমাদের দশটী হৃদয়ের প্রার্থনা যখন এক হয়, তখনই যেমন স্পষ্টরূপে অনুভব করি যে আমরা এক আধ্যাত্মিক পরিবার এমন কুত্রাপি নহে। এই জন্যই উৎসবে যোগ দিবার জন্য আমরা এত উৎসুক হই। সেই মহোৎসব সমাগত হইতেছে। আবার বিশ্বজননী তাঁহার সন্তানদিগকে ডাকিতেছেন। যিনি যেখানে আছেন এখন হইতে প্রস্তুত হউন। এই উৎসবে কে আসিবেন? পৃথিবীর ধনীরা যখন তাঁহাদের বাড়ীর উৎসবে লোক নিমন্ত্রণ করেন, তখন কিরূপ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন? তাঁহারা ধনী, মানী, সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোক দেখিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমাগত হইলে সভার শোভা হইবে, আত্মীয়তায় সুখ হইবে, বাড়ীর গৌরব বাড়িবে, এইরূপ ব্যক্তিদিগকেই সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। পথের কাঙ্গাল, দুঃখী গরিবেরা, অতি কষ্টে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়া দুই এক পয়সা পায়। কিন্তু সর্ব্বরাজ্যেশ্বরের এই নিমন্ত্রণে কাঙ্গাল, দুঃখী, গরিবদিগের নামে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইয়াছে। তিনি এই বলিয়া ডাকিতেছেন—পাপরোগে রুগ্ন, শোকে ভগ্ন, দারিদ্র্য জরায় জীর্ণ যে আছ, এস, অনুতাপানলে দগ্ধ যে আছ এস, নিরুপায় যে আছ এস, দুর্দ্দশা-গ্রস্ত যে আছ এস, মুক্তির ভিকারী যে আছ এস, প্রেমের কাঙ্গাল যে আছ এস, পুণ্যের জন্য ক্ষুধিত যে আছ এস। আমার ঘরে অনেক লোক এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে, অতএব সকলে এস। পুরুষ এস, স্ত্রীলোক এস, বালকবালিকা এস। পথের কাণা খোঁড়া, অন্ধজন সকলে এস।" এই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া কে উদাসীন থাকিবে! বিশ্বাসকর্ণে শুন, বিধাতার লীলা দর্শন কর এবং এই মহোৎসবে যাহাতে হৃদয়পাত্র ভরিয়া প্রেমান্ন লাভ করিতে পার, সে জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হও।

পুত্রত্ব ও দাসত্ব।

এই সংসাররূপ শিক্ষালয়ে—বিশ্বকর্ত্তার কর্ম্মক্ষেত্রে অবিশ্রামে খাটিয়া জীবন যাপন করা দাস এবং পুত্র দুইয়েরই প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম। পৃথিবীতে যাহারা আলস্যে দিন কাটায়, যাহারা দেহ মনকে নিশ্চল করিয়া দিনযামিনী অতিবাহিত করাকে সুখকর মনে করে, তাহারা ঈশ্বরের কুপুত্র এবং দাসের অনুপযুক্ত। সুতরাং দাস ও পুত্রের প্রকৃতিতে বৈষম্য নাই। কিন্তু তাহাদের কার্য্য করিবার ভাব ও প্রণালীর মধ্যেই প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দাস যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে ভাবে, কিসে প্রভুর মনস্তুষ্টি হইবে। সুতরাং প্রভুর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিই তাহার কার্য্যের নিয়ামক। প্রভু নিকটে থাকিলে সে যে ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহার অগোচরে সে ভাবে কার্য্যে মন দেয় না। তাহার কার্য্যপ্রণালী এ জন্য সময় সময় ভিন্নরূপ ধারণ করে। দাসের মনে কিছু পাইবার আশা থাকে—সে কাজের পরিবর্ত্তে কিছু পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। সুতরাং সেই ফললাভের উপর তাহার কার্য্যে মনোযোগেরও তারতম্য হয়। কিন্তু পুত্রের কার্য্যপ্রণালী দেখিলেই জানা যায়, যে সে যে কার্য্য করিতেছে, তাহা কাহারও মনস্তুষ্টির জন্য করিতেছে না, কাহারও অনুরাগ বিরাগ তাহার কার্য্যের চালক নয়। সে কাহারও কর্ত্তৃক নীত হইয়া বা নিযুক্ত হইয়া কার্য্য সাধন করে না, সে আপন কাজ মনে করিয়াই কাজ করে। সে কাহারও নিকট হইতে কিছু পুরস্কার আকাঙ্ক্ষা করে না। সে জানে কাজ করাই তাহার ধর্ম্ম, না করাই স্বভাব-বিরুদ্ধ।

সুতরাং তাহার পিতা নিকটে থাকিলে একরূপ অন্য সময়ে অন্যরূপ এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার হস্ত সমান তেজে সমান উৎসাহে চলিতেছে। তাহার কার্য্য দেখিয়া কাহারও ভাবিবার সুবিধা হয় না, যে সে অন্যের জন্য খাটিতেছে। পুত্র পিতার সংসারে যে কাজ করিয়া থাকে সে জানে, ইহা আমারই কাজ। পিতার স্বার্থ এবং পুত্রের স্বার্থে কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। পিতাকে অতিক্রম করিয়া সন্তানের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। সুতরাং পুত্রের কার্য্য এবং দাসের কার্য্যগত প্রণালীরই প্রভেদ। কার্য্যরত দুই জনকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে কে দাস এবং কে পুত্র। উভয়ের কার্য্যগত মনোযোগের প্রভেদেই তাহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে।

সংসারে দাস ও পুত্রের যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়, কার্য্যের প্রণালী মনোযোগের তারতম্য দ্বারা যেমন তাহাদের পার্থক্য অনুভূত হয়, ধর্ম্মরাজ্যেও যাঁহারা কার্য্য করিবার জন্য আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় শ্রেণীর লোকই পরিশ্রম করেন, কিন্তু এক শ্রেণীর কার্য্যেপ্রবৃত্তদিগকে লোকের অনুরাগ বিরাগের অধীন হইয়া চলিতে দেখা যায়। তাঁহারা ততক্ষণ কার্য্যে মনোযোগী, যতক্ষণ তাহাতে প্রশংসা ও খ্যাতি প্রতিপত্তির আশা থাকে। তাঁহারা ততক্ষণ কার্য্যশীল, যতক্ষণ তদ্দ্বারা কিছু লাভের আশা থাকে। তাঁহারা কার্য্য করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কিছু পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং সেই আশা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কার্য্যেও উৎসাহ প্রবল দৃষ্ট হয়। সেই আশায় নিরাশ হইলে, তাহাদিগকে আর কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাঁহারা মনে করেন অন্যের জন্য খাটিতেছি, অন্যের হিত করিতেছি। সুতরাং তিনি যাহাদের জন্য খাটিতে থাকেন, তাহারা যদি তৎপরিবর্ত্তে প্রশংসারূপ সুমধুর ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে বর্ষণ করিতে পারে, তবেই তিনি তাহাদের হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। এই লাভালাভ গণনাই তাহার কার্য্যের নিয়ামক। কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া জানেন এবং তাঁহার সন্তানের কার্য্য ও নিজ কার্য্য এক করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তিনি চিরদিনই সমান তেজে সমান উৎসাহে খাটিতে থাকেন। তিনি কাহারও অনুরাগ বিরাগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলেন না। কাহারও উপকার করিতেছেন বা অন্যের জন্য খাটিতেছেন এ বোধ তাঁহার নাই। সুতরাং নিজ প্রয়োজনে লোক যে ভাবে খাটে, তাহাতে যেমন সময়ে শিথিলতা সময়ে উৎসাহের সমাবেশ দৃষ্ট হয় না সেইরূপ এই শ্রেণীর লোক চির দিন সমান তেজে খাটিয়া যান। কার্য্য করাই তাহার স্বভাব। কে কি বলিল সে দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর তাহার নাই। তিনি কাজ না করিয়া সময় যাপন করাই অন্যায় মনে করেন। তদ্দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনজনিত মনঃকষ্টে দিন কাটান। সুতরাং এ সংসারের নিন্দা বা লাভাকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণকে আন্দোলিত করে না। তিনি স্থির লক্ষ্যে শান্তভাবে চিরদিন আপন অবলম্বিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের কার্য্য কখনও শেষ হয় না। কার্য্যের অভাবে তাঁহাদিগকে কখনও বসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। তাঁহাদের কার্য্য অনন্ত। বিশ্রাম—এ শব্দ তাহাদের নিকট নিরর্থক। যাহারা দাস শ্রেণীর লোক তাহারা কি করিবে অনেক সময় খুঁজিয়া পায় না। তাহাদের কার্য্যের শেষ আছে, কিন্তু যিনি পুত্র, যিনি পিতার কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহার সেরূপ অবকাশ কখনও হয় না। বিশ্রামের প্রবৃত্তি যাহাতে প্রবল তাহাতেই দাসত্ব। কার্য্য না করিয়া যে আপনাকে সুখী মনে করে, সেই বাস্তবিক দাস। সুতরাং কার্য্য করা পুত্র ও দাস উভয়ের ধর্ম্ম হইলেও তাহাদের মধ্যে বহু প্রভেদ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্তানের ধর্ম্ম তাঁহারা পিতার পূজা করিবেন, পিতার কার্য্য করিবেন—এই জন্য এই সুন্দর পবিত্র ও মহৎধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া জানেন, ব্রাহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন; তাহারা কি পুত্রের এই সুন্দর ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন? যে সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের হস্ত আছে, তাহা কি পিতার কার্য্য বলিয়া করিয়া থাকেন? তাহা কি উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন? প্রশংসাপ্রিয়তা বা অনুরূপ স্বার্থ কি তাঁহাদের প্রাণ হইতে বিদায় লইয়াছে? যদি তাহা না হয়, যদি তাঁহারা সেই স্বার্থপর দাসের ন্যায় কাজ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন, যদি কার্য্যের অনুরাগ লোক প্রশংসার উপর নির্ভর করে। যদি এমন হয় যে, তাঁহারা কার্য্য করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া আর পারি না বলিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাকেই আরামের কারণ মনে করেন, তবে তাঁহাদের সেই পুত্রের ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইতেছে না।

যখন এই উদার এই মহৎ ধর্ম্মের অতি সুন্দর প্রশস্ত ভাবের কথা ভাবি, নিজের আর হীনতার দিকে দৃষ্টিপাত করি, যখন দেখি এমন সুন্দর ধর্ম্ম পাইয়াও নিজ দোষে আমরা তাহার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। প্রাণে নীচ প্রশংসাপ্রিয়তা প্রবল। সামান্য কিছু কাজ না করিতেই উৎকর্ণ হইয়া প্রশংসাধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যস্ত হই, যখন দেখি বন্ধুর নিকট হইতে সামান্য তিরস্কারও সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, বিরক্তির সহিত বন্ধুকে কটুকাটব্য করিতে ত্রুটী করি না, যখন দেখি, সামান্যরূপ পরিশ্রম করিয়াই আবার সেরূপ কার্য্য করাকে কষ্টের কারণ মনে করি, তখনই প্রাণে ধিক্কার উপস্থিত হয়, কেন এমন হইল, এমন সুন্দর ধর্ম্মের উপযুক্ত কেন আপনাকে করিতে পারিলাম না। তখনই আপনাপনি লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়।

ব্রাহ্ম বন্ধু! এই সন্তানের ধর্ম্ম, আমরা পাইয়াছি। সন্তানত্ব কিন্তু এখনও আমরা পাই নাই। এখন আমরা সেই সুন্দর ধর্ম্ম হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি। এত সহজে অসহিষ্ণু হওয়া, এত সহজে কার্য্য ছাড়িয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া সন্তানের কার্য্য নয়। তাহা স্বার্থপর দাসের কার্য্য। আমরা আর কতকাল এই স্বার্থপর দাসভাবে জীবন যাপন করিব? কিন্তু নিরাশ হইবার হেতু নাই, দাসও সন্তানত্ব পাইতে পারে। যখন সে আপন স্বার্থ ভুলিয়া প্রভুর স্বার্থকেই আপন স্বার্থ জ্ঞান করে, যখন প্রভুর স্বার্থের সহিত আপন স্বার্থকে এক করিয়া লইতে পারে তখনই সে পুত্রের ধর্ম্ম পায়। আমরা দাসের অবস্থায় আছি বটে। কিন্তু সন্তানের সেই সুন্দর ধর্ম্ম পাওয়াই

আমাদের লক্ষ্য। এস সকলে প্রাণপণে সেই লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত হই। শুভদাতা কল্যাণময় পিতা আমাদের সহায় হইবেন।

খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস।

বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মহাত্মা খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট বা অপরাপর লোকের সম্মুখে যে সকল উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই খৃষ্ট ধর্ম্মরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্যের ভিত্তি স্বরূপ। খৃষ্টের মৃত্যুর পর সেই সকল ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত রত্নরেণু লইয়া তংশিষ্যেরা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করেন। এখন হয়ত অনেকেরই অন্তঃকরণে এই সকল প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, কিরূপে সেই অযত্নরক্ষিত মানব চক্ষে অবজ্ঞাত কয়েকগুলি বীজকণা হইতে এত বড় এক বিশাল বৃক্ষ সমুৎপন্ন হইল; যাহার সুদূর বিস্তৃত শাখা প্রশাখার ছায়াতলে অবনীমণ্ডলের গৌরবস্বরূপ শত শত রাজা এবং সম্রাটের সুবর্ণ কিরীট অবলুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং কত তাপিত নরনারী আপন আপন মস্তক পাতিয়া তাহার ছায়ায় ইহজীবন অতিবাহিত করিতেছেন। কিরূপে সেই নাজারথ জেরুজালেম ও গেথজিমনিতে প্রতিভাত রশ্মিজাল ক্রমে ক্রমে ভূমণ্ডলের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র মানব রাজ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; কিরূপে সেই জন্ ও পিটার জেমস্ ও মেথিউ প্রভৃতি কয়েকজন নিম্ন শ্রেণীস্থ ধীবর ও চণ্ডালের অশিক্ষিত অজ্ঞানান্ধ হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত সত্য সকল কালে এক প্রকাণ্ড তরঙ্গাকার ধারণ করত, নানা দেশ নিবাসী কত শত জ্ঞানাপন্ন দার্শনিক পণ্ডিত ও মনস্বীগণের মস্তিষ্ককে প্লাবিত করিয়া সুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং কিরূপে সেই একজন সামান্য সূত্রধর পুত্রের লোকাতীত মহত্ত্ব দিন দিন সঙ্কীর্ণতা হইতে বিশালে এবং বিশাল হইতে বিশালতর ক্ষেত্রের উপরে পরিস্থাপিত হইল? এই সকল কথা জানিতে কি কৌতূহলের উদয় হয় না? ধর্ম্মসমাজের ইতিবৃত্তে কেবল ধর্ম্মেরই আভা প্রতিফলিত থাকে তাহা নহে, সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করিলে তন্মধ্যে মানব জাতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিরও অনেকটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে ধর্ম্মের ইতিহাস কেবল ধর্ম্মেরই ইতিহাস নহে। তাহা একখানি মানবজাতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থারও সুস্পষ্ট ইতিহাস। অধিকন্ত খ্রীষ্ট ধর্ম্মরূপ এমন একটী প্রকাণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি এবং বিস্তৃতির বৃত্তান্ত আলোচনা আমাদের পক্ষে যে মহোপকারক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষ ইহা বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও একান্ত আবশ্যকীয় ও উপযুক্ত। কেননা মহাত্মা ঈশার পরলোক প্রাপ্তের পর, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ যেরূপ দুস্তর বিঘ্ন ও বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে যদিও ঠিক্ তদনুরূপ নয়, কিন্তু অনেকাংশে ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ প্রতিবন্ধকের মধ্যে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রথমাবস্থা ও ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমানাবস্থা অনেকাংশে যদি একরূপ হয়, তবে কি আমাদের খ্রীষ্ট সমাজের প্রথম অবস্থার প্রতি বিশেষ স্থিরতা ও মনোনিবেশের সহিত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আলোচনা করা উচিত নয়? কি উপায়ে সেই পথ-পরিত্যক্ত পিতৃহীন বালকের ন্যায় কয়েকজন শিক্ষিত খ্রীষ্ট শিষ্য, তাহাদিগের পুরোবর্ত্তী শত্রুকুলের দুর্জ্জয় দুর্গকে অধিকার করত আপনাদের জয় ঘোষণা করিল এবং কি উপায়েই বা তাহারা আপনাদের অবস্থা ও প্রবৃত্তির সহিত নিরন্তর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ নীতি ও ধর্ম্মের সুসংবাদ দেশ দেশান্তরে ঘোষণা করিতে সমর্থ হইল। এই সকল বিষয়ের প্রতি কি বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়? বাইবেলে কথিত আছে যে, মহাত্মা ঈশার মৃত্যুর পর সমাধি হইতে পুনরুত্থান করিয়া স্বর্গারোহণের সময় তাহার শিষ্যদিগকে এই কয়েকটী কথা বলিয়া যান "তোমরা গিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিকে পরম পিতার নামে অভিষিক্ত কর, তাহাদিগের নিকটে সুসমাচার ঘোষণা কর, পৃথিবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগের সহিত সর্ব্বক্ষণ আছি, এবং আমি স্বর্গে গিয়া তোমাদিগের জন্য পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিব" এই সকল কথা বলিয়া তিনি শিষ্যদিগের সম্মুখে মেঘারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে চলিয়া গেলেন। শিষ্যগণ শোকসন্তপ্ত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রক্ষকহীন মেষপালের ন্যায় তাঁহার শিষ্যদল এখন পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই সময়কার তাহাদিগের অবস্থা অতীব শোকাবহ। এক দিকে যেমন প্রেমাস্পদ আচার্য্য বিরহে তাহাদিগের হৃদয় শোকানলে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল, অপরদিকে সেইরূপ বিপক্ষ পক্ষের অত্যাচার নির্যাতন দিন দিন প্রচণ্ডতর হইয়া তাহাদিগের উপর আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তাহাদিগের সংখ্যা দ্বাদশ জন ছিল এখন এগার জন। কেন না অপরাধী জুডাস্ নিরপরাধে খৃষ্টকে শত্রু হস্তে সমর্পণ জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া সেই অনুতাপের শাস্তির নিমিত্ত আত্মহত্যা করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের একজনের অভাব ছিল। শিষ্যেরা সেই অভাব পূরণের জন্য মেথিএস্ নামক এক ব্যক্তিকে লটারি দ্বারা মনোনীত করিয়া আপনাদের শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট করিল। এখন তাহারা পূর্ব্ববৎ দ্বাদশজনই হইল। এদিকে দিন দিন বিপক্ষকুলের উৎপীড়ন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। এই অচিন্তনীয় বিপদের সময় তাহারা আর অন্য উপায় না দেখিতে পাইয়া একমাত্র প্রার্থনাকেই সম্বল করিল। সকলে মিলিয়া প্রাণপণে ভজনালয়ে কেবলমাত্র প্রার্থনা করিতে লাগিল। এইরূপ অবিশ্রান্ত কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনায় দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর সকল কশাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া তাহারা অনন্যমনে দীনভাবে কেবল প্রার্থনাকেই ধরিয়া পড়িয়া রহিল। পরম পিতা কি আর উদাসীন থাকিতে পারেন? পৃথিবীর পাপ তাপ দুঃখ বিপদে পর্য্যুদস্ত হইয়া সন্তান যখন কাতরকণ্ঠে ঊর্দ্ধ মুখে পিতার দিকে অনবরত চাহিয়া থাকে, তখন আর পিতা স্থির থাকিবেন কিরূপে? অচিরে ভগবানের কৃপা সেই সমাজ তাড়িত বিপদগ্রস্ত নিরাশ্রয় খৃষ্ট শিষ্যদলের উপর আসিয়া অবতীর্ণ হইল। বাইবেল গ্রন্থে তাহা এইরূপ বর্ণিত আছে

যে পেণ্টেকষ্ট নামক য়িহুদী জাতির উৎসব দিবসে অকস্মাৎ মেঘ হইল, এক প্রবলাকার ঝটিকা উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ নামিতে নামিতে তাহাদের ভজনালয়ের উপরে পতিত হইয়া সেই গৃহকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং তাহাতে তাহাদের মৃতকল্প অবসন্ন প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা এবং উপাসনায় ভগবানের বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি তাহাদের আত্মাতে কার্য্যকরী হইল। তখন আর ভয় কি? সাগরের উদ্বেলিত প্রচণ্ড তরঙ্গের মুখে কি আর তৃণসমান পার্থিব প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে? শিষ্যবৃন্দ মত্ত হস্তীর বিক্রমে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তাহাদের পরাক্রমে আকাশ মেদিনী বিকম্পিত হইতে লাগিল এবং এমন এক জীবনব্যাপিনী প্রবল উত্তেজনা তাহাদিগের প্রাণকে নিরন্তরই উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, তাহারা স্বর্গের পবিত্র কথা প্রচার না করিয়া আর থাকিতে পারিল না। যে মূকের ন্যায় তাহাদের মধ্যে কালযাপন করিতেছিল, সে ব্যক্তিও তেজস্বিনী বাগ্মিতা প্রকাশ করিতে লাগিল। যে যে ভাষা জানিত না, সে ব্যক্তিও সেই ভাষায় অক্লেশে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া এবং অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য তাহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য ঘটনার কথা য়িহুদী সমাজের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। দর্শকমণ্ডলী এই বিচিত্র অদ্ভুত ব্যাপার সকল অবলোকন করিয়া একবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহারা হয়ত কোনরূপ মাদক পদার্থ সেবন করিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে। তখন পিটার সেই সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পিটারের সেই ঐশীশক্তি-অনুপ্রাণিত তেজোময় বাক্য সকল শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে কণ্টকসমবিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন কেন তোমরা ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র খ্রীষ্টকে নিরপরাধে সংহার করিলে? তোমরা পাপের জন্য অনুতাপ কর, পাপ ক্ষমা হইবে। ইত্যাদি অনেক কথা তাহাদিগের নিকটে বলিতে লাগিলেন। সেই স্থানে আরব, লিবিয়া, জুডিয়া, মেসোপোটমিয়া প্রভৃতি নানা দেশের লোক সমবেত ছিল। পিটারের সঞ্জীবনী বাক্যস্রোতে তাহাদিগের হৃদয়-রাজ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। অকারণ খ্রীষ্ট হত্যারূপ মহাপরাধে আপনাদিগকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিল এবং পাপ-ব্যাধি মোচনের আর উপায় নাই বুঝিয়া অসহায় ও দীনভাবে তাহারা ক্রন্দন করিয়া পিটারের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল "আমরা কি করিব।" মহাত্মা পিটার তখন তাহাদিগকে স্মরণাপন্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, যে তোমরা পাপের জন্য অনুতাপ কর এবং মহাত্মা খৃষ্টের নামে পরস্পরের দ্বারা সকলে অভিষিক্ত হও। তাহা হইলে তোমরা পবিত্র আত্মার প্রসাদ লাভ করিবে। এই সকল উপদেশ তাহারা সমাদর পূর্ব্বক শুনিতে লাগিল এবং সেই দিবসেই প্রায় তিন সহস্র লোক অভিষিক্ত হইল। জাগ্রত প্রার্থনার এমনই শক্তি যে, ঈশ্বরের কৃপা আকর্ষণ না করিয়া নিরস্ত হয় না এবং ঈশ্বর কৃপার এমনি মহীয়সী মহিমা যে তাহাতে ঘোর শত্রু যে, সেও অবনত হয়। পাঠক! একবার ভাব দেখি, মহাত্মা খৃষ্ট এবং তাঁহার শিষ্যরা তখন লোকের নিকট কিরূপ নিন্দিত, অত্যাচারিত এবং তিরস্কৃত হইতেছিল; দেশের ধনী মানী পদস্থ লোক প্রধান প্রধান পুরোহিত এবং রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত যাহাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান, প্রতিক্ষণ শত্রুর চক্রান্তে যাহাদের জীবন যায় যায় নিরন্তরই যাহারা বিদ্রূপ অত্যাচারের তীক্ষ্মাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল, সেই কয়েকজন মুষ্টিমেয় দীনদরিদ্র লোকের কি সাধ্য, যদি ভগবানের করুণা তাহাদিগের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ না হইত। তাহাদিগের দ্বারা দুদশ জন নয় দুই এক শত নয় কিন্তু তিন সহস্র লোক এক দিনে অভিষিক্ত হইল। দেখ দেখি কিরূপ অস্ত্রের দ্বারা সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা সেই বিশ্বজয়কারিণী শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল যে তাহারা দীক্ষিত হইল তাও নয়, কিন্তু তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব যাহা কিছু ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া আনিয়া খ্রীষ্টশিষ্যদিগের নিকট প্রচুর ধন সমর্পণ করিল। তাহারা তাঁহাদের উপদেশ এবং ভ্রাতৃত্বে চরিতার্থ হইতে লাগিল এবং নিত্য উপাসনা প্রার্থনায় দিন দিন জীবনে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। প্রেরিতগণ ঐ সাধারণের ন্যস্ত সম্পত্তি সকলকে বিভাগ করিয়া দিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম রূপ বিশাল বিটপীর এইরূপে প্রথম অঙ্কুর অঙ্কুরিত হইল। বাইবেলে লিখিত আছে জন্ ও পিটার একদিন ভজনালয়ে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন পথপার্শ্বে উপবিষ্ট এক পঙ্গু তাহাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন। জন্ ও পিটার তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন "আমাদের নিকট স্বর্ণ রৌপ্য কিছুই নাই, কিন্তু আমরা তোমাকে নাজারথীয় মহাত্মা যীশুর নাম দান করিতেছি, হে পঙ্গু! তুমি উঠ এবং বেড়াও" পঙ্গু তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া দাঁড়াইল এবং মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে ঈশ্বরের গুণগান করিতে লাগিল। লোক সকল সেই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে একেবারে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেল। এই সকল পরম বিস্ময়কর ঘটনা সন্দর্শনে সকলে তাহাদিগকে অসাধারণ মনুষ্য বোধে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদের সংখ্যা তিন সহস্র হইতে পাঁচ সহস্রে পরিণত হইল। তাহাদিগের এইরূপ অদ্ভুত গুণগ্রাম উত্তরোত্তর নানা লোকের কর্ণে গিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহাতে বিপক্ষদিগের উৎপীড়ন তাহাদিগের উপর প্রবলতর হইতে আরম্ভ হইল। তখন প্রধান যাজক, জেরুজালেমের শাসন কর্ত্তা এবং সে স্যাডিউসিগণেরা * মিলিত হইয়া এক দিন সন্ধ্যাকালে জন্ ও পিটারকে বিচারার্থে কারাগারে বন্দীকৃত করিল। পর দিন প্রাতঃকালে তাহারা এক মহাদরবারে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, পিটারকে জিজ্ঞাসা করিল,

* যাহারা খৃষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ে অস্বীকার করিত তাহাদিগকে তখন স্যাডিউসিল্ বলা হইত।

"কাহার শক্তিতে তোমরা এইরূপ কর" পিটার অকপটভাবে উত্তর করিল "যাহাকে তোমরা ক্রুশে হত্যা করিয়াছ এবং যাহাকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য হইতে উত্থিত করিয়াছেন, সেই যিশুর নামে" তিনি যিশুর প্রতি অবজ্ঞা করার নিমিত্ত বিচারকদিগকে ধমক দিলেন এবং বলিলেন "এই আকাশের তলে আর অন্য নাম নাই যদ্দ্বারা আমরা পরিত্রাণ হইতে পারি।" এই দুই জন অশিক্ষিত ধীর সন্তানের সাহসিকতা দর্শনে সভাস্থ সকলে আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তখন তাহারা জন্ ও পিটারকে বিদায় দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে যেন তাহারা আর ভবিষ্যতে খ্রীষ্টের নামে লিপ্ত না থাকে। কিন্তু তাঁহারা এরূপ আদেশ প্রতিপালনে অসম্মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন যে, "তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের নিকট অধিকতর বাধ্য।" ক্রমশঃ

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল, সাড্র্যাকের উদ্ধারের সপ্তদশ দিবস পরে, বোষ্টন নগরের রাজপথে, টমাস্ সিমূস নামে একজন কাফি বালক ধৃত হয়। সে আপনাকে দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ধৃতকারীদিগকে ছুরিকা প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া, শান্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করিয়া তাহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইল। নামমাত্র বিচারের পর, চির নরকভোগে প্রেরিত হইবে, বুঝিতে পারিয়া সে তাহার উকীলকে বলিল, "আমাকে একখানি ছুরি দিন, যখনই বিচারক আমার চিরদাসত্বের আজ্ঞা দিবেন, আমি আমার হৃৎপিণ্ডে ছুরির আঘাত করিয়া তাঁহার সম্মুখে মরিব। আমি কখনই দাস হইব না।"

বলা বাহুল্য যে, উক্ত অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই। বালকের প্রতি চির দাসত্বের আজ্ঞা হইল। সেইদিন রাত্রে নিশীথ সময়ে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবস্থায়, প্রহরীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে জাহাজে গমন করিল। জাহাজে বদ্ধ হইবার সময় হতভাগ্য বালক একবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল ;—"এই কি মাসাচুসেটস্ প্রদেশের স্বাধীনতা" তাহাকে প্রভুর নিকট উপস্থিত করিলে, প্রভু আজ্ঞা করিলেন যে, তাহাকে বিলক্ষণ করিয়া চাবুক প্রহার করা হয়। এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা হইতে লাগিল যে, উপস্থিত একজন ডাক্তার বলিলেন, "আর মারিলে মরিয়া যাইবে।" সুসভ্য, খৃষ্টিয়ান প্রভু উত্তর করিলেন, 'মরুক্।'

বোষ্টনবাসীদিগের হৃদয়ে দাসত্ব প্রথার প্রতি অধিকতর ঘৃণা উত্তেজিত করিয়া দিবার জন্য, উপরি উক্ত নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পার্কার তাঁহার সমাজগৃহে একটী বক্তৃতা করিলেন। টমাস সিমূস্ বোষ্টনের পাদ্রিগণকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের উপাসনালয়ে তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। পাদ্রিগণ এ অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। পার্কার সেই জন্য তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।

পার্কারের বক্তৃতা পাঠ করিয়া প্রসিদ্ধনামা মার্কিন রাজনীতিজ্ঞ সমূনর্ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিলোড়িত হইয়া গিয়াছিল। তিনি একখানি পত্রে উক্ত বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পার্কারকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন সহস্রবর্ষব্যাপী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতে সত্য প্রচার করেন। সিমূস্ সম্বন্ধীয় নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পার্কার ও তাঁহার অনুচরগণ যে, ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দাসত্ব বিদ্বেষী সমূনর, মার্কিন মহাসভায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

টমাস সিমূসের দুর্গতি স্মরণ করাইয়া দিয়া লোকের হৃদয়ে দাসত্ব প্রথার প্রতি ঘৃণা জাগ্রত রাখিবার জন্য, এক বর্ষকাল পূর্ণ হইলে, পার্কার তাঁহার উপাসনালয়ে, উক্ত নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সাম্বৎসরিকোপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি একটি অগ্নিময়ী কবিতাও রচনা করেন

পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, বোষ্টন নগরের পাদ্রিগণ অধিকাংশই দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিতেন না। পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইন পালনীয় বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিতেন। ইউনিটেরিয়ান যাজকদিগের সভায় যাহাতে উক্ত বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয়, স্বাধীনতাপ্রিয় কোন কোন যাজক এরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষের যাজকগণ, কৌশল করিয়া উক্ত বিষয়ক তর্ক বিতর্ক সভাস্থলে উপস্থিত হইতে দিতেন না। কোন কোন যাজকের পক্ষে এরূপ করিবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহাদের সমাজের ধনবান্ সভ্যদিগের অর্থাগম, দাসত্ব প্রথার উপর নির্ভর করিত। সেই সকল ধনী যজমানের খাতিরে তাঁহারা উক্ত জঘন্য প্রথা বা পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইনের বিরুদ্ধে বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, বিরোধীপক্ষ অধিককাল কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কোন একটী বিশেষ অধিবেশনে উভয় পক্ষে তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

প্রথমতঃ স্বাধীনতা পক্ষ একজন যাজক, পলায়িত দাস বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে আরও অনেকে উক্ত বিষয়ে স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিলেন।

আইন পালন করা আবশ্যক বলিয়া যাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি দুটি। প্রথম, আইন অগ্রাহ্য করিলে যুক্ত রাজ্যের অধিবাসীগণের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং দাসত্বপক্ষ ও স্বাধীনতাপক্ষ বিভিন্ন প্রদেশ সকল এক রাজশাসনের অধীনে না থাকিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং রাজ্যের একতা রক্ষার জন্য পলায়িত দাসবিষয়ক আইন প্রতিপালন করা উচিত।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, লোকে একটী আইন লঙ্ঘন করিতে শিখিলে সকল আইনের বিরোধী হইয়া উঠিবে। আইন বিহীন

* উইস্ সাহেবের লিখিত পার্কারের জীবনী গ্রন্থের ২য় ভাগের ১০৯ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা বিহীন আইন, এই দুই প্রকার অবস্থার মধ্যে শেষোক্ত অবস্থাই অবশ্য অপেক্ষাকৃত শ্রেয়স্কর। সুতরাং পলায়িত দাসবিষয়ক আইন মন্দ হইলেও উহা পালনীয়।

এই সকল কথার প্রতিবাদ করিয়া পার্কার একটী সারগর্ভ ভাবপূর্ণ, ও ওজস্বী বক্তৃতা করিলেন। আমরা নিম্নে বক্তৃতাটির কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

"যাহাতে পরমেশ্বরের ব্যবস্থা সুরক্ষিত ও সমর্থিত হয়, তাহাই মানবীয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি মানবীয় ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্য সাধন করে, তবে তাহা অবশ্য পালনীয়। পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা দ্বারা ঠিক্ বিপরীত কার্য্য হইয়াছে;—পরমেশ্বরের ব্যবস্থা পদদলিত হইতেছে। যাহা পরমেশ্বরের আদেশ বিরুদ্ধ, উক্ত ব্যবহার তাহা আদিষ্ট হইয়াছে; এবং যাহা পরমেশ্বরের আদিষ্ট, উহাতে তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা পলায়িত দাসবিষয়ক আইনের বিরোধী হইয়াছেন, তাঁহারা কি প্রকার লোক? তাঁহারা চিরদিন ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহাদের দ্বারা ন্যায়ানুগত ব্যবস্থা ও সুনীতিসম্মত শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইবে। যে সকল লোক আইন বলিয়াই আইন প্রতিপালন করে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। যাঁহারা ন্যায়ানুগত আইন ভিন্ন কোন প্রকার অন্যায় আইন পালন করিতে অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা যায় না। পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইন উল্লঙ্ঘন করিলে, অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, উহার অনুগত হইয়া কার্য্য করিলেই যুক্তরাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু মনে করুন, যদি উক্ত আইন অগ্রাহ্য করিলে রাজ্য-বিযুক্ত * হইয়া যায়, তাহা হইলেও কোন্‌টী অধিকতর অহিতকর? যুক্তরাজ্যের প্রদেশ সকলের সহযোগ কি বিবেক, স্বাধীনতা এ কর্ত্তব্য হইতেও অধিকতর মূল্যবান্? আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি যে, আমার গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হউক, আমার পরিবারগণ একে একে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশিতে নিক্ষিপ্ত হউক, এবং অবশেষে উহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার জীবন শেষ হউক† তথাচ যেন টমাস্ সিমসের ন্যায় একজনও পলায়িত দাস, দাসত্ব ভোগের জন্য পুনশ্চ প্রেরিত না হয়। উহার জন্য যদি বিভিন্ন প্রদেশের সম্মিলন চলিয়া যায়, যাক্। আমরা যেন পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, আর সব যায় যাক্। আমাদের ধর্ম্মাধিকরণ কাফ্রিদিগের কারা স্বরূপ হইয়াছে। আমাদের রাজকর্ম্মচারী সকল ক্রীতদাস শীকার কার্য্যে ফিরিতেছে, আমাদের ইউনিটেরিয়ান সমাজের সভ্যগণ মানুষধরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! এমন ভয়ানক সময়ে আমি মধুমাখা কথা বলিতে, অথবা ভবিষ্যতে কোন বিপদ নাই বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি না। আমার সমাজে কৃষ্ণবর্ণ পলায়িত দাস আছে, তাহারা আমার প্রচার কার্য্যের মুকুটস্বরূপ। তাহাদের আত্মার উদ্ধারের জন্য, তাহাদের শরীরের প্রতিও দৃষ্টি করা আমার কর্ত্তব্য। মানুষধরাদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমার সমাজভুক্ত লোককে আমার গৃহে লুক্কায়িত রাখিয়া আমার গৃহদ্বার অহোরাত্র বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। আমাকে নিজে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছে। বোষ্টন নগরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ আমার ডেস্কের উপর বারুদ ও গুলিপূর্ণ বন্দুক রাখিয়া ও আমার দক্ষিণ হস্তের নিকটেই উন্মুক্ত তলবার রাখিয়া, আমাকে উপাসনালয়ের জন্য উপদেশ রচনা করিতে হইয়াছে! শত্রুকে প্রতিরোধ করিও না, এমন অযুক্ত কথা আমি কখন গলাধঃকরণ করি নাই। কিন্তু গুরুতর কারণ ভিন্ন আমি কখন নরশোণিতপাতে প্রবৃত্ত হইতে আপনাকে

* যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশের প্রদেশ সকল দাসব্যবসায়ের পক্ষপাতী ছিল। তত্রত্য তুলার চাসের কার্য্যে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস নিযুক্ত হইত। যুক্তরাজ্যের উত্তরাংশের অধিবাসীগণ, অনেকেই দাসব্যবসায়ের বিরোধী ছিলেন। দাসত্ব প্রথার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিতেন যে, পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইন উল্লঙ্ঘন করিলে বিভিন্ন পক্ষাবলম্বী প্রদেশ সকলের মধ্যে এরূপ বিবাদ উপস্থিত হইবে যে, তৎপ্রদেশবাসীগণ আর একত্রে, এক রাজ্যভুক্ত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং রাজ্যের একতা রক্ষার জন্য, পলায়িত দাসবিষয়ক আইনের অনুগত থাকাই সকলের উচিত।

† যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে ইলাইজা লভ্‌জয় (Elija Love Joy) নামে একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে উক্ত প্রদেশবাসীগণ তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিলেন যে, তিনি দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আর লেখনী ধারণ না করেন, আমরা তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র লইয়া অন্য প্রদেশে উঠিয়া যান। লভ্‌জয় এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে তাঁহারা একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া সভাস্থলে তাঁহাকে অনুমতি করিলেন যে, তিনি তাঁহাদের প্রদেশ হইতে চলিয়া যান। লভ্‌জয় তথাচ তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইতে পারিলেন না। কেন তিনি অসম্মত হইতেছেন, জনসাধারণকে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য একটী বক্তৃতা করিলেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলিলেন যে, তিনি সত্য প্রচারের জন্য সে স্থানে বাস করিতেছেন। যদি তিনি লোকভয়ে ভীত হইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার খ্রীষ্টিয়ানের ন্যায় কার্য্য করা হইবে না। সত্য প্রচারে নিবৃত্ত হইয়া লোকভয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করা খ্রীষ্টিয়ানের কার্য্য নহে। লভ্‌জয় কোন-ক্রমেই চলিয়া গেলেন না দেখিয়া দাসত্বপক্ষপাতী দেশবাসীগণ তাঁহার প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, যে, একদিন রাত্রিকালে তাঁহার গৃহে আগুণ লাগাইয়া দিলেন এবং যখন অগ্নিদাহে সমস্ত গৃহটী ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছিল, সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন হঠাৎ গুলি করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যপ্রিয় ইলাইজা লভ্‌জয়কে হত্যা করিলেন। পার্কার তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, উহা তাঁহার সম্বন্ধে না ঘটিলেও দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য অন্য লোকের পক্ষে অবিকল ঐরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। "আঙ্কল টমস ক্যাবিনের" টীকাপুস্তক দেখ।

বাধ্য মনে করি না। আমি করিব কি? যে ক্ষুদ্র নগরে স্বাধীনতার মহাযুদ্ধে প্রথম রক্তপাত হইয়াছিল, আমি তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই মহাযুদ্ধে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমাধিমন্দির লেক্সিংটনে রহিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে যে, তাঁহারা "মাতৃভূমি ও পরমেশ্বরের পবিত্র কার্য্যে প্রাণ দিয়াছিলেন।" মানবজাতির অধিকার ও স্বাধীনতার নামে ঐ সকল সমাধিমন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। আমি যত পরিচয় জ্ঞাপক খোদিত বাক্য পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে উহাই আমি সর্ব্বপ্রথম পাঠ করি। তাঁহারা আমাদের বংশের লোক ছিলেন। স্বাধীনতার মহাযুদ্ধে আমার পিতামহ সর্ব্বপ্রথম তলবার নিষ্কোষিত করেন। যে বংশজাত শোণিত তথায় প্রবাহিত হইয়াছিল, অদ্য তাহা আমার ধমনীপথে প্রবাহিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, আমি যখন আমার পুস্তকালয়ে বসিয়া লিখিতে থাকি, তখন আমার এক পার্শ্বে একখানি বাইবেল থাকে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ, প্রায় এক শত বর্ষ কাল, ঐ বাইবেল লইয়া প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। আমার অপর পার্শ্বে একটি বন্দুক থাকে। আমার পিতামহ ঐ বন্দুক লইয়া ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কুইবেক নগর অধিকার করিবার সময় তিনি উহা লইয়া গিয়াছিলেন, এবং লেক্সিংটনের যুদ্ধে তিনি উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, উক্ত যুদ্ধের একটি স্মরণচিহ্ন আছে। স্বাধীনতার মহাসমরে, শত্রু হস্ত হইতে আমার পিতামহ যে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাও রহিয়াছে। আমার হৃদয়ে এমন সকল বিষয়ের স্মৃতি থাকিতে, এমন সকল সামগ্রী ও স্মরণচিহ্ন আমার সম্মুখে থাকিতে, কোন পলায়িত দাসনারী আমার গৃহে আসিয়া আমার শরণাপন্ন হইলে, আমার ধর্ম্মসমাজের অন্তর্গত হইলে, আমি কি তাহাকে আশ্রয় দিতে ও প্রাণপণে রক্ষা করিতে অস্বীকার করিতে পারি? কিন্তু সেই নারীর জীবন বা স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা কে করিয়াছিল? আমার ধর্ম্মযাজক ভ্রাতা গ্যানেটের একজন সমাজভুক্ত লোক আমার সমাজের একজন সভ্যকে অপহরণ করিতে আসিয়াছিল। গ্যানেট সাহেব পলায়িত দাস সম্বন্ধীয় আইনের পক্ষ সমর্থন করিয়া একটি উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আমার সমাজের কাফ্রি সভ্যগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, চিরকাল ক্রীতদাস থাকিবার জন্য বিক্রয় করেন। তথাচ গ্যানেট সাহেব খৃষ্টিয়ান আমি 'অবিশ্বাসী,' তাঁহার ধর্ম্ম খিষ্টিয়ানধর্ম্ম আমার 'নাস্তিকতা।' ভ্রাতৃগণ! আমি মানুষকে ভয় করি না। আমি লোকের ঘৃণা ও শ্রদ্ধা গ্রাহ্য করি না। আমার খ্যাতির বিষয়ে আমি তাদৃশ মনোযোগী নহি। কিন্তু আমি পরমেশ্বরের অনাদ্যনন্ত নিয়ম ভঙ্গ করিতে সাহস করি না। আপনারা আমাকে 'অবিশ্বাসী' বলিয়াছেন। যথার্থ বটে, ধর্ম্মমত বিষয়ে আপনাদের সহিত আমার অনেক প্রভেদ। কিন্তু একটি বিষয় আছে, আমি কখন তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। যিনি অনন্ত-স্বরূপ পরমেশ্বর, যিনি শুভ্রবর্ণ মনুষ্যের পিতা, এবং শুভ্রবর্ণ মনুষ্যের দাসদিগেরও পিতা, আমি তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। যাহাই কেন হউক না, তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিতে আমার সাহস করা উচিত নহে।

ব্রাহ্মসমাজ।

"স্থায়ী প্রচার ফণ্ড" স্থাপনের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কয়েক মাস হইল, কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেকের এক এক মাসের আয় শতকরা মাসিক ১৲ এক টাকা হিসাবে ৮ বৎসর ৪ মাসে প্রদান করিতে অনুরোধ করা হইবে। এই প্রস্তাব তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসাধারণের অভিমত প্রার্থনা করা হয়। তাহাতে অনেকে "স্থায়ী প্রচার ফণ্ড" স্থাপনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া নানাবিধ প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কাহার কাহার প্রস্তাব তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিতও হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকে ইচ্ছা করেন যে, যিনি যাহা দিবেন, তাহা একেবারে কিংবা এক বৎসরের মধ্যে প্রদান করিবেন।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাল এ সম্বন্ধে আলোচনার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা "স্থায়ী প্রচার ফণ্ড" স্থাপন সম্বন্ধে কৃতসংকল্প হইয়া, এক বৎসর কাল মধ্যে দাতব্য সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মগণ যেরূপ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন, তাহাতে ব্রাহ্ম সাধারণের সাহায্য ব্যতীত তাঁহাদের নিকট হইতে দাতব্য গ্রহণ করা সহজসাধ্য নহে। প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রার্থনা-পত্র পাঠান এবং বার বার পত্রাদি দ্বারা অঙ্গীকৃত দান আদায় করা, উভয় পক্ষেরই অসুবিধাজনক ও অকারণ-ব্যয়সাপেক্ষ। এজন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আশা করেন সাধারণব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধুগণ এবং মফস্বলস্থ এজেন্ট-গণ এই দান সংগ্রহের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের এই হিতকর কার্য্যসাধনে সহায়তা করিতে এবং এজন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত বা পরাঙ্মুখ হইবেন না।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিতরূপে আগামী ষটপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা সাদরে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণকে এই উৎসবে যোগ দান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি।

১লা মাঘ—প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাস সকলে পারিবারিক উৎসব এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা, এবং সায়ংকালে বুদ্ধচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২রা মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনালয়ে উপাসনা, সায়ংকালে মহম্মদ-চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩রা মাঘ——ঐ—— ঐ— সায়ংকালে ঈশা-চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ——ঐ—— ঐ, সায়ংকালে রামমোহন রায়, চৈতন্য, নানক এবং কবির সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, অপরাহ্ণে শ্রমজীবিদিগের উৎসব এবং নিয়মিত উপাসনা।
৬ই মাঘ— ঐ উপাসনা, অপরাহ্ণে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব।
৭ই মাঘ ঐ ছাত্রোপাসক সমাজের উৎসব।
৮ই মাঘ ঐ উপাসনা, ছাত্রসমাজ রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়ের উৎসব এবং বালক-বালিকা সম্মিলন।

৯ই মাঘ—ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।

১০ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা অপরাহ্ণে নগরসঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা।

১১ই মাঘ—ব্রহ্মোৎসব।

১২ই মাঘ—উদ্যান-সম্মিলন। রাত্রিতে নিয়মিত উপাসনা।

১৩ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, অপরাহ্ণে ব্রাহ্মসম্মিলন।

১৪ই মাঘ—হিতসাধক মণ্ডলীর উৎসব।

বরিশাল হইতে বাবু কালীমোহন দাস লিখিয়াছেন। ফরিদপুর কোটালিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী গত ৬ঠা পৌষ যজ্ঞোপবিত পরিত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানের জীবনে নব বল ও উৎসাহ আনয়ন করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নলহাটীতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সম্প্রতি সেই কার্য্যবিবরণ হইতে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত করা গেল।

আয়—

নানাপ্রকারে সংগৃহীত		৬৩৭৪৸১০
গরিবদিগের পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন		২৪৮১৭॥
তালাই বিক্রয়	২৮৶২॥	
তুলা বিক্রয়	॥৶০	
ঘুটিং বিক্রয়	১৩॥০	
বাঁশনির্ম্মিত দ্রব্য বিক্রয়	৷৶০	
বেনা মূল বিক্রয়	২॥০	
বাবলা আটা বিক্রয়	৩॥০	
কাষ্ঠ বিক্রয়	১৷/১৫	
	২৪৮১৭॥	
ব্যবসাদ্বারা লাভপ্রাপ্ত		৩৫৴৫
নগদ টাকা ধার দেওয়া সুদ প্রাপ্ত	২৷/৫	
সূতা ব্যবসা করিয়া লাভ প্রাপ্ত	১৸৶১৫	
চাউলের ব্যবসা করয়া লাভ প্রাপ্ত	৩০৸৫	
	৩৫৴৫	
		৬৪৩৪ ॥৶১২॥

ব্যয়—

নগদ পয়সা বিতরণ		১৪৪।১৫
বিতরণের চাউল খরিদ		৪৯৪৬৷/০
কাঁচি ওজন মন	২৫৩১৸৫৮	
পাথেয় খরচ		১৬৫৸৶১০
ডাকমাশুল মণিঅর্ডার রেজেষ্টারি ইত্যাদি		২৬৷৶০
টেলিগ্রাম খরচ		৬৷০
সরঞ্জামী খরচ কাগজ কলমাদি		৬৸৴৭॥
কর্ম্মচারিগণের ব্যবহারের নিমিত্ত জিনিষ খরিদ		১০৷৴১৫
কর্ম্মচারীগণের বাসা খরচ		২০৮৷৶০
তদারকী খরচ		২৯৷৶০
বাজে খরচ		৪৶৫
বিতরণের ঔষধ		২৮৷/৫
বিতরণের ধান্য খরিদ		৬০৴১০
আদিসমাজের রামনগর ভাণ্ডারে দান		১২॥৶১৫
বিতরণের কাপড় খরিদ		৫৫৸৴৫
		৫৭০৫৶৭॥
উদ্বৃত্ত		৭২৯৷৶৫
		৬৪৩৪॥৶১২॥

সাধারণব্রাহ্মসমাজের

স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকে একটী প্রধানতম ব্রত বলিয়া প্রথম হইতে অবলম্বন করিয়াছেন এবং বিবিধ উপায়ে ইহার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে, ঈশ্বরকৃপায় অতি অল্পকাল মধ্যে ইহার ক্ষুদ্র চেষ্টায় এবিষয়ে যেরূপ ফললাভ হইয়াছে, তাহা আশার অতীত। ইহার প্রচারকগণ কেবল বঙ্গদেশে নয়, উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আসাম প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মনাম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছেন। প্রচারকদিগের জন্য নানা স্থান হইতে এত আহ্বান পত্র আসিয়া থাকে যে, আমরা অনেকের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়া থাকি। আমাদিগের আশা, প্রচারক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া উপস্থিত অভাব ক্রমশঃ পূর্ণ করিবে। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে একটী শোচনীয় চিন্তা আমাদিগের অন্তরকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া থাকে—সেটী আমাদিগের প্রচার ফণ্ডের নিতান্ত হীনাবস্থা। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বৈষয়িক সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, আমরা অর্থাভাবে তাঁহাদিগের পরিবারগণের ভরণ পোষণের উপযুক্ত উপায় করিতে পারিতেছি না, এজন্য তাঁহাদিগের সমূহ ক্লেশ হইয়া থাকে। প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তৎপ্রযুক্ত বর্দ্ধিত ব্যয়ভার নির্ব্বাহের উপায় হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। উপ-

যুক্তরূপে প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে দূরবর্ত্তী স্থানে প্রচারক পাঠান চাই, স্থায়ীরূপে একার্য্য সম্পাদনার্থ এক এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট প্রচারক বহুদিনের জন্য নিযুক্ত করা চাই, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অভাব মোচনার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রচারকগণকে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা চাই, যেখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই, সেখানে তাহা প্রতিষ্ঠিত করা চাই, এতদ্ভিন্ন নানাবিধ পুস্তক পুস্তিকা, সাময়িক পত্র ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন দ্বারা সাধারণের মধ্যে জ্ঞান, সুনীতি ও ধর্ম্ম বিস্তারের পথ প্রসারিত করা আবশ্যক। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজের যেরূপ আয়োজন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সমগ্র পৃথিবীতে সমুদয় উপধর্ম্ম অপসারিত হইয়া একমাত্র সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা যখন আমাদিগের বিশ্বাস এবং সকল নরনারী এক অদ্বিতীয় পিতার পরিবার হইয়া একহৃদয়ে তাঁহারই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, ইহা যখন আমাদিগের আশা, তখন তাহা সফল করিবার জন্য আমাদিগের কত যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন! প্রচারের জন্য একটী উপযুক্ত স্থায়ী ফণ্ড এই কারণে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, এবং তৎসংগঠনার্থ ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয়গণের বিশেষ সহায়তা ও আর্থিক আনুকূল্য দানের প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা এ কার্য্য কম গুরুতর নহে। অতএব আশা করা যায়, সে কার্য্যে যেমন অনেক সহৃদয় ধর্ম্মোৎসাহী ভ্রাতা ভগিনী কেহ এক মাসের আয়ের টাকা দিয়া, কেহ অন্য প্রকারে সাহায্য করিয়া, যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন, এ কার্য্যেও সেইরূপ করিবেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য কখনও সাহায্যাভাবে বিনষ্ট হইতে দিবেন না, এই আশা করিয়া আমরা বর্ত্তমান গুরুতর কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

এই ফণ্ড স্থাপন সম্বন্ধে সাধারণব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রায় এক বৎসরকাল নানারূপ আলোচনার পর যাহাতে একবৎসর মধ্যে এই স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের সমুদয় টাকা টাকা সংগৃহীত হইতে পারে, সেইরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করাই স্থির করিয়াছেন।

কলিকাতা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়
১৮৮৫

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমত্যানুসারে
নিবেদক
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি
শ্রীদুকুড়ি ঘোষ সম্পাদক
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ ধনাধ্যক্ষ।
শ্রীগগনচন্দ্র হোম স্থায়ী প্রচার ফণ্ড কমিটীর সম্পাদক

বিজ্ঞাপন।

Discourse on nature and progress of Theism	„	2	„
Lecture on man	„	2	„
Brahmo Year Book 1876	„	12	„
„ 1877	„	12	„
„ 1878	1	„	„
„ 1879	1	„	„
„ 1880	1	„	„
„ 1881	1	8	„
„ 1882	1	„	„

বিজ্ঞাপন।

আমাদের নূতন প্রেসের কমিটী তাঁহাদের গত অধিবেশনে উক্ত প্রেসের নাম "ব্রাহ্ম মিসন প্রেস" রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করা এই প্রেসের উদ্দেশ্য সুতরাং ঐ নামটী তাহার অনুরূপ। এই প্রেসের দ্বারা দুই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য হইবে। [১ম] ইহা হইতে প্রচারোপযোগী পত্রিকা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রভৃতি মুদ্রিত হইবে। [২য়] ইহার লভ্যাংশের সমুদায় অর্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। জগদীশ্বর এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ করিবেন। এই প্রেসে যিনি যাহা কিছু মুদ্রিত করিবার জন্য দিবেন, তাহা যথাসময়ে ও যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট প্রণালীতে মুদ্রিত করিবার জন্য চেষ্টা করা যাইবে। অল্প কাজ লইব, কিন্তু যাহা লইব, তাহা ভাল করিয়া করিব, এই ভাবে এই প্রেসের কার্য্য চলিবে।

কার্য্য সম্বন্ধে চিঠিপত্র যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

আগামী ২০শে পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর ৪র্থ, ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। উপাসকমণ্ডলীর সভ্য মহোদয়গণ, যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন।

আলোচ্য বিষয়।

১ম। গত ত্রৈমাসিক আয় ব্যয় বিবরণ ও কার্য্য বিবরণ।
২য়। আগামী বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ।
৩য়। আগামী বৎসরের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠন।
৪র্থ। আগামী বৎসরের জন্য আচার্য্য মনোনয়ন।
৫ম। সভ্য মনোনয়ন।
৬ষ্ঠ। শ্রীযুক্তা নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ার পত্র পাঠ ও তৎসম্বন্ধে মীমাংসা।
৭ম। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী কার্য্যালয়। ১০ই পৌষ ১২৯২। — নিবেদক শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ। সম্পাদক।

আগামী ২১এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রি সাত ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম। বার্ষিক কার্য্য বিবরণ।
২য়। সভাপতির মন্তব্য।
৩য়। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ।
৪র্থ। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা গঠন।
৫ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম পরিবর্ত্তন ও সংশোধন সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভা যে সকল প্রস্তাব করিবেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা।
৬। সভ্য মনোনয়ন।
৭। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। ২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট। ২৮এ ডিসেম্বর ১৮৮৫ — শ্রীচুকড়ি ঘোষ। সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর মুল্যপ্রাপ্তি।

গত প্রকাশিতের পর।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল	কলিকাতা	॥০
„ „ গোবিন্দচন্দ্র বসু	„	॥০
„ „ শশিভূষণ বিশ্বাস	„	২॥০
„ „ ফনীন্দ্রমোহন বসু	„	১॥০
„ „ ভগবতীচরণ মল্লিক	কোচবিহার	২৲
„ „ জানকীনাথ সরকার	দ্বারভাঙ্গা	১৲
„ „ কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	১৲
„ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	২॥০
„ বাবু সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	হাজারিবাগ	২৲
„ „ মোহিনীমোহন রায়	কলিকাতা	॥০
„ „ আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	দানাপুর	৩৲
„ „ আনন্দমোহন বসু	কলিকাতা	২॥০
„ „ সুরেশচন্দ্র দেব	মোজাফরপুর	১৲
„ „ কালীকুমার ঘোষ	কলিকাতা	১৲
„ „ রজনীকান্ত গুহ	ময়মনসিংহ	৩৲
„ „ ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	॥০
„ „ হরকুমার রায় চৌধুরী	কলিকাতা	১৲
„ „ শ্রীশচন্দ্র দত্ত	হুগলি	৩৷৴০
„ „ দ্বারকানাথ শেঠ	কলিকাতা	২॥০
„ „ ভবানীনাথ বাগচি	টাঙ্গাইল	১৲
„ „ কালীপ্রসন্ন দত্ত	সৈয়দপুর	১৷০

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্ম মিসন্ যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। ১লা মাঘ বুধবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৬।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০
মফস্বল ৩৲
প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে উৎসবের দেবতা! মহোৎসব ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা সতৃষ্ণনয়নে তোমারদিকে চাহিয়া রহিয়াছি। কখন তোমার আদেশ হইবে ও প্রেমের নদী ধরাধামে অবতীর্ণ হইবে! তোমার জীবনপ্রদ শক্তির আবির্ভাব ব্যতীত আমাদের সহস্র চেষ্টাতেও কোন ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের সকল আয়োজন বৃথা হইবে, সকল উদ্যম নিরর্থক হইবে সকল পরিশ্রম বিফলে যাইবে, যদি তোমার সহিত আমাদের প্রাণের সংস্পর্শ না হয়। তোমার সন্তানগণ অধার্ত্ত ও চাতক হইয়া দিগ্ দিগন্ত হইতে চলিয়া আসিতেছেন। তুমি ত্বরায় উৎসব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, ত্বরায় আমাদের বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দাও, আমরা তোমার পুণ্যাশ্রমে ভক্ত পরিবার মধ্যে তোমাকে বিরাজিত দেখিয়া ধন্য হইয়া যাই। হে নবজীবন দাতা। উৎসবে পাপী যেন নবজীবন পায়; এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

একটী প্রদেশের জল বায়ু বিকৃত হওয়াতে সে প্রদেশের লোক বহুদিন হইতে জ্বর প্লীহা ও যকৃত প্রভৃতি রোগে ক্লেশ পাইতেছে। এমন গৃহ নাই যে গৃহে দুই পাঁচ জন পীড়িত নয়। একে ত সে প্রদেশের লোক দরিদ্র তাহাতে আবার রোগের চিকিৎসাদি করিতে করিতে তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। গৃহের উপার্জ্জক ব্যক্তিগণ রোগে জীর্ণ, শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া আর আশানুরূপ উপার্জ্জন করিতে পারে না। সে প্রদেশের দরিদ্রগণের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া রাজপুরুষদিগের বড় কৃপা হইল। তাঁহারা সেই প্রদেশে একজন চিকিৎসক ও প্রচুর ঔষধ প্রেরণ করিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, দরিদ্র দিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করা হইবে। এই ঘোষণাপত্র প্রচার হইবামাত্র দরিদ্রেরা দলে দলে সেই দিকে ধাবিত হইল। এক দিন প্রাতে গিয়া দেখি যে চিকিৎসালয়ের প্রাঙ্গণভূমি দীন জনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ বা বহুদিনের প্লীহা রোগে কদাকার, কেহ বা পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা অপর কোন ব্যাধিতে অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া গিয়াছে। এইরূপ শত শত ব্যক্তি সেখানে আসিয়াছে। যে চলিতে অসমর্থ তাহাকে অপেক্ষাকৃত সবল অপর এক ব্যক্তি ধরিয়া আনিয়াছে। কেহ যষ্টিতে ভর করিয়া বহু কষ্টে আসিতেছে। ঔষধ লইবার জন্য তাহারা যে সকল পাত্র আনিয়াছে, আরও চমৎকার। ঔষধ লইবার উপযুক্ত পাত্র তাহাদেরই, কাহারও হস্তে অতি পুরাতন মলিন একটী শিশি, কাহারও হস্তে একটী ভাঙ্গা পাথর বাটী, কাহারও হস্তে একটী সামান্য মৃন্ময় পাত্র। আমাদের উৎসবক্ষেত্র যেন সেই চিকিৎসালয়ের প্রাঙ্গণ ভূমির ন্যায়। সংসারাসক্তির দূষিত জল বায়ুতে বাস করিয়া নর নারীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে! আত্মার ধন ও সম্বল সমুদায় ফুরাইয়া গিয়াছে। অবশেষে দরিদ্রদিগের দুর্দশা দেখিয়া জগতের পরিত্রাতা এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি বিনামূল্যে, পাপরোগে জীর্ণ নর নারীর আত্মাকে রোগ মুক্ত করিবেন; তিনি দুরন্ত পাপ ব্যাধির ঔষধ দিবেন! এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাপিগণ তাঁহার উৎসব প্রাঙ্গণে সমাগত হইতেছে। যে ভাই এতদূর ভগ্ন ও দুর্ব্বল যে, চলিতে অসমর্থ তাহাকে ভাল বাসিয়া অপর দুইজন ভাই ধরিয়া আনিতেছেন। কিন্তু আমরা যে পাপব্যাধির ঔষধ লইবার জন্য আসিয়াছি, আমাদের হৃদয় পাত্রগুলির প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? দেখিবে হৃদয় পাত্র গুলি ভগ্ন ও মলিন, কিন্তু এই ভগ্ন ও মলিন পাত্রেই তাঁহার কৃপাবারি গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা তাঁহাকে বলিব "দীনবন্ধু আমরা ভাল পাত্র কোথায় পাই? কাঙ্গালের ঘরে ভাঙ্গা পাত্র ভিন্ন অন্য পাত্র নাই। এই পাত্রেই কৃপা করিয়া তোমাকে মুক্তিপ্রদ প্রেমবারি ঢালিয়া দিতে হইবে।" একান্ত অন্তরে এই কথা যদি তাঁহাকে বলিতে পারি, তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না।

উৎসবের জন্য প্রস্তুত হও।

এদেশে মধ্যে মধ্যে বন্যাতে গ্রাম জনপদ প্রভৃতি প্লাবিত হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে নদীর জলরাশি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে উভয় পার্শ্বস্থ বাঁধকে অতিক্রম করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামও জনপদ সকলকে প্লাবিত করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রাকৃতি তরুলতা সমুদয় জলে নিমগ্ন হইয়াগেল। কিছুকাল পূর্ব্বে যে হরিদ্বর্ণ ধান্যের ক্ষেত্র বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া নেত্রের তৃপ্তি বিধান করিতেছিল, তাহা জলতলে অদর্শন হইয়া গেল। প্রশস্ত প্রান্তর সকল, জলমগ্ন হইয়া সাগরের আকার ধারণ করিল;

পথ ঘাট জলমগ্ন হইয়া লোকের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল; দরিদ্রদিগের ঘরবার জলে ভাসিয়া গেল চতুর্দ্দিকে দরিদ্রদিগের আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল।

কিন্তু বন্যার জল বহুদিন থাকে না। তাহা আপনার কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়, তদ্দ্বারা ভূমির সরসতা ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, সমুদায় তরু লতা সরস ও সতেজ হয়। বন্যার জল দুই চারিদিন মধ্যে কমিয়া গেলে যদি তরু লতা গুলির অবস্থা দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি যে, বেতস বৃক্ষ, ধানের গাছ প্রভৃতি যে সকল তরু লতা সহজে মস্তক অবনত করে, তাহারা ভগ্ন হয় নাই; বরং নূতন জলে স্নান করিয়া নূতন কান্তি ধরিয়াছে, কিন্তু যে সকল তরু কঠিন ও সহজে মস্তক অবনত করে না, তাহাদের কাহারও শাখা প্রশাখা ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কেহ বা সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে তরুগুলি দণ্ডায়মান আছে, তাহাদেরও মস্তকে তৃণ, খড় কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা সকল আসিয়া লাগিয়াছে। তাহারা আবর্জ্জনার মুকুট পরিয়া দণ্ডায়মান আছে।

ঈশ্বরের প্রেমের স্রোত যখন প্রবাহিত হয় তখনও দুই শ্রেণীর লোকের দুই প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। যাহাদের প্রাণ কঠিন, যাহাদের মস্তক সহজে অবনত হয় না; কিন্তু অহঙ্কারে-তেই উচ্চ থাকে, দেখিতে পাই তাহারা প্রেমের স্রোতে পড়িয়াও উপকার পাওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় আবর্জ্জনার মুকুট মস্তকে পরিয়া দণ্ডায়মান থাকে। অভিমান, ঈর্ষ্যা, আত্মম্ভরিতা, বিদ্বেষ সংসারাসক্তি প্রভৃতি আবর্জ্জনা তাহাদের মস্তকের ভূষণ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের মস্তক সহজে নত হয়, যাঁহারা প্রেমের স্রোত আসিতেছে দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই মস্তক পাতিয়া দেন, অভিমান ও অহঙ্কার শূন্য হইয়া সেই স্রোতকে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই স্রোতে উন্মূলিত হন না, কিম্বা তাঁহাদের শাখা ছিন্ন ভিন্ন হয় না, পরন্ত তাঁহারা সেই পুণ্যজলে স্নান করিয়া নবকান্তি ধারণ পূর্ব্বক উন্নত হন।

উৎসবক্ষেত্রে প্রভু পরমেশ্বরের কৃপার স্রোত পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে বেতসবনের ন্যায় নমনশীল হইতে হইবে। হৃদয়ের অভিমান, ও সংসারাসক্তিকে বিদূরিত করিয়া নতশিরা হইতে হইবে। এই উৎসবের প্রধান আয়োজন, বাহিরের আয়োজন যাহা, তাহা কিঞ্চিৎ ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে সাধন করা যাইতে পারে। দশটী নিশান উড়াইয়াছি আর দশটী উড়াইতে পারি, অর্থব্যয় করিয়া দলে দলে বাদ্যকর আনিয়া সহরের মধ্যে হুলস্থূল করিয়া তুলিতে পারি; সহস্র সহস্র বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দলে দলে লোক একত্র করিতে পারি; কিন্তু আধ্যাত্মিক আয়োজন করাই কঠিন কথা। আমর হৃদয়ের যে নিকৃষ্ট ভাব থাকাতে প্রভুর কার্য্য সুচারুরূপে হইতেছে না; ভাই ভগিনীর সহিত আমার যোগ স্থাপিত হইতেছে না, সেই নিকৃষ্ট ভাবগুলি দূর করিবার জন্য কায়মন প্রাণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই আধ্যাত্মিক আয়োজন সম্পন্ন না হইলে, ঈশ্বরের কৃপার স্রোত প্রবাহিত অথচ তদ্দ্বারা আমাদের আত্মার কল্যাণ হইবে না। জগদীশ্বর করুন, এমন সময়ে যেন হৃদয় মনের দোষে বঞ্চিত না হই। আমি যেন তাঁহার প্রেমস্রোতের মধ্যে কঠিন হইয়া দণ্ডায়মান না থাকি।

ব্রাহ্ম-সেনা।

জয় লাভ করাই সৈন্যদিগের মূল মন্ত্র। যখন ভীষণ নিনাদে রণবাদ্য আরম্ভ হয়, তখন সেনাগণ এই মূল মন্ত্র প্রাণে ধারণ করত সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া শত্রুকুল বিনাশের জন্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। জয়লাভের আশা যদি তাহাদিগের প্রাণে না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই এই দুঃসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত না। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জয় লাভের আশা প্রাণে ধারণ করিয়া সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়। ভীরু, কাপুরুষ নিদ্রাপরায়ণ লোকদিগের দ্বারা জগতে কখন কোন মহৎব্যাপার সম্পন্ন হয় নাই। পৃথিবীতে যেমন দেখা যায়, বীরসেনাদিগের দ্বারাই রাজ্যের জয় হয় এবং দেশ রক্ষিত হইয়া থাকে, তেমনি ধর্ম্মবীরদিগের দ্বারা পুরাতন কুসংস্কারের দুর্গ সকল ভগ্ন হয় এবং সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেনা হইতে হইলে যেমন কতকগুলি লক্ষণ থাকা আবশ্যক, ধর্ম্ম রাজ্যের সেনা হইতে হইলেও তেমনি কতকগুলি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইতে হয়। সে সব লক্ষণ কি, নিম্নে বলা যাইতেছে।

১ম। দেখা যায় সেনাগণ সেনাপতির আদেশ পালনে কেমন তৎপর। সেনাপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলাই তাহাদিগের জীবনের ব্রত। সেনাপতি যখন যাহা আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে। সেনাপতি যদি বলেন, এই নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া অমুক স্থানে গমন কর, সেনাগণ তৎক্ষণাৎ সেনাপতির আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সেই কণ্টকাকীর্ণ এবং বিপদ সঙ্কুল স্থান দিয়া গমন করিবে। সেনাপতি যদি মরিতে বলে তাহারা মরিবে, সেনাপতির এইরূপ প্রতিজ্ঞায় তাহারা আবদ্ধ হইয়াছে। পৃথিবীর সমর ক্ষেত্রে যেমন সৈন্যগণ এইরূপ ভাবে সেনাপতির আদেশ পালন করে, ধর্ম্মসংগ্রামে যাহারা প্রবৃত্ত হয় তাহারাও এইরূপ পরমেশ্বরকে একমাত্র সেনাপতি জানিয়া সমুদয় কার্য্য তাঁহারই আদেশে পালন করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর যাহা বলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিয়া থাকেন। তিনি কোনও ফলাফল গণনা করেন না। পরমেশ্বর যদি বলেন যে, তুমি এই জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে ঝম্পপ্রদান কর তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করেন। পৃথিবীর সেনাপতির আদেশ পালনই যেমন জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য এবং তাহা না করিলে যেমন কোন ব্যক্তি সেনা পদবাচ্য হইতে পারে না, তেমনি পরমেশ্বরের আদেশপালন করা যে ব্যক্তি জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করেন তিনি কখনও প্রকৃত ধার্ম্মিক অথবা ধর্ম্ম-রাজ্যের সেনা হইতে পারেন না।

২য়। সেনাদিগের দ্বিতীয় লক্ষণ নির্ভীকতা। সেনারা ভয় শূন্য। যাহার প্রাণে ভয় আছে তাহার সাধ্য কি যে,সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? চারিদিক হইতে রশ্মিমাবর্ণ কামানের গোলা বৃষ্টি হইতেছে, গভীর রণবাদ্যে গগন কম্পিত হইতেছে আর নির্ভীক সেনাগণ বক্ষস্থল পাতিয়া সেই সকল গোলাধারণ করিতেছে আর অগ্রসর হইতেছে। এই ভীষণ সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া, যাহারা আপনাপন কর্ত্তব্য সাধন করে তাহারা কতদূর সাহসী, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কি তেজ, কি উৎসাহ আর কি পরাক্রমই ইহারা প্রকাশ করিয়া থাকে! ধার্ম্মিক সেনা এইরূপ ভয়; শূন্যসংসারের চারিদিক হইতে নিরন্তর উৎপীড়নের বাণ ও অত্যাচারের গোলাগুলি তাঁহার মস্তকের উপর বর্ষিত হইতেছে আর তিনি নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ধার্ম্মিক সেনা এইরূপ নির্ভয় ও সাহসী।

৩য়। সৈন্যদিগের তৃতীয় লক্ষণ "স্বার্থত্যাগ"। তাহারা যাহা কিছু করে রাজাকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য, তাহারা যদি প্রাণ দিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে রাজার মুকুট উজ্জ্বল হইবে রাজার রাজ্য বিস্তীর্ণ হইবে, রাজার নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইবে। রাজার নাম গৌরবান্বিত করা তাহাদিগের জীবনের একটি প্রধান ব্রত। ধার্ম্মিক সেনাও যাহা করেন সে সকলই পরমেশ্বরের নাম মহিমান্বিত করিবার জন্য। তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না। তিনি যদি ধর্ম্মসংগ্রামে জয় লাভ করেন, সে গৌরব তিনি পরমেশ্বরেতেই অর্পণ করিয়া থাকেন! কেহ যদি তাঁহার সুখ্যাতি করে, তিনি সে জয় পরমেশ্বরকেই প্রদান করিতে বলেন। এইরূপ ধার্ম্মিক সেনা সকল কার্য্য পরমেশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করিবার জন্যই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

৪র্থ। সেনাদিগের চতুর্থ লক্ষণ ধৈর্য্য। আমরা শুনিয়াছি যুদ্ধের পর যখন এক একটি আহত সৈন্যকে শিবিরে লইয়া যাওয়া হয় তখন তাহারা প্রায় যাতনার লক্ষণ প্রকাশ করে না, বিশেষরূপে আর্ত্তনাদ করিয়া গভীর বেদনার পরিচয় দেয় না কিন্তু শান্ত ও ধীরভাবে সকল কষ্টই বহন করিয়া থাকে। যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়া যাইতেছে অথচ বাহিরে সে দারুণ যন্ত্রণার কিছুমাত্র পরিচয় দেয় না। এরূপ ধৈর্য্য আশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মবীরেরও লক্ষণ ঐরূপ। তাঁহারা লোকের নিকট উৎপীড়িত ও অপমানিত হইয়াও অনেক সময় নীরবে সে সকল বহন করিয়া থাকেন। কোন একজন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াছেন, "যখন উপবাস করিবে তখন মুখকে তৈলাক্ত করিয়া রাখিবে" পরমেশ্বরের সাধু ভক্ত সন্তানেরাও জলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও পূর্ণানন্দ পরমেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রফুল্ল ও আনন্দ মনে সকল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্ম! তুমি যদি প্রকৃত সেনা হইতে চাও তবে সেনাপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, পাপ কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও এবং নির্ভয়ে সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন মস্তক পাতিয়া বহন কর; নিজের মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া পরমেশ্বরের নামের গৌরব বিস্তার কর এবং অত্যাচারের অনলের মধ্যে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া পরব্রহ্মের জয় ঘোষণা কর। যদি তুমি এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হও তবেই জানিবে যে, তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মসেনা হইবার উপযুক্ত হইয়াছ।

খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস।

(২)

পূর্ব্বপ্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে যে, অভিষিক্তেরা তাহাদের স্ব স্ব সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আনিয়া প্রেরিতদিগের নিকট সমর্পণ করিয়াছিল এবং প্রেরিতেরা সেই ন্যস্ত সম্পত্তি মণ্ডলীমধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে এনেনিয়েস্ নামক একব্যক্তি আপন সম্পত্তির কিয়দংশ প্রেরিতদিগকে না দিয়া আপনার জন্য লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। পিটার তাহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে বিশেষরূপ তিরস্কার ও তাড়নাদি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তুমি যে এই অপরাধ করিয়াছ তাহা মনুষ্যের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। এনেনিয়েস্ আপনার এই স্বানুষ্ঠিত কপটাচরণের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ ও ক্ষোভে মুহ্যমান হইলেন, এবং পিটারের তিরস্কার অপমানেতে নিতান্ত ঘৃণিত বোধ করিতে লাগিলেন। বাইবেলে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি পিটরের পদতলে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সেই হতভাগ্য ব্যক্তির স্ত্রী সেফেরিয়ারও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। এই ঘটনা সন্দর্শনে মণ্ডলীস্থ লোকেরা চমকিত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে খৃষ্টশিষ্যেরা পুনরায় উৎপীড়কদিগের হস্তে পতিত হইলেন। উৎপীড়কদিগের মধ্যে অধিকাংশ, প্রধান পুরোহিত শাসনকর্ত্তা এবং স্যাডিউসিস্ শ্রেণীস্থ লোক থাকিত; তাঁহারা তাহাদিগকে কারাগার মধ্যে আবদ্ধ করিলেন। এদিকে রজনীযোগে স্বর্গীয়দূত আসিয়া বন্দীশালার দ্বার মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন—"তোমরা মন্দিরে গিয়া প্রচার কর" তাঁহারা দূতের নিদেশক্রমে মুক্ত হইয়া প্রাতঃকালে মন্দিরে গিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষেরা দেখিলেন যে তাহারা পলায়ন করিয়াছে, তখন তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদিগকে মন্দিরে দেখিতে পাইল। তৎপরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লইয়া গেল। তখন বিচার সভামধ্যে প্রধান যাজক উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "আমি কি তোমাদিগকে আদেশ প্রদান করি নাই যে, তোমরা এই নাম প্রচার করিও না" পিটার এবং অন্যান্য প্রেরিতেরা তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে "আমরা মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের নিকট অধিকতর বাধ্য" এতদ্ভিন্ন বিচারকদিগের সহিত তাঁহাদিগের আরও অনেক কথা হইয়াছিল। বিপক্ষেরা সেই অশিক্ষিত অসহায় ব্যক্তিদিগের তেজোগর্ভ বাক্য সকল শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, এবং এমন কি তাহাদিগকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইল। ইতি

মধ্যে তাঁহাদের ভিতরে গ্যামেলিয়েল নামক একজন পণ্ডিত শিক্ষিত ব্যক্তি উত্থিত হইয়া নানা প্রকারে বিপক্ষদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। তখন বিচারকেরা সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রেরিতদিগকে মুক্তি দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যেন তাহারা আর খ্রীষ্টের নাম প্রচার না করে। বলা বাহুল্য প্রেরিতেরা এই আজ্ঞার সম্পূর্ণরূপ বিরোধাচরণ করিতে লাগিল। সত্যের প্রতি প্রকৃত অনুরাগের কি আশ্চর্য্য শক্তি, মানুষ শত সহস্র বাধা প্রতিবন্ধকের ভিতরে পতিত হউক, এমন কি তাহার পরমপ্রিয় জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন হউক তথাপি সে যাহা একবার সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা কোন রূপেই পরিত্যাগ করিবে না। খ্রীষ্টমণ্ডলী বার বার বিপক্ষ হস্তে পতিত ও উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন, তথাপি পূর্ব্বাপর সেই একই কথা। এই সময়ে তাঁহাদিগের সমাজ মধ্যে জুশ ও গ্রীকদিগের সহিত কোন বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সেই বিরোধনিরাকরণ এবং সুবন্দোবস্ত স্থাপনের জন্য ষ্টিফেন প্রভৃতি সাত জন বিশুদ্ধচরিত্র বিবেচক লোককে কর্ম্মচারী (deacon) নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের মধ্যে ষ্টিফেন একজন প্রকৃতবিশ্বাসী এবং ঈশ্বরানুপ্রাণিত লোক ছিলেন। বিপক্ষদিগের কোন ভজনালয়ের লোকেরা ষ্টিফেনের সহিত বিসম্বাদ উপস্থিত করিল, এবং কতকগুলি লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে একজন ঈশ্বর নিন্দাকারী লোক বলিয়া স্যানহিড্রিম (Sanhedrim) নামক প্রধান বিচারসভার সম্মুখে অভিযুক্ত করিল। ঐ নীচান্তঃকরণ মিথ্যা সাক্ষিদাতারা বলিতে লাগিল, আমরা শুনিয়াছি এই ব্যক্তি বলিয়াছে যে, "নাজারথীয় যিশু এই প্রদেশ ধ্বংস করিবেন এবং মুশার প্রবর্ত্তিত বিধিসকলের পরিবর্ত্তন করিবেন" অবশেষে বিচারকেরা নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া এই মহাত্মার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং লোষ্ট্র নিক্ষেপ দ্বারা পশুপ্রকৃতি মনুষ্যেরা ষ্টিফেনকে হত্যা করিল। ষ্টিফেনের হত্যাকারী ব্যক্তিরা হত্যার সময়ে আপনাদিগের বস্ত্রাদি এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়াছিল সে ব্যক্তির নাম সল। সল একজন কার্য্যদক্ষ সুশিক্ষিত পণ্ডিত লোক ছিলেন, ইনি জেরুসালেম নগরে শিক্ষিত এবং এই ব্যক্তিই পরে সেণ্টপল নামে বিখ্যাত হয়েন, ষ্টিফেনের মৃত্যুর পরে সল বিশেষ ভাবে মণ্ডলীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন; তিনি প্রতিগৃহে গমন করিয়া পুরুষ ও রমণীদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন তাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য। ইতি মধ্যে সল একদিন শুনিলেন যে, কতকগুলি খ্রীষ্টান ডামস্কাস্ নগরে গমন করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য ডামস্কাস্ যাত্রা করিলেন। গমন করিতেছেন অকস্মাৎ পথিমধ্যে এক বিস্ময়াবহ ঘটনা উপস্থিত হইল। তিনি ডামস্কাসের নিকট বর্ত্তী হইয়াছেন এমন সময়ে আকাশ হইতে তেজোময় আলোক পুঞ্জ তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া পড়িল এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি শুনিতে পাইলেন যে,কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে "সল সল কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করিতেছ" ? সল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "হে প্রভু তুমি কে" তখন উত্তর হইল "আমি যিশু যাহাকে তুমি নির্যাতন করিতেছ" সল এই অসম্ভবনীয় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে কম্পিত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন; এবং তাহার সহচর ব্যক্তিরা স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তাহারা শব্দ শুনিতে পাইল, কিন্তু মনুষ্য দেখিতে পাইল না। সল্ উত্থিত হইয়া ডামস্কাসে গমন করিলেন এবং তথায় নিরাহারে অবিশ্রান্ত প্রার্থনার সহিত তিন দিবস যাপন করিলেন। তিন দিবস অতীত হইলে এনেনিয়স নামক একজন শিষ্য শান্তির সমাচার লইয়া তাহার নিকট গমন করিল। বাইবেলে উল্লিখিত আছে যে, এনেনিয়স্ ঈশ্বরের দ্বারা আহূত হইয়া সলের নিকটে গমন করেন। তিনি সলের নিকটে গমন করিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রভুর নামে অভিষিক্ত করিলেন। সলের হৃদয় পবিত্রাত্মা দ্বারা পূর্ণ হইল, তাহার শরীর মনের সকল প্রকার পাপ এবং মলিনতা বিধৌত হইয়া গেল; এবং তিনি মণ্ডলীভুক্ত হইয়া সমাজের কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন এই সময়েই তাঁহার নাম-সলের পরিবর্ত্তে সেণ্টপল হইল। এইরূপে পৃথিবীর ধর্ম্মবীরদিগের অগ্রণী পলের অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্যশক্তি! সল অকুতোভয়ে জেণ্টাইলদিগের* মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি কিছুদিন পরে জেরুজালেমে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পর কিছু কালের জন্য তাহাদিগের সমাজ মধ্যে শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। শান্তি এবং সুশৃঙ্খলার সহিত তাহাদিগের দিন অতিবাহিত হইতেছে এমন সময়ে তাহাদিগের উপর হেরোদ রাজার অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। তিনি শাণিত তরবারির দ্বারা জেবিডির পুত্র জেমস্‌কে হত্যা করিলেন। পিটার রক্ষীবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কারাগারে বন্দীকৃত হইলেন। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন পৃথিবীর কুসংস্কারাপন্ন সত্যবিদ্বেষী লোকেরা কি ভীষণ প্রকৃতির। তাহাদের চরিত্রে পাশবচ্ছবি প্রতিফলিত, হৃদয়ক্ষেত্র স্বার্থান্ধতা ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ এবং তাহাদিগের কার্য্য রাক্ষস অপেক্ষাও জঘন্য, পশুর অপেক্ষাও ঘৃণিত। এই ধনসম্পদ বিহীন অসহায় খ্রীষ্ট শিষ্যদিগের প্রতি কি নৃসংশ অত্যাচার, বার বার অত্যাচারে তাহাদের ক্ষোভ মিটিতেছে না, তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিয়াও পিসাচদিগের রুধির তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইতেছে না। সত্যপ্রাণ ঈশ্বরের সেবক পিটর বন্দীশালা মধ্যে দুঃখ বিষাদে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিন রাত্রিতে স্বর্গীয় দূত আসিয়া কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পিটার তখন মার্কের জননী মেরির গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই স্থানে বহুসংখ্যক খ্রীষ্টশিষ্যেরা সম্মিলিত হইয়া প্রার্থনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহারা পিটারকে সমাগত দেখিয় বিস্ময়াপন্ন ও আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল।

ক্রমশঃ—

* য়িহুদী ভিন্ন অপর জাতিকে তখন জেণ্টাইল (Gentile) বলা হইত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

১৮৮৫।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিগত তিন মাসে নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত শারদীয় বন্ধের সময় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের অধিকাংশ স্থানান্তর গমন করাতে ২।৩ বার সভার নিয়মিত অধিবেশন হইতে পারে নাই। তদ্ভিন্ন প্রতি সপ্তাহে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিয়মিত অধিবেশন হইয়াছে।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—স্থায়ী প্রচার ফণ্ড সম্বন্ধে নির্ব্বাহক সভা প্রায় বৎসরাবধি নানা প্রকার আলোচনার পর এই ফণ্ড সংস্থাপনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। প্রথমতঃ স্থির হয় ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধুগণ হইতে তাঁহাদের এক মাসের আয় এই কার্য্যে পাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইবে এবং প্রতি মাসে শতকরা এক টাকা হিসাবে দাতব্য সংগ্রহ করা হইবে। কিন্তু মফস্বলস্থ বন্ধুগণের পরামর্শে এবং অন্যান্য কারণে দাতব্য সংগ্রহের সে প্রণালী পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এক বৎসরের মধ্যেই সেই দাতব্য সংগ্রহ করা উচিত বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রার্থনাপত্র এবং অনুষ্ঠান পত্র শীঘ্রই মফস্বলস্থ সমাজ সকলের সম্পাদক এবং হিতৈষীবন্ধু এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেন্টগণের নিকট প্রেরিত হইবে। কলিকাতাতেও শীঘ্র একটী সভা আহ্বান পূর্ব্বক দান সংগ্রহের চেষ্টা করা যাইবে।

পরলোকগত বাবু প্রমদাচরণ সেন মহাশয় স্বীয় উইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যে তিন শত টাকা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যান। তদনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে তিন শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সেই টাকা স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের জন্য রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা আমাদের পরলোকগত বন্ধুর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রচারক ভবন—প্রচারকগণের বাসের জন্য যে দুইটী সামান্যরূপ বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত এখনও প্রায় ১২০০ টাকা ঋণ রহিয়াছে। এই ঋণ পরিশোধের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী সবকমিটি গঠিত করিয়া,তাঁহাদিগকে ঋণ পরিশোধের উপায় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কমিটি এজন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া প্রার্থনা পত্র পাঠাইতেছেন।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য পত্র আসিয়াছিল।

কুমারখালি, মানিকদহ, লাহোর, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর, গিরিধি, কৈখালি, কাঁথি, চন্দ্রবেড়ে, বোলপুর, কোচবিহার, বাগেরহাট।

প্রচার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ বিগত তিন মাসে নিম্নলিখিতরূপে প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মানিকদহ ব্রাহ্মসমাজের শারদীয় উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। কোন্নগর অবস্থিতি কালে তথাকার সামাজিক উপাসনা করেন। এক দিবস কলিক্যাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে সামাজিক উপাসনা করেন এবং বাঁশবেড়ে ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ট্রাষ্টডিড প্রস্তুতের সাহায্য করেন। সম্প্রতি থিওডোর পার্কারের জীবন-চরিত লিখিতে ব্যস্ত আছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে দুর্ভিক্ষের কার্য্য শেষ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। নলহাটিতে অবস্থানকালে তত্রত্য বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা উপাসনাদি করিতেন। দুর্ভিক্ষের কার্য্য শেষ করিবার সময় সেখানে যে উৎসব হয় তাহাতে উপাসনা এবং বক্তৃতাদি করিয়াছেন। "বাগেরহাট ভিখারী সম্প্রদায়ের" উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া উৎসবের উপাসনাদি করেন এবং কৈখালি ব্রাহ্মসমাজে উৎসবে গমন করেন। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে মধ্যে মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে সামাজিক উপাসনা করেন। সম্প্রতি বোয়ালিয়া এবং কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—যখন পশ্চিমে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন, তখন কাশি নগরে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপর ঢাকা গমন করিয়া তত্রত্য সমাজের সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিকোৎসব সম্পন্ন হইবার সহায়তা করিয়াছেন এবং সেই উৎসবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—নিম্নলিখিত কার্য্য সকল করিয়াছেন (১ম) সংহিতা শ্রেণী—এই শ্রেণীতে কতকগুলি ধর্ম্মশিক্ষার্থী যুবক অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম সংহিতা পাঠ করিয়া থাকেন। বিগত তিন মাসের মধ্যে ইঁহাদের ৭ বার অধিবেশন হইয়াছে এবং ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সংহিতা গ্রন্থখানি পড়িয়া শেষ করিয়াছেন। (২য়) লাহোর সহরের হিন্দুস্থানী সমাজ—লালা বেণীপ্রসাদ নামক একজন পদস্থ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মের ভবনে হিন্দুস্থানীদিগের জন্য এই সমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। বিগত তিন মাসের মধ্যে চারিবার উক্ত সমাজে তিনি উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। (৩য়) পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ—এখানে দুই রবিবার উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। (৪র্থ) বক্তৃতা—পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ গৃহে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রথমটী "নিষ্কাম কর্ম্ম" বিষয়ে, দ্বিতীয়টী "মুক্তির নিয়ম মানব সাধারণের জন্য" বিষয়ে। (৫ম) ব্রাহ্মধর্ম্ম দীক্ষা—পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের বিগত সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় তিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। প্রথম জনের নাম শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জনের নাম ডাক্তার গিরিধারি লাল, তৃতীয় ব্যক্তির নাম পণ্ডিত সরস্বতী-সহায়। ১ম ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাশ্রিত ছিলেন। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি পঞ্জাব নিবাসী, তাঁহারা উভয়ে

জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। (৬ষ্ঠ) সুরাপান নিবারিণী সভা—তিনি উক্ত সভার সম্পাদক। বিগত ২৫ এ নবেম্বর উক্ত সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। তাহাতে তিনি বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণ উপস্থিত করেন। একাদশ জন নূতন সভ্য এই সভায় মনোনীত হয় এবং সভার দুইটী শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে। (৭ম) মফস্বলের কার্য্য—বিগত তিন মাসের মধ্যে তিনি গুজরানওয়ালা ও নাভা এই দুইটী স্থানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। গুজরানওয়ালাতে তিন দিন ধর্ম্মালোচনার্থ সভা হয় ও তিনটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। এই সকল বক্তৃতাতে ৫০০ হইতে সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিল। নাভাতে তাঁহার কার্য্য বিশেষ সফল হইয়াছে। তিনি যে দিন নাভাতে পৌছেন, সে দিন নাভার মহারাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মহারাজার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে অনেক কথা হয়। কথাবার্ত্তাতে দেখা গেল, মহারাজার মত সকল অতি উদার। সেখানে তিনটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়, তাহাতে রাজধানীর বড় বড় লোক, সন্ন্যাসী, সাধারণ লোক প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিল। মুদ্রাঙ্কন—ধর্ম্মজীবন নামক মাসিক পত্রিকা রীতিমত প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নিম্ন লিখিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন—(১) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, লোকদিগের অবস্থা ও তাহাদের বিরুদ্ধ ভাব—উর্দ্দূ ভাষাতে লিখিত, (২) সত্য ও মিথ্যা সন্ন্যাস, উর্দ্দূ ভাষাতে লিখিত। (৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও মূল মত উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত। (৪) আধ্যাত্মিক জীবন—এই গ্রন্থ প্রায় তিন শত পৃষ্ঠা পরিমিত, উর্দ্দূতে লিখিত। (৫ম) ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও মত হিন্দিতে লিখিত। (৬) ঐ পুস্তিকা গুরুমুখী ভাষাতে লিখিত।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—বিগত তিন মাসের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া ছাত্রসমাজ ও হিতসাধকমণ্ডলীর কার্য্য নিয়ম পূর্ব্বক সম্পাদন করিয়াছেন, অধিকাংশ সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার এবং তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। মফস্বলের কার্য্যের মধ্যে পূজার বন্ধের সময় একবার মাণিকদহে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে শারদীয় উৎসবে গমন করেন এবং উপাসনা ও বক্তৃতাদির দ্বারা উৎসব নির্ব্বাহ বিষয়ে সাহায্য করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যার বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য আহূত হইয়া লাহোরে গমন করেন। সেখানকার সমাজের উৎসব উপলক্ষে ইংরেজীতে একটী বক্তৃতা করেন। চক্রবেড়ে এবং কৈখালি সমাজের উৎসবে গমন করেন। আরও অনেক সমাজ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আর কোথাও যাইতে পারেন নাই।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া পুনরায় উত্তরবঙ্গে গমন পূর্ব্বক নাটোর, সৈদপুর, জলপাইগুড়ি, সদ্যপুষ্করিণী, কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন এবং পাবনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া, তথাকার বার্ষিকোৎসব সম্পন্ন হইবার সহায়তা করিয়াছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—শারদীয় বন্ধের সময় কলিকাতায় থাকিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে যে বিশেষ উপাসনা হয়, তাহার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বোলপুর ও কাঁথি গমন করিয়া তথায় বক্তৃতা ও উপাসনা করিয়াছেন এবং কলিকাতায় অবস্থিতিকালে ছাত্রোপাসক সমাজ, রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ে উপাসনা করিয়াছেন এবং শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মবন্ধু পত্রিকা সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি কুমারখালি অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২ জন সভ্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য এবং ঢাকাস্থ বন্ধু বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গত শারদীয় বন্ধের সময় বিক্রমপুরে গমন করিয়া উপাসনা সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

উপাসনালয়—উপাসনালয় সংস্কার করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উপাসক-মণ্ডলী সেই কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেছেন। অতি সত্বর এই কার্য্য শেষ হইবে। মন্দির সংস্কার কার্য্যে ৭ শত টাকার উপরে ব্যয় পড়িবে। উপাসনালয়ের সম্মুখস্থ বারেন্দা না হওয়ায় মন্দির অঙ্গহীন ও সৌষ্ঠবহীন রহিয়াছে এবং এখনও মন্দিরের জন্য প্রায় এক হাজার টাকা দেনা আছে। যাঁহারা মন্দির নির্ম্মাণের সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে আপন আপন দেয় পরিশোধ করিলে আমাদের এ ঋণও থাকে না এবং বারেন্দাটীও সম্পন্ন হইতে পারে।

পুস্তক প্রচার—ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ব্রাহ্মসমাজে আমার পরীক্ষিত বিষয়, প্রকৃত বিশ্বাস, সাথী, ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী, গ্লিম্‌স অব দি নিউ লাইট। পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে। উৎসবের পূর্ব্বে আর দুই খানা ইংরেজি এবং এক খানা বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ১৮৮৬ সালের ব্রাহ্মপকেট এলমানেক প্রস্তুতের জন্য বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি ভারার্পণ করা হইয়াছে। শীঘ্রই পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

উপাসকমণ্ডলী—উপাসকমণ্ডলীর রবিবাসরিক উপাসনা নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, শশিভূষণ বসু মহাশয়গণ এই তিন মাসে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। উপাসকমণ্ডলী মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন।

হিতসাধকমণ্ডলীর কার্য্য নানা কারণে গত তিন মাসে ভাল রূপে চলে নাই। প্রথমতঃ বন্ধোপলক্ষে অনেকেই বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে ছাত্রগণের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সকলে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই।

তাঁহাদের নিয়মিত কার্য্যের মধ্যে নৈশবিদ্যালয়ের কার্য্য চলিয়াছিল। প্রতি মঙ্গলবার সংকীর্ত্তন এবং রবিবারে মধ্যে মধ্যে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়—গত তিন মাসে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের কার্য্য বিশেষ সুশৃঙ্খলরূপে চলিয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এবার তিনটী শ্রেণী খুলিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং মহিলাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলা হইয়াছে। এই ২য় শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পড়ান হয়। এখন রেজিষ্টারিতে ছাত্রসংখ্যা ৭৫ জন আছে। আগামী জানুয়ারি মাসে শিক্ষা কমিটীর প্রবর্ত্তিত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। কলিকাতা এবং মফস্বল হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫টী ছাত্র পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে পারে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই কার্য্যের জন্য আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে ৩০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এজন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক এবং পরীক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাত্র সমাজ—বিগত তিন মাসের ১ মাস শারদীয় বন্ধোপলক্ষে সমাজের কার্য্য স্থগিত ছিল। এই মাসে 'পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত' 'জ্ঞান ও পবিত্রতা' 'বিশ্বাসের ভূমি' 'আধ্যাত্মিক বলের মূল কারণ' আত্মসংযম, বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বাসীদিগের কর্ত্তব্য ইত্যাদি কয়েকটী বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। দুই এক দিন বৃষ্টি হওয়ায় বিজ্ঞাপিত বক্তৃতা হইতে পারে নাই। ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল।

রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের কার্য্য গত বন্ধোপলক্ষে ৩ সপ্তাহ বন্ধ ছিল। তৎপরে নিয়মিতরূপে ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

পুস্তকালয়—বাবু শশিভূষণ বসু বি,এর হস্তে পুস্তকালয়ের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। এখন সাধারণের জন্য পুস্তকালয় খোলা হইয়াছে। কিন্তু পাঠকের সংখ্যা অতি কম।

দুর্ভিক্ষ—বিগত কার্ত্তিক মাসে নলহাটীর দুর্ভিক্ষের সাহায্য কার্য্য শেষ করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তদ্দারা নদীয়া জিলার জলপ্লাবনে পীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করা স্থির হইয়াছিল এবং স্থানীয় লোকের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য বাবু গোপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার মহাশয়দিগকে পাঠান হয়, তাঁহারা জানাইয়াছেন লোকের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এখন সাহায্য করার তত প্রয়োজন নাই। ইহার পর মাঘ মাসের শেষ কিম্বা ফাল্গুন মাসে তাহাদের জন্য সাহায্যের আবশ্যক হইতে পারে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দুর্ভিক্ষের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবেন স্থির করিয়াছেন।

নিয়মাবলী—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—১মতঃ—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন। একমাত্র পবিত্র স্বরূপ পরব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠা করা, বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং ধর্ম্মসাধনা দ্বারা পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে পরস্পরেরসহায়তা করা, সমবেত চেষ্টাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন করা, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা, ব্রাহ্মমণ্ডলী ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের মত গ্রহণ পূর্ব্বক সমাজসংক্রান্ত সকল কার্য্য সাধন ও তদ্দারা ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা এবং এই সকল উদ্দেশ্য প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া আবশ্যক মতে সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহকারিতা করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য।

২য়তঃ—২য় নিয়মে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে [যাঁহারা ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্বে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপর দিকে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞান কিম্বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না।] আর "উক্ত অর্থ সাহায্য বার্ষিক আট আনার ন্যূন হইবে না" এই অংশ উঠিয়া যাইবে।

৩য় নিয়মে "অপর সভ্য দ্বারা অনুমোদিত হইলে অধিকাংশের আপত্তি না থাকিলে সভ্যরূপে মনোনীত হইতে পারিবেন।"

৮ম নিয়মের নিম্নের প্যারা [কর্ম্মচারীগণ—পারিবেন না পর্য্যন্ত] ১৩শ নিয়মের শেষ ভাগে উঠিয়া যাইবে।

২০শ নিয়মে অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

৩৩শ নিয়মে—যে যে সমাজ এই নিয়মের স্থানে "এই সকল নিয়মাধীন হইবে" এইরূপ হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য কার্য্য সুশৃঙ্খলার জন্য এপর্য্যন্ত যে সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে [উপাসকমণ্ডলীর নিয়ম, মন্দিরে অনুষ্ঠানের নিয়ম প্রভৃতি] সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক একখানা নিয়মাবলী পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

পত্রিকা—তত্ত্বকৌমুদী—পূর্ব্বানুরূপ চলিয়াছে। মেসেঞ্জারের জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা স্থির করিয়াছেন আগামী মাঘোৎসবের পর হইতে পত্রিকার আকার আর এক ফরমা বৃদ্ধি করিয়া বিজ্ঞাপনাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক যাহাতে আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিবেন। মেসেঞ্জারের আয়ের অবস্থা এখনও সন্তোষজনক নহে।

উৎসবের কার্য্যপ্রণালী—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিতরূপে আগামী ষট পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উৎসবের সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য একটি সবকমিটি গঠিত হইয়াছে।

১লা মাঘ—প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাস সকলে পারিবারিক উৎসব এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা সায়ংকালে বুদ্ধচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২রা মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনালয়ে উপাসনা, সায়ংকালে মহম্মদ চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩রা মাঘ——ঐ—— ঐ——সায়ংকালে ঈশা চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ——ঐ—— ঐ, সায়ংকালে রামমোহন রায়, চৈতন্য নানক এবং কবির সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, অপরাহ্নে শ্রমজীবিদিগের উৎসব এবং নিয়মিত উপাসনা।

৬ই „ ঐ উপাসনা অপরাহ্নে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব।

৭ই „ „ „ ছাত্রোপাসক সমাজের উৎসব।

৮ই „ „ ছাত্রসমাজ এবং রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়ের উৎসব এবং বালক-বালিকা সম্মিলন।

৯ই—ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।

১০ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা অপরাহ্নে নগরসঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা।

১১ই মাঘ—ব্রহ্মোৎসব।

১২ই মাঘ—উদ্যান সম্মিলন। রাত্রিতে উপাসনা।

১৩ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, অপরাহ্নে ব্রাহ্মসম্মিলন।

১৪ই মাঘ—হিতসাধক মণ্ডলীর উৎসব।

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

আয়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বার্ষিক	১১২॥০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মাসিক	৪৩৸০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এককালীন	১৫॥০
প্রচার বার্ষিক	১০৸০
প্রচার মাসিক	৩৩৩৸০
প্রচার এককালীন	৭১।০
প্রচারের জন্য প্রাপ্ত চাউলের মূল্য	২০৸৫
শুভকর্ম্মের দান	১১৲
পাথেয় হিসাবে	১০৲
কর্ম্মচারীর বেতন হিসাবে তত্ত্বকৌমুদী ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	১৬৲
সিটী কলেজ হইতে দান প্রাপ্ত	৮২৲
স্থায়ী প্রচার ফণ্ড	৫১০৲
	১২৩৭।৫
গচ্ছিত হিসাব	২২২।৶৫
হাওলাত হিঃ	৭৩৲১৫
	১৫৩২৸৫
পূর্ব্ব স্থিত	২০৸৫
মোট	১৫৫৩॥১০

ব্যয়

প্রচার ব্যয়	৪৮৩৸
কর্ম্মচারীর বেতন	১৩৮॥৫
কমিসন	॥৶১৫
ডাকমাশুল	৭৴৫
বিবিধ	৬।৶১৫
স্থায়ী প্রচার ফণ্ড হিঃ	৴০
পাথেয় হিসাবে	১০৲
দাতব্য হিঃ	৮২৲
ঋণ দান	৫১০৲
	১২৩৬॥৴১০
গচ্ছিত শোধ	২১৫৶৫
হাওলাত শোধ	৬০৲১৫
	১৫১১৸৴১০
স্থিত	৪১॥৶০
মোট	১৫৫৩॥১০

পুস্তক-হিসাব।

আয়

হাওলাত বিক্রয়ের মূল্য আদায়		২৯৫।৶১৫
নগদ বিক্রয়		২০৭॥৫
সমাজের	১৭৮৶৫	
অপরের	২৯।৴০	
পুস্তকের ডাকমাশুল		৶৸০
সুদ হিঃ		৩৩৲
গচ্ছিত		১৭॥৶০
		৫৫৪॥০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত		৮৫৫॥১
		১৪১০৲১০

ব্যয়

মুদ্রাঙ্কণ	৩৩৩৲
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	৪০॥৴১০
বিবিধ হিঃ	২৴০
কমিশন	৬৯।৶৭॥
পুস্তকের ডাকমাশুল	৯॥৶০
পত্রের ডাকমাশুল	।৶০
কাগজ	৭৬৴০
পুস্তক বাঁধাই	৩০৲
	৫৮১৶১৭॥
স্থিত	৮২৮৸১২॥
	[illegible]০৲১০

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	২৩৬৶১০
ঋণ আদায়	১১৮৲
সুদ	৹১০।৬
	৹৩৬৪।৶১০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৪৩১৶১০
	৭৯৫॥৴০
ব্যয়	
ডাকমাশুল	৭১।৶১০
ক্ষুদ্র ব্যয়	৮।৶১০
মুদ্রাঙ্কণ	৬০৲
কাগজ	৭৮৸০
ঋণদান	১৮৲
কমিশন	।৶০
কর্ম্মচারীর বেতন	১৬৲
	২৫৩৲
স্থিত	৫৪২॥৴০
	৭৯৫॥৴০

বিল্‌ডিং ফণ্ডের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	২৩০॥০	ক্ষুদ্র ব্যয়	৶০
			৶০
দানাধারে প্রাপ্ত	১৸১০	স্থিত	৪৯৯৶১৫
	২৩২।১০		৪৯৯।৴১৫
পূর্ব্ব স্থিত	২৬৭৴৫		
	৪৯৯।৴১৫		

মেসেঞ্জার।

আয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	২৭৫৶৴০
নগদ বিক্রয়	৶০
হাওলাত	১৩০
	৪৫।৴০
পূর্ব্বস্থিত	১৩৫৴০
	৫৪০।৶০
ব্যয়	
কাগজ	১০২৶১০
ডাকমাশুল	১৪৪৶৫
কর্ম্মচারীর বেতন	২০৲
বিবিধ	১॥১৫
দপ্তরি	৪৲
মুদ্রাঙ্কণ	১১৬৲
	৩৮৮৸৶১০
স্থিত	১৫১।৶১০
	৫৪০।০

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়। } শ্রীচুরুড়ি ঘোষ সম্পাদক

সমালোচন।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত—আর্য্যদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত; এ গ্রন্থখানি আমরা অনেক দিন হইল পাইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য গ্রন্থকার আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। অক্ষয় বাবু কে, তাহার পরিচয় আর বিশেষভাবে দিতে হইবে না। যাঁর তেজোময়ী লেখনী হৃদীনা বঙ্গভাষাকে সুচারুভূষণে শোভিত করিয়াছে, যিনি বঙ্গের ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন সাহিত্যাকাশের সূর্য্যস্বরূপ, যাঁর হৃদয়োদ্বেলকারিণী অগ্নিসঞ্চারিণী রচনাপুঞ্জ পাঠ করিতে করিতে হৃদয় ভাবাবেশে অবশ হইয়া পড়ে, রক্তস্রোত শিরাপথে নৃত্য করিতে থাকে, মনউৎসাহে উল্লসিত হইয়া উঠে, তিনি যে একজন অসাধারণ মহীয়ান্ পুরুষ তাহা কে না স্বীকার করিবে? সুতরাং তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত যে একটি মহামূল্য জিনিস, তাহার আর সন্দেহ কি? ইনি যে কেবল ভাষার পারিপাট্য বিধান করিয়াছেন তা নয়; ইঁহার বহুগবেষণাপূর্ণ সারবান্ গ্রন্থ সকল এদেশ মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলী যে কেবল এই মহাত্মার নিকট ঋণী তা নয়; ব্রাহ্ম সমাজও ইঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণগ্রস্থ। বেদের অভ্রান্ততা নিরাকরণ, বঙ্গভাষায় উপাসনাপ্রবর্ত্তন প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের ভূয়সী কল্যাণকর কার্য্য ইঁহার দ্বারা হইয়াছে। সুতরাং অক্ষয় বাবুর জীবনবৃত্তান্ত যেমন সাধারণ লোকের পক্ষে উপকারী সেইরূপ ব্রাহ্ম সাধারণের পক্ষেও উপকারী। মহেন্দ্রবাবু এই মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়া বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন। তিনি অনেক অনুসন্ধানও অনেকগুলি গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া এই জীবনচরিত খানি লিখিয়াছেন। লেখকের রচনাচাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে, ভাষা স্থানে স্থানে অতি মনোরম। মূল্য ও অল্প সুতরাং সাধারণের উপযোগী। এই গ্রন্থ পাঠে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তও ক্রমোন্নতি অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। ব্রাহ্মমাত্রেরই এই পুস্তকখানি এক একবার পাঠ করা উচিত। তবে গ্রন্থের কোন কোন স্থান অনাবশ্যকীয় বিষয়ে ও বিষয় বিশেষ অতিরঞ্জিতভাবে পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, আশা করি গ্রন্থকার পুনঃসংস্করণে সংশোধন করিয়া দিবেন। দেশের শিক্ষিতমণ্ডলি! তোমরা যে মনস্বী পুরুষের নিকটে কোন না কোন রূপে উপকৃত হইয়াছ, এখন তাঁহার এক একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনবৃত্তান্ত ক্রয় ও পাঠ করিয়া তাঁহার উপকারের শতাংশের একাংশেরও পরিশোধ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। অক্ষয় বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কি উচ্চ ও উদার মত তাহা পাঠকবর্গ একবার পাঠ করিয়া দেখুন।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই; আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নয়। ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে এবং উত্তর কালে যাহা নির্ণীত হইবে, সে সমুদায় আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। *** অখিল সংসারই

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য; ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট, এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোম্ত যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার মুসা ও মহম্মদ এবং যিশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে কেবলই বৃদ্ধি হইবে এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।

সাধকসঙ্গীত—প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত। গ্রন্থের প্রথমাংশে কেবল কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের এবং দ্বিতীয় খণ্ডে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রভৃতি সুবিজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ শক্তি উপাসকদিগের সঙ্গীতমালায়পূর্ণ। সঙ্গীতগুলি প্রাঞ্জল ভাবোদ্দীপক সরল এবং সুবোধ্য। সঙ্গীত বিশেষের ভক্তির গভীরতা, সংসারের অসারতা, মোহের অন্ধতা এবং পাপতাপে মুহ্যমান আত্মার কাতরোক্তি অতি বিষদভাবে প্রতিফলিত দেখা যায়। সুমিষ্টস্বরে সে সকল গীত হইলে অনেকের হৃদয়ের আসক্তির বাঁধন ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে রামপ্রসাদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয়খণ্ডে নবদ্বীপরাজবংশের ইতিবৃত্ত বিন্যস্ত করিয়া প্রকাশক গ্রন্থখানির আরও উৎকর্ষবিধান করিয়াছেন। যাহা হউক এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কৈলাসবাবু এ দেশীয় সঙ্গীতরাজ্যে একটী হিতসাধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত এবং আমাদিগের বেহার প্রদেশের প্রচারক লালা বজরং বেহারি উপস্থিত থাকিয়া উৎসব কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। বজরং বেহারি হিন্দিতে উপদেশ ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন তাঁহার কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে, রামপুর বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় সামাজিক উপাসনা ভিন্ন নগরের স্থানে স্থানে অনেক পরিবারের মধ্যে উপাসনা ও আলোচনাদি এবং কয়েকটি প্রকাশ্য বক্তৃতাও হইয়াছিল। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন তথা হইতে কুচবিহার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছেন।

কাকিনীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী থিওলজিকেল শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণের জন্য ৩০্ ত্রিশ টাকা দান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বাধ্য। এই কার্য্যোপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমাদিগের হস্তে ইতি পূর্ব্বে ৩০ ত্রিশ টাকা দান করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী লাহোরের প্রতিনিধিরূপে বোম্বাই গমন করিয়াছেন। তিনি অহম্মদাবাদ পুনা ও গুজরাট হইয়া কলিকাতায় উৎসবে আসিয়া যোগ দান করিবেন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ দাস কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু সময় তাঁহার স্ত্রী এবং বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধুগণ উপস্থিত থাকিয়া প্রার্থনা করিয়া দিলেন। তাঁহার বিধবা স্ত্রী এবং ১০।১১ টি বালক বালিকা অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন।

কোন এক জন হিন্দু বিধবা স্থায়ী প্রচার ফণ্ড স্থাপনের জন্য আমাদিগকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইলাম। ঈশ্বর তাঁহার সত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগেরউপর কৃপা বিতরণ করুন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ব্রাহ্ম পকেটপঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া আমাদিগের কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সকল নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মাঘোৎসবের বিজ্ঞাপন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিতরূপে আগামী ষট্পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা সাদরে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণকে এই উৎসবে যোগ দান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি।

১লা মাঘ—প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাস সকলে পারিবারিক উৎসব এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা এবং সায়ংকালে বুদ্ধচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২রা মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনালয়ে উপাসনা, সায়ংকালে মহম্মদ-চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩রা মাঘ——ঐ—— ঐ— সায়ংকালে ঈশা-চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ——ঐ—— ঐ, সায়ংকালে রামমোহন রায়, চৈতন্য, নানক এবং কবির সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, অপরাহ্নে শ্রমজীবিদিগের উৎসব এবং নিয়মিত উপাসনা।

৬ই মাঘ— ঐ উপাসনা, অপরাহ্নে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব।

৭ই মাঘ ঐ ছাত্রোপাসক সমাজের উৎসব।

৮ই মাঘ ঐ উপাসনা, ছাত্রসমাজ রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়ের উৎসব এবং বালক-বালিকা সম্মিলন।

৯ই মাঘ—ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।

১০ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, অপরাহ্নে নগরসঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা।

১১ই মাঘ—ব্রহ্মোৎসব।

১২ই মাঘ—উদ্যান-সম্মিলন। রাত্রিতে নিয়মিত উপাসনা।

১৩ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, অপরাহ্নে ব্রাহ্মসম্মিলন।

১৪ই মাঘ—হিতসাধক মণ্ডলীর উৎসব।

আগামী ২১এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রি সাত ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম। বার্ষিক কার্য্য বিবরণ।

২য়। সভাপতির মন্তব্য।

৩য়। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৪র্থ। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা গঠন।

৫ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম পরিবর্ত্তন ও সংশোধন সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভা যে সকল প্রস্তাব করিবেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

৬। সভ্য মনোনয়ন।

৭। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়।
২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।
২৮এ ডিসেম্বর ১৮৮৫

শ্রীদুকড়ি ঘোষ।
সম্পাদক।

সাধারণ ব্রহ্মসমাজের থিওলজিক্যাল (ধর্ম্মবিজ্ঞান) বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষার নিমিত্ত পরীক্ষকেরা যে সকল প্রশ্ন দিয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্রমানুসারে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রথম শ্রেণী—শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান।

পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজ নারায়ণ বসু।

প্রথম ব্যাখ্যান।

(১) এই ব্যাখ্যানের বিষয় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে—তাঁহার আশ্রয় লইতে—কেন আমরা বাধ্য হই? সংসারের কিরূপ প্রকৃতি আমাদিগকে এরূপ বাধ্য করে? এই বিষয়ে বিশেষ একটি বাক্য এই ব্যাখ্যান হইতে উদ্ধৃত কর। এই বিশেষ বাক্যটি প্রশ্ন শ্রেণীর আকারে আছে।

(২) "ব্রহ্মের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার জন্য নহে?" ব্রহ্মের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ কি প্রকারে নিবদ্ধ করা যায়?

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

(১) এই ব্যাখ্যানে আকাশে ঈশ্বরের আবির্ভাব, উপাসনা মন্দিরে ঈশ্বরের আবির্ভাব এবং সাধুর মুখ মণ্ডলে ঈশ্বরের আবির্ভাবের বিষয় বলা হইয়াছে। কোন্ আবির্ভাবের বিষয় বলা অবশিষ্ট রহিল? এই আবির্ভাবের বিষয় কোন্ কোন্ ব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে?

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

(১) "আত্মাতে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দৃষ্টিকরার" অর্থ কি?

(২) "তাঁহাকে হৃদয়ে দেখার" অর্থ কি?

চতুর্থ ব্যাখ্যান।

(১) "জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট যে তাহাদিগের মধ্যে আকাশের ও ব্যবধান নাই।" ইহার অর্থ কি?

(২) নিরাকার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সহিত সহবাস কি প্রকারে সম্ভব হয়?

(৩) আত্মার ইন্দ্রিয় আছে ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে কি না? আত্মার ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য বিষয়ক বাক্য এই ব্যাখ্যান হইতে উদ্ধৃত কর।

(৪) তাঁহার দানের মধ্যে প্রধান দান কি? তাঁহার প্রদত্ত সকল অধিকারের মধ্যে প্রধান অধিকার কি? প্রধান দান ও প্রধান অধিকারকে কেন প্রধান দান ও প্রধান অধিকার বলা যায়?

পঞ্চম ব্যাখ্যান।

(১) তাঁহাকে দেখিবার জন্য কি কেবল জ্ঞানের আবশ্যক? না আর কিছু চাই? এই বিষয়ের বাক্য এই ব্যাখ্যান হইতে উদ্ধৃত কর।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যান।

(১) "আত্মজ্যোতি দ্বারা সেই সত্য জ্যোতি প্রকাশ পায়" ইহার অর্থ কি?

(২। এই ব্যাখ্যানের সার মর্ম্ম লিখ।

অষ্টম ব্যাখ্যান।

(১) ঈশ্বরের অধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা কিরূপ দেখাও?

দশম ব্যাখ্যান।

(১) আপনার স্বভাবকে উন্নত না করিলে ঈশ্বরকে জানা যায় না ইহা কিরূপ দেখাও।

ষষ্ঠ হইতে দশম ব্যাখ্যান।

(১) এই পাঁচটী ব্যাখ্যানে ব্রাহ্মধর্ম্মের কি কি মতের প্রতি ইঙ্গিত আছে তাহা বল। কিন্তু সূচিপত্রের ভাষা ব্যবহার করিবে না। যেহেতু ব্যাখ্যানের বিষয় ও ব্যাখ্যানে ইঙ্গিতীকৃত অথবা প্রতিপাদিত মত এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। যে সকল বাক্যে এ সকল মতের ইঙ্গিত আছে সেই সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আপনার কথার প্রমাণ দেও।

প্রথম হইতে দশম ব্যাখ্যান।

এই কয়েকটী ব্যাখ্যানের মধ্যে যে তিন চারিটী বাক্য তোমার বড় ভাল লাগিয়াছে তাহা উদ্ধৃত কর।

পরীক্ষার্থীগণ পুস্তক দেখিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণী—মত বিষয়ক।

পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি,এ।

1. Explain fully—

"God is not only the all-supporting Intelligence on whom depends the very existence of the material world, but also the Creative Will to whose activity is due the orderly appearance and disappearance of phenomena that constitutes Nature."

2. Define *Theism*, *Agnosticism* and *Materialism*.

3. Define *a cause*? Criticise the definition of cause as given by the agnostic and the materialistic school of philosophers.

4. What is *force* and how do we come to recognise it behind every phenomenon of Nature?

5. পরকালের অস্তিত্বের মূল প্রমাণ কি? যে যে যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থিত হইতে পারে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কর।

6. কেহ কেহ ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয় বলেন কেন? তাঁহাদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন কর।

7. ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার আবশ্যকতা কি? তাঁহার নিকট সংসারিক কামনা সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা যায় কি না? আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে প্রার্থনা করা যাইবে, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, এ বিশ্বাস কেন করা যায়?

দ্বিতীয়—শ্রেণী সাধন বিষয়ক।

পরীক্ষক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,

১। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

২। সাধনের পথ কয় প্রকার ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি?

৩। ঈশ্বর-জ্ঞানের পূর্ণতা কখন হয়?

৪। জড়ের দৃষ্টান্তে আমরা প্রকৃত বিশ্বাসের কি কি লক্ষণ বুঝিতে পারি?

৫। ঈশ্বরের নৈকট্য কিরূপে অনুভব করা যায়?

৬। ধ্যানকে প্রেমের বীজ বলা হয় কেন? ও ধ্যানের প্রধান বিঘ্ন কি কি?

৭। প্রীতির মূল কোথায়? হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দীপ্ত করিবার কত প্রকার উপায় জান?

৮। আরাধনার ফল কি? আরাধনা ও প্রার্থনাতে প্রভেদ কি?

দ্বিতীয় শ্রেণী—মত বিষয়ক।

পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

১। [ক] সৃষ্টি-কৌশল হইতে একজন জ্ঞানবান্ স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ কর। [খ] মাতৃগর্ভস্থ শিশু, ডিম্ব, উদ্ভিজ্জ, মনুষ্যের ইন্দ্রিয় ও অবয়ব প্রভৃতিতে কিরূপ কৌশল প্রকাশ পাইতেছে?

২। মনুষ্য রচিত যন্ত্রাদির কৌশল দৃষ্টে উপমিতি দ্বারা জগৎ কৌশল হইতে জগতের স্রষ্টার প্রমাণ সম্বন্ধে যে আপত্তি করা হয় তাহার খণ্ডন কর।

৩। অন্ধ শক্তি দ্বারা জগৎ কৌশল সৃষ্ট হইতে পারে না তাহা সংক্ষেপে প্রমাণ কর।

৪ [ক] বিবর্ত্তনবাদ কাহাকে বলে? (খ] বিবর্ত্তনবাদী-দিগের যুক্তির অসারতা সংক্ষেপে প্রমাণ কর।

৫। অজ্ঞেয়তাবাদ, সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা এই তিনের মধ্যে প্রভেদ কি?

৬। অজ্ঞেয়তাবাদীদিগের যুক্তির ক্ষীণতা সংক্ষেপে প্রদর্শন কর

৭। মুক্তি কাহাকে বলে এবং মুক্ত আত্মার লক্ষণ কি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৮। শরীর ও আত্মার প্রকৃতির পার্থক্য হেতু পরলোক সম্বন্ধে কি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

৯। ব্রাহ্মধর্ম্মে স্বর্গ ও নরকের মত কি প্রকার?

১০। অনন্ত নরক আমরা কেন বিশ্বাস করিতে পারি না? পাপের দণ্ডের উদ্দেশ্য কি?

তৃতীয় শ্রেণী—সাধন বিষয়ক।

পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ,

১। ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন কি?

২। উপাসনা করিবার পূর্ব্বে মনকে কিভাবে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য?

৩। এক ব্যক্তি উপাসনা করিতে বসিল কিন্তু তাহার মন অন্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, মন স্থির করিতে তাহার কি করা কর্ত্তব্য।

৪। ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান—তাঁহার উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহুলোকে মিলিয়া কি লাভ?

৫। "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" ইহার অর্থ কি? ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, তবে "আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও" এ প্রার্থনা করি কেন?

৬। কি রূপে আত্মপরীক্ষা করা কর্ত্তব্য?

৭। আমোদ সম্বন্ধে কি কি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য?

৮। দুই একটী সামান্য মিথ্যা যাহাতে কাহারও কোন অপকার হয়না, তাহা বলিলে হানি কি?

তৃতীয় শ্রেণী—মত বিষয়ক।

পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু।

১। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আমরা কি কি গুণ দেখিয়া জ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহা দুই একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদর্শন কর।

৩। ঈশ্বরের স্বরূপ কয়টি, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। আত্মার প্রকৃতি কি এবং আত্মার বিকৃতিই বা কি?

৫। আত্মার স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি জান বিশেষরূপে বর্ণনা কর।

৬। আত্মা শরীরের অধীন কি শরীর আত্মার অধীন?

৭। আত্মার প্রাণ কি?

৮। মনুষ্যের মধ্যে জাতিভেদ অনুচিত কেন?

৯। ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

১০। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে বলে বিশেষরূপে বর্ণনা কর।

১১। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব কেন তাহার প্রমাণ দাও।

১২। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি কাহাকে বলে সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

১৩। প্রকৃত সুখ কিরূপে লাভ করা যায়?

১৪। প্রার্থনার মূল কি?

ব্রাহ্মমিসন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা ।)

৮ম ভাগ । ২০শ সংখ্যা ।	১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৭ ।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৲ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৶০

প্রার্থনা ।

হে উৎসবের অধিপতি! নবজীবন বিধাতা পরমেশ্বর! উৎসবান্তে আমরা তোমার চরণে প্রণত হইয়া তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। উৎসব-ক্ষেত্রে আমরা তোমার প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়াছি, সেজন্য তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছি। তুমি জননী হইয়া স্বহস্তে আমাদিগকে প্রেমসুধা পান করাইয়াছ। মানুষ স্বপ্নেও যাহা সম্ভব মনে করে নাই, তাহা তোমার কৃপাতে সম্ভব হয়। কঠিন পাষাণ সমান হৃদয় তোমার করুণাতে বিগলিত হয়, পঙ্গু বাস্তবিক গিরি লঙ্ঘন করে এবং অন্ধ জন চক্ষু পায়। উৎসব-ক্ষেত্রে তুমি আমাদিগকে ইহার প্রমাণ দিয়াছ। যাহারা বহুদিন অবিশ্বাসে ও সংশয়ে অন্ধ প্রায় ছিল তাহারা তোমার প্রসাদে বিশ্বাস চক্ষু লাভ করিয়াছে। অনেক পাপী নবজীবন লাভ করিয়াছে। তুমি আমাদের আশা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছ। জগদীশ! তুমি আমাদের অবিশ্বাসী হৃদয়কে এতবার শিক্ষা দিতেছ, এতবার এত প্রকারে তোমার করুণার পরিচয় দিতেছ, এতবার আমাদের মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছ, আমাদের বিশ্বাস এতই ক্ষীণ, যে আমরা তথাপি সমুদায় মন প্রাণের সহিত তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছি না। আমাদের চঞ্চল চিত্ত সন্দেহ ও প্রলোভনের আঘাতে বার বার তোমার চরণ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তোমাকে ভুলিয়া রিপুকুলের পদানত হয়। এই অবিশ্বাস ব্যাধির জন্য আমরা যে তোমার প্রদত্ত প্রেমসুধা ভাল করিয়া পান করিব তাহাও অনেক সময় পারিয়া উঠি না। যখন তোমার প্রসাদ আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন কোথায় আমরা সেই প্রসাদ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রসাদ উপভোগ করিব, না ভয়ে ভয়ে আমরা ভাল করিয়া তাহা উপভোগ করিতেই পারি না। তোমার প্রদত্ত প্রসাদামৃত না পাইতে পাইতে, অবিশ্বাসী মন বলিতে থাকে যে তাহা অধিক দিন থাকিবে না। এই অবিশ্বাসে যাহা পাই, তাহাও ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। অতএব হে দীনবন্ধু! আমাদিগকে এই কৃপা কর যে তুমি যাহা কিছু দিয়াছ তাহা যেন আমরা বিশ্বাস সহকারে পোষণ করিতে পারি।

—•—

একজন চিন্তাশীল লোক একদিন বলিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের যে উপাসনা করেন, তন্মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের ভাব তত প্রবল দেখা যায় না। সাধারণ ভাবে তাঁহার পালনী শক্তির ও তাঁহার কৃপার ধন্যবাদ করা হয় বটে, কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রত্যেকের জীবনে তিনি কি কি দিয়াছেন, এবং প্রতিদিন যে সকল করুণা দেখাইতেছেন, সেজন্য তাঁহাকে সমুচিত ধন্যবাদ করা হয় না। অধিকাংশ ব্রাহ্ম যে ভাবে প্রার্থনা করেন, তাহা শুনিলে এরূপ বোধ হয় যে ঈশ্বর কোন দিন তাঁহাদিগকে কিছু দেন নাই, সকলেই বলেন, আমার কিছু হয় নাই, আমি কিছু পাইলাম না। তবে কি ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কিছু দেন নাই? যদি ২০।২৫ বৎসর এক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে থাকিয়া শেষে এই প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি কিছু পান নাই, তবে ত বাহিরের লোকে বলিতে পারে যে পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কোন লাভ নাই। এ কথার মধ্যে যুক্তি আছে। এ কথা বলিলে সত্য বলা হয় না, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অবিচার করা হয় যে, তিনি এই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আমাদিগকে একত্র করিয়া এত দিন রাখিয়া কিছু দেন নাই। এক ব্যক্তি হাতে মূল্যবান দ্রব্য পাইয়াও যদি বলে যে কিছু পাইলাম না, তবে ঈশ্বর তাহার এই শাস্তি করেন যে, সে যাহা পাইয়াছিল তাহাতেও তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব সাবধান, যাহা পাইয়াছ তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে ভুলিও না।

ষট্পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের অপার করুণায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষট্পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মাঘোৎসবেও ঈশ্বরের কৃপার আবির্ভাব বিশেষ রূপে অনুভব করিয়াছি। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বারেও প্রেমের স্রোত বিশেষ ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, অনেক তাপিত আত্মা সুশীতল হইয়াছে, অনেক মৃতপ্রায় অন্তরে জীবন সঞ্চার হইয়াছে, অনেক পাষাণ সমান হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। কিন্তু এবার সেই প্রেম স্রোতের মধ্যে এমন একপ্রকার গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতা অনুভব করা গিয়াছে, যাহা আর অতি অল্প সময়েই দেখা গিয়াছে। এবার ঈশ্বরের

কৃপা স্রোতের মধ্যে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া সকলেই এক প্রকার অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিয়াছেন। সে জন্য আমরা সেই সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি। প্রতি বৎসর যেরূপ প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবার ও প্রায় সেই প্রণালীতেই কার্য্য হইয়াছিল। অধিকের মধ্যে এবার ১ লা মাঘ হইতে ৪ টা মাঘ পর্য্যন্ত এই চারিদিন কয়েক-জন সাধু মহাত্মার জীবন-চরিত আলোচনাতে যাপন করা হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এবার স্বতন্ত্র সভা হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিদিনের একদিন নানক কবীর ও চৈতন্যের সহিত তাঁহার ও জীবনের আলোচনা করা হইয়াছিল।

উৎসবের একমাস পূর্ব্ব হইতেই উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা একটী উৎসব কমিটী নিয়োগ করিলেন। যথা সময়ে উৎসবের কার্য্যপ্রণালী মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কলিকাতাতে প্রচার ভবনে প্রত্যহ প্রাতে উপাসনা ও সায়ংকালে উপাসনালয়ে কীর্ত্তনাদি চলিল। ক্রমে প্রচারক বন্ধুগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক সমাগত হইতে লাগিলেন। বেহার প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধু বজ্রাঙ্গবিহারী লাল, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা লক্ষ্মণপ্রসাদ, পঞ্জাব হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অগ্নিহোত্রী ও শ্রীযুক্ত কণ্ডা সিংহ ও উত্তরবাঙ্গালা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় প্রভৃতি একে একে সকলে সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্ত সমাগমে আমাদের দৈনিক উপাসনা মধুরতা ও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আমরা সকলে অনুভব করিতে লাগিলাম যে, প্রভু আমাদের প্রাণকে অল্পে অল্পে উৎসবার্থ উদ্বোধিত করিতেছে। ক্রমে নানা স্থান হইতে ভক্তমণ্ডলী কলিকাতাতে সমাগত হইলেন। সমাগত বন্ধুদিগের অভ্যর্থনা যেরূপে করা উচিত ছিল, তাহা আমরা করিতে পারি নাই। একে আমাদের অর্থ সামর্থ্য কিছুই নাই, তাহাতে আবার উৎসবের সময় সকলেই ব্যস্ত, অনেক প্রকারে তাঁহাদের অনেক ক্লেশ হইয়াছে। কিন্তু উৎসবানন্দে মত্ত থাকাতে ও হৃদয়ের উদারতার গুণে তাঁহারা সে সকল ক্লেশ গণনা না করিয়া মন প্রাণের সহিত প্রেমের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে আমরা যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা এখন কল্পনা করিলেও আনন্দ হয়। পঞ্জাবী, বাঙ্গালি, হিন্দু, মুসলমান, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায় সমস্বরে সেই পুণ্যময়ের নাম গান করিতেছেন, ও একাসনে বসিয়া সানন্দ-চিত্তে আহার করিতেছেন। ভারতে যে জাতিভেদ আছে, উচ্চ নীচ ভেদ আছে, তাহা আর সে কয়দিন মনে ছিল না। যে সকল স্থান হইতে বন্ধুগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে :—দার্জ্জিলিঙ্গ, সিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, নেলফামারি, কুড়িগ্রাম, সৈদপুর, কুলাঘাট, নাটোর, বোয়ালিয়া, বগুড়া, পাবনা, শিলং, রঙ্গপুর, মেহেরপুর, শ্যামনগর, কৃষ্ণনগর, হাবাসপুর, ঢেনকানল, কটক, যশোহর, বাগেরহাট, খুলনা, মাণিকদহ, ফরিদপুর, শোলাকুড়া, ভাজনঘাট, ঢাকা, কালনা, ত্রিবেণী, বর্দ্ধমান, বড়বেলুন, বাঁকুড়া, বোলপুর, রামপুরহাট, নলহাটী, মুঙ্গের, বহরমপুর, ভাগলপুর, চন্দননগর, শান্তিপুর, নলছিটী, শ্রীরামপুর, বেহালা, বড়িশা, মতিহারী, কাকিনা, বরাহনগর, বাঘআঁচড়া, কান্দী, কাঁচড়াপাড়া, হিজলাবট, ওশমানপুর, কৈখালি, চক্রবেড়ে, কোন্নগর, মজীলপুর, হরিনাভি, শাহাপুর, লাহোর, মজঃফরপুর, চেতলা, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, সাঁইথিয়া ও সদ্যপুষ্করিণী। উৎসবের যে দিন যেরূপ কার্য্য হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১লা মাঘ, ১৩ই জানুয়ারি বুধবার—। উৎসবের কার্য্য-প্রণালীতে অদ্যকার প্রাতঃকাল ব্রাহ্মদিগের গৃহে গৃহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত রাখা হইয়াছিল। তদনুসারে অদ্য প্রাতে অনেক ব্রাহ্মপরিবারে ও ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের বাসায় ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। অদ্য প্রভাতে ব্রাহ্মপাড়াতে যে ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়াও আনন্দ হয়। রজনী প্রভাত না হইতে হইতে প্রচারকদিগের বাসগৃহের সংলগ্ন বাহিরের ঘরে সংগীত সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। ভক্তদলের কণ্ঠের সুমধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে পাড়ার লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে গৃহে সংগীতধ্বনি উঠিতে লাগিল। সকল রসনাই এক প্রার্থনা করিতে লাগিল—"ব্রাহ্ম-সমাজপতি! ব্রাহ্মসমাজের উপর তোমার প্রসাদ বৃষ্টি কর।" স্থানে স্থানে ব্রাহ্ম ছাত্রগণ তাঁহাদের বাসভবন সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। কোন কোন ছাত্রনিবাসে ব্রাহ্মগণ প্রেমানন্দে ভাসিয়া সেই মঙ্গলময়ের নাম করিয়া উন্মত্ত হইতে লাগিলেন। যেন উৎসবের প্রারম্ভেই প্রেমবায়ুর হিল্লোল আসিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে লাগিল। এইরূপে উৎসব আরম্ভ হইল।

অদ্য অপরাহ্নে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বুদ্ধদেবের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে তিনি বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে "বুদ্ধদেব চরিত" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের প্রতি উক্ত বক্তৃতা করিবার ভার অর্পিত হয়। বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

(বুদ্ধদেব চরিত।)

এই বৈষম্য পূর্ণ ভারতে বুদ্ধদেব সাম্য মন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে বুদ্ধদেব এদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে এদেশে জাতি ভেদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। সে সময় এক জাতি অন্য জাতির উপর অত্যাচার ও পরস্পর হিংসা করিত। কেবল যে, মানুষে মানুষে হিংসা করিত তা নয়, জীবের প্রতিও ভয়ানক হিংসা করিত। বুদ্ধদেব সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, কিরূপে

সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া আপনার মত প্রচার করিলেন, কোন শক্তির সহায়তায় কি ক্ষমতা লইয়া বুদ্ধদেব এমন মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, আমরা অদ্য তাহা আলোচনা করিব। মানুষ বাহুবলে বা ধন বলে কি করিতে পারে? ভগবানের কৃপা ভিন্ন মানুষের সাধ্য কি যে, সে কোন কার্য্য করিতে পারে। বুদ্ধদেব যদিও রাজার সন্তান ছিলেন, তথাপি তিনি রাজার সন্তান হইয়া কিছুই করিতে পারেন নাই, যতক্ষণ না তিনি ফকির হইয়াছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হয় নাই। বুদ্ধ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন; যখন অন্যান্য বালকেরা ক্রীড়ায় মত্ত থাকিত, তখন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার প্রাণ পৃথিবীর দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইত। পৃথিবীর আমোদ তরঙ্গে, প্রমোদ কোলাহলে বুদ্ধের প্রাণ পরিতৃপ্ত হইত না। তিনি ধ্যান-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা কাল যাপন করিতেন। বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন অতি বিজ্ঞ এবং চতুর লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন তাঁহাকে যদ্যপি এই সময়ে মনোমত স্ত্রী দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব চলিয়া যাইতে পারে। তিনি বুদ্ধকে সে বিষয় জ্ঞাপন করিলেন বুদ্ধ তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি কি করিব, সংসারে এইরূপ দুঃখ স্রোত প্রবাহিত, ইহাতে কত লোক নিমগ্ন হইয়া অশেষ ক্লেশ ভার বহন করিতেছে, আমি কি ইহা দেখিয়াও সেই সংসার পাশে বদ্ধ হইতে পারি।" আবার ভাবিলেন পিতার অনুরোধ, কিরূপেই বা তাহা অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রাণে ক্লেশ দি। এইরূপে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বিবাহে প্রস্তুত হইলেন। এই সময় একদিন প্রভাত কালে তিনি একটি বৈরাগ্য সূচক গান শ্রবণ করিলেন। সেই গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে চিন্তা স্রোত আরও প্রবল হইতে লাগিল; এবং তিনি আত্ম-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। আত্ম-চিন্তা-পরায়ণ হইয়া তিনি আরও ধ্যানে মগ্ন হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন প্রশান্ত উদ্যান মধ্যে গমন করিয়া চিন্তাতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি উদ্যানে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রাজপথ দিয়া গমন করিতেছে, তিনি ইতিপূর্ব্বে কখন আর সেরূপ বৃদ্ধ দেখেন নাই। তখন তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কে? সারথি বলিল, ইনি একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ; প্রত্যেক মনুষ্যকেই জরাগ্রস্ত হইয়া এইরূপ হইতে হইবে। বুদ্ধ সে দিন চিন্তিত অন্তরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আর একদিন যাইতে যাইতে দেখিলেন, একজন পীড়িত লোক দুর্গন্ধময় মলমূত্রে লিপ্তাঙ্গ হইয়া পথের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। সারথিকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি? সারথি উত্তর করিল, এ ব্যক্তি রোগগ্রস্ত; মনুষ্যের দেহ পীড়াক্রান্ত হইলে এইরূপ হয়। সে দিনও আর উদ্যানে না গিয়া চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। আর এক দিন দেখিলেন, কতকগুলি লোক রাজপথে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এক মৃত ব্যক্তিকে কাষ্ঠ মঞ্চোপরি লইয়া যাইতেছে, সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি? সারথি উত্তর করিল, এ ব্যক্তি মৃত, ইহাকে দাহ করিবার জন্য আত্মীয়েরা শ্মশানে লইয়া যাইতেছে; মৃত্যু রাজা জানে না, প্রজা জানে না, সকলকেই একদিন না একদিন আক্রমণ করিবে। চতুর্থ দিন পথিমধ্যে দেখিলেন, একজন গম্ভীরপ্রকৃতি সৌম্যমূর্ত্তি ভিক্ষুক গমন করিতেছে, তাহার মুখে কিছুমাত্র দুঃখের চিহ্ন নাই। তাহাকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সারথি বলিল, এ ব্যক্তি একজন ভিক্ষুক; ইনি সংসারের সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই হেতু ইহাঁর মুখ এত প্রফুল্ল। বুদ্ধ মনে মনে এই পথকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গৃহে সে দিন আসিলেন না, উদ্যানে গমন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এই সময় তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে, তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, কোথায় আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সকল বাসনাকে জয় করিব ভাবিতেছি, না সংসার আমাকে দিন দিন তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব আরও চিন্তাশীল হইলেন। সংসারের দুঃখ, ক্লেশ, জরা মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে জীবকে ক্লেশের হস্ত হইতে উদ্ধার করা যায়। তিনি উদ্যান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্রের জন্মোপলক্ষে গৃহে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ গীত বাদ্য হইতেছে। কিন্তু বুদ্ধের মন এ সকলের কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি গভীর চিন্তাতে নিরন্তর প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে এক দিন গভীর রজনীযোগে জীবের দুঃখ দুর্গতি নিবারণের পথ আবিষ্কার করিবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করা স্থির করিলেন। কি বল, সেই বল, যে বলে এই সাধু মানবকুলের দুঃখ দূর করিবার জন্য আপনাকে বলিদান দিলেন। কি বল, সেই বল, যে বলে তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলেন! ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত বলে বলীয়ান্ হইয়া জীবের ক্লেশ মোচনের জন্য রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? বুদ্ধদেব প্রথমে গুরুর নিকট গিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিতে লাগিলেন। তিনি গুরুর নিকটে কিছু দিন শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া তাহাতে কোন বিশেষ ফল দেখিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, শাস্ত্র পড়িয়া মানুষ মুক্তি পাইতে পারে না, তাহাতে জীবের উদ্ধার হয় না। এই বুঝিয়া তিনি তাহা ত্যাগ করিলেন, এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র-সাধনে শরীর মন নিয়োগ করিলেন। এইরূপে ছয় বৎসরকাল কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া দেখিলেন, তাহাতেও কিছু হয় না। তাঁহার শরীর মৃতের ন্যায় হইয়া পড়িল, এমন কি, তিনি উঠিতে গিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, তবে আমার গতি কি হইবে। আমি শরীর দিতে চলিলাম, মরিতে চলিলাম তথাপি আমি সত্যালোক দেখিলাম না, তথাপি আমি ধর্ম্মলাভ করিতে পারিলাম না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, মানুষ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া শরীরকে ক্লেশ দিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে পারে না। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন;

সুপ্রশস্ত নির্জ্জন অরণ্যে সুবিশাল বৃক্ষের শীতলচ্ছায়ায় বসিয়া তিনি ধ্যান আরম্ভ করিলেন। প্রাণের ভিতরে গভীর ব্যাকুলতা। অবশেষে সাধনের ফল ফলিল। জীবন্ত ঈশ্বর কি কখন মানুষের ক্লেশ দেখিয়া থাকিতে পারেন। যে তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে যাইতেছে, তিনি কি তাহার নিকট আর লুক্কায়িত থাকিতে পারেন। মহৎ লোকের জীবন আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষ ভগবানের জন্য বাস্তবিক ব্যাকুল হইলে তিনি দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। বুদ্ধদেব অচিরে সিদ্ধিলাভ করিলেন। বুদ্ধ দেখিলেন, এতদিনে আমি আমার অভীষ্টলাভ করিতে পারিয়াছি, তখন তিনি তাহা লাভ করিয়া প্রচার করিবার জন্য বাহির হইলেন, এবং সর্ব্বপ্রথমে বিবিধ প্রকার দুষ্ক্রিয়া এবং পাপাচারের দুর্গস্বরূপ বারাণসীতে আসিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রথমে ৬০ জন লোক তখনকার সকল প্রকার আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সে কি তোমার আমার মত ধর্ম্ম গ্রহণ করা! তাহারা সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া আসিল। এইরূপে রাজা, প্রজা, পুরুষ, রমণী দলে দলে লোক বুদ্ধের প্রচারিত সেই সত্য গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতের সীমা পরিত্যাগ করিয়া নানা দূরদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এখন আমরা বুদ্ধের জীবন আলোচনা করিয়া কি শিক্ষা পাইতেছি? প্রথম দেখিতেছি বুদ্ধদেব শৈশব হইতে চিন্তাশীল। বাস্তবিক চিন্তাশীলতা ভিন্ন মানুষ কখন ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। যাহাদের মন সর্ব্বদাই আমোদ তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের সেই লঘু মনের কি সাধ্য যে তাহাতে ধর্ম্মের গুঢ় তত্ত্ব সকল ধারণা করিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধের স্বার্থ ত্যাগ। বুদ্ধ কি সংসারে থাকিলে এক জন ধনী মানী লোক হইতে পারিতেন না, তিনিত রাজার পুত্র, রাজচক্রবর্ত্তী হইলে হইতে পারিতেন? কিন্তু তিনি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। বুদ্ধ যে শক্তি বলে আজ অসংখ্য নর নারীর হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেছেন, তিনি যদ্যপি এরূপ ধর্ম্মার্থ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে কি কখন সে শক্তি লাভ করিতে পারিতেন? তৃতীয়তঃ জীবের দুঃখে দুঃখী হওয়া। কেবল বুদ্ধ কেন, প্রত্যেক মহাজনের জীবনেই এই ভাবটি বিশেষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব রাজার সন্তান ছিলেন তাঁহার অভাব কি ছিল? কিন্তু তথাপি তিনি রাজপদে তৃপ্ত হইতে না পারিয়া জীবের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তারপর আর কি দেখি, সত্য লাভের জন্য আশ্চর্য্য ব্যাকুলতা এবং সত্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করা। বুদ্ধদেব সত্য লাভের জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে শরীরের প্রতি কিছু মাত্র দৃকপাত না করিয়া কঠোর সাধনে ছয় বৎসর কাল প্রবৃত্ত থাকিলেন; এবং কঠোর তপস্যা করিয়া যে সত্য লাভ করিলেন, তাহাতে একেবারে কায় মন প্রাণ ঢালিয়াদিলেন। কি আশ্চর্য্য সত্যপরায়ণতা! দুই সহস্র বৎসরের অন্তরাল হইতে বুদ্ধদেব উচ্চৈঃস্বরে এই সকল কথা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। বাস্তবিক মহাত্মা বুদ্ধের এই সকল মহদ্গুণের অনুসরণ করিতে না পারিলে আমাদিগের দ্বারা কিছুই হইবে না। আমাদিগের দেশের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত দুর্গতির অন্ধকার তিরোহিত হইবে না, এবং এই পবিত্র ব্রহ্মধর্ম্ম নরনারীর হৃদয়ে ভিত্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে না।

২রা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার।—অদ্য প্রাতে আবার উপাসকগণ উপাসনা মন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনার্থ সমবেত হইলেন। যথাসময়ে উপাসনাকার্য্য আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহের ভার ছিল। তিনি উপাসনাকালে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকটিত হইলঃ—

"এদেশে মধ্যে মধ্যে বর্ষার জলের আধিক্য হইয়া দেশ ভাসিয়া যায়। যে সকল বাঁধ দিয়া লোকে সচরাচর গ্রাম, জনপদ, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি রক্ষা করে তখন উচ্ছ্বসিত জলরাশি আর সে সকল প্রতিবন্ধক মানে না, সকল বাধা উল্লঙ্ঘন করতঃ গ্রাম জনপদ প্রভৃতি মগ্ন করিয়া ধাবিত হয়। জলস্রোত যখন প্রবল বেগে বহিতে থাকে, তখন দুই শ্রেণীর বৃক্ষের দুই প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। ধান্য, ইক্ষু, বেতস প্রভৃতির ন্যায় যে সকল বৃক্ষ নমনশীল অর্থাৎ যাহারা জলস্রোতের নিকটে সহজে মস্তক নত করে, তাহারা মস্তক নত করিয়া সেই প্রবাহিত জলরাশির বেগ ধারণ করে। যতক্ষণ খরতর বেগে জল বহিতে থাকে তাহারা মস্তক অবনত করিয়া থাকে, অবশেষে নবজলে স্নান করিয়া স্নিগ্ধমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মস্তক উত্তোলন করে এবং নবজীবনের সতেজভাব প্রাপ্ত হয়। বন্যার দ্বারা এই সকল বৃক্ষ লতার কোন প্রকার অপকার না হইয়া উপকার হইয়া থাকে। নানাস্থানের মৃত্তিকা ও সারপূর্ণ পদার্থ সকল বন্যার জলের দ্বারা আনীত হইয়া তাহাদের মূলে সঞ্চিত হয়; কয়েকদিন জলমগ্ন থাকিয়া ভূমি সিক্ত ও উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সেই সকল বৃক্ষ সে বৎসর দ্বিগুণ ফল প্রসব করে।

কিন্তু বাবলা, সজিনা প্রভৃতি কঠিন কঠিন বৃক্ষগুলির অবস্থা আর একপ্রকার হয়। তাহারা বন্যার প্রবল স্রোতে সুস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। সহজে মস্তক নত করে না। এই জন্য হয় কোনটী একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়, কোনটীর বা শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিয়া জলে ভাসিয়া যায়। আবার যেগুলি অতি কষ্টে দণ্ডায়মান থাকে, তাহাদিগকে মস্তকে আবর্জ্জনার মুকুট পরিতে হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও জনপদ সকল হইতে তৃণ, খড় কুটা মাটী, যাহা কিছু আবর্জ্জনা জলস্রোতের উপর ভাসিয়া আসে, তাহা সেই কঠিন ও গর্ব্বিত বৃক্ষগুলির মুকুটের শোভা ধারণ করে।

উৎসব ক্ষেত্রে ও এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী উৎসব এক একটী বন্যার ন্যায়। এই প্রেমের বন্যা যখন প্রবাহিত হয় তখন কি ভাবে ইহাকে গ্রহণ করা উচিত? যাহারা ধান্য বা বেতসের ন্যায় নতিশীল, অর্থাৎ

যাঁহারা বিনয়ে মস্তক অবনত করিয়া প্রেমস্রোতকে গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারাই এতদ্দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিয়া থাকেন। প্রেমস্রোতে তাঁহাদের হৃদয়ের ভূমিকে সিক্ত ও উর্ব্বরা করে,—তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে সারবান করে, এবং তাঁহাদিগকে নবজীবনের তেজ ও সৌন্দর্য্য প্রদান করে। ঈশ্বরের কৃপার স্রোত আসিতেছে আসুক, ভাল করিয়া এই পাপীর হৃদয়ে আসুক, এই বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস ও বিনয় সহকারে প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই হৃদয়ে সেই করুণার শক্তি অনুভব করিতে সমর্থ হন ও তদ্দ্বারা তাঁহাদের আত্মার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু যাঁহারা কঠিন বৃক্ষের ন্যায় অহঙ্কারে মস্তক উন্নত করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই স্রোতে পড়িয়া ইহার উপকার সম্ভোগ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত আবর্জ্জনার মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, অন্যান্য বিনয়ী তরু নবজলে স্নান করিয়া নবজীবন লাভ পূর্ব্বক উথিত হয়, কিন্তু তাঁহারা রাজ্যের আবর্জ্জনারাশি মস্তকে ধারণ করিয়া নিজেদের অহঙ্কারের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকেন।

এই যে মহোৎসব সমাগত—এই ক্ষেত্রে সেই পবিত্রস্বরূপ তাঁহার কৃপা স্রোত প্রবাহিত করিবেন। আমাদের হৃদয়ে ইতিমধ্যেই আশা জন্মিয়েছে যে, তাঁহার কৃপা-স্রোতে অবগাহন করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইব। কিন্তু এই স্রোতকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব? আমরা কি এখন গর্ব্বিত তরুর ন্যায় অহঙ্কারে মস্তক উন্নত করিয়া থাকিব অথবা বুদ্ধিমান বেতসের ন্যায় মস্তককে নত করিয়া এই করুণা সম্ভোগ করিব? আমাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে বিনয়ী, যিনি যে পরিমাণে নির্ভরের সহিত ঈশ্বরের কৃপা-স্রোতে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে, নবজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। জগদীশ্বর করুন, আমরা যেন বিনয়ের সহিত তাঁহার কৃপা-স্রোতের প্রতীক্ষা করিতে পারি।

অদ্য সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় মহম্মদের জীবনচরিত সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শুনিতে শুনিতে সকলেরই হৃদয়ে বিশ্বাসাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বক্তৃতাটীর সারাংশ এবারে মুদ্রিত করিতে পারা গেল না। কৃষ্ণবাবুর প্রণীত মহম্মদের জীবন-চরিত ত্বরায় প্রকাশিত হইবে; সুতরাং পাঠকদিগের অনেকে তন্মধ্যে মহম্মদের জীবনচরিত সবিস্তর দেখিতে পাইবেন।

৩রা মাঘ শনিবার অদ্য প্রাতে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, যীশুর জীবনচরিত বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন, বক্তৃতাটী অত্যন্ত দীর্ঘ ও বহুকাল ব্যাপী হইয়াছিল। সমগ্র বক্তৃতাটী এখনও পরিষ্কার করিয়া লিখিত না হওয়াতে এবারে মুদ্রিত করিতে পারা গেল না। মাসান্তরে মুদ্রিত হইতে পারে।

৪ঠা মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি উপাসনান্তে নিম্ন-লিখিত উপদেশ প্রদান করেন—

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে ভগবানকে পাইতে হয়। তাঁহাকে পাইবার উপায় সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমি বলি "ব্যাকুলতা"। এই একটীর অভাবে সমস্তই বৃথা হইয়া যায়। আমি যাহা কিছু করি না কেন আমার প্রাণ কাঁদিলে দয়াময় কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কখনই পারেন না। তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার জন্য প্রাণের ক্রন্দন চাই। তোমার অনেক দোষ পাপ আছে, তাহাদিগকে তুমি জয় করিতে পারিতেছ না; ভাবিতেছ তোমার জন্য ধর্ম্ম নয়! কিন্তু থাক্ তোমার শত দোষ শত কলঙ্ক। তোমার প্রাণ কাঁদিলে শত দোষ দূরে গিয়া তুমি ভগবানকে পাইবে। সদ্গুণ থাকিলেও তুমি ভগবানকে পাইবে না; কিন্তু তৃষ্ণা থাকিলেই পাইবে। যিশু বলিয়াছেন যে, ঐ যে দূরে পতিতানারীকে দেখিতেছ ঐ নারী ফিরুসী অপেক্ষা ধর্ম্ম-রাজ্যের অধিকারী। ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী অপেক্ষাও তাহার অধিক অধিকার। কারণ যখন তাহার প্রাণে ব্যাকুলতা আসিবে তখন তাহার ব্যাঘাত দিবার আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু এই ফিরুসীর নিজের সদ্গুণের অহঙ্কার আছে। আপনার সদ্গুণ দেখে আপনি স্ফীত হইলে কেহ ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারে না। আমি আপনাকে নারকী জানিলে আমার ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিবে।

আমরা কি বাস্তবিক আপনাদের দোষের জন্য কাঁদিতে পারি? আমি চক্ষে জল পড়া ক্রন্দনের কথা বলিতেছি না। প্রাণ যে ধর্ম্মের জন্য অস্থির হয়, তাহাই যথার্থ ক্রন্দন। যথার্থ কি আমার প্রাণ ধর্ম্মের জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকে? তাহা হইলেই আমাদের উৎসব সুফল প্রসব করে। আর বাহিরের যাহা কিছু হউক না কেন তাহাতে কিছু হইবে না। আমরা অনেক উচ্চ উচ্চ কথা শিখেছি বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করি না। সংসারের সুখের জন্য যত লালায়িত, ধর্ম্মের জন্য তত লালায়িত নই। সংসারকে মিথ্যা বলি, আর ভগবান ও ধর্ম্মকে সত্য বলি কিন্তু আমরা টাকার জন্য, মানের জন্য যত ব্যাকুল হই ধর্ম্মের জন্য তত হই না। বল দেখি ভাই! একটা টাকা হারাইলে যত ব্যাকুল হও, ধর্ম্ম না হইলে তত ব্যাকুল হও কি না! পরমেশ্বরের অধীন হইতে পারিতেছ না বলিয়া, তত দুঃখ হয় কি না, যত কষ্ট সংসারের কোনও ক্ষতি হইলে হয়। মিথ্যা কথা বলিলে তত কষ্ট হয় কি না, যত কষ্ট মানহানি হইলে হয়, অধিক নয়, সহস্র মুদ্রা না পাইলে অধিক দুঃখ হয় না, ঈশ্বরকে না পাইলে অধিক দুঃখ হয়? বড় বড় রাগ রাগিণী ও বক্তৃতায় মুগ্ধ না হইয়া এই গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত। আমি সকলকে এই কথা বলিতেছি না। যাঁহারা সাধু ভক্ত তাঁহাদের প্রতি আমার এ কথা নয়। কিন্তু যাঁহাদের এইরূপ অবস্থা তাঁহাদিগকেই বলিতেছি। বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি যাহা কিছু স্বর্গের ধন আছে তাহা পাইতে হইলে এই এক ব্যাকুলতা দ্বার দিয়া যাইতে হইবে। চৈতন্য হরিকে না পাইয়া মাটিতে মুখ রগড়াইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নামে কেহ নৃত্য করিলে লোকে তাহাকে পাগল বলে। আর টাকা পেয়ে নাচিলে সে পাগল হয় না। টাকার জন্য কাঁদিলে পাগল নয় ঈশ্বরের জন্য কাঁদিলেই পাগল হয়। ব্যাকুলতা চাই, লোকে পাগল বলে বলুক।

কিন্তু প্রাণ যে আমাদের কাঁদে না। ভাল আছি, বেশ আমার দিন কাটিতেছে। একবেলা আহার না হইলে বড় কষ্ট হয়, ভগবানকে পাইতেছি না বলিয়া তত কষ্ট হয় না ত। একটা গল্প বলিতেছি। একজনের হৃৎপিণ্ডের অসুখ হইয়াছে। ডাক্তার তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু রোগী তাহা না বুঝিয়া কুপথ্য করে। তাহার পীড়ার কথা তাহাকে বলা আবশ্যক। ডাক্তার সে কথা বলিলে সে নিয়ম পালন করে, ঔষধ সেবন করে, নতুবা সে কুপথ্য করিবেই। আমাদের ভিতরে ভিতরে রোগ রহিয়াছে। কিন্তু আমরা ভাবি যে আমরা অজর, অমর। চিকিৎসক বলে দিলে আমরা সাবধান হই, কিন্তু আমরাই আমাদের নিজের চিকিৎসক। আমাদের কে বলে দিবে। ভাই, তুমি কি সব জান না? একবার নির্জ্জনে বসে ভেবে দেখ দেখি তোমার কত দুর্ব্বলতা, রিপুর কত প্রাবল্য। আমরা সংবাদপত্র পাঠ করে পৃথিবীর খবর লই। কিন্তু অন্তরের মৃত্যুর খবরটা লই না। চিন্তা করিতে হইবে। বাহিরের ধর্ম্মে চলিবে না। কতটুকু প্রকৃত পবিত্রতা আছে তাহা দেখ দেখি ভাই। একবার নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়া দেখিলেই আপনার দশা দেখিয়া বলিবে, হায়! আমার কি হল। আমাদের অনেকের কেশ পাকিল, আর অল্প দিন বাকী আছে। কিন্তু তবুও আমাদের চৈতন্য হয় না। বর্ত্তমান অবস্থা ও পরিণাম দুই চিন্তাই আবশ্যক। আজ এই মুহূর্ত্তের মধ্যেই যদি আমার মৃত্যু হয়, আর দেখি প্রাণ ঈশ্বরের পূজা করিতেছে না তবে আমার অবস্থা কত শোচনীয়। আর যদি প্রাণ ধর্ম্মকে দেখি, তাহা হইলে ধর্ম্মকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিতে করিতে চলিয়া যাইব। মৃত্যুশয্যায় কেহ যদি সংবাদ দেয় যে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছি তখন সেই টাকা ও একমুঠা ধূলা দুই সমান। আমি কুঁড়েতে মরি আর রাজ প্রাসাদে মরি দুই সমান। এসব পুরাণ কথা আর কি বলিব।

৪ঠা মাঘ রাত্রিতে কবীর, চৈতন্য নানক ও রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কবির ও চৈতন্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখার প্রথা ছিল না। সে জন্য আমরা অনেক সাধুদিগের জীবনচরিত পাই না। আবার কেহ কোনও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলে তাঁহার সমকালিক লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। পণ্ডিতেরা ধর্ম্মাচার্য্যেরা নব ধর্ম্মাবির্ভাব দেখিতে পারেন না। কারণ তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থের হানি হয়। এ সকল কারণে আমরা যেমন তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের অসম্পূর্ণ জীবনচরিত পাই, অপরদিকে মহাত্মাদিগের শিষ্যেরা আবার অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়া থাকেন। কবীর সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা যতদূর পারি তাহা হইতে সত্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব।

কবীর যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, সে সময় দেশের অবস্থা অতি ভয়ানক ছিল। বেদের ভাব কি তাহা লোকে জানিত না, কিন্তু বেদের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ছিল। পুরোহিতদিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল ছিল। জাতিভেদ দেশবাসীদিগকে হীনপ্রভ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময়ে তিনি জন্ম গ্রহণ না করিলে ভারত সমাজে আজ এত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইত না। দেশীয়ভাষায় কবীরের কোন ভাল জীবন চরিত পাওয়া যায় না; এবং কোন ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়াও সেই সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া যায় না। বিশেষ আবার কবীর সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক সকল লুকাইয়া রাখেন। আমি বহুকষ্টে তাঁহাদের কয়েকখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সেই সকল গ্রন্থের সাহায্যেই আমি তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আপনাদিগের নিকট কিছু বলিব। সম্ভবতঃ ১২০৫ সম্বতে কাশীর নিকটস্থ কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কোন্ কুলে তিনি জন্মিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড় দুঃসাধ্য। অলি নামক একজন জোলার দ্বারা তিনি শৈশব অবস্থা হইতেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এই মাত্র জানিতে পারা যায়। এইরূপ কথিত আছে, অলি তাঁহার স্ত্রীর সহিত স্থানান্তরে যাইবার সময়ে এক পুষ্করিণীর তীরে একটী নবজাত শিশু কুড়াইয়া পায় এবং তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া বিধি পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রতিপালন করেন। তিনিই কবীর। কবীরের বয়স কিছু অধিক হইলে ধর্ম্মের জন্য তাঁহার প্রাণ বড় আকুল হইয়া পড়িল। সংসারের রোগ, শোক, পাপ, তাপ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার মন নিতান্ত ব্যথিত হইল। তিনি নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে এই সকল ব্যাধি দূর হইবে? যখন তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, এরূপ কথিত আছে, তখন তাঁহার কাছে একদিন এই দৈব বাণী হইল যে, তাঁহাকে রামানন্দের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। রামানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক সম্প্রদায়ের স্থাপন কর্ত্তা। কবীর মনে মনে রামানন্দের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা হইল না এবং গ্রহণ করাও বড় দুঃসাধ্য ছিল। কারণ রামানন্দ কোন হীন জাতির মুখ দেখিতেন না। অবশেষে কবীর এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। যে স্থান দিয়া রামানন্দ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, তিনি বস্ত্রাবৃত হইয়া সেই পথে শয়ন করিয়া রহিলেন। কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে রামানন্দ প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন; সেদিন কবিরের মস্তকে তাহার পা ঠেকিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন "রাম কহ রাম কহ"। এই কয়েকটী শব্দকে দীক্ষা মন্ত্র ভাবিয়া কবীর গৃহে আসিয়া সেই নাম সাধন করিতে লাগিলেন, এবং প্রচার করিয়া দিলেন যে, তিনি রামানন্দের শিষ্য। সেই দিন অপরাহ্নে রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইলে, রামানন্দ কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন তিনি তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছেন? কবীর প্রাতঃকালের সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। কবীর কয়েকদিন পরে তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। কবীর জিজ্ঞাসা করিলেন জীবের মুক্তির উপায় কি? রামানন্দ উত্তর করিলেন রাম নাম লও, কবীর জিজ্ঞাসা করিলেন, বৈকুণ্ঠ কোথায় এবং তথায় কেমন করিয়া যাইতে হয়? রামানন্দ উত্তর করিলেন জানি না, কেহ তথায় যায় নাই, রাম নাম করিলেই হইবে। কিন্তু যখন কবীর রামের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন রামানন্দ বিরক্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন কবীর আরও অনেক

তাঁকে সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করিলেন। রামানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন বাস্তবিক তুমি জোলা নও। কবীর বলিলেন জাতি বিচার যাহারা করে, তাহারা সামান্য লোক। জ্ঞানই আমার জাতি। তাঁহার গুরু কে? জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন— "সত্য স্বরূপ যিনি আমার কাছে সর্ব্বদাই আছেন তিনিই আমার গুরু।" এইরূপে গুরুশিষ্যে অনেক তর্ক হইল। রামানন্দ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর ঈশ্বর কেমন? তিনি উত্তর করিলেন, তাহা ভাষাতে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। পুষ্পের মধ্যে যেরূপ পরিমল আছে, দুগ্ধের মধ্যে যেরূপ মাখন আছে, সেইরূপ মানব হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। ভাল করিয়া ভজন সাধন রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে বাহির করিতে হইবে। তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ সুন্দর সুন্দর উত্তর শুনিয়া রামানন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কবীর ধর্ম্মালোক পাওয়ার পরেও নিজের বস্ত্র বয়ন কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং ধ্যান ধারণাদিও করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। একদিন তিনি এক আশ্চর্য্য ভাবে অনেকগুলি অর্থ পাইলেন। এইরূপে অভাব্য ভাবে তাহার দানের জন্য অর্থ জুটিতে লাগিল। কবীর দেখিলেন ঈশ্বর সকল অভাব যোগাইতেছেন। তখন বিবেচনা করিলেন যদি প্রভু আমার সকল ভার লইলেন, তখন আর কেন আমি বস্ত্র বয়ন কার্য্যে ব্যস্ত থাকি? আমি যাই স্বাধীন ভাবে তাঁহার নাম প্রচার করিয়া বেড়াই। এই সময় হইতে কবীরের নবজীবন আরম্ভ হইল। কবীর ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার উপর সাধারণের শ্রদ্ধা অত্যন্ত বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার প্রচারিত কথা দেশে ব্যাপ্ত হইল। এ সময় বাদসাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া নানা প্রকার শাস্তি দিয়াছিলেন। হস্তীর পায়ের নীচে ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে মারিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সাধুতা দেখিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কবীর অনেক দিন একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি পৃথিবীর দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া অন্তরে বড় ব্যথা পাইতেন। একদিন রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে কবীর দেখিলেন, লোকে যাঁতা দিয়া ডাল ভাঙ্গিতেছে। ইহা হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিলেন, সংসারের লোকেরা এরূপ উভয় চাপে পড়িয়া মারা যায়। কিন্তু যাহারা যাঁতার মধ্যস্থ খোঁটাকে আশ্রয় করে তাহাদিগের কোন বিপদ নাই। ক্রমে তাঁহার এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং ১২ জন শিষ্য জুটিল এবং নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ হইল। অনেকে বলেন, তিনি প্রেমিক ছিলেন না কেবল জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। তিনি ঈশ্বরের জন্য দিন রাত যেরূপ ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহার সেই অবস্থার ব্যাকুলতা দেখিয়া, তাঁহাকে প্রেমিক ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। লোকে তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া জানেন কিন্তু বাস্তবিক তিনি সেই সময়ে বেদ বেদান্ত পাঠ না করিয়া কি রূপে জ্ঞানী হইয়াছিলেন এবং রামানন্দের সহিত তর্কে তাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য মান অপমান জ্ঞান করিতেন না। বাদসাহের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া ঈশ্বরের নিকট মস্তক অবনত করেন।

চৈতন্য—চৈতন্য সম্বন্ধে সকলেই অনেক কথা জানেন। আজ কেবল তিনি পুরীতে কিরূপে জীবন কাটাইয়াছিলেন তাহারই দুই একটী ঘটনা বর্ণিত হইবে। এক দিন তিনি জগন্নাথ দেখিতে যাইলে এক বৃদ্ধা তাঁহার স্কন্ধে পা দিয়া এক থাম ধরিয়া জগন্নাথ দেখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া সেই বৃদ্ধাকে নামাইতে চাহিলে, তিনি তাহা নিবারণ করিয়া বলিলেন যে, আমার কবে এইরূপ ব্যাকুলতা হইবে? এক দিন এক কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোক চৈতন্যকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া বলিয়া পাঠাইলে, চৈতন্য তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ কথিত আছে তাহার সেই সময় হইতেই ব্যাধি সারিয়া যায়। এক দিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে সে ব্যক্তি লক্ষপতি নয় বলিয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। লক্ষপতি কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, যিনি দিনের মধ্যে লক্ষ বার হরিনাম করেন তিনিই লক্ষপতি। এক জন শিষ্য স্ত্রীলোকের বাড়ী হইতে তণ্ডুল ভিক্ষা করাতে তিনি তাহার মুখ দেখিতে অসম্মত হন এবং বৈষ্ণবদের এরূপ ব্যবহার অনুচিত বলিয়া ব্যবস্থা করেন। তিনি, স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন বটে কিন্তু মাতার উপর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিষ্ণু ভক্তি বাড়িতেছে কি না তাহার সংবাদ লইতেন। সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্রোদয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি উন্মত্ত হইয়া সমুদ্রে ঝাপ দেন। এরূপেই তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ হয়।

পরে আমাদের লাহোরস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত লচমনপ্রসাদ 'নানক' সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় এক সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

তদনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিয়া এই দিনের কার্য্য শেষ করেন।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আর নাই, কয়েকটী কথা বলিয়া আজিকার কার্য্য শেষ করিব। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ইমার্সন বলিয়াছেন যে Great man has great stomach. তাহার অর্থ এই যে বড় লোকদিগের সত্য গ্রহণ করিবার শক্তি অধিক। যাহার সঙ্গে তাঁহারা আলাপ করেন সহজেই তাঁহারা তাহার সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন। মহম্মদ সিরিয়া দেশে গিয়া লোকের সহিত আলাপ করিয়াই য়িহুদীধর্ম্মেরও খ্রীষ্টধর্ম্মের সমুদায় তত্ত্ব শিখিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। মহামনা ব্যক্তিগণ সহজেই সত্যগ্রহণ ও সত্য আত্মস্থ করিতে পারেন। আজ যে মহাত্মাদিগের জীবনচরিত বিষয়ে বক্তৃতা হইল তাহাদের সকলেই এক একটী পরিবর্ত্তনের সন্ধি স্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। নানক, চৈতন্য ও কবীর তিন জনেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় দুইটী মাত্র সম্প্রদায়েরদৃঢ় বন্ধনের প্রয়াস পান নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইবার সাধারণ ভূমি আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যেন এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নের সমস্ত দেখিতে

পাইতেছিলেন ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিবাদের মীমাংসা করিতেছিলেন। পৃথিবীর সাধু মহাত্মাগণ যেমন এক দিকে সত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিলেন, সেই রূপ আর এক দিকে মানবের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া তাহার জন্য কাঁদিতেও জানিতেন। এই জন্যই বিশুখৃষ্টকে Man of Sorrows "বিষণ্ন মানব" বলা হইয়াছে।

ইঁহারা বাস্তবিকই জগতের দুঃখ ভার গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা দুঃখ না পাইয়াও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। যদিও পৃথিবীর এই সকল মহাপুরুষের জীবনে এই এক আশ্চর্য্যভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের অসংখ্য লোক নিজেদের দুর্গতি বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহারা সেই দুঃখ বুঝিয়া ঘুমাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা যেন জগতবাসিকে বলেন যে, তোরা যদি না কাঁদিস্ আমাদিগকে তোদের হইয়া কাঁদিতে দে। বাস্তবিকই যথার্থ ভালবাসার ধর্ম্মই এই রূপ। আমরা দুঃখ দেখিয়া নিরাশ হইয়া মনে করি, পৃথিবীর অবনতি হইতেছে, আর ভাল হবে না। কিন্তু ইঁহারা সকল বিষয়েই আমাদের সহিত পাপের বোঝা মাথায় করিয়া ঈশ্বরের দয়াতে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সহজে দিন কাটাইতেছেন। ইঁহাদের আর এক বিশেষ গুণ এই যে, মানুষ যাহাকে অসার ভাবে তাহাকে তাঁহারা সার মনে করেন। আর সেই সারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অকুতোভয়ে কাজ করিয়া থাকেন। রামমোহন রায়ের জীবনে আমরা এই সমস্ত গুণ দেখিতেছি। যখন তিনি ভৃঙ্গের ন্যায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে সত্য গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহাতে তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণের কথা বোঝা যায়। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ধনীর ন্যায় পায়ের উপরে পা দিয়া সুখে থাকিতে পারিতেন। সমস্ত ভারতের দুঃখ দূর করিবার জন্য পুস্তক লিখিয়া সেই সমুদায় অর্থ ব্যয় করিলেন। এক দিকে নর নারীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপর দিকে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অর্থ, সামর্থ্য সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া জীবন শেষ করিলেন। কিসে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে আমাদের উন্নতি হয় তাহার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সত্যের উপর ধর্ম্মের উপর কি গভীর আস্থা ছিল! তাঁহার জীবন হইতে উদারতা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভরের উপদেশ লইয়া আমরা উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করি।

৫ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন।

যখন আমার আত্মার বিষয় চিন্তা করি তখন আমার মানুষকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা হয় না। আর কি বলিব, বন্ধুদিগের অবস্থা দেখে তাহাদিগকে আর কিছু আমার বলিতে ইচ্ছা করে না। তাঁহাদের নিকট আত্ম-নিবেদন ভিন্ন আর তাঁহাদের উপদেশ দিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এই নিমিত্ত আমি অনেক সময় কেবল আত্ম-নিবেদন করি। উপদেশ দিই, প্রার্থনা করি, যাহা কিছু করি সকলের মধ্যে ইচ্ছা হয় কেবল আত্ম নিবেদন করি। আমার আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না। দুর্ভিক্ষে গিয়া দেখিলাম অনেক লোক অনাহারে দুঃখে কষ্টে হাহাকার করিতেছে। তাহারা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য দয়ালু ব্যক্তিরা তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাঁহারা অন্নছত্র খুলিয়া অন্নদান করিতে পারেন, তাঁহারা নানা উপায়ে দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কে নিবারণ করিবে? বৃষ্টি না হইলে ভাল ফসল হয় না, তাই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমার জীবনেও যে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি অনুভূত হয় নাই, তাই আমি হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। মানুষ শীতে হা বস্ত্র হা বস্ত্র করিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, আমার মন পবিত্রতার বস্ত্র পরিধান না করিয়া সংসারের শীতে জড়সড় হইয়া রহিয়াছে। মানুষের দয়াতে পৃথিবীর দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইল, কিন্তু আমার প্রাণের দুর্ভিক্ষ যায় নাই। অন্ন জল না পাইয়া লোকে দীন দুঃখীর ন্যায় বসিয়া থাকে, আমিও ভক্তি জল, প্রেমান্ন না পাইয়া সেই রূপ অবস্থায় দিন কাটাইতেছি। উৎসব ক্ষেত্রই আত্ম-নিবেদন করিবার প্রশস্ত স্থান। এখানে এমন অনেক নরনারী আছেন, যাঁহারা আমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন, তাই আমি এখানে আত্ম-নিবেদন করিতেছি। যাহার দুঃখ নাই, সে জানে না—অপরের অভাব কি? যাঁহারা প্রেমিক, তাঁহারা আমার দুঃখ বুঝিতে পারিবেন না। কারণ তাঁহাদের আত্মা প্রেম ভক্তিতে পরিপূর্ণ। দুঃখীরাই কেবল ভগবানের নিকট আত্ম-নিবেদন করেন। তাঁহার অভাবে পাপীর কি যন্ত্রণা, তাহা যাঁহাদের সে অভাব নাই, তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন? তাঁহাদের বুঝিবার শক্তি নাই। আমার বয়স চলিয়া যাইতেছে, আর হা হা করিয়া আমার দিন কাটিতেছে। আমি স্বয়ং অভক্ত লোক, কোথা হইতে প্রাণে ভক্তি দিব। তাই আমার ভ্রাতা ভগিনীরা যেমন প্রাণ খুলিয়া ভগবানকে ডাকিতেছেন, তেমন করিয়া একবার ভগবানকে ডাকিতে ইচ্ছা করে। আমার কথায় কিছু হইবে না, তাহা আমি জানি, কিন্তু তথাপি আমার প্রাণ বুঝে না। সুখের কথা ভাই বোনেরা বোঝে, কিন্তু প্রাণের কথা ভগবান বোঝেন। জগতে এমন কে আছে যে, অন্তরের কথা বুঝে আমার অন্তরের দুঃখ ব্যথা নিবারণ করিবে? কেহই নাই যে সে জ্বালা ঘুচাইতে পারে। আমার অন্ন বস্ত্র ঔষধ আবশ্যক হইলে বন্ধু বান্ধবেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন। কিন্তু আমার আত্মার দুরবস্থার দিনে সকলেই আসিলেন, কিন্তু কেহই প্রাণের ভিতর দাঁড়াইয়া দুঃখ দূর করিলেন না। আর কাহাকেও কিছু বলিতে পারি না, তাই আত্ম-নিবেদন আরম্ভ করিয়াছি। মা ভিন্ন আর কে আমার সমস্ত অভাব বুঝিবে? তিনি একবার গায় হাত বুলাইয়া দিলে আমার সকল দুঃখ ব্যাধি দূর হইয়া যায়। আমার আত্মা সংসারের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে

"জননি! জননি!" বলিয়া ডাকিলে তিনি প্রাণে আসিয়া সকল আশা মিটাইয়া দেন। আমি এই জানি আর কিছুই জানি না। যে অন্নছত্র খোলা হইয়াছে।" আমার মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজই সেই অন্নছত্র। কারণ অনেক গরিব দুঃখী ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে অন্ন বস্ত্র পাইয়াছেন। উৎসবে ভগবান বসেন, এবং সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আমি এক চিরস্থায়ী অন্নছত্র খুলিয়াছি। এই ব্রাহ্মসমাজই সেই অন্নছত্র। উৎসবের সময় তিনি প্রতি বৎসর সকলকে আহ্বান করিয়া স্মরণ করাইয়া দেন যে, এই সেই অন্নছত্র। উৎসব কি? কতকগুলি গরিব ধনীর বাড়ীতে অন্ন বস্ত্র লইতে আসিয়াছে। আমাদের ঈশ্বরই সেই ধনী। আশা হইতেছে যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইলেও এই অন্নছত্রে আমিও কিছু পাইব। ব্রাহ্মসমাজই সেই ঘোষণা-পত্র। এই একজনের নয় সকলের হৃদয়েই সেই ঘোষণা-পত্র আছে। পাপী গরিব বড় মানুষ প্রভৃতি সকলের হৃদয়ে এই অনন্ত ঘোষণা-পত্র আছে। প্রাণের সহজ বিশ্বাস ও সহজ প্রীতিই সেই ঘোষণা-পত্র। ইহা বড় সামান্য বিষয় নয়, ইহা ভগবানের ঘোষণা-পত্র। ভগবান যে ঘোষণা-পত্র দিয়াছেন, তাহা মানব-হৃদয়ের ঘোষণা-পত্র নয়, কিন্তু ভগবানের নিজের ঘোষণা-পত্র। ইহাতে আমাদের গুণ কিছুই নাই, ইহা ভগবানের গুণ। ভগবান ইহাকে এইরূপ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এ সব তাঁহারই করুণা। তিনি এইরূপ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহা জানিতে পারি। বেদ বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল সকলই তিনি আমাদের মনে লিখিয়া দিয়াছেন। বাইবেল বেদ কোরাণের আর কিছুই বুঝিতে চাই না, কেবল বুঝিতে চাই প্রাণের ব্যাকুলতা। প্রাণ খুলিয়া যখন এই সকল পাঠ করি, তখন কেবল এই সকলই দেখিতে পাই। এই উৎসবের সময় যদি একবার সেই ঘোষণা-পত্র খুলিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কাছে সকলই চাহিতে পারিব। একবার তাঁহার কাছে গিয়া এই সকল চাহিলেই তিনি আমাকে কৃপা করিয়া সমস্তই দিবেন। প্রভুর এই ঘোষণা-পত্রে আমরা বিশ্বাস করি এবং এইখানে তাঁহার নিকট একান্ত অন্তরে চাহিলেই তিনি আমাদিগকে সব দিবেন, কারণ তাহা না হইলে আমাদিগকে আশা দিয়াছেন কেন? তিনি কি আমাদের প্রাণে আশা দিয়া তাহা পূরণ করিবেন না? তিনি, এমন নন, আমাদের আশা পূর্ণ করিবেনই করিবেন। তবে এস, আমরা এখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

মধ্যাহ্নকালে উপাসকগণ আবার একে একে উপাসনালয়ে একত্র হইতে লাগিলেন। অদ্য শ্রমজীবিদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা। পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল যে, বরাহনগরের শ্রমজীবিগণ দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতার উত্তর প্রান্তবর্ত্তী শ্যামবাজার নামক স্থানের একটী বাজারে আসিয়া অপেক্ষা করিবেন, কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ দলবলে সেইখানে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন। সেখানে কিয়ৎকাল একত্রে সংগীত সংকীর্ত্তনাদির পর সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে উপাসনালয়ে আসা হইবে। সেখানে আসিয়া শ্রমজীবিদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হইবে। তদনুসারে অপরাহ্ণে উভয়দল শ্যামবাজারের যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাজারে গিয়া সম্মিলিত হইলেন। সম্মিলিত হইয়া কিছুক্ষণ কীর্ত্তনাদির পর পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণপ্রসাদ, ভ্রাতা বজ্রাঙ্গবিহারী, ভ্রাতা আবদুল আজিম ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইঁহারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের কৃপার সাক্ষ্যরূপে কিছু কিছু বলিলেন। তদনন্তর সকলে সমস্বরে "তোরা আয়রে ভাই ডাকি বিনয়ে নগরবাসিজন" এই পুরাতন নগর কীর্ত্তনটী গান করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সেই জনস্রোত আরও বর্দ্ধিত হইল। সকলের সমবেত কণ্ঠস্বরে সহরের সেই অংশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মন্দিরে পৌঁছিতে সায়ংকালের উপাসনার সময় উপস্থিত। মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করাই দুর্ঘট। গায়কদল পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যাহা হউক, যথা সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইল। অদ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি শ্রমজীবিদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল।—

"শ্রমজীবি ভাই! আজ তোমরা এখানে সকলে এসেছ। তোমাদের সহিত একত্রে নগরে ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করে আজ আমাদের রসনা সার্থক করিলাম। তোমরা সব আমাদের ভাই—আমাদের সকলের এক মা। আজ তিনি উপস্থিত—সকল অবস্থার সন্তানে আজ একত্রে তাঁহার উৎসব করিবে। এ রাজ্যে বড় ছোট নাই সব সমান। ভাই তোমরা মনে করিতেছ তোমরাই কেবল শ্রমজীবী আর আমরা নই। তা নয় আমরাও শ্রমজীবী। তোমরা মনে করিতে পার যে তোমরা সাহেবের কলে কাজ কর। কিন্তু তা নয়, তোমরা যে সকলে ভগবানের কলে কাজ কর। আমরাও ভগবানের এই জগতকলে কাজ করি। তাই বলছি আমরা সব ভাই বোন। তাঁর দিকে চাহিলে কে রাজা, কে প্রজা, কে সম্ভ্রান্ত, কে সামান্য সবই সমান। সকলেই সেই বিশ্ব-জননীর ক্রোড়ে বসিয়া আছি। প্রভেদ-জ্ঞান থাকিলে মায়ের কাছে আসা যায় না। তাঁর কাছে আস্‌তে হলে সকল প্রভেদ ভুলতে হয়। সকলেই এক রাজার রাজ্যে, এক মায়ের কোলে বসে আছি। এখন আমাদের পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় নাই তিনি আমাদের সকলের আলাপ করে দিবেন। তাঁর দিকে চাহিলে আমরা আর কিছুরই প্রভেদ দেখিতে পাই না। তিনি মাঝে এসে বসলে সব প্রভেদ চলে যায়। ধনবান, নির্ধন, গুণী, নির্গুণ সকল প্রভেদ চলে যায়; দুঃখে জর্জ্জরিত কি সুখে স্ফীত সকলের মধ্যে প্রভেদ চলে যায়; মা এক বার এলে আর প্রভেদ থাকে না। মায়ের মুখের আলো সন্তানের মুখে না পড়লে আমরা মায়ের সন্তানদের ভাল করিয়া চিন্‌তে পারি না। মোহ মায়ার অন্ধকারে পড়ে থাকলে আমরা কিছু দেখ্‌তে পাই না। মায়ের জ্যোতি এক বার সন্তানদের মুখে পড়লে সব চিন্‌তে পারি। পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি সকলেই তখন বলে, ওরে

ওরা যে আমাদের ভাই বোন, আমরা তা বুঝ্‌তে পারিতাম না। ভাই বোন সব দেখ এখানে এখন এক বার সেই মায়ের মুখের জ্যোতি পড়েছে দেখ, এখন সম্পূর্ণ সাম্যবাদ। তাঁর নাম করিব এই আমাদের মহা অধিকার! এই সুখ, এই শান্তি, এই অহঙ্কার, এই আমাদের অনন্ত অধিকার। এখানে আমাদের সকলের সমান অধিকার। কিন্তু কেবল মৌখিক তাঁর নাম করিলে হইবে না; অন্তরের সহিত করিতে হইবে। আমরা সকলে প্রাণ ভরে তাঁর নাম করিব। তোতা পাখীর মতন আমরা তাঁর নাম গ্রহণ করিব না। কিছু বুঝিব না জানিব না কেবল নাম করিব তা হবে না। ভাল করিয়া অন্তরের সহিত তাঁর নাম করিব। কিসের দুঃখ কিসের পাপ সব চলে যাবে। কিন্তু কেমন করে তাঁর নাম করিতে হবে? তাঁর নাম করিতে হইলে কি চাই? অনেকে বলেন আমি বড় গরিব দুঃখী আমি কি করে ধর্ম্ম করিব। আমার কি টাকা কড়ী আছে যে তাই দিয়ে আমি ধর্ম্ম করিব। টাকা না হলে যে আমার ধর্ম্ম হবে না। এ কি সত্য কথা। যাহারা মূর্খ তাহারা কি করে ধর্ম্ম করিবে? পণ্ডিতেরা সকল কথা বুঝ্‌তে পারেন তাঁরা ধর্ম্ম কর্‌তে পারেন কিন্তু মূর্খে কি করিয়া ধর্ম্ম করিবে। কিন্তু এ কথা সত্য নয় এ সব মিথ্যা কথা। যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের গতি কি হবে? বড় লোকেরাই যদি কেবল ধর্ম্ম করিতে পান তবে ভগবানের রাজ্যে যে বড় অবিচার হবে। আমরা সকলেই যে বড় গরিব আর আমরা সকলেই অধার্ম্মিক হয়ে পড়ে থাকব। কিন্তু তা নয়, যে সরল প্রাণে ভগবানকে ডাকবে সেই তাঁকে পাবে। নিজের ঘরে বসে প্রাণের দরজা খুলে দিয়ে "দুঃখীকে দয়া কর" বলে ডাকলে সবই হবে। আর কিছুই কর্‌তে হবে না; আর কিছুর আবশ্যকতাও নাই। যতই ভাল করে ডাকবে ততই তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হবে। তাঁর নাম যদি ভাল করে বলা যায়, সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে যদি বলা যায়, জগতের আর সব ভুলে গিয়ে যদি বলা যায়, তাহা হইলে প্রাণে অমৃত স্রোত বহিতে থাকে; প্রাণ জুড়িয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও ধনীরা যাহা পায় না শ্রমজীবি ভাই, একবার তেমনি করে ডাকলে, তাহা তুমি পাবে। আমি বেশী কথা কিছু বল্‌ছি না। যাহা আমি আমার জীবনে দেখেছি তাই বলছি। ইহা কোনও পুস্তকের কথা নয় কোনও শোনা কথা নয়। যে একবার তাঁকে প্রাণ খুলে ডাক্‌বে সেই তাঁকে পাবে। বড় পদ বল, টাকা বল, মান সম্ভ্রম বল তাঁকে পেতে হলে কিছুরই দরকার নাই। তাঁকে পেতে পুরোহিতের প্রয়োজন নাই। তিনি আপনি পুরোহিত হয়ে আস্‌বেন। তিনি আপনি খুঁজে খুঁজে সকলের কাছে যান। রোগী, পাপী, বড় লোক, মূর্খ, দুরাচারী, প্রতারক সকলের বাড়ীই তিনি যান। তাঁর কিছুতেই ঘৃণা নাই। তুমি আমি পাপী হয়েও সকলের কাছে যাই না কিন্তু তিনি আর কিছুরই বিচার করেন না সকলেরই কাছে যান। আমাদের দেবতা এমনি ভাল দেবতা। তাঁরে একান্ত অন্তরে ব্যাকুল হয়ে বিনীত হয়ে ডাক্‌তে হবে, তাহ্‌লেই তিনি আস্‌বেন। আর শত সহস্র দোষ থাকুক কিন্তু অহঙ্কার থাকিলে ধর্ম্ম হবে না। কোনরূপে অহঙ্কার সয়তান মনে ঢুক্‌লে ধর্ম্ম হবে না। সাধু ব্যক্তিরা যে বলিয়াছেন যে, তৃণ অপেক্ষাও নীচ না হলে ধর্ম্ম হবে না, এ কথা বড় সত্য কথা। ধর্ম্মের ঘরের প্রবেশ দ্বারে এই কথা লেখা আছে—"অতি বিনীত হতে হবে।" ৪০।৫০ বৎসর কেহ কেহ ধর্ম্ম সাধনে আছেন কিন্তু তাঁহাদের কিছুই হয় নাই তাহার কারণ কি? অহঙ্কার তাঁহাদের হৃদয়ে ঢুকে রয়েছে। এই আমার ঘর বাড়ী রয়েছে, এই আমার স্ত্রী রয়েছে এই আমার পুত্র কন্যা রয়েছে, এই আমার টাকা হয়েছে, এ সব ভাবলে আর ধর্ম্ম হবে না। মনকে সকল রকমে পরিপূর্ণ করে তাঁকে ডাকলে তিনি কোথায় আস্‌বেন। তাঁর জন্য মনে একটুও স্থান রাখি নাই আর আমি তাঁরে ডাক্‌ছি। শ্রীমদ্ভাগবতে এক স্থানে আছে ভগবান বলিতেছেন "যে আমার কাছে যা চায় আমি তাকে তাই দিয়া থাকি কিন্তু যে আমার কাছে এসে বলে আমার কিছুরই দরকার নাই আমি তাহাকে আমাকে দিই।" যাঁর প্রাণ ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল তাঁর হৃদয়ে তিনি আপনি আসেন। তাঁকে পেতে হলে তাঁর জন্য বিনয় ও ব্যাকুলতা চাই তা না হলে কিছুই হবে না। আমরা সর্ব্বদা যে বস্তুকে আমার আমার বলি তাহা অপদার্থ কিন্তু তাহা আমরা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না। যে স্ত্রী পুত্র থাক্‌তে ভাববে আমি শ্মশানে আছি, সম্পত্তি থাক্‌তে ভাব্‌বে যে আমি দরিদ্র, তখনই তাহার ঠিক অবস্থা হবে। একটী স্ত্রীলোক তাহার এক মাত্র পুত্র মরে গেলে দুঃখে বড় ম্রিয়মান হয়ে পড়িল। মৃত শরীর আর ফেলতে চায় না; তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়ায় আর সকলকেই জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়, কিরূপে তার সেই ছেলেটিকে বাঁচান যায়। সকলেই তাহার এই কথা শুনে হেসে উঠে আর বলে একি কখনও সম্ভব হয় যে মানুষ মরলে আবার বাঁচে। কিন্তু সেও তাকে পরিত্যাগ না করে বেড়াইতে বেড়াইতে এক সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার ছেলেটীকে বাঁচাতে বলিল। সন্ন্যাসী তাহার অবস্থা বুঝতে পেরে বল্‌লেন যে আমি তোমার সন্তানকে বাঁচাব, তুমি এমন পরিবার হইতে গুটিকত সরিষা নিয়ে এস যাহাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহই মরে নাই। রমণী মনে করিল এ বড় সহজ কথা। এই ভাবিয়া সে লোকের বাড়ী সরিষা চাহিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে বলিতে লাগিলেন যদি তোমাদের বাড়ীর কেহ না মরিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে সরিষা দেও কিন্তু কেহই দিতে পারিল না। সকলেই আত্মীয় স্বজনের শোকে দুঃখিত। তখন রমণী নিরাশ হইয়া সন্ন্যাসীর কাছে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন যে, সকলেই মৃত্যুর অধীন, তবে আর মৃতদেহ লইয়া কি করিবে? রমণীর তখন জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি তখন নবজীবন পাইলেন। এ গল্পটী কল্পিত গল্প নয়, সত্য ঘটনা। এই সন্ন্যাসী বুদ্ধদেব ও এই রমণী কৃষ্ণা-গৌতমী। আমাদের গলার শব পরিত্যাগ করিতে হইবে নতুবা আমরাও নব জীবন পাইব না। সংসারের সমস্ত প্রিয় পদার্থ চলে গেলেও কেবল এই স্থানে দাঁড়াইলেই সকল বিপদ চলে যাবে ব্রহ্ম-নাম ধরে থাক্‌লেই

সব হবে, আর কিছুই করতে হবে না। ভগবান তুমি দয়া কর যেন আমরা তোমার নামেই পড়ে থাকতে পারি।

৬ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হয়। বাবু শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই

আমি কোনও ভক্তিভাজন বন্ধুর সহিত একবার গয়ায় যাই। আমরা উভয়ে এক দিন একত্রে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার সেই ভক্তিভাজন বন্ধু একটী স্থান দেখিয়া বলিলেন যে, এস্থান দর্শন করিয়া মহাত্মা চৈতন্যের প্রথম প্রেমের সঞ্চার হয়। চৈতন্যের মনে "কৃষ্ণ রে বাপ কোথায় গেলি রে" এই কথা উদয় হইলে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়, এবং সেই স্থানেই তিনি সন্ধ্যার সময় তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রথম সাক্ষাৎ পান। সেই রমণীয় স্থান দেখে আমার শরীর কম্পিত হইয়াছিল। তাহার আনুসঙ্গিক সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আমি আমার সেই বন্ধুকে তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মানুষ একবার ইষ্টদেবতাকে পাইয়া আবার তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? কেন তিনি দেখা দিয়া আবার লুক্কায়িত হন? মানুষই বা কেন তাঁহার অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়ে? তিনি বলিলেন, ভগবান একবার দেখা দিয়া অন্তর্ধান হন, কারণ তাহা হইলে মানুষ তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে। এক একবার দেখা দেন তাহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য। এই ব্যাকুলতাই ধর্ম্মের জীবন। এই সকল কথা শুনিয়া আমার প্রেমহীন ভক্তিহীন জীবনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম আমি কি বাস্তবিক ভগবানকে দেখেছি! আমার মনে হইল আমি তাঁহাকে দেখেছি বই কি নতুবা ব্রাহ্ম-সমাজে আসিলাম কেন? চৈতন্যের জীবনের ও আমাদের জীবনের, তাঁহার দর্শনের ও আমার দর্শনের প্রভেদ এই যে তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা হইতে পারি না। এই কথা স্মরণ করিয়া আমার অনেক দিন কষ্ট হইয়াছে। চৈতন্য যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন আমরা তাহা করিতে পারিলাম না। ছি ছি আমরা ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তাহা করিতে পারিলাম না। ভক্তদের এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সেরূপ ব্যাকুলতা কৈ? চৈতন্যের হৃদয়ে যেরূপ ব্যাকুলতা ছিল আমাদের হৃদয়ে সেই রূপ ব্যাকুলতা না হইলে আমাদের ধর্ম্ম সাধনে কিছুই হইবে না। এই রূপ ব্যাকুলতাশূন্য হৃদয়ে আমরা যত কিছু করি না সবই মিথ্যা। ছি ছি আমাদের জীবনে আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না। হয় আমরা তাঁহাকে দেখি নাই অথবা আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করি না। বিরলে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে যদি চাহিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের আর কি হইল? আমাদের কিছুই হইল না। ভগবানকে পাইতে হইলে ধুলায় লুঠাইতে হয়, ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু আমাদের তাহা কৈ? ব্যাকুলতা বাহিরের জিনিস নয় ত যে তাহা কোনও রূপে লাভ করিব। ব্যাকুলতা ভিতরের—অন্তরের জিনিস। আমরা যে অপরের কাছে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি না তাহার কারণ এইযে, আমাদের ধর্ম্মের জন্য সেই রূপ ব্যাকুলতা নাই। চৈতন্যকে দেখিয়া লোকে বৈষ্ণব হইয়া যাইত। তাহার কারণ তিনি ব্যাকুলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। এক চণ্ডাল সমস্ত দিন কীর্ত্তন করিতে হইবে বলিয়া চৈতন্যকে মারিয়া ফেলিবার জন্য যে স্থানে কীর্ত্তন হইবে, তথায় উপস্থিত হইল; কিন্তু চৈতন্যকে দেখিয়া আর তাঁহাকে মারা হইল না। তাঁহার ভগবানকে পাইবার জন্য যে ব্যাকুলতা তাহা দেখিয়া আর কি কেহ তাঁহার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া থাকিতে পারে? সে সেই মুহূর্ত্তেই চৈতন্যের শিষ্য হইয়া গেল। চৈতন্যও তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলেন। যাহাদের প্রাণে ব্যাকুলতা আছে তাহাদের ধর্ম্মসাধন হইয়া যায় এবং যাহাদের জীবনে তাহা নাই তাহারা শুষ্ক হইয়া যায়। মহাত্মা চৈতন্যের ন্যায় সকলকে ব্যাকুল হইতে হইবে। যত দিন না আমাদের সেই রূপ হইবে, তত দিন আর আমাদের ধর্ম্ম কিছুই নয়। এখন হইতে আমরা ব্যাকুল হইতে চেষ্টা করিব। আমরাও ব্যাকুলতা হৃদয়ে না থাকিলে নিরন্তর তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব। তাহা হইলে সকল সফল হইবে। উৎসবের সময় এস আমরা সকলে ব্যাকুল হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। তাহা হইলে উৎসবও সুসম্পন্ন হইবে এবং আমাদের মনস্কামনাও পূর্ণ হইবে।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন;—

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব	... ...	সভাপতি।
" " কড়ি ঘোষ	... ...	সম্পাদক।
" " আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	সহ সম্পাদক।
" " গুরুচরণ মহলানবিশ	...	কোষাধ্যক্ষ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন;—

কলিকাতার সভ্য।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু জগদীশচন্দ্র বসু, বাবু রজনীনাথ রায়, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু শশিভূষণ বসু, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কেদারনাথ রায় (মুনসেফ), বাবু দ্বিজদাস দত্ত, বাবু মোহিনীমোহন বসু, বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, বাবু উমাপদ রায়, বাবু হরনাথ বসু, বাবু হরকুমার রায় চৌধুরী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু পরেশনাথ সেন, বাবু কালীকুমার ঘোষ, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বাবু নীলরতন সরকার।

মফস্বলের সভ্য।

ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু (ফরিদপুর) বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা) মেঃ মহিপতরাম রূপরাম (আমেদাবাদ) বাবু প্রকাশ চন্দ্র দেব (শিলং) মেঃ বুচিয়া পেণ্টালু (মান্দ্রাজ) বাবু উমাচরণ ঘটক (মতিহারী) বাবু ব্রজকিশোর বসু (বহরমপুর) মুনসী জালালুদ্দিন (জলপাইগুড়ি) শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় (বগুড়া) বাবু হরিনাথ দাস (বাগেরহাট) বাবু বিপিনবিহারী রায় (মাণিকদহ) বাবু লক্ষ্মীকান্ত দাস (তেজপুর) বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র (মাণিকদহ) বাবু উদয়রাম দাস (নৌগং) বাবু তিনকড়ি বসু (পচম্বা) নর্সীঙলু নৈদু (কৈম্বাটুর) বাবু ঋষিবর মল্লিক (বাগআচড়া) বাবু বঙ্কবিহারী বসু (সৈদপুর) বাবু রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায় (কালনা) লক্ষ্মণ প্রসাদ, (কানপুর) বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভাগলপুর)।

এবার মাঘোৎসব উপলক্ষে কয়েকখানি নূতন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত থিওডোর পার্কারের জীবনচরিত প্রধান। পার্কারের জীবনচরিত খণ্ড খণ্ড আকারে পূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাই সংগৃহীত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতের ন্যায়, এখানিও একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। মহাত্মা থিওডোর পার্কারের জীবনে ব্রাহ্মদিগের শিক্ষা করিবার অনেক আছে। এতদ্ভিন্ন চিন্তামঞ্জরী, সৎপ্রসঙ্গ, প্রকৃত বিশ্বাস, ধর্ম্মকুসুম, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী, প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ পুনর্মুদ্রিত। প্রকৃত বিশ্বাস নামক গ্রন্থখানি পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রণীত, "ট্রু ফেথ্" নামক গ্রন্থের অনুবাদ। মৃত সারদানাথ হালদার এই অনুবাদ করেন। সারদানাথের জেষ্ঠ্য সহোদর আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বরদানাথ হালদার মহাশয় ঐ গ্রন্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যের সাহায্যার্থ দিয়াছেন। তদনুসারে ইহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার কমিটী পুরাতন অনুবাদের অনেক স্থান আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। চিন্তামঞ্জরী;—গত কয়েক বৎসরের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। শিমলা-শৈলের কতগুলি বন্ধু অর্থ সাহায্য করিয়া উক্ত প্রকার প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিবার অনুরোধ করেন, তদনুসারে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা গ্রন্থ ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের প্রণীত Gleams of the New Light নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রণীত "Whispers from the Inner Life" নামক এক নূতন গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত "পাপীর নবজীবন লাভ" ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রণীত "চিন্তাবিন্দু" নামক গ্রন্থদ্বয়ও এতদুপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের দ্বারা লোকের ধর্ম্মজীবন গঠনের বিশেষ সাহায্য হয়। এবারে নূতন গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্পই বলিতে হইবে। আশা করি, পুস্তক প্রচার কমিটী এ বৎসর অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১২ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ।
২১শ সংখ্যা।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৭।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩
প্রতি সংখ্যা ৵১০

প্রার্থনা।

হে সত্য পুরুষ! তোমার আবির্ভাবের জ্যোতি অন্তরে না **দেখিলে আমরা ধর্ম্মের** আস্বাদন জানিতে পারি না। তোমার সাক্ষাৎ প্রকাশের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তোমার আলোকে যে জীবন্তভাব লাভ করা যায়, তাহাই ধর্ম্মজীবন। তোমার অপার কৃপা যে তুমি আমাদিগকে তোমার ব্রাহ্মসমাজরূপ গৃহে একত্র করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিয়ত এই জীবন্ত ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছ। বাস্তবিক তোমাকে জানিলে মানব মৃত্যুর রাজ্য হইতে জীবনের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। হে করুণা-সিন্ধু! তুমি স্বয়ং গুরু হইয়া অন্তরে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর, আমরা তোমার জীবন্ত প্রত্যক্ষ উপদেশ শুনিয়া তোমার পথে চলি।

এবার বহুসংখ্যক নূতন সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, যে সকল বন্ধু কিছু দিন হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কিঞ্চিৎ শিথিল ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে আবার কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এতদ্দ্বারা 'ব্রাহ্মদিগের ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন করা যাইবে।' সচরাচর লোকে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর উদ্দেশ্য এই মনে করেন যে, তদ্দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের অতিরিক্ত আধিপত্যলাভের পথে অর্গল দেওয়া হয়। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইহার আর একটী গুরুতর ও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। যে দশ খানি হস্ত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেই দশখানিকে একখানি করিয়া প্রভুর সেবাতে নিযুক্ত করাই ইহার সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা অদ্যাপি আশানুরূপ এই উদ্দেশ্যটী সিদ্ধ করিতে সমর্থ হই নাই। পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে আমাদের অনেক কার্য্য এখনও বিশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী সভ্যগণ যে দিন দিন এই অভাবটী অনুভব করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আশা হয় যে, অচিরকালের মধ্যে এই অভাবটী বিদূরিত হইবে। জগদীশ্বরের উপর যাঁহাদের নির্ভর এবং আত্মার উন্নতি করা ও নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের সেবা করাই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদের কোন অভাব দীর্ঘকাল থাকিবে না ইহা নিশ্চিত সত্য।

এবারকার উদ্যান সম্মিলনে যে কথা বার্ত্তা হয়, তাহাতে মফস্বল হইতে সমাগত অনেক বন্ধুর কথোপকথনে এরূপ দেখা গেল যে, মফস্বলের ব্রাহ্মবালিকাদিগের কলিকাতাতে থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা করিবার উপযোগী একটী বোর্ডিং স্কুলের অভাব অনেকে অনুভব করিতেছেন। বেথুনবোর্ডিংএ কন্যা রাখা অনেকের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য কলিকাতার কমিটীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। মফস্বলের অনেক স্থানে এরূপ উৎকৃষ্ট বালিকা বিদ্যালয় নাই যেখানে ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় বালিকাদিগকে প্রেরণ করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন। দেশের অপর লোকে যেমন বালিকাদিগকে নামমাত্র শিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ব্রাহ্মেরা সেরূপে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাঁহাদের বালিকাগণ যদি উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ না করে তবে সমাজ মধ্যে তাঁহাদের আদর থাকে না। এই কারণে মফস্বলবাসী ব্রাহ্ম পরিবারদিগকে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য নিতান্ত ভাবিত হইতে হয়। কলিকাতাতে যদি এরূপ কোন স্থান থাকে, যেখানে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় কন্যাকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, এবং যেখানে তাহাদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বিধান করা হয়, এবং সেখানকার শিক্ষা কার্য্য যদি স্বল্পব্যয়ে নির্ব্বাহিত হয় তাহা হইলে অনেকের পক্ষে বিশেষ সাহায্য হয়। অনেকবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ একটী বিদ্যালয় করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। বালিকা সংখ্যা কি এত হইবে যদ্দ্বারা ঐ প্রকার একটী বিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যয় চলিবে? এবিষয়ে মফস্বলের বন্ধুদিগের মত আরও জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। এই বিষয়ে যাঁহার যাহা বলিবার আছে পত্র দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে জ্ঞাত করিলে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইবে।

সাধু জীবন এ সংসারে বড় দুর্লভ। মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়া গিয়াছেন, পোস্তর দানা যেমন প্রায়ই সাদা, কিন্তু তাহার মধ্যে মধ্যে যেমন দুই একটা লাল দেখা যায়, সাধুও এ সংসারে

তেমনি। সংসারের বহুসংখ্যক লোক প্রায়ই সংসারাসক্ত; তাহার মধ্যে কেবল দুই চারিটি ঈশ্বর-পরায়ণ ধার্ম্মিক সাধুভক্ত দেখা যায়।

ধার্ম্মিক হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। যদি সহজ হইত,তাহা হইলে সংসারের আর আর দ্রব্যের ন্যায় সহস্র সহস্র ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তি আমরা এ সংসারে দেখিতে পাইতাম। বিশাল সাগরগর্ত্ত হইতে মানুষ কত কষ্টে রত্ন উদ্ধার করে, কিন্তু তাহাও সাধুর ন্যায় এ সংসারে দুষ্প্রাপ্য নহে। এই জন্য সাধু ভক্তের মাহাত্ম্য লোকে এত কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোকে বলে, 'সাধু দর্শনে মহা পুণ্য—সাধু সহবাসে স্বর্গবাস।' ইত্যাদি কথা লোকে সহজে বলিত না, যদি ঝুড়ি ঝুড়ি সাধু এ সংসারে মিলিত।

সাধুভক্ত এ সংসারে এত দুর্ল্লভ কেন? সাধু হওয়া বড় কঠিন। শূন্যে উড়া সহজ, বিপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করাও সহজ, উত্তাল তরঙ্গায়িত ভয়ঙ্কর সাগরে যাত্রা করা সহজ কিন্তু সাধু হওয়া তাহা অপেক্ষাও কঠিন। লোকে যদি দেখে যে, এক ব্যক্তি সিংহের সহিত খেলা করিতেছে, অথবা কেহ শূন্যে দড়ির উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাতেই অবাক্ হইয়া থাকে—কিন্তু সাধু ভক্তেরা যে প্রাণের মধ্যে ভয়ানক সিংহ অপেক্ষাও বলবান রিপুদিগকে বশ করিয়া নিজের ইচ্ছামত তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা দেখিলে লোকে আরও অবাক্ হইয়া পড়ে। সাধু হওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার।"ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়"; তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে আজ সহস্র সহস্র লোক এই পথে ছুটিত। কিন্তু বড় কঠিন বলিয়াই লোকে এ কষ্টকর পথে ঘেঁসিতে চায় না।

তবে কি সাধু জীবন কষ্টের জীবন? সাধু জীবন কষ্টের জীবন নয়, পরন্তু সাধু জীবন অনন্ত সুখ ও শান্তির জীবন। প্রথমতঃ এ জীবন লাভ করিতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তার পর মানব চিরসুখের অধিকারী হয়। সাধু হইতে হইলে ধর্ম্মপথে পদার্পণ করিতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মপথ বড় আনন্দের পথ।—প্রথমতঃ এ পথ কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানব যখনই পরমেশ্বরের নাম করিয়া এ কাঁটার উপর আপনার দুই খানি পদস্থাপন করে, তখনই ঐ কাঁটাগুলি পুষ্প হইয়া যায়। এই জন্য সাধু ভক্তেরা এই ধর্ম্মপথকে অনন্ত সুখ ও শান্তির পথ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্য সাধুরা এই পথে চলিতে চলিতে কত আনন্দের গাথাই গান করিয়া থাকেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না! সাধু জীবন সুখের জীবন—সুখের জীবন ও শান্তির জীবন!

ষট্পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

৬ই মাঘ সোমবার। অদ্য সায়ংকালে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। ব্রাহ্মসমাজ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবার ২৯ জন ছাত্র ও ছাত্রী পরীক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত আর সকলেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও শশিভূষণ বসু ইহঁাদের প্রতি পরীক্ষার ভার অর্পিত হয়। পারিতোষিক বিতরণের পর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "জ্বলন্ত বিশ্বাস" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন,তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

বৃক্ষের যেমন পত্র, পুষ্প, ফল আছে, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা সবই আছে, কিন্তু সবই যেমন এক মূলের উপর নির্ভর করে, মূল না থাকিলে বৃক্ষ থাকে না; গৃহ এবং তন্মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ যেমন পত্তন ভূমি অবলম্বন করিয়া থাকে; বনিয়াদ না থাকিলে যেমন গৃহ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না; ধর্ম্মজীবন সংগঠন করিতে হইলে বিশ্বাসরূপ পত্তন ভূমির উপর তাহা স্থাপন করিতে হয়। তাহা না হইলে জীবন দাঁড়ায় না। পত্তন ভাল না হইলে তাহা দৃঢ় হইবে না। তাহা না হইলে সময়ে সমস্ত গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া পড়িবে। বালির পত্তন করিয়া তাহার উপর অট্টালিকা সংস্থাপন করিলে তাহা পড়িয়া যাইবে। অনেকে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারেন, সংসারে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সামান্য পাপে কি প্রলোভনে পড়িয়া পাপে মগ্ন হইয়া যান। লোকে তাঁহার এই অবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হইয়া যায়। যিনি এত দিন ধর্ম্মসাধন করিয়া আসিলেন তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইল? তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া এত দিন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বনিয়াদে দোষ ছিল বলিয়া তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। বনিয়াদ ভাল হইলে তাঁহার এ অবস্থা কখনই হইত না। যত কেন সৎকার্য্য কর না কেন ধর্ম্মের মূলভিত্তি বিশ্বাস না থাকিলে কালে তাহা পড়িয়া যাইবে। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি"। ধর্ম্মের কেন,সকল বিষয়ের মূলই বিশ্বাস। মানবের সকল সৎকার্য্যের মূলই বিশ্বাস। সামাজিক, রাজনৈতিক যাহা কিছু সকল বিষয়ের মূল বিশ্বাস। সমাজ সংস্কারক যে বিষয়ে সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন সেই বিষয়ে যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সে কার্য্য সংসাধিত হয়না। এই আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় জানেন যে, যত শীঘ্র সমাজ হইতে বৈধব্য যন্ত্রণা যায় ততই ভাল। যদি তাঁহার এই কার্য্যে সংশয় হইত, তিনি যদি মনে করিতেন যে, তাঁহার কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না, তাহা হইলে কি যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও উৎসাহের সহিত এই কার্য্যের পশ্চাতে তিনি লাগিয়াছেন সেইরূপ উৎসাহের সহিত লাগিতে পারিতেন? ম্যাট্‌সিনি বিশ্বাস করিতেন ইটালীকে স্বাধীন করিতে হইবে। তাই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য লাগিয়াছিলেন। যখন তাঁহার পেটে অন্ন জুটে নাই, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেড়াইতেন তখন যদি তাঁহার মনে অবিশ্বাস হইত এবং নিজের অর্থ ও মানের দিকে যদি তাঁহার মন থাকিত তাহা হইলে সেই মহাপুরুষের এই দৃষ্টান্ত আমরা

দেখিতে পাইতাম না। গার্হস্থ্য সকল বিষয়েও বিশ্বাস আবশ্যক। বিশ্বাস ব্যতীত কিছুই হয় না। বৈজ্ঞানিকদিগের সম্বন্ধেও তাই। বিজ্ঞানের প্রচারের কথা আমি বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক জানেন যে, সাধারণ বিশ্বাস হইতে বিভিন্ন এক সত্য প্রচার করিলে জগতের সকলে তাঁহার উপর অত্যাচার করিবে। কিন্তু তিনি কি তাহা গ্রাহ্য করেন? গ্যালিলিও যখন প্রকাশ করিলেন পৃথিবী ঘুরিতেছে, তখন সকলে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি প্রথমে ভীত হইয়া তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মাটীতে পদাঘাত করিয়া সাহসভরে বলিয়াছিলেন "পৃথিবী এখনও ঘুরিতেছে।" বিশ্বাস না থাকিলে এ সাহস কোথা হইতে আসিল? আমরা যদি জানিতাম যে, এই কঠিন ভূমি যাহার উপর আমি দণ্ডায়মান আছি তাহা পড়িয়া যাইবে, তাহা হইলে কি আমি ইহার উপর দাঁড়াইতাম? সংসারে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা সংসারের স্রোতে ভাসিতেছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেক পড়েন শোনেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজের একটা স্বাধীন বা স্বতন্ত্র মত নাই। তাঁহারা অপরের মুখাপেক্ষী। দাঁড়াইবার আর তাঁহাদের দৃঢ় ভূমি নাই। দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়াতে হইবে। ধর্ম্ম-রাজ্যে যাঁহারা উন্নত, তাঁহাদের জীবনে বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহারা জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন! তাঁহাদের জীবনে নির্ভীকতা ছিল বলিয়া জগতে কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লুথারের কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস। সামান্য ধর্ম্ম যাজক হইয়াও পোপের "অভ্রান্ত" বাদের প্রতিবাদ করিলেন,অসত্যকে উল্লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি সামান্য লোক হইয়া পোপের বিরুদ্ধে কথা কহিয়াছেন বলিয়া যখন তাঁহাকে এক সভাতে আহ্বান করা হইল তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ যাইতে বারণ করিলেন কিন্তু তিনি অকুতোভয়ে চলিয়া গেলেন। হৃদয়ে বিশ্বাস না থাকিলে কি কেহ এরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়? মহাত্মা থিওডোর পার্কারের পরমেশ্বরে ও পরকালে কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস ছিল! তিনি অন্তরে বাহিরে ভগবানের সত্তা দেখিতে পাইতেন। তাঁহার সেই ভাব তাঁহার মুখে এমন কি এক আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ পাইত যে, লোকে তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইত। পরলোকেও কি তাঁহার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ছিল! আর সেই বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহার জীবনে কি বলও ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটী গল্প বলি তাহা হইলেই সকল কথা বুঝা যাইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় দাস ব্যবসা ছিল। তিনি দাস ব্যবসার ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। এক দিন নিউইয়র্ক নগরে দাস ব্যবসা-পক্ষ-সমর্থনকারীদিগের এক মহা সভা হইতে ছিল। তিনি গেলারির উপরে চুপ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।. এক জন বক্তা বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন যে, এ যুক্তির প্রতিবাদ করা কাহারও সাধ্য নয়। তখন থিওডোর পার্কার দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া নির্ভীকচিত্তে বাড়ী চলিয়া গেলেন। আর একবার মেক্সিকো দেশ হইতে প্রত্যাগত সখের সৈনিকদিগের সভায় তিনি প্রতিবাদ করিতে উঠিলে তাহারা তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিল। তিনি যথারীতি তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়া অক্ষত শরীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বিদেশে যাইতে হইবে না। আমাদিগের দেশে পঞ্জাবে যে মহাত্মা জন্মিয়াছিলেন তাঁহার জীবনেই বিশ্বাসের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মুসলমানেরা শিখদিগের মধ্য হইতে তেগ বাহাদুরকে ধরিয়া আনিল। তাঁহাকে বলিল, হয় তাঁহাকে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে নতুবা তাঁহাকে মস্তকটী দিতে হইবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে একটু কাগজে কিছু লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিলেন। মুসলমানেরা নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলে তাঁহার লিখিত কাগজ পাঠ করা হইল। দেখা গেল তাহাতে লেখা আছে "শির দিয়া-ত শির নাহি দিয়া।" ইঁহারা বাস্তবিকই বিশ্বাসী ছিলেন। যাহা আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা কার্য্যে করা উচিত। এদিক রাখিব, ওদিক রাখিব, এরূপ করা উচিত নয়। দুই নৌকায় পা দিয়া চলিলেই ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যে বিষয়ই হউক না কেন দৃঢ় চিত্ত হইয়া অগ্রসর হও তোমার সকল কার্য্য সফল হইবে। যাহা সত্য বলিয়া মনে করিবে তাহা অনুসরণ করিলেই ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন। যিনি আমাদের অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছেন তাঁহার হস্তে আপনাকে অর্পণ করিয়া যদি কার্য্য কর তাহা হইলেই ধর্ম্ম সাধন হইবে। দৃঢ় বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই। ইহার দ্বারা পৃথিবী আন্দোলিত হইয়া যাইবে। অনেক পাঠ, অনেক পাণ্ডিত্য দ্বারা যাহা হয় না তাহা সামান্য বিশ্বাস দ্বারা হয়। খ্রীষ্টের অনুচরদিগের দিকে চাহিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার শিষ্যেরা অধিকাংশই সামান্য জেলে ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা কয় জন পণ্ডিতাভিমানী করিতে পারেন? এবং তাঁহাদের কথা আজ কত রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতেছে। যে ধর্ম্মের মূল পৃথিবীতে তাহা পৃথিবীকে নাড়িতে পারে না,কিন্তু যাহার মূল পৃথিবীতে নয় তাহা পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া দিতে পারে। তাই যথার্থ সাধু ভক্তেরা সামান্য লোক হইয়াও পৃথিবী কম্পিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের মূলই বিশ্বাস। ধর্ম্মের আর আর সকল অঙ্গ মূল হইতে উৎপন্ন। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল বিশ্বাসই ভক্তির মূল। এক রকম ভক্তি আছে যাহা ভাবুকতা মাত্র। যাঁহাদের সেই ভক্তি আছে তাঁহারা সামান্য পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না। কিন্তু বিশ্বাস যে ভক্তির মূলে আছে তাহারই যথার্থ ভিত্তি হইয়াছে। পরমেশ্বরে যাহার বিশ্বাস তাহার যথার্থ ভিত্তি হইয়াছে। পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিলে জীবের প্রতিও দয়া হইয়া যায়। সেন্টপল্ সকল মানবকে সমান জ্ঞান করিতেন কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সকল সাধুরাই ভগবানের সন্তান। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন "Honour all men."। সাংসারিক লোকে বাছিয়া বাছিয়া সম্মান করে। কিন্তু যাঁহার অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাঁহার কাছে সকলেই সমান, কারণ তিনি সকলকেই এক পিতার সন্তান বলিয়া জানেন। যে জাতীয় মনুষ্য হউক না কেন যখন সক-

লের হাত ধরিয়া বেড়াইতে পারিব, তখন বাস্তবিক একটা কাজ করা হইবে। চৈতন্য জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। তিনি সকল জাতিকে সমান জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি যুক্তি তর্ক দ্বারা তাহা করিতেন না। তিনি সরল ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, সকল মানুষই কৃষ্ণের জীব। যাহার জীবনে হরি ভক্তি থাকিত তাঁহাকে তিনি সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। চণ্ডালেরও যদি হরি ভক্তি থাকিত তাহা হইলে সেই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। বিশ্বাসীর চক্ষে কি বড় ছোট নাই? কিন্তু প্রভেদ থাকিলেও তিনি সকলকে ভাই বলিয়া জানেন। তাঁহাদের গুণানুসারে বিশ্বাসী তাহাদিগকে ছোট বড় মনে করেন কিন্তু তবুও তাহারা সকলে ভাই। একজন মূর্খ বলে কি সে আমার ভাই নয়? আমরা কিন্তু অন্ধ হইয়া সব দেখিয়াও দেখিতে পাই না। ভগবানের কৃপাতে এই অন্ধতা চলিয়া গেলে সব সমান দেখিতে পাই। সামান্য মুটেতেও এমন পদার্থ থাকিতে পারে যে, আমি তাহার পায়ের ধূলা নিতে পারি। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, কিছু না পাইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন, পথি মধ্যে এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার দুঃখের কথা সব বলিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি সব জন্তুদিগের মধ্যে গিয়াছিলে কেমন করিয়া ভিক্ষা পাইবে? যদি মানুষের মধ্যে যাইতে তাহা হইলে ভিক্ষা পাইতে।" তিনি তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমি লোকালয়েই ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, অন্য কোনও স্থানে যাই নাই।" তখন সন্নাসী তাঁহার চক্ষে কাজল দিয়া বলিলেন "এই বার যাও দেখিতে পাইবে যে, যাহাদিগকে তুমি মানুষ মনে করিতেছিলে তাহারা মানুষ নয় কিন্তু সামান্য জন্তু মাত্র।" তখন তিনি লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখেন সকলে "জন্তু" বটে। রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই এক একটা জন্তু মাত্র—কেহই মানুষ নয়। অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে একটী মানুষ দেখিতে পাইলেন, সে মুচি। তখন তিনি তাহার কাছে গিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। মুচি দুঃখিত হইয়া বলিল "আমার কাছে এখন কিছু নাই, আমি জুতা বেচিয়া তোমাকে কাল টাকা দিব।" পরে সেই ব্রাহ্মণকে যত্ন করিয়া রাখিয়া জুতা বেচিয়া তাহাকে টাকা দিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কথা বুঝিতে পারিলেন। বাস্তবিক এই প্রকার লোকই মানুষ, আর সব পশু। আমাদের সংসার এক প্রকার, আর বিশ্বাসীর সংসার আর এক প্রকার। যেখানে সাধুতা সেইখানেই তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তি। আবার যথার্থ বিশ্বাস থাকিলেই সকল কথার মীমাংসা হইয়া যায়। এক যুক্তি তর্ক দ্বারা সকল কথার মীমাংসা হয় না। কেবল ভাব থাকিলে চলিবে না। ধর্ম্মই জীবন। গৃহে বল, সমাজে বল, সকল স্থানেই মানুষের জীবনে ধর্ম্মের অধিকার। বিশ্বাসী সর্ব্বস্থানেই ভগবানের কার্য্য দেখিতেছেন। ধর্ম্ম বিশ্বাসীর সমগ্র জীবনে কার্য্য করে। আমাদের প্রার্থনা, আরাধনা, কীর্ত্তনে ধর্ম্ম অবসান হয় না। ধর্ম্ম ছাড়া আর কি কাজ আছে? সামাজিক, রাজনৈতিক সকল কার্য্যেই ধর্ম্ম আছে। সমগ্র জীবনই ধর্ম্ম।

জলন্ত বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে কি করিতে হইবে? ভক্তি প্রভৃতি কোমল ভাব সকল বিকসিত করিলেই হইবে না। সুকোমল ও দৃঢ় ভাব দুইই বিকসিত করিতে হইবে। মহাপুরুষদিগের জীবনেও এই দুই ভাবই দেখা যায়। এক দিকে তাঁহাদের জীবন স্ত্রীলোকের অপেক্ষাও কোমল আর এক দিকে যখন তাঁহারা পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তখন মেদিনী কাঁপিয়াছিল। নরনারীর ভাব এক করিলে যথার্থ ধর্ম্ম হইবে। আবার কেবল উপাসনাদি করিলেই ধর্ম্ম হইবে না। উপাসনা, ও আরাধনা চাই, আর মানুষের পদ সেবাও করিতে হইবে। এই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কেবল উৎসব উপাসনাতেই ব্রাহ্ম হইব, তাহা নয়। কিন্তু পৃথিবীর দুঃখ দূর করিতেও হইবে। চৈতন্য বলিয়াছেন যে "নামে রুচি ও জীবে দয়া।" তাই যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "তোমার প্রতিবাসীদিগকে মন প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে হইবে।" কেবল উপাসনায় ব্রাহ্ম না হইয়া সকল কার্য্যেই ব্রাহ্ম হইতে হইবে। ভগবানে বিশ্বাস রাখিতে হইবে ও স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আবার জলন্ত বিশ্বাস না থাকিলেও চলিবে না। ভগবানের নামে বিশ্বাসী হইয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সকল প্রকার নিন্দা সহ্য করিতে হইবে। সত্য বলিয়া যাহা জানিয়াছ তাহা ধরিয়া থাকিতে হইবে, তাহাতে যত কেন স্বার্থ নষ্ট হইয়া যাক না, মানুষের কথা গ্রাহ্য করিব না। সেণ্ট পল যখন ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান, রোমানেরা তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য প্রাণ যাইবে চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। মৃত্যু যখন সন্নিকট ভগবান তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "Fear not, my son, I am with thee" যাহারা ধর্ম্মের জন্য এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, মৃত্যুর সন্নিকট হইলেন তাঁহারা যখন ভগবানকে ডাকেন তখন যদি তিনি না আসেন তাহা হইলে তিনি কিসের ভগবান? জীবন্ত বিশ্বাসী মানুষ জলন্ত অনলে দগ্ধ হইলেও তাঁহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। এ সকল কল্পিত কথা নয়, বড় সত্য কথা। সামান্য ব্রণ হইলে মানুষ তাহা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু ধর্ম্ম হৃদয়ে প্রবেশ করিলে মানুষ তাহার জন্য সমস্ত জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে। যখন মহম্মদ এক বন্ধু সমভিব্যাহারে যাইতে যাইতে শত শত শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন তখন তিনি সাহস করিয়া তাঁহার শত্রুদিগকে বলিয়াছিলেন "আমরা ২ জন নই আমরা ৩ জন এই খানে আছি।" এই জীবন্ত ধর্ম্ম। প্রহ্লাদের গল্প পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষা নাই করি! পিতা মাতা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলেই তোমার আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ব্রাহ্ম তোমায় যদি কেহ কাটিতে আসেন তুমি কি বলিতে পার যে, এখানে আমার ভগবান আছেন? জীবন্ত বিশ্বাস আমার জীবনের সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে আমি কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারিব। পর্ব্বত সমান সকল বিঘ্ন বাধা দূরে চলিয়া যাইবে। এইরূপ জীবন্ত বি াস চাই। এখন একটু বিশ্বাস কিছুক্ষণ পরে তাহা নাই, এরূপ বিশ্বাস চাই না। সংসারে যে বিশ্বাস আমাকে জয়ী করিবে আমি সেই বিশ্বাস চাই। যাহাতে আমাকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত

করিয়া দিবে আমি সেই বিশ্বাস চাই। যাহাতে মানুষকে আমার সহিত এক করিয়া দিবে আমি সেই বিশ্বাস চাই।

৭ই মাঘ মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন উপাসনার কার্য্য করেন এবং নিম্নলিখিত উপদেশ দেন। যে দিন সকালে কুজ্ঝটিকা হয়, সেই দিন সম্মুখে বস্তু থাকিলেও তাহা অন্ধকারে আবৃত থাকে। আনন্দের বস্তু কিম্বা ভয়ের বস্তু কিছুই দেখা যায় না। পথিক পথে চলিতে চলিতে পাছে বিপদে পড়ে তাই আস্তে আস্তে চলে কিন্তু অগ্রসর হইতে নিবৃত্ত হয় না। কারণ সকলেই জানে যে, নিশ্চয়ই সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকা যাইবে আবার পথ চলা সহজ হইবে। কুজ্ঝটিকা দূরে গেলে জগৎ নূতন ভাব ধারণ করে তখন সব নূতন বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে কুজ্ঝটিকা সব অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল তাই কিছু দেখা যাইতেছিল না এখন সূর্য্যোদয় হওয়াতে সব সুন্দর দেখাইল। আমরা ধর্ম্ম জগতে ঠিক্ এইরূপ দুই ছবি দেখি। যখন ব্রহ্মকৃপায় বিশ্বাস করি তখন জগৎ একরূপ দেখায় আর যখন তাহা থাকে না তখন মন নিরাশাতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার কৃপা যখন প্রাণে অনুভূত হয়, তখন জগতের সকল মনুষ্যই বন্ধু এবং উপকারী বলিয়া বোধ হয়। মানুষ যখন এইরূপ ব্রহ্মকৃপায় বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহার অবস্থা এইরূপ হয়। তাঁহার কাছে তখন সকল পদার্থ ব্রহ্ম কৃপা প্রকাশ করে। আমরা তখন যাহা কিছু দৃষ্টি করি, সকল পদার্থই একজন সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রকাশ করে। তাঁহার কৃপায় সমস্ত সৃষ্টি তখন তাঁহার মহিমা প্রকাশ করে। মানুষের হৃদয়ে ব্রহ্মকৃপা অনুভূত হইলে সমস্ত পদার্থ সুন্দর দেখায়। মহাত্মা চৈতন্য কেন জগাই মাধাইকে প্রেম দিলেন? তাহারা ত মহাপাপী ছিল। তাহাদের প্রতি এত কৃপা কেন? কারণ তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে ব্রহ্ম কৃপার পদার্থ মনে করিতেন। জগতের সাধু ভক্তেরা চন্দ্র, সূর্য্য, হইতে সামান্য বালুকা কণাতেও ব্রহ্মকৃপা দেখিতে পান। যখন ব্রাহ্মেরা উৎসব করিতে আসিয়া জগৎময় ব্রহ্মকৃপা দেখিতে পান, তখন তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া বলেন "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং"। গৃহে গিয়া সকলের মুখে ব্রহ্মকৃপার নিদর্শন দেখিতে পান। উপাসনা প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মকৃপা বলিয়া বোধ হয়। ভক্ত কি অভক্ত, যে কেহ তাঁহাদের কাছে আসেন সবই ব্রহ্মকৃপা বলিয়া বোধ হয়। সমস্ত জগতে ব্রহ্মকৃপার আবির্ভাব বোধ হয়। আমরা অন্ধ বলিয়া ধর্ম্মের গূঢ় কথা সকল ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক, তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য যখন স্বার্থত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন করেন তাহাতেও আমরা বুঝিব যে, ইহা ব্রহ্মকৃপা। কাহাকেও অগ্নিতে পুড়াইয়া মারিলে আমরা মনে করিব যে, এই যে তাহাকে অগ্নিতে পুড়াইয়া মারিতেছে, তাহা বাস্তবিক ব্রহ্মকৃপা। কেহ বিষ পান করিলেও আমরা তাহাই মনে করিব। জগতে ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তোমার সহিত আমার আজ ভালবাসা হইল তাহা আমি ব্রহ্মকৃপা বলিয়া জানিব। আমি যদি মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে না করিয়া কেবল ব্রহ্মকৃপা বলিয়া জানি তাহা হইলেই তাঁহাকে যথার্থ জানা হইল। এ জগতে আমাদের নিজের কিছুই নাই সবই ব্রহ্মকৃপা। আমরা ব্রহ্মকৃপায় ভাল করিয়া বিশ্বাস করি না বলিয়াই সমস্ত সংসার অসার বলিয়া বোধ হয়। আমি যদি একবার ব্রহ্মকৃপায় বিশ্বাস করিতে পারি, তাহা হইলে, আমার সকল আসক্তি চলিয়া যায়। প্রাণের অন্ধকার একবার চলিয়া গেলে সমস্তই ভাল করিয়া দেখিতে পাই। ব্রহ্মকৃপাও ভাল করিয়া দেখিতে পাই। জগতে সাম্য স্থাপন করিবার মূল মন্ত্র ব্রহ্মকৃপা। এমন মূল মন্ত্র আর নাই। আমরা সংসারকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না কারণ তাহা আমার বলিয়া বোধ হয়, ব্রহ্মকৃপা বলিয়া মনে হয় না। সাধু ভক্তেরা যে মানুষকে এত ভাল বাসেন, তাহার কারণ এই যে, এক বার যখন সব মানুষ তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মকৃপা বলিয়া বোধ হয়, তখন আর তাহাদিগের প্রতি দ্বেষহিংসা থাকিতে পারেনা। ভগবান আমাদের প্রতি কৃপা করুন, তাহা হইলে আমাদের মনের সকল অন্ধকার চলিয়া যাইবে।

৭ই মাঘ মঙ্গলবার রাত্রিতে ছাত্রোপাসক সভায় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন এবং নিম্নলিখিত উপদেশ দেন।

সাধারণতঃ আমরা বালকদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকি যাহাতে তাহারা ইহকালে সুখী হয়। কিন্তু আমাদের এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্র সুখী হইতে পারে। আত্মাই আমাদের প্রধান বস্তু আর সব অসার। আত্মার কল্যাণসাধনই আমাদের প্রধান কার্য্য। বাল্যক্রীড়াতে যদি আমাদের বাল্যকাল কাটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মিথ্যা যায়। সেই সময় সুখে মত্ত না হইয়া যাহাতে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হয় তাহা আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

যে সকল বালক আনন্দ মনে বিদ্যা শিক্ষা করিতে করিতে ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের উৎসব। আজ তাঁহাদের প্রফুল্ল চক্ষু দেখিতেছি, ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ মুখ দেখিতেছি। আজ তাঁহারা এখানে উৎসব করিতে আসিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আনন্দের বিষয় আছে? ধর্ম্মরাজ্যে বালক বৃদ্ধ বড় প্রভেদ নাই, বরং বালকের অধিক সুবিধা আছে। ধার্ম্মিক বালকেরা সরলতা, উৎসাহ, নির্ভাবনা আনন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুকূল ভাব সকল আপনাদের জীবনে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া থাকেন। ধার্ম্মিকদিগের শরীরে বার্দ্ধক্য আসে বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ শিশুর মত সর্ব্বদা প্রফুল্ল এবং সরল। ধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া এই ভাবে থাকেন। যদি ধার্ম্মিকের এই অবস্থা হয় তাহা হইলে বালককে ধর্ম্মে অনুপযুক্ত বলি কেন? আমাদের মৃত্যুর নিশ্চয়তা নাই অতএব বালক বৃদ্ধ সকলেরই মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা উচিত। কিন্তু মানুষের মৃত্যুর স্থিরতা নাই বলিয়াই কি কেবল বাল্যকালে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা উচিত। যদি ধর্ম্ম উপার্জ্জন করাই জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বাল্যকাল হইতেই তাহা অভ্যাস করা উচিত। বালকের প্রফুল্লমুখের উজ্জ্বল ভাব দেখিয়া যদি আনন্দিত হই, আর অন্তরজীবন গঠিত হইতেছে কিনা তাহা যদি না দেখি, তাহা হইলে প্রকৃত ভাবে দেখা হয় না। মানুষ যখন ভাল মন্দ বিচার আরম্ভ করে তখন তাহার পাপ পুণ্যের আরম্ভ হয়। যাহারা বাল্যজীবনে পুণ্যের আশ্রয় পায় তাহারা সংসারে পুণ্যবান বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

অভ্যাস মানব জীবনকে গঠিত করে। বাল্যকালে যাহার যেরূপ অভ্যাস তাহার সেইরূপ কার্য্য করিতে হয়। কুশিক্ষা পাইলে পাপ কার্য্য করে। আমরা কোথায় দেখিব যে, বৃদ্ধেরা পরকালের চিন্তায় নিমগ্ন কিন্তু দেখি কত শত বৃদ্ধ বিষয়ের চিন্তাতে এককালে অভিভূত, সংসারের আসক্তির দাস হইয়া আছেন, ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া রহিয়াছেন। বৃদ্ধাবস্থায় যে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখা যায় তাহার কারণ বাল্যকালে, যৌবনকালে তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষা হয় নাই। পাপ বিষয় ও ইন্দ্রিয় ভোগ করিয়া যাঁহারা অতীতকাল কাটাইয়াছেন বৃদ্ধকালে আর সে সকল পরিত্যাগ করিতে পারেন না। হায় হায়! কত জীবন এইরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়! কোথায় বৃদ্ধ অবস্থায় আদর্শ হইয়া যুবকদিগকে ধর্ম্মের দিকে টানিবেন, আর কিনা তাঁহারা তাহার বিপরীত করিতেছেন! বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা না থাকার এই ফল। মানুষের চারিদিকে যে সকল প্রলোভন ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কি মানুষ আপনার বলে দাঁড়াইতে পারে? বাল্যকালে যাঁহারা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই সমস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। মৃত্যুর ভয় হইতে যে রক্ষা পাইতে হইবে তাহার জন্যই কি ধর্ম্ম? তাহা নয়, কিন্তু ধর্ম্মে কত সুখ আছে! ধর্ম্মে জীবন সমর্পণ করিয়া কত লোক, পৃথিবীর উপকার করিয়া গিয়াছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি যাঁহাদের জীবন পুরাণাদিতে লেখা আছে, তাহা দেখিয়া আমরা কত আশ্চর্য্য হইয়া যাই। তাঁহারা বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভাব লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। আমাদের দেশে বাল্যকালে কত লোক ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। সেই সময়ে তাঁহারা জীবনে ধর্ম্ম লাভ করিয়া কত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কালের তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, বাল্যকাল হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা চাই। ভারতবাসীরা ধর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাই তাঁহারা আহার বিহারে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া সার্থকজীবন হইয়াছিলেন। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না। বর্ত্তমান কালে যে সকল বালক ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া আপনাদের জীবন সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা সৌভাগ্যবান—তাহাদের পিতামাতা,—সমস্ত ভারতবর্ষ তাহাদের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ হইবেন।

আমাদের জীবনে যে পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে আজ কিছু বলিব। ছাত্রোপাসকগণ! তোমরা ঈশ্বরের পূজা করিয়া গুণকীর্ত্তন করিয়া ভক্তির ভাবে মগ্ন হইয়া অনেক সুখ শান্তি পাইয়াছ। তাহা ভাল, কিন্তু তাহাই ধর্ম্মের শেষ নয়। ইহা নমুনা মাত্র, পরে আরও অনেক লাভ করিতে পারিবে। অনেকে ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় যে সুখ পান, তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যান। কিন্তু ধর্ম্মের অনেক উচ্চ অবস্থা আছে। আতর কিনিতে গেলে দোকানি একটু নমুনা দেয়। কিন্তু তাই পেয়ে সন্তুষ্ট হইলে হইবে না, কিন্তু মূল্য দিয়া আতর কিনিতে হইবে। ধর্ম্ম-আতর কিনিতে হইলে প্রাণ দিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সমস্ত প্রাণ দিতে পারেন, তাঁহারাই ধর্ম্ম পান। ঈশ্বর একটু নমুনা দিয়া সকলকে ডাকেন, পরে তাহা কিনিতে হয়। ধর্ম্ম একটী বীজ, তাহা তোমাদের জীবনে পড়েছেন ইহা বৃক্ষ হইয়া ফল ফুল দান করিবে। এই বীজকে অশ্রুজল দিয়া অঙ্কুরিত করিতে হইবে। অনেকে বৃক্ষের পাতা পরিয়া আপনার ধর্ম্ম জীবনের পরিচয় দিবার জন্য চেষ্টা করেন। ইহার ফল এই হয় যে, পাতা শুকাইয়া যায়। আপনার দুটা পাতা জন্মাইলেই তাহা যথার্থ জিনিস! স্বাভাবিক নিয়মে যথাকালে যাহাতে তাহার ফল ফুল ফলে তাহার চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মকে জীবনের উৎস করিতে হইবে। অপরের পুষ্করিণীর জল আনিলে চলিবে না, কিন্তু আপনার জীবন হইতে জল উঠা চাই। গভীর কূপ খনন করিলে যে জল উঠিবে তাহাতে জলাভাব হইবে না। আপনার জীবনে কূপ খনন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম জীবন অনুকরণে বিষময় ফল ফলে। বালক মন্দের অনুকরণ করিয়া মন্দ হইয়া যায়। বালক এই জন্য ধর্ম্মের কতকগুলি কথা যদি সহজে অভ্যাস করে কিন্তু তাহাতে তাহার ধর্ম্ম শিক্ষা হয় না, বরং অপকার হয়। আমাদের সংক্ষিপ্ত উপাসনা প্রণালী সহজে শিক্ষা করা যায়। তাহার ভিতর অনন্ত শিক্ষার পদার্থ আছে। বালক উপাসকগণ! তাহার অনুকরণ করিয়া আপনাদের অনিষ্ট করিও না। কিন্তু যাহাতে পরমেশ্বরের সহিত একটু যোগ হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্ম সাধনে প্রথমে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। ছোট ছোট বৃক্ষের কত বিপদ আছে, তাহা তোমরা জান। হাজারের মধ্যে ২।৪ টী বাঁচিয়া যায়। গোপন করিয়া রাখিলে তাহা বাঁচিয়া যায়। অল্প ভাব থাকিতে প্রকাশিত করিলেই অনেক বিপদ, কিন্তু একটু বড় হইলে আর বিপদ থাকে না। এ রাজ্যে অনেক প্রলোভনও আছে। পরমেশ্বর বিনা পরীক্ষায় কাহাকেও ধর্ম্ম লাভ করিতে দেন না। প্রতিপদে যে তাঁকে চায়, তিনি তত পরীক্ষা আনিয়া দেন। এই জন্য ঈশ্বর সাধুদিগের জীবনে অনেক বিপদ আনিয়া দেন। টাকা, মান প্রভৃতি নানা পরীক্ষা আনিয়া দেন। যে আপনার অহঙ্কার বৃদ্ধি করিতে চায় না, তাঁহার দয়া প্রকাশ করিতে চায়, তাহা তিনি দেখিতে পান। ভক্তবৎসল ভগবান যখন দেখেন যে, মানুষ বিপদে প্রলোভনে পড়িয়াও তাঁহাকে ছাড়ে না তখন তিনি তাঁহাদিগের অধীন হইয়া পড়েন। ধর্ম্ম জীবনে এই বিপদগুলি আছে। এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কয়েকটা সহজ উপায় আছে। ১ম—সাধুসঙ্গ। নিজের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, সাধুসঙ্গ দ্বারা অনেক উপকার পাইয়াছি। ২য়—ঈশ্বরের নামকে কণ্ঠের হার করিয়া রাখিতে হয়। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ হয় না, বড় বড় উপায় গ্রহণ করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু সর্ব্বদা যদি তাঁর নাম স্মরণ করি, তাহা হইলে আমরা অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া যাই। ৩য়—প্রার্থনা। অকূল পাথারে পড়িয়া প্রাণের সহিত তাঁহাকে ডাকিলে পর্ব্বত সমান বিঘ্নও তুষারের মত চলিয়া যায়। ৪র্থ—সাধুকার্য্য। আপনার জীবনকে সাধুকার্য্যে লগ্ন করিয়া রাখা উচিত। এই কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। কিন্তু এ সকল দুর্ব্বল উপায়—কৃত্রিম উপায়। প্রকৃত উপায় হইতেছে ব্রহ্মকৃপা। অন্য উপায় না থাকিলে আমি দাঁড় বাহিব বটে, কিন্তু তাঁর কৃপার বাতাসের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতি তাঁহার কৃপার ফল। আমার নিজের জিনিস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,

আর তাঁর জিনিস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই কৃপা হইতে সর্ব্বল সুফল ফলিবে, অতএব তাঁহার উপর সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হইবে।

৮ই মাঘ বুধবার প্রাতঃকাল—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অদ্য উপাসনা করেন এবং নিম্নলিখিত উপদেশ দেন। সংসারে মানুষের সঙ্গে মানুষ কাজ করিলে জানিতে পারে, কোন্ সময় কাজ করিবার সুসময়। মানুষ কার্য্যসাধন করিবার জন্য সেই সুসময় খোঁজে। সংসারে আমরা সময় বিবেচনা করিয়া কাজ করি। যখন কেহ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে, তখন আমরা তাহাকে কোন অপ্রিয় কথা বলি না, সে সময়ে সে কথা বলিলে অসময়ে কথা বলা হয়। কারণ আমরা যে কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য তাহাকে সেই কথা বলি, তাহা সাধন হয় না, বরং হয় ত বিপরীত ফল উৎপন্ন করে। সে যখন বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হয়, তখন আমরা তাহাকে সকল বলি। যদি কাহাকেও উপদেশ দিতে হয় বা তিরস্কার করিতে হয়, তাহা হইলে যে সময়ে সে উত্তপ্ত নয়, আমরা তখন তাহাকে সেই কথা বলি। সকল সময় মানুষ এক রকম মনে থাকে না, এবং একটা কথা সকল সময় বলিলেও খাটে না। বড় লোকের ছেলে যখন কুসংসর্গে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে থাকে, তখন তাহাকে হিতোপদেশ দিলেও সে তাহা শুনে না। সে পাপেতে লিপ্ত হইতেছে, আর তাহার জননী কত উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু সন্তান কোনও কথা শুনিল না। জননীর চক্ষের জলে কোন কাজ হইল না। কিন্তু যখন সেই যুবক দেখিল, তাহার সর্ব্বনাশ হইল—ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য সব গেল, তখন মাতার হিতোপদেশে কাজ হইল। তখন সে পাপ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। সংসারে যেমন দেখি, কোন কাজ করিতে হইলে তাহার সময় খুঁজিতে হয়, সেইরূপ ভগবান সর্ব্বদাই আমাদের উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু সুসময় না হইলে আমরা তাহা শুনি না। এই উৎসবের সময় আমরা কি দেখি—এই দেখি যে, তাঁহার বাণী আসিয়া আমাদের প্রাণকে এমন করিয়া ধরে যে, আর তেমন কোনও সময়ে হয় না। তিনি যখন দেখিলেন, পাপীগুলা একটু নরম হইয়াছে, ইহাদের অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়াছে—তখন তিনি অমনি তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। তখন তিনি বলেন, "এত দিন তুমি পাপাচরণ করিয়া বেড়াইতে, এখন আকুল হইয়াছ, এখন বল দেখি, তুমি কি করিয়াছ।" কাহাকেও বা তিনি বলিতেছেন, "তোর বিদ্বেষ আজিও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিস্ না।" এই রকম করিয়া তিনি কত উপদেশ দিতেছেন। এমন সুসময় প্রায় হয় না, এত ব্যাকুলতা এক সঙ্গে হয় না। ভগবান আমার এই করুন, যেন আমি এই সময়ে বলিতে পারি যে, আমার এই সুসময়। আমাকে তোমার চরণতলে বসাইয়া প্রতিজ্ঞা করাও যেন আমি তোমার কাছে প্রাণ দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। এক দিকে যেমন তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, আর এক দিকে আমরাও যেন চেষ্টা করি—তাঁহাকে আমাদের সমস্ত অর্পণ করিতে পারি। তিনি যেমন হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন আমাদের সব তুলিবার জন্য—আমরাও যেন তাঁহার হাতে আমাদের হাত দু-খানি সমর্পণ করিতে পারি। এই উৎসবের সময় যেন আমরা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি।

অদ্য অপরাহ্নে বালকবালিকাদিগের সম্মিলন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রায় ৩০০ শত বালক বালিকাতে মন্দিরের বেদীর উভয়পার্শ্বস্থ বসিবার আসন সকল পূর্ণ হইয়া গেল। এইটী শিশুদিগের একটী প্রধান দিন। তাহারা বহুদিন হইতে এই দিনটীর অপেক্ষা করিয়া থাকে। আমরাও বৎসরান্তে একবার করিয়া ইহাদের প্রফুল্ল মুখগুলি দেখিতে পাই। বৎসরের পর যেমন বৎসর যাইতেছে, ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা ও ব্রাহ্ম বালক বালিকার সংখ্যা তেমনি বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এই সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব ভারও গুরুতর হইতেছে। দুঃখের বিষয়, আমরা অর্থ সম্বন্ধে এত দরিদ্র, শ্রম-শক্তি সম্বন্ধে এত হীন ও কার্য্যের একতা সম্বন্ধে এত পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং আমাদের মধ্যে কার্য্য করিবার লোক এত অল্প যে, ইহাদের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য, তাহার চতুর্থাংশও করিতে পারিতেছি না। কোন্ কর্ত্তব্যই বা সুচারুরূপে করিতে পারিতেছি? যাহা হউক, বালক বালিকাগণ উৎসবের নববস্ত্র পরিধান করিয়া যখন বেদীর উভয়পার্শ্ব পরিপূর্ণ করিল, তখন মন্দিরের এক অপূর্ব্ব শ্রী হইল। মন যেন আপনাপনি বলিতে লাগিল, "বিশ্ব জননি! আজ এই শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।" শিশুদিগের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব্বেই পুষ্পমালা ও পুষ্পের গুচ্ছ সকল প্রস্তুত ছিল। প্রত্যেক শিশুর গলে এক একগাছি পুষ্পমালা পরাইয়া দিয়া হস্তে এক একটী পুষ্পের গুচ্ছ দেওয়া হইল। তাঁহারা সকলে এই সুন্দরসাজে সুসজ্জিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে আসন গ্রহণ করিলে সংগীত আরম্ভ হইল। প্রথম সংগীত বালক বালিকাগণ সমস্বরে করিল। তদনন্তর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তর বালক বালিকারা উত্তর প্রত্যুত্তরে একটী গান করিল। সংগীতানন্তর শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিলেন, উপদেশান্তে আবার সমস্বরে সংগীত হইল। তদনন্তর শিশুদিগকে লইয়া গিয়া মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী উৎসবার্থ নির্ম্মিত গৃহে প্রীতিভোজন করান হইল। জগদীশ্বর ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ইহারা বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাঁহাকে জানিতে ও তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার। অদ্য ব্রাহ্মিকাসমাজ। অতি প্রত্যূষ হইতেই উৎসাহিনী ভগিনীগণ মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বামাগণের কণ্ঠের সংগীতধ্বনিতে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রমে উপাসনার সময় উপস্থিত। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহের ভার ছিল। প্রায় দুই শতেরও অধিক মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। উপাসনাকালে শাস্ত্রী মহাশয় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা গেল;—

মফস্বলে এক ব্যক্তির একজন বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী অত্যন্ত প্রেমিকা। তিনি যে কেবল স্বীয় পতি পুত্রকে

ভাল বাসিতেন তাহা নহে। তাঁহার ভালবাসার গুণে সে বাড়ীতে থাইলে আর বিদেশে আসিয়াছি, এরূপ বোধ হয় না। একবার সহরের বন্ধু ভ্রমণ করিতে করিতে মফস্বলের সেই নগরে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রেলগাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া ভাবিলেন, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে এই অসময়ে আর বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া পরিবার শুদ্ধ লোককে নিজের আহারের জন্য ব্যস্ত করিবেন না; এবং বন্ধুর পত্নীকে রন্ধনের ক্লেশ দিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একটী দোকানে রাত্রির অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিলেন, এবং প্রত্যূষে বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বন্ধুর পত্নী যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি অনেক পূর্ব্বে নগরে পৌছিয়াছেন, কেবল তাঁহাকে ক্লেশ দিবার ভয়ে নিজে ক্লেশ করিয়া একটী দোকানে পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি দারুণ অভিমানিনী হইলেন; অভিমানে তাঁহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "এত দিনে জানিলাম, আপনি আমাদিগকে ভাল বাসেন না ও আপনার লোক মনে করেন না। বলুন দেখি, যদি আপনার মাতা কি ভগিনী এই নগরে থাকিতেন, আপনি রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া কি তাঁহার ভবনে যাইতে কুণ্ঠিত হইতেন, অথবা ক্লেশ দিবার ভয়ে নিজে ক্লেশ করিয়া পড়িয়া থাকিতেন? বুঝিলাম, আপনি আজিও আমাদিগকে আত্মীয় বলিয়া মনে করেন না।" সহরের বন্ধু, বন্ধুর পত্নীর এই অনুযোগ শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, এবং অনেক মিষ্ট কথায় তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এরূপ ঘটনা কল্পনা করা আবশ্যক নয়, আরও অনেকে এরূপ দেখিয়া থাকিবেন। ইহা হইতে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, যেখানে অকৃত্রিম অনুরাগ, সেইখানেই সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং সেবা করিতে না পাইলে ক্লেশ। সহরের বন্ধু যদি রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তাহাদের বাড়ীতে যাইতেন, বন্ধুর পত্নীর ক্লেশ না হইয়া সুখই হইত। কারণ পতি-বন্ধুর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। বরং তাঁহাকে ক্লেশ না দেওয়াতেই তাঁহার দুঃখ হইল। ভগিনীগণ! আপনারাও সংসার মধ্যে পতি, পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন, আপনারাও জানেন যে, যাহাকে ভাল বাসি, তাহার জন্য ক্লেশ পাইলে আনন্দ হয়। মনে হয়, এতক্ষণে আমার প্রেমের সার্থকতা হইল; এত দিনের পর আমার নিজের মন নিজের প্রেমের প্রমাণ পাইল। ইহাতে বড় আনন্দ, যাহার নিকট তুচ্ছ শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ দাঁড়াইতেই পারে না। এইরূপ দেখিবেন, ঈশ্বরের প্রতি যাঁহাদের অকপট প্রেম, তাঁহারাও সেবার অবসর অন্বেষণ করেন। তাঁহারা বলেন,—"আহা! এমন সৌভাগ্য কি হবে, যে সেই প্রেমময়ের জন্য আমি বিবিধ যাতনা ভোগ করিব! তাঁহারা যখন দুঃখ দারিদ্র্যে পতিত হন, তখন আনন্দে তাঁহার চক্ষে জল পড়িতে থাকে, এবং নির্জ্জনে সেই প্রেমময় প্রভুকে বলেন,— "বুঝেছি বুঝেছি, আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ, নতুবা এই অধমকে তোমার জন্য ক্লেশ পাইবার উপযুক্ত মনে করিলে কেন"? এরূপ ব্যক্তিকে সংসারের কোন্ দুঃখে ক্লেশ দিতে পারে? কিছুতেই ক্লেশ দিতে পারে না। ঈশ্বরের সেবা প্রকৃত প্রেমিক ও বিশ্বাসীর নিকট সর্ব্বদাই মিষ্ট। আমরা যতই বিশ্বাসী হইব, ততই তাঁহার সেবার জন্য আমাদের সকলের চিত্ত উৎসুক হইবে। তাঁহার চরণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আমরা তাঁহার জন্য সকল ক্লেশ বহন করিতে পারিব। ঈশ্বর তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার কন্যাদিগকে ডাকিতেছেন, তাঁহারা কি তাঁহার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবার্থ অগ্রসর হইবেন না?

সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। তাহাতে বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর বর্ত্তমান বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইল। কর্ম্মচারীগণের নাম শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতি। শ্রীযুক্ত বাবু কড়ি ঘোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ ধনাধ্যক্ষ তদপরে অপরাপর কার্য্য হইল, তাহার সবিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল।—

১০ই মাঘ শুক্রবার। অদ্য প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইল। অপরাহ্নে নগর কীর্ত্তন। ১২টার পর হইতেই উপাসকগণ মন্দিরে সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। নিশান সকল সুসজ্জিত হইতে লাগিল; বালকগণ নিশান ধারণ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যথা সময়ে সকলে দলবদ্ধ হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ার নামক প্রসিদ্ধ স্থানের অভিমুখে যাত্রা করা গেল। পথিমধ্যে সিটি কালেজের ভবনে সকলে একত্রিত হইলে প্রার্থনাপূর্ব্বক তথা হইতে সকলে বাহির হইলেন। স্কোয়ারে উপস্থিত হইতে প্রায় চারিটা বাজিয়া গেল। বেলা যত অপরাহ্ণ হইয়া আসিতে লাগিল ততই সেই প্রশস্ত মাঠ জনতা পূর্ণ হইতে লাগিল। উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কিয়ৎকাল কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ, শ্রীযুক্ত বজ্রং বেহারি, শ্রীযুক্ত আবদুল আজিম, ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহাঁরা প্রত্যেকে সমাগত ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু কিছু বলিলেন। তদনন্তর সেই শত শত ব্যক্তি ঘোর রোলে নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটী ধরিয়া সেই মাঠ হইতে বহির্গত হইলেন। লোকের ভিড়ে অগ্রসর হওয়াই দুষ্কর তথাপি বিশ্বাসী দল প্রেমে মত্ত প্রায় হইয়া মধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। পথে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতির চলাচল এক প্রকার কঠিন হইয়া উঠিল। পথিমধ্যে একটী ব্রাহ্মের বাড়ী ছিল সেখান হইতে গায়কগণের উপর পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে দিনকার কীর্ত্তনে আর কাহারও উপকার হউক না হউক, প্রাণ ভরিয়া গাইয়া আমাদের পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভৃত্যগণ যখন শোকপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন "ভাইরে! গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়" তখন নিতান্ত কঠিন প্রাণও দ্রব হইয়া অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। অদ্যকার উপাসনা কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি ছিল। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার উপাসনার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারা গেল না। উক্ত দিবস যে নগরকীর্ত্তনটী গাওয়া হইয়াছিল তাহা এই;—

তাল-ধামাল।

(তোরা) আয়রে ভাই থাকিস্‌নে আর মোহেতে ভুলে।
পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য এলো রে দেখ্‌ ভূমণ্ডলে।
(ওরে নগরবাসি!)
প্রচারি আশার বাণী ডাকেন সকলে,
পাপিগণে কৃপাগুণে তারিবেন বলে,
শুন সে মধুর ধ্বনি স্বর্গে মর্ত্ত্যে ওই উথলে।
(ওরে শোনরে ভাই)

তাল-খয়রা।

শুন শুন বাণী। (আজ শ্রবণ পেতে)
(আজ বধির আর থেকনা রে)
দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে ডাকিছেন বারে বারে,
(বলে পাপী আয় ত্বরা করে)
(যদি) ত্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দেও,
সে পদে লুটায়ে পড় অমনি। (গতি কর বলে)
বিষয় গরল পিয়ে, জুড়াবে না কভু হিয়ে
সেই সুধা রসে যেই জন মজে
তার যে ত্রিতাপ যায় তখনি। (চিরদিনের মত)
এ ছার হৃদয় দিলে, যদিরে সে ধন মিলে,
(তবে) সঁপি মন প্রাণে লভনা সে ধনে,
লভিলে জীবন পাবে এখনি। (সেই জীবন ধনে)

তাল-লোফা।

ভাইরে!—গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়,
বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।
বিনা তাঁরি (পাপের কালি ঘোচেনা ঘোচেনা)
(ও তাঁর কৃপা বিনে) কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।
ভাইরে!—দুস্তর ভব-জলধি কে করিবে পার,
বিনা সেই কৃপাসিন্ধু ভব-কর্ণধার।
বিনা সেই (সহায় কে আর আছে রে)
(ভব পারে নিতে) কৃপাসিন্ধু ভব-কর্ণধার।
ভাইরে!—মহামোহে পড়ে কেন ভজিলে অসার?
প্রাণ দিলে প্রাণ মিলে বুঝিলে না সার!
প্রাণ দিলে (পাপের জ্বালা থাকে না থাকে না)
(পরাণ শীতল হয় রে) প্রাণ মিলে বুঝিলে না সার।
(কেন বুঝলে না রে) (মহামোহে পড়ে)

তাল—দশকুশী।

(আজি) সকলে অতি যতনে (অতি কঠিন কোরে হে)
বাঁধিয়ে প্রেম বন্ধনে, এক প্রাণে গাইব সে নাম।
(সবে হৃদয় খুলে হে)
প্রভুর কৃপা প্রভাবে (অপার কৃপা গুণে হে)
পাপের বিকার যাবে, পাপী পাবে তাঁর পুণ্য ধাম।
(জীবন সুফল হবে হে)
(আর) দেখকি তাঁর চরণে (দেখ সময় গেল রে)
সঁপিয়ে হৃদয় মনে, এ জীবনে লভরে বিশ্রাম।
(দুঃখ পাসরিবে রে)
(মুখে) কর ব্রহ্ম জয় ধ্বনি (সবাই হৃদয় খুলে রে)
কাঁপায়ে গগন মেদিনী, জয়রবে পূর বিশ্বধাম
(দিক্‌ দশ ছেয়ে রে)

তাল—একতালা।

আনন্দে গাইয়ে চল আর কিবা ভয় রে,
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য এসেছে ধরায় রে,
কে যেন হৃদয়ের মাঝে বলে পাপী আয় রে
(বলে) আয় পাপী আয় রে
(বলে) ত্বরা করে আয় রে!
আজি সে সুরব শুনে ব্যাকুল পরাণ রে!
এত দিনে পাপীজনে পায় পরিত্রাণ রে!
(বুঝি) যায় স্বর্গধাম রে
(বুঝি) হয় পূর্ণ-কাম রে!
আজি সে মধুর ধ্বনি জাগে বিশ্বময় রে।
সবে মিলে হৃদয় খুলে বল ব্রহ্ম জয় রে।
(বল) জয় ব্রহ্ম জয় রে
(বল) হোক্‌ ব্রহ্ম জয় রে।
(বল) জয় দয়াময় রে!

তাল—ধামাল।

মিল—ফেলিয়ে অসার সুখ আয় তোরা চলে,
গেল বেলা মিছে খেলা ছাড় সকলে,
জীবন সফল হবে প্রাণ মন বিকাইলে (ওরে) নগরবাসি!

১১ই মাঘ, শনিবার। অদ্য উৎসবের প্রধান দিন। অতি প্রত্যুষেই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বিশ্বাসী দল উৎসুক অন্তরে সহরের নানা দিক্‌ হইতে মন্দিরের দ্বারে সমাগত হইতেছেন। আজ প্রত্যুষে সমুদয় ব্রাহ্মপরিবারে আনন্দ কোলাহলের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। অদ্যকার দিনের এক বিশেষ ভাব। এই ত এত দিন উৎসব চলিতেছে, কিন্তু অদ্য যেন নরনারী এক বিশেষ আশা লইয়া উৎসব মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন।

প্রাতঃসূর্য্যের উদয় না হইতে হইতে উৎসাহের সহিত সংগীত সংকীর্ত্তন চলিতেছে। অন্যান্য বৎসর প্রাতঃকালে উৎসব মন্দিরে এত লোক সমাগম দেখা যায় নাই; অদ্য সমুদয় আসন পরিপূর্ণ। যথা সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি উপাসনার ভার ছিল। উদ্বোধন আরাধনা চলিতে চলিতে দৈবাৎ কোন দিক দিয়া প্রেমময়ের প্রেমের বাতাস আসিয়া ভক্তদলের প্রাণে লাগিল। অমনি ভবসাগরে তরঙ্গ উপস্থিত হইল—ভক্ত দলের ক্রন্দন ধ্বনিতে মন্দির কাঁপিতে লাগিল। সে সময় কার যে ছবি চক্ষে দেখা গিয়াছিল, তাহা এখন বর্ণন করা সাধ্যায়ত্ত নয়। বোধ হইল যে, কি এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ আসিয়া প্রাণকে আন্দোলিত করিতেছে। এই ভাব তরঙ্গের আন্দোলনের মধ্যে আরাধনা সাঙ্গ হইল। উক্ত দিবসে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা কেহই লিখিয়া লইতে পারেন নাই। উপদেশের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া উপদেশ সাঙ্গ করা দুষ্কর হইয়া পড়িল। উপদেশের উপসংহারে আচার্য্য বলিলেন, মাঘোৎসব যেন মহামেলার ন্যায়; মহামেলাতে যেমন কোন কোন সময়ে ছেলে হারাইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মোৎসবে গিয়া কখনও কখনও ছেলে হারাইয়া যায়। সংসা

রাজ্য হইতে যদি একটী পাপী ব্রহ্ম মেলাতে আসিয়াছিল, মেলা ভাঙ্গিলে তাহাকে আর সংসাররাজ্যে পাওয়া গেল না; পাপের ঘরে আর সে ফিরিয়া আসিল না। সংসারে তাহার জন্য হাহাকার উঠিল। সকলেই বলিতে লাগিল, উহাদের ছেলে হারাইয়া গিয়াছে। স্ত্রী কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন; পরে ভাবিলেন শুনিয়াছি, স্বামী মহাশয় ব্রহ্মমেলায় গিয়া হারাইয়া গিয়াছেন, একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি পাওয়া যায় কিনা।' খুঁজিতে আসিয়া তিনিও হারাইয়া গেলেন। ছেলেটী গিয়াছিল পরে বৌটীও গেল, তখন জননী খুঁজিতে বাহির হইলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে সেই ব্রহ্মমেলাতে আসিলেন,আর অমনি তিনিও হারাইয়া গেলেন। দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই বলে, ব্রাহ্মসমাজ এক যাদুঘর; সেখানে যে খুঁজিতে যায়,সেই হারাইয়া যায়। ঈশ্বর করুন, ব্রাহ্মসমাজ এইরূপই হউক। সে দিন তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রাতঃকালীন উপাসনা সাঙ্গ হইল।

মধ্যাহ্নে বিশ্বাসীদল আবার মন্দির মধ্যে সমবেত হইলেন। যথা সময়ে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মাধ্যাহ্নিক উপাসনার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় শাস্ত্র হইতে কতকগুলি বচন পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাপীর জীবনে কৃপাময়ের কৃপার সাক্ষ্য দিবার জন্য কয়েকটী জীবনচরিত পাঠ করিলেন। সেগুলি শ্রবণ করিয়া অনেকের মনে ঈশ্বরের দয়ার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল ও অনেক নিরাশ অন্তরে আশার উদয় হইয়াছিল। জীবনচরিত পাঠের পর প্রার্থনা। কয়েক ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে সংগীত সংকীর্ত্তন হইয়া দিবাশেষ হইল। ক্রমে আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনার সময় সমাগত। অদ্য মন্দিরে যেরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল এরূপ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। এমন কি আচার্য্যকে অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হইল। সেই বিপুল জনরাশি ক্রমে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। অদ্যকার সায়ংকালের উপদেশও কেহ লিখিয়া লইতে পারেন নাই। উপদেশের ভাব এই ছিল যে,ঈশ্বর পাপীর নিকট আবদার করিয়া থাকেন। তাঁহার বড় আবদার। তাঁহাকে একটু হৃদয় দিলে তিনি আরও চান,ক্রমে সমুদায় হৃদয়টি না দিলে ছাড়েন না। যে একটু দেয় তাহারি উপরে তাঁহার আবদার,অন্যের উপরে নহে। তাঁহার অন্য একটী আবদার এই যে, তিনি একাকী হৃদয়ে আসিতে চাহেন না। হয় তাঁহাকে সসন্তানে আসিতে দেও,নতুবা তিনি তোমার হৃদয়ে স্থান চান না। তিনি বলেন, আমি মা হয়ে সন্তানগুলি ফেলিয়া একাকিনী কিরূপে তোমার থাকি। জননীকে ভাল বাসিব, তাঁহার সন্তানদিগকে ভাল বাসিব না। এরূপ স্বার্থপরতার ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। এরূপ স্বার্থপরতার ভাবে তিনি হৃদয়ে আসেন না। তাঁহাকে লইতে গেলে তাঁহার ভক্তদলকে লইতে হয়, তাঁহার বিশ্বাসীদলকে লইতে হয়, অতীতকালের সাধুদিগকে প্রাণে লইতে হয়। এইরূপে লইবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। অদ্য রাত্রি কালের উপাসনার সময় ছয় জন যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। রাত্রি কালের উপাসনা শেষ হইল—আমরাও ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৮ম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার—২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে অদ্য রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রার্থনান্তে সভার কার্য্যারম্ভ হইল। সম্পাদক মহাশয় সমাজের বিগত বর্ষের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন, এবং সহকারী সম্পাদক মহাশয় হিসাবের বিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু মহাশয় তাহার পোষকতা করিলেন যে, সম্পাদক মহাশয় যাহা পাঠ করিলেন, আবশ্যকরূপ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া তাহা সভা গ্রহণ করেন।

তৎপরে কোন কোন সভ্য কতকগুলি বিষয় সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাব করিলে পর তাহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের পোষকতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব ... ... সভাপতি।
" " দুকড়ি ঘোষ ... ... সম্পাদক।
" " আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ... সহকারী সম্পাদক।
" " গুরুচরণ মহলানবিশ ... ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন মহাশয় পোষকতা করিলেন যে,বর্ত্তমান বর্ষের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী সভা গঠিত হউক। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে আরও অধিক সভ্য লইয়া তাঁহাদের কার্য্যসম্পন্ন করিতে পারিবেন। এই মনোনয়ন সভা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের স্থগিত অধিবেশনে আগামী বর্ষের অধ্যক্ষসভার সভ্যগণের নাম জানাইবেন।

মনোনয়ন সভার সভ্যগণের নাম।—শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—সম্পাদক। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, বাবু রামকুমার বিদ্যারত্ন, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু চাঁদমোহন মৈত্র, বাবু শশিভূষণ সেন, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন উজীরপুর, বাবু হরিদাস রায় সত্যপুষ্করিণী, বাবু রাধাকৃষ্ণ দত্ত ঘারভাঙ্গা,শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দত্ত ঘারভাঙ্গা, বাবু কামিনীকুমার ঘোষ কাঁকিনীয়া, বাবু মথুরানাথ

মৈত্র বোয়ালিয়া, মুন্সী আবদুল আজিম সুধারামপুর, শ্রীযুক্ত ঝাণ্ডা সিং ধুলিয়ান লাহোর, শ্রীযুক্ত লালা বজরংবিহারী সীতামারী, শ্রীযুক্ত উধে মিসর্ লাহোর, শ্রীযুক্ত লছ্মন্ প্রসাদ সান্দিলা অযোধ্যা, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কলিকাতা, বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র বোয়ালিয়া, বাবু গোপালমোহন দাস কলিকাতা, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা, বাবু সীতানাথ নন্দী কলিকাতা, বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলি কলিকাতা, বাবু জয়কালী দত্ত কলিকাতা, বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার কলিকাতা, বাবু নীলরতন সরকার কলিকাতা, বাবু দ্বিজদাস দত্ত কলিকাতা, বাবু অক্ষয়কুমার রায় ধানকেনাল, বাবু হরকালী সেন কলিকাতা, বাবু আশুতোষ ঘোষ কলিকাতা, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কলিকাতা, বাবু রামকান্ত বরকাকুতী শিবসাগর, বাবু উমাচরণ সেন ভরাকর, বাবু ব্রজলাল দাস বোয়ালিয়া, বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস ভরাকর, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু কলিকাতা।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বসু পোষকতা করিলেন যে, ১৩ই মাঘ সোমবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে এই সভার স্থগিত অধিবেশন হয়। প্রস্তাব গৃহীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

১৪ই মাঘ মঙ্গলবার—পুনরায় অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক সভার স্থগিত অধিবেশন হয়। সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অধ্যক্ষসভার সভ্য-মনোনয়ন সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের অধ্যক্ষসভা সংগঠিত করিবার জন্য ৫০ জন সভ্যের নাম পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু বি. এ. ইহার পোষকতা করিলেন।

বাবু হিরালাল হালদারের প্রস্তাবে ও বাবু নগেন্দ্রনাথ সেনের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু হরকিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্তকে অধিকাংশের মতানুসারে মনোনীত হইলেন।

বাবু হিরালাল হালদার প্রস্তাব করিলেন যে, বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের পরিবর্ত্তে বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হউন। বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। কিন্তু অধিকাংশের মতানুসারে তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

বাবু শ্রীশচন্দ্র দে প্রস্তাব করিলেন যে, বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত হউন। পোষক বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী। সভার অধিকাংশের মতানুসারে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

বাবু শরচ্চন্দ্র সোম প্রস্তাব করিলেন যে, বাবু প্রকাশচন্দ্র দেবের পরিবর্ত্তে বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত হউন। বাবু হিরালাল হালদার তাঁহার এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। সভার অধিকাংশের মতানুসারে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

বাবু শ্রীশচন্দ্র দে প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু হুঁকড়ি ঘোষ পোষকতা করিলেন যে, বাবু হরনাথ বসুর স্থানে বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত সভ্য নিযুক্ত হউন। সভার অধিকাংশের মতে এ প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইল।

অতঃপর মূল প্রস্তাব যথা সংশোধিত গৃহীত হইল। অধ্যক্ষসভার সভ্যগণের নাম পূর্ব্ববারে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহা আর প্রকাশিত হইল না।

এইস্থলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন পরিত্যাগ করিলে, বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও সংশোধন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহা সভার নিকট উপস্থিত করিলেন। অধ্যক্ষ সভা নিয়ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে—একমাত্র পবিত্রস্বরূপ পরব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠা করা, বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং ধর্ম্মসাধন দ্বারা পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে পরস্পরের সহায়তা করা, সমবেত চেষ্টাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন করা; ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা, ব্রাহ্মমণ্ডলী ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের মত গ্রহণ পূর্ব্বক সমাজসংক্রান্ত সকল কার্য্য সাধন ও তদ্দ্বারা ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা এবং এই সকল উদ্দেশ্য প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া আবশ্যক মতে সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহকারিতা করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য।

২য়তঃ—২য় নিয়মে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে। যাঁহারা ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্বে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপর দিকে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞান কিম্বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না। আর "উক্ত অর্থ সাহায্য বার্ষিক আট আনার ন্যূন হইবে না' এই অংশ উঠিয়া যাইবে।

৩য় নিয়মে "অপর সভ্য দ্বারা অনুমোদিত হইলে" অধিকাংশের আপত্তি না থাকিলে সভ্যরূপে মনোনীত হইতে পারেন।

৮ম নিয়মের নিম্নের প্যারা [কর্ম্মচারীগণ হইতে পারিবেন না পর্য্যন্ত] ১৩শ নিয়মের শেষ ভাগে উঠিয়া যাইবে।

২০শ নিয়মে অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

৩৩শ নিয়মে—"যে যে সমাজ এই নিয়মের" স্থানে 'এই সকল নিয়মাধীন হইবে' এইরূপ হইবে।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব পঠিত হইলে বাবু শ্রীশচন্দ্র দে তাহার সংশোধন প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন হইবার পূর্ব্বেই বাবু কালীশঙ্কর সুকুলের প্রস্তাবে এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের পোষকতায় আগামী ১৫ই মাঘ

অপরাহ্ণ ৫টার ঘটিকার সময় সভার স্থগিত অধিবেশন হইবে স্থির হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

১৪ই মাঘ মঙ্গলবার—সমাজের উপাসনালয়ে অপরাহ্ণ ৫টিকার সময় পুনরায় উক্ত সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় তাহার পোষকতা করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর এই সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। তৎপরে অধ্যক্ষসভায় প্রস্তাবিত প্রথম নিয়ম অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হইল।

দ্বিতীয় নিয়ম পঠিত হইল,এবং কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর সংশোধনানুরূপ তাহা অধিকাংশের মতানুসারে গৃহীত হইল।

তৃতীয় নিয়ম পঠিত ও অধিকাংশের মতানুসারে গৃহীত হইল।

অষ্টম নিয়ম সংশোধনানুরূপ গৃহীত হইল।

বিংশ ও ত্রয়োদশ নিয়ম সংশোধনানুরূপ সভার অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় পোষকতা করিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হউন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব হালদার মহাশয় তাঁহার ইটালিস্থ উদ্যানে বর্ত্তমান বর্ষের উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগকে সমাদরপূর্ব্বক উপাসনাদি করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন,এবং আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন ; বাবু রাজেন্দ্রলাল পালিত।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ সভ্য মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস বিশ্বাস মহাশয় সমাজের সভ্য মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু পোষকতা করিলেন যে, কুমারী কলেট, শ্রীযুক্ত চার্লস ভয়সী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নিউম্যান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যকারী অপরাপর ইউরোপীয় মহিলা ও ভদ্র মহোদয়দিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতির জন্য হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করিলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয় সেই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পোষকতা করিলেন যে, প্রচারক মহাশয়দিগকে, গত বর্ষের কর্ম্মচারীদিগকে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যদিগকে তাঁহাদের কার্য্যতৎপরতার জন্য ধন্যবাদ করা হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় সমাগত সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ২১শে ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা)

৮ম ভাগ। ২২শ সংখ্যা।	১৬ই ফাল্গুন শনিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৭।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! তোমার ইচ্ছা না হইলে—তোমার কৃপা না হইলে মানুষ কোনও রূপেই আপনার জীবনের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া চলিতে পারেনা। অন্ধ যেমন চক্ষুষ্মানের হস্তস্থিত যষ্টিটি ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়; তাহার পরিচালকের সাহায্য বিনা সে যেমন একপদও অগ্রসর হইতে পারে না; চক্ষু বিহনে তাহার পদ যেমন কোনও কাজেরই হয় না, সেইরূপ আমাদের জ্ঞান, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য তোমার অঙ্গুলির নির্দ্দেশ বিনা বৃথা হইয়া যায়। যেখানেই মানুষ তোমার সঙ্কেতের বশীভূত না হইয়া আপনার প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের অভিমানে মত্ত হইয়া জীবন পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই স্থানেই মানুষ বিপথে পড়িয়া দারুণ মনস্তাপের কশাঘাত সহ্য করিয়াছে। পরমেশ্বর! তুমিই আমাদের চক্ষু—তুমিই আমাদের আলোক! তোমাকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া যেন আমরা চলিতে পারি। তোমাকে যদি সম্মুখে না রাখিয়া চলি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা পথহারা হইয়া মারা যাইব। হে জ্যোতি-স্বরূপ! তুমি সহায় হও। তুমি প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে থাক এবং আমাদের জীবনের পথ আলোকিত কর। তোমার সেই জ্যোতি দ্বারা আমাদের জীবনের ইহ ও পরলোকের সুস্পষ্ট যোগ দেখাইয়া দাও!

কৃষকেরা শস্য ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখিবার জন্য কতই যত্ন করে। যদি তৃণ জন্মিয়া শস্যের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে অচিরে সেই সকল তৃণ শস্যের সমুদায় তেজ হ্রাস করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে এবং শীঘ্রই শস্যগুলি মরিয়া যায় কিম্বা বাঁচিয়া থাকিলেও সেরূপ উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয় না। এই জন্য শস্য ক্ষেত্রে তৃণ গুল্মাদি জন্মিবামাত্রই বিজ্ঞ ও চতুর কৃষক সাবধানে ত্বরায় সে গুলির মূল উপাড়িয়া ক্ষেত্রের বাহিরে দূরে নিক্ষেপ করে। তৃণ শস্যের শত্রু।

মানুষের অন্তরের প্রকৃতিও এই রূপ। মানুষের সাধু ইচ্ছার বিকাশ হওয়াই প্রার্থনীয়, অসাধু বাসনার সঞ্চার হওয়া কোনও মতে বাঞ্ছনীয় নহে। সাধু এবং অসাধু বাসনার প্রকৃতি পরস্পর এত বিরোধী যে, অসাধু ভাবগুলিকে হৃদয়ে একবার আশ্রয় দিলে ক্রমে সেই গুলি বর্দ্ধিত হইয়া সমুদায় সাধু ইচ্ছার বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। তুমি যদি স্বার্থপরতার অঙ্কুর উদ্‌গম মাত্র উহাকে হৃদয় ভূমি হইতে একবারে তুলিয়া না ফেল, তবে কোনও মতে তোমার নিস্তার নাই। স্বার্থপরতা মানব অন্তরে সয়তানের রাজ্য বিস্তার করে। অতএব বিজ্ঞ ও সুচতুর কৃষকের ন্যায় প্রতিনিয়ত আপনার হৃদয় ভূমিকে স্বার্থপরতারূপ জঙ্গাল হইতে মুক্ত রাখিয়া সাধু ইচ্ছা গুলিকে অক্ষুণ্ণ ও সতেজ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে দাও।

জল আমাদের কেমন কথা শুনে! জল যেখানে রাখ, যেমন করিয়াই রাখ, সেই প্রকার অবস্থায় সেই প্রকার আকার ধারণ করে। ইহাকে কোন প্রকারে রাখিতে অসুবিধা হয় না। অন্যান্য কঠিন পদার্থ পাত্র বিশেষে রাখা যায় এবং পাত্র বিশেষে রাখা যায় না। অন্যান্য পদার্থ ইহার মত স্বেচ্ছাক্রমে ও সহজে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোনও সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিয়া এই জলকে খুব শীতল করিয়া জমাইয়া বরফ করা হয়, তাহা হইলে ইহার ক্ষমতার প্রকাশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। পর্ব্বতের গহ্বরে জল জমিয়া থাকে; সেই জল যখন অতিরিক্ত শৈত্য বশতঃ জমিয়া বরফ হয়, তখন পর্ব্বত পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। যদি একটা খুব পুরু লৌহ-বোতলের মধ্যে জল পূরিয়া তাহার মুখ এমন দৃঢ় করিয়া বন্ধ করা হয় যে, কোন মতেই তাহা খুলে না যায়; তাহা হইলে অতিরিক্ত শৈত্য বশতঃ যখন জল জমিয়া বরফ হয়, তখন সেই কঠিন লৌহ আধারকে ভাঙ্গিয়া জল আপন প্রভাব বিস্তার করে।

মানব অন্তরের ভালবাসা এইরূপ পদার্থ। মানুষ এই সংসারে যাহা কিছু সুখকর সামগ্রী দর্শন করে, তাহাকেই ভালবাসে। এই ভালবাসা মানবজীবনকে মধুময় করে। এই সংসারে ভালবাসা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এখানে মানুষ বাস করিতে পারিত না। ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল পদার্থেই এই অনুরাগ স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ক্ষুদ্র পদার্থে অনুরাগ জন্মাইলে অকল্যাণের আকর হয়; মহৎ পদার্থে অনুরাগ হওয়া অতীব সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু যদিও ক্ষুদ্র বিষয়ে অনুরাগ জন্মাইয়া মানুষ অনেক সময় ক্লেশ পায়, তথাপিও যখন মানবের অন্তরে

প্রবল ধর্ম্মানুরাগ আসিয়া তাহার অন্তরের সমুদায় ভালবাসা-সমুদায় অনুরাগ সেই পরম দেবের দিকে লইয়া যায়, তখন পরম প্রভুর কৃপার শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এই ঈশ্বরানুরাগ ঘনীভূত হইয়া এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে, ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে অনুরাগ আর আবদ্ধ থাকে না· উক্ত পদার্থসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তখন মানব অন্তরের সমুদায় প্রেম সেই একমাত্র প্রেমময়ের দিকে ধাবিত হয়।

বড় বড় সহরে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী নির্ম্মল পানীয় জল যাইবার ব্যবস্থা আছে। এই জল পয়ঃপ্রণালী দ্বারা অনেক সময় সহরের বহুদূর হইতে আনীত হয়। তাহার পর আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সহরের নানা স্থানে, লোকের গৃহে গৃহে এই জল যোগান হয়। কিন্তু প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেকের গৃহে এই জল যোগাইবার জন্য যদি পৃথক পৃথক্ আয়োজন করিতে হইত, তাহা হইলে সে একপ্রকার অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইত। হয়ত তাহা হইলে এই প্রণালীতে পানীয় জল পাওয়াই যাইত না। কিন্তু এমন একটা কৌশল দ্বারা এই জল সহরের সর্ব্বত্র যোগান হয় যে, সে অতি চমৎকার। প্রথমতঃ জলাশয় হইতে বৃহৎ বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী দ্বারা একস্থানে জল আনা হয়, তাহার পর দমকল দ্বারা জল খুব উর্দ্ধে উঠাইয়া রাখা হয় এবং এই উচ্চস্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে যখন জলকে যাইতে দেওয়া হয়, তখন ইহা সতেজে চারিদিকে বহিয়া যায়। যে সকল স্থানে এই জল যাইবে, সেই সকল স্থান অপেক্ষা উর্দ্ধে না উঠাইলে কখনই এইরূপে জল পাওয়া যাইত না। তবেই দেখা যাইতেছে, জলকে এই উচ্চস্থানে উত্তোলন করাতেই এইরূপে সহজে আমরা গৃহে গৃহে অনায়াসে উহাকে লাভ করিতে পারিতেছি।

প্রেমের স্বভাবও এইরূপ। প্রেম ক্ষুদ্র বস্তুতে আবদ্ধ হইলে অথবা অতি নীচ স্থানে স্থাপিত হইলে মানুষ কখনই সুখী হইতে পারে না। প্রেমের মহিমা কেবল তখনই বুঝা যায়, যখন সাধু মানব সেই প্রেমময়কে আপনার অন্তর বিক্রয় করিয়া নিজে ফকির হন। সেই পরম মহান্ পরমেশ্বর এ স্থলে উচ্চস্থান এবং প্রেম জল স্বরূপ। আমরা যদি আমাদের হৃদয়ের সমগ্র প্রীতি ও ভালবাসা এই সংসারের সমুদয় নীচ ও সামান্য পদার্থ হইতে উঠাইয়া সেই প্রেমময় পরমেশ্বরে স্থাপন করিতে পারি; অনুরাগরূপ বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা প্রেমকে যদি একবার সেই পবিত্রস্বরূপ পিতার শ্রীচরণে স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণিপুঞ্জকে ভাল বাসিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমাদের হৃদয়ের যে প্রেম, তাহা স্বর্গের সামগ্রী। ইহাকে সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না; এইরূপ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াও কেহ কখনও সুখী হইতে পারে না। সমুদায় জগৎকে ভাল বাসিতে হইলে প্রেম সম্বন্ধে আমাদিগকে বড় হইতে হইবে, অতি উচ্চ আদর্শকে আমাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। আর তাহা না হইয়া যদি আমাদের ভালবাসা আপনার সুখ বা আপনার আত্মীয় স্বজনেই আবদ্ধ হয় তাহা হইলে কিছুই হইল না; মুক্তির পথে ব্যাঘাত হইল। এইজন্য আমরা সমগ্র হৃদয়ের সমুদায় প্রীতি পরমেশ্বরে স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। এবং তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিলেই আমরা আর সকলকে ভাল বাসিতে পারিব। পরমেশ্বরকে একবার প্রাণের ভিতর হইতে ভাল বাসিতে পারিলে সেই ভালবাসা সহস্র ধারে অজস্র প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টির সমস্ত পদার্থকে অমৃত সিঞ্চনে সিক্ত করিবে।

অনেকেই জানেন কাচ সহজে কাটা যায় না। কিন্তু একটী সহজ ও সুন্দর কৌশল দ্বারা কাঁচকে সহজেই কাটা যায়। একটী পাত্রে জল রাখিয়া তাহার মধ্যে কাঁচি দ্বারা কাঁচ কাট সহজেই কাটিতে পারিবে। যতক্ষণ ইচ্ছা জলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া কাচ কাট কাটা যাইবে, কিন্তু যেমনি জল হইতে হাত উঠাইয়া লইবে অমনি তাহা পূর্ব্ববৎ কঠিন হইয়া যাইবে, আর তাহাকে কোনমতেই কাটা যাইবে না। মানব প্রকৃতিতেও ইহার একটী চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়। যে সকল হৃদয় কঠিন, যে সকল হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র উদয় হয় না, পরমেশ্বরের কৃপায় যখন সেই সকল হৃদয় তাঁহার প্রেমনীরে ডুবিয়া যায়, তখন আর তাহাদের কঠিনতা থাকে না। স্বার্থপরতার সুদৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। হৃদয়ের যত কঠিন গ্রন্থি সমস্ত ছিড়িয়া যায়। সংসারে মানুষ অন্ধ হইয়া, সুখে মত্ত হইয়া সময়ে সময়ে এমনই কঠিন হৃদয় হইয়া যায় যে, নিতান্ত নিকটস্থ প্রতিবেশীও যদি রোগে শোকে কাতর হয় অথবা অন্নাভাবে প্রাণে মারা যায়, তথাপিও তাহার কঠিন হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণও দয়ার সঞ্চার হয় না। কিন্তু যদি একবার সেই হৃদয় পরমেশ্বরের প্রেমবারিতে মগ্ন হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ের সমস্ত কঠোর ভাব দূর হইয়া অতি কমনীয় ও মধুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যিনি পরমেশ্বরের এই কৃপা বারিতে একবার আপনার হৃদয়কে ডুবাইতে পারিয়াছেন তিনিই ধন্য!

পাপের বীণা।

এই রূপ কথিত আছে কোন এক সাগর মধ্যে একটি দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপে এক অতি পরমা সুন্দরী রমণী বাস করে। উক্ত রমণী সর্ব্বদা সুস্বরে বীণা বাজাইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সাগর বক্ষদিয়া যখন আরোহীরা গমন করে তখন তাহারা এই রমণীর বীণার শব্দে মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হয়। এই রমণী অতি ভয়ঙ্করী। এই ছদ্মবেশ ধারিণী রমণীর কার্য্য শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়! ইহার পদদ্বয়ে বৃহৎ তীক্ষ্ণ নখ আছে, পিশাচিনী তাহা আবৃত করিয়া রাখে। যখনই লোকে তাহার মধুর বীণার ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় তখনই এই রমণী নিজরূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে।

এই সংসার মধ্যে এই রূপ একটি দ্বীপ আছে এবং এই দ্বীপে পাপ-রমণী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা বীণা বাজাইয়া লোককে তাহার দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা এই সংসার সাগরের বক্ষ দিয়া জীবন তরি চালাইতে চালাইতে এই পাপ পিশাচিনীর বীণার ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে গমন করিয়া জীবন হারাইয়া থাকি।

পাপের কি বিচিত্র লীলা! কি মোহনী শক্তি! নির্ব্বোধ মানব নিরন্তর ইহার কুহকে পড়িয়া জীবন হারাইতেছে! মানুষ কত চেষ্টা করে কিন্তু তবুও এই পাপ পিশাচিনীর হস্ত হইতে শীঘ্র মুক্তি লাভ করিতে পারে না। পাপ যখন নানা রূপে সজ্জিত হইয়া মধুররবে লোককে তাহার দিকে আকৃষ্ট করে তখন লোকে অন্ধ হইয়া পড়ে, সুখের আশায় তাহার দিকে দৌড়িয়া যায়, অবশেষে ছদ্মবেশ ধারী পিশাচিনী যখন মূর্খ মানবের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, তখন হাহাকার করিতে করিতে ফিরিয়া আইসে।

এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লোকে পাপের হস্তে পড়িয়া এত নির্যাতন ও কষ্ট পায়, তথাপি আবার তাহার দিকে ধাবিত হয়। সহস্র সহস্র ব্যক্তি পাপের হস্তে পড়িয়া নির্যাতন ও কষ্ট পাইতেছে দেখিয়াও যে, আবার লোকে তাহার দিকে ধাবিত হয় ইহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এক ব্যক্তি পাপের কুহকে পড়িয়া অবশেষে তাহারই আঘাতে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও মূর্খ মানব আবার সেই পাপের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যায়। মানবের এই নির্ব্বুদ্ধিতা এই ভয়ানক অন্ধতা স্মরণ করিলে সত্যই অবাক্ হইতে হয় ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়!

লোকে সর্ব্বদা নিরাশ হইয়া বলে যে, পাপের হস্ত হইতে মানব কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, পাপ পিশাচিনীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা মানবের পক্ষে অসাধ্য। এ কি সত্য কথা? মানব কি পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না? পরমেশ্বর কি মানবকে পাপের দাস করিয়া এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন? না! না! মানুষ পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না,—মানব পাপের দাস, এ কথা বলিলে সত্যের ও পুণ্যের বল অপেক্ষা অসত্য ও পাপের বলের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়। সত্যের বল ও পুণ্যের বলই পরমেশ্বরের রাজ্যে জয়যুক্ত হইবে। বিশ্বাসী যিনি, তিনি নিরন্তর পাপের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিশ্বাসের জয় ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন।

তবে কিরূপে এই পাপের হস্ত হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়? ইহার একমাত্র উত্তর প্রার্থনা। পাপ পিশাচিনী যেমন বীণা বাজাইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া থাকে, বিশ্বাসী তেমনি প্রার্থনার বীণা বাজাইয়া পাপ পিশাচিনীর বীণা নীরব করিয়া থাকেন। বীণার ধ্বনিতে কাল-ফণি যেমন আস্তে আস্তে মস্তক অবনত করিয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, বিশ্বাসী তেমনি প্রার্থনার বীণা বাজাইয়া পাপ, কাল-ফণীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তাহাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলেন। বিশ্বাসী যখন প্রার্থনার বীণা বাজান, তখন এই পৃথিবীর সকল শত্রু তাঁহার নিকট স্তম্ভিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসী এই সংসারে দুর্গম পথে নিরন্তর মধুররবে এই প্রার্থনার বীণা বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া যান। পাপ, তাপ, মোহ এবং সংসারের দুর্দ্দান্ত রিপুকুল এই বীণার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দূরে পলায়ন করে। বিশ্বাসী সাধক যখন সেই পুণ্যময় পরমেশ্বরের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনার বীণা বাজান, তখন এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারের সকল শত্রু মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মগণ নিরাশ মনে কখনও আর এ কথা বলিও না যে, সংসার হইতে পাপ যাইবে না, পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য এ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। উচ্চরবে বিশ্বাসের বীণা এবং প্রার্থনার বীণা বাজাও পাপের শক্তি হ্রাস হইবে, রিপুকুলের বল খর্ব্ব হইবে, পুণ্যের রাজ্য এবং সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উৎসবান্তে।

আমাদের প্রিয় উৎসব চলিয়া গেল। আমরা সারা বৎসর ধরিয়া যে উৎসবের প্রতীক্ষায় ছিলাম, শুষ্ক ও নিরাশ হৃদয় লইয়া পাপ-দগ্ধ ও মলিন প্রাণ লইয়া যে অমৃতবর্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই ব্রহ্মোৎসব চলিয়া গেল। ব্রহ্মোৎসব কি আমাদের প্রাণকে তদবস্থায়ই রাখিয়া গিয়াছে? না আমরা উৎসবের পর কিছু নূতন ভাব অনুভব করিতেছি। উৎসবের পূর্ব্বে যাঁহারা অলস ছিলেন, যাঁহারা জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে যাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন, তাঁহাদের প্রাণে কি নববল, নবভাব, ও নব উৎসাহের সঞ্চার হয় নাই? হৃদয়ের বহুকালের আদরের কুপ্রবৃত্তিগুলি কি সেই ভাবেই তথায় রাজত্ব করিতেছে? স্বার্থ কি আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ সঙ্কীর্ণ সীমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে? আমাদের অন্তরের প্রেম কি তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে? এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, আমরা উৎসবের মধ্যে উৎসবের দেবতাকে ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারি নাই। উৎসবের দেবতা পরম দয়াল পরমেশ্বর পূর্ণভাবে উৎসবের মধ্যে বিরাজ করিয়াছেন ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। পাপী পুণ্যবান্ নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়েই তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে ইহা সম্ভব যে, সকলেই পরিষ্কাররূপে জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশ স্পষ্টরূপে আপনাপন প্রাণে অনুভব করিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্য তাঁহারা যাঁহারা উৎসবের মধ্যে সেই পরম জননীকে একবার দেখিতে পাইলেন না! মানুষের আপনার এমন কোনও সাধ্য নাই যাহা দ্বারা সেই অনন্ত মহান্ দেবতাকে মানুষ আপনার হৃদয়ে প্রকাশ করিতে পারে। পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, বিদ্যা দূরে থাকুক, মানুষ ভক্তি অথবা পুণ্য পবিত্রতার বলে ও তাঁহাকে আপন হৃদয়ে আনিতে সমর্থ হয় না। তিনি দয়া করিয়া পাপী বা পুণ্যাত্মার অন্তরে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত না করিলে কদাচই মানুষ তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে দেখিতে পায় না। সুতরাং অনন্যমনে অতি দীনভাবে, অতি গতিহীন হয়ে তাঁহার চরণে আপনাকে অর্পণ করিতে যিনি সক্ষম হন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, পুণ্য সমস্ত ভুলিয়া আপনাকে অসার জ্ঞান করিয়া যে ব্যক্তি দুঃখী হইয়া তাঁহার চরণে আপনাকে ফেলিয়া দিতে পারেন, তিনিই ধন্য হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরকে লাভ করিবার এই সঙ্কেত সাধুরা বলিয়া থাকেন। তিনি কি আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান নহেন? না তাহা নহে—এমন

মুহূর্ত্ত নাই, যখন তিনি আমাদের কাছে নাই। পরম স্নেহময়ী জননী হ'য়ে তিনি প্রতি পদে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। প্রতি পদে অসত্য, অকল্যাণ ও পাপের দিক্ হইতে সত্য, কল্যাণ ও পুণ্য পবিত্রতার দিকে—আপনার দিকে আমাদিগকে তিনি আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, মানুষ ইহার কিছুই অনুভব করিতে পারে না, কিছুই জানিতে পারে না। মানুষ যে কেন তাঁহার অতুল স্নেহের চিহ্ন দেখিতে পায় না, তাহা আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি। আমরা এই সংসারে দেখিতে পাই, মানুষ যখন কোনও বিষয়ে গভীররূপে নিমগ্ন থাকে, মানুষ সেই একটী বিষয় লইয়া তাহার চিন্তায়—তাহারই সংসাধনে যখন একান্ত নিরত থাকে, সে তখন অপর কিছুই ভাবিতে পারে না, ভাবিবার সাধ্য থাকে না; এমন কি প্রাণ-নাশকর ঘটনা উপস্থিত হইলেও মানুষ অবলম্বিত বিষয়ের গাঢ় চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহার সংজ্ঞা হয় না। ধর্ম্মরাজ্যেও আমাদের অবস্থা সময়ে সময়ে ঠিক্ এইরূপ হইয়া থাকে। দেখিতেছি চারিদিকে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, জগতের পাঞ্চভৌতিক বিষয় সকল ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইতেছে—চারিদিক হইতে বাহিরের ঘটনারাজি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে—অন্তরের মধ্যে বিবিধ চিন্তা জাগ্রত হইয়া আমাকে আকুল করিয়া ফেলিতেছে, আমি এই সকলের প্রতিকারের জন্য আপনার বলের উপর, 'আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি ও পৌরুষের উপর এতই নির্ভর করিতেছি যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সহায়তা লাভ করিবার আমার মতিই হইতেছে না। আমার রোগ এইখানে। সংসারের সংগ্রামে যে আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে যায়, সেই ক্লেশ পায়; আর যিনি আপনাকে অসার জ্ঞান করিয়া সেই দেবতার সহায়তা গ্রহণ করেন, তিনিই বাঁচিয়া যান; তিনিই মুক্তিলাভ করেন। অতএব যিনি আপনার জীবনের সংগ্রামে হতাশ হইয়া আপনাকে অপদার্থ ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই মহান্ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার প্রেমমুখ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আর যাঁহারা এখনও আপনার বলের ক্ষুদ্রতা ও অসারতা বুঝিতে সক্ষম হন নাই, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে দেখা দিলেও তাঁহারা আপন বল-গর্ব্বিত চক্ষুর পলক তাঁহার প্রেমমুখের দিকে ফিরাইতে অবসর পান নাই বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। যখন আমরা বারম্বার নিজ বলের উপর নির্ভর করিতে গিয়া নিরাশ হইব—বারম্বার দাঁড়াইতে গিয়া পড়িয়া যাইব—তখন এমন এক অবস্থা হইবে যে, মন আপনাপনিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া স্বতঃই তাঁহার সহায়তা লাভের জন্য ব্যাকুল হইবে; আর সেই ব্যাকুলতা তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দিবে।

যাঁহারা উৎসবের মধ্যে তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা কি এখনও অলস থাকিবেন? আমরা যদি দেখি যে, আমাদের প্রাণে ভাল হইবার জন্য দারুণ পিপাসা দিন দিন জন্মাইতেছে না; প্রাণের ভিতরে ভাল হইবার জন্য প্রবল সংগ্রাম আবির্ভূত হইতেছে না, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিব, আমাদের অবস্থা নিরাপদ নহে। মৃতের মত—জড়ের মত প্রতিদিন অভ্যস্ত কতকগুলি কথা বলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে হইবে না। তিনি জীবন্ত ঈশ্বর তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে অন্তরের পাপ ও মলিনতার সঙ্গে জীবন্ত সংগ্রাম করিতে হইবে। যতক্ষণ সংগ্রাম ততক্ষণ জীবন। সংগ্রামের বিরাম মৃত্যুর লক্ষণ। সংগ্রাম করিতে করিতে নিরাশ হইব, আবার তাঁহারই নামের জয়ধ্বনি করিয়া দ্বিগুণ বলের সহিত উঠিয়া বসিব। এইরূপ বারম্বার উঠিব, বারম্বার পড়িব; সংগ্রাম পরিত্যাগ করিব না। আমি প্রাতে পাপানুষ্ঠান করিতেছি, মধ্যাহ্নে পুণ্যবান্ হইতেছি, আবার সন্ধ্যায় পাপচিন্তা করিতেছি, আবার রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অসহায় হইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি। জীবনে ইহা অতি সম্ভব। ক্রমাগত পুণ্যবান্ লোকই যে ধর্ম্মরাজ্যে থাকিবে, তাহা নহে। বরং ধর্ম্মরাজ্যের অধিকাংশ লোকই এইরূপ দুর্ব্বল। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহারা তাঁহার পবিত্র রাজ্যে চলিতেছে!

বিশ্বাসীর পরলোক গমন।

বাবু সর্ব্বানন্দ দাস বরিশাল ছোট আদালতের হেড্ ক্লার্ক ও স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। গত ১৩ ই পৌষ বেলা ১০ ঘটিকার সময় ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই দিবসই রাত্রি ১১টার সময় পরলোক গমন করেন।

দেশ প্রচলিত ধর্ম্ম কি সমাজ শাসন অগ্রাহ্য করিলে যেরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহিতে হয়, তিনিও সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া তাহার হাত হইতে নিস্তার পান নাই। কিন্তু ধর্ম্মজীবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! কি অলৌকিক শক্তি! শত্রু মিত্র হইয়া যায়, বিদ্বেষী শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত দেখে। তাঁহার চরিত্র এরূপ সুন্দর ও নির্ম্মল ছিল যে, রাজকীয় কার্য্যে, গার্হস্থ্য ব্যাপারে, কি যে কোন বিষয়ে, একদিন কেহ তাঁহার সংস্রবে আসিলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার হৃদয় আত্মত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার জীবন্তক্ষেত্র হইয়াছিল। তাঁহার প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহ আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি দুর্ব্বল শরীরেও প্রভূত উদ্যমে অতি গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে ক্লান্ত হইতেন না। এবং অবশেষে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মান্দোলন, সমাজ সংস্কার নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য অবিশ্রান্ত খাটিয়া আপনার জীবনের অভিনয় শেষ করিলেন। তাই আজ তাঁহার জন্য সমস্ত বরিশাল নগরী শোক সন্তপ্ত এবং আজ হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, সকলে সমস্বরে তাঁহার গুণ গান করিতেছে।

রোগের প্রথম অবস্থায়ই তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের নিতান্ত নিরাশ্রয়ে ফেলিয়া যাইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর রাখিও আমার কি আমিত ডঙ্কা মেরে ঈশ্বরের রাজ্যে চলিলাম। রোগী রোগ যন্ত্রণায় কত অস্থির হয় কত ছট্ ফট্ করে কিন্তু তিনি আরও কোন একটা সুন্দর দেশে যাইবার জন্য যেন প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বন্ধুদিগকে পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম গাইতে বলিলেন

ক্রমে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি মহাভাবে বিভোর! দিব্যজ্ঞানে রোগ যন্ত্রণার অতীত হইয়া গিয়াছেন! ক্রমে আমরা দেখিলাম তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বাহু তুলিয়া তুলিয়া "দয়াময় কি মধুর নাম" গাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রাণ বায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল! ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া প্রাণ পাখী অনন্ত আকাশে উড়িয়া গেল! বন্ধু বান্ধবদিগকে শোকাকুল করিয়া ১০।১১ টী শিশু সন্তান সহিত স্ত্রীকে নিরাশ্রয় রাখিয়া, ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র পিতার রাজ্যে চলিয়া গেলেন। অমনি গৃহের নিস্তব্ধতা ও নিশীথ রজনীর শান্তি ভাঙ্গিয়া গেল, প্রার্থনা ধ্বনিতে নৈশ আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল! অগ্রে তাঁহার স্ত্রী, পরে স্থানীয় আচার্য্য বাবু গিরীশচন্দ্র মজুমদার প্রার্থনা করিলেন; পরে নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনের শেষোচ্চারিত সঙ্গীতটী সকলের মিলিতস্বরে গীত হইতে লাগিল। এই সময়ের সঙ্গীত ও প্রার্থনায় নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিকের মৃত্যু কি আশ্চর্য্য! কি সুন্দর শিক্ষার স্থান!

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তাঁহার বাড়ী লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সর্ব্বানন্দ বাবুর মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে সকলে বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী আর থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিকটে আসিলেন। পুত্র কন্যাদিগের ক্রন্দন নিবারণ করিয়া শবদেহ পুষ্পদ্বারা সাজাইতে বলিলেন। এবং আপনি সেই অজানিত, অপরিচিত শত শত লোকের মধ্যে প্রশান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া যখন করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন তাঁহার এক একটী কথায় সকলের নয়নে অশ্রুধারা বহিয়াছিল। তৎপর সর্ব্বানন্দ বাবুর শবদেহ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। এবং সেখানে কিছুকাল প্রার্থনা করিয়া শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। প্রায় ৩০০ শত লোক ধর্ম্মভেদ, সমাজভেদ ও জাতিভেদ ভুলিয়া বিষণ্ণভাবে ও ভগ্নহৃদয়ে শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আহা! সে সময়ের অতি চমৎকার ভাব দেখিয়াছি। একদিকে সকলে মিলিতস্বরে "দয়াল বল জুড়াক হিয়ারে" কীর্ত্তনটী অশ্রুপূর্ণ নয়নে গাইতে গাইতে ধীর ও শান্ত ভাবে চলিয়াছেন, অপর দিক্ হইতে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" ধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিতেছে! বলা বাহুল্য যে, যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মের মৃতদেহ স্পর্শ করিলে পতিত হন, সেই সমাজের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং শূদ্র সকলেই শ্মশান ভূমি পর্য্যন্ত সর্ব্বানন্দ বাবুর মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম্ম জীবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! কি অলৌকিক শক্তি! ধার্ম্মিক সর্ব্বানন্দ মরিয়াও ধর্ম্ম প্রচার করিলেন!

মহাত্মা জন হাওয়ার্ড।

পূর্ব্বকথা।

এসংসারে কয়জন লোক মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম হন? পৃথিবীর পথে ষোলআনা লোকই আত্ম-সুখের জন্য ব্যস্ত। আত্ম-সুখকেই জীবন বৃত্তের কেন্দ্র করিয়া এই সকল আত্ম-সুখসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণ সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা আত্ম-সুখকে কিছু পরিমাণে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের দৃষ্টি আপনাকে অতিক্রম করিয়া পরিবারের প্রতি পড়িয়াছে, পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনকেই তাঁহারা জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বুঝিয়া দিবানিশি খাটিতেছেন। আপনার স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারেন, এই চিন্তাই নিরন্তর তাঁহাদের মনের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট "আপনার জন" যে কয়েকটী তাঁহাদের উপরেই এই সকল লোকের হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত সহানুভূতি সংবদ্ধ থাকে; পরিবারের সীমাবদ্ধ প্রাচীরের মধ্যেই ইহারা আবদ্ধ হইয়া পড়েন, এবং মনুষ্য জাতি দূরের কথা, আপন প্রতিবেশীর প্রতিও যে ইহাঁদের কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য আছে, প্রতিবেশীর পাপ পুণ্য, লাভালাভ ও রোগ শোকের জন্যও যে ইহাঁদের কিঞ্চিৎ দায়িত্ব আছে, প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের বিষয়েও যে ইহাঁদের চিন্তা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অবকাশের প্রয়োজন, এ সকল কথা ইহাঁদিগকে কায়ক্লেশে বুঝাইয়া দিতে পারিলেও ইহাঁরা হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হন না। কিন্তু যে সকল ভাগ্যবান মহাপুরুষেরা মানব জীবনের উচ্চ লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেন; যাহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি সমস্ত সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া মানব জাতির অনন্ত বক্ষে পতিত হইয়াছে; যাঁহারা সর্ব্ব প্রকার পরিবর্ত্তনশীল মতগত পার্থক্য ও সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহাতে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য আনিতে পারেন তজ্জন্য নিরন্তর খাটিয়া শরীর ক্ষয় করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কত শত সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রচেতা মানব ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়াছে; দুঃখীর দুঃখ দূর করা, মনুষ্য জাতির সেবা করাকেই জীবনের উচ্চ সুখ বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছে। আমরা আজ যে পুণ্যশ্লোক মহাত্মার জীবনবিবরণ আলোচনা করিতে যাইতেছি, ইহার নাম বাস্তবিকই প্রাতঃস্মরণীয়। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য ইয়ুরোপের কারাগারের ভীষণ অত্যাচার ও নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া যাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল; হতভাগ্য কারাবাসীগণকে পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া যাঁহার প্রাণে নিদারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, বিশ্বজনীন প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যিনি কারাসংস্কার কার্য্যে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ আমরা সেই স্বর্গীয় মহাত্মা জন হাওয়ার্ডের পবিত্র জীবনের বিষয় আলোচনা করিব। জগতের সকল সাধু মহাত্মাদের জীবনই প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষভাবে সমস্ত নর নারীর কল্যাণসাধন করিতেছে। দেশকালের প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করিয়া যান সত্য, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের প্রভাব দেশকালে বদ্ধ না থাকিয়া পৃথিবীর সমস্ত নর নারীর জীবনের উপরেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকে। যাঁহারা নর নারীর দুঃখ মোচনের জন্য স্বীয় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও যদি সকল দেশের নর নারীর নিকট সমানভাবে কৃতজ্ঞতার উপহার লাভ করিতে না পারেন, তবে আর পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতার ব্যবহার কোথায়?

জন্ম কথা।

মহাত্মা জনহাওয়ার্ডের বাল্য জীবনের বিষয়ে নিশ্চিতরূপে অতি অল্পই জানা গিয়াছে। তাঁহার জন্মতিথি এমনকি জন্মস্থান বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। তাঁহার এক জীবনচরিত-লেখক বলেন যে, ১৭২৬ কি ২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এনফিলড নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। আবার কেহ বা বলেন যে, ১৭২০ কিম্বা ২৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাপটন, কারডিঙ্গটন অথবা স্মিথফিল্ড এই স্থানত্রয়ের কোনও একটীতে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। হেপওয়ার্ড ডিক্সন্ নামক এক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে গভীর যুক্তিপূর্ণ বড় সুন্দর একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথার সার মর্ম্ম এই যে, জন হাওয়ার্ডের ন্যায় জন হিতৈষী মহাত্মাদের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কি কালে আবদ্ধ থাকিতে পারেনা ; তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষদের গৌরব কোন জাতি বিশেষের এক চেটিয়া সম্পত্তি নহে, সমস্ত মনুষ্য জাতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আইন অনুসারে তাহাতে সমানভাবে উত্তরাধিকারী; সুতরাং তাঁহার জন্মতিথি এবং জন্মস্থান বিষয়ে সন্দেহ থাকে থাকুক, সে সন্দেহ করিতে গিয়া কাহারও ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। ক্রমশঃ—

ষট্পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মঃ—

গত বৎসর আমাদের যতগুলি কাজ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ছাত্রসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যালয়, হিতসাধকমণ্ডলী এবং রবিবাসরিক বিদ্যালয় প্রধান। এই সকল সভা বিগত বৎসর বিশেষভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। এই বৎসর ইহাদের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

আমরা আমাদের সমাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। ইহা অনেক কারণে উপকারী। ১ম, ইহাদ্বারা কোনও ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হইতে পারেন না। ২য়, ইহা দ্বারা নিয়মাদি সম্মান করিবার ও তাহার অধীন হইয়া কার্য্য করিবার শিক্ষা হয়। ৩য়, পরস্পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু এ সকল গৌণ উদ্দেশ্য। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন হইতেছে না। আমরা যে দমন ভাব লইয়া বাহির হইয়াছিলাম,সেই দমন ভাবই রহিয়াছে। কিন্তু এই নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, দশ হস্ত এক করিয়া কার্য্য করিব, কিন্তু তাহা আজিও ভাল করিয়া কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। এই বৎসরের প্রথম হইতে এই ভাব কিছু কিছু দেখা গিয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া কার্য্য হয় নাই ; তাহার কারণ এই, আমাদের আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার ভাব ভাল করিয়া জন্মায় নাই। এক আধ্যাত্মিক রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত হওয়া উচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সকলের হৃদয় আধ্যাত্মিকভাব পূর্ণ করিতে পারিলে আমাদের সমাজ ঈশ্বরের সমাজ হইবে। প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন লোক আসিয়া আমাদের সমাজে যোগ দিতেছেন, আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

মফস্বলে আমাদের অনেকগুলি ভুক্তসমাজ আছে বটে, কিন্তু তাহা থাকিয়া আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। ইহাদের সহিত আমাদের আন্তরিক যোগ হয় নাই। তাঁহারা কেবল এক একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন মাত্র। আমাদের সহিত তাঁহাদের কোনও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক হয় নাই। এমন কি কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর সভ্যদিগের সহিতও আমাদের বিশেষ বন্ধুতা হয় নাই। এই বিষয়ে যাহাতে আগামী বর্ষে বিশেষভাবে কার্য্য হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিরূপে এই ভাব বৃদ্ধি হয় ও সমস্ত বিশৃঙ্খলা চলিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ইহা যে এত দিন হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, আজিও ভাল করিয়া আমরা আমাদিগকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি নাই। আগামী বর্ষে যাহাতে ইহা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবানের কৃপা দ্বারা চালিত না হইলে বিশৃঙ্খলা কোনও রূপে যাইবে না।

১২ই মাঘ রবিবার। অদ্য অতি প্রত্যূষ হইতে উপাসকেরা উদ্যান যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমাদের উৎসবের মধ্যে এই উদ্যানযাত্রা বড়ই প্রীতিকর। প্রায় সমস্ত বৎসর নগরের কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়া সকলের প্রাণ ক্ষণকাল নির্জ্জনে বসিয়া উপাসনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। নগরের কোলাহল হইতে দূরে গিয়া লতামণ্ডপে ও বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে পক্ষিকুলের সুস্বর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে সেই সৌন্দর্য্যের সার পরম দেবকে ধ্যান করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়া নরনারী দলবদ্ধ হইয়া উদ্যান যাত্রা করিলেন। প্রায় তিন শতেরও অধিক পুরুষ, রমণী, বালক ও বালিকায় উদ্যান পূর্ণ হইয়া গেল। বেলা ৮॥০ ঘটিকার সময় উপাসকেরা সকলে সমাগত হইলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। আজি আর উপদেশ দেওয়া হয় নাই। উপাসনান্তে সকলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া উদ্যানের নানা স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ কেহ নীরবে বৃক্ষতলে বা লতাকুঞ্জের মধ্যে উপবেশন করিয়া পরমেশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবানের কৃপা কোথায় যে কিরূপে প্রবাহিত হয় তাহা বলা যায় না। যে বন্ধু উৎসবের স্রোতের মধ্যে ভাল করিয়া অবগাহন করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্নমনে বেড়াইতেছিলেন, আজ নির্জ্জনে পাইয়া তিনি ভাল করিয়া ভগবানের চরণ ধারণ করিলেন! আজ তাঁহার হৃদয় অমৃত সলিলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হইল!

ইতিমধ্যে উদ্যানে সকলে সম্মিলিত হইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রধানতঃ ২টী বিষয়ের আলোচনা হয়। ১ম, মফস্বলস্থ ব্রাহ্মদিগের কন্যাগণের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটী বোর্ডিং স্থাপন। ২য়, আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ পুস্তকাদি প্রচার। বিগতসংখ্যক তত্ত্বকৌমুদীতে বোর্ডিংয়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণের বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন। তদনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রেরিত নিম্নলিখিত "তাম্বুলোপহার" পাঠ করা হইল

[১]

পাতি হাঁস যেমন স্বভাবতঃ জলে চরে, সেইরূপ আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরে চরে।

[২]

আমরা ঈশ্বরের নানা কাতুরে ছেলে ; একটু দুঃখেই আমরা কাতর হই।

[৩]

আমাদিগের সকল দুঃখ মঙ্গলেরই কারণ। অন্ধকারে যেমন লোকে ভূত দেখে, আমরা তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে দুঃখ দেখি। ভূতের ভয়েই গেলাম! ভূতের ভয় না ছুটিলে আমরা কখনও মানুষ হইতে পারিব না।

[৪]

পিতা মুখোষ পরিলে যেমন ছেলে ভয় পায়, তেমনি ঈশ্বর দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলে আমরা ভয় পাই। পিতা মুখোষ পরিলে যেমন পিতাই থাকেন, তেমনি পরম পিতা আমাদিগের সম্বন্ধে দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলেও সেই পরম পিতাই থাকেন।

[৫]

দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এঁচোড়ে-পাকা ছেলে ; তত্ত্ব সকল যত দূর মানবীয় অবস্থাতে জানা যাইতে পারে, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন। পারলৌকিক অবস্থাতে তাঁহাদের কত ভ্রম দূর হইবে ও সত্যের আলোক কত প্রকাশিত হইবে, বলা যায় না। একটু বিলম্ব কর, এত অধৈর্য্য কেন?

[৬]

অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি দ্বারা রচিত এই শরীর আত্মার নটবহর। এই নটবহর লইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কোন কোন সময় তাহাতে বিরক্ত হইতে হয়।

[৭]

শরীর আত্মার লেফাফা মাত্র। যে কেবল শরীরের বেশ ভূষার প্রতি মনোযোগী এবং সারবত্তা-শূন্য, তাহাকে আমি কেবল লেফাফা-দুরস্ত ব্যক্তি বলি।

[৮]

শামুকের খোলা যেমন মস্ত, কিন্তু ভিতরের জীবটী অতি ছোট ; তেমনি প্রকৃত ধর্ম্ম অতি সংক্ষেপ ও সরল, কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্য অবয়ব মস্ত। প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি লোকের তত মনোযোগ নাই। এই বাহ্য অবয়ব লইয়া কত মারামারি!

[৯]

যেমন প্রসবের সময় ছেলের মাথা একটু একটু পৃথিবীর দিকে দেখা দেয়, তেমনি বৃদ্ধ মানুষের মাথা পরকালের দিকে একটু একটু দেখা দিতেছে; সেইখানে টুষ্ করিয়া গিয়া পড়িলেই হইল।

[১০]

কোন ব্যক্তি পাপ-প্রবৃত্তির দমনের প্রকৃষ্ট উপায় কি জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম যে, পাপেচ্ছা যখনই মনে উদিত হইবে, তখনই আপনাকে কোসে আধ্যাত্মিক লাথি মারাই পাপ-প্রবৃত্তি দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। আধ্যাত্মিক লাথি অবশ্য শারীরিক কার্য্য নহে, আধ্যাত্মিক কার্য্য।

[১১]

যখন পাপেচ্ছা মনে উদিত হইবে, তখন পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য পুনরায় অনুতাপ করিবে। তাহাতে এক ঢিলে দুই পক্ষী মারা হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত পাপ আরো প্রক্ষালিত হইবে এবং নূতন পাপমতি দমন হইবে।

[১২]

কোন কোন জ্ঞানী বলেন যে, পশুদিগের ধর্ম্ম-বোধ আছে ; অন্যান্য জ্ঞানীরা বলেন, তাহা তাহাদের আদোবে নাই। শেষোক্ত জ্ঞানীরা আমাদিগের অন্যান্য জীবভ্রাতাদিগকে মানবীয় অধিকারের কিঞ্চিৎ অংশও দিতে নারাজ; কিন্তু এরূপ নারাজির কোন বিশিষ্ট হেতু দেখি না। উক্ত জীব-ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম-বোধ আছে প্রমাণিত হইলেও তাহা মনুষ্যের সঙ্গে তুলনায় অবশ্য অল্প হইবে, তাহাতে আমাদিগের প্রাধান্যের বিশেষ হানি হইবে না, অথচ মানবীয় অধিকারের অতি অল্পাংশ পাইয়াই উক্ত ভ্রাতারা সন্তুষ্ট হইবেন।

[১৩]

ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন যে, লোকে তাঁহাকে মাথায় করিয়া সমস্ত দিন রাত্রি নাচিবে; কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়, যেহেতু তাহাদিগের অন্যান্য অনেক কাজ আছে।

[১৪]

অনেক মনুষ্য কেবল আলু পটোলের কথা লইয়া সমস্ত দিন থাকে, এরূপ থাকা কর্ত্তব্য নহে; আলু পটোলের যত দূর অতীত হইতে পারা যায়, হওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিলে সকলে আহারান্তে আবার নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন। মন্দিরে পুনরায় সায়ংকালীন উপাসনার জন্য সকলে সমবেত হইলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের উপর রাত্রিকালীন উপাসনার ভার ছিল। তাঁহার অদ্যকার উপদেশের সারাংশ প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

১৩ই মাঘ সোমবার। অদ্য প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল।

অদ্য অপরাহ্ণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে ব্রাহ্মদিগের এক সম্মিলন সভা হয়। তাহাতে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিলেন, "আমাদের এবারে দুই রকম বিষয় আলোচ্য আছে; ১ম, আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব কি? এবং সে সকলের মোচনের উপায় কি? ২য়, আমাদের সমাজে এমন সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক যাহা দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং বৈরাগ্য প্রেম প্রভৃতি বাড়িতে পারে। ইংরাজী সংস্কৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এমন কিছু পাঠ্য হওয়া উচিত যাহা পড়িলে উপাসনায় মন বসে। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ এরূপ হওয়া উচিত যে, যাহা বিপদ আপদের সময় পড়িলে মনে সান্ত্বনা হইতে পারে। আর একটী কথা এই যে, মফস্বলের ব্রাহ্মগণের বয়স্থা কন্যাগণের শিক্ষার নিমিত্ত "গরিব আনা" চেলে কলিকাতায় একটী

বোর্ডিং হওয়া উচিত। স্থায়ী প্রচারফণ্ড বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে; ইতিমধ্যে ইহাতে কেহ কেহ এককালীন অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এখন আমাদের কিরূপ ভাবে প্রচার হওয়া আবশ্যক, প্রচার প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না? এই সকল বিষয় আলোচনা হওয়া আবশ্যক।" অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিতে প্রচারবিষয়ে আলোচনা হওয়া স্থির হইলে বাবু নিলমণি ধর বলিলেন, "প্রচারকেরা নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে মফস্বলে গমন করেন, এবং তথায় বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে আশানুরূপ কাজ হয় না। অতএব বর্ত্তমান প্রচার প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক।" বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "যেখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই, প্রচারকেরা যে তথায় গমন করেন না, এমন বোধ হয় না। কলিকাতায় প্রচারকেরা অন্যান্য কার্য্য লইয়া পড়িয়া থাকেন, তাহাতে মফস্বলের কাজ হয় না। আমার বোধ হয়, কলিকাতার কাজের ভার অন্যান্য ব্যক্তির হস্তে দিয়া প্রচারকেরা মফস্বলে গমন করিলে ভাল হয়। আর এককথা মফস্বলের লোকেরা যখন ব্যয়ভার দিয়া প্রচারক লইয়া যান, তখন প্রচারকদিগের উচিত যে স্থানে গমন করেন তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানেও যাওয়া"। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (শিলং) বলিলেন "প্রচারের জন্য অনেক অর্থ ও প্রচারক সংখ্যার বৃদ্ধি আবশ্যক। সুতরাং স্থায়ী প্রচারফণ্ড আবশ্যক। প্রচারকের একস্থানে থাকিয়া কিছুকাল প্রচার করা আবশ্যক; সে স্থানের ভাষা না জানিলে তাহা শিক্ষা করা উচিত। বিলাতে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সামান্য লোকদিগের নিকটেও অর্থ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে"। বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "মফঃস্বলে প্রচারক যাইবার সময় অনেকে না গিয়া এক একজন যাইলেই ভাল হয়। দল বেঁধে প্রচার করিতে যাওয়া তত ভাল বলিয়া বোধ হয় না"। মজঃফরপুরের লালা বজরংবিহারী বলিলেন, "কলিকাতার সমাজের কার্য্যের ভার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে দিয়া শিবনাথ বাবু প্রভৃতির মফঃস্বলে যাওয়া উচিত। আরও প্রচারকদিগের মুক্তিফৌজদিগের মত সামান্য অবস্থায় থাকা উচিত। এমন অনেক পল্লীগ্রাম আছে যেখানে তত খাদ্য মিলে না। সে সকল স্থলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আর এককথা প্রচারক হইতে হইলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী চাই এমন নহে। কিন্তু প্রচারকদিগের প্রাণ থাকা চাই।" মথুরানাথ গাঙ্গুলি ভ্রাতা বজরংবিহারীর কথার পোষকতা করিলেন। ইনি আরও বলিলেন, "প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই প্রচারকের কার্য্য করা উচিত।" বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস বলিলেন, "আমাকে বগুড়া হইতে শ্রীমন্ত বাবু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, প্রচারকদিগের জন্য স্থায়ী ফণ্ডের আবশ্যকতা নাই। প্রচারকেরা যেস্থানে থাকিবেন, সেই স্থানে পুস্তকাদি প্রচার দ্বারা তাঁহারা জীবিকা উপার্জ্জনের পথ করিয়া লইবেন।" কোন্নগরের সাতকড়ি দেব বলিলেন, "আমি স্থায়ী ফণ্ডের আবশ্যকতা আছে স্বীকার করি না। আগে প্রচার চাই, অর্থ আপনি আসিয়া পড়িবে। যেমন রামকুমার বাবু দুর্ভিক্ষে গিয়া কার্য্য খুলিলেন, টাকা কোথা হইতে জুটিল।" নাটোরের শরৎচন্দ্র বসু বলিলেন, যে "সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজ নাই প্রচারকদের সে সকল স্থানে দৃষ্টি নাই। অর্থের অভাব বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু এ দিকে প্রচারকেরও সেইরূপ অভাব। অনেকগুলি প্রচারক কলিকাতায় অনেকদিন ধরিয়া থাকেন তাহাতে বিশেষ কার্য্য হয় না। কলিকাতায় যোগ্য লোকের উপর নির্ভর করিয়া প্রচারকদিগের বিদেশে যাওয়া ভাল। তাহাতে দুইটী ফল হয়, প্রথম মফঃস্বলের উপকার, দ্বিতীয় অন্যান্য লোকদিগের কার্য্যকারিতা শক্তি জন্মে। প্রচারকেরা যখন মফস্বলে যান, তখন তাঁহাদের মফস্বলে গিয়া প্রচারকদল গঠন করা উচিত। স্থায়ী প্রচারফণ্ডের তত আবশ্যকতা কি আছে? প্রচারকদিগের জীবন থাকা চাই।" রংপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় শরৎ বাবুর কথা খণ্ডন করিয়া স্থায়ী প্রচারফণ্ডের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন। কেননা ইহা না করিলে মিসনরিদের স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণের ক্লেশ উপস্থিত হইবে। প্রচারকেরা নিমন্ত্রিত হইয়া যে স্থানে যান, কেবল সেই স্থানে না থাকিয়া অন্যান্য স্থানে গমন ও প্রচার করা উচিত। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাগনান) বলিলেন, "স্থায়ী প্রচারফণ্ডের বিশেষ আবশ্যক এবং তাহা সকলের সাহায্যসাপেক্ষ। আমাদের গ্রামে আজিও কোন প্রচারক যান নাই; এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সুতরাং মফঃস্বলে প্রচারক যাওয়া খুব উচিত।" বড় বেলুনের পূর্ণদাপ্রসাদ সরকার এবং বগুড়ার জানকীনাথ পোদ্দার স্থায়ী প্রচারফণ্ডের এবং পল্লীমধ্যে প্রচারের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "প্রচারকদিগের কি ভাবে থাকা উচিত, তাহা প্রচারকেরাই বলিতে পারেন। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র বলিলেন, স্থায়ীপ্রচারফণ্ডের অনুষ্ঠানপত্র প্রচারকেরা লেখেন নাই আমরা নিজে লিখিয়াছি, সুতরাং তাহাতে যে প্রচারক পরিবারের ভরণপোষণের কথা লিখিত আছে, তাহা আমরাই প্রচারকদিগের জন্য লিখিয়াছি। আমরা প্রচারকদিগকে বিলাসী ও বাবু করিতে চাই না। তাঁহাদের যাহা আবশ্যক তাহারই জন্য স্থায়ী প্রচারফণ্ডের আবশ্যক। প্রচারকদিগকে তাঁহাদিগের প্রচারে স্বাধীনতাও দিতে হইবে, অথচ তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে সমাজের অধীনতাও স্বীকার করিতে হইবে।" মথুরানাথ নন্দী বলিলেন "কলিকাতায় একজন প্রচারক থাকা চাই। বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এই কথার পোষকতা করিয়া বলিলেন, "কলিকাতায় বিশেষভাবে একজন প্রচারকের থাকা চাই; কারণ কলিকাতায় নানা শ্রেণীর লোক বাস করে।" বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু বলিলেন, কলিকাতায় শিবনাথ বাবুর থাকা বিশেষ আবশ্যক। কেহ কেহ এই কথার পোষকতা করিলেন। মেদিনীপুরের নিলমণি বাবু বলিলেন, প্রচারকেরা যে স্থানে থাকিবেন, তাহাদিগের ভরণ পোষণের জন্য স্থানীয় প্রচারফণ্ড হওয়া আবশ্যক। বাবু উমাচরণ ঘোষ বলিলেন, বাহিরে প্রচার হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে প্রচার বিশেষ আবশ্যক। তার পর বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আমাদের প্রচারকগণের মধ্যে দুই শ্রেণী হওয়া আবশ্যক। একদল শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রচার করিবেন, আর একদল গরিব লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিবেন। যাহাদের বাগ্মিতা শক্তি, বুদ্ধি ও বিচার শক্তি আছে, তাহারা শিক্ষিত

মধ্যে প্রচার করিবে আর যাহাদের সে প্রকার ক্ষমতা নাই অথচ গরিবদিগের সহিত বেশ মিশিতে পারেন, তাঁহারা গরিব লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিবেন। আর আমাদিগের যেমন প্রচারকের অভাব সেইরূপ অর্থেরও অভাব; এ দুইএরই অভাব পূরণ করা উচিত।" বাবু কেদারনাথ রায় বলিলেন, "পূর্ব্বে যে সকল মত প্রচার হইত তাহা জীবনে ধারণ করা হইত। কিন্তু এখন কেবল মত প্রচারই হয়,জীবনে ধারণের চেষ্টা তত হয় না।"

এই প্রকার আলোচনার পর প্রার্থনা ও সংগীতানন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

১৪ই মাঘ আজ উৎসবের শেষদিন। অদ্য প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্নে হিতসাধকমণ্ডলীর উৎসব। সন্ধ্যার পর সকলে উপাসনালয়ে সমবেত হইলে, উক্ত মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে মণ্ডলীর বিগত বৎসরের কার্য্যবিবরণ অবগত করিলেন। আজিকার উপাসনায় বিশেষ সুখের কারণ এই যে, শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধুর সংগীতে উপাসকদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি উপাসনার ভার ছিল। তাঁহার উপদেশের সারাংশ এবার প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

ব্রাহ্মসমাজ।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের ষট্পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

৮ই মাঘ বুধবার, শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্তের গৃহে উপাসনা। গুরুনাথ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। ৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার, পরলোক গত ভ্রাতা পদ্মহাস গোস্বামীর পিতার অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা, সংকীর্ত্তন ও পরলোক গত ভ্রাতার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন। ১০ই মাঘ শুক্রবার, পূর্ব্বাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্তানের নামকরণোপলক্ষে তাঁহার গৃহে উপাসনা হয়। বালকের নাম সুকুমার রাখা হইয়াছে। গুরুনাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন এবং "সন্তান কুসুম" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় মন্দিরে উপাসনা হয়, গুরুনাথ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "১১ই মাঘ ব্রাহ্মের আদরের ধন কেন? এই বিষয়ে উপদেশ দেন। ১১ই মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ উৎসব মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মিকাগণ সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করিয়া উৎসব ক্ষেত্রের অধিকতর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বাবু গুরুনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩টার পর ব্রাহ্মগণ "কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা" এই সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া এবং বালক বালিকাগণ "জয় ব্রহ্মের জয়" লিখিত পতাকা হস্তে লইয়া নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার পর পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা ও ধ্যানে নিযুক্ত হন। বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১২ই মাঘ রবিবার, পূর্ব্বাহ্ন ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পঞ্চম সন্তান ও তৃতীয় কন্যার নামকরণ হয় কন্যার নাম শিশিরকুমারী রাখা হয়। বাবু গুরুনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন,এবং "কন্যারত্ন বাস্তবিক শিশিরবিন্দু" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় মন্দিরে উপাসনা হয় ও গুরুনাথ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৩ই মাঘ সোমবার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, গণেশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৪ই মাঘ মঙ্গলবার, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, গণেশচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৫ই মাঘ বুধবার, শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ মজুমদারের গৃহে উপাসনা হয়, শরচ্চন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার মন্দিরে উপাসনা হয়, রামদুর্ল্লভ মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৭ই মাঘ শুক্রবার ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হয়। স্বর্ণলতা দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন, ও কোন কোন গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক পাঠ করেন। ১৮ই মাঘ শনিবার বালক বালিকাদিগের সম্মিলন হয়, স্বর্ণলতা দত্ত ও সুশীলা মজুমদার বালক বালিকাদিগকে লইয়া সংগীত করেন, গুরুনাথ দত্ত সংক্ষেপে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া "ঈশ্বরই পিতা মাতা" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। তৎপর তাহাদিকে মিষ্টান্ন ও পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা আনন্দিত করা হয়। অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয় গুরুনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২০এ মাঘ সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের গৃহে উপাসনা ও তাঁহার কন্যার জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা হয়, রামদুর্ল্লভ মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২৮এ মাঘ মঙ্গলবার জামগুড়ি নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত আনন্দরাম গোস্বামী মহাশয়ের নব গৃহপ্রবেশোপলক্ষে কয়েকটী বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে উপাসনা ও সংগীত হইল; গণেশচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর সকলে প্রীতির সহিত ভোজন করিয়া কয়েকটী যুবকের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করেন

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে এই প্রথম মাঘোৎসব; উৎসবে সকলেরই বেশ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। ১০ই মাঘ সন্ধ্যার সময় সমাজ গৃহে উপাসনা হইয়াছিল। ১১ই মাঘ, প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে আলোচনা এবং সন্ধ্যার সময় উপাসনা হয়। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে দান এবং আলোচনা হয়। ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় ব্রাহ্মেরা নগর সংকীর্ত্তন করিতে বহির্গত হন এবং কতকগুলি লোক একত্রিত হইলে পণ্ডিত বালগোবিন্দ মিশ্র জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপ্রসন্ন রায় "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি" তাহা সাধারণ লোককে বুঝাইয়া দেন এবং অন্যান্য উপদেশ প্রদান করেন। পুনরায় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সমাজ গৃহে ফিরিয়া আসেন। সন্ধ্যার সময় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

উৎকল ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছিল।

৯ই মাঘ—প্রাতে উৎসবের উদ্বোধন হয়, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ১০ই মাঘ—বালকদিগের সম্মিলন। অত্রত্য "টাউন স্কুল" গৃহে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয়। উপদেশান্তে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর নারী সমাজের উৎসব। বাবু মধুসূদন রাও উপাসনার কার্য্য করেন; উপদেশ "সাবিত্রী ব্রতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান।"

১১ই মাঘ—অদ্য সমস্ত দিন উৎসব। প্রাতে উৎকল ভাষায় উপাসনা হয়। উপদেশ "মানুষ অমৃতের পুত্র; মানুষ কখনও পৃথিবীর ধূলি হইতে উৎপন্ন হইয়া ধূলিতে মিশাইতে সৃষ্ট হয় নাই।" বৈকালে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা হয়। সন্ধ্যার পর বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। উপদেশ "ব্রাহ্মধর্ম্ম একটি ঈশ্বরের প্রেরিত বিধান।"

১২ই রবিবার—প্রাতে মন্দিরে উপাসনা, উপাসনান্তে ভগবান্ চন্দ্র সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তির দীক্ষা গ্রহণ; অপরাহ্নে অত্রত্য প্রিন্টিংহলে বাবু ললিতমোহন চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় বিষয়ে বক্তৃতা। সন্ধ্যার পর মন্দিরে উপাসনা— শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন উপদেশ "আত্ম-বলিদান" ১৩ই মাঘ—নগর-কীর্ত্তন, অদ্য বৃষ্টি ও অন্যান্য কারণ বশতঃ নগর সংকীর্ত্তন সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হয় নাই। ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই—এই কয় দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন, প্রার্থনা ও আলোচনা হইয়াছিল।

১৯শে মাঘ। অদ্য সবান্ধবে ধবলেশ্বর নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ে গমন। এই স্থানটি অতি মনোহর; পাহাড়ের নিম্নে মহানদী কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে। একটি মনোহর উপবনের মধ্যে উপাসনা, ধ্যান ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। দয়াময়ের কৃপায় অদ্য ভক্তগণ যথেষ্ট আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন হয়। সন্ধ্যার পর মন্দিরের উপাসনা হয়।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১০ই মাঘ প্রাতে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হয়। বহুসংখ্যক লোক এই সভায় উপস্থিত হইয়া মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। ১১ই মাঘ প্রাতে উপাসনা হয়। ১৩ই মাঘ প্রাতে অত্রস্থ নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে মিষ্টান্ন ও কমলালেবু বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে উৎসাহের সহিত সকল শ্রেণীর লোক নগর সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন। বাজারে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। ১৪ই মাঘ নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। তৎপরে তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দেওয়া হয়। পরে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল।

বিগত মাঘোৎসবের সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে নিম্নলিখিত যুবকগণ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

বাবু জগদীশ্বর রায়, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বাবু আশুতোষ ঘোষ, বাবু কেদারনাথ মজুমদার, বাবু রাখালকৃষ্ণ ঘোষ।

বিগত মাঘোৎসবের সময় বালক বালিকাদিগের উপযোগী করিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লইয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের আর আর পুস্তকের সঙ্গে এখানির নাম উল্লেখ করিতে ভ্রম হইয়াছিল।

বিগত ২০এ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।—

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু উপেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী, বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বাবু শশিভূষণ বসু, বাবু মোহিনীমোহন বসু, বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ কলিকাতা অবস্থিতি-কালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক তথায় গমন করিয়াছিলেন। তত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

এবারের উৎসবে অনেক নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে; অনেক অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাসের বীজ রোপিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর গভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ সঙ্গীতে এখানকার অধিবাসীগণ বিমুগ্ধ হইয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী পূজনীয়া শ্রীমতী মাতঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া মেদিনীপুরে এক নূতন ভাব ও নব উৎসাহ আনিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের এক দিবস উপাসনা হয়; প্রায় ৬০। ৭০ জন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের মহিলাগণ নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর ব্যবহারে এত দূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, যে সকল স্ত্রীলোক নিমন্ত্রণ প্রভৃতি অন্য কোন উপলক্ষেও গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমন করেন না, তাঁহারাও উপাসনায় যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সেই দিবস তিনি স্বয়ং সঙ্গীত ও উপাসনা করেন। তাঁহার সংগীত, উপাসনা ও বক্তৃতায় মহিলাগণ এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, উপাসনার পরও তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

২৫শে মাঘ শনিবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় "ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা।" ২৬শে মাঘ রবিবার। উৎসব। প্রাতে মন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা—বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় "ধর্ম্ম একমাত্র বৃদ্ধকালের জন্য নহে।" অপরাহ্নে দরিদ্রদিগকে অর্থদান ও সঙ্কীর্ত্তন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় মন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা। বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায়, বিষয়—"পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপীরূপে বিশ্বাস।"

২৭শে মাঘ সোমবার, প্রাতে মন্দিরে উপাসনা—আচার্য্য বাবু তারকনাথ ঘোষ। সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় পাহাড়ীপুর (মেদিনীপুর সহরের একটী পল্লী) ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও বক্তৃতা—বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বিষয়—"সাকার উপাসনার সঙ্কীর্ণতা ও ব্রহ্মোপাসনার উদারতা ও আধ্যাত্মিকতা।"

২৮শে মাঘ মঙ্গলবার, পাহাড়ীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। প্রাতে উপাসনা ও বক্তৃতা—বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় "ব্রহ্মসাধন কি ভাবে করিতে হয়।" অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন।

২৯শে মাঘ বুধবার—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় মন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা, বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় "সংসার ও ধর্ম্ম।"

৩০শে মাঘ বৃহস্পতিবার, প্রাতে একটী ভদ্রলোকের বাটীতে ধর্ম্মালোচনা। রাত্রিতে সাধারণ পুস্তকালয়ে বক্তৃতা, বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিষয়—"প্রকৃত বিশ্বাস।"

১লা ফাল্গুন শুক্রবার, রাত্রে ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা। ২রা ফাল্গুন শনিবার, অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন ও তৎপরে মন্দিরে প্রার্থনা—আচার্য্য বাবু তারকনাথ ঘোষ।

৩রা ফাল্গুন রবিবার গোপগিরিতে ব্রহ্মোপাসনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন। পরলোকগত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা।

শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায়ের প্রচার বিবরণ।

২৯শে মাঘ—বুধবার মধ্যাহ্নে পাহাড়ীপুর ব্রাহ্মসমাজে মহিলাদিগের উৎসব, উপাসনা, বক্তৃতা ও সঙ্গীত—উপদেশের বিষয় "সংসারকে অনিত্য জানিয়া ধর্ম্মসাধন।" ৩০শে মাঘ—বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে দুইটী হিন্দুপরিবার মধ্যে ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীত। ২রা ফাল্গুন—শনিবার প্রাতে একটী ব্রাহ্মপরিবার মধ্যে ধর্ম্ম কথা ও সঙ্গীত। রাত্রে একটী হিন্দু পরিবার মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও সঙ্গীত। ৩রা ফাল্গুন—সোমবার একটী ব্রাহ্মপরিবার মধ্যে উপাসনা সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন, এই দিবস অনেকগুলি হিন্দু মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাঁর ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৫ই ফাল্গুন—মঙ্গলবার একটী হিন্দু পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার ও সঙ্গীত।

অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে যে, ২৮শে মাঘ নগর সংকীর্ত্তনের সময়ে মেদিনীপুরের অনেকগুলি শ্রমজীবী উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে শিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের ৭ম বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

৩০শে মাঘ সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়। ১লা ফাল্গুন প্রাতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পরও বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ২রা ফাল্গুন শনিবার প্রাতে সম্পাদকের গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। সন্ধ্যার পর সমাজ মন্দিরে বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী বক্তৃতা করেন, বক্তৃতার বিষয় "ঈশ্বরের সঙ্গে মানব আত্মার যোগ স্বাভাবিক, এবং ঈশ্বর অনুপ্রাণিত আত্মার ভাবে পৃথিবীর মানব মণ্ডলীর হৃদয় ধর্ম্মপথে গমন করে।" ৩রা ফাল্গুন রবিবার উৎসব হইয়াছিল। উৎসবের কার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় সম্পাদন করেন। এ বৎসর উৎসবে ঈশ্বরের কৃপা অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়াছে। ১১ই মাঘ হইতে দীনবন্ধুর কি অপূর্ব্ব করুণা আসিতেছে তাহার বিরাম নাই!

সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় তত্রত্য উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ নিম্নলিখিত প্রার্থনা পত্র দ্বারা সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছেন। আমরা আশা করি, ধর্ম্মানুরাগী সহৃদয় বন্ধুগণ এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন।

"সিরাজগঞ্জে অত্যন্ত অগ্নির ভয়; সেই জন্য আমরা এখানকার ব্রাহ্মসমাজ গৃহটী ইষ্টক নির্ম্মিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। উক্ত কার্য্যে অনেক মহোদয় সাহায্য করিয়াছেন, তদতিরিক্ত অন্যত্র হইতে সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মসাধারণের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে যথেচ্ছা সাহায্যদানে এই সৎকার্য্যের সহায়তা করুন।

আমরা সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ এপর্য্যন্ত ৬৩২ৎ দানাঙ্গীকার পাইয়াছি।

অনুগত

সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ। শ্রীঅমৃতলাল মজুমদার
সম্পাদক,

ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট প্রার্থনা।

বোধ হয় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে বাহিরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার অপেক্ষা যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন অথবা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের জীবন প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিকতর নিরাপদে প্রচারিত হইবে। আর যদি তাহা না হয়, তবে সহস্র সহস্র লোক ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিলেও কিছু হইবেনা বরং উপকারের অপেক্ষা অপকার অধিক হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই প্রথমতঃ মফস্বলবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মদের বালক বালিকাদের শোচনীয় অবস্থা মনে পড়ে। দয়াময় কৃপা করিয়া তাঁহাদের ঘরে যে সকল রত্ন দিয়াছেন, উপযুক্ত যত্নের অভাবে তাহারা মলিন হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা মফস্বলে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অভিনিবিষ্ট চিত্তে ব্রাহ্ম পরিবারের তত্ত্ব লইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মফস্বলবাসী ব্রাহ্মদের বালক বালিকাগণের উপযুক্তরূপ শিক্ষা হইতেছে না। এমন কি কোন কোন স্থানে একবারেই হইতেছে না। তাঁহাদের অনেকেরই এমন উপায় নাই যে, তদ্দ্বারা সন্তান দিগকে কলিকাতায় রাখিয়া উপযুক্তরূপ শিক্ষা দেন। এইরূপ অবস্থাতে এই সকল বালক বালিকার প্রতি যদি ব্রাহ্ম সাধারণের দৃষ্টি না পড়ে, তবে এই সকল বালক বালিকাগণ ভবিষ্যতে ব্রাহ্ম সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইবে। ব্রাহ্ম সমাজে দরিদ্র লোকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কিছু উপায় আছে তাঁহারা অধিকতর দরিদ্র ভ্রাতাদিগের সন্তানগণের প্রতি নিজের সন্তানের ন্যায় দৃষ্টি

না করিলে তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। যাহারা আমাদের ভবিষ্যতের আশা, তাহাদের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি না রাখি, তবে আমরা একটী প্রধান কর্ত্তব্য অবহেলার অপরাধে অপরাধী হইব। আমি অনেক দিন এই বিষয় চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু আমার ন্যায় লোকের দ্বারা কিছু হইতে পারেনা বলিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম। কিন্তু গত মাঘোৎসবের সময়ে রংপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয় কলিকাতায় বালিকাদের জন্য বোর্ডিং স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত ব্রাহ্মমণ্ডলী তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন শুনিয়া আশান্বিত হইলাম। কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। আমি জানি এমন অনেক ভ্রাতা আছেন, যাঁহারা কলিকাতায় খুব কম খরচ যাহা পড়িবে তাহা দিতেও অক্ষম। ইহাতে কেবল সঙ্গতিপন্ন গুটিকতক লোকের উপকার হইবে। বিশেষতঃ তিনি বেথূন স্কুলের ছাত্রীদের জন্যই স্বতন্ত্র একটী ব্রাহ্ম বোর্ডিংএর প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে দরিদ্র ব্রাহ্মদের উপকার হইবার সম্ভাবনা খুব কম। মনে করুন বাঘআঁচড়াতে এমন অনেক ভ্রাতা আছেন, যাহারা প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য মাসে ৩ টাকা খরচ করিতেও অক্ষম। অথচ বালক বালিকাদের শিক্ষা না হওয়াতে তাঁহারা যে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা যিনি একবার তাঁহাদের সংশ্রবে গিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের গ্রামে স্কুল সংস্থাপন করিয়া বালক বালিকা দিগকে সুশিক্ষা দেওয়াও নানাবিধ কারণে এক প্রকার অসম্ভব। কেবল যে তাঁহাদেরই এই রূপ অভাব তাহা নহে, মফস্বলের অনেকেরই এই অভাব। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বঙ্গদেশের মধ্যস্থিত সকলের গমনাগমনের সুবিধাজনক স্বাস্থ্যপ্রদ এবং মফস্বলের কোন নগরের নিকট স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বালক বালিকাদের জন্য বোর্ডিং এবং স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করিলে দরিদ্রদের বিশেষ উপকার হইতে পারে। কলিকাতা অপেক্ষা মফস্বলে খরচ অল্প পড়িবে এবং সহরে থাকার জন্য যে সকল দোষ ঘটে, তাহাও ঘটিবে না। আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি, আমাদের বালক বালিকারা অন্যান্য বালক বালিকাদের সহিত মিশিয়া এমন অনেক খারাপ ভাব শিক্ষা করে, যাহা অন্য প্রকারে হইতে পারে না। এইরূপ স্থানে রাখিলে তাহাদিগকে নগরের সুবিধাও ভোগ করান যাইতে পারিবে, এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়া সমস্ত বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইবে। আমি কোন স্বাস্থ্যকর এবং সুবিধাজনক স্থানে এইরূপ একটী স্কুল এবং বোর্ডিং স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি অন্যূন ২০ জন অভিভাবকের সহানুভূতিসূচক পত্র পাই, তাহা হইলেই দয়াময়ের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য আরম্ভ করি। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, প্রথমতঃ ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য স্কুল এবং বোর্ডিং খোলা হইবে।

শ্রীপ্যারীলাল ঘোষ।
সদ্যঃপুষ্করিণী।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

	নাম	স্থান	মূল্য
বাবু	কেদারনাথ মিত্র	কলিকাতা	৫৲
"	বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	বার্ডি	৩৲
"	হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ভবানীপুর	২৷৷০
"	বরদানাথ হালদার	লক্ষ্মীপুর	৪৲
"	মথুরচন্দ্র নন্দী	কলিকাতা	১৲
"	উমাপদ রায়	ঐ	২৷৷০
"	বীরেশ্বর সেন	ঐ	।০
"	কানাইলাল পাইন	ঐ	১৲
"	বঙ্কুবিহারী বসু	সৈদপুর	৬৲
"	ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১৲
"	বেণীমাধব রায়	বান্দা	১৷৷০
"	ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
"	দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
"	বিনোদবিহারী মজুমদার	ঐ	১৷৷০
"	কালীশঙ্কর সুকুল	ঐ	৷৷০
"	নগেন্দ্রনাথ সেন	ঐ	১৲
"	ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	৷৷০
"	যজ্ঞেশ্বর সিংহ	ভাস্তারা	৩৲
"	দ্বারকানাথ ঘোষ	কলিকাতা	২৲
"	রাধানাথ রায়	শিলিগুড়ি	৪৸৵
"	গোপালচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	১।০
"	নীলমণি রায়	মেদিনীপুর	৩৲
"	রামবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়	রংপুর	৩৲
"	রোহিনীকুমার দত্ত	পার্ব্বতীপুর	৩৲
"	কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	সৈদপুর	৩৲
"	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৷৷০
"	কুঞ্জবিহারী মল্লিক	কলিকাতা	১৷৷৶৫
"	শশিভূষণ সেন	ঐ	৷৷০
"	বীরেশ্বর প্রামাণিক	শান্তিপুর	৫৲
"	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	বিষ্ণুপুর	৪৲
"	দুকড়ি ঘোষ	কলিকাতা	২৷৷৵
"	দেবেন্দ্রনাথ পাল	ঐ	৪৸১৫
"	হরকুমার রায় চৌধুরী	ঐ	৷৷০
"	অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	বোলপুর	১৲
"	হরিদাস ভট্টাচার্য্য	চক্রবেড়ে	১৲
"	অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	রামপুরহাট	৬৲
"	অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	সাহাজাদপুর	৩৲

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ২৮এ ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৮ম ভাগ। ২৩শ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র শনিবার ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি সংখ্যা ।/০

পরমেশ্বর যে কখন কিরূপে মানবকে কোন্ পথে লইয়া যান তাহা আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সম্পূর্ণ অগম্য। আজ যাঁহাকে দেখিতেছি সুখে ও ভোগে মত্ত, কাল দেখি তিনি সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ভিক্ষুকের বেশে ধর্ম্মরত্ন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন! আজ যাঁহাকে দেখিলাম বিস্তীর্ণ রাজ্যের একমাত্র ঈশ্বর হইয়া পরম সুখে বিভোর হইয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন, হঠাৎ দেখা গেল কি এক স্মৃতি আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে আক্রমণ করিল তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সমস্ত ধন জন পরিত্যাগ করিয়া অনাথ ও দীনের বেশে কোথায় শান্তিদাতা! কোথায় শান্তিদাতা! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সুখ অথবা ঐশ্বর্য্য কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। যে শরীর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া সুখানুভব করিত, সেই শরীর কঠোর তপস্যায় রত হইল। কেন না হইবে? পৃথিবীর ধনে পৃথিবীর সুখে মানব অন্তর কখনই সুখী হইতে পারে না। মানব অন্তর স্বর্গের উপাদানে নির্ম্মিত; স্বর্গসুখ কামনা করাই তাহার স্বভাব; নিত্য পদার্থ অধিকারের লাভে ব্যগ্র হওয়াই তাহার প্রকৃতি। বিষয়ে যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক হইতেন না। প্রাণের পরম প্রিয় পদার্থ পরমেশ্বর যখন প্রাণের ভিতরে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মানুষের অন্তশ্চক্ষু ফুটাইয়া দেন তখন আর মানুষ সেই পরম ধনকে বিস্মৃত হইয়া অসার সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইতে চায় না। সুখের মোহিনীমূর্ত্তি আর তখন তাহাকে ভুলাইতে পারে না। ঈশ্বরানুরাগী সন্তান তখন ঘৃণার সহিত সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লন এবং তাঁহার সুখের সহচরগণ তখন তাঁহার সেই মুখভঙ্গি দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অসার সুখের কথা বলিতে ভীত হয়! প্রাচীনকালের ইতিহাস যেমন এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের সাক্ষী দেয় বর্ত্তমান সময়েও এই বিলাসিতা ও অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার অন্ধকারের মধ্যেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন পূর্ব্বকালে লোকের যথার্থ ধর্ম্মভাব ছিল; মানুষ তখন ধর্ম্মরত্ন লাভ করিবার জন্য পরমেশ্বরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারিত কিন্তু এখন আর সে দৃষ্টান্ত দেখা যায় না তাঁহারা নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করুন।

"মিঃ ষ্টাড নামক একজন বিলাতের বিখ্যাত ক্রীকেট খেলোয়াড় আর কয়েক জন যুবককে লইয়া কলেজ হইতে বাহির হইয়াই ধর্ম্মপ্রচারার্থ চীনে গমন করিয়াছেন। ইঁহার প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল; সমুদায়ই ট্রষ্টীর হাতে অর্পণ করিয়া স্বয়ং ভিখারী হইয়াছেন।

একবার সন্ধি পূজার বিষয়ে একটী চমৎকার গল্প শুনা গিয়াছিল। গল্পটী এই যে, এক কর্ম্মকার তাহার এক ধনী যজমানের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের সন্ধি পূজার বলি দিবার জন্য খড়্গ হস্তে লইয়া তদভিমুখে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক প্রকাণ্ড মহিষ তাহাকে আক্রমণ করিল। কর্ম্মকার অনন্যোপায় হইয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিল। কিন্তু মহিষ দুরন্ত, ইহাতেও তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া উন্মত্ত হইয়া আপনার প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ় শৃঙ্গ দ্বারা বৃক্ষতল বিদারণ করিয়া বৃক্ষকে উপাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কর্ম্মকার তখন নিরুপায় হইয়া আপন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক "মা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সবলে মহিষের গলদেশে খড়্গাঘাত করিল। খড়্গাঘাত করিবামাত্র তাহার লৌহময় খড়্গ সুবর্ণময় হইয়া গেল। মূর্খ ভক্ত কর্ম্মকার ইহা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইল। এটী একটী গল্প মাত্র; কিন্তু ইহা হইতে আমরা অতি চমৎকার উপদেশ লাভ করিতে পারি। এই সংসারে বিচরণ করিতে করিতে চারিদিক হইতে কত পাপ, কত প্রলোভন ও কত বিভীষিকায় আমরা আক্রান্ত হইতেছি। এক এক সময় এমন হইতেছে যে, আমরা কোন মতেই এই সকল আক্রমণে আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। এই সকল সময়ে মানবের মন আপনাপনি এক পরম শক্তিশালী দেবতার অধীনতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। পরমেশ্বর নানা প্রকার উপায়ে নানা প্রকার পথ দিয়া মানবকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। কাহাকেও বা বিষম বিপদের মধ্যদিয়া কাহাকেও বা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া এবং কাহাকেও বা সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া;—এইরূপ নানা প্রকার পথ দিয়া পরম জননী নিরন্তর আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন! উপরের গল্পটীর ভিতরে আরও একটী গভীর মর্ম্ম আছে। ভগবতী স্বয়ং মহিষ হইয়া সন্ধিক্ষণের সময় ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ সম্পদই হউক আর বিপদই হউক এ সমস্তের মধ্যেই

সেই একমাত্র পরমেশ্বর বিদ্যমান। কর্ম্মকার যেমন সন্ধিক্ষণ সমাগত হইয়াছে ইহা না বুঝিয়াও প্রাণ ভয়ে বলির উপর ম বলিয়া খড়্গাঘাত করিয়া আপনার লৌহময় খড়্গ খানির পরিবর্ত্তে স্বর্ণময় খড়্গ প্রাপ্ত হইল সেইরূপ আমরাও যদি সম্পদ ও বিপদের সময় সর্ব্বান্তঃকরণে সেই পরম জননীর শরণাপন্ন হইয়া আত্মাকে তাঁহার চরণে বলিদান দিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা এই মলিন মনের পরিবর্ত্তে সুপরিষ্কৃত পবিত্র ও স্বর্গীয় মন প্রাপ্ত হইতে পারি। কর্ম্মকার যেমন তাহার দেবতাকে কাতরপ্রাণে সম্বোধন করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে এবং তাঁহারই চরণে বলি প্রদান করিল, সেইরূপ ভক্ত যদি পরমেশ্বরের সেবা করিতে গিয়া কথনও তাহাতে ভীত বা বাধা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে ঈপ্সিত কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ না হইয়া অতি কাতর ও দীনভাবে আপন ইষ্টদেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।

জড়জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত পদার্থেই অল্পাধিক পরিমাণে তাড়িৎ নামক সূক্ষ্ম পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে। এমন কোনও জড় পদার্থের নাম আমরা জানি না যে পদার্থে এই তাড়িৎ শক্তির কার্য্য নাই—কিন্তু যখন সেই তাড়িৎ আকাশের গাম্ভীর্য্য এবং নিস্তব্ধতা বিনাশ করিয়া, জগজ্জনের নিদ্রাবেশ ঘুচাইয়া, দিঙমণ্ডল আলোকিত করিয়া, ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে পকাশিত হয়, তখনই মানুষ অবাক হইয়া তাহার অস্তিত্ব, তাহার কার্য্যকারিতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। তখন তাহার সত্তা যে ভাবে প্রাণের উপর কার্য্য করে, পণ্ডিতের শত ব্যাখ্যা, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের শত চীৎকারেও তাহা সেইভাবে অনুভূত হইতে পারে না। সূক্ষ্ম তাড়িৎ সম্বন্ধে যেমন তাহার বিশেষ প্রকাশদ্বারাই মানব তাহাকে বিশেষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ জল-স্থল-শূন্যময় সর্ব্বব্যাপী চিরসহায় নিত্যসহচর পরমেশ্বরের সম্বন্ধেও মানুষ শাস্ত্রের শত উপদেশে, উপদেষ্টার শত চীৎকারেও তাঁহাকে আপনার চিরসহায়রূপে ও নিত্য সহচররূপে, আত্মার আশ্রয়রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। মানুষ পুস্তকের কথা পাঠ করে, উপদেশ শ্রবণ করে, কিন্তু সেই পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া উপদেষ্টার নিকট হইতে অন্তরে যাইয়া আর সে ভাবে তাঁহার প্রভাব অন্তরে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শতব্যাখ্যা তখন তাহার নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু যখন আত্মার মোহনিদ্রা ঘুচাইয়া ঘোরতর অজ্ঞতার সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরে তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান করেন, যখন সেই পুণ্যময় পরমেশ্বর আপনার অনির্ব্বচনীয় মহিমায় মানব অন্তরকে বিমোহিত করিয়া আপনার অপার মঙ্গল ও আনন্দময় সত্তার পরিচয় প্রদান করেন, তখনই মানুষ তাঁহার সত্তা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। তখন সে যে জ্ঞানলাভ করে, তাহাই তাহার চিরসম্বল হইয়া, তাহাকে চিরদিন সেই অনন্তের দিকে যাইতে সাহায্য করে। তখন যদিও সময় সময় সে অলসতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মসাধনে শিথিল হইয়া পড়ে, কিন্তু সেই শোভন পবিত্রসত্তার অস্তিত্বে সন্দেহ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এইরূপে তিনি যতদিন সাধকের প্রাণে আত্মপরিচয় দান না করেন, ততদিন মানুষ যে ধর্ম্মসাধন করে, তাহার মধ্যে প্রাণ নাই—তখন সে ধর্ম্মসমাজের চিরপ্রচলিত বাহ্যিক রীতি নীতির অনুসরণ করিয়াই আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিতে থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা সে জীবন প্রাপ্ত হয় না এবং ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত ফল যে ঈশ্বর সহবাসের আনন্দ তাহাও সে প্রাপ্ত হয় না। তখন ধর্ম্মসাধন তাহার পক্ষে কঠোর কর্ত্তব্যপালনের ন্যায় অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। যে ভাব প্রাণে আসিলে প্রাণ সরস ও সতেজ হয়, তাহা সে অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া চঞ্চল ও উদাসীনভাবে ধর্ম্মসাধন করে। কিন্তু চিরদিন ধর্ম্মসাধকগণকে এরূপ অনির্দ্দিষ্ট ও অনিশ্চিতভাবে চলিতে হয় না। চিরদিন কেহ নিরুদ্দেশে চলিতে পারে না। পরমেশ্বর কাহাকেও চিরদিন এরূপ সন্দেহের মধ্যে শুষ্ক নির্জ্জীবতার মধ্যে থাকিতে দেন না। তিনি অবসর ক্রমে সেই বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় মানব মনের উদাসীনতা এবং অনিশ্চিতভাবকে বিনাশ করিয়া তাহার অন্তরে সেই চিরজীবন্ত, চিরসুন্দর জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশিত হন। তখন তাহার ভাব, চাল চলন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। মানুষ তাহার সেই অভাবনীয় নবভাবের আবেশ দর্শনে অবাক্ হইয়া যায়; তাহার তখনকার তেজস্বীতা—তাহার প্রফুল্লতা এবং বিক্রম দেখিয়া মানুষ নানাপ্রকার কল্পনা করিতে থাকে। পৃথিবী এরূপ ঘটনার পরিচয় বহুবার পাইয়াছে। আজ যে ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন, সংশয়ী, এমন কি ধর্ম্মের বিরোধী—দেখি কি না কাল তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সকল প্রকার সংশয় সকল প্রকার বিরুদ্ধ ভাব ঘুচিয়া ধর্ম্মের সুন্দরভাবে প্রাণ সুশোভিত হইয়াছে। যেখানে মানুষের উপদেশ, মানুষের চেষ্টা পরাস্ত হইয়াছিল, মানুষ যেখান হইতে নিরাশ মনে ফিরিয়া চলিয়াছিল, কে সেখানে এই পরিবর্ত্তন ঘটাইল। সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বর ভিন্ন এমন আর কে আছে যে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে—অঘটন ঘটাইতে পারে! তিনিই সংশয়ীর সংশয়াচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়া যখন আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন, তখনই সে নবজীবন পায় —নব আশায় নব উৎসাহে ধর্ম্মরাজ্যে চলিতে সমর্থ হয়। সুতরাং হে ধর্ম্মপিপাসু! আজ তুমি উপাসনা করিতে বসিয়া তাঁহার আবির্ভাব প্রাণে দেখিতে পাইলে না, তাঁহার প্রকাশ প্রাণে অনুভব করিতে না পারিয়া শুষ্ক ও নির্জ্জীবভাবে নিরাশ মনে উপাসনা স্থান পরিত্যাগ করিলে; তুমি না হয় দশবৎসরই এইরূপ নির্জ্জীবভাবে চলিলে, কিন্তু ইহাতেই কি অবিশ্বাসীর ন্যায় বলিবে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাঁহার প্রকাশ প্রাণে অনুভব করা যায় না? অথবা অন্তরে তিনি আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন না? যখন ইহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মপথের যাত্রীগণ চিরদিন সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, এমন কি যে ব্যক্তি কোনদিন ধর্ম্মের বিশেষ কোন ধার ধারে নাই, নিতান্ত উদাসীন হইয়াই যে জীবন কাটাইতেছিল, তাহারও নিকট যখন তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন, তখন ধর্ম্মপথের যাত্রী তুমি নিরাশ মনে একথা কেন বল যে, তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে প্রাণে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এরূপ অপরাধে কখনও আপনার জিহ্বাকে অপরাধী করিও না। অথবা অসহিষ্ণু হইয়া বাহ্যিক

কাল্পনিক উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করিও না। কারণ তদ্দ্বারা সেই করুণাময় পরমেশ্বরের অসীম করুণায় অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। তোমার সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য আছে, তাহা করিতে অবকাশ না দিয়া, নিজেই নিজের বিধাতা হইলে তাঁহার বিধাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়। সুতরাং অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর তোমার জীবনে তাঁহার যাহা করিবার আছে, তাহা অবাধে সম্পন্ন করিবার সুবিধা দেও, একদিন তাঁহার সেই অপার করুণাগুণে সেই ভুবনমোহন রূপে তোমার অন্তরকে আলোকিত ও সুশোভিত দেখিতে পাইবে। যে ভার সেই দীনবন্ধুর হস্তে থাকা উচিত, যে কার্য্য তিনি ভিন্ন অন্যের করণীয় নয়, তাহা নিজের হাতে লইও না। ব্যাকুল অন্তরে আশা এবং বিশ্বাসের সহিত অপেক্ষা কর তদ্ভিন্ন তোমার আত্মচেষ্টায় কি হইতে পারে?

বিশ্বাস।

জড়জগতের একটী নিয়ম এই যে, যদি কোন পদার্থকে একবার চালাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উক্ত পদার্থ আর তিলার্দ্ধ না থামিয়া অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে; তবে আমরা যে সচরাচর সে প্রকার দৃশ্য দেখিতে পাই না তাহার কারণ এই যে, বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘর্ষণে আঘাত পাইতে পাইতে ক্রমে গতি হ্রাস হইয়া আইসে এবং অবশেষে পদার্থটী থামিয়া যায়; এই গতিরোধকারী পদার্থ সকলের মধ্যে বায়ু সর্ব্বপ্রধান। এই বায়ুর সংঘর্ষণে চালিত-পদার্থ অবিরাম গতিতে চলিতে অক্ষম। ধর্ম্ম জগতেও ঠিক এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ একবার প্রেমময়ের কৃপায় যদি তাঁহার সত্যে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার আলোক আপন অন্তরে দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে অবিরাম গতিতে আপন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই মানুষকে সত্য শিক্ষা দিতে পারে না। অতএব মানুষ অসত্য ও অসারের পথ অনুসরণ করিতে করিতে যখন হঠাৎ প্রাণের ভিতরে প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার প্রভাবে আপন অন্তরে সত্যের আলোক দেখিয়া আপনার অভ্যস্ত ও অতীত জীবনের গতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতে যায়, তখনই মানবের দীক্ষা হয়;—সে দীক্ষার গুরু স্বয়ং ঈশ্বর। পরমেশ্বর যখন এইরূপে মানবকে তাঁহার পবিত্র সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন তখন তিনি আপন শিষ্যের অন্তরে পুণ্যের বাতি জ্বালিয়া দেন; সে পুণ্যের বাতি আর কখনও নির্ব্বাণ হইতে পারে না। কিন্তু জড়জগতে যেমন বায়ুর সংঘর্ষণে চালিত-পদার্থ গতিহীন হইয়া থামিয়া যায় সেইরূপ ধর্ম্মজীবনেও মানুষ অবিশ্বাসরূপ বায়ুর সংঘর্ষণে পড়িয়া নিরন্তর ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়। জড়জগতে যেমন বায়ুর অগম্য স্থান নাই,—এখানে যেমন বায়ু সমস্ত স্থানকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, ধর্ম্মজীবনেও মানুষকে প্রতিপদে এই অবিশ্বাসরূপ বায়ুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। জড়ের সঙ্গে আমাদের সর্ব্বদা কারবার জড়ই আমাদের সর্ব্বদা সঙ্গী; এই জন্য আমাদের জ্ঞান জড় ভিন্ন তাহার বাহিরে সহজে পৌঁছায় না। যেখানে জড়েতর বস্তুকে ভাবিতে হয়; যেখানে অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চিন্তা করিতে হয় সেখানে আমরা সহজে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি না এবং পারিয়া উঠি না। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে ও কার্য্যে সুবিধা অসুবিধা জানিয়া ঈশ্বরের বাণী সকল সময় শুনিতে পাই না এবং শুনিতে পাইলেও বুঝিতে চেষ্টা করি না। সংসারে যখন দেখিতে পাই যে, সহস্র সহস্র লোক প্রতিনিয়ত অন্যায় অসত্য ও পাপের পথে চলিয়াও সুখৈশ্বর্য্যে বাস করিতেছে, এবং যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সরল তাঁহারা যারপর নাই ক্লেশ পাইতেছেন তখন আমাদের সহজেই এই সন্দেহ হয় যে, সংসারে থাকিয়া একবারে সম্পূর্ণরূপে সত্যের পথে চলিলে মানুষের এইরূপই ক্লেশ হইয়া থাকে, কিছু কিছু মিথ্যা না হইলে মানুষ কখনই সুখে অন্ন বস্ত্র উপার্জ্জন করিতে পারে না! এইরূপে চারিদিকের নানা প্রকার সহস্র সহস্র ঘটনা দেখিয়া মানুষ সন্দেহ করে—সত্যের জয় হইবে কি না? সাধুতার পথে অব্যাহত ভাবে নিরন্তর চলা যাইতে পারে কি না? পরমেশ্বর যে মঙ্গলস্বরূপ, তিনি যে পুণ্য ও পবিত্রস্বরূপ তাহাতে বিশ্বাস থাকে না এবং ক্রমে মানুষ ঘোর অবিশ্বাসী হইয়া আপনি আপনার পতনসাধন করে। বিশ্বাসই ধর্ম্ম জীবনের মূল, বিশ্বাস সকল সাধনের প্রধান ও মূল সাধন। বিশ্বাস থাকিলে আর সমস্তই পাওয়া যাইবে, বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমির অভাবে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। এই বিশ্বাস যাঁহাদের এখনও ভাল করিয়া জন্মে নাই তাঁহাদের এখনও ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় নাই। পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবে বিশ্বাস—তিনি ন্যায়ের পুরস্কর্ত্তা এবং অন্যায় ও অসত্যের ভীষণ শাস্তা এই সত্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা হিন্দুদেবালয়ে এই বিশ্বাসের আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল অনেক সময় দেখিতে পাই। দেখা গিয়াছে বহুকালের উৎকট রোগজীর্ণ স্ত্রীলোক—কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট—রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বহুদূর হইতে তারকেশ্বর গমন করিতেছে। তিন দিবসের পথ দশ দিবসে চলিয়া আসিতেছে! এ ঘটনাটি আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সঙ্গে একটী মাত্র স্ত্রীলোক তাহাকে লইয়া যাইতেছে। একি আশ্চর্য্য বিশ্বাসের বল! রোগীর বিশ্বাস তারকেশ্বর গমন করিলেই তাহার উৎকট রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে। তাহার প্রাণে যদি এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে না থাকিত, তাহা হইলে কখনই সে এরূপ অবস্থায় গৃহ ছাড়িয়া এই দুঃসহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। এইরূপ বিশ্বাসে আরও কত রোগী যে তারকেশ্বর প্রভৃতি হিন্দু দেবালয়ে হত্যা দিতেছে, কে তাহার গণনা করে? ইহারই নাম বিশ্বাস! বিশ্বাসপূর্ব্বক শুষ্ক পাষাণে আঘাত করিয়া পিপাসার্ত্ত ভক্ত যে সুস্নিগ্ধ পানীয় জল বাহির করিতে পারেন ইহা অতি সত্য কথা!

সুস্থ সমাজ।

যে শরীর সুস্থ, তাহাতে প্রধানতঃ দুটী শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়—১ম একটী শক্তি দ্বারা সে স্বপোষণক্ষম পদার্থ সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; জীবন রক্ষণোপযোগী পদার্থ আত্মস্থ করা এবং তদ্দ্বারা শরীরের অপচয়প্রাপ্ত অংশ পূর্ণ করা এই শক্তির কার্য্য। যখন দৃষ্ট হয় যে, শরীর যদ্দ্বারা পুষ্ট এবং সবল হইবে, যে সকল

পদার্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যের উপযোগী সামর্থ্যশালী হইবে,সেই সকল পদার্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে; সেই সকল পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করিতে অরুচি বা অনিচ্ছা জন্মিয়াছে, তখন জানিতে হইবে যে,সেই শরীর শীঘ্রই অসুস্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। সংঘর্ষণে সংঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ যদি বহিস্থ পদার্থ যোগে পূর্ণ না হয়, তবে সে শরীর আর কাহার বলে সুস্থ ও সবল থাকিবে। শরীরে স্বপোষণক্ষম বস্তু গ্রহণ করিতে অসামর্থ্য বা অরুচি যেমন তাহার রুগ্ন অবস্থার পরিচায়ক, সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞব্যক্তি তদ্দৃষ্টেই যেমন তাহার আগতপ্রায় রোগের আশঙ্কা করিতে থাকেন, তেমনি অন্য দিকে শারীরিক শক্তির অনিষ্টকারী কোন পদার্থ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতাদ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবনীশক্তির হানিকারক কোন পদার্থ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, সুস্থ শরীর আপনার অভ্যন্তরস্থ শক্তি প্রভাবে প্রাণপণে তাহাকে বহির্গত করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এজন্য আমরা দেখিতে পাই কোন ক্রমে মক্ষিকা প্রভৃতি প্রাণনাশকর কোন পদার্থ উদরস্থ হইবামাত্রই শরীরস্থ জীবনীশক্তি তাহাকে বাহির করিবার জন্য কেমন ব্যস্ত হইয়া থাকে। যতক্ষণ সেই অনিষ্টকারী পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই জীবনীশক্তি নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট হয় না। উদরস্থ পোষণক্ষম সমস্ত পদার্থকে বাহির করিয়া দিয়া, নিজে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িবে তথাপি সেই জীবনবিনাশক পদার্থ বহির্গত না হইলে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইবে না। এই রূপ আমরা দেখিতে পাই, একটা কণ্টক—অতি ক্ষুদ্র সামান্য কণ্টকও যদি শরীরে বিদ্ধ হয়, শারীরিক শক্তি অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বাহির করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়ে। শরীরের সেই ভাগের সুস্থ অংশ অপ্রকৃতিস্থ এবং রক্ত দূষিত হইয়া পুঁজে পরিণত হয়, যতক্ষণ সেই ক্ষুদ্র কণ্টকটী বহির্গত না হয়, ততক্ষণ শরীরের সেই অংশের ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া, রক্তমাংস বিকৃত হইয়া, আত্মক্ষতি সাধন করিয়াও তাহাকে বহির্গত করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই ক্ষুদ্র অনিষ্টকারী পদার্থ টুকুকে পরিত্যাগ করিবার জন্য শরীরের হয় ত বহুঅংশ অপচয়িত হয়, তথাপিও সে পদার্থ টুকু বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনীশক্তি নিশ্চেষ্ট হয় না। কারণ সে স্বভাবতঃ জানে, শরীরের ভিতর সেই ক্ষুদ্র পদার্থ থাকিয়া গেলে তাহার প্রভাবে সমস্ত শরীর বিনষ্ট হইতে পারে। সুতরাং ক্ষতি সহ্য করিয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে!

শরীরের এই দুই শক্তি অর্থাৎ আত্মপোষণকারী পদার্থ গ্রহণ এবং অনিষ্টকারী পদার্থ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবার শক্তি থাকিলেই শরীর সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে। রুগ্ন শরীরে আমরা ইহার বিরুদ্ধভাব দেখিতে পাই। সেই অবস্থায় চিকিৎসক রোগীকে ঔষধ দিতেছেন, ঔষধ উদরস্থ হইল কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্যাভাবে সেই ঔষধ অবিকৃত অবস্থায়ই বহির্গত হইয়া আসিল। বলজনক স্বাস্থ্যকর পথ্য প্রদত্ত হইল কিন্তু পাকস্থলীর অকর্ম্মণ্যতায় তাহা সেই ভাবেই আবার বহির্গত হইল। আবার বাতাদিরোগে শরীরের যে অংশ অসাড় হইয়া যায়,তাহাতে যদি কোন অনিষ্টকারী পদার্থও প্রবেশ করে, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য শরীরে কোন আয়োজন দৃষ্ট হয় না; সুতরাং পোষণক্ষম পদার্থ গ্রহণ এবং অনিষ্টোৎপাদক পদার্থ পরিত্যাগ এই দুই ক্রিয়ার উপরেই শরীরের সুস্থতা নির্ভর করে। এই দুই শক্তি প্রবল থাকিলে আর শরীর ভগ্ন হইতে পারে না, এবং এই দুই লক্ষণ দ্বারাই শরীর সুস্থ কি না জানা যাইতে পারে।

শরীর সম্বন্ধে যেরূপ এই দুই শক্তি প্রবল থাকিলে তাহা সুস্থ শরীর বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হয় ধর্ম্ম সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক্ এই রূপ দুইটী শক্তি নিয়ত জাগ্রত ও প্রবল থাকিলে তাহাকে সুস্থ সমাজ বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সমাজশরীর সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকতে হইলে তাহার পক্ষে পোষণক্ষম পদার্থ কি, যাহার অভাবে সমাজের স্বাস্থ্য সম্ভব নয় তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, সত্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যদি প্রবল না থাকে—স্পঞ্জ যেমন জল শোষণ করিয়া লয় যদি সেই ধর্ম্ম সমাজ চারিদিক হইতে নিত্য সেই ভাবে সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এবং সক্ষম না হয়, সে সমাজ তাহা হইলে সুস্থ থাকিতে পারেনা। বিশ্বগুরু মঙ্গলময় পরমেশ্বর মানবাত্মার কল্যাণ সাধনের জন্য এই যে বিশাল বিশ্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র খুলিয়া রাখিয়াছেন মানুষ ইচ্ছা করিলেই যেখান হইতে নিত্য নিত্য নব নব সত্য গ্রহণ করিয়া আপনাকে সবল এবং সক্ষম করিতে পারে, যদি মানুষ ইচ্ছা করিয়া বা কুশিক্ষা দোষে সেই সকল সত্য উদার এবং অক্লান্ত ভাবে নিয়ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে তাহাতে রোগ প্রবেশ করিয়াছে। চারিদিকে নিয়ত প্রতিকূল ঘটনার সহিত—প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইয়া ঘর্ষনে ঘর্ষণে সে যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়,যদি তাহার অভ্যন্তরে সেই ক্ষতিপূর্ণ করিবার অনুরূপ শক্তি না থাকে, যদি সে ইচ্ছা তাহার প্রাণে নিয়ত জাগ্রত না থাকে,তবে নিশ্চয়ই তাহাকে রুগ্ন মনে করিতে হইবে। মনুষ্য রচিত ধর্ম্মগ্রন্থ—যাহার ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের সত্য সকল প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, যদি কোন সমাজ ইচ্ছা করিয়া বা ভ্রান্তসংস্কার বশতঃ ভিন্ন ধর্ম্মসমাজের আদৃত সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হয়, যদি কোন সমাজ বিভিন্নব্যক্তি প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আত্মপোষণক্ষম পদার্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হয়, নিশ্চয় সে সমাজ ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে চালিত করিয়া বিষম রোগের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কারণ বিধাতার সাক্ষাৎ অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে তাহাদিগের গতি হয়। সত্য আমার বা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়। তাহা ঈশ্বরের। তাহা যে কোন পাত্রের, যে কোন সময়েরই হউক না কেন তদ্দারাই আত্মার কল্যাণ সাধিত হইবে। সুতরাং যদি কোন সমাজ সর্ব্বত্র সত্য গ্রহণ করিবার জন্য আপন শক্তি নিয়োজিত না করে,তবে ইহাই বলিতে হইবে—"ঘোর রোগে সেই সমাজশরীর রুগ্ন হইয়াছে—তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"

একদিকে যেমন উদার এবং অসংকোচে এই সত্য গ্রহণ করিবার শক্তি থাকিলে তাহাকে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ সমাজ বলা যাইতে পারে; অন্য দিকে তেমনই বিনাশকারী পদার্থ

পরিবর্জ্জন করিবার ক্ষমতা—সেই অনিষ্টোৎপাদক পদার্থ পরিত্যাগের জন্য শক্তি নিয়ত জাগ্রত থাকিলে তবে তাহাকে সুস্থ সমাজ বলা যাইতে পারে। যদি দেখা যায় সমাজশরীরের শোণিতে বিন্দু বিন্দু পাপবিষ নিয়ত মিশ্রিত হইতেছে, অথচ তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার অন্তরে কোন আয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না; যদি পাপ বিষ শরীরস্থ হইয়া তাহাকে ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ও নিস্তেজ করিতে থাকিলেও তাহার অন্তরস্থ জীবনীশক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনে করিতে হইবে যে সমাজ সুস্থ নয়। তাহার জীবনীশক্তি হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ভিতর যে শক্তি থাকিলে স্বপোষণক্ষম সত্য গ্রহণ করিতে পারে, একদিকে তাহার অভাবে সে দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, বল সঞ্চার না হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অন্যদিকে আত্মনাশকর পদার্থ সকল তাহাতে সঞ্চিত হইয়া ক্রমে তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। সুস্থ শরীর যেমন অনিষ্টকর পদার্থ প্রবিষ্ট হইলেই সে নিজে দুর্ব্বল হইয়াও শরীর হইতে তাহা বহির্গত করিয়া দেয়, সুস্থ সমাজের পক্ষেও সেইরূপ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই পাপবিষ পরিত্যাগ করিতে হইলে যদি লোকবলে হীন হইতে হয়, সুস্থসমাজ সে ক্ষতিকে গ্রাহ্য না করিয়া সেই বিনাশকর পদার্থকে বাহির করিবেই করিবে; কারণ শোথরোগগ্রস্ত অসার ও দুর্ব্বল স্থূল দেহ অপেক্ষা সুস্থ ও সবল ক্ষীণ দেহই প্রার্থনীয়। সুতরাং সমাজকে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ রাখিতে হইলে সমাজ চালকদিগের এই দুইটী বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকা আবশ্যক যে, যাহাতে সমাজ একদিকে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু সত্য ও কল্যাণকর অক্লান্তভাবে, অবিচারে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় এবং অন্যদিকে পাপ ও অকল্যাণকর যাহা তাহা পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদা সক্ষম হয়। সমাজ মধ্যে স্বভাবতঃ এই দুই শক্তি প্রবলরূপে কার্য্যকারী হইলেই তাহা চিরসুস্থ ও চিরজীবন্ত থাকিয়া জনসমাজের কল্যাণ বিধান করিতে সমর্থ হইতে পারে।

ব্রাহ্মগণ! যে সমাজ মধ্যে আমরা আশ্রয় লইয়াছি, যদি একদিনের জন্যও সেই সমাজ এমন অবস্থাপন্ন হয়, যদি সমাজস্থ জনগণের প্রাণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এমন আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয় যে, তদ্দারা সত্য গ্রহণে অরুচি বা আপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় কিম্বা লোকবলে, অর্থ সম্বন্ধে হীন হইব আশঙ্কা করিয়া পাপ পরিত্যাগ করিতে অপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় এ সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না। জনসাধারণের কোন কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে না। এই দুই শক্তি যাহাতে সমাজ মধ্যে প্রবল হয়—সত্য গ্রহণ ও অসত্য পরিবর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে নিয়ত জাগ্রত থাকে, আমরা যেন সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। সাধারণতঃ বাহ্য দৃষ্টিতে যদিও এরূপ করিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি, কিন্তু তাহাই আমাদের কল্যাণকর ও জীবনদায়ক হইবে।

সাধু-জীবন।

মহর্ষি ফলজেণ্টিয়স।

৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজ নগরের এক ধনী পরিবারে ফল্‌জেণ্টিয়সের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ক্লডিয়স্ ও মাতার নাম মেরিয়ানা। কার্থেজের সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াও ক্লডিয়স্ বাইজেসেনা প্রদেশের কোন এক গ্রামে বাস করিতেছিলেন; এই শেষোক্ত স্থানেই ফল্‌জেণ্টিয়স্ জন্ম গ্রহণ করেন।

অতি শৈশবেই ফল্‌জেণ্টিয়সের পিতৃবিয়োগ হইল। সুতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তদীয় জননীর হস্তে পড়িল। উপযুক্তা জননীর নিকট ফল্‌জেণ্টিয়স্ ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক শিক্ষায় বিভূষিত হইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই গ্রীকভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাষা তিনি এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, শুনিলে অবাক হইতে হয়। তিনি যখন গ্রীক ভাষায় কথা বলিতেন তখন বোধ হইত, গ্রীক যেন তাঁহার মাতৃভাষা। অতঃপর তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট লাটিন ও নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। কিরূপে লেখা পড়ার সহিত বৈষয়িক ব্যাপারের সংযোগ করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ শিখিয়াছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহারা হন সুতরাং জননীর সাহায্যার্থ প্রায় যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যই তাঁহাকে নির্ব্বাহ করিতে হইত। সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতা, ধর্ম্মপ্রবণ স্বভাব, সকলের সহিত নম্র ব্যবহার, জননীকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্যে যোগদান না করা ইত্যাদি গুণে শীঘ্রই তিনি সকলের সমাদরভাজন হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে তাঁহাকে বাইজেসেনা প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর রূপে মনোনীত করা হইল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই সংসারের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত ছিল। তাঁহার এই উচ্চপদ তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিল না। তিনি অধ্যয়ন উপাসনা ও উপবাসাদি দ্বারা বৈরাগ্যের ভাব আরও প্রবল করিয়া তুলিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময়ে সেণ্ট অষ্টিনের একটী উপদেশ তাঁহার হস্তগত হইল। ঐ উপদেশটী সংসার ও মানব জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব বিষয়ে লিখিত ছিল। উহা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শীঘ্রই সন্ন্যাসাশ্রমের সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

বাইজেসেনা প্রদেশে ফষ্টস নামে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। যুবক ফল্‌জেণ্টিয়স্ তদীয় আশ্রমে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ফষ্টস্ ফল্‌জেণ্টিয়সের নবীন বয়স ও দিব্য কান্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার অভীপ্সিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে অতি কর্কশ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এখন চলিয়া যাও; সংসার সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বাস করিতে থাক; কে জানে যে তুমি সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ আমাদিগের সামান্য খাদ্য ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে এবং উপবাস ও নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া সন্ন্যাসীজীবন যাপন করিতে পারিবে।" ফল্‌জেণ্টিয়স্ বিনম্র ও ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "যিনি আমাকে তাঁহার সেবার্থ

অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, তিনিই বিপদ ও সংগ্রামের অবস্থায় আমাকে সাহস ও বল প্রদান করিবেন"। এইরূপ স্থির ও বিনীত উত্তর শ্রবণ করিয়া ফষ্টস্ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি কেবল দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই অভাবনীয় ঘটনা সমস্ত দেশকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। অনেকে নবীন শাসনকর্ত্তার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জননী মেরিয়ানার প্রাণ দুঃখে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন "ফষ্টস্! আমার পুত্রকে আমায় ফিরিয়া দাও এবং নগরবাসীদিগকে তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা প্রদান কর। ধর্ম্মসমাজ চিরদিনই বিধবার সম্পত্তি রক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে তুমি কেন এই নিঃসহায়া বিধবার পুত্র ধন অপহরণ করিতেছ?" তিনি বহুদিন ধরিয়া এই প্রকার অশ্রুবিসর্জ্জন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন; ফষ্টস্ কিছুতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। ফলজেণ্টিয়সের পক্ষে বিষম পরীক্ষা উপস্থিত হইল। কিন্তু ঈশ্বরপ্রাণ সাধুর কিছুতেই মার নাই। ফলজেণ্টিয়সের হৃদয় ঈশ্বর-প্রেমের মধুর নিকেতন। তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। তিনি পরীক্ষায় অটল রহিলেন। ফষ্টস্ অগত্যা তাঁহাকে আশ্রমে স্থান দিতে বাধ্য হইলেন। ফলজেণ্টিয়স্ বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পদ প্রাপ্ত হইয়া তুচ্ছ ধন ও বিষয় সম্পত্তি সমস্ত মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মের নিকট ধন মান ও সামান্য লেপ্‌টেনেণ্টের পদ কোন ছার! ধন মান ও পদ গৌরবের সাধ্য কি যে, সাধু হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখে?

ফলজেণ্টিয়স্ সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিলেন। পানীয়ের মধ্যে জলমাত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার পরিবর্ত্তনে শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। পুনরায় তাঁহার প্রতি ভয়ানক উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। ফষ্টস্ তাঁহাকে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী আর একটী আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। এই আশ্রমের অধ্যক্ষের নাম ফেলিক্স। তাঁহার সহিত ফলজেণ্টিয়সের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। উভয়ে একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ফেলিক্স আশ্রমের সাধারণ কার্য্যের ভার লইলেন এবং ফলজেণ্টিয়স্ শিক্ষা ও প্রচার কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউমিডিয়ানগণ বাইজেসেনা প্রদেশ আক্রমণ করে। ইহাতে আমাদিগের অধ্যক্ষদ্বয় সিক্কাডেনিয়া প্রদেশে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে আফ্রিকাখণ্ডের অনেক স্থলই খ্রীষ্টান বিরোধী আর্য্য-জাতীয় কোন কোন সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, আমরা হিন্দু আর্য্যদিগের কথা উল্লেখ করিতেছি। এই শেষোক্ত সিক্কাডেনিয়া প্রদেশে খ্রীষ্টের নাম প্রচার করায় ফেলিক্স ও ফলজেণ্টিয়সের প্রতি ভয়ানক উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। তদ্দেশীয় আর্য্য পুরোহিতগণ অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। একজন পুরোহিত তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন। অনুচরগণ পুরোহিতের সমীপে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিল। পুরোহিত প্রথমে ফলজেণ্টিয়সকে গুরুতররূপে কষাঘাত করিতে আদেশ করিল। কোমল হৃদয় ফেলিক্সের প্রাণে ইহা সহ্য হইল না। তিনি অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমরা আমার এই কোমল শরীর ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দাও। ইহাঁর এরূপ লাবণ্যময় শরীরে অমন কষাঘাত সহ্য হইবে না। উহাঁর পরিবর্ত্তে আমাকে ধরিয়া প্রহার কর আমার শরীরে কথঞ্চিৎ শক্তি ও সামর্থ্য আছে।" ধূর্ত্ত পুরোহিতের আজ্ঞায় অবশেষে তাহারা প্রথমে ধার্ম্মিক ফেলিক্সকেই আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ ফেলিক্স ধীরভাবে তাহাদিগের নিষ্ঠুর আঘাত সকল সহ্য করিলেন। অনন্তর পুরোহিত ফলজেণ্টিয়সকে ধরিতে বলিলেন। অনুচরগণ তাঁহাকে ধরিয়া অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিল। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত ফলজেণ্টিয়স্ সমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাতনা দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল। তিনি কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে নির্দ্দয় পুরোহিতের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ উৎপীড়কগণ বিরত হইলে, তিনি আপনার ভ্রমণকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত মনে করিয়াছিলেন ফলজেণ্টিয়স হয়ত অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন; কিন্তু তাহা না হইয়া যখন তাহার বিপরীত আচরণ দর্শন করিলেন, তখন একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। দ্বিগুণ করিয়া কষাঘাত করিতে অনুমতি করিলেন। রাক্ষসের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। যখন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিল, তখন তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়াছে; শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; শ্মশ্রু ও কেশ সকল উৎপাটিত হইয়াছে। ঈশ্বরের ভক্ত সন্তান ঈদৃশ অত্যাচারেও ম্রিয়মাণ হইলেন না, তাঁহারা অকুতোভয়ে বিশ্বাসভূমিতে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেশীয় শাসনকর্ত্তার নিকট অভিযোগ আনিলে ধূর্ত্ত পুরোহিতের শাস্তি হইতে পারিত, কিন্তু তাহা করিলেন না। ক্ষমার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা ইডিডি নামক স্থানে আগমন করেন। এখান হইতে মহর্ষি ফলজেণ্টিয়স আলেকজেণ্ড্রিয়া গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ঘটিল না। অতঃপর তিনি রোম নগরে যাত্রা করিলেন; রোমে আসিয়া খ্রীষ্টের অনুচরবর্গের সমাধি দর্শন করিলেন। একদিবস রোমভূপতিও তাঁহার সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! পার্থিব রোমই যদি—যাহা আজ আছে কাল নাই—এমন জাঁক জমক ও সমৃদ্ধিশালী হয়, না জানি তবে স্বর্গীয় জেরুসেলাম কেমনই জাঁক জমক ও সমৃদ্ধিশালী! স্বর্গীয় পিতা না জানি স্বর্গীয় সাধু ও মহর্ষিদিগের প্রতি কতই আনন্দ ও দয়া বর্ষণ করিতেছেন!"

তিনি রোম হইতে আবার বাইজেসিনায় ফিরিয়া আসিলেন। এবার সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতে লাগিল। তিনি বাইজেসেনিয়ায় একটী সুন্দর সন্ন্যাসাশ্রম নির্ম্মাণ করাইলেন কিন্তু নিজে সমুদ্রতীরে এক নির্জ্জন গুহায় বাস করিতে লাগিলেন। এখানে অধ্যয়ন, উপাসনা ও উপবাস করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা

এক প্রকার মাদুর ও তালপাতার ছাতা নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিশপ ফষ্টস তাঁহাকে আপনার আশ্রমের অধ্যক্ষের পদ প্রদান করিলেন। নানা স্থান হইতে তাঁহাকে বিশপ করিবার জন্য আবেদন আসিতে লাগিল; কিন্তু তিনি চিরদিনই উচ্চপদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এজন্য কিছু দিন ভয়ে এক নির্জ্জন গুহায় লুক্কায়িত রহিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিশপের পদ প্রদান করা হইল।

বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটিল না। অন্যান্য বিশপেরা যে সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন তিনি তাহা লইলেন না। তাঁহার সেই পূর্ব্বকার লম্বা অঙ্গস্রাণই শীত গ্রীষ্মে শরীরে ঝুলিতে লাগিল। আহারাদিও পূর্ব্ববৎ অতি সামান্যই রহিল। সাধারণ ডাল ও কিছু তরকারী হইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন। কখনও মৎস্য মাংস গ্রহণ করিতেন না; এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছিলেন। বহুদিন তৈল ব্যবহার না করায় দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হইয়াছিল, তজ্জন্য অবশেষে একটু একটু তৈল এবং নিতান্ত শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ায় জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দুই এক ফোঁটা মদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় জাগরিত হইয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিতেন। তাঁহার নম্রতা, বিনয় ও সদাশয়তা সকলকে বিমোহিত করিয়াছিল। যাঁহারা এক সময়ে তাঁহার শত্রুতা করিতেন তাঁহারা পর্য্যন্ত অবশেষে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন।

এই সময়ে দেশীয় আর্য্য-ভূপতি থ্রাসিমড তাঁহাকে অপর ৬০ জন বিশপের সহিত কার্থেজ হইতে সার্ডিনিয়ায় নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসিতদিগের মধ্যে ফলজেণ্টিয়স বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বাক্যে কার্য্যে ও লেখনী চালনাতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি সকলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কেবল ইঁহাদিগের কেন তৎকালীন সমগ্র আফ্রিকার প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কার্য্য বিষয়ে কখন অন্যের মুখাপেক্ষা করিতেন না; যাহা কর্ত্তব্য বুঝিতেন তাহার জন্য কাহারও পরামর্শ লইতেন না এমন কি আপনার মতামত কখনও পোপের নিকট ব্যক্ত করিতেন না।

যখন নৃপতি থ্রাসিমড তাঁহার এই সকল গুণগ্রাম শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তদনুসারে তাঁহাকে আবার কার্থেজে ফিরাইয়া আনাইলেন। এবং তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজার সহিত কতকদিন ধরিয়া ফলজেণ্টিয়সের বাদানুবাদ চলিল। রাজা তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর চাহিলেন। এই সকল বাদানুবাদ ও প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি ফলজেণ্টিয়স্ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রাজা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এত দূর সম্প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন যে, অতঃপর তাঁহাকে অভয় দিয়া কার্থেজেই থাকিতে অনুমতি করিলেন।

কিন্তু পরমেশ্বরের প্রিয় সন্তানদিগকে তিনি কখনও সুস্থির থাকিতে দেন না। ধর্ম্ম জগতে বিচরণ করিতে গিয়া এমন একটী আত্মাও দেখিতে পাই না, যিনি সংসারে চির দিনই সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিয়াছেন। প্রভু পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার সন্তান বসিয়া থাকে। এ সংসার যুদ্ধ ক্ষেত্র; নিরন্তর সংগ্রামে জয়ী হওয়াই, সকল বীরের লক্ষণ। তাই প্রভু পরমেশ্বর সংসারের সাধু বীরদিগকে সর্ব্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া থাকেন। সেখানে গিয়া তাঁহার নিরন্তর যুদ্ধ করেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। ফলজেণ্টিয়স্ অধিক কাল নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে আর্য্যদিগের দল কমিয়া গিয়া খ্রীষ্টানদিগের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; আর্য্য পুরোহিত গণ আবার রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সুতরাং ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে ফলজেণ্টিয়স্ পুনর্ব্বার সার্ডিনিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলেন। তিনি অটল বিশ্বাস এবং নির্ভয়ের সহিত ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার আশ্রম নির্ম্মিত হইল। তিনি অধীনস্থ সন্ন্যাসীদিগকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে থ্রাসিমডের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্র হিলডেরিক্ থ্রাসিমডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, তখন আবার নির্ব্বাসিতদিগের মুক্তির আজ্ঞা প্রচারিত হইল; সকলে আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া দেশে ফিরিলেন। ফলজেণ্টিয়স জীবনের শেষভাগ নানা প্রকার সংস্কার কার্য্যে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার প্রচারের ক্ষমতা এমনই আশ্চর্য্য ছিল যে, কার্থেজের আর্চ্চবিশপ যখনই তাঁহার বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতেন, তখনই অশ্রুনীরে ধরাতল অভিষিক্ত না করিয়া এবং ফলজেনটিয়সের মত একজন ধর্ম্মযাজক পাইয়াছেন বলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মৃত্যুর প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে তিনি সকল কার্য্য হইতে অবসর লইয়া একটী নির্জ্জন আশ্রমে গমন করেন। এখানে তিনি সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি মৃত্যুর প্রায় দিন পূর্ব্ব হইতে ভয়ানক সহ্য করিতে লাগিলেন যন্ত্রণার সময় এই বলিয়া প্রার্থনা উচ্চারিত হইতে লাগিল "হে প্রভু! এখন আমাকে ধৈর্য্য দান কর এবং পরলোকে দয়া ও ক্ষমা প্রদান করিও।" চিকিৎসকেরা স্নানের পরামর্শ দিতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি এই বলিয়া উত্তর দিলেন "স্নানের কি সাধ্য আছে, নশ্বর মানবদেহকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে?" মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সন্ন্যাসী ও যাজকদিগকে আহ্বান করিলেন। সকলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যদি কখন কাহারও মনে কোন প্রকার কষ্ট দিয়া থাকেন এই ভয়ে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর সকলকে সান্ত্বনা করিয়া সুন্দর সারগর্ভ অনতিদীর্ঘ একটী উপদেশ প্রদান করিলেন। এই প্রকারে সাধু মহর্ষির জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অতি শান্ত ও ধীরভাবে কাটিয়া গেল। ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ৬৫ বর্ষ বয়সে সাধু ফলজেনটিয়সের পার্থিব জীবনের শেষ নিশ্বাস বায়ু অনন্ত সাগরে মিলাইয়া গেল।

কতকগুলি ক্ষুদ্র বিষয়।

আমাদের ভিতরে গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভাবের কথা লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন হইতেছে; যাহাতে সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে; বালক বালিকাদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন হইতেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে কতকগুলি সামান্য বিষয়ের উপর চক্ষু না থাকাতে আমাদের মধ্যে ক্রমে অসুখের কারণ উপস্থিত হইতেছে।

প্রথমতঃ—দৈনিক উপাসনা আমাদের সকলের পক্ষেই অতিশয় প্রয়োজনীয়। উপাসনা বিনা আমাদের প্রাণ কখনই বাঁচিতে পারে না। শরীররক্ষা করিতে হইলে আহার যত প্রয়োজন ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইলে এই দৈনিক উপাসনা তদপেক্ষাও অনেক অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয়। কিন্তু দেখিতে হইবে আমাদের এই দৈনিক উপাসনা আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে কি না। আমরা কি এই উপাসনা দ্বারা প্রতিদিন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি? অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপাসনা যেন আমাদের একটা কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণটা উপাসনায় ডুবিল কিনা তদ্বিষয়ে হয়ত তত লক্ষ নাই, কিন্তু তথাপি আধ ঘন্টার জন্যও একবার বসিয়া অতি শুষ্কভাবে দুইটী কথা বলিয়া উপাসনা করিতেছি! এ প্রকার উপাসনায় বিশেষ কোন ফল হয় না। আমরা সুখে থাইবার এবং পরিবার জন্য অনেকগুলি কাজ জড়াইয়া তাহাতে বহু সময় ব্যয় করিতে কাতর নই কিন্তু উপাসনায় অধিক সময় যাপন করিতে কুণ্ঠিত হই। আমরা দেখিয়াছি সাংসারিক কাজের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা এত ব্যস্ত যে, উপাসনার সময় কমাইয়া কমাইয়া ক্রমে প্রাতে উপাসনা বন্ধ করিয়া ফেলি। এই জন্য অনেককে দেখা যায় তাঁহারা এইরূপে দিবসের মধ্যে কোনও সময়েই উপাসনা করিবার আর সময় পান না। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কয়েক মিনিট কাল বসিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে বাধ্য হন। আমরা সাংসারিক লাভের জন্য উপাসনার গুরুতর আবশ্যকতা ভুলিয়া যাই, ইহা একটী ভয়ানক রোগ। ইহাতে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটে। প্রথম এই প্রকার শিথিলতায় আমাদের ধর্ম্মজীবন নষ্ট হয় অথবা একবারেই তাহার গঠন হয় না; দ্বিতীয়তঃ আমাদের পরিবারের বালক বালিকারাও পিতা মাতার প্রাণে যথোচিত ব্যাকুলতা দেখিতে না পাইয়া ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়।

দ্বিতীয়তঃ—আমাদের যেমন উপাসনায় অনুরাগ নাই সেইরূপ আমাদের গৃহে উপাসনার জন্য একটু নির্জ্জন স্থান বা গৃহ অনেকস্থলেই নাই। আমাদের উপাসনায় যে অনুরাগ নাই ইহা তাহার একটী বিলক্ষণ প্রমাণ। যে সকল পরিবারে বালক বালিকার সংখ্যা অধিক সে সকল পরিবারে এ বিষয়ে অধিক মনোযোগ হওয়া আবশ্যক। সমস্ত সময় সংসারের কার্য্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যদি প্রতি পরিবারে নির্জ্জন গৃহে কিছুকালে নিমিত্ত একাকী চুপ করিয়া পরমেশ্বরের বিষয় চিন্তা করিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই বিলক্ষণ তৃপ্তি অনুভব হইতে পারে। নির্জ্জন স্থানে বা গৃহে একটু শান্ত মনে বসিলে প্রাণ আপনা আপনি পরমেশ্বরের দিকে যাইতে থাকে। অনেকেই আমাদের জীবনে অনেকবার এ সত্য অনুভব করিয়াছেন। উপাসনার জন্য এই প্রকার স্বতন্ত্র গৃহ না থাকায় বালক বালিকাদিগের উপদ্রবে এবং অন্যান্য কারণেও উপাসনার অতিশয় ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রত্যেকের বাড়ীতে উপাসনার জন্য একটু নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, সংসারের কাজে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাণ হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল, আর সকলের সঙ্গে মিশিয়া গোলমালে থাকিতে ভাল লাগিল না, একটু নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিয়া অথবা এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়া আপনার হৃদয়-ভার লাঘব করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু গৃহের মধ্যে এমন একটু স্থান নাই যেখানে একবার গোপনে গিয়া বসা যায়। কলিকাতায় এই অসুবিধা অত্যন্ত অধিক। এবিষয়ে আমাদের একটু মনোযোগ হইলে বিশেষ উপকার হয়।

তৃতীয়তঃ—আমরা উপাসনার জন্য অনেক সময় প্রস্তুত না হইয়াই উপাসনায় বসিয়া থাকি। সংসারের কাজের মধ্যে থাকিয়া নানা প্রকারে মন উত্যক্ত রহিয়াছে, এখনও হয়ত সে সকল কাজ ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না—একটা কাজ হয়ত সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে আমার উপাসনায় যাইতে মন উঠিতেছেনা, অথচ আমি পাঁচ জনের সঙ্গে ঈশ্বরোপাসনায় যাইতেছি। উপাসনায় বসিয়া দেখি, আমার মন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—উপাসনায় মনঃসংযোগ হইতেছে না। আবার অনেক সময় এরূপও হয় যে, উপাসনার স্থানে বসিয়া উপাসনার অব্যবহিত পূর্ব্বে এমন সকল আলোচনা করিয়াছি যে, যদ্দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্যের কথা দূরে থাকুক মন সেরূপ আলোচনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে! ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। উপাসনার পূর্ব্বে এরূপ ভাবে আমাদের চলা উচিত, যাহাতে আমাদের চিত্তকে উপাসনার সময় সহজেই ঈশ্বরচিন্তায় নিয়োগ করিতে সক্ষম হই। এই জন্য উপাসনার পূর্ব্বে শান্তভাবে একা নির্জ্জনে থাকিয়া বা পুষ্পাদি শোভিত স্থানে ভ্রমণ করিয়া শরীর ও মন উভয়কে সুস্থ করিতে হয়। শরীর অবসন্ন হইলে উপাসনাকালীন নিদ্রা আকর্ষণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন। অনেক সময় আকাশের দিকে তাকাইয়া চন্দ্র তারকাশোভিত গগনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রাণ উদ্বোধিত হইয়া থাকে। শোকের কথায় আমাদের সংসারাসক্ত প্রাণে অনেক সময় একটু বৈরাগ্যের ভাব আইসে এবং তাহাতে এই অসার সংসারের প্রকৃত জ্ঞান আমাদের প্রাণে অনুভব করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মবীরদিগের জীবনচরিত পাঠে আমাদের চিত্ত অনেক সময় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হয়। অতএব উপাসনার পূর্ব্বে এই প্রকার এবং অন্যান্য নানা প্রকার উপায়ে চিত্তকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

বিগত মাঘোৎসবের দিবস নিম্নলিখিত নূতন সংগীত দুইটী গীত হইয়াছিল।

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

আজি ওকে ছুঁলেরে আমার এ পাপ পরাণে।
(আজ) মধুর পরশে, সুধার সরসে, হৃদয় ডুবালে;
(আমার) হৃদয় কাননে সুখের পবনে কে আজ বহালে,
(হায়রে) প্রেমের সলিলে ডুবায়ে গলালে কে আজ পাষাণে।
সে পরশ পেয়ে, উঠিনু জাগিয়ে, মেলিনু নয়নে,
(আমার) কে যেন হৃদয়ে আজিকে পশিয়ে,
জাগায় সঘনে।
তুমি কি জননী ছুঁইলে গো মোরে
এই উৎসব দিনে,
(ওগো) নতুবা হৃদয়ে, আশার কুসুম
ফুটিল কেমনে।
লুকো চুরি কর একি তব খেলা
(ওগো) সন্তানের সনে;
(মাগো) দাও খুলে দাও আঁখির বন্ধন
হেরি গো নয়নে।
ছুঁয়েছ সবারে বুঝেছি আমরা
(ওগো) লুকাবে কেমনে;
(হাঁগো) মায়ে কোন মতে পারে কি লুকাতে
ছলিয়ে সন্তানে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

এস মা আজি অন্তরে।
আজি যে খুলেছি হৃদয় দুয়ার (মাগো)
লইতে তোমারে।
এ প্রতিজ্ঞা যদি ছাড়িয়ে সন্তানে,আসিবে না মাতা এ পাপ পরাণে
এস গো জননী তবে সসন্তানে দিব স্থান প্রাণ-পুরে।
অকৃতির মাতা তুমি মা জননী, আসিতে পার না তুমি একাকিনী,
ছাড়িয়ে পরিবারে;
বুঝিয়া খুলেছি হৃদয় দুয়ার, ধরিয়া লইব তব পরিবার,
ভক্ত দল মাঝে মাধুরী তোমার দেখিব প্রাণ ভরে।

ব্রাহ্মসমাজ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মশিক্ষা কমিটীর বিগত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ২৫ জন এখানকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী; অপর ৫ জন গৃহে পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

প্রথম শ্রেণী।

	নাম	বিদ্যালয় বা কার্য্যস্থান ইত্যাদি
১।	যোগেশচন্দ্র ঘোষ	জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজ
২।	বরদাসুন্দর পাল	সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজ
৩।	মোহিনীমোহন রায়	সিয়ালদহ ছোট আদালত
৪।	বিষ্ণুপদ সেন	ফ্রিচার্চ্চ কলেজ
৫।	মথুরচন্দ্র নন্দী	সিটি কলেজ
৬।	দেবনারায়ণ ঘোষ	এরিয়ান ইন্সটিটিউশন

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১।	ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ	সিটি স্কুল
২।	নগেন্দ্রবালা দত্ত	বেথুন স্কুল
৩।	তারকচন্দ্র সেন	সিটি স্কুল
৪।	উপেন্দ্রকুমার সরকার	ঐ
৫।	শরচ্চন্দ্র রায়	ঐ
৬।	প্যারীমোহন দাস	ঐ
৭।	প্রসন্নকুমার কুণ্ড	ঐ
৮।	অবিনাশচন্দ্র সরকার	ঐ
৯।	দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী	ঐ

তৃতীয় শ্রেণী।

১।	সরোজিনী ঘোষ	ব্রাহ্মপাড়া
২।	মঞ্জরী রায়	ব্রাহ্মপাড়া মহিলা বিদ্যালয়
৩।	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সিটি স্কুল
৪।	{ কুমুদিনী রায়	বেথুন স্কুল
	{ রাজেন্দ্রনাথ দাস	সিটি ঐ
৫।	কিশোরীবালা দেবী	ব্রাহ্মপাড়া মহিলা বিদ্যালয়
৬।	ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সিটি স্কুল
৭।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	ঐ
৮।	রামগতি দাস	শ্রীহট্ট ছাত্র সমাজ
৯।	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সিটি স্কুল
১০।	জয়াবতী চৌধুরী	বেথুন স্কুল
১১।	শ্রীপতিলাল বসু	সিটি স্কুল
১২।	হেমাঙ্গিনী দেবী	ব্রাহ্মপাড়া মহিলা বিদ্যালয়
১৩।	ননীলাল ভট্টাচার্য্য	সিটি স্কুল
১৪।	ললিতমোহন সরকার	ঐ

গত বারের তত্ত্বকৌমুদীতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লিখিতে আমাদের ভুল হইয়াছিল; পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৩৬ জন ছিল।

এখানকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা বিগত বৎসর প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য একটী উচ্চতর শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য কলেজের ছাত্রগণ ব্যস্ত আছেন বলিয়া এই উচ্চতর শ্রেণী এখনও খোলা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হইলে খোলা হইবে। প্রথম শ্রেণী প্রতি শুক্রবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে সিটি কলেজের বাড়িতে বসে. সম্প্রতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" পড়াইতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র ব্যতীত অন্যেরাও উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের উজ্জ্বল ও আধ্যাত্মিক ভাবোদ্দীপক ব্যাখ্যা শুনিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণী শনিবার ৩টার সময় এবং তৃতীয় শ্রেণী শুক্রবার, ৪ টার সময় উক্ত স্থানেই বসে। বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভার লইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মপাড়ায় বালিকা ও মহিলাদিগের নিমিত্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী মঙ্গলবার ও শুক্রবার সায়ংকালে বসে। বাবু আদিনাথ

চট্টোপাধ্যায় ও বাবু মথুরানাথ গাঙ্গুলী উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের ভার লইয়াছেন। অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মসমাজসমূহ যদি এখানকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আদর্শে সেই সেই স্থানে ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলেন, তবে নরনারীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্মভাব বিস্তারের বিশেষ সাহায্য হয়। সকল স্থানে সমুদায় শ্রেণী না হউক, যে যে স্থানে যে কয়েকটী শ্রেণী খোলা সম্ভব, তাহা কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই খোলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

উচ্চতর শ্রেণী। SENIOR CLASS.

(1) Caird's *Philosophy of Religion*
(2) Newman's *Theism*
(3) Newman's *Soul* including general questions in religious culture.
(4) Any two of the following :—
(*a*) The *Bhagabadgita* (or translation)
(*b*) The *New Testament*
(*c*) Rhys David's *Buddhism*
(*d*) Stobart's *Islamism.*

প্রথম শ্রেণী।

(1) The *Roots of Faith* (or its substance in Bengali)
(২) ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।
(৩) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত 'পরকাল," "প্রার্থনা," "জাতিভেদ" ও "ধর্ম্ম কি ?"
(৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।
প্রথম প্রকরণের ৪।৫।৬।৮।১০।১৯।২২।২৪।২৫ ব্যাখ্যান।
দ্বিতীয় প্রকরণের ১।৬।৭।৮।৯।১০ ব্যাখ্যান।
(৫) ধর্ম্মসাধন।
(৬) থিওডোর পার্কারের জীবনচরিত।
(7) Miss Collet's *Historical Sketch of the Brahmo Samaj* (or its substance in Bengali.)

দ্বিতীয় শ্রেণী।

(১) ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (প্রথম বক্তৃতা)।
(২) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।
(৩) চিন্তাকণিকা।
(৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।
(৫) সাধনবিন্দু।
(৬) রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

তৃতীয় শ্রেণী।

(১) ধর্ম্মশিক্ষা।
(২) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার।
(৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।
(৪) মহজ্জীবনের আধ্যাত্মিকাবলী।
(৫) কুমুদিনী চরিত।

[এই সমস্ত পুস্তক ব্রাহ্মসমাজ সকলের কার্য্যালয়ে এবং ২১০।৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।]

কাশী হইতে তত্রত্য সমাজের নিম্নলিখিত উৎসব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

"বিগত ১১ই মাঘ শনিবার মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কাশীস্থ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের আলয়ে উপাসনাদি হইয়াছিল।

উপাসনা—পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত।
ধর্ম্মালোচনা—মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত।
বেদ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে অংশবিশেষের পাঠ ও ব্যাখ্যা } অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত।
সংকীর্ত্তন অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত।
উপাসনা—সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত নীলমণি পাল মহাশয় বেদ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে অংশবিশেষের পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; তৎপরে ৪টার সময় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়, স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক ইহাতে যোগদান করিয়া আমাদিগকে বড়ই উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।"

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু কিছুদিন হইল উৎসব উপলক্ষে বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন। তিনি তত্রস্থ ছাত্রসমাজের উৎসবে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত উত্তর বাঙ্গালাস্থ কতিপয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে যোগদানপূর্ব্বক দারজিলিং গমন করিয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন এবং আসিবার সময় পথিমধ্যে উত্তর বাঙ্গালাস্থ আরও কয়েকটী সমাজে গমন করিবেন।

যে সকল প্রচারক এবং অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধু দারভাঙ্গায় মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কতিপয় বন্ধুর সহিত মতিহারী মোজাফাপুর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় প্রত্যাগমনকালে মজঃফরপুর ও জামালপুরে "আর্য্যধর্ম্ম" ও "ধর্ম্ম কি" এই দুইটী বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী এবং শ্রীযুক্ত কান্দা সিং লাহোরে ফিরিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বজরংবিহারী কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাড়ী গিয়াছেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বেহারের নানা স্থানে প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন।

বিগত ২৮এ ফেব্রুয়ারি রবিবার বাবু মথুরানাথ নন্দী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

কালনা, কাঁকিনিয়া ও হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবের প্রণালী আগামীতে প্রকাশ করা যাইবে।

আমরা ধর্ম্মজগতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে ও প্রিয়তমা পত্নীকে মস্তক মুণ্ডন করাইয়া আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম শাস্ত্রে

দেখিতে পাওয়া যায় মহম্মদের ধর্ম্মভাব তদীয় পত্নী ও অপরাপর আত্মীয় স্বজনকে সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ করিল। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের ভিতরে আজিও সে ভাব আসিতেছে না। আমরা দেখিতে পাই, পিতা অথবা ভ্রাতা অথবা স্বামী পরমেশ্বরের সত্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বর্গীয় আলোকে অনুপ্রাণিত হইয়া সংসারে উদাসীন হইয়া মোহান্ধ নরনারীর নিকট স্বর্গের সংবাদ ও বৈরাগ্যের বারতা ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ইহাঁর ঘরের ভিতরে তাঁহার পুত্র অথবা ভ্রাতা অথবা পত্নী নানা প্রকার পাপে কলঙ্কিত হইয়া সংসারে অসুখ ও অশান্তি আনয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব তাঁহার ধর্ম্মজীবন ইহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিল না। আমাদের এই অবস্থার মধ্যে যখন আমরা শুনিতে পাই যে, একজন ঈশ্বরের সন্তানের জীবনের দৃষ্টান্তে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সত্যের প্রতি—ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইতেছেন তখন প্রাণে বড়ই আনন্দ ও আশা হয় এবং ক্ষণকালের জন্য পরমেশ্বরের প্রেমে প্রাণ মন বিমুগ্ধ হয়। আমরা আমাদের কোন বন্ধুর একখানি পত্র হইতে এইরূপ একটী ঘটনা অতিশয় আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিলাম। এই ঘটনাটী অতি সুস্পষ্টরূপে পরমেশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করিতেছে;—

"আমার মাতাঠাকুরাণী একজন পৌত্তলিক ছিলেন এবং দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বাহিরের ব্রত উপবাসাদি ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া আসিতেছিলেন। আমি ব্রাহ্ম হওয়াতে তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ হয় এবং মধ্যে মধ্যে আমার নিকট এই বলিয়া দুঃখ করিতেন যে, "আর আমাদের সংসারের উন্নতি হইবে না বউঝীয়েরা আর একখানা গহনাও পাইবেনা এবং দেশের লোকেও একঘরে করে রাখবে"। মধ্যে কয়েক মাস হইল আমি এক দিবস কলিকাতা হইতে বাড়ি যাই, সেই সময়ে তিনি একদিন একটি ব্রত উপলক্ষে উপবাস করিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম "মা কেন তুমি বৃথা উপবাস করিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতেছ।" তিনি বলিলেন "বাবা কি করি দেশাচার মতে না করিলে চলেনা।" তৎপর দিন প্রাতঃকালে আমি আমার নিয়মিত উপাসনা করিতে বসিয়া "ভব পারাবারে যেতে ভয় কি আছে" এই সংকীর্ত্তনটী করিতেছি এমন সময় দেখি মা আমার সম্মুখে বসিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় গভীর ব্যাকুলতার সহিত "দয়াময় আমাকে উদ্ধার কর" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি চক্ষু খুলিয়া দেখি মায়ের সে চেহারা নাই; মুখে কি এক সৌন্দর্য্যের আভা বাহির হইতেছে, ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাবে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার পাষাণ সমান প্রাণ সেদিন গলিয়া গেল। এইরূপে মার সঙ্গে বসিয়া সেদিন পরম মাতার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

"পরদিন প্রাতঃকালে মা আমাকে বলিলেন,"দেখ আমি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন শিবনাথ বাবু আসিয়া আমাকে বলিতেছেন তুমি দয়াময় নাম জপ কর।" এইরূপে কয়েকদিন আমার সঙ্গে সর্ব্বদা ভাল বিষয়ের কথায় থাকিতেন ও উপাসনায় যোগ দিতেন, পরে আমি যখন কলিকাতায় আসি তখন তিনি আমার হাতখানি ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমার পরিত্রাণ কিসে হইবে? তোমরা উপাসনার সময় আমার জন্য প্রার্থনা করো"। এইরূপে প্রাণে জীবন্ত ঈশ্বরের পূজার আস্বাদন পাওয়াতে ক্রমে তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সংসারের উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে থাকিতে থাকিতে সেই ব্যাকুলতা ক্রমে একটু শিথিল হইয়া আসিল; তৎপর গত মাঘোৎসব উপলক্ষে তিনি এখানে আসিয়া উৎসবে যোগ দান করেন। মহাশয়! এই উৎসবের দিন প্রাতঃকালের উপাসনায় শিবনাথ বাবু বেদি হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে "ছেলেকে খুঁজিতে আসিয়া মা পর্য্যন্ত হারাইয়া যায়"—আমি এই মত আমার মাতার জীবনে প্রত্যক্ষ করিলাম। এই উৎসবে তাঁহার প্রাণের ভাব একবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি একদিন ব্যাকুলতার সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন "আমার সংসারে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না"। তৎপরে প্রায় ২০ দিন এখানে থাকিয়া তিনি আমার সঙ্গে বাটীতে ফিরিয়া যান। রাস্তায় এবং বাড়িতে গিয়া তাঁহার যেরূপ ভাব হইয়াছিল, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না; মুখে কেবল ঈশ্বরের কথা আর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রশংসা তিনি যে ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে ছিলেন তাঁহাদিগের সদ্ব্যবহারের কথা সর্ব্বদা সঙ্গীতের ন্যায় গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাটীতে গিয়া তিনি বউ ঝি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা আর এরূপ ভাবে থাকিতে পারিবে না, ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের মত সকলে লেখা পড়া শিখিবার চেষ্টা কর, সকলে কামিজ ব্যবহার কর, আর সকলের সঙ্গেই কথা বার্ত্তা কহিতে পার; প্রকৃত লজ্জা তাঁহাদেরই; শরীর উত্তমরূপে আবৃত, অথচ সকলের সঙ্গেই ভাল কথা বার্ত্তা; আর এস ছেলেপিলে সকলকে নিয়ে দুবেলা ঈশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহার উপাসনা ভিন্ন আর পরিত্রাণ নাই।" আমার দাদাকে বলিলেন "বাবা তুমি সংসারের খুটি নাটি ছাড়িয়া দিয়া নিজের পরিত্রাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর"। এইরূপে গ্রামবাসী প্রতিবাসী যাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছে তাহাদের নিকটই ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত কথা সকল শুনাইতেছেন এবং উৎসবের দিনে যেরূপ ভাব হইয়াছিল তাহার বিষয় সকলকে বলিতেছেন ও নিজে ক্রন্দন করিতেছেন এবং সকলের নিকট এই কথা বলিতেছেন যে এমন জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা আমি কখন দেখি নাই। আর ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদিগকে তিনি সকলের নিকট দেবকন্যা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তিনি বলিলেন যদি আমার এক শত মুখ হইত তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মসমাজের গুণ গাইয়া বেড়াইতাম। এই সময়ে একটি লোক তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি ও আপনার ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্ম হইয়া গেলেন। এইবার দেশের লোক আপনাদের একঘরে করিয়া দিবে, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে "এখনই যদি তাহারা একঘরে করে আমি আর ভয় করি না—আমরা একলা থাকিব সেও ভাল তবু দেশের এই সকল বদ্ লোক যাহাদের কোন ধর্ম্ম নাই তাহাদের সঙ্গে থাকিতে চাহি না।" তিনি এই কথাটী এমন তেজের সঙ্গে বলিলেন যে আমরাও কখনও এরূপ তেজের সঙ্গে বলিতে সাহসী হই না। তিনি

এখন রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই আমাকে নাম কীর্ত্তনের জন্য জাগ্রত করেন এবং আক্ষেপ করিয়া বলেন "হায় যদি গান করিতে জানিতাম তবে প্রভুর নামকীর্ত্তন করিয়া বাঁচিয়া যাইতাম"। সংসারের কাজ এখন আর তাঁহাকে উপাসনা হইতে বিরত রাখিতে পারে না। বাড়ি হইতে আসিবার সময় মা ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন; মায়ের একান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে ২।১টী প্রাণের কথা কন; কিন্তু ধর্ম্মানুরাগশূন্য ভ্রাতার সম্মুখে কোন কথা বলিতে তাঁহার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছিল না, ভ্রাতা কোন ক্রমে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হইবামাত্রই মাতা অবকাশ পাইয়া নিতান্ত কাতর ভাবে হাত জোড় করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন "বাবা আমি মহাপাপী আমার যাতে পরিত্রাণ হয় তজ্জন্য তোমার উপাসনার সময় অবশ্য প্রার্থনা করিবে"।

সাহায্য প্রার্থনা।

করুণাময় জগদীশ্বরের অনুগ্রহে প্রায় বৎসরাতীত হইল, এই পার্ব্বত্য প্রদেশে একটী প্রার্থনা সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট উপাসনালয় না থাকায় সময়ে সময়ে উপাসনাদি কার্য্যের অনেক ব্যাঘাৎ হইয়া থাকে। সেই অভাব দূরীকরণ মানসে আমরা কতিপয় মহাত্মার আনুকূল্যে প্রায় ২৫০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু একটী উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৫০০ টাকা ব্যয় হইবে। তজ্জন্য আপনার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন যে, যাহাতে আমরা এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সহায়তা করেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি যাহা প্রদান করিবেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া দান প্রাপ্তি স্বীকার করিব। এই মহৎ কার্য্যে যিনি যে কিছু সাহায্য করিবেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক—দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কোং মেডিকেল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ সরকার "তিন ধরিয়া" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
তিনধরিয়া প্রার্থনা সমাজ। সহকারী সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু কেদারনাথ কুলভি	বাঁকুড়া	২৲
„ শম্ভুচন্দ্র নাগ	ঈশ্বরগঞ্জ	৩৲
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ কালীকৃষ্ণ দত্ত	বরাহনগর	।/১০
„ চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আজমির	৩৲
„ গুরুচরণ মহলানবিশ	কলিকাতা	১॥০
„ দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ বীরেশ্বর সেন	বর্দ্ধমান	৩৲
„ জহরীলাল পাইন	কলিকাতা	১৲
„ তারিণীপ্রসাদ রায়	ঐ	২৲
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক	ঐ	১।০
„ মোহিনীমোহন রায়	ঐ	৸০
মজুমদার কোম্পানি	ঐ	২॥০
বাবু ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	।০
„ হরকুমার রায় চৌধুরী	ঐ	১৲
„ কৃষ্ণদয়াল রায়	রংপুর	৩৲
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী মুখোপাধ্যায়	আজিমগঞ্জ	১৲
বাবু শীতলাদাস রায়	নিশ্চিন্দপুর	৩৲
„ মতিরাম মাইতি	কাঁথি	২৲
„ যদুনাথ রায়	রামপুরহাট	২॥৵০
„ কালীপ্রসন্ন দাস	কলিকাতা	২॥০
„ রাজেন্দ্রনাথ বল	ঐ	৩৲
„ উদয়রাম দাস	মিসা, আসাম	৩৲
শ্রীমতী দাক্ষায়ণী দেবী	কলিকাতা	১৲
বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার	ঐ	১৲
„ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	॥০
„ চাঁদমোহন মৈত্র	হিজলাবট	৩৲
„ কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	২॥০
„ নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র	ঐ	২৲
„ অন্নদাচরণ খাস্তগিরি	ঐ	১৲
„ ৺প্রমদাচরণ সেন	ঐ	২॥০
„ রজনীকান্ত নিয়োগী	ঐ	১৲
„ ত্রিপুরাচরণ রায়	রাঁচি	৩৸০
„ কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১।০
„ ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	১৲
„ দ্বারকানাথ মল্লিক	ঐ	২॥০
„ নন্দলাল মিত্র	ঐ	১৲
„ কানাইলাল পাইন	ঐ	১॥০
„ জগচ্চন্দ্র মজুমদার	কালীগঞ্জ	৩৷০
„ গুরুদয়াল সিংহ	কুমিল্লা	৩৲
„ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		২॥০

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ৭ই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা ।)

৮ম ভাগ । ২৪ সংখ্যা ।

১৬ই চৈত্র রবিবার, ১৮০৭ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭ ।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩
প্রতি সংখ্যা ৵০

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা ।

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি
তাঁরা ত চাহেনা আমারে ।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে
ফেলে যায় মরু মাঝারে ।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে ।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে ।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায় ভেঙ্গে সব যায়
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে ;—
সুখের আশায় মরি পিপাসায়
ডুবে মরি দুখ পাথারে,
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা
দেখিতে না পাই তোমারে ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ।)

অনেকে মনে করেন যে, স্বভাব অনুকূল হইলেই মানুষ চিরকাল সত্য ও ধর্ম্মের পথে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ ভাল—যাহার প্রকৃতি আপনা আপনিই ভাল তাহার ভাল থাকিবার জন্য কোনও ভয় নাই—তাহার পক্ষে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। আপাততঃ এ কথা শুনিতে বাস্তবিকই বেশ যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। মানুষ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দয়ার্দ্রহৃদয় ও পরোপকারী যদি হয়, তবে আর ধার্ম্মিকের কিছু লক্ষণ ত অবশিষ্ট থাকে না। ধর্ম্মে আর মানুষকে অধিক কি সুশোভিত করিতে পারে ? যে সকল সদ্গুণ থাকিলে মানুষ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, যদি স্বভাবতঃই —উপাসনা প্রার্থনাদি বিনা সহজেই—কেহ সেই সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত হয়, তাহা হইলে আর উপাসনার প্রয়োজন কি ? হঠাৎ ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না বটে, কিন্তু জগতে ইহার অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এমন অনেক যুবককে দেখা গিয়াছে, যাহারা ছাত্রাবস্থায় অধ্যয়নকালে অতিশয় সাধু ও সুনীতিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু যেমনই সংসারে প্রবেশ করিয়া আর আর বিভিন্ন প্রকৃতির দশ জন লোকের সঙ্গে মিশিলেন, অমনি তাঁহাদের সাধুভাব একটু একটু করিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাঁহারা ক্রমে দেশ কাল পাত্রের স্রোতে পড়িয়া স্খলিত-পদ হইয়া দুর্নীতি ও অসত্যের রাজ্যে ধীরে ধীরে নীত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা এক সময়ে দীন দুঃখীকে দেখিয়া চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া কঠিন হৃদয় হইয়া গেলেন এবং অপেক্ষাকৃত কোমল হৃদয় বন্ধুগণকে স্ত্রী-স্বভাব বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে বলিতেন,—"সংসারে অপরকে প্রতারণা করা অপেক্ষা স্বয়ং প্রতারিত হওয়া প্রার্থনীয়" তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া ঘোর স্বার্থের দাস হইয়া চারি দিকে স্বার্থের জাল বিস্তার করিয়া অপরকে তাহাতে জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিলেন। ফলতঃ ইহা ত হইবেই ; মানুষ যদি আপনার লক্ষ্য ঠিক্ না রাখিতে পারে, যদি আপনার জীবনে সেই পরম ন্যায়বান্ সত্য-স্বরূপের রক্ষক হস্ত দেখিতে না পায় ; যদি মানুষ আপনার জীবনের অভ্যন্তরালে সেই মহান্ ঈশ্বরের চিরজাগ্রত চক্ষু দেখিতে না চেষ্টা করে, তাহা হইলে পাপ প্রলোভন ও স্বার্থ প্রভৃতি মোহের বন্ধন ছেদন করিয়া জীবনপথে চলিয়া যাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। সংসারে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পণ্ডিতেরা এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াই বলিয়া গিয়াছেন,—"মানবের স্বাভাবিক সদ্গুণ যদি রাশি পরিমাণেও থাকে তাহাতে রক্ষা হইবে না, যদি সেই সমুদায় সদ্গুণরাশি ধর্ম্মভাব হইতে অনুস্যূত না হয়।"

বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি ।

প্রথম প্রস্তাব—জড়জগৎ।

মনে কর, পাঠক, তোমার শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগাতে বা অন্য কোন কারণে তুমি একটা ব্যথা অনুভব করিতেছ। এই ব্যথা বস্তুটা কি, একবার ভাবিয়া দেখ। শরীরে যে আঘাত লাগাতে ব্যথা উপস্থিত হইল, সেই আঘাতের নাম কি ব্যথা ? না। আঘাতে শরীরের যে স্থান আহত বা ক্ষত হইল সেই স্থানের নাম কি ব্যথা ? না। মৃত শরীরও এইরূপে ক্ষত বা আহত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যথা উপস্থিত হয় না। আঘাত বা ক্ষতপ্রযুক্ত স্নায়ুযন্ত্র বা মস্তিষ্কে যে কম্পন উপস্থিত হয়, তাহাও ব্যথা নহে। তাহা ব্যথা উপস্থিতির উপলক্ষ বা কারণ মাত্র ; এরূপ প্রক্রিয়ার সহিত ব্যথার

কোন সাদৃশ্য নাই। তবে ব্যথা কি? ব্যথা একটা অনুভূতি, একটা মানসিক ভাব বা অবস্থা। ব্যথার উপলক্ষ বা কারণ শরীরে ঘটে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যথা শরীরে নহে, মনে; ব্যথা শরীরের অবস্থা নহে, মনের অবস্থা। যদি তাহাই হইল, তবে বল দেখি ব্যথা মন ছাড়া থাকিতে পারে কি না? মনে থাকার অর্থ কি—না অনুভূত হওয়া; মন ব্যথা অনুভব করিতেছে, ইহারই নাম ব্যথা মনে আছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই মনছাড়া ব্যথা থাকিতে পারে কি না; কোনও মন অনুভব করিতেছে না, অথচ একটা ব্যথা আছে। ইহা কি কখনও সম্ভব, না ইহার কোন অর্থ আছে? না। ব্যথা অননুভূত অবস্থায় থাকিতে পারে না; অনুভূত হওয়াতেই ইহার অস্তিত্ব। ইহা আছে এই কথার অর্থই ইহা অনুভূত হইতেছে। মন ছাড়া ইহা থাকা অসম্ভব—অর্থশূন্য; ইহা মনেরই ভাব, মনেরই অনুভূতি মাত্র।

ব্যথার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, আরও কতকগুলি বস্তু সম্বন্ধে তাহা ঠিক খাটে যথা—সুখ, প্রীতি, ঘৃণা, রাগ, শ্রদ্ধা ভক্তি ইত্যাদি। এই সমস্তই ভাব,—মনের ভাব, মনের অবস্থা বিশেষ। ভাবুক বা ভাবানুভবকারী মন ছাড়া ভাবের অস্তিত্ব অসম্ভব, মন ছাড়া "মনের ভাব" বা "মনের অবস্থা" অর্থহীন।

সুখ, দুঃখ প্রভৃতি ভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্য অনেকগুলি বস্তু সম্বন্ধে তাহা খাটে। সাধারণতঃ লোকে উহাদিগকে ভাব বলে না; উহারা যে ভাব, তাহাও দর্শন বা বিজ্ঞানজ্ঞ কতিপয় লোক ছাড়া সাধারণে অবগত নহে। অথচ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। পাঠক স্থির ও সচিন্তমনে নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করিবেন।

প্রথমতঃ ঘ্রাণ। ঘ্রাণ কি? ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য পদার্থ হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র করিলে ইহার প্রকৃতি নিরূপণ সহজ হইবে। ইহার আনুষঙ্গিক পদার্থ কি কি দেখা যাক্। পুষ্প বা অন্য গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের পরমাণুসমূহ বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তথাকার স্নায়ুবিশেষে এক প্রকার কম্পন উপস্থিত হয়; এই কম্পন মস্তিষ্কে চালিত হইলেই মন ঘ্রাণানুভব করে। দেখা যাক্ এই সমুদায় পদার্থের মধ্যে ঘ্রাণ কোন্‌টী। প্রথমতঃ পুষ্পের রেণুসমূহ এই সমুদায় ঘ্রাণ নহে; ইহাদের সহিত ঘ্রাণের কোন সাদৃশ্য নাই; ইহারা যে ঘ্রাণের কারণ বা উপলক্ষ তাহাও আমরা ঘ্রাণানুভবের পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম না। তৎপরে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক গঠন,—ইহা স্পষ্টতঃই ঘ্রাণ নহে। তৃতীয়তঃ স্নায়ু ও মস্তিষ্ক, ইহারাও ঘ্রাণ নহে। অতঃপর স্নায়ু ও মস্তিষ্কে উৎপন্ন কম্পন, ইহাও ঘ্রাণ নহে, কম্পন আর ঘ্রাণ এক কথা নহে। এখন এই সমুদায় ছাড়িয়া দিলে থাকে কি? থাকে কেবল একটি মানসিক অনুভূতি, মানসিক ভাব, মানসিক অবস্থা; ইহারই নাম ঘ্রাণ। সুতরাং দেখা গেল যাহাকে সাধারণতঃ লোকে মন-ছাড়া অনুভব-নিরপেক্ষ একটি বাহ্য বস্তু বলিয়া মনে করে, তাহা একটি মানসিক ভাব, মানসিক অবস্থা মাত্র। অনুভব করাতেই যেমন ব্যথার অস্তিত্ব, তেমনি আঘ্রাণ করাতেই, অনুভব করাতেই ঘ্রাণের অস্তিত্ব। অননুভূত অবস্থায় ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব, অর্থহীন; মনে ভিন্ন অন্যত্র ইহা থাকিতে পারে না। অনাঘ্রাত গন্ধ একটি অসঙ্গত বাক্য মাত্র। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ঘ্রাণ একটি মনের অবস্থা বিশেষ বটে, কিন্তু ইহার কারণ মনের বাহিরে, বাহ্য বস্তুতে; এস্থলে এই কথার উত্তর এই যে সম্প্রতি ঘ্রাণের কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, ঘ্রাণ কি তাহাই আলোচ্য। ঘ্রাণ যে একটি মানসিক অনুভূতি মাত্র তাহা পাঠক কিঞ্চিৎ ভাবিলেই বুঝিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ স্বাদ,—মিষ্ট, অম্ল, তিক্ত, ঝাল প্রভৃতি। ভক্ষ্য বস্তুর সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহ মুখস্থিত লালা রসে গলিত হইয়া স্নায়ু বিশেষে কম্পন উৎপাদন করে, সেই কম্পন মস্তিষ্কে চালিত হইলেই মন স্বাদানুভব করে; ঘ্রাণের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহার প্রত্যেক কথা স্বাদের সম্বন্ধে খাটে। পাঠক পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক রসনাকে পরীক্ষা করিবেন; করিলে স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিবেন স্বাদ মানসিক অবস্থা বিশেষ মাত্র; অনুভবকারী মনে ভিন্ন অন্যত্র ইহার অবস্থান অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ শব্দ। প্রাকৃতিক শক্তির আঘাতে বায়ু মধ্যে এক প্রকার তরঙ্গ উত্থিত হওতঃ কর্ণের অভ্যন্তরস্থ পটহে আহত হইলে স্নায়ু বিশেষে কম্পন উৎপন্ন হয়; সেই কম্পন মস্তিষ্কে চালিত হইলেই শব্দানুভব হয়। এখানেও পূর্ব্বোক্ত প্রণালী প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত মীমাংসায়ই উপস্থিত হইতে হয়। বায়ুর তরঙ্গ শব্দ নহে; তরঙ্গ শ্রুত বা শ্রবণীয় বিষয় নহে, বায়ু শ্রুত বিষয়। শ্রবণেন্দ্রিয়, স্নায়ুযন্ত্রও মস্তিষ্কও শব্দ নহে। পটহে আঘাত শব্দ নহে, স্নায়বিক কম্পনও শব্দ নহে; সুতরাং এই সমুদায় আনুষঙ্গিক পদার্থের সংযোগে মনে যে ভাব বা বোধ উৎপন্ন হয় তাহাই শব্দ; শব্দ মানসিক অবস্থা মাত্র।

চতুর্থতঃ স্পর্শবোধ—উষ্ণতা শীতলতা, মসৃণতা কর্কশতা। স্পর্শানুভবের সঙ্গে সঙ্গে তিনটী বিষয় মনে পড়ে—(১) আমাদের শরীর, (২) বর্ণ; বিস্তৃতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয়-ঘটিত অপর একটি বস্তু, (৩) এই দুয়ের সংযোগে উৎপন্ন একটি মানসিক অবস্থা। এই তিনটী বিষয়ের মধ্যে তৃতীয়টীই যে সাক্ষাৎ স্পর্শের বিষয় তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। এই মানসিক অবস্থাটি মন-নিরপেক্ষ হইয়া থাকা যে অসম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য। কেবল স্পর্শ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শৈত্য ও উষ্ণত্ব সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যাইতে পারে। অগ্নির নৈকট্য বশতঃ আমি যে উষ্ণতা অনুভব করি, তাহা আমাতে না বাহিরে? অগ্নি প্রভৃতি বস্তুর সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহের অতি ত্বরিত আন্দোলন ইথার যোগে আমাদের শরীরে পরিচালিত হওতঃ স্নায়বিক কম্পন উৎপন্ন হইলেই আমরা উত্তাপানুভব করি। পাঠক ভাবিয়া দেখুন আমাদের অনুভূত উত্তাপ কি। পরমাণু বা ইথারের আন্দোলন প্রকৃতার্থে উত্তাপ নহে; বিজ্ঞান ইহাকে উত্তাপ নাম দিতে পারে, কিন্তু আমরা যাহাকে অনুভব করিয়া উত্তাপ নাম দিই, উক্ত উত্তাপ এই উত্তাপের কারণ বা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা মাত্র, আমা-

দের অনুভূত উত্তাপের সহিত উহার কোন সাদৃশ্য নাই। অতঃপর স্নায়বিক কম্পন, ইহাও উত্তাপ নহে। ইহা উত্তাপের আনুসঙ্গিক ঘটনা মাত্র। তৎপর থাকে কেবল একটি ইন্দ্রিয়বোধ, একটী মানসিক অবস্থা, ইহাকেই আমরা উত্তাপ বলি। বলা বাহুল্য যে এই মানসিক অবস্থা মন-বিচ্যুত হইয়া থাকা অসম্ভব। শীতলতা সম্বন্ধে আর স্বতন্ত্ররূপে বলিবার প্রয়োজন নাই, এবং পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিলে ইহাও স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে যে মসৃণতা ও কর্কশতাও ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পঞ্চমতঃ বর্ণ। সূর্য্য প্রভৃতি দীপ্তিমান পদার্থের পরমাণুসমূহ সর্ব্বদা আন্দোলিত অবস্থায় থাকে এবং ইহারা আকাশব্যাপী ইথারে আন্দোলন উৎপাদন করে, এই আন্দোলনেরই বৈজ্ঞানিক নাম আলোক। এই আন্দোলন আমাদের চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুবিশেষে আহত হইলে আমরা বর্ণানুভব করি। যেখানে আলোক নাই সেখানে বর্ণও নাই, তাহা বিজ্ঞানবিৎমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। এখন দেখা যাক্ বর্ণ কি? প্রথমতঃ আকাশব্যাপী ইথার, ইহা বর্ণ হীন অদৃশ্য পদার্থ, ইহা স্পষ্টতঃই বর্ণ নহে। তৎপর ইথারের আন্দোলন, ইহাও বর্ণ নহে; অদৃশ্য পদার্থের আন্দোলন আর দৃশ্য বর্ণ এই দুয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। তৎপর এই আন্দোলনোৎপন্ন স্নায়বিক কম্পন, ইহাই বা কিরূপে বর্ণ হইবে? তার পর যাহা রহিল তাহা কেবল একটি মানসিক অনুভূতি, একটি মানসিক অবস্থা, ইহাই বর্ণ। সুতরাং বর্ণ একটি ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র, মানসিক অবস্থা মাত্র। পাঠক আপত্তি করিতে পারেন যে আমরাতো আমাদের শরীর হইতে পৃথক এবং অল্লাধিক দূরস্থিত পদার্থে বর্ণ দেখিতে পাই, তবে আর বর্ণকে মানসিক অবস্থা বলিব কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, আমরা যে দূরস্থিত পদার্থ দেখিতে পাই ইহা একটি লৌকিক ভ্রম, দার্শনিক মাত্রেই এই বিশ্বাসের ভ্রান্ততা জ্ঞাত আছেন। আমরা আমাদের চক্ষুসংলগ্ন বিষয় ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। আমরা যাহা কিছু দেখি তাহা যতই কেন দূরস্থিত বলিয়া বোধ হউক না, তাহা আমাদের চক্ষু-সংলগ্ন চিত্র ব্যতিত আর কিছুই নহে। দৃষ্ট বস্তু যে দূরস্থিত বলিয়া বোধ হয় তাহা অভিজ্ঞতা বা ভাবযোগের ফল। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাশূন্য ব্যক্তির নিকট সকল বস্তুই চক্ষু-সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়। জন্মান্ধ ব্যক্তি অস্ত্র চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলে সমুদয় বস্তুই প্রথমতঃ চক্ষুসংলগ্ন দেখিতে পায়, তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। শিশুদিগের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাও বোধ হয় তদনুরূপই, তাহাতেই বোধ হয় শিশুগণ হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে যায়। আমরা অনেক স্থলেই দেখি আমাদের দৃষ্ট চিত্রের সহিত সংসৃষ্ট যে স্পৃশ্য বস্তু, তাহা স্পর্শ করিতে হইলে অল্লাধিক দূরে যাইতে হয়; এই দূরত্বের পরিমাণানুসারে দৃশ্য চিত্রের বর্ণের ও তারতম্য হয়; এই বর্ণের তারতম্য দেখিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে আমরা আমাদের দৃশ্য চিত্র হইতেই দূরত্ব স্থির করিতে শিক্ষা করি। আশৈশব অভ্যাসবশতঃ এই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান সাক্ষাৎ সহজ জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয়। যাহা হউক, এই বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচন পরে করা যাইবে। চক্ষু দ্বারা যে দূরত্বানুভব অসম্ভব তাহার সহজ যুক্তি এই:—দূরত্ব চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত একটি সরল রেখা; এই রেখার এক প্রান্ত চক্ষুসংলগ্ন, অপরপ্রান্ত চক্ষুর ঠিক সম্মুখে অল্লাধিক দূরে অবস্থিত। ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে রেখার এই অপর প্রান্ত চক্ষুর অদৃশ্য। এরূপ রেখার বিস্তার দর্শন বা কেবল চক্ষু দ্বারা বিস্তৃতির পরিমাণ জ্ঞান অসম্ভব; এই রেখার যে প্রান্ত চক্ষু সংলগ্ন, কেবল তাহাই দৃষ্টির বিষয়ীভূত, কেবল তাহাই দেখা সম্ভব। সুতরাং সাক্ষাৎ দর্শন দ্বারা দূরত্বানুভূতি অসম্ভব।

ষষ্ঠতঃ কঠিন ও কোমলতা। আমার সম্মুখস্থিত টেবিল কঠিন, ইহার অর্থ কি? ইহাকে কোন অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইহাতে বল প্রয়োগ করিলে আমরা কি অনুভব করি? বর্ণ স্পর্শ প্রভৃতি পূর্ব্বালোচিত বিষয় ছাড়িয়া দিলে এস্থলে দুটী বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, (১) আমার মাংসপেশী সম্বন্ধীয় একটি অনুভব, যাহাকে Muscular Sensation বলা হয়, (২) এই ইন্দ্রিয়বোধোৎপাদক একটি বাহ্যিক শক্তি। প্রথমোক্ত বিষয়টিই সার্ব্বভৌমভাবে অনুভূত হয়, এবং ইহা স্পষ্টতঃই ইন্দ্রিয় বিচ্যুত মন-বিচ্যুত হইয়া থাকিতে অক্ষম। দ্বিতীয়টি বিশ্বাস যুক্তি বা সংস্কারের ফল, কোন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ বিষয় নহে, সুতরাং ইহার আলোচনা সম্প্রতি পরিত্যক্ত হইল। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কঠিনতা ও কোমলতা আমাদের মাংস পৈশিক বোধের আধিক্য ও অল্পতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন বস্তু কঠিন, ইহার অর্থ এই যে ইহার সংযোগে অধিক পরিমাণে মাংসপৈশিক বোধ উৎপন্ন হয়; কোন বস্তু কোমল, ইহার অর্থ এই যে ইহার সংযোগে অল্প পরিমাণ মাংসপৈশিক বোধ উৎপন্ন হয়।

সপ্তমতঃ বিস্তৃতি বা দেশ (Extension or Space.)। বর্ণ এবং স্পর্শবোধের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃতি বা দেশ নামক একটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। যখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবোধ বা স্পর্শবোধ এককালে (simultaneously) অনুভূত হয়, তখনই আমরা তৎসঙ্গে বিস্তৃতি অনুভব করি। বর্ণ এবং স্পর্শবোধের সঙ্গে বিস্তৃতিবোধ নিত্য জড়িত; বিস্তৃতি শূন্য বর্ণ বা বিস্তৃতি শূন্য স্পর্শবোধ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু অপরদিকে ইহাও সত্য যে বর্ণ বা স্পর্শবোধ শূন্য বিস্তৃতিও আমরা কল্পনা করিতে পারি না। স্বতন্ত্র নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতি নামক কোন বস্তু আমরা কখনো অনুভব করি না, এবং কল্পনাও করিতে পারি না; আমাদের জ্ঞাত ও কল্পনীয় বিস্তৃতি বর্ণবিশিষ্ট বিস্তৃতি বা স্পর্শবোধ-বিশিষ্ট বিস্তৃতি। বর্ণ এবং স্পর্শবোধ ছাড়িয়া দিলে বিস্তৃতির কোন অর্থই থাকে না। কিন্তু বর্ণ ও স্পর্শবোধ মানসিক পদার্থ; সুতরাং ইহাদের সহিত অবিভাজ্য যে বিস্তৃতি তাহাও স্পষ্টতঃই মানসিক পদার্থ। বিস্তৃতিকে আমরা ইন্দ্রিয়বোধ বলিতেছি না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়বোধের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি আছে, তদ্দ্বারা ইহাকে অন্য ইন্দ্রিয়বোধ হইতে পৃথক করা যায়, বিস্তৃতির সেরূপ কোন প্রকৃতি নাই। ইহা কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধের মিলিত

নিত্য জড়িত; ইহাকে ছাড়িয়া মন কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং ইহাকে সেই সকল ইন্দ্রিয় বোধের মানসিক condition বা form বলা যাইতে পারে। কোন বিস্তৃত বস্তু বা দৃশ্য দেখিলেই আমাদের আপাততঃ বোধ হয় ইহা আমাদের মন-নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র বাহ্য বস্তু; কিন্তু প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে উক্ত বস্তু বা দৃশ্য কেবল শরীরের সম্বন্ধেই বাহির, মনের সম্বন্ধে বাহির নহে। আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মধ্যে আমাদের শরীরও একটি; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ প্রত্যেকে পরস্পরের বাহির, অর্থাৎ পরস্পর হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র, সুতরাং শরীর হইতেও পৃথক্, স্বতন্ত্র। কিন্তু মনের পক্ষে কোন বস্তুই বাহির নহে, সমুদায়ই মনের জ্ঞান ও অনুভবের অন্তর্গত। দেশ (space) ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে পরস্পর হইতে পৃথক করে। কিন্তু মন হইতে পৃথক করে না; দেশ ইন্দ্রিয় বিষয়-জ্ঞানের মানসিক condition মাত্র, সুতরাং মনেরই নিজস্ব বস্তু। এই বিষয়ে আরও বিস্তৃতরূপে পরে লিখিত হইবে।

অষ্টমতঃ কাল। বিস্তৃতি বা দেশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, কাল সম্বন্ধে তাহার প্রায় প্রত্যেক কথাই খাটে। দেশ যেমন ইন্দ্রিয়বোধ অনুভবের একটী মানসিক condition বা form, কালও তেমনি ইন্দ্রিয়বোধ অনুভবের একটি মানসিক conditon বা form; কিন্তু দেশ অপেক্ষা কালের কার্য্য আরও বিস্তৃত; দেশ কোন কোন ইন্দ্রিয়বোধের condition কাল সমুদায় ইন্দ্রিয় বোধেরই condition; সমুদায় ইন্দ্রিয়বোধই কালে অনুভূত হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবোধ বা স্পর্শবোধ যখন একত্রে অনুভূত হয়, তখনই আমরা তাহাদের মধ্যে বিস্তৃতি অনুভব করি; ইন্দ্রিয়বোধ মাত্রই যখন পরে পরে ঘটে, তখন আমরা তাহাদের মধ্যে কাল অনুভব করি। কাল ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়বোধ অনুভূত হয় না; তেমনই আবার ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতীত কারণ অনুভূত হয় না; পরম্পরাগত ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়িয়াদিলে কালের কোন অর্থই থাকে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ মানসিক পদার্থ; মনই ইন্দ্রিয়বোধের আধার, মনই ইন্দ্রিয়বোধাবির্ভাবের ক্ষেত্র; সুতরাং কাল ও মানসিক বিষয়, মন বহির্ভূত কোন বিষয় নহে।

পাঠক একটু ভাবিলেই দেখিবেন, যে সকল উপকরণে জড়-বস্তু গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকটীই কোন মানসিক ভাব বা মানসিক condition; তাহাদের অস্তিত্ব আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব মন-সাপেক্ষ, অনুভব সাপেক্ষ; মনকে ছাড়িয়া তাহাদের কোন্ অস্তিত্ব নাই; আত্মাকে অবলম্বন না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। এই সকল ইন্দ্রিয়বোধ কি কি মানসিক নিয়মানুসারে সম্মিলিত হইয়া বিবিধ জড়বস্তু-রূপে পরিণত হয়, তাহা আমরা যথাস্থানে প্রদর্শন করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটি ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের পরবর্ত্তী প্রস্তাবে দেখাইব যে, পূর্ব্বোক্ত জড়োপ-করণসমূহ মানসিকভাব বা condition; মন-নিরপেক্ষ বিষয় নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যদি কেহ সম্পূর্ণ সন্তোষলাভ না করিয়া থাকেন, আশা করি এই প্রণালীতে তাঁহারা অধিকতর

ব্রহ্মকৃপা ও সাধন।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বোধ হইতেছে, ত্বরায় বারিধারায় পৃথিবীপৃষ্ঠ প্লাবিত হইবে—প্রাণীগণের তপ্তদেহ শীতল হইবে। কিন্তু তাহা হইল না; মেঘ বারিদানে পরাঙ্মুখ হইল। এই অবস্থায় তৃষিতচাতক কি করে? সে ডাকিয়া ডাকিয়া আকাশের নিস্তব্ধতা বিনষ্ট করিয়া এ দিক হইতে ও দিকে ছুটিতে থাকে। স্ফটিক জল স্ফটিক জল করিয়া গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে থাকে, কিন্তু ডাকিতে নিবৃত্ত হয় না। সে জানে আকাশ হইতে বারিধারা পতিত না হইলে তাহার পিপাসা নিবৃত্তির আর উপায় নাই। যতক্ষণ না মেঘ বারি বর্ষণ করিবে, ততক্ষণ সে এই প্রকার চীৎকার করিয়াই দিন কাটাইবে। সে এই মেঘ—বারিরই অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিবে। কিন্তু অন্যত্র হইতে বারি গ্রহণপূর্ব্বক পিপাসা দূর করিবার চেষ্টা পাইবে না কারণ সে জলপান করা তাহার স্বভাব নয় এবং তাহাতে তাহার পিপাসার শান্তিও হইবে না। যদি এমন হইত যে, এই বারির পরিবর্ত্তে অন্য বারি পান করিলেও চলিত, তবে না হয় সে স্ফটিক-জলের আশা ছাড়িয়া অন্যরূপ অপরিষ্কৃত জল দ্বারাই তৃষ্ণার শান্তি করিত, কিন্তু সে পথ যখন বন্ধ, তখন সে আর কি করিবে? মেঘের কৃপার অপেক্ষা করা ভিন্ন তাহার ত আর কিছুই করিবার নাই, সে ডাকিতে পারে চীৎকার করিতে পারে। কিন্তু অভিমানপূর্ব্বক বা অসহিষ্ণু হইয়া অন্যত্র হইতে পিপাসা দূর করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। চাতক পক্ষীর সম্বন্ধে যেমন মেঘ বারি বর্ষণ না করিলে তাহার পিপাসা নিবৃত্তির আর উপায় নাই; তাহাকে যেমন মেঘের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়; পিপাসিত মানবাত্মার পক্ষেও তাহাই ঘটে। পিপাসিত প্রাণ প্রাণপণে সেই দীনবন্ধুর প্রেমের ভিখারী হইয়া তাঁহাকে ডাকিতেই পারে, কিন্তু যতক্ষণ তিনি কৃপা করিয়া প্রেমবারি আত্মায় বর্ষণ না করেন, ততক্ষণ তাহার কি করিবার আছে?

সে জানে এই প্রেমজল বিনা তাঁহার তৃষ্ণা যাইবে না এবং সে জানে আমার এমন কোনও বলও নাই যে, জোর করিয়া এই প্রেমজলের উৎস আবিষ্কার করি, কিম্বা তাহা লাভ করি, তাহার পক্ষে অপেক্ষা করা ভিন্ন সেই প্রেমসিন্ধুর করুণার উপর নির্ভর করা ভিন্ন ত অন্য উপায় নাই। অভিমান করিয়া সে কি ঈশ্বরের দ্বার পরিত্যাগ করিতে পারে? অসহিষ্ণু হইয়া অন্য মলিন জলে কি প্রাণের পিপাসা শান্তি করিতে তাহার চেষ্টা করা উচিত? না। সে তাহা পারে না। যে জানিয়াছে, এই প্রেমজল ভিন্ন আমার উপায় নাই—এই জল না পাইলে শান্তি নাই, সে কেমন করিয়া অন্যত্র যাইবে। যে জানে দাতা প্রেমজল দান করিলেই পাইতে পারিবে—নিজের চাওয়া ভিন্ন অন্য কিছু করিবার নাই—তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। দাতার প্রতি সন্দেহ করা বা তাঁহার উপর অভিমান করা ভিক্ষুকের পক্ষে শোভা পায় না। যাহার পাইলে ভাল হয়, না পাইলেও তত ক্ষতি নাই, সেই বরং একদিন এইরূপ অভিমান করিতে পারে—সেই বরং অস-

যে শুষ্ককণ্ঠ সংসার—যাহাকে শান্তি দিতে পারে না—অগণ্য ধনরাশি যাহার পিপাসার শান্তি করিতে সমর্থ হয় না, সে কি করিবে, পড়িয়া পড়িয়া ডাকা ভিন্ন তাহার অন্য উপায় নাই। সে অন্য দ্বারে যায় না, যাইতে পারে না। যতক্ষণ চিত্তাকাশে ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ না হয়, যতক্ষণ সেই প্রেমদাতা প্রাণে প্রেমবারি সিঞ্চন না করেন, ততক্ষণ তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকাই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় যে অসহিষ্ণু হইয়া অন্য কৃত্রিম উপায়ে প্রাণের পিপাসাশান্তি করিতে যায়, তাহার পিপাসার আর তৃপ্তি হয় না—সে আত্মপ্রতারিত—প্রেমবারির উৎস ছাড়িয়া মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাৎ গমন করে, সুতরাং যাওয়াই তাহার পক্ষে সার হয়, পিপাসার আর নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু অধিকাংশ সময় সংসারে মানুষ তাহাই করিয়া থাকে; পিপাসিত প্রাণ ও শুষ্ককণ্ঠ লইয়া ঈশ্বরের দ্বারে যায়, দু চার বার ডাকে, দুই দশ বৎসর অপেক্ষা করে,—শেষে আর পারে না, হইল না বলিয়া সে দ্বার পরিত্যাগ করে। অন্যত্র গমন করিয়া প্রাণের পিপাসার শান্তি করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তদ্দ্বারা দগ্ধ প্রাণের জ্বালা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবার আশা কোথায়? হে মানব! তুমি যদি জানিয়া থাক, প্রেমময়ের প্রেমবারি ভিন্ন তোমার উপায় নাই, তোমার প্রাণ অন্য বারিতে শান্তি পাইবে না, তবে সেই চাতকের মত পড়িয়া ডাকা ভিন্ন তোমার আর কি করিবার আছে। যখন উপযুক্ত সময় আসিবে, দাতা তখনই দান করিবেন। সুতরাং অসহিষ্ণু হওয়া তোমার পক্ষে শ্রেয় নয়। চাওয়া তোমার কাজ, তুমি তাহাই করিতে পার। দেওয়া দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সুতরাং যতক্ষণ তিনি না দেন ততক্ষণ এ দ্বার ছাড়া তোমার উচিত নয় এবং অন্য প্রকারে পিপাসা শান্তি করিবার চেষ্টাও বৃথা।

উপরে সাধকের জীবনের যে অবস্থার উল্লেখ করা গেল, বাস্তবিক কি তাহা হয়? যিনি প্রেমময় মঙ্গলময় পরমেশ্বর, যে তাঁহাকে চায় না তাহারও প্রাণের দুর্গতি দূর করিবার জন্য যিনি ব্যস্ত; যে তাঁহার পথ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে বিপথে লইয়া গিয়াছে, তাহাকেও সুপথে আনিবার জন্য যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার বিরাম নাই; যাঁহার মঙ্গল হস্ত অবিরত পিপাসিত প্রাণের অশান্তি নিবারণ করিতে প্রেমবারি বর্ষণ করিতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা কি খাটে যে, তাঁহাকে ডাকিয়াও মানুষ পায় না! তৃষিত হইয়াও পিপাসিত প্রাণে শান্তি পায় না! বাস্তবিক তাঁহার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। একথা যখন নিশ্চয় যে, আমরা এমন দাতার দ্বারে আছি, যিনি কখনও দানে বিরত নহেন—দান করিতে কাতর নহেন—তাঁহার শক্তিরও অভাব নাই তখন অবশ্যই কারণান্তর স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক তাঁহার প্রকাশের বিরাম নাই—তাঁহার দানেরও বিরাম নাই—আমরা তাহা গ্রহণ করিবার ও পাইবার উপযুক্ত অবস্থায় গেলেই পাইতে পারিব। আমরা এমনই অসহিষ্ণু যে, দুই চারি বার ডাকিয়াই মনে করি যথেষ্ট হইল, আর পারি না, অন্য প্রকারে আমোদ প্রমোদ করিয়া প্রাণের জ্বালা শান্তি করিতে চেষ্টা করি।

দুইটী ক্রিয়ার উপর এই ব্রহ্মপ্রেম অনুভব করিবার—এই প্রেমময়ের প্রকাশ প্রাণে পাইবার সম্ভাবনা আছে। এক ব্রহ্মকৃপা অপর আত্মচেষ্টা। এই দুই যখন মিলিত হয়, তখনই মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার প্রেম প্রাণে পাইতে পারে। প্রেমময়ের কৃপার যখন বিরাম নাই, তখন ইহাই বলা উচিত, মানব নিজ ত্রুটিতেই সেই প্রেম পাইতেছে না। যখন জোয়ারের প্রবল স্রোত আসিয়া গঙ্গার সমস্ত খাতকে পূর্ণ করিয়া ফেলে, বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া তীর অতিক্রম করিবার উপক্রম করে, তখন যদি নদীর সহিত সংযুক্ত খালের মুখ কেহ বন্ধ করিয়া রাখে, সে কি সেই জোয়ারের কোন প্রভাব অনুভব করিতে পারে? গঙ্গায় জোয়ার আসার সহিত তাহার কি কোন সম্পর্ক আছে? তাহার পক্ষে জোয়ার আসা না আসা দুই সমান। কলিকাতায় যাঁহারা কবাটযুক্ত খালের মুখে গমনাগমন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, জোয়ারের প্রবল স্রোতে সমস্ত গঙ্গাগর্ভ পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু খালে সে জল প্রবেশ করিতেছে না, কারণ মুখের কবাট বন্ধ রহিয়াছে। এখানে যদি কেহ গঙ্গার প্রতি দোষারোপ করে যে, তাহার এমন শক্তি নাই যে এই ক্ষুদ্র খালের শুষ্কতা দূর করিতে পারে; যদি কেহ বলে যে, গঙ্গা নিষ্ঠুর হইয়া খালের অভাব মোচন করিতেছেন না; তাহার এই প্রকার উক্তির উত্তর দেওয়া যেমন সহজ। এখানে গঙ্গার প্রবল স্রোত থাকাতেও যেমন খালে সে জল প্রবিষ্ট হইতে পারে না—তেমনি বলা যায় ঈশ্বর কৃপার বিরাম নাই; তিনি কখনও প্রেমজল দিতে হস্ত সঙ্কুচিত করেন না। কিন্তু যে গ্রহণ করিবে সেই তাহার হৃদয় দ্বারে এমন কিছু বাধা রাখিয়া দিয়াছে, এমন কিছু প্রতিকূলতা তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে, যদ্দ্বারা তাহার প্রাণে সেই বারি প্রবেশের পথ পাইতেছে না। প্রবেশপথের অভাবেই তাহার প্রাণের তৃষ্ণা যাইতেছে না, কিন্তু জলের অভাব নাই। দাতা একদিকে যেমন চিরমুক্তহস্ত তেমনি তাঁহার ভাণ্ডার চিরপূর্ণ; সুতরাং তিনি দিতেছেন না, এমন কথা বলা বা তাঁহার দিবার ইচ্ছা নাই এমন কথা বলা কাহারও পক্ষে শোভা পায় না। এস্থলে প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখা উচিত আমার যাহা করা উচিত, আমি তাহা করিতেছি কি না—আমি আমার প্রাণের দ্বার নিয়ত খুলিয়া রাখিতেছি কি না। এই প্রেমবারি আসিবার পথে মানব নানাপ্রকার বিঘ্ন রাখিয়া দেয়, সে সমুদায় এক এক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সর্ব্বদা অনুসন্ধিৎসু হইয়া আপনার প্রাণের গভীর স্থানে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, আমি এমন কিছু বাধার সৃষ্টি করিয়াছি কিনা যাহার প্রতিকূলতায় সেই প্রেমবারি প্রাণে আসিতে পথ পায় না। সর্ব্বদাই দৃষ্টিকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। যাহা কিছু সেই প্রেম-প্রকাশের অন্তরায় বিবেচিত হইবে, যদি তাহা পরিত্যাগ করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য অলস হওয়া যায়, যদি পার্থিবসুখপ্রিয়তা বা অন্যপ্রকার কোন লাভাকাঙ্ক্ষা প্রাণে আসিয়া সেই প্রতিকূলতা দূর করিতে অনিচ্ছা বা চেষ্টার শৈথিল্য হয়, তবে আর সেই প্রেমময়ের প্রকাশ প্রাণে অনুভব করার আশা কিরূপে করা যাইতে পারে। সুতরাং যখন আমরা দেখি, সেই প্রেমময়ের প্রেমে প্রাণ পরিপূর্ণ হইলে মানুষের যে অবস্থা হওয়া উচিত সেই অবস্থা হইতেছে না, তখন যেন ইহাই ভাবি, দাতার ইহাতে অনিচ্ছা বা অসামর্থ্য নাই। তিনি তাঁহার

যাহা করণীয়, তাহা করিয়া রাখিয়াছেন। আমরাই আমাদের হৃদয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। দাতার দানের ইচ্ছা এবং গ্রহণকর্ত্তার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা এক হইলেই কার্য্য হয়। মানবাত্মার কল্যাণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহা দিতে কখনই অপ্রস্তুত নহেন; সুতরাং যখনই মানুষ সেই ইচ্ছাধীন হইয়া তাঁহার বিধিকে শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার পথ অনুসরণ করে, তখনই আত্মায় প্রেমময়ের প্রকাশ দেখিয়া প্রেমে আপন প্রাণ প্লাবিত দেখিতে পায়। তখনই সে বাস্তবিক সার ধন পাইয়া ধনী হইতে পারে।

সিটি কলেজ গৃহে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম।

রমণীর অবরোধ প্রথা।

অদ্য আমরা যে বিষয়টীর আলোচনা করিব সেটি অতি পুরাতন। এ বিষয় লইয়া যে পুনরায় আলোচনা করিতে হইবে তাহা আমি কখন ভাবি নাই। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার মান্দ্রাজ গমন করিয়াছিলাম; সেখানকার লোকে আমাদের সমাজিক প্রথা সম্বন্ধে আমায় একটি বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন; আমি তখন তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমাদের দেশে এমন একজন কলেজের যুবক আপনারা খুঁজিয়া পাইবেন না, যে কোন প্রকাশ্য স্থলে "বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ হওয়া অবৈধ" এই মত প্রকাশ করিতে সাহসী হয়; সে জানে, যে, সংস্কারের পক্ষে আমাদের দেশের চিন্তাস্রোত এতদূর প্রবাহিত হইয়াছে যে, প্রকাশ্য স্থলে এরূপ মত প্রকাশ করিলে তাহার পক্ষে রাস্তায় বাহির হওয়া সুকঠিন হইবে। যখন আমি একথা বলিয়াছিলাম তখন একবারও ভাবি নাই যে, যাঁহারা শিক্ষার অভিমান করেন তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই এক দল এই স্রোত প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। যখন এই স্রোত প্রতিরোধ করিবার উদ্যোগ হইতেছে তখন এ সব বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে স্বভাবতই লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের এ বিষয়ে কিরূপ মত ছিল। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধেও সেই প্রশ্ন উঠিতে পারে।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মত এক স্থানে আবদ্ধ নাই, নানাপুস্তকে বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে; সেই সকল সংগ্রহ করিলে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত সাহিত্য মহাসমুদ্রবৎ; প্রায় এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার বিপক্ষ বা সপক্ষের মত ইহা হইতে উদ্ধার করা যায় না। মনু—যাঁহার শাস্ত্র এই দেশে অত্যন্ত প্রচলিত সেই মনুর সংহিতাতেই স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মত সকল দেখিতে পাওয়া যায়। শকুন্তলা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তাহার একস্থানে দুষ্মন্ত রাজ সভায় বসিয়া সঙ্গীতের স্বর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এস্বর কোথা হইতে আসিতেছে। 'উত্তর পাইলেন, রাজ্ঞী হংসাবতী স্বরালাপ করিতেছেন'। ইহাতেই বুঝা যায় কালিদাসের সময়ে ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকেরাও সংগীত শিক্ষা করিতেন। রঘুবংশ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, দীলিপ যখন তাঁহার রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিতেছেন,তখন রাজা ও রাজ্ঞী দুইজনেই পথিকদিগকে বৃক্ষ সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এইরূপ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তখনকার হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা ছিল না এবং তাঁহারা সংগীত প্রভৃতি শিক্ষা করিতেও লজ্জা বোধ করিতেন না।

প্রাচীন গ্রন্থ সকল হইতে এরূপ অনুমান হয় যে, পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল না, এখনও ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের হিন্দুদিগের মধ্যে বঙ্গদেশের ন্যায় অবরোধ প্রথা নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। যদি আপনারা কোন মহারাষ্ট্রীয়ের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাহা হইলে দ্বারদেশেই তাঁহার মাতা ভগিনী বা স্ত্রীর সহিত আপনাদিগের সাক্ষাৎ হইবে; তাঁহারাই হয়ত আপনাদিগকে বাটীর ভিতর যাইবার পথ দেখাইয়া দিবেন। যদি কোন মহারাষ্ট্রীয় কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহার স্ত্রী কোন দ্রব্য পরিবেশন না করেন তাহা হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আপনাকে অপমানিত বোধ করেন। একটি ছোট গল্প বলি তাহা হইলেই আপনারা তাহাদিগের প্রথা বুঝিতে পারিবেন। আমার বন্ধু মিঃ চন্দ্রবরকার, যিনি সেদিন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তিনি একবার আমাকে নিমন্ত্রণ করেন; তাহার বাটী গমন করিয়া একটা ঘরে বসিয়া তাহাতে আমাতে গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় একটা মহিলা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। মিঃ চন্দবরকার তাহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই দেখুন আমার স্ত্রী। আমি দেখিলাম এবং তাঁহার স্ত্রী চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি যে আপনার স্ত্রীকে দেখিয়াছি তাহাতে আপনি লজ্জা বোধ করেন না? তিনি প্রথমে আমার কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পর আমি যখন বলিলাম যে, আমাদের দেশে অপর লোক স্ত্রীর মুখ দেখিলে আমরা লজ্জাবোধ করি, তিনি তখন হাসিয়া বলিলেন "O foolish" কি নির্ব্বোধ!!! সে দেশে পরিবারের সকলেই ভাদ্রবধু ভাসুর, শ্বশুর প্রভৃতির সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতে লজ্জাবোধ করেন না। বধুর পৃষ্ঠে হাত দিয়া শ্বশুর বলিতেছেন যে, তুমি লজ্জা বোধ করো না। বধুর পৃষ্ঠে হাত দিয়া শ্বশুর বলিতেছেন যে তুমি লজ্জা করিয়া খাইও না। আমি এক মহারাষ্ট্রীয়ের গৃহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনাদের দেশে সধবা স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র কি চিহ্ন আছে। তাহাতে তাঁহাদের বাটীর কর্ত্তা বলিলেন গলায় একপ্রকার মালা এবং কপালে ফোঁটা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কিসের মালা? তাহাতে তিনি তাঁহার ভাদ্রবধুকে ডাকিয়া আমায় মালা দেখাইলেন এবং বলিলেন বলদেখি কিসের মালা? আমি দূর হইতে দেখিতেছি, এমন সময় তিনি হাসিয়া বলিলেন আরে, মশায় পরীক্ষা করিয়া দেখুন না, উনিত আর আগুন নন্'। Examine it man, she is not fire! কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মুসলমান সম্রাটদিগের প্রাধান্য হইতে

বহুদূরে অবস্থান করাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে এপ্রথা সম্যক-রূপে প্রচলিত হয় নাই। মুসলমানদিগের সময় এই প্রথা প্রথম এই দেশে প্রচলিত হয়। কতক মুসলমান নবাবদিগের অত্যাচারে এবং কতক মুসলমান ভদ্রলোকদের অনুকরণে ইহা প্রচলিত হইয়াছে। রাজাদের অনুকরণ প্রায় সর্ব্বকালেই এবং সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। নবাবদিগের উৎপীড়নে এপ্রথা প্রচলিত হওয়াও বিচিত্র নহে। ইংলণ্ড যখন প্রথম নরমান্‌দিগের শাসনাধীন হয় তখন তাঁহাদিগের অত্যাচারে কুলকামিনীগণ ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং Knight erantry প্রথা সৃষ্টি হয়। মুরসিদাবাদের নবাবের সান্নিধ্যই বোধ হয় আমা-দিগের দেশে এ প্রথা প্রচলিত হইবার একটী প্রধান কারণ। পল্লীগ্রামে যেখানে মুসলমানদিগের অত্যাচার পৌঁছিত না সেখানে এখনও অবরেরোধ প্রথার শিথিল ভাব লক্ষিত হয়। পূর্ব্বকালে এ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না এবং কিরূপ ভাবেই বা ইহা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইল তাহা জানা আবশ্যক কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা ইষ্টকর কি অনিষ্ঠকর এবিষয় মীমাংসা করাই আমার অদ্যকার প্রধান কার্য্য।

আমি প্রথমতঃ ইহার অনিষ্ট দেখাইব। অবরোধ প্রথাই আমাদিগের দেশের রমণীদিগের স্বাস্থ্যনাশের একটী প্রধান কারণ। মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগের স্বাস্থ্য আমাদিগের এ দেশীয় রমণীদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল। আমাদের দেশে বিবাহিত রমণীদিগের মধ্যে শতকরা ৬০।৭০জন অসুস্থাবস্থাতেই দিনযাপন করেন। আমার এক সঙ্গতিপন্ন বন্ধুর স্ত্রী একবার অত্যন্ত অসুস্থ হন; তাঁহার স্বামী অর্থের সাহায্যে যাহা হইতে পারে সে সবই করিলেন—কিন্তু স্ত্রীর অসুস্থতা আর কমিল না। তখন দেশে দেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। যখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া চৌরঙ্গির কোন প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন তখন আমাদিগের বাড়ীর স্ত্রী-লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে যান; গিয়া দেখেন যে, সুখস্বচ্ছন্দতার দ্রব্যের অভাব নাই কিন্তু তথাপি আমাদিগের বন্ধুর স্ত্রীর মন সদাই অপ্রসন্ন। চিকিৎসকেরা তাঁহার রোগের কোন বিশেষ কারণ স্থির করিতে পারেন না, কোন কাজেই তিনি মনঃস্থির করিতে পারেন না; একবার জানালার নিকট যান, গিয়া দেখেন প্রকাণ্ড প্রাচীর; আবার শয্যায় আসিয়া শয়ন করেন, আবার কোন প্রকার ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করেন, ভাল না লাগাতে তাহাও পরিত্যাগ করেন। কলিকাতায় তাঁহার শরীর সুস্থ হইল না। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে মুঙ্গেরে লইয়া গেলেন। মুঙ্গেরে গিয়া সুন্দর বাঙ্গলা ভাড়া করিলেন, বাবুরা সুখে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাঁহার জন্য মুঙ্গেরে যাওয়া তিনি যে গৃহে আবদ্ধা সেই গৃহেই আবদ্ধা রহিলেন। সেখানেও তাঁহার শরীর সারিল না।

একবার কলিকাতার কোন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাটীতে প্রায় সকল স্ত্রীলোকগুলিরই হিষ্টিরিয়া হয়। ডাক্তার বেলী যিনি তাঁহাদিগের পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন—তিনি বহু চিন্তার পর রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়া একটী কৌশল উপরে পা দিলেই ব্যাং ডাকার ন্যায় এক প্রকার বিকট শব্দ হইত। তিনি বাড়ীর কর্ত্তাদিগকে বলিলেন যে, এই গদিখানি সিঁড়ির উপর রাস্তায় যেন রাখা হয় এবং পনের দিন পরে এই গদির ফল কি হইল তাহা তাঁহাকে বলা হয়। এই গদিখানি রাখার পর বালকেরা সেই গদিতে চড়িয়া সেই বিকট শব্দ শুনিবামাত্র মহা কোলাহলপূর্ব্বক আমোদ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীলোকেরাও তাহাতে যোগদান করিল এবং এই একটী নূতন আমোদের বস্তু পাওয়াতে ১৫ দিন সে বাড়ীতে আর কাহারও হিষ্টিরিয়া হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, মানুষের মন প্রত্যহ এক দ্রব্য দেখিতে দেখিতে অসুস্থ হইয়া পড়ে।

কোন জাতির পুরুষদিগের উন্নতি হইলেই যে সমগ্র জাতির উন্নতি হইল না ইহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। অবরোধ প্রথাই জাতীয় উন্নতির একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। স্ত্রীলোকেরা যখন শরীর এবং মন সম্বন্ধে এরূপ দুর্ব্বল এবং অকর্ম্মণ্য তখন তাহাদিগের সন্তান সন্ততি যে সবল এবং বলিষ্ঠ হইবে এরূপ আশা করা বৃথা। আমাদিগের প্রত্যেক শিরায় শিরায় রক্তের সহিত দুর্ব্বলতা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন এবং কৃষ্ণদাস পালের অকাল মৃত্যুতে কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় না ব্যথিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব ৭৭ বৎসর বয়সে যেরূপ অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন তাহার কথা শুনিলে আমাদের সবল কার্য্যক্ষম যুবকেরাও চমকিত হন। এই বৃদ্ধ বয়সে নিউম্যান যেরূপ কার্য্য করেন তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়।

এ সংসারের উচ্চ বিষয়ের কোন ভাব মনোমধ্যে না থাকায় আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা কিছু ক্ষুদ্রাশয় হয়। প্রায়ই আমাদের পুরুষেরা বলিয়া থাকেন মেয়েরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ করেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় তাহারা ভাবিতে শিক্ষাই করেন নাই।

এই অবরোধ প্রথা নিবন্ধন শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা অসম্ভব। প্রায়ই আমাদের দেশে দশম বর্ষে বালিকার বিবাহ হয়। তাহার পরেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি অবরুদ্ধা হয়েন। বোম্বাই প্রভৃতি দেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। সেখানে অবরোধ প্রথা নাই সুতরাং বিবা-হিতা স্ত্রীলোকেরা পুস্তক হস্তে বিদ্যালয়ে গমন করেন। আমাদিগের দেশে সে সুবিধা হইবার যো নাই।

অবরোধ প্রথা স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায়। সৎভাবাপন্ন স্বামী বহু তর্ক যুক্তির দ্বারা যদি তাঁহার স্ত্রীর মনে সংস্কৃত ভাব সকল দিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেও তিনি কৃতকার্য্য হন না। কারণ তাঁহার স্ত্রীর অপরাপর সঙ্গিনীরা এবং পাড়ার বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পথে অত্যন্ত ব্যাঘাত দান করেন; তিনি যাহা কিছু শিক্ষা দেন তাহা সকল পণ্ড হইয়া যায়।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের

সংসারে কোন উচ্চ ব্রতে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও তিনি সমর্থা হন না। কারণ অবরোধ প্রথা তাঁহার পথের প্রধান কণ্টক। ইহা কি আমাদিগের কম দুঃখের বিষয় যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্মক্ষম স্ত্রীলোকেরও হস্ত এই সমাজের কুশাসনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের দেশের বিধবাদিগের এরূপ দুরবস্থা দেখিতে হইত না যদি স্বাবলম্বনের পথ তাহাদিগের নিকট উন্মুক্ত থাকিত। আমাদিগের দেশে "বিধবা" এই নাম করিলে ওই যে শোচনীয় ভাবের উদয় হয় সে ভাবের উদয় হইত না, যদি সংসারে তাঁহারা নিজের উপকারিতা প্রদর্শনের পথ পাইতেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে শক্তি সামর্থ্য দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইলে বা স্বাবলম্বনের পথ উন্মুক্ত থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিতেন এবং সংসারে নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন তাহার কি সন্দেহ আছে? জাতিভেদের যদি সেইরূপ প্রকোপ থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় উজ্জ্বল রত্ন কি আমরা পাইতাম? সেইরূপ অবরোধ প্রথা উন্মূলিত হইলে কে জানে আমাদিগের রমণীদিগের মধ্য হইতে উজ্জ্বল রত্ন সকল আবির্ভূত হইবে না? আমি জানি দুটি বিধবা মহিলা অতি কষ্টে মাতুলালয়ে বিধবা মাতার সহিত বাস করিতেন। তাঁহারা নিজযত্নে মাতুলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সমাজের কুশাসন সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া এক্ষণে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যাহা পান তাঁহা হইতে দুইজনে নিজ নিজ ব্যয় সংকুলন করিয়া প্রত্যেক মাসে মাতাকে ১৫ টাকা দেন। বলুন দেখি তাঁহাদিগের মনে এখন কত সুখ। অকর্ম্মণ্য, পরগলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইলে জীবন কাহার পক্ষে না ভারবহ হইয়া উঠে?

মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহের আতিথ্যের সহিত তুলনায় আমাদিগের গৃহের আতিথ্য সুখকর বলিয়াই বোধ হয় না। মহারাষ্ট্রীয়ের গৃহে অতিথি হইলে যেন সেই পরিবারের একজন লোক বলিয়া আপনাকে মনে হয়। কিন্তু আমাদিগের গৃহের অতিথি কখনই আপনাকে ওরূপ ভাবিতে পারেন না।

এই অবরোধ প্রথা নিবন্ধন যাতায়াতের অসুবিধা বোধ হয় সকলেই কিছু কিছু অনুভব করিয়াছেন। জীবন-শূন্য প্রকাণ্ড লগেজ লইয়া যাওয়ার অপেক্ষাও একটি স্ত্রীলোককে দূরদেশে লইয়া যাওয়া দুরূহ। সামাজিক শিক্ষা বশতঃ প্রকাশ্য স্থানে যাইতে তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করেন। কিন্তু আজ কাল দূর দেশে গমন করিতে হইলে রেলগাড়ী ব্যতীত অন্য উপায় নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের অভিভাবকদিগকে বহুক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ অবস্থা থাকাতে আমাদিগের দেশের পুরুষেরও অত্যন্ত অধোগতি হইয়াছে। রমণীর মুখও আর পুরুষেরা পবিত্রভাবে দেখিতে পারেন না। বহু শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকাতে রমণীর পবিত্র মুখও এক দূষণীয় ভাবোৎপাদক আশ্চর্য্য সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। নরনারীর পবিত্র সম্বন্ধ অপবিত্রভাবে দেখিতে আমরা শিক্ষা করিয়াছি।

অবরোধ প্রথা যদি না থাকিত তাহা হইলে সমাজে এত কলঙ্ক ঢুকিতে পারিত না। প্রত্যেক আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে যদি আমাদের মাতা ভগ্নী এবং স্ত্রীকে সঙ্গী করিতে হইত তাহা হইলে আমাদের আমোদ প্রমোদও এক বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিত। কুসংসর্গে মিলিয়া আমাদের পুরুষেরা যেরূপ কুপথে যায় তাহা ও অনেক পরিমাণে নিবারিত হইত।

আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয় প্রথা যে দূষণীয় তাহা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু অবরোধ প্রথা থাকিতে এ প্রথা কখনই উঠিয়া যাইতে পারে না। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হইয়া যে বিবাহ, অবরোধ প্রথা থাকিতে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

এখন আমি গুটিকতক আপত্তি খণ্ডন করিয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে অবরোধ প্রথা না থাকিলে সমাজের নীতি দূষিত হইয়া যাইবে। ইহার ন্যায় ভ্রমাত্মক কথা আর কিছুই হইতে পারে না। পরস্পরে মিশিলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, রমণীর মুখ তাহা হইলে আর আমাদের নিকট এক আশ্চর্য্য সামগ্রী থাকিবে না। সমাজের নীতি মার্জ্জিত হইবে। সাধ্য কি স্বামী কুপথে যান যদি স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে থাকেন। ভ্রাতার কুআমোদে যোগ দানের সম্ভাবনা কোথায়, যদি ভগ্নী তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হয়েন। নারীদিগের হইতে দূরে অবস্থানই সমাজের কুনীতির একটী প্রধান কারণ। আর নারীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে যে,আত্ম সংরক্ষণে অধিকতর সমর্থা হইবেন ইহা বলা বাহুল্য; সংস্কৃতে একটী শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই যে বিশ্বাসী দাস দাসী পরিবেষ্টিতা রমণীও সুরক্ষিতা নহেন কিন্তু জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে যিনি আপনাকে রক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন তিনিই সুরক্ষিতা। জ্ঞান ও ধর্ম্ম ব্যতীত সামাজিক শাসন কখনই সমাজের দুর্নীতি নিবারণে সমর্থ হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন নারীদিগকে স্বাধীনতা দিলে তাঁহাদিগের আর গৃহ কার্য্যে মন থাকিবেনা। নারী স্বাধীনতা কি আর অন্য দেশে নাই? সে দেশে কি আর গৃহকার্য্য চলিতেছে না? অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে প্রথমে সমুচিত ধর্ম্ম শিক্ষার দ্বারা নারীর অন্তরে পারিবারিক কর্ত্তব্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়া দিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন জগতের দূষিত বায়ুতে নারী চরিত্রের কোমলতা ও পবিত্রতা নষ্ট হইবে। ইহার উত্তর আর কি দিব, যাঁহারা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যেখানে অবরোধ প্রথা নাই,সেই সব স্থানে গমন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন স্বাধীনতায় নারীচরিত্রের কোমলতা কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। সেই সাধুতা সাধুতাই নয় যাহা পাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে অসমর্থ। পাপের বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া নির্দ্দোষ জীবন যাপন করা শ্রেষ্ঠতর না সংসারে পাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পুণ্য জীবন যাপন করা শ্রেষ্ঠতর।

এ প্রথা সম্বন্ধে স্বপ্নের ন্যায় আমার মনে একটী ভাবের উদয় হয়। যেন আমরা ভারতের হিতের জন্য ভিক্ষুক বেশে বিশ্বপিতার দ্বারে উপনীত, তিনি দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে-

ছেন "তোমরা কে, কি জন্য আসিয়াছ," আমরা বলিতেছি 'আমরা দুঃখী ভারতবাসী ভারতের উন্নতি, ভিক্ষা করিতেছি' বিশ্বপিতা জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমার কন্যারা কোথায়'? আমরা বলিলাম 'তাঁহাদিগকে আনি নাই।' তখন তিনি বলিলেন 'যাও নির্ব্বোধ! তাহাদিগকে লইয়া আইস, তাহারা কি আমার সন্তান নয়, তাহাদের উন্নতি না হইলে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কোথায়?' আমরা তখন বিষনমনে ফিরিয়া আসিয়া আপন আপন আত্মীয়াদিগকে বলিতেছি "তোমরা না হইলে আমাদের উন্নতির পথ বন্ধ, আইস তোমরা আমাদের সহায় হও নতুবা আমাদের উপায় নাই।' এইরূপ ভাব প্রণোদিত হইয়া যে দিন আমরা কার্য্য করিতে শিখিব সেই দিন আমরা সংসারে এক মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব, নতুবা নহে।

জন হাওয়ার্ড।

জন্মকথা।

জন-হিতৈষী জন হাওয়ার্ডের পিতার নাম জন হওয়ার্ড ছিল এবং পিতার নামানুসারে পুত্রের নামও জন রাখা হইয়াছিল। হাওয়ার্ডের পিতা লণ্ডন নগরে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। হাওয়ার্ডের জন্মের অল্পকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পিতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর উত্তর উপনগর ক্লাপটনে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং হাওয়ার্ডের জন্মকালীন তাঁহার পিতার সম্পূর্ণ বার্দ্ধক্য না হইলেও তাঁহার বিষয় কর্ম্ম করিবার পক্ষে যে বয়ক্রম কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এ সংসারে যাঁহারা সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, জীবনে প্রতিভা ও সাধুতার আশ্চর্য্য সমাবেশের জন্য যাঁহাদের যশঃসৌরভ দেশ দেশান্তরে বিস্তারিত হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের জীবনেই অল্পাধিক পরিমাণে আমরা প্রধানতঃ একটী ঘটনা সাধারণ ভাবে দেখিতে পাই।

সাধুতা, পরদুঃখকাতরতা, জ্ঞানানুরাগ ইত্যাদি যে সকল মহৎ ভাব মহৎ লোকের জীবনে কালে বিকসিত হইয়া তাঁহাদের জীবনকে মধুময় করিয়াছে এই সকল ভাব তাঁহাদের জনক জননীর জীবনগত ভাবের রূপান্তর মাত্র; পরন্তু পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষই নিজ নিজ জীবনে সাক্ষী দিয়া গিয়াছেন যে, পিতা মাতার সাধু দৃষ্টান্তই তাঁহাদের জীবনের ভিত্তিভূমি। বাস্তবিক প্রত্যেক মহাজনের জীবনের প্রত্যেক মহৎ ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কি ইহাই দেখিতে পাই না যে, তাঁহার জনক জননীর জীবনে যে সকল সংগুণ অর্দ্ধ বিকশিত অবস্থায় ছিল অনুকূলাবস্থার প্রভাবে উপযুক্তকালে তাঁহার জীবনে সেই সংগুণগুলিই প্রস্ফুটিত হইয়াছে মাত্র।

প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন সুনিয়মিত সুরক্ষিত, ও শাসিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। কিন্তু, মহাত্মা জন হাওয়ার্ড স্বীয় মহত্ব ও সাধুতার জন্য পিতা মাতার নিকটে কতদূর ঋণী দুর্ভাগ্যবশতঃ তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। তাঁহার পিতার চরিত্রের বিষয়ে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে, তিনি একজন নিষ্ঠাবান প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত— খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন, এবং মিতাচারী ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া ন্যায় এবং সৌজন্যের সহিত সংসারের লোকের সহিত ব্যবহার করিতেন।

পিতা অপেক্ষা মাতার জীবনই সন্তানের জীবনের উপরে অধিক কার্য্য করিবার সুযোগ পায় এবং মাতার জীবনের প্রভাবেই পুত্রের চরিত্র অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, মহাত্মা হাওয়ার্ডের পিতার বিষয়ে যদিও দুই এক কথা জানা গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মাতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় নাই। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, তিনি মার্থা প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। মার্থা যেমন অনেক বিষয়ে ব্যস্ত থাকিতেন হাওয়ার্ডের মাতাও সেইরূপ তাঁহার শরীর মনের সমস্ত শক্তি গৃহকার্য্যে নিয়োগ করিয়া নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন।

মহাত্মা জন হাওয়ার্ডের পরে একটী কন্যা প্রসব করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই এই রমণী পরলোক গমন করেন। হাওয়ার্ডের পিতা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু পরিণয়ের কয়েক মাস মধ্যেই তাঁহার এই দ্বিতীয় ভার্য্যা নিঃসন্তান হইয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

মহাত্মা হাওয়ার্ড বাল্যকালে অতিশয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে অতি অল্প বয়সেই তাঁহাকে প্রেঙ্গ নামক এক কৃষকের লালন পালনাধীনে থাকিতে হয়। এই কৃষক বেডফোর্ডের নিকটবর্ত্তী কারডিঙ্গটনে বাস করিতেন এবং মহাত্মা হাওয়ার্ডের পিতার একটী সামান্য ভূমি সম্পত্তি খাজনা দিয়া তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিতেন এই ব্যক্তির উপরই আমাদের ভাবী জন-হিতৈষী মহাত্মার ভবিষ্যজ্জীবনের ভার অর্পিত হইল এবং এই স্থানেই তিনি তাঁহার বাল্যকাল কাটাইলেন। বাল্যস্মৃতির মোহিনী শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কারডিঙ্গটনেই মহাত্মা হাওয়ার্ড প্রভূত ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া লন।

শিক্ষা।

উপযুক্ত বয়সেই মহাত্মা হাওয়ার্ড হার্টফোর্ডের একটী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। ডিসেণ্টার খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তা ছিলেন এবং জন্ উরসলি সাহেব ইহার কার্য্য চালাইতেন। এই বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া হাওয়ার্ডের বিশেষ কোন লাভ হইল না; তিনি শিক্ষা লাভ করিবার জন্য লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। লণ্ডন নগরে পৌঁছিয়া জন কেমস নামক নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত এক ব্যক্তির বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। জন কেমস্ সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে অসাধারন পণ্ডিত ছিলেন। এই শিক্ষকের নিকটে ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত হাওয়ার্ড শিক্ষা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতুই হউক, অথবা অল্পমাত্রায় জ্ঞানবিকাস নিবন্ধনই হউক, তিনি লেখা পড়ায় আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরে মহাত্মা জন হাওয়ার্ডের বিদ্যা

বুদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ আয়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সামান্য লাটিন এবং সামান্যতর গ্রীকভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার দখল ছিল এবং তিনি অতি দক্ষতার সহিত ইংরাজীভাষায় লিখিতে জানিতেন। বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানও তাঁহার ছিল না; কিন্তু রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য বিদেশের অবস্থা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি যদিও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না এবং বিদ্যাবিষয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার শিক্ষার ত্রুটি বিষয়ে যে সকল কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আর একটী প্রধান অন্তরায় এই যে, তাঁহাকে তাঁহার পিতার অভিপ্রায়ানুসারে পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়াই তিনি তদুপযোগী শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। লাটিন গ্রীক ও অন্যান্য সাহিত্য শিক্ষা করা প্রার্থনীয় হইলেও একজন বণিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। সুতরাং আড়ম্বর ও নামের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু প্রয়োজনমত সুসারেই মহাত্মা হাওয়ার্ড শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এ সংসারে মানবের অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে, কিন্তু কি শিখিলে মানবের শরীর মনের পুষ্টিসাধন হয়, আত্মরক্ষার ক্ষমতা জন্মে, এবং আপনার ও অন্যের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করা যায়, কয়জন লোক বিদ্যার এইরূপ সারগুণ গ্রহণ করিয়া পাঠ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন? নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া পৃথিবীর অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে কাহার না ইচ্ছা করে? অনন্যসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া সংসারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবার বাসনা মানবমনে স্বভাবতঃই উদয় হইয়া থাকে, এবং এইরূপ উচ্চাভিলাষ মহাত্মা হাওয়ার্ডের ন্যায় জনহিতৈষী মনস্বীর প্রাণে স্থান না পাইলেও মনুষ্য সাধারণের প্রাণে উদয় হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সকল লোকের পক্ষে নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের উচ্চ সীমায় উপস্থিত হওয়া প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। অনুকূল অবস্থার অভাবেই কত নরনারী নির্জ্জন কাননপ্রসূত সুরভি পুষ্পের ন্যায় জনসমাজের অন্তঃপুরে ফুটিয়া নিকটস্থ দুই একটা জনপ্রাণীর চিত্তবিনোদন করিয়াই মানবলীলা সংবরণ করিলেন। জনসমাজের প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা আর তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। অসংখ্য নরনারী তাঁহাদের জীবন-সৌরভ গ্রহণ করিয়া আপনাদের জীবনের পূতিগন্ধ দূর করিবার সুযোগ পাইলেন না। অতএব বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তি ও সাংসারিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা বলা বাহুল্য। মানসিক শক্তি ও সাংসারিক অবস্থা যে বিদ্যা শিক্ষার অনুকূল হয়, যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে স্ত্রী পুত্রের প্রতি সমাজের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্যসাধন করিবার ক্ষমতা জন্মে, ও আত্মার বিকাশসাধন করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই বিদ্যা শিক্ষা করাই প্রত্যেক নরনারীর একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অতি অল্প লোকেরই প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি আছে। বাহিরের শোভা, বাহিরের চাকচিক্য ও আড়ম্বর লইয়াই অনেক লোক ব্যস্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে নিম্নলিখিত তিনটী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সমুদায় বিবাহগুলিই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরি হইয়াছে।

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারি বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমাদের ভাগলপুরস্থ বন্ধু বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী মুখোপাধ্যায়ের পরিণয় হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৩ বৎসর ও পাত্রীর বয়স ১৫ বৎসর।

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারি শনিবার আমাদের মতিহারিস্থ বন্ধু বাবু উমাচরণ ঘটক মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুশীলার সহিত সিটিকলেজের শিক্ষক বাবু উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৭ বৎসর, পাত্রীর বয়স ১৭ বৎসর।

বিগত ৬ই মার্চ্চ মেহেরপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতি গোপেশ্বরী মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৬ বৎসর, পাত্রীর বয়স ১৯ বৎসর পাত্রী বিধবা।

উপরুক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিবাহ দুইটী কলিকাতায় এবং দ্বিতীয়টী মতিহারীতে সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও শশীভূষণ বসু উড়িষ্যায় প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন। উড়িষ্যা নিবাসীদিগের মধ্যে স্থায়ী ভাবে প্রচারক থাকিয়া কার্য্য করিলে শুভ ফল হইতে পারে।

প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বিগত ২রা চৈত্র রবিবার বরাহনগর নিবাসী বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে অনেকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু ও পরিবার কলিকাতা হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন।

বিগত ৪ঠা মার্চ্চ আমাদের মতিহারিস্থ বন্ধু বাবু উমাচরণ ঘটক মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে; বালকের নাম বুদ্ধদেব রাখা হইয়াছে।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু ব্রজলাল গাঙ্গুলি ও বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রচারার্থ শান্তিপুর গমন করিয়াছেন, ইঁহারা তথা হইতে বরিশাল গমন করিবেন এইরূপ কথা আছে।

পাবনার অন্তর্গত আলিপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, "ভগবানের অপার করুণায় জেলা পাবনার

অন্তর্গত বাবু বিপিনবিহারী রায় জমিদার মহাশয়ের এলাকাধীন খলিলপুর গ্রামে বিগত ৫ই মাঘ রবিবার হইতে কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া রীতিমত সামাজিক উপাসনা হইতেছে। বিগত ষট্ পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রভুর কৃপায় তাঁহার বিশেষ দয়া অনুভব করা গিয়াছিল। এক্ষণে শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের নিকট এই ভিক্ষা,—তাঁহারা যেন এই ক্ষীণ সমাজের মঙ্গলের জন্য বিশ্বমাতার নিকট প্রার্থনা করেন। বিশ্বজননী! তুমি তোমার অপার কৃপার গুণে এই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র কন্যাদিগকে রক্ষা কর।"

আমাদের বন্ধু বাবু প্যারীলাল ঘোষ দুঃস্থ বালক বালিকাদিগের জন্য মফঃস্বলে একটী বোর্ডিং স্থাপনোদ্দেশে যে আবেদন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি মফঃস্বলস্থ আর আর বন্ধুগণও অচিরে স্ব স্ব মত অভিব্যক্ত করিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন।

১৬ই ফাল্গুন তত্ত্বকৌমুদীর প্রেরিতস্তম্ভে শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় ব্রাহ্ম বোর্ডিং সংস্থাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করি। অভিভাবকগণও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। দারিদ্র ব্রাহ্ম মণ্ডলী এতাদৃশ শুভকর ও সুলভ ব্যয়সাধ্য কার্য্য সুসম্পাদন পক্ষে সমধিক যত্নশীল হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। প্রস্তাবটী অসম্পন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অভিভাবকদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতিপয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রকাশিত না হইলে অভিলষিত কার্য্যে সহানুভূতিসূচক পত্র পাইবার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে না।

১। যেখানে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইবার সদুপায় আছে; খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে, গমনাগমনেরও সুবিধা আছে, অথচ স্বাস্থ্যকর ও সুদৃশ্য, এমন একটা স্থানের নাম নির্দেশ করা কর্ত্তব্য। স্থানটী অনির্দেশ্য থাকিলে সাধারণের আগ্রহ বা উৎসাহ জন্মিবে কেন? ২। বোর্ডিংএ সম্ভবতঃ কত ব্যয় পড়িবে? ৩। ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের নিকট কি হারে মাসিক ব্যয় গৃহীত হইবে? ৪। কিরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বিত হইবে? ৫। কিরূপ লোক দ্বারা বোর্ডিং পরিচালিত ও পরিরক্ষিত হইবে? ৬। পাচক, ভৃত্য ও পরিচারিকা প্রভৃতির কিরূপ বন্দোবস্ত থাকিবে? ৭। প্রাথমিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবার উপায় কি? ৮। ক্ষতির দায়িত্ব কে বহন করিবেন? ৯। অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের প্রতিপালন ও সংরক্ষণের কিরূপ বন্দোবস্ত থাকিবে? ইত্যাকার বিবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত ও মীমাংসিত না হইলে পুত্র কন্যাগণকে বোর্ডিং এ প্রেরণের বাসনা জন্মিবে কেন?

আমাদের বিবেচনায় ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক এবং ১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালিকা বোর্ডিংএ গৃহীত হইলে ভাল হয়।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বিনী ব্রাহ্ম বিধবাগণ এই হিতকর ব্রতে দীক্ষিতা হউন, তাঁহারা অপত্য নির্ব্বিশেষে বোর্ডিংএর বালক বালিকাগণের আহারাদি যোগাইবেন, বোর্ডিংএর বালিকাদিগের মধ্যে প্রতিদিন ৪টী বালিকাকে রন্ধনাদি কার্য্যের সাহায্যার্থ নিয়োজিত করিতে হইবে। ২টী বালিকা পাচিকা এবং ২টী পরিচারিকার স্থানীয় হইয়া কার্য্য করিবে। ইহাতে বালিকাগণ কর্ম্মিষ্ঠা ও সাংসারিক কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইতে পারিবে। বোর্ডিংএর ব্যয়ের পরিমাণও কম পড়িবে। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা ব্যতীত অন্য লোক বোর্ডিংএর কার্য্যকারক হইবে না।

উত্তর বঙ্গে একটী ব্রাহ্ম বোর্ডিং সংস্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছে। উত্তর বঙ্গ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ; রঙ্গপুর দিনাজপুর নাম শুনিলেই অনেকে শিহরিয়া উঠেন। সৈদপুর অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। সুনীতি সম্পন্ন উন্নতিশীল কয়েকজন ব্রাহ্মের বাসভূমি। আহার্য্য দ্রব্যাদিও দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য নয়। গমনাগমনের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সুচিকিৎসকেরও অভাব নাই। সৈদপুর টাউনের উপর বোর্ডিং না করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী নির্জ্জন সমতল ভূমিতে স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে। নগরের কোলাহলে যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহা হইবেনা। অথচ নগরের সান্নিধ্য হেতু নগরের সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবেনা। বালক বালিকারা আমোদ করিয়া বোর্ডিংএর সন্নিহিত ভূমিতে বাগান করিবে। স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ, বৃক্ষ রোপণ এবং জল সেচন করিয়া অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে। অবসর কালে এবংবিধ বিশুদ্ধ আমোদে যাপন করিলে নৈতিক ও দৈহিক বল বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইবে। বিলাস-লালসা পরিবর্জ্জিত না হয় এবং কর্ম্মঠ জীবন লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হৈবে

বোর্ডিংএর শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণ সুনীতিসম্পন্ন ও কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং কর্ম্মকুশল না হইলে চলিবেনা। বহুজ্ঞ, নীতি পরায়ণ ও ধার্ম্মিক হইলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না। বালক বালিকাদিগের হৃদয়ে সদুপদেশরূপ বীজ বপন বড়ই দুরূহ কার্য্য। বোর্ডিংএর পরিচালক সুনীতিপরায়ণা সুশীলা, স্নেহময়ী জননীর স্বভাব লইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে অনেকেই অসমর্থ। বোর্ডিংএর তত্ত্বাবধায়কগণ তদ্বিষয়ে সাবহিত ও সতর্ক থাকিবেন, নগরের প্রতিবেশীদিগের সান্নিধ্য ও সংসর্গহেতু ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার সংক্রামিত হয়, বোর্ডিংপ্রণালীতে তাহা প্রতিষিদ্ধ হইবে। প্যারী বাবু অল্পব্যয়ে বোর্ডিং সংস্থাপনে সমুৎসুক। আমরা আনুমানিক হিসাব ধরিয়া দেখিলাম, ৫৲ টাকার কমে মফঃস্বলেও চলেনা। বোর্ডিংএর খরচের হার ৪৲ টাকা ধার্য্য হইলে ভাল হয়।

যিনি কোন কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক ক্ষতি ও বিড়ম্বনা তাঁহার নিত্য সহচর। প্যারী বাবুও এই নিয়ম অতিক্রম করিতে পারিবেন কিনা ভগবান্ জানেন। মঙ্গলময় প্যারীবাবুর সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

রঙ্গপুর ৭ই চৈত্র।

শ্রীহরিমোহন বসু।

প্রেরিত।

“স্থায়ী প্রচারফণ্ড” সম্বন্ধে গুটী দুই কথা।

এই ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত হওনার অনুষ্ঠান-পত্র তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইলে বিগত মাঘোৎসবোপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের যে “আলোচনাসভা” (“Conference) হইয়াছিল, এবং তৎসম্বন্ধে যে দুই একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় অনেকেই ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গোলমালে পড়িয়াছেন। “যে অল্প সংখ্যক মহাত্মা বৈষয়িক সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, আমরা অর্থাভাবে তাঁহাদিগের পরিবারগণের ভরণপোষণের উপযুক্ত উপায় করিতে পারিতেছি না, এজন্য তাঁহাদিগের সমূহ ক্লেশ হইয়া থাকে।”—অনুষ্ঠান পত্রের এই অংশ টুকু পড়িয়া অনেকেই মনে করিয়াছেন যে, এই ফণ্ডের মূলধন কিংবা তদুৎপন্ন আয় এই সকল প্রচারকদিগের ভরণপোষণই ব্যয়িত হইবে। তাই কেহ কেহ বক্তৃতাদিতে প্রচারকদিগকে “কষ্ট-সহিষ্ণুতা” ও “ত্যাগ স্বীকার” শিক্ষা দিতে উপদেশ করিয়াছেন! আমাদের প্রচারকদিগের পরিবারের কি সুখে দিন কাটে, তাঁহারা যদি তাহার খোঁজ খবর রাখিতেন, তবে বোধ হয় একথা মুখ আনিতে সাহসী হইতেন না। বাজার খরচের পয়সাভাবে কতদিন তাহাদিগকে চাল ভাজা খাইয়া থাকিতে হয়, ভাতে ভাতের ত কথাই নাই। অর্থাভাবে স্ত্রী পুত্র পরিবারের বেয়রাম হইলে সময় মতে উপযুক্তরূপ চিকিৎসা শুশ্রূষা চলেনা। প্রতিবেশী দশটী ছেলের হাতে একটী জিনিশ দেখিলে, তাহাদের পিতা মাতা সেই সামান্য জিনিষটী কিনিয়া দিয়া তাহাদের বালস্বভাবসুলভ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি জন্মাইতে পারেন না। ইহাতে তাঁহাদের বালক বালিকাদের মানসিক ও নৈতিক অধোগতির সম্ভাবনা। যাঁহারা এসকল গুহ্য কথা জানেন, তাঁহারা বোধ হয় আমাদের ধর্ম্মপ্রচারের ভার প্রচারকদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজে সুখ শয্যায় শুইয়া তাহাদিগকে “কষ্ট-সহিষ্ণুতা” ও “ত্যাগ স্বীকারের” কথা বলিবেন না। অথচ তাঁহাদের এসকল অসুবিধা ও কষ্ট থাকা সত্ত্বেও যে এই স্থায়ী ফণ্ডের অর্থ একমাত্র প্রধানতঃ ইঁহাদের ভরণপোষণেই ব্যয়িত হইবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এমন ইচ্ছা করেন নাই বা অনুষ্ঠান পত্রে এমন কথা বলেন নাই। যাঁহারা এরূপ মনে করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সেই অনুষ্ঠান পত্রের—“উপযুক্তরূপে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে দূরবর্ত্তী স্থানে প্রচারক পাঠান চাই, স্থায়ীরূপে একার্য্য সম্পাদনার্থ এক এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট প্রচারক বহুদিনের জন্য নিযুক্ত করা চাই, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অভাব মোচনার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রচারক সকল উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত করা চাই, যেখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই সেখানে তাহা প্রতিষ্ঠিত করা চাই, এতদ্ভিন্ন নানাবিধ পুস্তক পুস্তিকা সাময়িক পত্র ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন দ্বারা সাধারণের মধ্যে জ্ঞান, সুনীতি ও ধর্ম্ম বিস্তারের পথ প্রসারিত করা আবশ্যক।”—এই কথা গুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ করিতেছি! প্রধানতঃ এই সকল উদ্দেশ্যেই এই ফণ্ডের অর্থ ব্যয়িত হইবে। তবে যে ইহার অর্থ একেবারেই প্রচারকদিগের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইবেনা, এমন নহে; হয় ত অত্যন্ত গুরুতর অভাব ও অনিবার্য্য ঘটনা উপস্থিত হইলে সময় সময় তাঁহাদের ভরণ পোষণার্থও ব্যয়িত হইতে পারে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এই স্থায়ী ফণ্ডে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রচার ফণ্ডে মাসিক বা বার্ষিক সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহাও তাঁহাদিগকে দিতে হইবে কিনা? আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতেই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবু স্পষ্টতর করার জন্য বলা যাইতেছে যে, প্রচারকদিগের ভরণ পোষণের জন্য এখন যেমন প্রচার ফণ্ড নামে স্বতন্ত্র একটী ফণ্ড আছে, স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের অর্থ সংগৃহীত হইলেও সেই ফণ্ডের কার্য্য তেমনি চলিবে। আশা করা যায়, যাঁহারা সেই ফণ্ডের মাসিক বা বার্ষিক সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্থায়ীপ্রচার ফণ্ডে এককালীন অর্থ সাহায্য করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন না। তাহা হইলে আমাদের প্রচারক মহাশয়দিগকে ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে প্রকৃত প্রস্তাবেই কতদিন একেবারে অনাহারে থাকিতে হইবে, অথবা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাঁহারা প্রচারক হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই আপনারা যত দূর সম্ভব কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকারের প্রত্যাশা করিতে পারেন। তাঁহাদের পরিবারসমূহ ত আর আপনাদের প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হন নাই? আপনাদের নিজের ও আপনাদের পরিবার পরিজনের ন্যায় তাঁহাদের পরিবার পরিজনেরও রক্তমাংসের শরীর। আপনাদের যাহা সহ্য হয় না, তাঁহাদের তাহা সহিবে কেন? কেবল প্রচারকদিগের ত্যাগ স্বীকার করিলে চলিবে কেন, নিজেদেরও করিতে হয়।

পরন্তু এই স্থায়ীফণ্ডের মূলধনের বা আয়ের টাকা নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর কালের জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কার্য্যেই সম্ভবতঃ ব্যয়িত হইবে না। যদি এই অবস্থায় সকলেই প্রচারফণ্ডের মাসিক বার্ষিক দানাদি বন্ধ করিয়া বা দানের পরিমাণ কমাইয়া দেন, তবে বাধ্য হইয়াই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে বোধ হয় স্থায়ীপ্রচারফণ্ড সংগ্রহের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্থায়ীফণ্ডই হউক আর সাধারণ প্রচারফণ্ডই হউক, যাঁহারা দান করিবেন কি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোন বাধ্য বাধকতা নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হউক ঐকান্তিক ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই গুরুতরকার্য্যের সহায়তা করিবেন, এবং মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন,—ইহা আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর আমাদের শুভমতি, সদুৎসাহ, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি দিন, তাহা হইলে আমাদের সমুদয় বিঘ্ন বাধাই কাটিয়া যাইবে।

নিবেদক

কলিকাতা।
৫ই চৈত্র, ১৮০৭ শক। }

শ্রীগগনচন্দ্র হোম।
স্থায়ীপ্রচারফণ্ডকমিটীর সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৩ই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত।